শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

ফাল্গুন—১৩৬৯

৩য় বর্ষ] গোবিন্দ, ৪৭৬ শ্রীগৌরাব্দ [১ম সংখ্যা

"কনক-কামিনী, প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী,
ছাড়িয়াছে যারে সেইত বৈষ্ণব।
সেই অনাসক্ত, সেই শুদ্ধ ভক্ত,
সংসার তথায় পায় পরাভব॥" —প্রভুপাদ

"শ্রীদয়িত দাস, কীর্ত্তনেতে আশ,
কর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম রব।
কীর্ত্তন-প্রভাবে, স্মরণ হইবে,
সে কালে ভজন নির্জ্জন সম্ভব॥" —প্রভুপাদ

শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ, এম্-এ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি।
২। উপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ।
৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্।
৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ
৫। শ্রীগোপীরমণ দাস, বিদ্যাভূষণ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ

আকর মঠ ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

১। (ক) শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।
(খ) ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬।
২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।
৩। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর।
৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, বৃন্দাবন (মথুরা)।
৫। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা।
৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ—২ (অন্ধ্রপ্রদেশ)।
৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম)।
৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম)।
৯। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, গ্রাম—শ্রীপাট যশড়া, পোঃ— চাকদহ (নদীয়া)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১০। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)।
১১। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)।

মুদ্রণালয় ঃ—

'রাজলক্ষ্মী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্', ৪৩, রূপনারায়ণ নন্দন লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা-২৫।

শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক পরমহংস
নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

৩য় বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ফাল্গুন, ১৩৬৯। ২০ গোবিন্দ, ৪৭৬ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার, ২৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৩। | ১ম সংখ্যা

শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ

অদ্য আমার গুরুবর্গ আমার সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিলেন, সে সকল কথার সহিত আমার সংস্রব অতি অল্পই। তবে একটী কথা অতি সত্য যে, তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক আমাকে কৃষ্ণেতর প্রবৃত্তি হইতে উদ্ধার করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। সে জন্য আমি তাঁহাদের নিকট ঋণী। আমার বড়ই আশাবন্ধ আছে যে, আমি গৌরসুন্দরের নাম অনুক্ষণ কীর্ত্তন করিতে পারিব। আমার বহুদিনের সঞ্চিত আশা ও বাসনা এই যে, আমি যেন শুদ্ধ-ভগবদ্ভক্তের সঙ্গে চব্বিশ ঘণ্টা কৃষ্ণ-সেবা ও কার্ষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত থাকিতে পারি এবং তাঁহাদের ভৃত্যবুদ্ধিতে যেন আমার অন্ত্য কাল যাপিত হয়। এরূপ বহুদিনের আশা আজ পরিপূর্ণ হইতেছে দেখিয়া আমার আনন্দের আর সীমা নাই। তজ্জন্য আমি শ্রীগৌরসুন্দর ও গৌরভক্তবৃন্দের চরণে কোটি কোটি প্রণাম করিতেছি। গুরুবর্গের নিকট আমার প্রার্থনা, তাঁহারা যেন আমাকে নিজ গুণে ক্ষমা করেন। তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ আমাকে হরিকথা শ্রবণ করাইয়া এবং তাঁহাদের আদর্শ চরিত্র আমার নয়নপটে প্রতিফলিত করিয়া আমার দুষ্টহৃদয় শোধিত করিতেছেন। তাঁহাদের শ্রীগৌরকৃষ্ণের পাদপদ্মে যে রতি, তাহার অনন্তাংশের খণ্ডাংশও যেন আমি লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারি। আমি বিপদে পতিত। তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ আমাকে রক্ষা করিতেছেন। শ্রীগৌরসুন্দরের অমৃতময়ী গাথার সহিত আমার গৌণ-ভাবে সম্বন্ধ আছে, আমার গুরুবর্গ সেই সুধাময়ী গাথা জগতের অনেকের কাছে প্রচার করিয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ করিতেছেন। শ্রীগৌরসুন্দরের চরণানুগত্য ব্যতীত অন্য লোভনীয়, আদরণীয় ও প্রার্থনীয় ব্যাপার আমার আর কিছুই নাই। আমি নিতান্ত দুর্ব্বল, কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর এতই করুণাময় যে, আমাকে সর্ব্বক্ষণ হরিকথা শ্রবণের অধিকার দিয়াছেন। আমার যে-সকল গুরুবর্গ আমাকে সর্ব্বক্ষণ হরিকথা শ্রবণ করিবার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাদের স্মৃতি লইয়া আমি যেন প্রপঞ্চ হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে পারি। ইঁহাদের পবিত্র চরিত্রের নির্ম্মলতা আলোচনা করিলে আমার জন্মে জন্মে এই ত্রিতাপক্লিষ্ট সংসারে আসাই কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়। কারণ, এই প্রপঞ্চেও এইরূপ মহচ্চরিত্র ভগবদ্ভক্তগণ অবস্থান করিতেছেন। এককালে এতগুলি আদর্শ চরিত্র ভগবদ্দাসগণের সহিত আমার সাক্ষাৎকার হইবে, আমি ইহা পূর্ব্বে ভাবি নাই। যখন আমি শ্রীগুরুপাদপদ্ম অন্বেষণ করিতেছিলাম, আমি মনে করিয়াছিলাম যে, শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকট-কালের ন্যায় অত আদর্শ চরিত্র গৌরভক্ত এককালে বুঝি আর প্রকট হইবেন না; কিন্তু এখন দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি। আজ গৌরভক্তগণের চরণে কোটি কোটি প্রনাম পূর্ব্বক এখানেই আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ। পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষের
'শ্রীচৈতন্যবাণী'-বন্দনা

অশেষক্লেশনিবারিণী পরমানন্দবিধায়িনী শ্রীচৈতন্য-বাণী আজ তৃতীয় বর্ষে আত্মপ্রকাশ করিলেন। সুধীবৃন্দের সেবা-সমৃদ্ধ শ্রীচৈতন্যবাণী স্বমহিমায় ভক্তচিত্তে সুদৃঢ় আসন স্থাপন করিতেছেন দেখিয়া সজ্জনের উল্লাস বর্দ্ধিত হইতেছে। শ্রীচৈতন্যবাণী অবিদ্যাকবলিত স্বরূপভ্রান্ত মনুষ্যগণের অবিদ্যাবন্ধন ছিন্ন করতঃ নিজালোকে শুদ্ধস্বরূপ প্রকাশ করিয়া মোহজাল হইতে জীব উদ্ধারের যত্ন করিতেছেন। স্বরূপভ্রান্তি হইতে স্বার্থে ভ্রান্তি, কর্ত্তব্যে ভ্রান্তি, ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিচারণে ভ্রান্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। পরস্পরের মধ্যে সীমাবিশিষ্ট বস্তু লইয়া সংঘাত অবশ্যম্ভাবিরূপে দৃষ্ট হয়। স্বরূপভ্রান্তি হইতে দেহাত্মবোধ তথা দেহসম্বন্ধীয় নশ্বর-পদার্থসমূহে মমত্ববোধ ও উহা হইতে প্রাকৃত কাম, ক্রোধ, লোভাদি ষড়্‌রিপুর দাসত্ব এবং তজ্জনিত নানাবিধ ক্লেশ-ভোগ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। শ্রীচৈতন্যবাণী "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত" মন্ত্রদ্বারা মনুষ্য-সমাজকে চিংস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। জীবমাত্রই স্বরূপতঃ শুদ্ধচিত্তত্ত্ব। নিজনিজ নিত্য অবিদ্যামুক্ত স্বরূপের উদ্বোধনে জীব অবিদ্যা কামকর্ম্মজ ক্লেশ হইতে স্বাভাবিক রূপেই অব্যাহতি লাভ করে। প্রাকৃত নশ্বর বস্তুর সহিত তাহার সাক্ষাৎ কোন সম্বন্ধ নাই। ব্যতিরেকভাবেই অবিদ্যা-সম্বন্ধ। অবিদ্যামুক্ত পুরুষ কামক্রোধাদি রিপুবর্গের দ্বারা আর নির্য্যাতিত হন না। স্থূল দৈহিক পীড়নাদি হইতেও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়সমূহের পীড়ন অধিক-তর ক্লেশপ্রদ। সুতরাং অবিদ্যামুক্ত ব্যক্তিগণ "দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ" অবস্থা লাভ করেন। অনিত্য বা নশ্বর পদার্থের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না থাকায় চিত্তের চাঞ্চল্য, উদ্বেগ, ভয় ও শোকাদির দ্বারা তাঁহারা অভিভাব্য হন না। কেবল নিজ সচ্চিৎস্বরূপে ব্রহ্ম ও পরমাত্মানুশীলন হইতেও ক্রমশঃ প্রেমিক ভক্তের সঙ্গক্রমে নিজ হ্লাদিনী বৃত্তির জাগরণ হইতে উক্ত অবিদ্যা-মুক্ত ব্যক্তি শুদ্ধ-ভক্তি ও ভগবৎপ্রেমানুশীলনে অধিকারী হয়েন এবং প্রগতিশীলা ভক্তিবৃত্তির আশ্রয়ক্রমে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ, শ্রীসীতারাম ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ-প্রেম-রসাস্বাদনে যোগ্য হয়েন, শ্রীরাধাগোবিন্দের মিলিতস্বরূপ ও বিপ্রলম্ভলীলারসময়বিগ্রহ শ্রীগৌরহরির মাধুর্য্য ও ঔদার্য্যের পরাকাষ্ঠা মূর্ত্তি সন্দর্শনের সৌভাগ্য বরণ করিতে পারেন। শ্রীচৈতন্যবাণী কেবল মনুষ্য সমাজকে অবাঞ্ছিত অবস্থা হইতেই উদ্ধার করেন না, পরন্তু দেবেন্দ্র, যোগীন্দ্র ও মুনীন্দ্রবাঞ্ছিত পরমাদরণীয় শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমামৃতরসসমুদ্রে নিমজ্জিত করেন। শ্রীচৈতন্যবাণী আশ্রয় করতঃ সকল স্তরের মনুষ্যই নিজ নিজ অধি-কারোচিত উপদেশ শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করতঃ নিজ পরমাভীষ্ট নিত্যানন্দলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন। অশেষক্লেশনাশিনী নিত্যসর্ব্বোত্তমপ্রেমপ্রদায়িনী শ্রীচৈতন্যবাণীকে আমরা আজ শুভ বর্ষারম্ভে বন্দনা করি। তিনি আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি মার্জ্জনা করতঃ কৃপা করুন। জীবসমূহ তাঁহার কৃপাদৃষ্টিতে অনর্থ মুক্ত হইয়া তাঁহার মহিমোপলব্ধি করতঃ শ্রীচৈতন্যবাণী আশ্রয়ে জয়যুক্ত হউক।
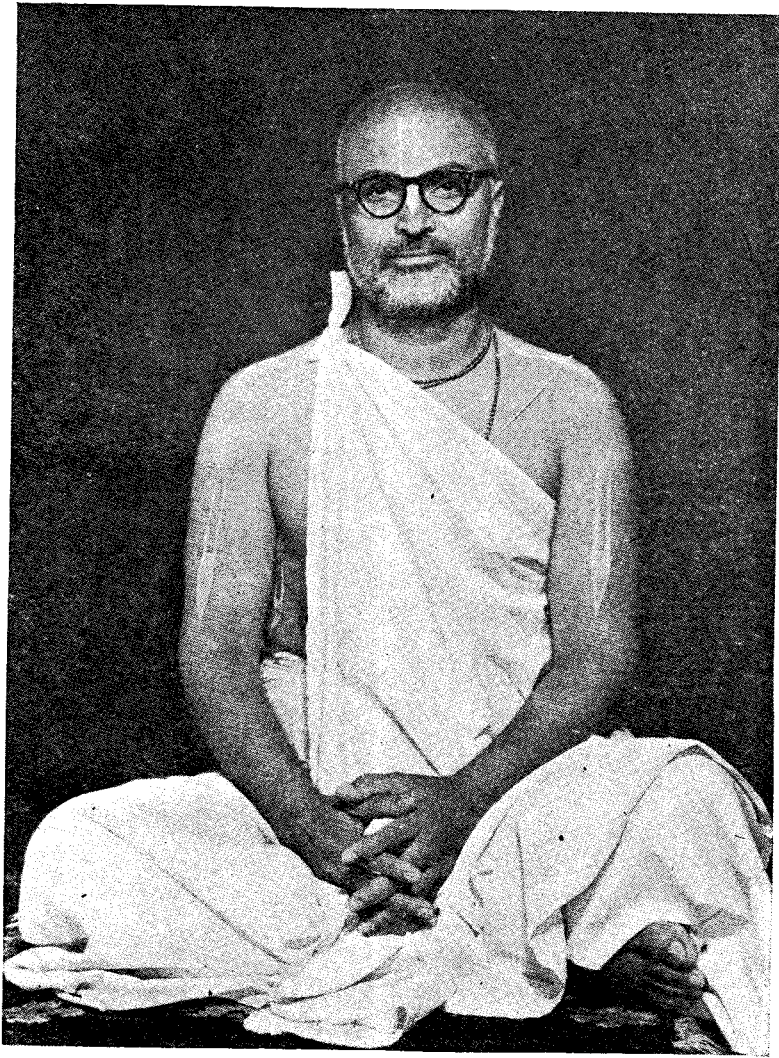
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ
ওঁ বিষ্ণুপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

আহ্নিক

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ২য় বর্ষ ১২শ সংখ্যায় প্রকাশিতাংশের পর)

"মিথ্যা ব্যবহার চারিপ্রকার :— (১) মিথ্যা কথা বলা, (২) ধর্ম্মকাপট্য, (৩) বঞ্চনা বা মিথ্যা আচরণ ও (৪) পক্ষপাত। মিথ্যাকথা বলা নিতান্ত নিষিদ্ধ। শপথ করিয়া মিথ্যা বলাকে অধিক দোষ বলিয়া কথিত হইয়াছে। অতএব মিথ্যা কথা কখনই কোন অবস্থায় বলিবে না। সংসারে যাঁহারা মিথ্যা আচরণ করেন, তাঁহাদিগকে কেহ বিশ্বাস করে না; অবশেষে তাঁহারা সকল লোকেরই ঘৃণার্হ হইয়া পড়েন। ধর্ম্মকাপট্য একটি ভয়ানক পাতক। যাঁহারা ঐ পাপে লিপ্ত, তাঁহাদিগকে বৈড়ালব্রতিক বলে। তিলক, মালা, কৌপীন বহির্বাস, যজ্ঞোপবীত প্রভৃতি ধর্ম্মচিহ্নসকল বাহ্যে যাঁহার শরীরকে শোভা করে, কিন্তু ভিতরে তাঁহার ঈশভক্তি নাই, তাঁহারা ধর্ম্মধ্বজী। লোক-ব্যবহারে যাঁহারা কাপট্য আচরণ করেন অর্থাৎ মনের কথা প্রকাশ না করিয়া অন্য প্রকার প্রকাশ করেন, তাঁহারা শঠ বলিয়া সর্ব্বলোকের ঘৃণিত হন। যথার্থ পক্ষে না থাকিয়া যে কোন কারণেই হউক অন্যায় পক্ষ সমর্থন করার নাম পক্ষপাত। ইহা সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়।

গুর্ব্ববজ্ঞা তিন প্রকার :— (১) মাতা পিতার প্রতি অবহেলা, (২) উপদেষ্টৃগণের প্রতি অবহেলা ও (৩) অন্যান্য গুরুজনের প্রতি অবহেলা। গুরুগণ কদাচ ভ্রমক্রমে যদি অন্যায় তাড়ন করেন, তথাপি তাঁহাদিগের প্রতি অবহেলা করিবে না। কৌশল ও বিনয়ের সহিত তাঁহাদের প্রসন্নতা লাভ করিবার যত্ন করিবে। গুরুজনের অন্যায় অনুমতিও প্রতিপালন না করিলে গুর্ব্ববজ্ঞা হয়। লাম্পট্য — তিনপ্রকার (১) অর্থলাম্পট্য (২) স্ত্রীলাম্পট্য, (৩) প্রতিষ্ঠালাম্পট্য। ধন ও বিষয়াদির লাম্পট্যকে অর্থলাম্পট্য বলে। অর্থলাম্পট্যক্রমে মানবের ধনাশা ও বিষয়াশা ক্রমশঃ সমৃদ্ধ হইয়া তাঁহার সমস্ত সুখ অপহরণ করে। অতএব ঐ লাম্পট্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক যাহাতে সংক্ষেপে চলিয়া যায়, এইরূপ অর্থ বা বিষয় লব্ধ হইলে আর সেই আশাকে হৃদয়ে স্থান দেওয়া উচিত নয়। স্ত্রীলাম্পট্য একটী বৃহৎ পাপ। পরস্ত্রী বা বেশ্যাসঙ্গ কখনই কর্ত্তব্য নয়। বিবাহিত স্ত্রীর সহিত সহবাস করিতে হইলেও শারীরিক ও সামাজিক কএকটি বিধি দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য। কেহ যেন স্ত্রৈণ না হন। স্ত্রৈণ হইলে সর্ব্বনাশ হয়। অন্যায়রূপে স্ত্রীসঙ্গক্রমে দেহের দৌর্ব্বল্য, জননেন্দ্রিয়ের অযথা পরিচালন, বুদ্ধিহানি ও দুর্ব্বল, অল্পায়ু সন্তানোৎপত্তি ঘটিয়া থাকে। আপাততঃ ভারতবর্ষীয় লোকদিগের পক্ষে পুরুষগণের একুশ বৎসর বয়সের ও স্ত্রীগণের ষোড়শ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে স্ত্রী-পুরুষ সঙ্গ করা অনুচিত বোধ হইতেছে। পর্ব্বদিনে স্ত্রী গর্ভবতী থাকিলে এবং ঋতু অবসান না হইলে সঙ্গ নিষিদ্ধ। ধর্ম্মপ্রবৃত্তির দ্বারা স্ত্রীলাম্পট্যকে হৃদয় হইতে দূর করা কর্ত্তব্য। প্রতিষ্ঠালাম্পট্যক্রমে মানবের কার্য্যসকল নিতান্ত স্বার্থপর হইয়া পড়ে। অতএব উক্ত লাম্পট্যকে পাপ বলিয়া দূর করিবে। নিঃস্বার্থভাবে ধর্মাচরণ করা উচিত।

স্বার্থ-সর্ব্বস্বতা একটী প্রকাণ্ড পাপ। মানবের জীবনের উন্নতিসাধন ও পারলৌকিক বাস্তব মঙ্গল লাভের জন্য যে সকল যত্ন করা যায়, তাহাকেও স্বার্থ বলা যায়। সেই স্বার্থ পরিত্যাগ করিবার বিধি নাই। ভগবানের এই একটী আশ্চর্য্য নিয়ম যে, তাহাকেই প্রকৃত স্বার্থ বলি, যেটি নিজের ও জগতের যুগপৎ মঙ্গল সাধন করে। সে স্বার্থ পরিত্যাগ করিলে জগন্মঙ্গল-কার্য্য হইতে নিরস্ত হইতে হয়। যে স্বার্থ নিন্দনীয়, সে কেবল পরের অমঙ্গল সহকারে স্বার্থ বলিয়া পরিচিত হয়। সেই স্বার্থপরতা হইতে প্রতিপাল্যদিগের প্রতি অযথা কার্পণ্য সৎকার্য্য-কার্পণ্য, বিরোধ, চৌর্য্য, অসন্তোষ, অহঙ্কার, মাৎসর্য্য, হিংসা, লাম্পট্য ও অপচয় ইত্যাদি বহুবিধ পাপ সম্ভূত হয়। যে ব্যক্তিতে স্বার্থপরতা যত পরিমাণে থাকে, সে ব্যক্তি তত পরিমাণেই নিজের ও পরের অমঙ্গলজনক। অতএব স্বার্থসর্ব্বস্বতারূপ পাপকে হৃদয় হইতে দূরে নিক্ষেপ না করিলে, মানব কোন সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না।"

(ক্রমশঃ)

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীচৈতন্যদেব

[শ্রীবিভুপদ পণ্ডা বি-এ, বি-টি, বিদ্যানিধি]

অনন্তলীল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপরযুগের শেষে অবতীর্ণ হইয়া আবির্ভাব কাল হইতে প্রকট কালের পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত যে সমস্ত লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন শ্রীরাসলীলা তাহাদের মধ্যে সর্বোত্তম, ইহা সাধুগণ-সম্মত। এই লীলাকে যে মানব প্রাকৃত কাম-ক্রীড়ার অভিনয় মনে করেন, তাঁহারা কেবল ভ্রান্ত নহেন, ভগবচ্চরণে বিশেষ অপরাধের ফলে অনন্ত নরক প্রাপ্তির যোগ্য। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন এই রাসলীলায় রত ছিলেন তখন একদা শ্রীমতী রাধাঠাকুরাণী শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে অন্যান্য সাধারণ গোপনারীর সহিত সমান জ্ঞান করিতেছেন মনে করিয়া অভিমানভরে রাসস্থলী ত্যাগ করেন। তাহাতে রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণ উল্লাসরহিত হন। তিনি বিচার করিয়া দেখিলেন কেন তাঁহার উল্লাস হইতেছে না, লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন শ্রীরাধাঠাকুরাণী রাসস্থলীতে অনুপস্থিত। তখন তিনি বুঝিলেন রাধারাণীর অনুপস্থিতিই তাঁহার উল্লাসরাহিত্যের কারণ। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যাঁহার প্রেমের বলে তাঁহার এত উল্লাস, তাঁহার প্রেম আস্বাদন করিতে হইবে। তাই তিনি রাধারাণীর ভাব ও কান্তি লইয়া কলিযুগে অবতীর্ণ হইবেন। ইহা গৌরাবতারের মুখ্য কারণ। যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তনাদি গৌরাবতারের গৌণ কারণ। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীরাধা এবং শ্রীকৃষ্ণের মিলিত তনু। এই সম্বন্ধে প্রমাণ ঃ—

> শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
> স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ
> সৌখ্যঞ্চাস্যামদনুভবতঃ কীদৃশংবেতিলোভা-
> ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥

অর্থাৎ শ্রীরাধার প্রণয়-মহিমা কিরূপ, আমার যে অপূর্ব্ব মাধুর্য্য যাহা শ্রীরাধা আস্বাদন করেন, তাহাই বা কিরূপ, আমার মাধুর্য্যের অনুভূতি হইতে শ্রীরাধারই বা কি রকম সুখ হয়, এই তিনটি বিষয়ে লোভ হইলে শ্রীকৃষ্ণরূপ চন্দ্র শচীগর্ভসিন্ধু-মাঝে আবির্ভূত হইলেন।

> অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী
> রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ।
> রুচং স্বমাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্
> স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু॥

যে কৌতুকী কৃষ্ণ প্রণয়িজনের রসসমূহ আস্বাদন করতঃ অপার কোন এক প্রকার মধুর-রসবিশেষ ভোগ করিবার আশায় নিজবর্ণ গোপন করতঃ (তদীয়া) শ্রীরাধার দ্যুতি স্বীকার করিয়া চৈতন্যাকৃতিতে প্রকাশিত হইয়াছেন তিনি আমাদিগকে বিশেষ কৃপা করুন॥

> রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মা-
> দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
> চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
> রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥

কৃষ্ণের প্রেমবিলাসরূপা হ্লাদিনীশক্তি শ্রীরাধা ; শ্রীরাধাকৃষ্ণ স্বরূপতঃ একাত্মক হইয়াও নিত্যকাল হইতে দুইটি মূর্ত্তিতে বিরাজমান। সেই দুই তত্ত্ব সম্প্রতি একস্বরূপে চৈতন্যতত্ত্বরূপে প্রকাশিত। অতএব রাধার ভাব ও দ্যুতি সমন্বিত সেই কৃষ্ণ-স্বরূপ গৌরসুন্দরকে প্রণাম করি।

চৈতন্যোপনিষদে উক্ত হইয়াছে—

> "গৌরঃ সর্ব্বাত্মা মহাপুরুষো মহাত্মা মহাযোগী
> ত্রিগুণাতীতঃ সত্ত্বরূপো ভক্তিং লোকে কাশ্যতীতি।"

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে—

> "মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষঃ প্রবর্ত্তকঃ।
> সুনির্ম্মলামিমাং প্রাপ্তিমীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ॥"

কৃষ্ণযামলে—

> "পুণ্যক্ষেত্রে নবদ্বীপে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ।"

ব্রহ্মযামলে—

> "অথবাহং ধরাধামে ভূত্বা মদ্ভক্তরূপধৃক্।
> মায়ায়াং চ ভবিষ্যামি কলৌ সংকীর্ত্তনাগমে॥"

বায়ু-পুরাণে—

"কলৌ সংকীর্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ।"

অনন্তসংহিতায়—

"য এব ভগবান্ কৃষ্ণো রাধিকা প্রাণবল্লভঃ।
সৃষ্ট্যাদৌ স জগন্নাথো গৌর আসীন্মহেশ্বরি।"

শ্রীমদ্ভাগবতে প্রহ্লাদ মহারাজের স্তুতিশ্লোক হইতে জানিতে পারা যায় যে, শ্রীভগবান্ কলিযুগে ছন্নাবতার বলিয়া তাঁহাকে 'ত্রিযুগ' বলা হইয়া থাকে।

ইত্থং নৃতির্য্যগৃষিদেবঝষাবতারৈ-
র্লোকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎ প্রতীপান্।
ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং
ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্॥

অর্থাৎ এইভাবে আপনি নর, তির্য্যক্, ঋষি, দেবতা ও মৎস্য প্রভৃতি অবতার কর্ত্তৃক ত্রিভুবন পালন করেন এবং জগদ্দ্রোহিগণকে বিনাশ করিয়া থাকেন। হে মহাপুরুষ, আপনি যুগক্রমাগত ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়া থাকেন; আর কলিযুগে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া আপনি ত্রিযুগ নামে অভিহিত হন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুসম্বন্ধে আর একটি বিশেষ কথা এই যে তিনি ছন্নাবতার। তাঁহার প্রকটকালে তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদ কয়েকজন ব্যতীত অন্যে তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া জানিতে পারেন নাই এবং তিনিও তাঁহার প্রকটকালে তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া প্রকাশ করিতে বা প্রচার করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তথাপি ভক্তের নিকট বা দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট তিনি আত্মগোপন করিতে পারেন নাই। বাস্তবিকই তিনি এমনভাবে আচার বিচার করিয়া জগদ্বাসীকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন যে, সাধারণ লোক কিছুতেই বুঝিতে পারিবে না যে তিনি স্বয়ং ভগবান্। তথাপি শাস্ত্র-দৃষ্টিতে দেখিলে সজ্জনমাত্রেরই তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। পুরীধামের স্বনামধন্য পণ্ডিত শ্রীবাসুদেব সার্বভৌম অগাধ শাস্ত্র-জ্ঞান-সম্পন্ন হইলেও প্রথমে মহাপ্রভুকে ভগবান্ বলিয়া জানিতে পারেন নাই। পরে তাঁহার সঙ্গ লাভ করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি স্বয়ং ভগবান্ এবং তাঁহার চরণাশ্রয় করিতে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আদৌ বিলম্ব হইল না। এই ছন্নাবতার বলিয়া আজিও বহু ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যদেবকে ভগবান্ বলিয়া স্বীকার করিতে পারিতেছেন না এবং তাহাই আজ বিশ্বশান্তির অন্তরায় হইয়াছে। মুখ্য এবং গৌণ কারণ একত্র মিলিত করিয়া ভগবান্ যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। মুখ্য কারণগুলি সাধারণের বোধগম্য নহে। যাঁহারা ভজনের উন্নত স্তরে গমন করিয়া মহাপ্রভুবিতরিত উন্নতোজ্জ্বলরসের আস্বাদন করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই ভগবদবতারের মুখ্য কারণ নির্ণয়ে ও অনুধাবনে সমর্থ। সাধারণতঃ গৌণ কারণগুলি লইয়াই লোকে আলোচনা করিয়া থাকেন। আমরা এই গুলি বিশেষভাবে এবং মুখ্য কারণের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলাম।

এখন 'যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত!
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥'

এই শাশ্বতী ভাগবতী উক্তির সার্থকতা কি পরিমাণে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবে সাধিত হইয়াছে, তাহা আলোচনা করা যাউক।

ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের উত্থান ঃ—

যখন শ্রীচৈতন্যদেব ইহ জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন তখন নবদ্বীপ জ্ঞান-চর্চ্চার ও বিদ্যাশিক্ষার প্রধান কেন্দ্র ছিল। দেশ বিদেশ হইতে বহু ছাত্র ও অধ্যাপক জ্ঞানলাভ-মানসে তথায় আসিয়া মিলিত হইতেন। তাঁহারা ও নবদ্বীপবাসী পণ্ডিতগণ নীরস ন্যায়শাস্ত্র ও অন্যান্য দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিতেন। ধর্ম্মশাস্ত্রাদির আলোচনা হইলেও তাহা হরিভক্তিপর না হইয়া কেবল পাণ্ডিত্য প্রকাশ অথবা প্রতিষ্ঠা লাভের নিমিত্ত হইয়াছিল। গীতা, ভাগবতাদি শাস্ত্রের পঠন-পাঠনাদি হইলেও তাহার সারমর্ম্ম গ্রহণ করিবার বা করাইবার কোন আগ্রহ ছিল না। পণ্ডিতগণ শুষ্ক ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনায় 'তৈলাধার পাত্র, কি পাত্রাধার তৈল'

ইত্যাদি বচন লইয়া মহা বিতর্ক উপস্থিত করিতেন। এইপ্রকার তর্কাতর্কির দ্বারা অপরকে পরাজিত করিতে পারিলে বিদ্যার চরম উৎকর্ষ বলিয়া জ্ঞান করা হইত। শুনা যায় গঙ্গার জলে স্নান করিতে অবতীর্ণ হইয়া দুই জন পণ্ডিত 'সূর্য্য উঠিয়াছে কিনা' এই বিষয় লইয়া এমন বাদানুবাদ ও ন্যায়শাস্ত্রের যুক্তির অবতারণ করিতে লাগিলেন যে শেষ পর্য্যন্ত গঙ্গা স্নান ত' হইলই না, অধিকন্ত একজন ক্রোধে অধীর হইয়া অন্য জনকে অভিসম্পাত করিতে করিতে আপন উপবীত পর্য্যন্ত ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। যে সময়ে বা যে সমাজে শিক্ষার অবস্থা এই প্রকার, সেই সময়ের বা সেই সমাজের ধর্ম্মের অবস্থা সহজে অনুমেয়। ধর্ম্মের ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায় ভগবান্ শ্রীহরির আরাধনা না হইয়া বিবিধ জাগতিক কামনা পূরণের জন্য নানাবিধ নিম্নশ্রেণীর রাজসিক তামসিক দেবদেবীর, মনসা, বিষহরী প্রভৃতির অথবা ভূত, পিশাচাদির অর্চ্চনায় জনগণ নিরত থাকিত। তজ্জন্য নানাবিধ ধূমধাম ও আয়োজন করিয়া বৃথা সময় ও অর্থ ব্যয় করিত। সমাজের ধনশালী ব্যক্তিগণ এক গ্রামের বিড়ালের সহিত অন্য গ্রামের বিড়ালীর বিবাহ দিয়া প্রচুর অর্থ ব্যয় করিত এবং সেই উপলক্ষ্যে বহু লোকজনকে আহারাদিদ্বারা আপ্যায়িত করিয়া নিজেদের জীবন সার্থক মনে করিত। আরও মনে করিত ইহাই ধর্ম্ম ও পরমার্থ। এই ভাবে ধর্ম্মের মান ও মর্য্যাদা অতি নিম্নস্তরে নামিয়া গিয়াছিল। শবসাধনা, মদ্যপান প্রভৃতির দ্বারা তন্ত্রসাধনা প্রভৃতি অধর্ম্ম 'ধর্ম্ম' বলিয়া প্রচারিত হইত এবং লোকে তাহারই সাধন করিত। ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম দেশ ছাইয়া গিয়াছিল। কতকগুলি আচার অনুষ্ঠানকে লোকে ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিত এবং তাহা লইয়া বিশেষ মাতামাতি করিত। সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ যখন উপরি উক্ত প্রকার শাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত, তখন সামাজিক অর্থনৈতিক আধ্যাত্মিক প্রভৃতি কোনপ্রকার উন্নতি সম্ভব নহে। সেই জন্য দেখিতে পাওয়া যায়, ধর্ম্মলোপ পাইল আর অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইল। ফলে সাধুগণ, যাঁহারা প্রকৃত ধর্ম্মের আচরণ করিতেছিলেন তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার সাহচর্য্য হইতে বঞ্চিত হইয়া নানাভাবে উৎপীড়িত হইতে লাগিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীবাসাচার্য্য প্রমুখ ভক্তগণ জগতের দুর্দ্দশা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহারা ভগবদাবির্ভাবের জন্য একান্তভাবে কামনা করিতে করিতে প্রাণ খুলিয়া ভগবান্‌কে ডাকিতে লাগিলেন। তাঁহাদের আহ্বানে ভগবান্ শ্রীহরি কলিহত জীবের উদ্ধার সাধনের নিমিত্ত ও যুগধর্ম্ম স্থাপনের নিমিত্ত ভক্তবেশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন ঃ—

অনেকে এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া থাকেন যে, মহাপ্রভু যদি ভগবান্ হন, তবে তাঁহার দুষ্কৃতি-দমনকার্য্য কোথায়? তাঁহার অস্ত্রশস্ত্রই বা কি? আর যুদ্ধবিগ্রহ নাই কেন? তদুত্তরে এই বলা যায় যে, কেবল অস্ত্রশস্ত্র সহকারে যুদ্ধ-বিগ্রহের দ্বারা দুষ্টের দমন হইয়া থাকে, তদ্ব্যতীত অন্য প্রকারে কি হয় না? মৎস্য, কূর্ম্ম, বামন, বুদ্ধ অবতারেও যুদ্ধ-বিগ্রহ নাই, তবে তাঁহারা কি অবতার নহেন? দুষ্টের দমন বলিলে দুষ্টভাবের দমনও বুঝায়। সুতরাং মহাপ্রভুর আবির্ভাবে দুষ্টভাব-প্রপীড়িত জগতে সদ্ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহাতে বহু সাধু প্রকৃতির মানুষ অসাধু প্রকৃতির মানুষ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু এবং বহু ভক্তের গোপাল চাপাল, জগাই মাধাই প্রভৃতি দুর্ব্বৃত্ত হইতে উদ্ধার-লীলা দেখা যায়। তদানীন্তনকালে স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ বিধর্ম্মী শাসনকর্ত্তার নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিয়া সদ্ধর্ম্মাচরণে বাধা উপস্থিত করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুই সেই বিধর্ম্মী শাসনকর্ত্তার দুষ্টভাব দমন করিয়া তাঁহাকে সদ্ধর্ম্ম-পালনে স্বাধীনতা দানে সমর্থ করাইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণও বিরোধিতা পরিহার করিয়া প্রকৃত ধর্ম্মাচরণ বিষয়ে চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলেন এবং তাঁহাদের মন্দভাব বিদূরিত হইল। মহাপ্রভু যেভাবে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাহাতে দুষ্ট দমনের জন্য অস্ত্র ধারণ করিতে হয় নাই। তাঁহার শাস্ত্রযুক্তি, তাঁহার বিনয়নম্র আচরণ ও মধুর ভাষণে শত্রুও মিত্র হইয়াছে, অধার্ম্মিক ধার্ম্মিক

হইয়াছে, অসাধু সাধু হইয়াছে। হরিনাম-সংকীর্ত্তনই ছিল মহাপ্রভুর যুদ্ধ-বিগ্রহ; মৃদঙ্গ, করতাল ছিল অস্ত্র-শস্ত্র আর ভক্তগণ ছিলেন তাঁহার সৈন্যসামন্ত এবং প্রতিযোদ্ধা ছিল দুষ্টভাবসমন্বিত অধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ। আবশ্যক হইলে দুষ্ট দমনের জন্য তিনি অস্ত্র ধারণে কুণ্ঠিত হন নই। তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়, যখন কলসী-কাণা মারিয়া জগাই মাধাই নিত্যানন্দ প্রভুর মস্তক হইতে রক্তপাত করিয়াছিল, তখন তিনি ক্রোধভরে আত্মবিস্মৃত হইয়া 'সুদর্শন' নামক মহাস্ত্রকেও আহ্বান করিয়াছিলেন। তিনি ছন্নাবতার বলিয়া তাঁহার অস্ত্রশস্ত্রও প্রচ্ছন্ন ছিল। ধর্ম্ম-সংস্থাপন কার্য্যের সম্বন্ধে মৎপ্রচতি 'মহাপ্রভুর মত ও পথ' নামক প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে।

'ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই, শচীসুত হইল সেই' গোস্বামিগণ অনুভূত ও প্রচারিত এই বাক্যের সমর্থনে যে সমস্ত শাস্ত্রীয় যুক্তি প্রদর্শিত হইল তদ্ব্যতীত তাঁহার প্রকটকালের লীলা-সমূহ আলোচনা করিলে জানিতে পারা যাইবে যে মহাপ্রভু অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন। বাল্যকালে জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে গৃহ হইতে গৃহান্তর গমনসময়ে নূপুরধ্বনি, বাল্যকালে বিষধর সর্পকে আলিঙ্গন করিয়া কালীয়দমন লীলার অভিনয়, তৈর্থিক বিপ্রের প্রতি কৃপাপ্রদর্শন, দিগ্বিজয়ীর পরাজয় ও স্বপ্নাদেশে সরস্বতীদেবীর তাঁহার নিকটে মহাপ্রভুর স্বরূপ বর্ণন, সংকীর্ত্তনে বাধাপ্রদান করায় নৃসিংহমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া কাজীকে ভীতিপ্রদর্শন, সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে ষড়্‌ভুজ মূর্ত্তি-প্রদর্শন, কাশীবাস-কালে প্রবোধানন্দ সরস্বতী মায়াবাদী পণ্ডিত সভায় উপবেশন করিয়া ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ প্রভৃতি লীলা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অবশ্য ইহা সর্ব্বদা স্মরণে রাখিতে হইবে যে ভগবান্‌কে বুঝিতে হইলে তাঁহার কৃপার প্রয়োজন। তদ্ব্যতীত বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য প্রভৃতি দ্বারা ভগবান্‌কে বুঝিতে পারা কখনও সম্ভব নহে।

ভক্ত-প্রহ্লাদ

[২য় বর্ষ ১১শ সংখ্যায় প্রকাশিতাংশের পর]

নিজপুত্র প্রহ্লাদের মুখে পুনরায় শ্রীবিষ্ণুর ভজন করা উত্তম শ্রবণ করিয়া হিরণ্যকশিপু নিঃসন্দেহ হইলেন প্রহ্লাদের গুরুদেবই তাহাকে ঐরূপ শিক্ষা দিয়াছেন। অত্যন্ত ক্রোধে তাঁহার অধরোষ্ঠ কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি সুতীব্র ভাষায় গুরুপুত্র ষণ্ডকে তিরস্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন— "হে ব্রাহ্মণাধম, হে দুর্ম্মতে, এ তুমি কি করিয়াছ? তুমি আমাকে অনাদর করিয়া আমার শত্রুর পক্ষ অবলম্বন করিলে এবং বালক প্রহ্লাদকে অসার বিষ্ণু-ভক্তি শিক্ষা দিলে? পাতকীগণ পাপ গোপনেই করে, কিন্তু যেমন কালক্রমে রোগাদির দ্বারা উহা প্রকাশ পায়, তদ্রূপ এই সংসারে অনেক ছদ্মবেশী খল-স্বভাব অসাধু ব্যক্তি আছে, যাহারা মিত্রের ন্যায় অবস্থান করে, কিন্তু কালক্রমে তাহাদের কার্য্যের দ্বারা তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ ব্যক্ত হইয়া পড়ে।"

মহারাজ হিরণ্যকশিপু কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া গুরুপুত্র মহারাজের কোপ-প্রশমনের জন্য বলিলেন — "হে-ইন্দ্রবিজয়ী মহারাজ, আপনার পরাক্রমে ত্রিভুবনকম্পিত, স্বর্গের অধিপতি ইন্দ্র পর্য্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত, আমার ন্যায় দীন ব্যক্তি আপনায় বিরুদ্ধাচরণে কি প্রকারে সাহসী হইবে? আপনি বিশ্বাস করুন আপনার পুত্র প্রহ্লাদ যে বিষ্ণুভক্তির কথা বলিয়াছে, উহা সে আমার নিকট হইতে কিংবা অন্য কাহারও নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করে নাই, উহা তাহার স্বাভাবিক বৃত্তি। সুতরাং আমাদিগকে বৃথা দোষী মনে করিয়া ক্রুদ্ধ হইবেন না।"

সত্যযুগে অধিকাংশ ব্যক্তি সত্যাশ্রয়ী হওয়ায় কেহ কাহারও বাক্যে অবিশ্বাস করিতেন না। সুতরাং হিরণ্যকশিপু গুরুপুত্রের বাক্য সত্য জানিয়া পুনরায় পুত্র প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন—, 'রে অভদ্র, রে কুলনাশক, গুরুর উপদেশ হইতে যদি তোর এই প্রকার বুদ্ধি না হইয়া থাকে, তবে তোর কি প্রকারে এই প্রকার অভদ্র অসতী মতি হইল ?''

তদুত্তরে শ্রীপ্রহ্লাদ কহিলেন—"গৃহব্রতগণের নিজ-চেষ্টায়, অপর গৃহব্রতগণের সহায়তায় কিংবা নিজ ও অপর উভয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কৃষ্ণে মতি হয় না। গৃহব্রতগণ অপ্রশমিত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভোগ করিতে করিতে অন্ধকার নরকে প্রবেশ করে এবং পুনঃ পুনঃ চর্ব্বিত বস্তুই চর্ব্বণ করে। গুরুদ্বয় ষণ্ডামর্ক বেদজ্ঞ হইলেও দুষ্ট আকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হওয়ায় বেদের প্রকৃত প্রতিপাদ্য বিষ্ণুকেই নিজ প্রয়োজনের গতি বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহারা বেদের ফলশ্রুতিরূপ মধুপুষ্পিতবাক্যে আকৃষ্ট হইয়া কর্ম্মকাণ্ডে আসক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এক অন্ধ যেমন অপর অন্ধকে পথ দেখাইতে পারে না, তদ্রূপ ইঁহারা শ্রীভগবানের ত্রিগুণ-রজ্জুবদ্ধ তত্ত্বান্ধ হওয়ায় আমাকে বিষ্ণুভক্তি-বিষয় শিক্ষা দিতে পারেন না। যে কাল পর্য্যন্ত নিষ্কিঞ্চন মহতের পাদপদ্মের রজের দ্বারা অভিষিক্ত না হওয়া যায়, সে কাল পর্য্যন্ত কাহারও চিত্ত উরুক্রম শ্রীকৃষ্ণচরণকে স্পর্শ করে না। চিত্ত শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে লগ্ন হইলে তৎফলস্বরূপ সকল অনর্থ অপগত হয়॥''

['গৃহব্রতগণের চেষ্টায় কৃষ্ণে মতি হয় না'—প্রহ্লাদের এই বাক্যের তাৎপর্য্য কি? গৃহই যাহার ব্রত অর্থাৎ গৃহকে কেন্দ্র করিয়া যাহার যাবতীয় প্রচেষ্টা, তাহাকে গৃহব্রত বলা যায়, অথবা চল্‌তি ভাষায় তাহাকে ঘর-পাগলা বলে। ইহাতে প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে গৃহে তো সাধুগণকেও অবস্থান করিতে দেখা যায়? তদুত্তরে বলা হইতেছে বাহ্যতঃ সাধুগণ গৃহে অবস্থান করিলেও তাঁহারা গৃহাসক্ত নহেন, অথবা 'ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।' অর্থাৎ গৃহ গৃহ নয়, গৃহিণীই গৃহ, গৃহিণীকে কেন্দ্র করিয়া যাহার যাবতীয় চেষ্টা সেই স্ত্রৈণপুরুষ গৃহব্রত। গৃহব্রতের আরও দুইটী সূক্ষ্ম অর্থ হয়। দেহী জীবাত্মা স্থূল পাঞ্চভৌতিক ও সূক্ষ্ম মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক লিঙ্গ দেহদ্বয়ে অবস্থান করিতেছে। সুতরাং ঐ দুইটী আবরণ তাহার পক্ষে গৃহসদৃশ। সর্ব্বক্ষণ দেহের সৌখ্যবিধানে ব্যস্ত দেহসর্ব্বস্ববাদী ও মানসিক সৌখ্য বিধানে রত মনোধর্ম্মী উভয়েই গৃহব্রত। উপরোক্ত বিশ্লেষণের দ্বারা প্রহ্লাদের উপদেশের তাৎপর্য্য এই দাঁড়ায় গৃহাসক্ত, স্ত্রৈণ, দেহাসক্ত অথবা মনোধর্ম্মী যে কোনও প্রকার গৃহব্রতগণের নিজ, পর ও যৌথ চেষ্টায় কখনও কৃষ্ণে মতি হয় না। গৃহব্রতগণের ইন্দ্রিয়সমূহ অসংযত হওয়ায় তাহারা ইতরাসক্তির দ্বারা অন্ধতমে প্রবেশ করে।

এখানে পুনঃ প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে, শুক্রাচার্য্যের পুত্রদ্বয় ষণ্ডামর্ক বেদজ্ঞ হইয়াও যখন বিষ্ণুভক্তির কথা শিক্ষা দেন নাই, তখন উহা অবৈদিক? তদুত্তরে বলা হইতেছে বেদ-প্রতিপাদ্য একমাত্র বিষ্ণুভক্তি। 'বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃৎ বেদবিদেব চাহম্।' গীতা। সমস্ত বেদের স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই বেদ্য। পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের কৃপা ব্যতীত তাঁহাকে কেহই জানিতে পারেন না।

কঠোপনিষদ বলিতেছেন ঃ—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো, ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥'

প্রবচন, মেধা বা পাণ্ডিত্যের দ্বারা তাঁহাকে জানা যায় না, তাঁহাতে প্রপন্ন ব্যক্তিগণই তাঁহার কৃপায় তাঁহাকে জানিতে সমর্থ হন।

'অনুমান প্রমাণ নহে ঈশ্বরতত্ত্ব-জ্ঞানে।
কৃপা বিনা ঈশ্বরেরে কেহ নাহি জানে॥
ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় ত যাহারে।
সেই ত' ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে॥'

—চৈতন্যচরিতামৃত।

শরণাগত ভক্তের হৃদয়ে শ্রীভগবান্ স্বেচ্ছায় প্রকাশিত হন। সুতরাং অনন্য-শরণাপত্তি লক্ষণা বিষ্ণুভক্তিই বেদ-প্রতিপাদ্য। (ক্রমশঃ)

শ্রীগৌরাবির্ভাব

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে [৪৩২০০০ বৎসর কলিযুগপরিমাণ, ইহার দ্বিগুণ দ্বাপর, ত্রিগুণ ত্রেতা, চতুর্গুণ সত্য। এই বর্ষসমষ্টি ৪৩২০০০০ বৎসরে এক চতুর্যুগ বা এক মহাযুগ বা এক দিব্য যুগ পরিমাণ, এইরূপ ৭১ মহাযুগে এক মন্বন্তর বা এক মনুর রাজত্ব কাল। এইরূপ চতুর্দ্দশ মন্বন্তর ও তদন্তর্গত ১৫টি সত্যযুগকালপরিমিত যুগসন্ধিসহ সহস্রযুগে ব্রহ্মার এক দিবস। ব্রহ্মার এই দিবসকে 'কল্প' বলে। প্রতিকল্পে শ্রীভগবান্ একবার প্রকট বিহার করেন।] দ্বাপরের শেষভাবে শ্রীভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন ব্রজের সহিত অর্থাৎ ব্রজধাম ও ব্রজলীলার সমস্ত উপকরণসহ অপ্রপঞ্চ হইতে প্রপঞ্চে অবতরণ পূর্ব্বক আত্মপ্রকাশ করেন। লীলাময় শ্রীহরির অচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবে তাঁহার প্রপঞ্চাতীত নিত্য গোলোকস্থ ব্রজধাম শূন্য হইয়া যায় না, আবার এই প্রপঞ্চে আসিয়া তাহা প্রাপঞ্চিকও হইয়া যায় না। কৃষ্ণ ও তাঁহার অবিকৃত নিত্যস্বরূপে নিজ নিত্যপরিকর-সহ ভৌমব্রজে প্রকটলীলা আবিষ্কার করেন। কৃষ্ণ-ধাম. কৃষ্ণনামরূপগুণপরিকরলীলা—সকলই চিন্ময়। রসই তাঁহার লীলার প্রধান প্রকরণ। স্থায়িভাব বা রতির সহিত বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী—এই চারিটি সামগ্রীর সম্মেলনে রসের উদয় হয়। এই ভক্তিরস দ্বাদশ প্রকার :- শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পঞ্চ মুখ্যরস এবং হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, বীভৎস ও ভয়ানক এই সপ্ত গৌণরস। অখিলরসামৃতমূর্ত্তি রসিকশেখর কৃষ্ণচন্দ্র এই দ্বাদশ রসের মূর্ত্ত বিগ্রহ। তন্মধ্যে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই চারি প্রকার রসের ভক্তগণের নিকট কৃষ্ণ একান্ত বশীভূত। সম্ভোগলীলারসময় শ্রীকৃষ্ণ ইঁহাদের সহিত প্রচুর পরিমাণে লীলাবিহার করতঃ লীলা-সঙ্গোপন-কালে চিন্তা করিলেন—এতাবৎকাল আমি জগৎকে প্রেমভক্তি বিতরণ করি নাই, জগতের লোক বিধি-ভক্তিতে আমার ভজন করে, কিন্তু তদ্দ্বারা আমার পরমভাব যে ব্রজভাব তাহা পায় না। বিধিভক্তিতে ঐশ্বর্য্য জ্ঞানই প্রবল। তাহাতে শুদ্ধরাগলভ্য ব্রজপ্রেম সুদুর্ল্লভ। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে প্রেম শিথিল হয় অর্থাৎ প্রেমে গাঢ়তা থাকে না, সুতরাং ঐরূপ প্রেমে আমি প্রকৃত প্রীত হইতে পারি না! নিজেকে হীনজ্ঞানে আমাকে ঈশ্বর-বিচারে বৈধভক্ত আমাকে যে প্রীতি করে, তাহাতে আমি বশ হইলেও অধীন হই না। আমাকে যে যেভাবে ভজন করে, আমি তাহাকে সেইভাবে ভজন করিয়া থাকি, ইহাই আমার স্বভাব। বিধিমার্গে ভজনরত ভক্তগণ সার্ষ্টি (সমান ঐশ্বর্য্য), সারূপ্য (সমানরূপ), সামীপ্য (সমীপে বাস) ও সালোক্য (সমান লোকে বাস)—এই চতুর্ব্বিধ মুক্তি পাইয়া বৈকুণ্ঠবাস-সৌভাগ্য লাভ করেন। সাযুজ্য (ব্রহ্মের সহিত ঐক্য) মুক্তি বিধিভক্তগণ পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন না। কিন্তু প্রেমভক্তি লাভের সৌভাগ্য হইলে বৈকুণ্ঠের উক্ত চারি প্রকার মুক্তিস্পৃহা পরিত্যাগ করিয়াও ভক্ত আমার সেবাসুখই বহুমানন করেন, বিধিভক্তি প্রচার বিষ্ণুদ্বারা হইতে পারে, কিন্তু আমার ব্রজপ্রেম প্রচার আমা বিনা অন্য কাহারও দ্বারা হইতে পারে না। যুগধর্ম্ম নাম-সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তন এবং অসুরমারণাদি কার্য্য বিষ্ণুদ্বারা সম্পাদ্য হইলেও ব্রজপ্রেম আমি ব্যতীত আর কেহই দিতে পারিবেন না। আমাতে স্বাভাবিক অনুরাগই রাগ, সেই রাগমার্গেই আমার ব্রজপ্রেম লভ্য হয়। আমি ভক্তভাব অঙ্গীকার পূর্ব্বক নিজে সেই প্রেমরস নির্য্যাস আস্বাদন করিয়া জগৎকে তাহা বিতরণ করিব। কলিযুগ ধর্ম্ম যে নামসংকীর্ত্তন, তাহা দাস্য সখ্য বাৎসল্য

শৃঙ্গার রসের সহিত জগতে প্রচার করিয়া সর্ব্বলোককে নৃত্য করাইব, আমি নিজনাম বিনোদিয়া হইয়া তাহা নিজেও আস্বাদন করিব—নাচিব গাহিব প্রেমে গড়াগড়ি দিব। "আপনি আচরি ধর্ম্ম শিখামু সবায়। আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান' না যায়॥"

শ্রীভগবানের অংশ হইতে যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন সম্ভব হইলেও ব্রজপ্রেম তিনি ছাড়া আর কে দিবেন? মাধুর্য্যপ্রধান ঔদার্য্যলীল কৃষ্ণচন্দ্র ইহা ভাবিয়াই ঔদার্য্য-প্রধান মাধুর্য্যলীলা প্রকট করিলেন। এই ঔদার্য্যপ্রধান মাধুর্য্যলীলাই গৌরলীলা। ইহাই গৌরাবতারের মূল কারণ। শ্রীস্বরূপ দামোদর তাঁহার কড়চায় আর একটি গূঢ় রহস্য ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাহা প্রকাশ করিতে গিয়া বহু সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছেন। শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী—কৃষ্ণকে রস আস্বাদন করান বা আনন্দ দেওয়াই তাঁহার একমাত্র কৃত্য। শক্তিমত্তত্ত্বের সহিত শক্তি অভিন্ন। কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দরসময় বিষয়-বিগ্রহ, শ্রীরাধারাণী আশ্রয়বিগ্রহশিরোমণি। আশ্রয়—নিত্য বিষয়াশ্রিত, কিন্তু অত্যদ্ভুত ব্রজপ্রেমের এমনই এক অদ্ভুত স্বভাব যে সেই নিজহ্লাদিনী-আশ্রয় মাধুর্য্যের নিকট নিজ বিষয়মাধুর্য্য হীনতা ও পরাভব স্বীকার করে। কৃষ্ণ চিন্তা করেন—"আমা হৈতে আনন্দিত হয় ত্রিভুবন। আমাকে আনন্দ দিবে ঐছে কোন্ জন॥ আমা হৈতে যার হয় শত শত গুণ। সেই জন আহ্লাদিতে পারে মোর মন॥ আমা হৈতে গুণী বড় জগতে অসম্ভব। একলি রাধাতে তাহা করি অনুভব॥" —এইরূপে কৃষ্ণচন্দ্র নিজ নাম, রূপ, গুণ, বংশীগীত, বচনসুধা, অঙ্গগন্ধাদি হইতেও শ্রীরাধার রূপ, গুণ, বংশীগানামৃতনিন্দীবচন, অঙ্গগন্ধাদির মাধুর্য্যচমৎকারিতাস্বাদনলুব্ধ হইয়া চিন্তা করিলেন—শ্রীরাধার প্রণয় মহিমা কিরূপ, তাঁহার অসমোর্দ্ধ শ্রীরূপ-মাধুর্য্য যাহা শ্রীরাধারাণী আস্বাদন করেন, তাহাই বা কিরূপ এবং সেই মাধুর্য্য আস্বাদন হইতে শ্রীরাধারাণী কি জাতীয় সুখ লাভ করেন, এই তিনটি বিষয়ে লোভবশতঃ শ্রীকৃষ্ণরূপ চন্দ্র আজ গৌরেন্দুরূপে শচী-গর্ভসিন্ধুমাঝে জন্মগ্রহণ করিলেন।

কিন্তু এই শ্রীগৌরাবির্ভাব রহস্য অপ্রাকৃত রসবিশেষ ভাবনাচতুর রসিকভক্ত ব্যতীত কে উপলব্ধি করিবে? শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিতেছেন—বুঝিবে রসিকভক্ত না বুঝিবে মূঢ়॥ হৃদয়ে ধরয়ে যে চৈতন্য-নিত্যানন্দ। এসব সিদ্ধান্তে সেই পাইবে আনন্দ॥ এসব সিদ্ধান্ত হয় আম্রের পল্লব। ভক্তগণ কোকিলের সর্ব্বদা বল্লভ॥ অভক্ত উষ্ট্রের ইথে না হয় প্রবেশ। তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দ বিশেষ॥ যে লাগি কহিতে ভয়, সে যদি না জানে। ইহা বই কিবা সুখ আছে ত্রিভুবনে॥ অতএব ভক্তগণে করি নমস্কার। নিঃশঙ্কে কহিয়ে তা হউক চমৎকার॥"

কৃষ্ণপাদপদ্মের অবিস্মৃতিব্যতীত হৃদয়ের অভদ্ররাশি দূরীভূত হয় না, মঙ্গল বিস্তারলাভ করে না, সত্ত্ব অর্থাৎ অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয় না, বোধ-সত্তা বা চৈতন্যসত্তা বিকাশ লাভ করে না, সুতরাং পরমাত্মভক্তি এবং বিজ্ঞান বিরাগযুক্ত জ্ঞান আত্মপ্রকাশ করেন। বিশুদ্ধ সত্ত্বই বসুদেব, তাঁহাতেই মায়াতীত শ্রীভগবান্ আত্মপ্রকাশ করেন। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ-ভক্তি ব্যতীত অন্য কামনা বাসনাপরায়ণ ব্যক্তিতেই জড়-বিষয়াসক্তি ও স্ত্রীসঙ্গাদি দোষ, ভক্তিসিদ্ধান্তবিমূঢ়তা প্রভৃতি আসিয়া পড়ে। ইহাকেই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী 'দুঃসঙ্গ' বলিয়াছেন। ইহাই স্বপরবঞ্চনাত্মক প্রধান কৈতব। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষকামনাই এই কৈতব বা অজ্ঞানতমঃ। তন্মধ্যে মোক্ষকামনাকে প্রধান কৈতব বলিয়া জানাইয়াছেন। এই সকল কৈতবাশ্রিতকে শাস্ত্রকার মহাজনগণ দুঃসঙ্গ বিচারে পরিহার পূর্ব্বক সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন করিতে বলিয়াছেন। এই সাধুসঙ্গে শ্রীভগবানের নামরূপ-গুণলীলা মাহাত্ম্যসূচক প্রসঙ্গ শ্রবণ করিতে করিতে শ্রীভগবানে যথাক্রমে শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তির উদয় হয় অর্থাৎ সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি ভজনাধিকারোন্নতিক্রমে লভ্য হয়। 'ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য' ও 'সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসংবিদ' ইত্যাদি ভাগবতীয় শ্লোক এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য।

"অসাধু সঙ্গে ভাই নাম নাহি হয় নাম বাহিরায় বটে নাম কভু নয়॥ কভু নামাভাস, সদাই নামাপরাধ। ইহাত' জানিবে ভাই কৃষ্ণভক্তির বাধ॥ যদি করিবে কৃষ্ণ নাম সাধু-সঙ্গ কর। ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-বাঞ্ছা দূরে পরিহর॥" ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ শ্রীজগদানন্দের উক্তি। নামের মধ্যেই মহাপ্রভুর আবির্ভাবলীলা, নামেই তাঁহার ক্রন্দন নিবারিত হইবার লীলা প্রকটিত হওয়ায় এবং মহাপ্রভুর স্বরচিত শিক্ষাষ্টকে শ্রীনামেরই চিত্তদর্পণমার্জ্জন, ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণ, শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণ-সামর্থ্য, পরবিদ্যাবধূজীবনত্ব, আনন্দাম্বুধি বর্দ্ধনত্ব, প্রতিপদে পূর্ণামৃতাস্বাদনত্ব, সর্ব্বাত্মস্নপনত্বাদি অনন্ত চিদ্গুণ বিঘোষিত হওয়ায়—বিশেষতঃ শ্রীনারদোক্ত 'হরের্ণাম' শ্লোক ব্যাখ্যায় স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ম্মজ্ঞান-যোগ, তপ আদি পন্থা নিরাকরণ পূর্ব্বক শ্রীহরিনাম মহামন্ত্রকেই সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় করিবার যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন এবং "প্রভু কহে কহিলাম—এই মহামন্ত্র। ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥" ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার। সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর॥ কি ভোজনে কি শয়নে কিবা জাগরণে। অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে॥" তথা "আপন গলার মালা সবাকারে দিয়া। অবজ্ঞা করেন গৌরহরি কৃষ্ণ গাহ গিয়া॥ বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ লহ কৃষ্ণ নাম। কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণধন প্রাণ॥ আমা প্রতি স্নেহ যদি থাকে সবাকার। কৃষ্ণ বিনা কেহ কিছু না বলিবে আর॥" ও "ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি। কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥ তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসংকীর্ত্তন। নিরপরাধে নামলৈলে পায় প্রেমধন॥" ইত্যাদি ভূরি ভূরি মহাজনোক্তিতে নাম-ভজনেরই পূর্ণপ্রশস্তি থাকায় সাধুগুরুপাদাশ্রয়ে নামাশ্রিত হইয়া নামভজন ব্যতীত সেই শ্রীভগবানের জন্মাদি লীলারস-চমৎকারিতা উপলব্ধির আর উপয়ান্তর নাই নামী বাচ্য-স্বরূপ ভগবান্ই বাচক-স্বরূপ নামরূপে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হওয়ায়, নামাশ্রয় ব্যতীত সেই নামীস্বরূপকে পাইবার অন্য কোন উপায়ই নাই। "নববিধা ভক্তি পূর্ণ নাম হইতে হয়।" শ্রীস্বরূপ-রূপ-সনাতন-রঘুনাথ-শ্রীজীবাদি গোস্বামি-বর্গ, নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসাদি সকল মহাজনই নামভজনের চরমউৎকর্ষতা—শ্রেষ্ঠতা—পরম রসচমৎকারিতা—একাধারে সাধ্যত্ব ও সাধনত্ব—অনন্যাপেক্ষিত্ব—সর্ব্বশক্তিমত্তার সহিত অতীব অসাধারণ অসমোর্দ্ধ ঔদার্য্যগুণবৈশিষ্ট্য এক-বাক্যে তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে তস্মাদেকেন মনসা, তস্মাদ্ভারত সর্ব্বাত্মা, তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্ ইত্যাদি শ্লোকত্রয়ে পরপর বারত্রয় শ্রবণকীর্ত্তন-স্মরণপ্রাধান্য বর্ণন করিয়া 'এতন্নির্ব্বিদ্যমানানাম' শ্লোকে কীর্ত্তন প্রাধান্য বর্ণন করিয়াছেন, তাহাছাড়া 'কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং', 'কলের্দোষনিধে রাজন্,' 'কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যাঃ', 'যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ', 'নামসঙ্কীর্ত্তনং যস্য সর্ব্বপাপপ্রণাশনং' ইত্যাদি ভূরি ভূরি শ্লোকে এবং গীতাতেও 'সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাম্' ইত্যাদি শ্লোকে নাম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ জয়তি জয়তি নামানন্দং শ্লোকে শ্রীনামকেই জীবন ও ভূষণ বলিয়া জানাইয়াছেন। শ্রীজীবপাদ—নামসংকীর্ত্তনকে অত্যন্ত প্রশস্ত বলিয়াছেন। শ্রীরূপপাদও "নিখিলশ্রুতিমৌলিরত্নমালাদ্যুতিনীরাজিতপাদপদ্ম" বলিয়া নামকে সম্বোধনপূর্ব্বক কতনা স্তবস্তুতি করিয়াছেন। "যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি। নামের সহিত ফিরেন আপনি শ্রীহরি॥" নাম-নামী অভিন্ন, নামী নিত্যশুদ্ধপূর্ণমুক্ত, নামও নিত্যশুদ্ধপূর্ণ-মুক্ত। কৃষ্ণনামচিন্তামণি অখিলচিদ্রসের খনি। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই নামকে 'অমূকজনসুলভ' করিয়া আপামর জন-সাধারণকে কীর্ত্তনাধিকার প্রদান করিয়া ইহা হইতেই সর্ব্বসিদ্ধি লাভের আশীর্ব্বাদ ঘোষণা করিয়াছেন।

পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ তাই সহস্র সহস্র ভক্তসঙ্গে এই নামের বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া সপার্ষদ শ্রীগৌরহরির শিক্ষাদীক্ষা-স্মরণমুখে আত্মনিবেদনাখ্যভক্ত্যঙ্গ যজনস্থল অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুরকে কেন্দ্র করিয়া নবধাভক্তির পীঠস্বরূপ নবদ্বীপধাম পরিক্রমণের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন পূর্ব্বক একাধারে "সাধুসঙ্গ, নামসঙ্কীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ। মথুরাবাস (ভগবদ্ধামবাস), শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥" এই মুখ্য সাধন পঞ্চক যাজন করত শ্রীগৌরধামে গৌরাবির্ভাবলীলায়

ভবের সহিত শ্রীশ্রীরাধানয়ননাথের হিন্দোলযাত্রার মাধুর্য্য-চমৎকারিতা আস্বাদন সৌভাগ্য লাভের মহা সুবর্ণ সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। মহৌদার্য্যলীল মহাপ্রভুর চরণ আশ্রয় করত নির্ম্মৎসরাণাং সতাং আস্বাদ্য প্রোজ্ঝিত কৈতব ভাগবতধর্ম্মমর্ম্মবোধে অসমর্থ হইয়া হিংসা দ্বেষ মাৎসর্য্য চণ্ডালকে হৃদয়ে বসাইয়া রাখিলে তাহার ন্যায় দুর্ভাগ্য আর কি হইতে পারে?

আজ গৌরবনে সুরধুনীতটে, বিশেষতঃ শ্রীভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনের মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানে ভাগীরথী সরস্বতী সঙ্গমে বসিয়া কিংবা গঙ্গা বা সরস্বতীর তীরে তীরে নদীয়ার পথে পথে ছুটিয়া ছুটিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া সেই প্রেমের ঠাকুর গৌরসুন্দরকে প্রাণ ভরিয়া ডাকিতে পারিলেই ধামে আসার সার্থকতা হয়। গৌরধামের স্থাবরজঙ্গম সকলেরই চরণে প্রণতি জ্ঞাপন করিয়া জন্মজন্মান্তরে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে কৃত সকল অপরাধের ক্ষালন ভিক্ষামূলে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারী গঙ্গাযমুনাসরস্বতীচরণে রতি মতি ভিক্ষাই অদ্যকার চরম পরম প্রার্থনা হউক।

"বৈষ্ণবচরণে মোর এই সে প্রার্থনা। শ্রীগৌরসম্বন্ধ মোর হউক যোজনা॥" দ্বেষ হিংসা মাৎসর্য্য অন্তরের অন্তস্থল হৈতে নির্ব্বাসিত হইয়া শুদ্ধ কৃষ্ণকার্ষ্ণপ্রীতি জাগিয়া উঠুক, ধামের স্বরূপ স্ফূর্ত্ত হউক, ধামবাসী বৈষ্ণবচরণরেণু আমার মস্তকের ভূষণ হউক, তাহাতেই আমার সর্ব্বাবয়বের অবগাহন স্নান সম্পাদিত হউক। তাহা হইলেই আমার দুরাচারত্ব ঘুচিয়া যাইবে, আমি বৈষ্ণবসদাচারে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অহর্নিশ নামামৃত আস্বাদন সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিব।

> কিরূপে পাইব সেবা মুঞি দুরাচার।
> শ্রীগুরু-বৈষ্ণবে রতি না হ'ল আমার॥
> অশেষ মায়াতে মন মগন না হইল।
> বৈষ্ণবেতে লেশমাত্র রতি না জন্মিল॥

পরমার্থপথের পথিকের পরমার্থপথপ্রবেশের প্রথম লক্ষণ—শ্রীধামে শ্রীনামে শ্রীবিগ্রহে শ্রীগুরুপাদপদ্মে ও শ্রীবৈষ্ণবচরণে দৃঢ় শ্রদ্ধা যাহা শরণাপত্তিলক্ষণাত্মিকা। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কিঙ্করানুকিঙ্কর হইয়া অচিদ্‌বৎপারতন্ত্র্যই প্রার্থনীয় বিষয় হইবে। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবকে ভালবাসিতে না পারিলে ভজন-সাধন বৃথা হইয়া যায়। তাঁহাদের কৃপা হইলেই আমার হৃদয় মনঃপ্রাণ গৌর-কৃষ্ণানুরাগে রঞ্জিত হইয়া প্রেমধনকেই একমাত্র প্রয়োজন বলিয়া জানিতে পারে।

জগতের সকল আশাভরসার মুখে ছাই দিয়া রাধিকা-মাধবাশা জাগরূক হইতে পারে। "ঈশা" শ্রীরাধারাণীর পুষ্পোদ্যানের নগণ্য কিঙ্করানুকিঙ্কর রূপে স্বস্বরূপ উপলব্ধি করিয়া—তাঁহার নিজজনের ভৃত্যানুভৃত্য সূত্রে সর্ব্বদা নাম-রূপগুণলীলাপ্রসূন চয়ন ও তাহা প্রেমসূত্রে গ্রন্থনপূর্ব্বক শ্রীরাধাদয়িত মাধবের ইন্দ্রিয়তর্পণ পিপাসা প্রবল হইলেই আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছামূলক সকল জড় কাম সমূলে তিরোহিত হইবে।

শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব

(২য় বর্ষ ১২ সংখ্যার ২৬৬ পৃষ্ঠার পর)

[ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ এম্-এ]

[ব্রহ্মকে যে অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বের অসম্যক্ আবির্ভাবতত্ত্ব—শুষ্ক, নিঃশক্তিক প্রতীতিমান—বলা হয়, উহা অবশ্য মায়াবাদীরই ধারণা। বৈষ্ণবগণের বিচারে ব্রহ্মের মুখ্য অর্থে অসমোর্দ্ধ অপ্রাকৃত সবিশেষতত্ত্ব শ্রীভগবান্‌কেই নির্দ্দেশ করে। শ্রীমন্মহাপ্রভু মায়াবাদী প্রকাশানন্দ সরস্বতী ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচারকালে শাস্ত্র ও যুক্তি

প্রদর্শন করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, মুখ্যার্থে ব্রহ্মশব্দে চিদৈশ্বর্য্যপূর্ণ অসমোর্দ্ধতত্ত্ব শ্রীভগবান্‌কেই বুঝায়। "ব্রহ্ম-শব্দে মুখ্য অর্থে কহে ভগবান্। চিদৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ অনূর্দ্ধ-সমান ॥'' তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন যে, অসুর মোহনাবতার আচার্য্যশঙ্করের স্বকপোল-কল্পিত ভাষ্যের অনুকরণে যাঁহারা ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ নিঃশক্তিক, নির্ধর্ম্মক, নিরাকার তত্ত্বরূপে নির্দ্দেশ করেন, তাঁহাদের সেই ধারণা ভুল। "তাঁর (আচার্য্যশঙ্করের) দোষ নাহি, তেঁহো আজ্ঞাকারী দাস" (চৈঃ চঃ)। অন্যত্র বলিতেছেন "বৃহদ্বস্তু 'ব্রহ্ম' কহি—শ্রীভগবান্। ষড়্‌বিধৈশ্বর্য্যপূর্ণ পরতত্ত্বধাম॥ তাঁরে নির্ব্বিশেষ কহি চিচ্ছক্তি না মানি। অর্দ্ধস্বরূপ না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি ॥" (চৈঃ চঃ—আদি ৭ম পঃ)

শ্রুতিতে তত্ত্ববস্তুকে নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ দুইই বলিয়াছেন। সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতে বিরুদ্ধ ও অবিরুদ্ধ আপাত প্রতীয়মান পরস্পর বিরোধী সমস্ত ধর্ম্মই যুগপৎ নিত্যবিরাজিত। তিনি সরূপ-অরূপ, নিরাকার-সাকার, অজ-জন্মবান্, বিভু-বিগ্রহবান্, নির্লিপ্ত ভক্তবৎসল—এইরূপ অনন্ত বিরোধী ধর্ম্ম তাঁহাতে বর্ত্তমান। তিনি "অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা, পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ" ইত্যাদি—তাঁহার প্রাকৃত হস্তপদ নাই, অথচ তিনি যাবতীয় বস্তু গ্রহণ ও সর্ব্বত্র গমন করিতে পারেন। তাঁহার প্রাকৃত নয়ন নাই, অথচ তিনি ত্রিকাল দর্শন করেন। তিনি প্রাকৃত কর্ণশূন্য অথচ সবই শ্রবণ করেন। এ বিষয়ে শ্রীচৈতন্যবাণীর পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যায় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

মায়াবাদীর ব্রহ্ম সম্বন্ধে এরূপ ধারণা যে অসম্যক্, উহা উপনিষদের উক্তিতে পাওয়া যায়। ঈশোপনিষদ বলিতেছেন—

হিরন্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে ॥
পূষন্নেকর্ষে যমসূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ।
তেজোযৎ তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।
যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি ॥

—"সেই পরমাত্মার রূপ জ্যোতির্ম্ময় পাত্রে আচ্ছাদিত আছে। হে পরমাত্মন্, সত্যধর্ম্ম প্রকাশ ও আত্মতত্ত্ব দর্শনের জন্য সেই আচ্ছাদন দূর করুন।......আপনার তেজোরাশি সঙ্কুচিত করুন, তাহা হইলে আপনার কল্যাণতমরূপ আমি দেখিতে পাই। আমি সেইরূপ দেখিবার অধিকারী, যেহেতু আপনি পূর্ণ পুরুষ এবং জগৎপ্রবিষ্ট আপনার অংশ-স্বরূপ পরমাত্মা এবং আমরা (জীব) সকলেই চিৎস্বরূপ। আপনার কৃপা হইলেই আপনাকে দেখিতে পাই।

হিরণ্ময় বা জ্যোতির্ম্ময় পাত্র অর্থাৎ আবরণই অপ্রাকৃত রূপবান্ পরতত্ত্বের অঙ্গ-কান্তি। সেই অঙ্গকান্তি বা ব্রহ্মের ধারণায় যাঁহাদের চক্ষু ঝলসাইয়া যায়, তাঁহারা জ্যোতির্ম্ময় অভ্যন্তরে য অতুল শ্যামসুন্দররূপ—যাহা কল্যাণতম, তাহা দর্শন করিতে পারেন না।" (প্রভুপাদ)

['অপাবৃণু' আচ্ছাদন দূর করুন। তত্ত্বং—তৎ ত্বম্ (সেই আপনি)। 'যোঽসাবসৌ—যঃ অসৌ অসৌ—ঐ যে আপনি পূর্ণপুরুষ এবং অংশস্বরূপ পরমাত্মা।]

শ্রীকৃষ্ণ গীতাতেও বলিতেছেন—

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ॥ ১৪।২৭

—(সবিশেষতত্ত্ব) আমিই (নির্ব্বিশেষতত্ত্ব) ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। অব্যয় মোক্ষের, সনাতনধর্মের এবং ঐকান্তিক সুখের আমিই একমাত্র আশ্রয়। ("অমৃতত্ব, অব্যয়ত্ব, নিত্যত্ব, নিত্যধর্ম্মরূপ প্রেম এবং ঐকান্তিক সুখরূপ ব্রজরস—সমুদয়ই এই নির্গুণ সবিশেষ তত্ত্বরূপ কৃষ্ণস্বরূপকে আশ্রয় করিয়া থাকে"।) 'অহং' এই সাক্ষাৎ উক্তিদ্বারা বুঝাইতেছে যে. শ্রীভগবান্‌ই ব্রহ্মের আশ্রয় অর্থাৎ ভগবত্তাই ব্রহ্মের পরিপূর্ণতা।

অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বের 'পরমাত্মা' রূপে প্রকাশ

শ্রীল কবিরাজগোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বস্তু-নির্দ্দেশরূপ মঙ্গলাচরণে বলিতেছেন—

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশ-বিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ ॥

অন্যনিরপেক্ষ শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্ব। সেই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ, সে জন্য শ্রীচৈতন্যকেই পরতত্ত্ব প্রকাশ করিবার জন্য শ্লোকটীর অবতারণা। ব্রহ্ম যে স্বয়ং ভগবানের তনুভা বা অঙ্গকান্তি—তাহা পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। এখন আত্মান্তর্যামী অর্থাৎ পরমাত্মা যে তাঁহার অংশবিভব অর্থাৎ অংশের বিভূতি, তাহাই আলোচনা করা হইতেছে। এখানেও পরমাত্মা অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বের আংশিক প্রতীতি—জড়মধ্যে প্রবিষ্ট সূক্ষ্ম আত্মময় প্রতীতিমাত্র।

পরতত্ত্ব বা পরমেশ্বরকে 'আত্মা' ও বলা হয়। 'আত্মা' বলিবার কারণ এই যে, সৃষ্ট জীবের মধ্যে যেমন দুইটী অংশ আছে—একটী ত্রিগুণময় দেহ এবং অপরটী ত্রিগুণবর্জ্জিত দেহী বা আত্মা। পরমেশ্বরের সেরূপ নহে—তাঁহার সচ্চিদানন্দ বিগ্রহই আত্মা—দেহ-দেহী ভেদ নাই। এজন্য শ্রুতি বহুস্থানে শুধু 'আত্মা' শব্দের দ্বারা পরমেশ্বরকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ" (ঐতরেয়), "আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ" (বৃঃ-আঃ) —সৃষ্টির পূর্ব্বে বিশ্ব এক এবং অদ্বিতীয় আত্মা স্বরূপেই ছিল। এজন্য পরতত্ত্বকে পরম আত্মা বা পরমাত্মা বলা হইয়া থাকে। এই পরমাত্মা-পরমেশ্বর তাঁহার মায়াশক্তিকে জড়োপাদানভূতা প্রকৃতিতে পরিণত করিয়াছেন। সেই জড় উপাদান হইতে বিশ্বের সমস্ত জড়দেহ সৃষ্ট হইয়াছে। জড়দেহ অচেতন, সুতরাং কোন কার্য্য সম্পাদন করিতে অসমর্থ, সুতরাং উহা বিশ্বের স্থিতি রক্ষণ করিতে পারে না। এজন্য পরমেশ্বর বিশ্বসৃষ্টি করিয়া তাহাতে অনুপ্রবেশ করিলেন— 'সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি···ইদং সর্ব্বং অসৃজত। তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রবিশৎ" (তৈত্তিরিয়) —ইহাতে বুঝাগেল যে, তিনি বিশ্বসৃষ্টি করিয়া বিশ্বের সকল বস্তুর মধ্যে অনুপ্রবেশ করিলেন।

"সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডগণের এঁহো অন্তর্যামী
কারণার্ণবশায়ী সব জগতের স্বামী॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০ প)

এখানে পরমাত্মাকেই অন্তর্যামী বলা হইয়াছে। অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রথম স্বাংশ অবতার কারণার্ণবশায়ী প্রথম পুরুষ। তিনি তাঁহার মায়াশক্তির পরিণামভূত প্রকৃতিতে ঈক্ষণ দ্বারা শক্তিসঞ্চার করিলেন—তাহার ফলে প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি, মহত্তত্ত্ব হইতে ক্রমশঃ ব্রহ্মাণ্ড সমূহ উৎপন্ন হইল। এই মহত্তত্ত্বের সৃষ্টিকর্ত্তা কারণার্ণবশায়ী প্রথমপুরুষকে সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী বলা হইয়াছে। প্রথম পুরুষের তিনরূপ—যেরূপে তিনি নিমিত্ত কারণ রূপে প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করেন, সেইরূপকে মহাবিষ্ণু বলা হয়। যেরূপে (প্রথমপুরুষের অংশরূপে) তিনি প্রত্যেক ব্যষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী, সেইরূপকে দ্বিতীয়-পুরুষ বা গর্ভোদশায়ী পুরুষ বলা হয়। যত ব্রহ্মাণ্ড, ততজন দ্বিতীয় পুরুষ – "একৈকমূর্ত্ত্যে প্রবেশিলা বহুমূর্ত্তি হইয়া"—বহুমূর্ত্তি ধারণ করিয়া এক এক মূর্ত্তিতে এক এক ব্রহ্মাণ্ডে অনুপ্রবেশ করিলেন। তাঁহারই নাভিপদ্ম হইতে প্রজাপতি ব্রহ্মার উৎপত্তি। এই পদ্মের নালে চৌদ্দ-ভুবন—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য (সপ্তলোক) এবং অতল, সুতল, বিতল, গভস্তিমৎ, মহাতল, রসাতল ও পাতাল (সপ্ততল)। গর্ভোদশায়ী পুরুষের অংশরূপে তৃতীয় পুরুষ ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু। তিনি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনগুণকে অঙ্গীকার করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব রুদ্র) রূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়া জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়-কার্য্য সাধন করেন। রজোগুণকে অঙ্গীকার পূর্ব্বক ব্রহ্মা হইয়া সৃষ্টি, সত্ত্বগুণকে অঙ্গীকার করিয়া বিষ্ণুরূপে পালন এবং তমোগুণকে অঙ্গীকার করিয়া রুদ্ররূপে সংহার করেন। ইঁহাদিগের স্বরূপকে গুণাবতার বলা হয়। বিষ্ণুরূপে (পুরুষাবতার ও গুণাবতার দুই স্বরূপেই) তিনি অন্তর্যামী পরমাত্মারূপে প্রত্যেক জীবের মধ্যে আবার জগতের পালনকর্ত্তারূপ একস্বরূপে ক্ষীরোদসমুদ্রে বিরাজমান আছেন।

এই পরমাত্মা জীবাত্মারূপে জীবদেহে অনুপ্রবিষ্ট এবং সমগ্র বিশ্বে বিশ্বব্যাপী পরমাত্মরূপে অনুপ্রবিষ্ট আছেন।

জীবদেহে অনুপ্রবেশ—

"গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মানৌ হি তদ্দর্শনাৎ" (ব্রহ্মসূত্র) জড়দেহের মধ্যে দুইজন প্রবিষ্ট—একজন জীবাত্মা ও অন্যজন

পরমাত্মা। প্রত্যেক জীবদেহের মধ্যে সচ্চিদানন্দময় পরমেশ্বরের চিদানন্দের একটী কণিকা (স্ফুলিঙ্গবৎ) জীবাত্মারূপে অনুপ্রবিষ্ট আছেন। তাঁহার বিদ্যমানতাহেতুই জড় ও অচেতন জীবদেহ চেতনা প্রাপ্ত হয়। ত্রিগুণময় দেহের মধ্যে অবস্থিত থাকায় জীবাত্মা তাঁহার অণুত্ববশতঃ ত্রিগুণের সঙ্গলাভ-হেতু বশতঃ অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন হইয়া নিজেকে জড়-লিঙ্গ দেহের সহিত অভিন্ন মনে করে এবং এই দেহেই আত্ম-বুদ্ধিকরিয়া ভোগবাসনার সংস্কারে বদ্ধ হয়। কৃষ্ণবহির্ম্মুখতাহেতু জড়ের কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বকে বরণ করিয়া সংসারী হয় এবং প্রকৃতির ধর্ম্মকে নিজের ধর্ম্ম বলিয়া মনে করে। ভোগ-বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য ছুটাছুটি করে এবং নিজে মৃত্যুহীন হইয়াও একটী স্থূলদেহের বিনাশের পর আবার ভোগবাসনার লোভে এবং কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য লিঙ্গদেহকে আকর্ষণ করিয়া অন্যস্থূলদেহ আশ্রয় করে। 'আমি কর্ত্তা' 'আমি ভোক্তা' এইরূপ অভিমান বশতঃ প্রকৃতির বশীভূত হইয়া প্রকৃতি-সঙ্গজনিত কর্ম্মদোষে দেবতা, মনুষ্য পশ্বাদি উত্তম ও অধম যোনিতে পরিভ্রমণ করে। এইরূপে ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতে করিতে যদি কোন ভাগ্যে সাধু-গুরুকৃপায় ভক্ত্যঙ্গ সাধন করিতে করিতে মায়ামুক্ত হইতে পারে, তখন আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

"কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হঞা ভোগবাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে॥
পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়।
মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয়॥
'আমি নিত্যকৃষ্ণদাস' এই কথাভুলে।
মায়ার নফর হঞা চিরদিন বুলে।
কভুরাজা, কভুপ্রজা, কভু বিপ্র শূদ্র।
কভু দুঃখী, কভু সুখী, কভু কীট ক্ষুদ্র॥
কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্যে, নরকে বা কভু।
কভু দেব, কভু দৈত্য, কভু দাস, প্রভু॥

(প্রেমবিবর্ত্ত)

বিশ্বে অনুপ্রবিষ্ট পরমেশ্বরের পরমাত্মারূপটী জীবাত্মা হইতে স্বতন্ত্র। সচ্চিদানন্দময় পরমেশ্বরের অনন্ত চৈতন্যময়ী জ্ঞানশক্তির একাংশ বিশ্বের সকল বস্তু মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট থাকায় বিশ্বের স্থিতিসাধন ও নিয়ন্ত্রণ সম্ভবপর হইয়াছে। শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন—সেজন্য বিশ্বে অনুপ্রবিষ্ট চৈতন্যময় জ্ঞানশক্তি স্বরূপকেই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব শক্তিমান পরমেশ্বরের অংশবিভব বলা হইয়াছে। জীবত্মার সহিত তাঁহার প্রভেদ এই—জীবাত্মা জীবের স্বরূপ এবং প্রত্যেক জীবদেহের জীবাত্মা ভিন্ন ; কিন্তু পরমাত্মা পরমেশ্বরের স্বরূপ এবং প্রতি জীবদেহে অবস্থিত পরমাত্মা এক এবং অভিন্ন। তটস্থ-লক্ষণযুক্ত জীবাত্মা তাহার অণুত্ববশতঃ জীবদেহের সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণে লিপ্ত হইয়া দেহের ইন্দ্রিয়াদির সহায়ে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—এই প্রাকৃত রস আস্বাদন করিয়া বিষয় ভোগে লিপ্ত হয়। কিন্তু পরমাত্মা জীবদেহে অবস্থিত থাকিয়াও দেহের গুণে লিপ্ত হন না—তিনি নিত্য নির্ব্বিকার। বিষয়ভোগ বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য জীবাত্মা এক স্থূলদেহের বিনাশের পর অন্য একটী স্থূলদেহে প্রবেশ করে, কিন্তু পরমাত্মার ভোগবাসনাও নাই, দেহান্তর গ্রহণও নাই এবং কর্ম্মফল ভোগও নাই। পরমাত্মা পরব্রহ্মের স্বরূপ বলিয়া অনাদি, অব্যয় ও প্রাকৃতগুণ বর্জ্জিত। এই নির্লিপ্ত, নির্ব্বিকার, নির্গুণ (প্রাকৃত গুণশূন্য) পরমাত্মা জীবাত্মার প্রত্যেক কার্য্যের ও চিন্তার দ্রষ্টা ও সাক্ষীস্বরূপ, জীবাত্মার ভর্ত্তা ও পালকরূপে এবং জীবাত্মাকে শুভপ্রেরণা-দাতারূপে প্রতিদেহে অবস্থান করেন—এজন্য তাঁহাকে অন্তর্যামী বলা হয়।

"উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেহস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ॥"

(গীঃ ১৩।২২)

জীবাত্মা ও পরমাত্মার বিভিন্নতা সম্বন্ধে শ্রুতিও বলিতেছেন—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥

(শ্বেঃ ও মুণ্ডক)

এখানে জীবদেহকে বৃক্ষরূপে এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে দুইটী বন্ধুভাবাপন্ন পক্ষীরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। দুইটী পক্ষী এক দেহরূপ বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া আলিঙ্গন

বদ্ধ হইয়া বাস করিতেছে—একটী অর্থাৎ জীব স্বাদুফল ভোগ করে অর্থাৎ নানাবিধ স্বাদযুক্ত সুখদুঃখরূপ কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে; অপরটী অর্থাৎ পরমাত্মা নির্লিপ্ত থাকিয়া জীবাত্মার কার্য্য দর্শন করেন। পরমাত্মা জীবাত্মাকে শুভপ্রেরণা দান করেন বলিয়া তিনি জীবাত্মার সখা।

[ক্রমশঃ]

দক্ষিণ ভারতীয় তীর্থ পরিক্রমণ

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রমোদপুরী মহারাজ]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ২য় বর্ষ ১২শ সংখ্যা ২৬৩ পৃষ্ঠার পর)

আমাদের শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মূল আচার্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব স্থান শ্রীউড়ুপী শ্রীপাটদর্শনেও আমরা পরম আনন্দলাভ করিলাম। বলা বাহুল্য আমাদের শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠাধীশ মহারাজজী উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের সকল তীর্থেই বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়া আসিলেও উড়ুপী মঠাধীশের আদরের বৈশিষ্ট্য সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা নিজেরাও সাধু, সাধু-সন্ন্যাসীর সমাদর কিভাবে করিতে হয়, তাহা তাঁহারাই জানেন। প্রথম হইতে আমাদের বিদায় গ্রহণাবধি এরূপ সমাদর আমরা সচরাচর পরম আত্মীয়ের নিকট হইতেও পাই না। শ্রীমধ্ব সরোবরের পবিত্রতা বিশেষভাবে সংরক্ষিত হইয়া থাকে। সেখানে কাপড় কাঁচা, নিষ্ঠীবনাদি পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ। আমরা সেই মহাতীর্থে অবগাহন স্নান সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। আমাদের তিলকাহ্নিকাদি সমাপ্ত হইবার পর তত্ত্বাবধায়ক মহাশয় শ্রীশ্রীল স্বামীজী মহারাজের সহিত আমাদিগকে পরম সমাদরে মূল শ্রীকৃষ্ণমঠে শ্রীমধ্বের গোপীচন্দনমধ্য হইতে প্রাপ্ত এবং তাঁহার স্বহস্তসেবিত শ্রীবালকৃষ্ণ শ্রীবিগ্রহ দর্শন করাইলেন। অপূর্ব্ব শ্রীমূর্ত্তি, তাঁহার একহস্তে মন্থনদণ্ড ও অপর হস্তে রজ্জু। এইমূল মঠ ও ইহাকে কেন্দ্র করিয়া আর যে আটটি মঠ আছে—এই নয়টি মঠই শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদ প্রতিষ্ঠিত। অষ্টমঠের অষ্ট মঠাধীশই চতুর্থাশ্রমী সন্ন্যাসী। এইরূপ নিয়ম আছে, এই অষ্ট মঠের অষ্ট সন্ন্যাসী প্রত্যেকেই দুই দুই বৎসর করিয়া মূল শ্রীকৃষ্ণমঠের সেবাধিকার পাইয়া থাকেন। যে মঠ যখন ঐ মূল মঠের সেবা পান, তাঁহাকে তখন পর্য্যায় মঠ বলে। ঐ অষ্ট মঠের মূল বিগ্রহগণ মূল মঠে শ্রীবালকৃষ্ণের চতুর্দ্দিকে সেবিত হইয়া থাকেন। আবার অষ্ট মঠেও তাঁহাদের প্রতিনিধি বিগ্রহ পূজিত হন। শুনা গেল, প্রত্যহ প্রাতে শ্রীবালকৃষ্ণের অভিষেক সময়ে সকল মঠের মঠাধীশই উপস্থিত থাকিয়া স্ব স্ব নিয়মিত সেবা করেন। বর্ত্তমানে শীরুরু মঠ—পর্য্যায় মঠ, এই পর্য্যায় মঠাধীশই এক্ষণে প্রধান পূজক। অভিষেকের পর তিনি নিজেই পূজা করেন। প্রথমতঃ সাধারণ পূজা, পরে মহাপূজা, নৈবেদ্যার্পণ ও আরাত্রিকাদি হয়। শ্রীবালকৃষ্ণের পূজার পর শ্রীহনুমানজীর পূজা হয়, অতঃপর শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদের পূজার পর প্রধান পূজক মহোদয় নাটমন্দিরে আসিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন। শ্রীহনুমানজীকে ইঁহারা মুখ্য প্রাণ বলিয়া থাকেন। শীরুরু মঠাধীশের হস্তে আমরা একদণ্ড দেখিলাম, কিন্তু আচার্য্য শ্রীরামানুজ চরণাশ্রিত সন্ন্যাসিগণ ত্রিদণ্ড ধারণ করিয়া থাকেন। আমরা এইরূপ দুই একজন রামানুজীয় ত্রিদণ্ডীকে দর্শন করিয়াছি। ত্রিদণ্ডধারণই বৈষ্ণবসন্ন্যাসবিধি। মনুসংহিতা, শ্রীমদ্ভাগবত এবং রামায়ণাদি শাস্ত্রে ত্রিদণ্ড-কথাই শ্রুত হইয়া থাকে। পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ তাই অস্মৎ সম্প্রদায়ে ত্রিদণ্ড

ধারণ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। যাহা হউক পূজা শেষে মঠাধীশ মহোদয় স্বহস্তে আমাদিগকে শ্রীচরণামৃত প্রদান করিলেন। পরে আমাদিগের সকলেরই প্রসাদ প্রাপ্তির ব্যবস্থা হইল। পূজ্যপাদ স্বামীজী মহারাজ ও আমাদিগকে একটি পৃথক্ প্রকোষ্ঠে বসাইয়াছিলেন। বহুবিধ ভোগ বৈচিত্র্য—মনে হয় ২৫।৩০ প্রকারের—দর্শনে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সেবাপারিপাট্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলাম। অন্নের উপর প্রায় এক ছটাক করিয়া গব্য ঘৃত প্রদত্ত হইয়া সমস্ত উপচার চতুর্দ্দিকে সজ্জিত হইলে আমরা শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী তথা শ্রীবালকৃষ্ণ ও তন্নিজজন শ্রীল মধ্বাচার্য্য-পাদের জয়গান করিতে করিতে প্রসাদ-সম্মান-সৌভাগ্য লাভ করিলাম। হৃদয়ে এক অপার্থিব আনন্দ অনুভূত হইতে লাগিল। আমাদের আচমনের পর আমাদের তত্ত্বাবধায়ক মহোদয়গণ আমাদিগকে রন্ধনশালায় লইয়া গিয়া বিরাট্ বিরাট্ হাঁড়ি ও উনুন দেখাইতে লাগিলেন। শুনিলাম এই শ্রীকৃষ্ণমঠে প্রত্যহ পঞ্চ শতাধিক বিদ্যার্থী ব্যতীত সহস্রাধিক ব্যক্তিকে অন্নব্যঞ্জনাদি প্রসাদ নিয়মিতভাবে বিতরণ করা হইয়া থাকে। মূল মঠ হইতেই সেই সমুদয় ব্যয়ভার বহন করা হয়। শুনা গেল শ্রীকৃষ্ণমঠে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদের স্বহস্ত প্রজ্বালিত প্রদীপ অদ্যাপি নিরবচ্ছিন্নভাবে শ্রীমন্দির মধ্যে প্রজ্বলিত হইতেছে। ইহাকে অখণ্ডদীপ বলে। বদরিকাশ্রমে শ্রীবদরীনারায়ণ মন্দিরেও এইরূপ অখণ্ডদীপ জ্বলে। শ্রীচন্দ্রমৌলীশ্বর ও শ্রীঅনন্তেশ্বর শিব মন্দির এবং অষ্ট মঠের কতক কতক মঠ আমরা দর্শন করিয়াছিলাম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদের আবির্ভাব স্থল পাজকাক্ষেত্র উড়ুপী হইতে ৬ মাইল দূরে অবস্থিত আমরা মঠাধীশের যত্নে মোটর যোগে তাহাও দর্শন সৌভাগ্য পাইয়াছিলাম। অতঃপর শ্রীল স্বামীজী মহারাজ অপরাহ্নে কলেজ কর্ত্তৃপক্ষের আহ্বানে স্থানীয় সংস্কৃত কলেজে (আর্ট কলেজ কম্বাইন্‌ড্) প্রায় দুই ঘণ্টা বা পৌনে দুই ঘণ্টা ব্যাপী একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা ইংরাজী ভাষায় প্রদান করিয়া প্রিন্সিপাল, প্রফেসার ও স্থানীয় সুশিক্ষিত বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর বিশেষ গৌরবভাজন হইয়াছিলেন। তাঞ্জোরে শ্রীনবনীতকৃষ্ণমন্দির প্রাঙ্গণেও মহারাজ ঐরূপ ইংরাজী ভাষায় দীর্ঘকাল ব্যাপী এক মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা দিয়াছিলেন। বক্তৃতা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও প্রচার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধেই হইয়াছিল। তাঞ্জোরেও বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শ্রোতা ছিলেন, সভায় মাইকের ব্যবস্থা হইয়াছিল। বক্তৃতার পূর্ব্বে ও পরে নাম সংকীর্ত্তন ও বিভিন্ন পদাবলীকীর্ত্তনেও শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। আমরা স্বচক্ষে লক্ষ্য করিয়াছি এবং ইহা কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত নহে, মহারাজের সাধুজনোচিত অপূর্ব্ব রূপলাবণ্য দর্শনে ও মৃদু মধুর ভাষায় সিদ্ধান্ত সম্মত শাস্ত্রালাপ শ্রবণে পথের পথিক পর্য্যন্ত গমন স্থগিত রাখিয়া তাঁহার শ্রীচরণে প্রণত হইয়াছেন এবং শ্রীচরণধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। যে মন্দিরেই প্রবেশ করিয়াছেন, সেই মন্দিরেরই কর্ত্তৃপক্ষ স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া তাঁহার প্রতি আচার্য্যোচিত মর্য্যাদা প্রদর্শন করিয়াছেন। দর্শক যাত্রীগণও তাঁহাকে ভক্তিপূত নেত্রে দর্শন ও প্রণাম করিয়াছেন। প্রায় প্রতিমন্দিরেই তাঁহার ভাবাবেশে নর্ত্তন কীর্ত্তন সকলেরই চিত্তাকর্ষী হইয়াছে। আমরাও গৌর প্রণয়িভক্তের সঙ্গ সৌভাগ্য লাভ করতঃ তীর্থ যাত্রাকে কেবলমাত্র 'পরিশ্রম' বলিয়া মনে করিবার অবকাশ পাই নাই। কেননা—"তীর্থফল—সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গে অন্তরঙ্গ শ্রীকৃষ্ণভজন মনোহর।" স্থানে স্থানে মহারাজের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী মধুর হইতেও মধুরতর ভাবে আস্বাদ্য হইয়া সকলেরই হৃদয়ে তীর্থ ভ্রমণজনিত ক্লেশ "তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত সেও ত পরম সুখ" বিচারানুসরণে সহ্য করিবার মত অপূর্ব্ব সহিষ্ণুতা দেদীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছিল। গত উত্থান একাদশী দিবস আমাদের পরমগুরু শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী বাবাজী মহারাজের নির্য্যাণবাসরে আমরা কুম্ভকোণমে বেলা প্রায় ১২॥ টায় যখন শ্রীরাম মন্দিরে পৌঁছিলাম, সেই সময় শ্রীমন্দিরদ্বার বন্ধ হওয়ায় আমরা শ্রীবিগ্রহদর্শনাকাঙ্ক্ষায় মন্দিরদ্বারে অপেক্ষা

করিতে লাগিলাম। এদিকে করুণাময় শ্রীভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের ইচ্ছায় তখন মুষলধারে বৃষ্টিও আরম্ভ হইল, প্রায় পাঁচঘণ্টা কাল সমানভাবে বর্ষণ চলিল। এই শুভবাসরে শ্রীল স্বামীজী মহারাজ পরমগুরু শ্রীল বাবাজী মহারাজের জীবন-ভাগবত উপলক্ষ্য করিয়া এমন অপূর্ব্ব কথামৃত ধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন যে, তাহাতে শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই ক্ষুধা তৃষ্ণা বিস্মৃত হইয়া গেলেন। সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকথামৃত পানেই হরিবাসরের প্রকৃত মর্য্যাদা সংরক্ষিত হইল। আমাদের পুনঃ পুনঃ মনে হইতে লাগিল—"তদ্দিনং দুর্দ্দিনং মন্যে মেঘাচ্ছন্নং ন দুর্দ্দিনম্। যদ্দিনং কৃষ্ণ সংলাপ কথা-পীযূষ বর্জ্জিতম্॥" আর "তত্রৈব গঙ্গা যমুনা চ বেণী গোদাবরী সিন্ধু সরস্বতী চ। সর্ব্বানি তীর্থানি বসন্তি তত্র যত্রাচ্যুতোদার-কথা-প্রসঙ্গঃ॥"

এবার দাক্ষিণাত্যে সমুদ্র তীরবর্ত্তী তীর্থ ভ্রমণকালে আমরা প্রায়শঃই অনেকস্থানে ন্যূনাধিক বারিবর্ষণ পাইয়াছি। কিন্তু ভগবদিচ্ছায় ইহাতে আমাদের দেবদর্শন বাধা প্রাপ্ত হয় নাই। গত বঞ্জুলী মহাদ্বাদশী দিবসে শ্রীব্যেঙ্কটেশ দর্শন কালে আমাদিগকে বেশ একটু ভিজিতে হইয়াছিল, কিন্তু ভগবদ্দর্শনানন্দে আমরা তাহা গ্রাহ্যই করি নাই। অন্য সময় হয়ত কতইনা স্বাস্থ্যভঙ্গভয় আসিত, ছত্রাদি লইয়াও গৃহের বাহির হইতাম না, কিন্তু আজ সে সমস্ত কোন অজুহাতই চিত্তকে দুর্ব্বল করিয়া তুলে নাই। দিব্য দেশে কাল ও পাত্রও দিব্য ভাব বিশিষ্ট হয়—'মধুমৎ' হইয়া যায়। আমরা বেশ লক্ষ্য করিয়াছি—তীর্থ ভ্রমণকালে আহার বিহারাদি সকল বিষয়েই প্রচুর অনিয়ম হওয়া সত্ত্বেও আমাদের স্বাস্থ্য মোটামুটি একরূপ ভালই ছিল। আমাদের সঙ্গে অতিবৃদ্ধা এক সদাচার নিষ্ঠ ব্রাহ্মণ মহিলা ছিলেন, তিনি পাহাড় পর্ব্বতে উঠিবার বা পথ হাঁটিবার সময়ে যেন সর্ব্বক্ষণ আমাদেরও অগ্রণী হইয়া থাকিতেন। অন্তরে ভক্তসঙ্গ বা দিব্যদেশ ভ্রমণ ও ভগবদ্দর্শনজনিত আনন্দ সর্ব্বক্ষণ জাগরূক থাকিলে শারীরিক ও মানসিক দুঃখ কষ্ট সংসারের ভাবনা কিছুই আমাদিগকে অভিভূত করিতে পারে না—'সংসার তথায় পায় পরাভব।' আহা সর্ব্বক্ষণই যদি এইরূপ "তুয়া জন সঙ্গে তুয়া কথা রঙ্গে গোঁয়ায়বুঁ দিবানিশি আশ" বিচার হৃদয়ে জাগরূক থাকে, তাহা হইলে কতই না সুখের হয়। তীর্থযাত্রাকালে যে দিন আমরা বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে হাওড়া ষ্টেসনে গাড়ীতে উঠিলাম, সেদিন কি আনন্দ আর যেদিন আবার পুনরায় হাওড়ায় ফিরিয়া আসিয়া স্ব স্ব গৃহাভিমুখী হইলাম, সেদিনই বা অন্তরের কি ভাব—চিন্তাশীল মনীষী মাত্রেরই মনে হয় তাহার বৈশিষ্ট্য উপলব্ধির বিষয় হইয়াছে।

[ক্রমশঃ]

বিশ্ব শান্তির উপায়

কলিকাতা মঠে শ্রীল আচার্য্যদেবের ও শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজের অভিভাষণ

কলিকাতা ৩৫ সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসবোপলক্ষে বিগত ২৪ পৌষ, ৯ জানুয়ারী বুধবার হইতে ২৮ পৌষ, ১৩ জানুয়ারী রবিবার পর্য্যন্ত পঞ্চদিবসব্যাপী ধর্ম্ম সভার তৃতীয় অধিবেশনে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ 'বিশ্বশান্তির উপায়' সম্বন্ধে তাঁহার সার গর্ভ অভিভাষণে বলেন—'অদ্যকার আলোচ্য 'বিশ্বশান্তির উপায়' মামুলী বিষয় নহে, যার জন্য পৃথিবীর বড় বড় ব্যক্তি চিন্তা করছেন, কিন্তু কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে পারছেন না। এখানে বিষয়টী নিয়ে শুধু আলোচনা বা বক্তৃতার কোনও সার্থকতা বা উপকারিতা আছে

কি না এরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হ'তে পারে। কিন্তু যতদিন সমাধান খুঁজে পাওয়া না যাচ্ছে ততদিন আলোচনা ছাড়াও আমাদের গত্যন্তর নাই। বিভিন্ন ব্যক্তি যদি বিভিন্ন ভাবে বিষয়টা বলেন তা' হ'লে অনুসরণ ক'রে কারও কারও শুভ হ'তে পারে।

সমাজের স্বার্থ সংরক্ষণের চেষ্টা লক্ষিত হয়। এই প্রাকৃত জগতে ইহাই স্বাভাবিক।

সমস্যা সমাধানের চেষ্টা দুই প্রকার—(১) স্থূলধীর ন্যায় বাহ্যলক্ষণদৃষ্টে চেষ্টা এবং (২) কারণ নির্ণয় ক'রে তৎপ্রতীকারের প্রচেষ্টা। ব্যাধির কারণ দূরীভূত না হ'লে

কলিকাতা মঠে বার্ষিক উৎসবোপলক্ষে ধর্ম্মসভার তৃতীয় অধিবেশন। দক্ষিণ হইতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ, অর্থমন্ত্রী শ্রীশঙ্করদাস ব্যানার্জ্জি, শ্রীহরিসাধন ঘোষ চৌধুরী ও শ্রীঈশ্বরী প্রসাদ গোয়েঙ্কা।

বিশ্ব সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণের ধারণা সাধারণ ব্যক্তি হ'তে বিলক্ষণ। মৃত্তিকা, কাষ্ঠ, প্রস্তর প্রভৃতি জড়বস্তুর সমষ্টিকে বিশ্ব বলে না। জড়ের কোনও শান্তি অশান্তি বোধ নাই। বিশ্বশান্তি বল্‌তে বিশ্ববাসীর শান্তিকেই উদ্দেশ করে। আবার বিশ্ববাসীর শান্তি বল্‌তে আমরা জলচর, স্থলচর, উভচর, খেচর প্রভৃতি প্রাণিসমূহের মধ্যে মনুষ্যের শান্তির কথাই চিন্তা করছি। এখানে মুখ্যভাবে মনুষ্যের শান্তি উদ্দিষ্ট হচ্ছে, এমন কি অপর প্রাণিসমাজকে বলি দিয়েও মনুষ্য

উপরটপ্‌কা চিকিৎসার দ্বারা যেমন রোগ নিরাময় হয় না, তদ্রূপ অশান্তির মূলীভূত কারণ দূর না হ'লে অশান্তি হ'তে নিষ্কৃতি সম্ভব নয়।

পূর্ব্বে বলা হয়েছে—বিশ্বশান্তির দ্বারা মনুষ্যের শান্তিই মুখ্যভাবে উদ্দিষ্ট হয়েছে। শান্তি লাভের উপায় নির্ণয়ের পূর্ব্বে মনুষ্যের স্বরূপ ও তার প্রয়োজন নির্দ্ধারিত হওয়া আবশ্যক। স্থূল পাঞ্চভৌতিক দেহটা মনুষ্যের স্বরূপ নয়। পৃথিবীতে এমন কোনও রাষ্ট্র নেই যেখানে দেহের ব্যক্তিত্ব স্বীকৃত হয়েছে। কোনও রাষ্ট্রে শবদেহের ভোট আছে কি?

নেই। Conscious Principle অর্থাৎ সুখদুঃখানুভবকারী বোধসত্তাই ব্যক্তি, উহার ভোট আছে। ব্যষ্টি দেহ বা সমষ্টি দেহের শান্তির সমস্যা নয়, সমস্যা বোধসত্তার। এমন কি মনুষ্যেতর প্রাণী পশুগুলিও দেহকে ব্যক্তি ব'লে স্বীকার করে না। মৃত কুকুরটাকে দেখে অন্য কুকুরগুলি ক্রন্দন করে কিছুক্ষণ, পরে ছেড়ে দেয়। মৃত পুত্রের শরীর কি সুখ দেয়? রাসায়নিক প্রক্রিয়াদ্বারা পুত্রের শরীর যথাযথ সংরক্ষিত হ'লেও উহা পিতামাতার সুখদায়ক হয় না, বরং শোকবর্দ্ধক হয়। বিশ্বশান্তি বল্‌তে বিশ্বের চেতন-সত্তার বা চিৎপরমাণুসমূহের শান্তি বুঝায়। চিৎসত্তাটী বর্ত্তমানে দুটী আবরণের মধ্যে আছে—পাঞ্চভৌতিক স্থূল দেহ ও সূক্ষ্ম বাসনাময় লিঙ্গদেহ। অগ্নি এক দেশে স্থিত হলেও যেমন তার জ্যোৎস্না চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয়, তদ্রূপ চিৎপরমাণু আত্মা দেহের এক দেশে স্থিত হ'য়েও তার প্রভাবের দ্বারা শরীরের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত আছে। কেহ কেহ বলেন দেহের জন্য চেতনসত্তা, দেহ না থাকলে চেতনসত্তা থাকে না—ইহা বাস্তব ঘটনা নহে, কারণ দেখা যায় আত্মা চলে গেলে দেহ নষ্ট হ'য়ে যায়, দেহের জন্য আত্মা থাকে না। পরন্তু আত্মার জন্য দেহ. আত্মা বা জ্ঞানসত্তা যতক্ষণ দেহে অবস্থান করে ততক্ষণ দেহের অস্তিত্ব। জ্ঞানের অভাব 'অজ্ঞান', সুতরাং অজ্ঞানের কারণ জ্ঞান, অর্থাৎ দেহের কারণ চেতন। অজ্ঞান বা জড়ের অববোধক জ্ঞান হওয়ায় জড়ের কোনও স্বতন্ত্র সত্তা নাই। চেতন ও জড়ের সংযোগকারী সত্তাকে 'মন' বলে। মন না জড়—না চেতন। মনকে কোথাও জড় কোথাও বা চিদাভাস বলা হয়েছে। গীতাশাস্ত্রে মনকে অপরা প্রকৃতির অন্তর্গত জড় বলা হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে মনকে দেহের কারণরূপে প্রতীয়মান হলেও মনেরও কারণ আত্মা। আত্মার অধীন মন ও দেহ। আত্মা Proprietor, দেহ ও মন তার Property। Proprietorকে নষ্ট করে propertyকে রক্ষা করার চেষ্টা মূর্খতা। Property proprietor এর জন্য। যারা আত্মাকে স্বরূপ ও দেহকে সম্পত্তি বলে জানেন তারা আত্মধর্ম্মী, আত্মার স্বার্থে দেহকে ব্যবহার করেন। আত্মার কোনও দুঃখ হ'তে পারে না। আত্মা যখন অনাত্মাতে আবিষ্ট হয়, তখন ঔপাধিক আত্মার সুখ দুঃখাদি হ'য়ে থাকে। আত্মা অবিনাশী। 'ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ। অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥' গীতা ২।২০। 'নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ। ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥ অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ। নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥' গীতা ২।২৩-২৪ সুতরাং যাঁরা আত্মস্বরূপ জানেন ও মানেন তাঁরা আত্মানুশীলনে ব্রতী হন। জড়ধর্ম্মিগণ আত্মধর্ম্মিকে মূর্খ মনে কর্‌তে পারেন। আবার আত্মধর্ম্মিগণও জড়াশক্ত বদ্ধজীবের ক্লেশ দেখে দুঃখিত হন। 'যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী। যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥' গীতা ২।৬৯। আত্মারদ্বারা আত্মার সুখ হ'তে পারে, অনাত্মা বিজাতীয় বস্তু হওয়ায় তার সঙ্গ আত্মার পক্ষে বাস্তব সুখপ্রদ হয় না। পার্থিব সম্পদের দ্বারা সুখ হলে ধনীলোকের সুখ হ'তো। বাহ্য চাকচিক্য দেখে অজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাদিগকে সুখী মনে করে। প্রচার ব্যাপদেশে ভারতের সর্ব্বত্র পর্য্যটনকালে বহু বিশিষ্ট ধনীর সংস্পর্শে আসার সুযোগ হয়। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কাহাকেও সুখী দেখি নাই। কোন বিশিষ্ট মাড়োয়ারীর গৃহে আমি অতিথি ছিলাম, তাদের গৃহে গৃহস্বামী, গৃহিণী, পুত্র পুত্রবধূ পরস্পরের মধ্যে গুরুতর অশান্তি লক্ষ্য করেছি। গৃহস্বামীর পুত্র একদিন আমার নিকটে এসে বলছেন—'স্বামীজী আশীর্ব্বাদ করুন যেন ধনীর গৃহে আর জন্ম না হয়।' বহু রাজমহিষীগণেরও ঐরূপ প্রার্থনা শুনেছি। তাঁরা আমার নিকট মিথ্যা কথা বল্‌তে পারেন না। অন্ন বস্ত্রের প্রচুর সমাধান করলেই কি সুখ হবে? আবার না করলেও সুখ হবে না। তবে উপায় কি? আত্মার পক্ষে স্বার্থ যে আত্ম সেই আত্মলাভের যত্ন করা দরকার। আমাদের অভিজ্ঞতা অতি স্বল্প, সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে যদি শ্রীভগবান্‌কে বা আত্মাকে অস্বীকার করি তাতে আমাদেরই লোকসান হবে।

'নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্। তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্ ॥' (কঠ ২।২।১৩)

যিনি নিত্য বা বাস্তব বস্তুসমূহের মধ্যে পরম নিত্য, যিনি চেতন জীবসমূহের মধ্যে পরম চেতন, যিনি এক হ'য়েও সকলের কামনা পূরণ করেন, যে সকল ধীর ব্যক্তি সেই আত্মস্থ ভগবান্‌কে দর্শন করেন, তাঁদেরই শাশ্বতী শান্তি লাভ হয়ে থাকে, ইতর ব্যক্তির হয় না।'

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ তাঁহার সুচিন্তিত জ্ঞানগর্ভ অভিভাষণে বলেন,— 'কর্ম্মণ্যারভমাণানাং দুঃখহত্যৈ সুখায় চ। পশ্যেৎ পাক-বিপর্য্যাসং মিথুনীচারিণাং নৃণাম্ ॥' দুঃখনাশ ও সুখ প্রাপ্তির জন্য সকলেই কর্ম্ম করছেন, কিন্তু বিপরীত ফল হচ্ছে, দুঃখও নাশ হচ্ছে না, সুখও লাভ হচ্ছে না। সর্ব্বত্র শান্তির চেষ্টা হ'লেও ঠিক systetmatic way তে হচ্ছে না। মানুষ সুখানুসন্ধান করতে গিয়ে বহু সমস্যায় জড়িত হ'য়ে পড়ে, শেষে কোনো সমাধান খুঁজে পায় না। ভোগ-প্রবৃত্তির দ্বারা যে ইন্দ্রিয়সুখ, উহা আপাত রমণীয় ও সহজ, কিন্তু ক্ষণস্থায়ী ও পরিণামে দুঃখপ্রদ। সস্তায় যে শান্তি আমরা লাভ করেছি ব'লে মনে করি, উহা সস্তায় চলে যাবে। মূল্য দিয়ে যে শান্তি লভ্য হয়, উহা স্থায়ী হয়। মোটামুটী শান্তি বা সুখের জন্য যাঁরা যত্ন করছেন তা'দিগকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়—(১) কর্ম্মী অর্থাৎ ভোগী, (২) ত্যাগী ও (৩) ভক্ত। কর্ম্মিগণ সুখানুসন্ধান করতে গিয়ে সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখকেই আবাহন করে, কারণ আত্মার পক্ষে নশ্বর বিষয়-সঙ্গ কখনই সুখকর হ'তে পারে না। আত্মারাম হ'লেই সুখ হয়, জড়াভিনিবেশ হ'তে দুঃখ। 'সদা সমুদ্বিগ্নধিয়ামসদ্‌গ্রহাৎ।' অসদ্ বস্তু গ্রহণ হ'তে সর্ব্বদা বুদ্ধি সম্যগ্ উদ্বেগযুক্ত থাকে।

দক্ষিণ হইতে সম্মুখে শ্রীমৎ হৃষীকেশ মহারাজ, শ্রীমৎ শ্রীধর মহারাজ, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ এবং পশ্চাতে শ্রীমৎ গিরি মহারাজ, শ্রীমৎ মধুসূদন মহারাজ ও শ্রীমৎ পুরী মহারাজ।

'ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ'। আত্মা ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তু দেহাদিতে অভিনিবেশ হ'তেই ভয়ের উৎপত্তি। তুমি নিজে কি তত্ত্ব, তোমার নিজের কি প্রয়োজন বুঝ্‌তে চেষ্টা কর, তুমি নিজেকে অনুভব কর অর্থাৎ আত্মস্থ হও, তা' হ'লে সকল দুঃখ দূর হবে। আত্মা স্বপ্রকাশ। আত্মা আছে কি না আছে এই সন্দেহ হয় কেন? self-Consciousness হ'তে যাদের deviation হয়েছে, তাদের ঐ প্রকার প্রশ্ন জাগে। যাঁদের self-Consciousness আছে তাঁদের কোনও সন্দেহ নাই। ত্যাগের দ্বারাও প্রকৃত সমাধান হয় না। আত্মার স্বাভাবিক বৃত্তি শ্রীভগবদ্ভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত শান্তি লাভ হয় না। ভক্তগণ ত্যাগের পক্ষপাতী বা ভোগের পক্ষপাতী নন। ভোগত্যাগ সহজবোধ্য। কিন্তু ত্যাগত্যাগ বুঝা কঠিন। কোনও জিনিস ত্যাগ করাও যাবে না, আবার ভোগ করাও যাবে না। সমস্তই শ্রীভগবানের সেবোপকরণ। 'বিশ্বং পূর্ণং সুখায়তে'—ইহা ভক্তের দর্শন। Central Truth এর সঙ্গে adjusted করে যে দর্শন, উহাই যথার্থ দর্শন। Proper adjustment কে Religion বলে। Adjusted হ'য়ে যে action করা যায়, তাতে reaction হয় না। এজন্য Central Truth কে ধর্‌তে হবে, তিনি ব্যক্তি, শ্রুতিতে যাঁকে 'রসো বৈ সঃ' বলা হয়েছে, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ। সুখস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে ভোগের বিষয় করা যায় না, তাঁকে সেবার মাধ্যমে অনুভব কর্‌তে হয়।'

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভাবির্ভাবোপলক্ষে বিভিন্ন মঠে শ্রীব্যাস-পূজা

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, সরভোগ, আসাম :—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের সেবা-নিয়ামকত্বে শ্রীমঠের পরিচালনাধীন আসাম প্রদেশস্থ সরভোগ শ্রীগৌড়ীয়মঠে বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভাবির্ভাবোপলক্ষে বিগত ৫ গোবিন্দ, ৩০ মাঘ, ১৩ ফেব্রুয়ারী বুধবার মাঘী কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথি-বাসরে পূর্ব্বাহ্নে শ্রীব্যাসপূজা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব সর্ব্বাগ্রে শ্রীল প্রভুপাদপদ্মের অর্চ্চনা করেন, তৎপর তাঁহার নির্দ্দেশক্রমে আসামের বিভিন্ন জেলা হইতে আগত ভক্তবৃন্দ ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। প্রাতঃকাল হইতে দ্বিপ্রহর-পর্য্যন্ত শ্রীমঠ হরিসঙ্কীর্ত্তনে মুখরিত থাকে। মধ্যাহ্নে শ্রীল প্রভুপাদের বিশেষ ভোগরাগ ও আরাত্রিকান্তে সমাগত সহস্রাধিক নরনারীকে মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়। অপরাহ্নে ৩-৩০টায় শ্রীমঠের সুপ্রশস্ত নাটমন্দিরে বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশনে বরপেটার মহকুমাধিপতি শ্রীকমল চন্দ্র মজুমদার এম্‌-এ, বি-এল্‌, এ-এস্‌-সি সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ শ্রীল প্রভুপাদের পূত চরিত্র ও শিক্ষা সম্বন্ধে প্রায় তিনঘণ্টাব্যাপী দীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন। অতঃপর সভাপতি মহোদয় চল্লিশ মিনিটব্যাপী ভাষণ প্রদানান্তে বিশেষ উল্লাসের সহিত বলেন,—'শ্রীল স্বামীজী মহারাজ যেরূপ গভীর জ্ঞানগর্ভ কথা উপদেশ করলেন, এরূপ সুন্দর কথা আমার জীবনে পূর্ব্বে কখনও শুনি নাই।' ভাষণের আদি ও অন্তে শ্রীউপনন্দ ব্রহ্মচারী কর্তৃক কীর্ত্তিত ভজনকীর্ত্তন শ্রোতৃবৃন্দের বিশেষ আনন্দ বর্দ্ধক হয়।

শ্রীপাদ মাধবানন্দ ব্রজবাসী, মঠরক্ষক শ্রীশিবানন্দ বনচারী, পণ্ডিত শ্রীদীননাথ বনচারী, শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ দাসা

অধিকারী বিদ্যাবিনোদ, শ্রীঅচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী সেবাব্রত, শ্রীশ্রীনিবাস দাসাধিকারী, শ্রীমহানন্দ বনচারী, শ্রীদীনদয়াল বনচারী, শ্রীমদনমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীউপনন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঘনশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅরুণকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী এবং তত্রস্থ ভক্তবৃন্দের সেবাচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্য মণ্ডিত হয়।

শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, বালিয়াটি ঃ—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঢাকা জেলার অন্তর্গত বালিয়াটী গ্রামের শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠে শ্রীব্যাসপূজা মহোৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় স্থানীয় ঈশ্বরচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ চন্দ্র বসু রায়চৌধুরী, এম্-এ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীমহাদেব ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীগোপালকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীরাধাবল্লভ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ, শ্রীযামিনী লাল রায় প্রভৃতি বক্তৃমহোদয়গণ শ্রীব্যাসতত্ত্ব ও শ্রীল প্রভুপাদের পূত চরিত্র ও শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সভাপতি মহোদয়ের ভক্তিমূলক ভাষণ শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষ প্রীত হন। শ্রীগোবিন্দসুন্দর দাসাধিকারী ও শ্রীঠাকুর দাস ব্রহ্মচারীর সুমধুর ভজন কীর্ত্তন বিশেষ চিত্তাকর্ষক হয়।

উৎসব সাফল্যমণ্ডিত করিতে শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারীর অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবা-চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়। ময়মনসিংহ জেলার সরিষাবাড়ীর Louis Dreyfasco উৎসবে বিশেষ আনুকূল্য করিয়া মঠবাসিগণের বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, কৃষ্ণনগর ঃ—নদীয়া জেলা-সদর কৃষ্ণনগরস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠেও শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবোপলক্ষে শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। মধ্যাহ্নে বিশেষ ভোগরাগান্তে সমবেত প্রায় পাঁচশত নরনারীকে মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়। রাত্রিতে ধর্ম্মসভার অধিবেশনে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ আশ্রম মহারাজ, শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, উপদেশক পণ্ডিত শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ শ্রীল প্রভুপাদের গুণমহিমা ও শিক্ষাবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। শ্রীমধুমঙ্গল ব্রহ্মচারী, শ্রীপুলিনবিহারী দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীতমালকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীমধুমথন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীসঙ্কর্ষণ দাসাধিকারী, শ্রীপ্রণতপাল দাসাধিকারী, শ্রীবীরেন্দ্র চন্দ্র মল্লিক, শ্রীযতীন ঘোষ, শ্রীভূপেন্দ্র নাথ চিত্র প্রভৃতি মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দের সেবা-চেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হয়।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা :—শ্রীব্রহ্মমাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরমহংস নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাবোপলক্ষে কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বিগত ৩০ মাঘ, ১৩ ফেব্রুয়ারী এবং ১লা ফাল্গুন, ১৪ ফেব্রুয়ারী দিবসদ্বয়ব্যাপী বিশেষ ধর্ম্মানুষ্ঠানের আয়োজন হয়। প্রত্যহ প্রাতে শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী, অপরাহ্নে বক্তৃতাবলী পাঠ ও আলোচনা এবং রাত্রিতে বক্তৃতা হয়। শ্রীল প্রভুপাদের শুভ প্রকটবাসরে পূর্ব্বাহ্নে পূজা, আরাত্রিক, পুষ্পাঞ্জলি-প্রদান ও হরিসঙ্কীর্তন সহযোগে শ্রীব্যাসপূজা অনুষ্ঠিত হয়। মধ্যাহ্নে বিশেষ ভোগারাগান্তে বহু শত নরনারীকে মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। উক্ত দিবস রাত্রিতে সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ সভাপতির আসন গ্রহণ করতঃ শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য চরিত্রবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণের প্রারম্ভে তিনি শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে "মহাজনগীতাবলী" গীতিগ্রন্থের সদ্য শুভপ্রকাশের কথা ঘোষণা করতঃ গ্রন্থখানা শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীকরকমলে (আলেখ্যার্চায়) অর্পণ করেন। তৎপর ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ, এম্-এ জীবের মঙ্গললাভের একমাত্র উপায় শ্রীনামভজন সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদের বিবিধ উপদেশের কথা আলোচনা করেন। পরদিবস সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজ ও পরিব্রাজকাচার্য্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ অতীব হৃদয়গ্রাহী ভাবে শ্রীল প্রভুপাদের গুণমহিমা কীর্ত্তন করেন। প্রত্যহ বক্তৃতার আদি ও অন্তে শ্রীপাদ বলরাম ব্রহ্মচারী সুললিত মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দের চিত্ত বিনোদন করেন।

বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ সমূহের প্রতিষ্ঠাতা
ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী
শ্রীগুরুপাদপদ্মের শুভ প্রকট বাসরে—
কাঙ্গালের অর্ঘ্য

গুরুদেব ! এ কাঙ্গাল নিবেদন করে।

কি দিয়ে পুজিব পদ, নাহি কিছু সম্পদ,
শুভ এই প্রকট-বাসরে॥

নাহিক করম-বল, নাহি মোর জ্ঞান-বল,
যজ্ঞ-তপ কিছু নাহি জানি।

তথাপি দুরাশা মনে, জাগিতেছে ক্ষণে ক্ষণে,
পূজি তব চরণ-দুখানি॥

নাহি ভক্তি বিন্দু কণা, আমি অতি গৃহ-মনা,
নহি আমি অবিচলা মতি।

কেমনে অর্চ্চিব প্রভু, পূজনীয় তুমি বিভু,
নাহি তাহে অকিঞ্চনা রতি॥

পুণ্য-পবিত্রতাময়, নহে মোর এ হৃদয়,
নাহি মোর শ্রদ্ধাভাস লেশ।

কিরূপে বরিব আজি, উপচার শূন্য সাজি,
নাহি কোন ভাবের আবেশ॥

সকল সম্বল শূন্য, দুঃখ বিনে নাহি অন্য,
পাদপদ্ম করিতে বন্দন।

এ অধম-দীন ছার, উপায় না দেখি আর,
পদে করে শুধুই ক্রন্দন॥

ক্রন্দন-কাকুতি অর্ঘ্য, এই মাত্র মোর যোগ্য,
আর নাহি দগধ কপালে।

এ হেন দরিদ্র জনে, করি কৃপা নিরীক্ষণে,
দেহ স্থান পাদ-শতদলে॥

দাসাধম—
শ্রীবিপিন বিহারী ব্রহ্মচারী

"শ্রীচৈতন্যবাণী"র গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন

আমাদের সহৃদয় পাঠক ও গ্রাহকবর্গকে এতদ্দ্বারা নিবেদন করা যাইতেছে যে, বর্ত্তমান বাজারে কাগজের মূল্য ও মুদ্রণব্যয় অত্যধিক বৃদ্ধি হেতু শ্রীচৈতন্যবাণীর ৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যা হইতে পত্রিকার বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৫'০০ পাঁচ টাকা, ষাণ্মাসিক ২'৭৫ নঃ পঃ এবং প্রতি সংখ্যা '৫০ নঃ পঃ ধার্য্য করিতে বাধ্য হইয়াছি।

অতএব, শ্রীচৈতন্যবাণীর গ্রাহকগণকে বিনীত অনুরোধ জানাইতেছি, তাঁহারা এ বিষয়ে আমাদিগের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করতঃ ৩য় বর্ষ হইতে তাঁহাদের দেয় বার্ষিক ভিক্ষা ৫'০০ টাকা পাঠাইয়া আমাদিগকে শ্রীহরিকথা প্রচারে সাহায্য করিয়া বাধিত করিবেন। নিবেদন ইতি

বিনীত নিবেদক—
শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী
কার্য্যাধ্যক্ষ, শ্রীচৈতন্য-বাণী।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৫·০০ টাকা, ষান্মাসিক ২·৭৫ নঃ পঃ, প্রতি সংখ্যা ·৪৫ নঃ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রাথমিক বিদ্যালয়

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি নদীয়া জেলান্তর্গত শ্রীধাম-মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ অধিবাসিবৃন্দের অনুরোধক্রমে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ তত্রস্থ শিশুগণের শিক্ষার জন্য শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রাথমিক বিদ্যালয় নামে একটী অবৈতনিক পাঠশালা (স্কুল) বিগত ১৭ই মধুসূদন, ৪৭৩ শ্রীগৌরাব্দ, ২৬শে বৈশাখ, ১৩৬৬, ১০ই মে, ১৯৫৯ রবিবার অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সংগৃহীত জমিতে প্রতিষ্ঠিত করেন।

সম্প্রতি উহা পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে। শিক্ষা বোর্ডের পুস্তক তালিকানুসারে বালকবালিকাদিগকে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার ভিত্তিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। বিদ্যালয়টী গঙ্গা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থলের সন্নিকটস্থ স্থানে অবস্থিত, সর্ব্বদা মুক্তবায়ুপরিষেবিত অতীব মনোরম ও স্বাস্থ্যকর।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

চৈত্র—১৩৬৯

৩য় বর্ষ] বিষ্ণু, ৪৭৭ শ্রীগৌরাব্দ [২য় সংখ্যা

"কনক-কামিনী, প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী,
ছাড়িয়াছে যারে সেইত বৈষ্ণব।
সেই অনাসক্ত, সেই শুদ্ধ ভক্ত,
সংসার তথায় পায় পরাভব॥" —প্রভুপাদ

"শ্রীদয়িত দাস, কীর্ত্তনেতে আশ,
কর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম রব।
কীর্ত্তন-প্রভাবে, স্মরণ হইবে,
সে কালে ভজন নির্জ্জন সম্ভব॥" —প্রভুপাদ

শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ, এম্-এ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্।
২। উপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ
৫। শ্রীগোপীরমণ দাস, বিদ্যাভূষণ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ

আকর মঠ ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

১। (ক) শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।
(খ) ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬।
২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।
৩। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর।
৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, বৃন্দাবন (মথুরা)।
৫। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা।
৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ—২ (অন্ধ্রপ্রদেশ)।
৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম)।
৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম)।
৯। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, গ্রাম—শ্রীপাট যশড়া, পোঃ—চাকদহ (নদীয়া)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১০। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চকচকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)।
১১। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)।

মুদ্রণালয় ঃ—

'রাঙ্গলক্ষ্মী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্', ৪৩, রূপনারায়ণ নন্দন লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা-২৫।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

৩য় বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, চৈত্র, ১৩৬৯। | ২য় সংখ্যা
১৯ বিষ্ণু, ৪৭৭ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ চৈত্র, শুক্রবার, ২৯ মার্চ্চ, ১৯৬৩।

নির্জ্জনভজন ও যুক্তবৈরাগ্যের ছলনা

"মৃত্যুর শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তি হ্রাস করা কাহারও উচিত নহে। সহরের মধ্যে পর্ণ-কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া সন্ন্যাসিগণের থাকিবার পক্ষপাতী আমি নহি; যেহেতু সে-সকল কার্য্য হিমালয়-গহ্বরের মধ্যে আরও ভালরূপে সম্পন্ন হইতে পারে এবং যমলার্জ্জুনের ন্যায় বৃক্ষ-যোনিতে অবস্থান করিয়াও ভজনাদি-কার্য্য করা যাইতে পারে। হরিকীর্ত্তন করাই অর্থদ মানবজন্মের একমাত্র প্রয়োজন। নির্জ্জন ভজনের-ছলনায় সর্ব্বদা অলস জীবন যাপন করা, নিষ্কিঞ্চনতার ছলনায় অনর্থক দারিদ্র্য আনয়ন করা ও হরিকীর্ত্তনে বাধা দেওয়া আবশ্যক নহে। প্রচ্ছন্ন ভোগের অভিসন্ধিতে কুটীরবাস জন্ম-জন্মান্তরের জন্য স্থগিত রাখিয়া এই মুহূর্ত্তেই কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা আরম্ভ করা কর্ত্তব্য। 'প্রার্থনা' ও 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা'-লিখিত বৈরাগ্য অন্তরে (অর্থাৎ লোক না দেখাইয়া) অবলম্বন-পূর্ব্বক "ষড়্‌রস ভোজন দূরে পরিহরি, কবে ব্রজে মাগিয়া খাইব মাধুকরী" ইত্যাদি বাক্য মনে মনে স্বীকার করিয়া গুরুগৌরাঙ্গের মহিমা প্রকাশ ও প্রচারের চেষ্টা করিলে হরিভজন ও মহাপ্রভুর কৃপা লাভ হইতে পারে। বাহিরে North Gopalpuram এর মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠের মোটরে চড়িয়াও অকপট ভিক্ষুকের বেশ সংরক্ষিত হইতে পারে। বাহিরে কুলিয়ার ভেকধারীর অনু-করণে বিলাসিতা বা কৃত্রিমবৈরাগ্য প্রদর্শনের কোন আবশ্যকতা নাই। বৈরাগ্য হৃদয়ের বস্তু; যাহারা বৈরাগ্যের অপব্যবহার করে, তাহাদের বিচার-প্রণালীর সহিত জনকরাজা ও রায়রামানন্দের অনুগত সম্প্রদায়ের পার্থক্য আছে। জনকরাজা বা রায়রামানন্দের দোহাই দিয়া বা তাঁহাদের অনুকরণ করিয়া রাবণ হইয়া যাওয়াও আন্তরবৈরাগ্য বা যুক্তবৈরাগ্য নহে। কপটতা বাহিরেই দেখান যাইতে পারে; কিন্তু অন্তরে যদি কাপট্য প্রবেশ করে, তবে কোন দিন কেহ সুফল লাভ করিতে পারে না।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

আহ্নিক

[পূর্ব্ব প্রকাশিতাংশের পর]

অপাবিত্র্য শারীরিক ও মানসিক-ভেদে দ্বিবিধ। শারীরিক হউক বা মানসিক হউক অপাবিত্র্য তিন প্রকার, দেশগত অপাবিত্র্য, কালগত অপাবিত্র্য ও পাত্রগত অপাবিত্র্য। অপবিত্র দেশে গমন করিলে দেশ-গত অপাবিত্র্য ঘটে। সেই দেশবাসীদিগের অশুদ্ধাচরণবশতঃই সেই সেই দেশের অপাবিত্র্য ঘটিয়া থাকে। এইজন্য ধর্ম্মশাস্ত্রে অকারণ ম্লেচ্ছদেশে গমন বা বাস করিলে দেশগত অপাবিত্র্য হয়, এরূপ বিচার দৃষ্ট হইয়া থাকে। দেশজ্ঞানলাভ, অন্যদেশের মঙ্গল জন্য দুষ্ট লোকের হস্ত হইতে সেই দেশকে যুদ্ধ বা কৌশল দ্বারা উদ্ধার, বা ধর্ম্মপ্রচার এই প্রকার কার্য্যানুরোধে ম্লেচ্ছদেশ গমনে কোন নিষেধ নাই। ম্লেচ্ছদেশের ক্ষুদ্রবিদ্যার ব্যবহার বা ধর্ম্মশিক্ষা করিবার জন্য অথবা সেই দেশীয় লোকের সহিত সহবাস করিবার অভিপ্রায়ে ম্লেচ্ছদেশে গমন করিলে আর্য্যজাতির অবনতি হয়। সেই দোষ যাঁহাকে স্পর্শ করে, তিনি প্রায়শ্চিত্তার্হ হইয়া থাকেন। মলমাস প্রভৃতি কালের কর্ম্মকাণ্ড-সম্বন্ধে অপাবিত্র্য আছে, যেহেতু কর্ম্মসকল নিয়মিতরূপে বিভক্ত হইলে সেই নিয়মিত সময়েই সেই সেই কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। বিভাগের উদ্বর্ত্তকালকে এবং কোন কোন বৃহৎ বৃহৎ ঘটনা অর্থাৎ গ্রহণাদি কালকে নিয়মিত কার্য্যের পক্ষে অকাল বলা যায়। সেই সেই অকাল-গত-কার্য্যে অপাবিত্র্য লক্ষিত হয়। অকাল স্ত্রীগমন, অকাল ভোজন ও নিদ্রা ইত্যাদি ব্যবহারিক কার্য্যেও অপাবিত্র্য লক্ষিত হয়। অসৎপাত্রসম্বন্ধে যে কার্য্য করা যায়, তাহাও অপাবিত্র্য হয়। মদ্যপায়ী ও লম্পট লোকের হস্তে পাককার্য্য বা দেবপূজা-কার্য্য অর্পিত হইলে, পাত্রগত অপাবিত্র্য হইয়া থাকে। শরীর, বস্ত্র, শয্যা ও গৃহ অপরিষ্কার রাখিলেও অপাবিত্র্য ঘটে। মূত্রাদি ত্যাগ করতঃ জল ব্যবহার দ্বারা শারীরিক অপাবিত্র্য দূর করা উচিত। ভ্রম ও মাৎসর্য্যদ্বারা চিত্তের অপাবিত্র্য হয়। তাহা দূর করা কর্ত্তব্য।

অশিষ্টাচার একটি পাপ। সল্লোক কর্তৃক যে সমস্ত আচার নিরূপিত হইয়াছে, তাহা অমান্য করিয়া যাহারা ম্লেচ্ছদিগকে লক্ষ্য করতঃ আচার ব্যবহার স্থির করে, তাহারা অশিষ্টাচারী। কিছুদিন ম্লেচ্ছসংসর্গ করিয়া যাহারা পবিত্র বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ত্যাগ করতঃ ম্লেচ্ছদিগের ন্যায় স্বেচ্ছাচারী হয়, তাহারা বিজ্ঞানসিদ্ধ সদাচারের বিরুদ্ধাচরণ করতঃ পতিত হইয়া পড়ে। তাহারাও প্রায়শ্চিত্তার্হ।

জগন্নাশকার্য্য পঞ্চ প্রকার—(১) সৎকার্য্যের ব্যাঘাত-করণ, (২) ফল্গু বৈরাগ্য, (৩) ধর্ম্মের নামে অসদাচার প্রবর্ত্তন, (৪) অন্যায় যুদ্ধ ও (৫) অপচয়। অন্যলোকে যে সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহা স্বতঃ ও পরতঃ ব্যাঘাত-করণের যত্ন করিলে জগন্নাশকার্য্য করা হয়। ভগবদ্ভক্তি-জনিত বা জ্ঞানজনিত যে বিষয়-বৈরাগ্য হয়, তাহা উত্তম; কিন্তু চেষ্টা করিয়া বৈরাগ্য উৎপত্তি করিতে গেলে অনেক অমঙ্গল হইয়া উঠে। সংসারে বর্ত্তমান থাকিয়া গৃহস্থধর্ম্ম উত্তমরূপ পালন করাই সাধারণের কর্ত্তব্য। যথার্থ বৈরাগ্য উদিত হইলে, সন্ন্যাস-আশ্রম-বিহিত বৈরাগ্যাচরণ করিবে। অথবা ভগবৎসেবাপর হইয়া ক্রমশঃ গার্হস্থ্য চেষ্টাসমূহ খর্ব্ব করিবে। ইহারই নাম যথার্থ বৈরাগ্য। অনেকে গৃহে কষ্টবোধ করিয়া অথবা অন্য কোন উৎপাত প্রযুক্ত গৃহস্থধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, সে কার্য্যটী পাপকার্য্য। ক্ষণিক বিরাগ হইলে আশ্রম ত্যাগ করিবার অধিকার জন্মে না। কোন কোন লোক বুঝিতে না পারিয়া পরে ভক্তি অর্জ্জন করিব, তাই মনে করিয়া ভেকধারণরূপ বৈরাগ্যলিঙ্গ গ্রহণ করেন। ইহা তাঁহাদের ভ্রম, যেহেতু ঐ বৈরাগ্য স্বভাব হইতে উদিত হয় নাই, কেবল কোন ক্ষণিক

চিন্তা বা বিরাগ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ফলে ঐ বৈরাগ্য কয়েক দিবসের মধ্যেই উৎসন্ন হয়, এবং তদ্‌গ্রহীতাকে কদাচারে ও ইন্দ্রিয়পরতায় নিক্ষেপ করে। বৈরাগ্যের অধিকারই আচার-প্রবর্ত্তনের যোগ্য হেতু। স্বীয় স্বীয় অধিকারে যে যে আচার নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই সেই আচারই সেই সেই লোকের পক্ষে সদাচার। অধিকার বিচার না করিয়া অনধিকারগত আচার স্বীকার করিলে জগতের ও নিজের প্রকৃত অনিষ্ট ঘটে। কোন কোন লোক ভ্রমক্রমে, কেহ কেহ বা ধূর্ত্ততা-সহকারে উচ্চাধিকারযোগ্য না হইয়াও সেই অধিকারের কার্য্যসকল করিতে থাকেন, তদ্দ্বারা ক্রমশঃ জগন্নাশ হইয়া থাকে। ধর্ম্মের নামে অসদাচার প্রচার করাই অনেক স্থলে দৃষ্টি করা যায়। ভাক্ত সন্ন্যাসীদিগের বর্ণাশ্রম-লোপরূপ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন এবং নেড়া, বাউল, কর্ত্তাভজা, দরবেশ, কুম্ভপটিয়া, অতিবাড়ী স্বেচ্ছাচারী ভাক্ত ব্রহ্মবাদীদিগের বর্ণাশ্রম বিরুদ্ধ চেষ্টাসকল অত্যন্ত অহিতকর। ঐ সমস্ত কার্য্য দ্বারা তাহারা যে পাপ প্রচলিত করে, তাহা জগন্নাশকার্য্যবিশেষ। সহজিয়া, নেড়া, বাউল, কর্ত্তাভজা প্রভৃতির যে অবৈধ স্ত্রীসংসর্গ সর্ব্বদা লক্ষিত হয়, তাহা নিতান্ত ধর্ম্মবিরুদ্ধ। রাজ্যবৃদ্ধি করিবার জন্য যত প্রকার অন্যায় যুদ্ধ হয়, সে সমুদয় অধর্ম্ম ও জগন্নাশকার্য্য-বিশেষ। নিতান্ত ন্যায়যুদ্ধ ব্যতীত ধর্ম্মশাস্ত্রে অন্যযুদ্ধ বিহিত হয় নাই। অর্থ, ক্ষমতা, সময়, সামগ্রী ন্যায়পূর্ব্বক ব্যয় করাই বিধি। অন্যায়রূপে ব্যয় করিলে অপচয়রূপ পাপ ঘটে। পাত্রের গুরুতালঘুতা-ক্রমে সকল পাপে গুরুতালঘুতা সংযুক্ত হয়। গুরুতা ও লঘুতা অনুসারে পাপ, পাতক, অতিপাতক ও মহাপাতক প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নাম হয়। সাধু ও ঈশ্বর প্রতি কৃত হইলে তাহাদিগকে অপরাধ বলে। অপরাধ সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন ও বর্জ্জনীয়।

ধার্ম্মিক জীবনই এই নশ্বর জগতে একমাত্র উৎকৃষ্ট বস্তু। তাহা লাভ করিবার জন্য সকলের যত্ন করা উচিত। এই সমস্ত সৎকর্ম্ম দুই প্রকার অর্থাৎ ত্রৈবর্গিক ও আপবর্গিক। ত্রৈবর্গিক ধর্ম্ম অনিত্য কর্ম্মকাণ্ডময়, ক্ষুদ্র ও স্বার্থপর। আপবর্গিক ধর্ম্ম উচ্চ এবং মোক্ষ প্রদান করে। কৃষ্ণভক্তিস্বরূপ বিশুদ্ধ আপবর্গিক ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও পালনীয়। তাহাতে মোক্ষাভিসন্ধি নিরস্ত হয় এবং ভক্তিই তাহার স্বরূপ।"

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের উপদেশ

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি ময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

ভগবৎকথা শ্রবণের ন্যায় এত মঙ্গলকর কার্য্য আর কিছু নাই। মঙ্গললাভের প্রথম কথা সাধু-গুরুমুখে শাস্ত্রকথা-শ্রবণ। শ্রৌতপথ বা শ্রবণপথই একমাত্র মঙ্গলকর পথ বা বাঁচিবার রাস্তা। আমরা নিজের মঙ্গলামঙ্গল কিছুই বুঝি না। করুণাময় শাস্ত্রই আমাদিগকে মঙ্গলের উপদেশ দিয়াছেন। শাস্ত্রই জ্ঞানের সাধন। এই শাস্ত্র-শ্রবণের ফল কি? তদুত্তরে শাস্ত্র বলিতেছেন—

শাস্ত্রং পাপহরং পুণ্যং পবিত্রং ভোগমোক্ষদম্।
শান্তিদঞ্চ মহার্থঞ্চ বক্তি যঃ স জগদ্গুরুঃ॥
—(নারদ-পঞ্চরাত্র)

যেখানে শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তিত হন, শ্রীহরিকথা আলোচিত হয়, সেখানে পার্ষদগণসহ শ্রীভগবান্ বিরাজ করেন এবং গঙ্গাদি যাবতীয় তীর্থ সেখানে উপস্থিত থাকেন। এজন্য সেই স্থানটি মহাতীর্থ হইয়া উঠে। শাস্ত্র বলেন—

যত্র যত্র ভবেদ্বিপ্র শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ।
তত্র তত্র হরির্যাতি ত্রিদশৈঃ সহ নারদ॥
যত্র যত্র মহীপাল বৈষ্ণবী বর্ত্ততে কথা।
তত্র তত্র হরির্যাতি গৌর্যথা সুতবৎসলা॥
—(স্কন্দপুরাণ)

শ্রীকৃষ্ণ নারদকে বলিয়াছেন—

নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥
—(পদ্মপুরাণ)

শাস্ত্র আরও বলেন—

তত্রৈব গঙ্গা যমুনা চ তত্র
গোদাবরী তত্র সরস্বতী চ।
সর্ব্বাণি তীর্থানি বসন্তি তত্র
যত্রাচ্যুতোদারকথাপ্রসঙ্গঃ॥ (পদ্যাবলী)

শ্রীমদ্ভাগবতের কথা শ্রবণ করিলে গঙ্গাস্নানের ফল হয় এবং সমস্ত তীর্থ ভ্রমণেরও ফল লাভ হইয়া থাকে। সপার্ষদ ভগবান্ সেখানে শুভাগমন করেন বলিয়া শ্রোতাগণের ভগবান্ ও ভক্তগণের শুভদৃষ্টিও লাভ হয়। ভগবান্ ও ভক্তবৃন্দ হরিকথা-কীর্ত্তনকারী ও শ্রবণকারিগণের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট ও প্রসন্ন হন। আজ ভগবৎ-কৃপায় সেই সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে; সুতরাং আমাদের ভাগ্যের সীমা নাই।

মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য কি আজ আমরা শ্রীমদ্ভাগবত হইতে তাহাই আলোচনা করিব। এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত ৭ম স্কন্ধে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ দৈত্যবালকগণকে বলিতেছেন—

কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ।
দুর্ল্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্॥
—(ভাঃ ৭।৬।১)

হে দৈত্যবালকগণ! বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বাল্যকাল হইতেই ভাগবতধর্ম্ম যাজন করিবেন অর্থাৎ ভগবদ্ভজন করিবেন। কারণ মনুষ্য জন্ম দুর্ল্লভ; তাহাতে আবার অনিত্য। কিন্তু অনিত্য হইলেও অর্থদ অর্থাৎ ভগবৎসাক্ষাৎকারপ্রদ।

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—কৌমারে ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ আচরেৎ। ননু তান্ যৌবনাদাবপি কৃত্বা কৃতার্থো ভবতি? তত্রাহ যদি কৌমারান্তে এব মৃত্যুঃ স্যাত্তর্হি কিং ভবেৎ। ননু তত্র কা চিন্তা জন্মান্তরন্তু ভাবি তত্রৈব ভক্তিঃ কার্য্যা? তত্রাহ দুর্ল্লভং মানুষং জন্ম।

মনুষ্য জন্ম দুর্ল্লভ কেন? ৮৪ লক্ষ যোনি ভ্রমণের পর মনুষ্যজন্ম লাভ হয়; এই জন্য তাহা দুর্ল্লভ। ৮৪ লক্ষ যোনি কি কি? তদুত্তরে শাস্ত্র বলেন—

জলজা নবলক্ষাণি স্থাবরা লক্ষবিংশতি।
কৃময়ো রুদ্রসংখ্যকাঃ পক্ষিণাং দশলক্ষকম্।
ত্রিংশল্লক্ষাণি পশবশ্চতুর্লক্ষাণি মানুষাঃ॥
(বিষ্ণুপুরাণ)

এই দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্মের অপব্যবহার করিলে আবার ইহা পাওয়া কঠিন। কেন কঠিন? মনে করুন—কোন পিতা যদি নিজ পুত্রকে ব্যবসায়ের জন্য একলক্ষ টাকা দেন; কিন্তু পুত্র যদি তাহা অযথা নষ্ট করে, তাহা হইলে পিতা কি পুনরায় সেই পুত্রকে টাকা দেন? না দেন না। সেইরূপ জগৎপিতা শ্রীভগবানের দেওয়া এই মনুষ্য দেহের অপব্যয় করিলে অর্থাৎ ভগবদ্ভজন না করিয়া বিষয়সুখে মত্ত থাকিলে পুনরায় তাহা পাওয়া যাইবে না। অধ্রুবমপি অর্থদম্ অর্থাৎ মনুষ্যজন্ম অনিত্য হইলেও এই জন্মেই ভগবান্‌কে পাওয়া যায়। তদপি ভাগ্যাল্লব্ধমপি অধ্রুবম্—অদ্য বর্ত্তমানত্বেঽপি তস্য শ্বঃ স্থিতৌ নিশ্চয়াভাবাৎ। ননু তর্হি তাবন্মাত্রকালেন কুতো ভক্তিসিদ্ধি? তত্রাহ অর্থদং মুহূর্ত্তমধ্যে (৪৮ মিনিট) ভক্তিমতামপি খট্বাঙ্গাদীনাং সিদ্ধিদর্শনাৎ।

এখন প্রশ্ন—ভাগবতধর্ম্ম কি? ভগবৎ-সম্বন্ধীয় ধর্ম্মই ভাগবতধর্ম্ম; তাহা ভগবৎ-সেবা। সেই সেবা জিনিষটি কি? তাহা ভগবৎ-কথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি। ভগবানের অর্চ্চন, বন্দন, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সবই ভাগবত-ধর্ম্ম।

এই সমস্ত কথা শুনিয়া দৈত্যবালকগণ প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—প্রহ্লাদ! ভগবান্ কে, যে তাঁহার উপাসনা করিতে হইবে? তদুত্তরে প্রহ্লাদ বলিতেছেন—

যথা হি পুরুষস্যেহ বিষ্ণোঃ পাদোপসর্পণম্।
যদেষ সর্ব্বভূতানাং প্রিয় আত্মেশ্বরঃ সুহৃৎ॥
(ভাঃ ৭।৬।২)

হে দৈত্যবালকগণ! এই মনুষ্যজন্মে মানবের বিষ্ণুর সেবা করাই কর্ত্তব্য; যেহেতু তিনি সকলের প্রিয় অর্থাৎ প্রীতির পাত্র, আত্মা অর্থাৎ জীবন, অন্তর্য্যামী ঈশ্বর অর্থাৎ প্রভু বা রক্ষক, সুহৃদ্ অর্থাৎ বন্ধু বা হিতকারী।

ভগবান্ শ্রীহরি, শ্রীবিষ্ণু, শ্রীনারায়ণ বা শ্রীকৃষ্ণই সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা, আদিপুরুষ, জগতের আদিপিতা এবং জগদীশ্বর। এইজন্য ভগবান্ শ্রীহরিই সকলের উপাস্য। ভগবান্ শ্রীহরিই যে সকলের আদিপিতা এ কথা যজুর্ব্বেদেও আছে ; যথা—ওঁ অথ পুরুষো হ বৈ নারায়ণোঽকাময়ত প্রজাঃ সৃজেয়েতি প্রজা সৃজেরন্। নারায়ণাদ্ ব্রহ্মা জায়তে, নারায়ণাদ্ ইন্দ্রো জায়তে, নারায়ণাদ্ দ্বাদশাদিত্যা রুদ্রাঃ সর্ব্বা দেবতাঃ সর্ব্বে ঋষয়ঃ সর্ব্বাণি ভূতানি নারায়ণাদেব সমুৎপদ্যন্তে।

(যজুর্ব্বেদীয় নারায়ণোপনিষৎ)

বেদ আরও বলিতেছেন—

একো হ বৈ নারায়ণ আসীৎ। ন ব্রহ্মা নেশানো নেমে দ্যাবাপৃথিবী ন নক্ষত্রাণি।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণও এ সম্বন্ধে বলিতেছেন—

বিষ্ণোঃ সকাশাদুদ্ভূতং জগত্তত্রৈব চ স্থিতম্,
স্থিতি সংযমকর্ত্তাঽসৌ····················॥

অতএব জগৎপিতা আদিপুরুষ শ্রীবিষ্ণুই আমাদের উপাস্য। এ সম্বন্ধে শ্রীদুর্গাদেবী শিবকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—হে প্রভো! কাহার উপাসনা শ্রেষ্ঠ? তদুত্তরে (পদ্মপুরাণে) শ্রীশিবজী পার্ব্বতীদেবীকে বলিতেছেন—হে দেবি!

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।

শাস্ত্র আরও বলিতেছেন—

হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ।
ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন॥
আলোচ্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ।
ইদমেকং সুনিষ্পন্নং ধ্যেয়োনারায়ণঃ সদা॥

পুনরায় দৈত্যবালকগণ প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—প্রহ্লাদ! বিষয়-সুখ পরিত্যাগ করিয়া আমরা ভগবদ্ভজন করিব কেন? তদুত্তরে প্রহ্লাদ বলিতেছেন—

সুখমৈন্দ্রিয়কং দৈত্যা দেহযোগেন দেহিনাম্।
সর্ব্বত্র লভ্যতে দৈবাদ্ যথা দুঃখমযত্নতঃ॥

(ভাঃ ৭।৬।৩)

অপ্রার্থিতানি দুঃখানি যথৈবায়ান্তি দেহিনাম্।
সুখান্যপি তথা মন্যে দৈবমত্রাতিরিচ্যতে॥

(ভাঃ ১৫।১৮ স্বমিটীকা)

হে দৈত্যবালকগণ! দুঃখ কেহ চায় না এবং দুঃখের জন্য কেহ যত্নও করে না; তথাপি দুঃখ যেমন পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারে আপনা হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়, সেইরূপ ধন-সম্মানাদি বিষয়-সুখ পূর্ব্ব-কর্ম্মানুসারে যত্ন না করিলেও আপনা হইতেই আসিবে, তাহার জন্য কোন চেষ্টা করার দরকার নাই।

হে দৈত্যবালকগণ! যে জন্মে ভগবান্‌কে লাভ করা যায়, সেই জন্ম আহার-বিহারে ব্যয় করা কি উচিত? মাটির দ্বারা যে গর্ত্ত পূরণ করা হয়, তাহা স্বর্ণ দিয়া পূরণ করা কি কর্ত্তব্য? সেইরূপ (সর্ব্বত্র লভ্যতে) —পশুপক্ষি-জন্মেও যে ইন্দ্রিয়-সুখ পাওয়া যায়, সেই ক্ষণিক সুখের জন্য এই দুর্লভ মনুষ্য-জন্ম নষ্ট করা কি বুদ্ধিমত্তা? আদৌ নয়। আরও বলি শুন—বিষয়-সুখের জন্য চেষ্টা করিলে দুঃখই লাভ হয়, যথা—

সুখায় দুঃখমোক্ষায় সঙ্কল্প ইহ কর্ম্মিণঃ।
সদাপ্নোতীহয়া দুঃখমনীহায়াঃ সুখাবৃতঃ॥

(ভাঃ ৭।৭।৪২)

অপি চ শ্রীনারদ-বাক্যম্ (ভাঃ ১৫।১৮)

তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো
ন লভ্যতে যদ্ ভ্রমতামুপর্য্যধঃ।
তল্লভ্যতে দুঃখবদন্যত সুখং
কালেন সর্ব্বত্র গভীররংহসা॥

ইহলোকে কর্ম্মিগণ সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখনিবৃত্তির জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে, কিন্তু তাহারা সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখই পায়। যতদিন তাহারা সুখের জন্য চেষ্টা না করে, ততদিনই সুখে থাকে। আর যে দিন হইতে নিজ সুখের জন্য যত্ন করে, সেইদিন হইতেই দুঃখ ভোগ করিতে থাকে।

যাহারা নিজের সুখের জন্য যত্ন না করিয়া ভগবৎ-সুখের জন্য যত্ন করে, তাহারাই সুখে থাকে। বিম্বসদৃশ ভগবান্‌কে সুখী করিলে প্রতিবিম্বসদৃশ জীব সুখী হইতে

পারে। "প্রতিমুখস্য যথা মুখশ্রীঃ" (ভাঃ ৭।৯।১১) মুখের শোভনে দর্পণগত প্রতিবিম্বের শোভার ন্যায়। এই জন্য বলিতেছি—হে দৈত্যবালকগণ !

তৎপ্রয়াসো ন কর্ত্তব্যো যত আয়ুর্ব্যয়ঃ পরম্।
ন তথা বিন্দতে ক্ষেমং মুকুন্দচরণাম্বুজম্॥
ততো যতেত কুশলঃ ক্ষেমায় ভবমাশ্রিতঃ।
শরীরং পৌরুষং যাবন্ন বিপদ্যেত পুষ্কলম্॥

(ভাঃ ৭।৬।৪-৫)

ইন্দ্রিয়সুখ সংসার-বন্ধনের কারণ। অতএব ইন্দ্রিয়-সুখের জন্য কোন প্রয়াস করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ তাদৃশ প্রয়াস দ্বারা কেবল আয়ুঃক্ষয়ই হয়। ভগবান্ মুকুন্দের চরণারবিন্দ-ভজনে যেরূপ নিত্য মঙ্গল ল্যাভ হয়, বিষয়-সুখার্থ যত্ন করিলে কখনও তাদৃশ মঙ্গল লাভ হয় না। সেই কারণেই বুদ্ধিমান ব্যক্তি সংসার দুঃখে ভীত হইয়া এই দেহটি সুস্থ ও সবল থাকিতে থাকিতেই নিত্যমঙ্গলের জন্য যত্ন করিবেন।

এ সমস্ত কথা শুনিয়া দৈত্যবালকগণ পুনরায় প্রশ্ন করিতেছেন—হে প্রহ্লাদ! আমরা বালক, হরিভজন কি করিয়া করিব? তদুত্তরে শ্রীপ্রহ্লাদ বলিতেছেন—

ন হ্যচ্যুতং প্রীণয়তো বহ্বায়াসোঽসুরাত্মজাঃ।
আত্মত্বাৎ সর্ব্বভূতানাং সিদ্ধত্বাদিহ সর্ব্বতঃ॥

(ভাঃ ৭।৬।১৯)

হে দৈত্যবালকগণ! শ্রীহরি আমাদের অন্তর্য্যামী হৃদয়বাসী বন্ধু ও আত্মীয়। বন্ধুকে সুখী করা ত' কঠিন নয় ভাই। তাহা অতি সহজ।

শ্রীবিশ্বনাথ টীকা—প্রীণয়তঃ পরিচর্য্যয়া প্রীণয়িতুং স বহ্বায়াসঃ; যথা কুটুম্বং প্রীণয়তঃ। ন তস্যান্বেষণে শ্রমঃ আত্মবৎ হৃদ্যেব বর্ত্তমানত্বাৎ; ন চ তৎপ্রীণনে (তৎ-সেবায়াং) অপি শ্রমঃ সর্ব্বতঃ সর্ব্বৈরপ্যুপচারৈস্তৎপ্রীণনস্য সিদ্ধত্বাৎ। ["পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি" গীতা] তথা অচ্যুতং প্রীণয়ানি ইতি সঙ্কল্প-মাত্রেণাপি প্রীতেঃ সিদ্ধত্বাৎ। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদ্যন্যতমেনাপি বা সিদ্ধত্বাৎ। (ভাঃ ৭।৭।৩৮) ন হি সখ্যুরুপাসনে কিঞ্চিৎ কষ্টং। উপাস্যস্য স্বতো বিদ্যমানত্বাৎ প্রিয়ত্বাচ্চ, উপাসনস্য চ শ্রবণাদিরূপত্বাৎ, তৎ সাধনানাং শ্রোত্রাদীনাঞ্চ স্বত এব বিদ্যমানত্বাৎ। ন হি কুতশ্চন কাচন তৎসামগ্রী আনেতব্যা। বরং নরকসাধনেঽপি শ্রমোঽস্তি।

যেরূপ স্বামী-সেবার যাবতীয় উপকরণ সতীর আছে। তজ্জন্য তাহাকে অন্য কোথাও যাইতে হয় না। সেইরূপ ভগবানের সেবার জন্য বাহিরের কিছু প্রয়োজন হয় না। সেবার সমস্ত উপকরণই অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, হৃদয় বা প্রীতি সবই ভগবান্ দিয়াছেন।

ভগবান্ ভক্তির দ্বারাই প্রীত হন। তাঁহার প্রীতির জন্য বিদ্যার বা অর্থাদির প্রয়োজন হয় না। এ সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিতেছেন—

ব্যাধস্যাচরণং ধ্রুবস্য চ বয়ো বিদ্যা গজেন্দ্রস্য কা
কুব্জায়াঃ কিমু নাম রূপমধিকং কিন্তৎ সুদাম্নো ধনম্।
বংশঃ কো বিদুরস্য যাদবপতেরুগ্রস্য কিং পৌরুষং
ভক্ত্যা তুষ্যতি কেবলং ন চ গুণৈর্ভক্তিপ্রিয়ো মাধবঃ॥

(পদ্যাবলী)

এখন জিজ্ঞাস্য জীবের অবশ্য কর্ত্তব্য এই ভক্তিটি কি? তদুত্তরে শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যো ভগবান্ নৃণাম্॥

(ভাঃ ২।২।৩৬)

ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলাকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্তি। এইরূপে শ্রীহরির সেবা ব্যতীত জীবের অন্য কোন নিত্য মঙ্গলকর পন্থা নাই বলিয়া মানুষ মাত্রেরই সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বত্র সকল সময়ে সেই শ্রীহরির শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি ভক্ত্যঙ্গ-সমূহ অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।

এখন প্রশ্ন এইরূপ সেবার দ্বারা কি লাভ হয়? তদুত্তরে শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি॥

(ভাঃ ২।৮।৪)

যিনি শ্রীহরির মঙ্গলময়ী কথা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রত্যহ শ্রবণ ও কীর্ত্তন করেন, ভগবান্ শ্রীহরি শীঘ্রই ভক্তের প্রযত্ন ব্যতীত সেই ভক্তের হৃদয়ে উদিত হন অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্ত্তনকারী ভক্ত ভগবৎ কৃপায় অনায়াসে হৃদয়ে ভগবদ্দর্শন পাইয়া চিরশান্তি লাভ করেন। তৎফলে তাঁহাকে আর কখনও দুঃখের মুখ দর্শন করিতে হয় না।

এইভাবে হরিভজন করিলে সাধকেরও অভাব, অসুবিধা, দুঃখ, অশান্তি প্রভৃতি কিছুই থাকে না। ভক্তি-প্রভাবে নিশ্চিন্ত ও সুখী হইয়া সাধক নির্ভয়ে জীবন যাপন করিতে পারেন। ভক্তিতেই ভগবান্ প্রসন্ন বা সন্তুষ্ট হন। ভক্তিপ্রিয় ভগবান্ সন্তুষ্ট হইলে কোন কিছুরই অভাব হয় না—"তুষ্টে চ তস্মিন্ কিমলভ্যমনন্ত আদ্যে" (ভাঃ ৭।৬।২৫) ধর্ম্মার্থ কামাদি সকল সুখই ভক্তের নিকট স্বতঃই আসিয়া উপস্থিত হয়। তাই পদ্মপুরাণ বলিতেছেন—

অপত্যং দ্রবিণং দারা হারা হর্ম্ম্যং হয়া গজাঃ।
সুখানি স্বর্গমোক্ষৌ চ ন দূরে হরিভক্তিতঃ॥

স্কন্দপুরাণ ও বলিতেছেন—

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং যদিষ্টঞ্চ নৃণামিহ।
তৎ সর্ব্বং লভতে বৎস কথাং শ্রুত্বা হরেঃ সদা॥

শ্রীবিল্বমঙ্গলঠাকুরও বলিয়াছেন—

ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যাৎ
দৈবেন নঃ ফলতি দিব্য কিশোর মূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলিঃ সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ॥

(শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ১০৭)

ভগবানে অচলা ভক্তি লইলে ভগবৎকৃপায় হৃদয়ে ভগবদ্দর্শন হয়। মুক্তি করযোড়ে তাঁহাকে সেবা করে এবং ধর্ম্মার্থকাম তাঁহার সেবার জন্য অপেক্ষা করিতে থাকে।

দৃঢ়ভাবে ভগবদ্ভজন করিলে ফল শীঘ্রই হয়—ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ ও প্রেম সবই শীঘ্র লাভ হয়। নচেৎ বিলম্ব হইয়া পড়ে। যেখানে দৃঢ়ভক্তি সেখানে সবই ভগবৎকৃপায় অনায়াসে লাভ হইয়া থাকে। এইজন্য শ্রীমদ্ভাগবত সকাম বা নিষ্কাম, কর্ম্মী, জ্ঞানী বা ভক্ত সকলকেই দৃঢ়ভাবে হরিভজন করিতে উপদেশ দিয়াছেন—

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥

(ভাঃ ২।৩।১০)

ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবও বলিয়াছেন—

ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সুবুদ্ধি যদি হয়।
গাঢ়-ভক্তিযোগে তবে কৃষ্ণেরে ভজয়॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৩৫)

গৌড়ীয় ভাস্কর

"রঘুরূপসনাতনকীর্ত্তিধরং
ধরণীতলকীর্ত্তিতজীবকবিম্।
কবিরাজ-নরোত্তম সখ্য পদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্॥"

আমি সেই শ্রীল প্রভুপাদকে প্রণাম করি, যিনি শ্রীরূপ, সনাতন ও রঘুনাথের কীর্ত্তিকেতন উত্তোলন করিয়া বিরাজমান, এই ধরণীতলে যাঁহাকে পাণ্ডিত্য প্রতিভাময় শ্রীজীবের অভিন্ন তনু বলিয়া অনেকে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, এবং যিনি শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও ঠাকুর নরোত্তমের সমপ্রাণ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া-ছেন।

'নিখিল বিশ্বের শিরোমণি' গৌর ভক্তগণ শ্রীভগ-বানের নিরঙ্কুশ ইচ্ছায় প্রপঞ্চের কল্যাণার্থ জগতে উদিত হন। আবার তাঁহারই ইচ্ছায় লোকলোচনের নিকট প্রপঞ্চলীলা সংগোপন করিয়া থাকেন।

কুজ্ঝটিকা আকাশকে আবৃত করিয়া ফেলে কিন্তু সূর্য্যো-

দয়ের সঙ্গে সঙ্গে সে মিলাইয়া যায়। সেইরূপ জগতে যখন বিষ্ণু-বৈষ্ণব বিদ্বেষ এবং নাস্তিকতারূপ কুজ্ঝটিকা দেখা দেয় তাহাও ভক্তরূপ সূর্য্যের উদয়ে মিলাইয়া যায়।

বাংলার আকাশ যখন অপসম্প্রদায় সমূহের কু-সিদ্ধান্ত, মায়াবাদ, দৈহিক-সর্ব্বস্ববাদ এবং প্রাকৃত সহজিয়াবাদ রূপ কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত বিমল বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রতি জনগণ শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়িয়াছিল, জনগণ আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া পাশ্চাত্য জড়বাদ গ্রহণ করিতেছিল, সেই মহাসঙ্কট সময়ে শ্রীল প্রভুপাদ পূর্ব্বাকাশ আলোকিত করিয়া উদিত হইলেন। তাঁহার উদয়ে বিষ্ণুবৈষ্ণব বিদ্বেষ ও নাস্তিকতারূপ কুজ্ঝটিকা বিদূরিত হইয়া বাংলা নির্ম্মল সূর্য্যকিরণে প্লাবিত হইল। এহেন মহাপুরুষের মহিমা ও গুণ কীর্ত্তন করার মত যোগ্যতা মাদৃশ অধমের নাই। তাঁহার সমান মহাপুরুষগণই তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিতে পারেন।

কৃষ্ণ বহির্ম্মুখতাই যে সমস্ত ত্রিতাপের মূল, শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তন এবং ভজনই যে ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণের একমাত্র পন্থা, দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, উহা স্মরণ করাইয়া দিতে প্রভুপাদ উদিত হইয়া ছিলেন। যিনি কৃষ্ণবিমুখ জীবকে কৃষ্ণোন্মখী করান তিনিই জীবের প্রকৃত বন্ধু। শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য জীবনে দেখিতে পাই, তিনি মহাপ্রভু ও রায়রামানন্দের মিলনক্ষেত্রে তৎ-প্রতিষ্ঠিত 'শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠের' বার্ষিক উৎসবে বলিয়াছিলেন—"হে বিশ্ববাসিন্! আসুন, আপনাদের অনিত্য যাবতীয় ভার এই দীনের উপর ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্তে হরিভজন করুন।" নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে ইঁহারা কি বিশ্ববাসীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু ন'ন?

শুনিয়াছি এক একজন গৌরভক্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড তারণের শক্তি ধারণ করেন। সেই তারণ হইতেছে বিষয় সম্পদ হইতে মোহান্ধ জীবকে উদ্ধার করিয়া কৃষ্ণ সম্পদে সম্পৎশালী করা—পরমপুরুষার্থ প্রেমানন্দ সিন্ধুতে নিমজ্জিত রাখা। উহা আমরা শ্রীল প্রভুপাদের জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সুতরাং প্রভুপাদ যে গৌরসুন্দরের নিজজন উহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

গৌরহরি যাঁহাদের একমাত্র গতি তাঁহাদের মধ্যে যে অহৈতুক বৈরাগ্য বা ভগবদনুরক্তি দৃষ্ট হয়, তাদৃশ বৈরাগ্য আমরা শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। শ্রীল প্রভুপাদে তৃণাদপি সুনীচতা অর্থাৎ প্রাকৃত অভিমান শূন্যতা, স্বাভাবিকী স্নিগ্ধতা ও কমনীয়তা, অমৃতের ন্যায় মধুর ভাষিতা, কৃষ্ণচৈতন্য সম্বন্ধ রহিত বিষয়গন্ধে থুৎকারিতা প্রভৃতি গুণ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এই সকল সদ্গুণ জগতে একমাত্র গৌর-ভক্তগণেরই হইয়া থাকে।

শ্রীল প্রভুপাদ, যিনি শ্রীগৌরসুন্দরের বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ, জগতে উদিত হইয়া সমগ্র বিশ্বে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবের বিমল প্রেমধর্ম্ম বিস্তার পূর্ব্বক 'হ্যুৎকলে পুরুষোত্ত-মাৎ' শাস্ত্র বাণীর ও "পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম।" —কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের এই ভবিষ্যৎ-বাণীর সার্থকতা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীগৌরনিজজন শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবক্ষেত্র শ্রীধাম-মায়াপুরে 'শ্রীচৈতন্যমঠ' এবং ভারতের সর্ব্বত্র শ্রীগৌড়ীয়মঠাদি স্থাপন করিয়া এবং বিভিন্ন ভাষায় গ্রন্থ ও পত্রিকাদি প্রকাশ করিয়া বিপুলভাবে শ্রীগৌরসুন্দরের ভুবনমঙ্গল শিক্ষামৃত বিতরণ করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌরসুন্দরের মনোভীষ্ট সংস্থাপক ছিলেন। তিনি ছলভক্তি এবং ভণ্ডতা নাশ করিয়াছিলেন।

তিনি বৈষ্ণব-ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহার বহু শিষ্যকে তিনি ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস দিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ প্রপঞ্চলীলা সংগোপন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার প্রেষ্ঠ বিগ্রহ—ত্রিদণ্ডিযতিগণকে প্রকট দেখিতেছি। তাঁহারা বর্ত্তমান বিশ্ববাসীকে শ্রীল প্রভুপাদের বাণী শুনাইতেছেন এবং তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধারা প্রবহমাণা রাখিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহার বাণী জগতে প্রচারিত হইলে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

সুখের বিষয় শ্রীল প্রভুপাদের কথামৃত পান করিয়া বহু পণ্ডিত এবং দার্শনিক তৃপ্তি লাভ করিতেছেন।

শ্রীল প্রভুপাদের শেষ বাণী—"সকলে মিলিয়া মিশিয়া হরিভজন করিবেন।" আমার সুদৃঢ় আশাবন্ধ অদূর ভবিষ্যতে শ্রীল প্রভুপাদের জন্ম-শতবার্ষিকীর পূর্ব্বেই সেইদিন উপস্থিত হইবে যেইদিন সকলে সঙ্ঘবদ্ধভাবে তাঁহার বাণী প্রচার করিবেন।

যিনি ছলভক্তের ভণ্ডতার বিনাশক, দীনহীনের প্রতি সর্বদা কৃপাময় ও শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের কথা প্রচারই যাঁহার ব্রত, সেই শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে আমি আলস্যরহিত হইয়া প্রণাম করতঃ আমার ক্ষুদ্র প্রবন্ধখানি শেষ করিতেছি।

'জয় শ্রীরূপানুগবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের জয়।'

বৈষ্ণব কৃপাপ্রার্থী—শ্রীজ্যোতির্ম্ময় পণ্ডা।

কালিয় পত্নীগণের শ্রীকৃষ্ণস্তুতি।

[শ্রীবিভুপদ পণ্ডা বি-এ, বি-টি, বিদ্যানিধি]

ওহেদেব! তব দুষ্টদমনে ধরাধামে অবতার।
অতএব এই স্বামী আমাদের শাস্তি পেয়েছে তার॥
তনয়ে তারিতে সমান দৃষ্টি সদা রহিয়াছে তব।
তাহাদের হিতসাধন মানসে শাস্তি যে অভিনব॥
দণ্ড তোমার ক'রে থাকে সদা পাপীদের পাপনাশ।
এ পাপীর পাপ হইবে বিনাশ আমাদের এই আশ॥
যে পাপে পাইল আমাদের স্বামী সর্পজনম ভবে।
তব ক্রোধ তাহা নাশিল বলিয়া অনুগ্রহ হ'ল এবে॥
সম্মান দিয়া জীবেরে তুষিলে তুমি লাভ কর প্রীতি।
তুমি হও সব জীবের স্বরূপ, এই আমাদের মতি॥
পূর্বজনমে অমানী মানদ হইয়া মোদের স্বামী।
ক'রেছিল তপ অথবা করম জগতের হিতকামী॥
যারফলে তব তাঁহাতে হ'য়েছে অতিশয় সন্তোষ।
কল্যাণপ্রদ হ'য়েছে এখন আপনার এই রোষ॥
যাঁর পদ রেণু পাইবার আশে স্বয়ংলক্ষ্মীদেবী।
ক'রেছিল তপ ব্রতশীলা হ'য়ে বিষয় নাহিক সেবি॥
জানিনা আমরা কেমন পুণ্যে সে চরণরেণু লাভে।
অধিকারী হ'ল এই যে কালিয় জনমিয়া এই ভবে॥
আপনার পদধূলি কণা ভবে পাইয়াছে যেই জন।
সেজন কখনও করেনা কামনা পার্থিব কোন ধন॥
চাহে না স্বর্গ, চাহে না মুক্তি, চাহে না ব্রহ্মপদ।
চাহে না যোগের সিদ্ধি অথবা পৃথিবীর সম্পদ॥
সংসারপথে ঘুরিতে মানব যে পদ বাঞ্ছা করি।
অতি শুভফল লাভ ক'রে থাকে, আর কি বলিব হরি॥
ভব-বিরিঞ্চি-দুর্লভ পদ পাইল গো এই আজ।
তমোগুণজাত ভোগপরবশ হইয়াও নাগরাজ॥
ঐশ্বর্য্যাদিগুণযুত তোমা করিগো নমস্কার।
সর্ব্বজীবের অন্তরযামী, সকলের মূলাধার॥
সবদিকে তুমি র'য়েছ ব্যাপীয়া সকলের আশ্রয়।
তোমা ছাড়া এই জগতমাঝারে কিছুই নাহিক হয়॥
সৃষ্টির আগে তুমিই কেবল ছিলেগো বর্ত্তমান।
সর্ব্বকারণ হইয়াও তুমি তুরীয় বিদ্যমান॥
জ্ঞানবিজ্ঞাননিধি, নির্গুণ 'ব্রহ্ম' নির্বিকার।
প্রকৃতি প্রবর্ত্তক হও তুমি তোমারে নমস্কার॥
তুমিই পঞ্চমহাভূত, পাঁচ তন্মাত্র গো তুমি।
দশ ইন্দ্রিয় প্রাণসমূহ তোমারে আমরা নমি॥
স্থূল ও সূক্ষ্ম জড়বস্তুরে কর তুমি সচেতন।
চেতন জীবের স্বরূপানুভূতি পুনঃ কর আবরণ॥
তুমি দেশ কাল সীমার অতীত, সব তুমি জান প্রভু।
তুমি দুর্জ্ঞেয়, বিকারশূন্য, পরমআত্মা বিভু॥
সকলপ্রমাণমূল হও তুমি, কবি ও শাস্ত্রযোনি।
প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তিমূলক নিগমশাস্ত্র, জানি॥

বাসুদেব আদি চতুর্ব্যূহ, সাত্বতপতি তুমি।
নমি গো তোমায় কৃষ্ণ ও রাম, গুণ প্রকাশক, নমি॥
আবরিত ক'রি নিজস্বরূপ নানারূপে প্রকাশিত।
অধ্যবসায় বৃত্তির দ্বারা কোনমতে অনুমিত॥
ওহে হৃষীকেশ ! প্রণমি তোমারে মৌন আত্মারাম।
তোমার সেবার প্রভাবে সকলে হয় গো পূর্ণকাম॥
স্থূল ও সূক্ষ্ম ভূত সমূহের গতি আছ অবগত।
বিশ্বাধ্যাস আর অপবাদে সাক্ষীস্বরূপেস্থিত॥
শান্ত, অশান্ত, মূঢ়আদি সব তোমার অংশ হয়।
তথাপি শান্তগণই তোমার প্রিয় হয় অতিশয়॥

আমাদের এই পালক ভর্ত্তা তোমার পুত্রসম।
করিয়াছে যেই অপরাধ প্রভু তাহা এইবার ক্ষম॥
এই মূঢ় তব প্রভাব জানেনা কৃপা কর দয়াময়।
তবপদভরে নিপীড়িত হ'য়ে প্রাণ যেন তা'র রয়॥
সাধুগণ অনুকম্পা পাত্রী এই সব নারীগণে।
পতিরূপ প্রাণ প্রদান করিয়া কৃপা কর এইক্ষণে॥
যেরূপ করম করিয়া মানব সব ভয় হ'তে ত্রাণ।
পেয়ে থাকে ভবে সেরূপ আদেশ করগো মোদের দান॥
তোমার আদেশ শ্রদ্ধা করিয়া তাহাই পালন করি।
এসব সেবিকা পাইবে তোমার অভয় চরণতরী॥

গৌর-আবির্ভাব

ফাল্গুনপূর্ণিমা দিনে, চন্দ্রগ্রহণ ক্ষণে,
গঙ্গাতীরে উঠে হরিধ্বনি।
উলুদেয় নদেবাসী, সিনান করিতে আসি,
মাতি উঠে শুকলা রজনী॥
অদ্বৈত ভকতমণি, গঙ্গাজল তুলসী আনি,
হুঙ্কারি উঠে বারে বার।
ফুকারি কাঁদিয়া কয়, আর দেরী নাহি সয়,
আসি তুমি করহে উদ্ধার॥
গ্রহণের শুভক্ষণে, দুষ্টজন নিবারণে,
নররূপে আসি ভগবান।
রাধাভাব কান্তি ধরি, গোলোকের শ্রীহরি,
হইল শচীর সন্তান॥
যুগে যুগে প্রভু আসে, নানা অস্ত্র শস্ত্র পাশে,
জীবগণে করিতে উদ্ধার।
এবারে কিন্তু প্রভু, তুলি তাঁর দুই বাহু,
হইলেন প্রেমের অবতার॥

বৈষ্ণবদাসানুদাস—শ্রীব্রহ্মময় নন্দ।

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব

বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপানুসরণে তদীয় প্রিয় পার্ষদ ও অধস্তনবর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের সেবা-নিয়ামকত্বে বিগত ২৩ গোবিন্দ, ৪৭৬ শ্রীগৌরাব্দ; ১৮ ফাল্গুন, ৩ মার্চ্চ রবিবার হইতে ১ বিষ্ণু, ৪৭৭ শ্রীগৌরাব্দ; ২৬ ফাল্গুন, ১১ মার্চ্চ সোমবার পর্য্যন্ত নবধাভক্তির পীঠস্বরূপ ১৬ ক্রোশ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব উপলক্ষে নবদিবসব্যাপী বিরাট ধর্ম্মানুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা, আসাম, উড়িষ্যা ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে বহুশত নরনারী শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমায় যোগদানের জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থান ও লীলাভূমি শ্রীধাম মায়াপুরান্তর্গত গঙ্গা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থলের সন্নিকটবর্ত্তী শ্রীঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে সম্মিলিত হন। শ্রীমঠ হইতে তাঁহাদের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়।

১৮ ফাল্গুন, ৩ মার্চ্চ রবিবার শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার অধিবাস তিথি বাসরে শ্রীমঠের সুবৃহৎ সভামণ্ডপে রাত্রি ৭-৩০ ঘটিকায় বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ তাঁহার অভিভাষণে শ্রীনবদ্বীপধামতত্ত্ব ও মহিমার কথা বিশ্লেষণ করিয়া পরিক্রমাকারী যাত্রিবৃন্দকে বুঝাইয়া দেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গের অন্যান্য ভক্তবৃন্দের অনুগমনে শ্রীগৌরধাম পরিক্রমার জন্য সমবেত হওয়ায় তাঁহাদিগকে শ্রীমঠের পক্ষ হইতে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। অতঃপর পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরীমহারাজ সুললিত কণ্ঠে শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দবর্দ্ধন করেন।

১৯ ফাল্গুন, ৪ মার্চ্চ সোমবার প্রাতঃকালে পরিক্রমাকারী ভক্তবৃন্দ আত্মনিবেদনক্ষেত্র শ্রীঅন্তর্দ্বীপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মাধ্যাহ্নিক লীলাভূমি শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বিশাল শ্রীমন্দির ও তথাকার অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-মদনমোহন জীউর দর্শন, প্রণাম ও পরিক্রমান্তে শ্রীগৌরবিগ্রহ ও তৎপশ্চাতে নৃত্যকীর্ত্তনরত ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী সাধুগণের অনুগমনে শ্রীনন্দন আচার্য্য ভবনে প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরনিত্যানন্দ শ্রীবিগ্রহগণ, শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থলে শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, শ্রীক্ষেত্রপাল শিব, শ্রীনৃসিংহ মন্দির অতঃপর শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত ভবন, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সমাধি-মন্দির, শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি-মন্দির, শ্রীচৈতন্য মঠ (শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউ এবং শ্রীমন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে চার সম্প্রদায়ের প্রধান বৈষ্ণব আচার্য্যগণ—শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্বমুনি, শ্রীবিষ্ণুস্বামী ও শ্রীনিম্বাদিত্য এবং তাঁহাদের আরাধ্য শ্রীভগবদ্বিগ্রহগণ) ও শ্রীমুরারিগুপ্তের ভবনাদি দর্শন করেন। পরদিবসও নগরসঙ্কীর্ত্তন সহযোগে মহাপ্রভুর ঘাট, মাধাইর ঘাট, নগরিয়ার ঘাট, বারকোণা ঘাট, শ্রীজয়দেবের পাট ও শ্রীগঙ্গানগর এবং শ্রবণভক্তিক্ষেত্র শ্রীসীমন্তদ্বীপে (সিমুলিয়া) শ্রীসীমন্তিনীদেবীর স্থান, বেলপুকুর, সরডাঙ্গা, শ্রীজগন্নাথ মন্দির, শ্রীধরঅঙ্গন ও চাঁদকাজীর সমাধি প্রভৃতি দর্শন করা হয়। ২১ ফাল্গুন, ৬ মার্চ্চ ভক্তবৃন্দ নৌকাযোগে শ্রীসরস্বতী পার হইয়া কীর্ত্তনভক্তিক্ষেত্র শ্রীগোদ্রুমদ্বীপে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজনস্থলী ও শ্রীসমাধি, শ্রীসুবর্ণবিহার, দেবপল্লী, শ্রীনৃসিংহদেব, শ্রীহরিহরক্ষেত্র, শ্রীমহাবারাণসী দর্শনান্তে প্রত্যাবর্ত্তন পথে শ্রীমধ্যদ্বীপ দর্শন ও তদুদ্দেশ্যে প্রণাম করেন। তৎপরদিবস বৃহস্পতিবার ভক্তবৃন্দ মধ্যাহ্নে প্রসাদ সেবনান্তে নৌকাযোগে শ্রীগঙ্গা পার হইয়া অপরাধভঞ্জন শ্রীপাট ও পাদসেবনভক্তিক্ষেত্র শ্রীকোলদ্বীপে শ্রীপ্রৌঢ়ামায়া (পোড়ামাতলা) ও শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের নবনির্ম্মিত বিশাল শ্রীমন্দিরে শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীরাধাবিনোদবিহারী ও শ্রীবরাহদেবের নব প্রকাশিত শ্রীবিগ্রহগণ দর্শনান্তে নগর সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহযোগে শ্রীনবদ্বীপ সহর অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ সন্ধ্যায়

শ্রীবিদ্যানগরে উপস্থিত হন। বিদ্যানগরের শ্রীগয়ারাম দাস বিদ্যামন্দিরের সুবৃহৎ দ্বিতল অট্টালিকায় যাত্রিগণের থাকিবার ব্যবস্থা হয়। পরদিবস অর্চ্চনভক্তিক্ষেত্র শ্রীঋতুদ্বীপে সমুদ্রগড়, চম্পহট্ট, গৌরপার্ষদ শ্রীদ্বিজবাণীনাথ সেবিত শ্রীগৌরগদাধর, শ্রীজয়দেবের পাঠ, শ্রীসার্ব্বভৌম গৌড়ীয় মঠ, শ্রীবিদ্যাবিশারদের আলয় ও শ্রীগৌরনিত্যানন্দ বিগ্রহ দর্শন করিয়া সেইদিনও বিদ্যানগরেই অবস্থান করা হয়। বিদ্যানগর হাইস্কুল প্রাঙ্গণে প্রত্যহ রাত্রি ৭-৩০টায় দুইটী মহতী ধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীমঠের অধ্যক্ষ শ্রীমদ্ভক্তি দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রকাশ অরণ্য মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রমোদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় সাগর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ শান্ত মহারাজ অভিভাষণ প্রদান করেন। দ্বিতীয় দিবসে ধর্ম্মসভায় শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীগৌরধাম দর্শনার্থী বিদেশাগত অতিথিগণের বাসস্থানের সুবিধার্থ বিদ্যানগর হাইস্কুলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও দাতা সজ্জনবর শ্রীগয়ারাম দাস মহাশয়, বিদ্যানগর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীপরেশ চন্দ্র গোস্বামী মহাশয়, অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ ও সভ্যগণের সহানুভূতি এবং সাহায্যের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি হাইস্কুলের ক্রমোন্নতি লক্ষ্য করিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের কার্য্যাবলীর প্রশংসা করেন। ২৪ ফাল্গুন, ৯ মার্চ্চ শনিবার প্রাতে বিদ্যানগর হইতে যাত্রা করিয়া ভক্তবৃন্দ সখ্য ও দাস্য ভক্তিক্ষেত্রদ্বয় শ্রীজহ্নুদ্বীপ ও শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপে শ্রীজহ্নুমুনির তপস্যাস্থল, শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুর ও শ্রীসারঙ্গমুরারিসেবিত শ্রীরাধামদনগোপাল ও শ্রীরাধাগোপীনাথ বিগ্রহ, শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীপাট, বৈকুণ্ঠপুর ও মহৎপুর দর্শন করেন এবং শ্রীগঙ্গা পার হইয়া সখ্যভক্তিক্ষেত্র শ্রীরুদ্রদ্বীপে শ্রীগৌড়ীয় মঠ দর্শনান্তে অপরাহ্নে শ্রীমায়াপুর ঈশোদ্যানে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

২৫ ফাল্গুন, ১০ মার্চ্চ রবিবার সমস্ত দিবসব্যাপী উপবাস, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ ও সঙ্কীর্ত্তন সহযোগে শ্রীগৌরাবির্ভাব তিথিকৃত্য সম্পন্ন হয়। উক্ত দিবসে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীমঠের ও শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের বার্ষিক ধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশন হয়। পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রকাশ অরণ্য মহারাজ সভার পৌরোহিত্য করেন। সভার প্রারম্ভে শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের সম্পাদক ডাঃ এস, এন, ঘোষ বিদ্যাপীঠের বার্ষিক কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন। ডাঃ ঘোষের আহ্বানে নূতন কয়েকজন বিদ্যাপীঠের সভ্য তালিকাভুক্ত হন। অতঃপর শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে শ্রীল আচার্য্যদেব নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচারে তাঁহাদের বিবিধ সেবার প্রশংসা করতঃ শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-পত্র প্রদান করেন ঃ—

১। শ্রীশিবানন্দ বনচারী—'সেবাবিগ্রহ', ২। শ্রীমহানন্দ বনচারী—'ভক্তবন্ধু', ৩। শ্রীরাধাবিনোদ ব্রহ্মচারী—'সেবাপ্রাণ', ৪। শ্রীসঙ্কর্ষণ দাসাধিকারী 'ভক্তিপ্রকাশ', ৫। শ্রীত্রৈলোক্য নাথ দাসাধিকারী (পাঞ্জাব অধুনা দিল্লীনিবাসী)—'ভক্তিপ্রদীপ', ৬। শ্রীতুলসী দাসাধিকারী (দেরাদুননিবাসী)—'ভক্তিবিবেক' ৭। শ্রীমুরারি দাসাধিকারী (অমৃতসরনিবাসী)—'ভক্তি-হৃদয়', ৮। শ্রীঅজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী—'ভক্তিব্রত' ৯। শ্রীসজ্জনকিঙ্কর দাসাধিকারী—'ভক্তিরঞ্জন'।
[শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-পত্র সমূহ পৃথকভাবে মুদ্রিত হইল]

সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত হইতে শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব প্রসঙ্গ পাঠ হয়। তৎপরে শ্রীগৌরাঙ্গের মহাভিষেক, পূজা, শৃঙ্গার, বিশেষ ভোগরাগ, আরাত্রিক ও সঙ্কীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়।

২৬ ফাল্গুন, ১১ মার্চ্চ সোমবার শ্রীশ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দোৎসব উপলক্ষে পূর্ব্বাহ্ণকাল হইতে বৈকাল পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র নরনারীকে মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়।

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা প্রচার সেবায় যাঁহারা যত্ন করিয়াছেন তন্মধ্যে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীপাদ গিরিধারীদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী, ও শ্রীক্ষীরোদশায়ী ব্রহ্মচারীর নাম প্রধানভাবে উল্লেখযোগ্য।

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিণী সভায় প্রদত্ত শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-পত্রাবলী

(৪৭৬ গৌরাব্দ)

১। শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ
শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-পত্রম্

শ্রীমান্ শিবানন্দাখ্যো বনচারীত্যুপনামকঃ।
গুরু-গৌরাঙ্গ-সেবায়ামনুরাগ-পরায়ণঃ॥
শুদ্ধধর্ম্ম-সুনিষ্ঠায় স্নিগ্ধভক্তায় ধীমতে।
বানপ্রস্থ-পদস্থায় বিনীতায় সুবুদ্ধয়ে॥
ধর্ম্মানুরাগিনে তস্মৈ সভ্যবৃন্দৈঃ প্রদীয়তে।
সেবাবিগ্রহ ইত্যেতদুপাধিভূষণং মুদা॥
বেদাদ্রি-গজ-চন্দ্রাব্দে শ্রীশোদ্যানে শুভে ভুবি।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে॥

শ্রীভক্তিদয়িত মাধব
সভাপতিঃ

২। শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ
শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-পত্রম্

গুরু-বৈষ্ণব-সেবায়াং মতির্যস্যাবিচলিতা।
শ্রীমহানন্দনামা যো বানপ্রস্থপদে স্থিতঃ॥
বিষ্ণু-বৈষ্ণব-ভক্তানা-মানুকূল্যমদর্শয়ৎ।
সদসদ্বিবেকী সদা বিবিধ-সেবাতৎপরঃ॥
শ্রীমচ্চৈতন্যবাণী সংসৎসভ্যমণ্ডলৈর্মুদা।
ভক্তবন্ধুরিতি পদং দীয়তে তস্মৈ সাগ্রহম্॥
বেদাদ্রি-বসু-চন্দ্রাব্দে শুভদে গৌরধামনি।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে॥

শ্রীভক্তিদয়িত মাধব
সভাপতিঃ

৩। শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ
শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-পত্রম্

কায়েন মনসা বাচা সেবা-নিষ্ঠা প্রকাশিনে।
যথার্থ-গৃহিভক্তায় প্রচারোৎসাহ-শালিনে॥
রাণাঘাট প্রবাসিনে শ্রীসঙ্কর্ষণ-নাম্নে হি।
নিষ্কপটমতয়ে বৈ গুরুগৌরাঙ্গসেবনে॥
শ্রীমচ্চৈতন্যবাণী সংসৎসভ্যৈস্তস্মৈ দীয়তে।
ভক্তিপ্রকাশ ইত্যেতদুপাধিভূষণং মুদা॥
বেদ-নাগাদ্রি-চন্দ্রাব্দে শাকে মায়াপুরে শুভে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে॥

শ্রীভক্তিদয়িত মাধব
সভাপতিঃ

৪। শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ
শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-পত্রম্

শ্রীগুরু-গৌর-সেবৈকনিষ্ঠঃ সাধুজনপ্রিয়ঃ।
কৃতসঙ্কল্পঃ শুদ্ধভক্তিমার্গরক্ষণে সদা॥
গৌরনারায়ণস্য শ্রীসেবানামবিকাশনে।
মুদ্রাযন্ত্র প্রদানেন চিত্তৌদার্য্যং প্রকাশিতে॥
নদীয়াবাসিবর্য্যায় অজিতকৃষ্ণ নামিনে।
তস্মৈ **ভক্তব্রতো**পাধি দীয়তে সভ্যমণ্ডলৈঃ॥
বেদাদ্রি-গজ-চন্দ্রাব্দে শ্রীশোদ্যানে শুভে ভুবি।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে॥

শ্রীভক্তিদয়িত মাধব
সভাপতিঃ

৫। শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-পত্রম্

রাধাবিনোদনামায়ং ব্রহ্মচর্য্যপদেস্থিতঃ।
শ্রীগুরুবিষ্ণুভক্তানাং সেবানিষ্ঠাপ্রকাশকঃ॥
তস্মৈ ভক্তবরায় বৈ দীয়তে সভ্যমণ্ডলৈঃ।
সেবাপ্রাণ ইতি পদং বিনীতায় সুবুদ্ধয়ে॥
বেদাদ্রি-বসু-চন্দ্রাব্দে শুভদে গৌরধামনি।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে॥

শ্রীভক্তিদয়িত মাধব
সভাপতিঃ

৬। শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-পত্রম্

সজ্জনকিঙ্করায়াসামদেশনিবাসিনে হি।
সারল্যমূর্ত্তয়ে বৈষ্ণব-সেবানুরাগিনে॥
গৌরবাণী প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ সভ্য-মণ্ডলৈ
দীয়তে সার্থকস্তস্মৈ উপাধি**ভক্তিরঞ্জনঃ**॥
বেদাদ্রি-বসু-চন্দ্রাব্দে শুভদে গৌরধামনি।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে॥

শ্রীভক্তিদয়িত মাধব
সভাপতিঃ

৭। শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-পত্রম্

ভারতরাজধান্যাং যো গৌরবাণী প্রচারণে।
করোতি বিপুলাগ্রহং মহামনাঃ সুধীবরঃ॥
ত্রৈলোক্যনাথ দাসায় বৈষ্ণব প্রীতি-কামিনে।
ভক্তিপ্রদীপোপাধি দীয়তে তস্মৈ সাধুজনৈঃ॥
বেদাদ্রি-গজ-চন্দ্রাব্দে শ্রীশোদ্যানে শুভে ভুবি।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে॥

শ্রীভক্তিদয়িত মাধব
সভাপতিঃ

৮। শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-পত্রম্

নিষ্কপটমতিঃ শ্রীমদ্গুরু-গৌরাঙ্গ-সেবনে।
ভক্তিমান্ শ্রীতুলসীদাসঃ সাধু-সজ্জন-প্রিয়ঃ॥
উপাধি দীয়তে **ভক্তিবিবেক** ইতি সংস্কৃতঃ।
শ্রীমচ্চৈতন্যবাণী সংসৎ সভ্যমণ্ডলৈর্মুদা॥
বেদাদ্রি-গজ-চন্দ্রাব্দে শ্রীশোদ্যানে শুভে ভুবি।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে॥

শ্রীভক্তিদয়িত মাধব
সভাপতিঃ

৯। শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-পত্রম্

সদ্ধর্ম্ম-সেবনরতঃ মুরারিদাস-সংজ্ঞকঃ।
কৃষ্ণ নামানুরাগী সদা ভক্তসেবা-তৎপরঃ॥
তস্মৈ কোমলচিত্তায়ামৃতসরনিবাসিনে।
ভক্তিহৃদয় ইত্যুপাধি দীয়তে সভ্যগণৈঃ॥
বেদ-নাগাদ্রি-চন্দ্রাব্দে শাকে মায়াপুরে শুভে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে॥

শ্রীভক্তিদয়িত মাধব
সভাপতিঃ

হায়দ্রাবাদ মঠে শ্রীগৌরাবির্ভাব মহোৎসব

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের কৃপানির্দ্দেশে হায়দ্রাবাদ সহরে অবস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের অন্যতম শাখামঠের মঠরক্ষক বিপুল-গুরুসেবনোৎসাহী শ্রীপাদ মঙ্গল-নিলয় ব্রহ্মচারী বি, এস্-সি, বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বিশেষ সেবাচেষ্টার ফলে মঠসেবকগণের শারীরিক অসুস্থতার মধ্যেও তথাকার শ্রীগৌরাবির্ভাব উৎসব নির্ব্বিঘ্নে, সুচারু-রূপে ও মহাসমারোহে সাফল্য লাভের সংবাদ লাভ করিয়া শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণ পরমোল্লসিত হইয়াছেন।

এতদুপলক্ষে ২৪ ফাল্গুন, ৯ মার্চ্চ শনিবার হইতে ২৬ ফাল্গুন, ১১ মার্চ্চ সোমবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী শ্রীমঠের সভামণ্ডপে আহূত ধর্ম্মসভার অধিবেশনে অন্ধ্র প্রদেশস্থ পুলিশবিভাগের ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল শ্রী এ, কে, কে নাম্বিয়ার, শ্রীগোবর্দ্ধনলাল পিত্তি, হায়দ্রাবাদ মুখ্য ধর্ম্মাধি-করণের মাননীয় বিচারপতি শ্রীঅনন্তনারায়ণ আয়ার যথাক্রমে সভাপতির আসন এবং প্রথম দিবসের সভায় হায়দ্রাবাদ মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের মাননীয় বিচারপতি শ্রীগোপালরাও একবোট ও তৃতীয় দিবসের অধিবেশনে Shri P. Lakshmayya Commissioner Hindu Religious and Charitable Endowments Department. প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। বক্তৃতার আলোচ্য বিষয় ১ম, ২য় ও ৩য় দিবসের জন্য যথাক্রমে "নিত্যশান্তি লাভের উপায়", ''শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও প্রেমভক্তি" এবং "শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও নাম সংকীর্ত্তন" নির্দ্ধারিত ছিল। শ্রীপাদ রাঘব চৈতন্য ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ওয়াই. জগন্নাথম্ পাস্তলু গাড়ু বি, এ এবং শ্রীপাদ মঙ্গল-নিলয় ব্রহ্মচারী বি, এস্-সি এবং অন্যান্য বিশিষ্ট বক্তৃমহোদয়গণ ইংরেজী, হিন্দি ও তেলেগু ভাষায় বক্তৃতা করেন। প্রত্যহ সভার আদি ও অন্তে মঠবাসী ও গৃহস্থভক্তগণের সুললিতকণ্ঠে মহাজন পদাবলী ও শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন সকলের চিত্তাকর্ষক হয়।

এতদ্ব্যতীত ২৫ ফাল্গুন, ১০ মার্চ্চ রবিবার শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুভ আবির্ভাব দিবস অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে একটি বিরাট নগর সঙ্কীর্ত্তন বাহির হয়। [illegible] জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আবাল-বৃদ্ধ [illegible] সংখ্যক পুরুষ ও মহিলা ভক্ত নৃত্য-কীর্ত্তনরত মঠবাসী বৈষ্ণবগণের অনুগমনে শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে সহরের প্রধান প্রধান রাজপথ পরিভ্রমণান্তে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুভ আবির্ভাবকাল সন্ধ্যায় শ্রীবিগ্রহ দর্শন জন্য মন্ত্র মুগ্ধের ন্যায় অবস্থা করতঃ শ্রীবিগ্রহগণের মহাভিষেক, পূজা, নয়নমনোভিরাম অপূর্ব্ব শৃঙ্গার ও আরাত্রিক দর্শন করেন।

২৬ ফাল্গুন, ১১ মার্চ্চ সোমবার শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দোৎসব উপলক্ষে মধ্যাহ্ন ১২ ঘটিকা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত উৎসব দর্শনার্থী সমাগত কয়েক সহস্র নরনারীকে প্রচুর পরিমাণে বিচিত্র মহাপ্রসাদ দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

এই উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য তথাকার মঠসেবক শ্রীনিমাই দাস বনচারী (মাষ্টার মহাশয়), শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীজগজ্জীবন ব্রহ্মচারী ও শ্রীদেব-প্রসাদ ব্রহ্মচারী এবং মঠাশ্রিত গৃহস্থ সেবক সস্ত্রীক শ্রীরাম-নিবাস শর্ম্মা, শ্রীভেঙ্কট রাও এবং শ্রীহনুমান প্রসাদজীর সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

গার্হস্থ্য ধর্ম্ম

বিগত ২৭ পৌষ, ১২ জানুয়ারী শনিবার কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে পঞ্চদিবস-ব্যাপী ধর্ম্মসভার চতুর্থ অধিবেশনে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ তাঁহার অভিভাষণে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে বলেন—

অদ্য গৃহস্থগণের পালনীয় ধর্ম্ম আলোচ্য বিষয়। কিন্তু শ্রীভাগবত বলিতেছেন শুধু গৃহস্থ নহে সকল প্রাণিগণের পালনীয় ধর্ম্ম এক। 'স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে। অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি।' জীব মাত্রেরই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম অধোক্ষজে ভক্তি। দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম হইতে অধোক্ষজে ভক্তি হয় না। মনুষ্যের মধ্যে যে সকল ধর্ম্ম দেখা যায় তাহা ত্রিবিধ—দেহসম্বন্ধীয়, মনো-সম্বন্ধীয় ও আত্ম সম্বন্ধীয়, তন্মধ্যে স্থূল সূক্ষ্ম দেহদ্বয়ের কারণ আত্মা হওয়ায় আত্মধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ। আত্মসম্বন্ধীয় যে ধর্ম্ম, চিত্তত্ত্বের যে ধর্ম্ম, আত্মা বা চেতনের যে স্বাভাবিক অবস্থা বা স্বভাব তাহা হইতে উত্থিত যে ধর্ম্ম, তাহাই শ্রীভগবদ্ভক্তি। উক্ত ভক্তি অহৈতুকী, তাহার কোন কারণ নাই, এজন্য উহা অপ্রতিহতা। অহৈতুকী ভক্তির ফল কি? যয়াত্মা সুপ্রসী-দতি'—যদ্দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়েরই সুপ্রসন্নতা হয়। পরোধর্ম্মের দ্বারা আত্মা মাত্রেরই বাস্তব প্রসন্নতা লাভ হয়। অবর ধর্ম্ম বা ইতর ধর্ম্ম হইতে সেই প্রসন্নতা লাভ হয় না।

ইহজগতে গুণ ও কর্ম্মানুসারে মনুষ্যের মধ্যে চারিটী বর্ণ ও আশ্রম বিভাগ করা হইয়াছে। বদ্ধ জীবসমূহ যাহাতে ক্রমমার্গে গুণময় ধর্ম্ম হইতে নির্গুণ শ্রীভগবদ্ভক্তিতে পৌঁছিতে পারে তজ্জন্য জীবের অধিকার অনুসারে পরমেশ্বর

ধর্ম্মসভার চতুর্থ অধিবেশন—দক্ষিণ দিক হইতে শ্রীমৎ শ্রীধর মহারাজ, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ, শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সভাপতি), জাষ্টিশ শ্রীবিনায়ক নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রধান অতিথি)।

কর্তৃক উক্ত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বিহিত হইয়াছে। ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বীগণ মহম্মদকে মানেন, খৃষ্টানগণ যীশুখৃষ্টকে মানেন, তদ্রূপ হিন্দুগণ ঈশ্বর ও বেদ মানেন। ঈশ্বর ও বেদ না মানিলে হিন্দু হওয়া যায় না। বৌদ্ধধর্ম্মে অনেক ভাল ভাল কথা আছে, অনেক চমৎকারিতা আছে, কিন্তু 'বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত' নাস্তিক।' বৌদ্ধগণ ঈশ্বরে অবিশ্বাসী ও বেদ মানেন না, এজন্য শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদ বৌদ্ধধর্ম্মরূপ নাস্তিক্যবাদকে ভারত হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছিলেন। যে সকল হিন্দু বেদ মানেন না, ঈশ্বর মানেন না তাহারা হিন্দুনামধারী হইলেও কার্য্যতঃ হিন্দু নহেন। বেদ কি একটি কিতাব? 'বেদো নারায়ণঃ সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভূরিতি শুশ্রুম'। 'নার' অর্থ সমূহ জীব, অয়ন—আশ্রয়, সমূহ জীবের আশ্রয়কে 'নারায়ণ' বলে। জীব অণুজ্ঞান হওয়ায় যাবতীয় জ্ঞানপরমাণুসমূহের আশ্রয় পরমজ্ঞান বা পরমচেতন ব্যতীত অন্য কিছু হইতে পারে না। এজন্য অখণ্ডজ্ঞানই নারায়ণ এবং উহাই বেদ। বেদের যে গ্রন্থরূপ উহা অখণ্ডজ্ঞানের symbolical representation. symbol কে খাইলে বেদকে খাওয়া হবে না, যেমন নারায়ণের মূর্ত্তি ভাঙ্গিলে নারায়ণকে ভাঙ্গা হয় না। নারায়ণের মূর্ত্তি অখণ্ড জ্ঞানময়, তাঁহাকে কামময় নেত্রে দেখা যায় না। কামময় নেত্রের গ্রহণযোগ্য যে জড়রূপ আমাদের নিকট প্রতীত হয় তাহাই আমরা ভঙ্গিতে পারি, কিন্তু অখণ্ডজ্ঞান স্বরূপকে আমরা ভাঙ্গিতে পারি না। সুতরাং অখণ্ড জ্ঞান স্বরূপ নারায়ণ অথবা বেদকে যাহারা মানেন না তাহারা হিন্দু সমাজ হইতে বহিষ্কৃত। হিন্দুগণের খাওয়া দাওয়া ও মলমূত্রত্যাগটাই প্রধান কৃষ্টি নয়। জড়ভোগবাদে লিপ্ত থাকাটাই মাহাত্ম্য নয়, জড়ভোগ বা ইন্দ্রিয় তর্পণকে তাহারা সর্ব্বদাই থুৎকার করিয়াছেন, ইহাই তাহাদের বৈশিষ্ট্য।

জীবের প্রয়োজন আনন্দ। কিন্তু আনন্দের স্বরূপ কি? 'আনন্দং ব্রহ্ম'। 'রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।' যিনি আনন্দ লাভ করেন তিনিই আনন্দী হন। 'আনন্দ' বলিয়া আমরা চীৎকার করি কিন্তু আনন্দের স্বরূপ কি আমরা জানি না। এক সময় মাদারীপুর Sub-Divisionএ কোন এক ব্যক্তি কাঁচি দিয়া কাহাকেও আঘাত করায় কোর্টে বিচার হয়। বিচারক ইংরেজ ছিলেন। তিনি কাঁচির স্বরূপ জানিতে চাহিলে তাঁহাকে বুঝান হয় কাঁচিটি বকের মত বাঁকা। পুনরায় বক কি রকম জানিতে চাহিলে বলা হয় বকটী ধব্‌ধবে সাদা। অর্থাৎ কাঁচিটী কি প্রকার, না ধব্‌ধবে সাদা। ঠিক তদ্রূপ আমাদের অবস্থা। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগে যে কম্পন হয় তাহাকেই আমরা আনন্দ বলিয়া মনে করি। কিন্তু যাহা পরক্ষণেই দুঃখ দেয়, সেটাকে আনন্দ বলা যায় না, উহা দুঃখের দূত। দুঃখ দূর ও সুখ লাভের জন্য চেষ্টা করিয়াও আমাদের দুঃখ দূর হইতেছে না, কারণ ঐ প্রকার নশ্বর বিষয়সুখের পশ্চাতে ধাবমান হইয়া আমরা কোন দিনই বাস্তব সুখ লাভ করিতে পারিব না।

জীব যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থা হইতেই আনন্দের জন্য চেষ্টা করুক, ইহার জন্যই বর্ণাশ্রম বিভাগ। 'চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।' —গীতা ৪।১৩। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতি অনুসারে মানুষের মধ্যে চারিটী বিভাগ করা হইয়াছে। সত্ত্বগুণ প্রধান ব্রাহ্মণগণের চারিটী আশ্রম—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। রজোগুণ ও রজস্তমগুণপ্রধান ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের তিনটী আশ্রম—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ। তমগুণ প্রধান শূদ্রের মাত্র একটী আশ্রম—গার্হস্থ্য। বেদবিধির অবমাননাকারী যাহারা তাহাদিগকে বর্ণবাহ্য অন্ত্যজ বলা হয়। অবশ্য অন্ত্যজগণ বর্ণবাহ্য বলিয়া তাহাদিগকে ঘৃণা করিতে বলা হয় নাই। গুরুতর সংক্রামক ব্যাধির বিস্তৃতি প্রতিরোধের জন্য গুরুতর ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিকে যেমন অন্যান্য রোগী হইতে পৃথক রাখা হয়, উহাকে ঘৃণার কার্য্য বলা হয় না, তদ্রূপ বেদবিরুদ্ধ আচার পারায়ণ চরিত্র ভ্রষ্ট ব্যক্তিকে সমাজ হইতে দূরে রাখাটাও ঘৃণার কার্য্য নয়। উহাদ্বারা পরস্পর সকলেরই মঙ্গল বিধান করা হয়। বর্ণাশ্রম বিধিতে নিজ নিজ যোগ্যতা ও অধিকারানুসারে প্রত্যেককেই উন্নতির সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। বর্ণাশ্রমের

উদ্দেশ্য পূর্ণানন্দ লাভ। "বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্। বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যৎ তত্তোষকারণম্"॥ (বিঃ পুঃ ৩।৮।৯) "বিশুদ্ধ বর্ণাশ্রমাচার-নিষ্ঠ ব্যক্তির দ্বারাই পুরুষোত্তম শ্রীবিষ্ণু আরাধিত হন। তাঁহার এইরূপ আরাধনাই তাঁহার সন্তোষ লাভের একমাত্র পন্থা। অন্য পথ নাই।" সমাজ প্রগতির জন্য বর্ণাশ্রমের ন্যায় সুবৈজ্ঞানিক সমাজ ব্যবস্থা পৃথিবীর অন্যত্র কুত্রাপি নাই।

নির্গুণভাবাবিষ্ট ব্যক্তিগণ বর্ণাশ্রমাতীত। তদ্ব্যতীত সকল বর্ণীগণের মধ্যেই গার্হস্থ্যাশ্রম আছে। ইহা দ্বারা বলা হইতেছে না গার্হস্থ্যাশ্রম সকলের জন্যই বিহিত। যাহাদের মধ্যে ভোগাদির প্রবৃত্তি আছে তাহাদের গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য। বেদে অসবর্ণ বিবাহ নিষিদ্ধ। এজন্য শ্রীনারায়ণকে সাক্ষী করিয়া গুরু-পুরোহিতাদির সমক্ষে সবর্ণে বিবাহ করিয়া গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন কর্ত্তব্য। অসবর্ণ-বিবাহে তাৎকালিক সুখ হইলেও উহার পরিণাম কোনদিনই শুভ হয় না। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে শ্রীভগবান্‌কে কেন্দ্র করিয়া সংসার করিবেন। ভার্য্যাকে ভরণপোষণের সামর্থ্য থাকিলেই বিবাহ করা উচিত নতুবা কুৎসিৎ সন্তান সন্ততি জন্মাইবে। পিতা মাতা ভাল না হইলে সন্তান সন্ততি ভাল হইবে না। ভরণপোষণ অর্থ কেবল ভার্য্যার শারীরিক অভাব পরিপূরণই বুঝায় না তাহার মানসিক ও আত্মীক অভাবও মিটাইতে হইবে। গৃহস্থের ধর্ম্মের চিন্তা, অর্থের চিন্তা, রাজনীতির চিন্তা প্রভৃতি করিতে হয়। যাহাই করা হউক না কেন প্রত্যেকটি মূল স্বার্থের অনুকূলে করিতে হইবে। সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে মনুষ্যজন্মের মূল প্রয়োজন শ্রীভগবৎপ্রেম লাভ, কোন অবস্থায়ই উহার প্রতিকূলাচরণ করিতে হইবে না। সাংসারিক কর্ত্তব্য সমূহ অনাসক্তির সহিত সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য। পরমতসহিষ্ণু হইলে এবং দুঃখ কষ্টের জন্য অপরকে দায়ী না করিয়া নিজকর্ম্মই দায়ী বুঝিতে পারিলে সংসারিক অশান্তি অনেক লাঘব হইবে।

দক্ষিণ ভারতীয় তীর্থ পরিক্রমণ

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রমোদপুরী মহারাজ]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যা ১৮ পৃষ্ঠার পর)

আমরা পুরী, সেতুবন্ধ, রামেশ্বর, কন্যাকুমারী ও বারকালা—এই পাঁচটী স্থানে সমুদ্র স্নানের সৌভাগ্য পাইয়াছিলাম। তবে সেতুবন্ধ, রামেশ্বর ও কন্যাকুমারী—এই তিন স্থানেই স্নান বেশ সুখাবহ হইয়াছিল। তরঙ্গের আঘাতে 'নাকানিচুবানি' খাইতে হয় নাই। কন্যাকুমারীর দৃশ্যটি বড়ই মনোরম। তথায় আমাদের শ্রীধামনবদ্বীপ মায়াপুরের হুলোরঘাটের কথা মনে জাগিল। ভূ-ভাগ ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইতে হইতে যেন একটি হুলের মত হইয়া সমুদ্রে পড়িয়াছে। আমরা সমুদ্রাভিমুখে দণ্ডায়মান হইলে আমাদের বামদিকে পড়ে বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণদিকে আরব সাগর এবং সম্মুখে ভারতমহাসাগর। সমুদ্রের মধ্যেও কিছুদূর পর্য্যন্ত পাহাড়, কোথায়ও জলের মধ্যে, কোথায়ও বা একটু মাথা উঁচু করিয়া আছে। বামদিকে জলের মধ্যেই একটি পাহাড় অনেকটা মাথা উঁচু করিয়া আছে, এই পাহাড়ের উপর শ্রীস্বামী বিবেকানন্দ নাকি দিবসত্রয় অবস্থান করিয়াছিলেন। এজন্য উহাকে লোকে বিবেকানন্দ পাহাড় বলে। স্নানঘাটের নিকটেই ঐ পাহাড়। স্নানঘাটের পূর্ব্বদিকে শ্রীগান্ধীজীর একটি সুন্দর স্মৃতিমন্দির আছে। এখানে তিন সমুদ্রের তিন প্রকার মাটি—একটি কৃষ্ণবর্ণ,

একটি লোহিতাভ আর একটি শ্বেতাভ। এই বালু পৃথক্ পৃথক্ শিশিতে করিয়া বিক্রীত হয়। শ্রীল স্বামীজী মহারাজের আনুগত্যে আমরা ভারতমাতার পদপ্রান্তে সাষ্টাঙ্গে পড়িয়া প্রণতি জ্ঞাপন করিলাম। উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণের শেষপ্রান্ত পর্য্যন্ত কত পবিত্র তীর্থস্থান, কত মঠমন্দির, কত অর্চ্চামূর্ত্তি, কত পবিত্র নদ, নদী, পর্ব্বতাদি আছেন—কত সাধু, সন্ন্যাসী, ভক্ত মহাপুরুষ এই পুণ্য ভূমি ভারতে দৃশ্যরূপে বা অদৃশ্যরূপে থাকিয়া অদ্যাপি কতই না প্রেমভরে ভগবদারাধনা করিতেছেন, তাঁহাদের—শ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণব—সকলেরই শ্রীপাদপদ্ম উদ্দেশ্যে আমরা প্রণতি ও বিজ্ঞপ্তি জ্ঞাপন করিলাম—কত জন্মজন্মান্তর ধরিয়া মুহুর্মুহুঃ কায়িক বাচিক ও মানসিক কত শতসহস্র ক্রটী বিচ্যুতি অপরাধ জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে প্রতিনিয়ত করিয়াছি ও করিতেছি তৎসমুদয়ের মার্জ্জনা এবং আত্মবিশোধন ও ভগবচ্চরণে উত্তরোত্তর রতিমতি বৃদ্ধির বহু প্রার্থনা জানাইলাম। সকলেরই হৃদয় আজ এক অপূর্ব্ব ভাবে বিভাবিত। পূজ্যপাদ মহারাজ এখানে কিছুক্ষণ গদগদ কণ্ঠে অবেগভরে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য নবম অধ্যায় পাঠমুখে আমাদের মনুষ্য জীবনের দুর্ল্লভতা কিন্তু নশ্বরতা এবং ভগবদ্ভজনেই যে তাহার একমাত্র সার্থকতা এবং দেবঋণ, ঋষিঋণ, পিতৃঋণ, আপ্তঋণ, নৃঋণ, ভুতঋণ—সকল ঋণ হইতে চিরনিষ্কৃতি লাভ হয় ইত্যাদি প্রাণস্পর্শী ভাষায় কীর্ত্তন করিয়া সকলকেই প্রচুর আনন্দ দান করেন। অতঃপর আমরা 'কন্যাকুমারী' দেবীর দর্শনে যাই। তখন অভিষেক হইতেছিল। অভিষেকান্তে দেবীর হরিৎচন্দন ও বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা অতীব সুন্দর শৃঙ্গার হইল। এক অপূর্ব্ব দর্শন। পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের ইঁহাকে দর্শন করিয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখস্মৃতি চিত্তে জাগরূপ হইয়া এক অপূর্ব্ব ভাবান্তর প্রকটিত হইয়াছিল। ইঁহাকে অভিন্ন শ্রীবার্ষভানবী অনূঢ়া গোপীর মাল্যহস্তে কৃষ্ণগলে মাল্যদানার্থ অপেক্ষমাণা দর্শনে শ্রীল প্রভুপাদ ভাবাবিষ্ট হইয়াছিলেন।

পূজ্যপাদ মহারাজজীর চরণাশ্রিত শ্রীমান্ গোপীনাথ দাসাধিকারী নামক এক পুর্ব্ববঙ্গবাসী গৃহস্থ ভক্ত সমুদ্রত্রয়-সঙ্গমস্থল ত্রিবেণী স্নানঘাটের সম্মুখস্থ একটি ছোট পাহাড়ের উপর উঠিয়া তদ্দক্ষিণস্থ ভারতমহাসমুদ্র জল স্পর্শাভিলাষে একটু নামিয়া হাত বাড়াইতে গিয়া এক তরঙ্গাঘাতে মহাসমুদ্র মধ্যে পড়িয়া যায়। সমুদ্রের তরঙ্গ তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া অনবরত পাহাড়ের গায়ে আছাড় দিতে দিতে ক্ষত বিক্ষত করিয়া দিতেছেন, এমন সময়ে একটি ছোট জেলে ডিঙ্গি সবেগে তথায় আসিয়া পড়ে, দুইটি মাত্র মাঝি, তন্মধ্যে করুণহৃদয় একটি মাঝি লাফ দিয়া পড়িয়া তাহাকে ধরিয়া ডিঙ্গির উপর উঠাইয়া নিজে নৌকা ধরিয়া সাঁতার দিতে দিতে কূলে উঠিল। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অপার করুণায় গোপীনাথের জীবন এযাত্রা রক্ষা পাইল। আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইলে হয়ত তাহাকে জন্মের মত হারাইতে হইত। সকলেই বলিতে লাগিলেন—রাখে কৃষ্ণ মারে কে? আমাদের তখন শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদের শ্লোক মনে হইতে লাগিল—

"সংসার দুঃখজলধৌ পতিতস্য কামক্রোধাদি নক্রমকরৈঃ
কবলীকৃতস্য।
দুর্ব্বাসনা নিগড়িতস্য নিরাশ্রয়স্য চৈতন্যচন্দ্র দেহি মে
পদাবলম্বনম্॥"

"তব পাদপদ্মনাথ রক্ষিবে আমারে।
আর রক্ষাকর্ত্তা নাহি এ ভব সংসারে॥"

অবশ্য ছেলেটিকে অনেক চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। শ্রীভগবানের অপার করুণায় এ যাত্রায় আর কোন বিশেষ বিঘ্ন উপস্থিত হয় নাই।

কন্যাকুমারী, সেতুবন্ধ ও রামেশ্বর হইতে যাত্রীদের মধ্যে অনেকেই চিত্রবিচিত্র শঙ্খাদি তত্তৎস্থানের স্মারক-চিহ্ন স্বরূপ সঙ্গে লইয়াছিলেন।

আমরা শ্রীসীমাচলম্ ও মঙ্গলগিরিতে শ্রীল প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠিত শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ দর্শন করিয়া বড়ই আনন্দলাভ করিয়াছি। পরমারাধ্য প্রভুপাদের ১০৮টি পাদপীঠ প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প ছিল। পূজ্যপাদ স্বামীজী উক্ত পাদ-

পীঠদ্বয় স্বয়ং ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া আমাদিগের সকলকেই কিছু কিছু পূজন সৌভাগ্যদান করিয়াছিলেন। শ্রীপুরীধামে আঠারনালায় শ্রীল প্রভুপাদের মনোঽভীষ্টানুসারে তন্নিজজন শ্রীল মাধব মহারাজ কএকবৎসর পূর্ব্বে একটি ছোট মন্দিরাভ্যন্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই শ্রীমন্দিরের দৈনন্দিন সেবা-পূজা পরিচালনার্থ একজন শাসন ব্রাহ্মণ নিযুক্ত আছেন। স্বামীজী তৎসম্পর্কিত যাবতীয় ব্যয় স্বয়ং বহন করিয়া আমাদের সকলেরই বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইতেছেন। এবারও শ্রীজগন্নাথদর্শনের প্রাক্কালে শ্রীল স্বামীজী মহারাজের আনুগত্যে আমাদের আঠারনালার এই শ্রীচৈতন্য-পাদপীঠার্চ্চা পূজার সৌভাগ্য হইয়াছিল।

"যাহাহউক, গৌর আমার যে সব স্থান করল ভ্রমণ রঙ্গে, সেসব স্থান হেরব আমি প্রণয়িভকত সঙ্গে"—এই মহাজন-বাক্য শিরে ধারণ করিয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ প্রিয়তম আচার্য্য প্রবর শ্রীল মাধব গোস্বামিপাদের আনুগত্যে আমরা গত ৪ঠা কার্ত্তিক (১৩৬৯), ইং ২১শে অক্টোবর (১৯৬২) রবিবার শ্রীবহুলাষ্টমীতিথি শুভবাসরে মহাতীর্থ শ্রীরাধা-কুণ্ডাবির্ভাব ও শ্রীকুণ্ডস্নান স্মরণমুখে ৮০ অশীতি (শ্রীমন্মহারাজ সহ একাশীতি) মূর্ত্তি ৩৫ নং সতীশমুখার্জ্জী রোডস্থ (কলিকাতা ২৬) শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীগুরুদেব, শ্রীগৌরসুন্দর (শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিজয়বিগ্রহ), একমূর্ত্তি শ্রীশালগ্রাম ও একমূর্ত্তি শ্রীগিরিধারী (গোবর্দ্ধনশিলা) শ্রীবিগ্রহগণকে অগ্রণী করিয়া বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে সন্ধ্যা ৮ ঘটিকায় হাওড়া ষ্টেসনাভিমুখে যাত্রা করি এবং তথা হইতে রাত্রি ১০-১০ মিঃ এ পুরী প্যাসেঞ্জারে রিজার্ভবগি-যোগে (Hall Type এর) ১২ নং প্লাটফর্ম্ম হইতে মুহুর্মুহুঃ বিপুল জয়ধ্বনি মধ্যে দক্ষিণভারতাভিমুখে শুভযাত্রা করি। আমাদের গাড়ীখানির নং G. T. Y 1911 মাদ্রাজ সহরে মাদ্রাজ ষ্টেসন হইতে একমাইল দূরবর্ত্তী এগমোর ষ্টেসন হইতে আমাদিগকে পুনরায় মিটার গেজের গাড়ী লইতে হইয়াছিল। তাহার নং ৩১৫১। এরণাকুলামে আমরা আবার মিটার গেজ ছাড়িয়া ব্রড গেজের সেই পূর্ব্ব ১৯১১ নং বগিতে উঠি। আমাদের এই ১৯১১ নং গাড়ী এরণা-কুলামের পরবর্ত্তি কোচিন ষ্টেসনে অপেক্ষা করিতেছিল। কোচিন বেশ ভাল বন্দর।

সমুদ্রতটে ভ্রমণ করিতে করিতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নারিকেল বাগান দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়াছি, কিন্তু এত নারিকেল থাকা সত্ত্বেও দাম আমাদের এতদ্দেশেরই মত—সস্তা নহে। তৈলের ব্যবসায়ের জন্যই এত বেশীদাম। এদিকে অসময়েও বড় বড় আম, আনারস, কচিতাল, কাঁঠাল প্রভৃতি ফল পাওয়া যায়। কন্যাকুমারীতে বড় বড় আম কেনা হইয়াছিল। স্থানে স্থানে গাছে কাঁঠালও দেখিয়াছি।

আমরা যে যেস্থান ভ্রমণ করিয়াছি, তাহার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে তারিখ সহ প্রদান করিতেছি। ভগবদিচ্ছা হইলে অতঃপর বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইবে। আমরা তীর্থ ভ্রমণান্তে গত ১৩ই অগ্রহায়ণ (১৩৬৯), ইং ২৯শে নবেম্বর (১৯৬২) বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নির্ব্বিঘ্নে হাওড়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছি। আমাদের উপরিউক্ত ৮১ মূর্ত্তি ব্যতীত আরও ৩ মূর্ত্তি পরে বৃদ্ধি পাইয়াছে। হাওড়া ষ্টেসনে শ্রীসঙ্কর্ষণ দাসাধিকারী এবং মাদ্রাজ ষ্টেসনে হায়দরাবাদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে আগত তত্রত্য মঠরক্ষক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী ও মঠসেবক শ্রীজগবন্ধু ব্রহ্মচারী—এই তিন মূর্ত্তি। সুতরাং মোট ৮৪ মূর্ত্তি। তন্মধ্যে মঠবাসী ছিলেন—ষোল মূর্ত্তি।

শ্রীবলরামদাস ব্রহ্মচারী কীর্ত্তন ও শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চনাদি করিয়াছেন শ্রীজগবন্ধু টিয়ারী পাচক, শ্রীশ্রীনিবাস দাসাধিকারী প্রভৃতি তাঁহার সহায়ক ছিলেন। শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী প্রভু রন্ধনাদির তত্ত্বাবধান ও সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাকালে কীর্ত্তনাদিদ্বারা আমাদিগের যথেষ্ট আনন্দভাজন হইয়াছেন। শ্রীপাদ নারায়ণদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীমান্ পরেশানুভব দাস ব্রহ্মচারীসহ বাজারহাট করা জিনিষপত্র গোছান, যাত্রিগণকে প্রসাদ বিতরণ এবং যাবতীয় হিসাবপত্র সংরক্ষণাদি কার্য্যে পূজ্যপাদ মহারাজজীকে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। শ্রীমান্ নারায়ণ দাস ব্রহ্মচারীজীও (কাপুর) রেলওয়ে সংক্রান্ত তত্ত্বাবধানাদি

কার্য্যে মহারাজজীকে নানাপ্রকারে সাহায্য করিয়াছেন। পণ্ডিত শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীজগবন্ধু, শ্রীভগবান্ দাস, শ্রীজগজ্জীবন, শ্রীমদনমোহন দাস, শ্রীচৈতন্যচরণ দাসাধিকারী, শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারীজী, শ্রীদীননাথ পণ্ডিত প্রমুখ মঠসেবকগণ পরিবেশন ও নানা সেবাকার্য্যে সর্ব্বক্ষণ তৎপর থাকিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবের বিশেষ আনন্দ ভাজন হইয়াছেন। শ্রীনিমাই দাস বনচারী (মাষ্টার মহাশয়) ও শ্রীনরোত্তম দাস ব্রহ্মচারীজী যাত্রিগণের মধ্যে যাঁহারা মধ্যে মধ্যে অসুস্থ হইয়া পড়িতেছিলেন, তাঁহাদিগের ঔষধ পথ্যাদির ব্যবস্থা করিয়া এবং অন্যান্য সেবাদ্বারা শ্রীগুরুবৈষ্ণবের বিশেষ কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

গৃহস্থ ভক্তগণের মধ্যে শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার বি-এ, বি-এল, শ্রীঅজিত কৃষ্ণ দাসাধিকারী, শ্রীধীরেন্দ্র নারায়ণ ঘোষাল (শ্রীধীরকৃষ্ণ দাসাধিকারী), শ্রীচৈতন্য চরণ দাসাধিকারী, শ্রীসঙ্কর্ষণ দাসাধিকারী **প্রমুখ ভক্তবৃন্দও** নানাভাবে সেবানুকূল্য করিয়াছেন।

গত উত্থান একাদশী দিবস (৮ই নবেম্বর, গুরুবার) শ্রীল স্বামীজী মহারাজের আবির্ভাব তিথি বাসরে স্বামীজী স্বয়ং শ্রীপাদ কেশবপ্রভু, নারায়ণ প্রভু (মুখার্জী), নরোত্তম দাস ব্রহ্মচারীজী ও আমাদের সঙ্গে লইয়া কাবেরী স্নানান্তে শ্রীময়ূরেশ্বর মন্দির দর্শন করেন এবং গাড়ীতে আসিয়া কাবেরী হইতে আনীত পবিত্র জল দ্বারা শ্রীভগবানের এবং গুরুবর্গের যথাবিধি অভিষেক সম্পাদন পূর্ব্বক শ্রীবিগ্রহগণের অর্চ্চন, ভোগনিবেদন ও আরাত্রিকাদি স্বহস্তে সম্পাদন করিয়া তাঁহার সতীর্থ আমাদিগকে প্রীতিভরে প্রসাদী মাল্যচন্দন ও বস্ত্রাদি দান করেন কুম্ভকোণম্ ষ্টেসন প্লাটফর্ম্মে মহারাজের শিষ্য ও শিষ্যাগণ বিপুল জয়ধ্বনির সহিত তাঁহাদের গুরুপূজা সম্পাদন করেন। শ্রীগুরুদেবের 'সন্ন্যাসী সতীর্থ' হিসাবে মাদৃশ জীবাধম প্রতিও তাঁহারা পুষ্পমাল্য ও মুদ্রাদি দ্বারা যথাযোগ্য মর্য্যাদা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। এই দিবসই কুম্ভকোণমে মহারাজজী প্রায় ৫ ঘণ্টা কাল অবিশ্রান্ত হরিকথা বলিয়াছিলেন। একদিকে মুষলধারে বারিবর্ষণ অন্যদিকে শ্রীল স্বামীজীর শ্রীমুখ নিঃসৃত কৃষ্ণকথাপীযূষ প্রস্রবণ সকলকেই শান্ত স্নিগ্ধ ক্ষুধা তৃষ্ণা বিজিত করিয়া রাখিয়াছিল। পরদিন তাঞ্জোরে মহোৎসবের ব্যবস্থা হয়। এইদিনই আমাদের দামোদর ব্রতের নিয়মভঙ্গ হইয়াছিল।

গতবর্ষের ন্যায় এবারও শ্রীনিবাস প্রভু, ঘোষাল মহাশয়, মজুমদার মহাশয়, দীননাথ প্রভু, রামগতি প্রভু, লোকনাথ ব্রহ্মচারী, মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী প্রমুখ ভক্তবৃন্দ নিয়মসেবার কীর্ত্তনাদি যথানিয়মে সম্পাদন করিয়াছেন। আরতি-কীর্ত্তন সেবায় শ্রীপাদ নারায়ণ প্রভুকে বরাবরই বিশেষ উৎসাহবিশিষ্ট দেখা গিয়াছে। যাত্রিগণের মধ্যে অনেকেই তীর্থ ভ্রমণ কালে বিশেষ বিশেষ তীর্থ সমূহে শ্রীভগবানের ভোগবৈচিত্র্যের ব্যবস্থা করিয়া উৎসবাদি করিয়াছেন। কলিকাতা মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াও অনেকে উৎসবাদির আয়োজন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-কার্ষ্ণ সেবার সৌভাগ্য বরণ করিয়াছেন।

আমরা যে যে স্থান যেতারিখে পরিক্রমা করিয়াছি, তাহার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে প্রদান করিতেছি :—

২১।১০।৬২ (৪ঠা কার্ত্তিক, ১৩৬৯) রাত্রি ১০-১০ মিঃ এ পুরী প্যাসেঞ্জারে হাওড়া হইতে যাত্রা, ২২।১০ সকালে বালেশ্বর উপস্থিতি, তথা হইতে বাসযোগে ৬ মাইল দূরবর্ত্তী রেমুণায় শ্রীগোপীনাথ দর্শন ; ১৩।১০ সকালে ভুবনেশ্বর—কতিপয় যাত্রীর তথায় অবতরণ এবং শ্রীঅনন্ত বাসুদেব ও শ্রীভুবনেশ্বর দর্শনান্তে বাসযোগে সাক্ষীগোপাল দর্শন পূর্ব্বক পুরীষ্টেসনে আগমন ; ২৪।১০ সকাল ৮টায় ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর, তত্তটস্থ ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা, রাণী শ্রীগুণ্ডিচাদেবী, শ্রীনীলমাধব ও শ্রীনীলকণ্ঠ মহাদেব দর্শনান্তে শ্রীনৃসিংহ মন্দির ও শ্রীগুণ্ডিচামন্দির দর্শন, তথা হইতে আঠার নালা পাদপীঠ মন্দিরে গমন করিয়া শ্রীপাদপীঠ পূজা এবং শ্রীনরেন্দ্র সরোবর দর্শনান্তে ষ্টেশনে প্রত্যাবর্ত্তন ; পুনরায় সন্ধ্যায় শ্রীজগন্নাথ বল্লভ উদ্যানে শ্রীগোপীনাথ, শ্রীমন্মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ এবং শ্রীজগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রা জিউর দর্শনান্তে পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবস্থানে প্রণতি জ্ঞাপন পূর্ব্বক শ্রীশ্রীজগন্নাথ মন্দিরে গমন এবং

তথায় শ্রীপতিতপাবন জগন্নাথ, শ্রীনৃসিংহ দেব, শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠাদি বন্দনা করিয়া শ্রীজগন্নাথের মুখ্য মন্দিরে প্রথমে গরুড়স্তম্ভে প্রণাম, পরে শ্রীজগন্নাথ-বলদেব-সুভদ্রাজিউ, শ্রীসুদর্শনচক্র, শ্রীভূশক্তি বা শ্রীরুক্মিণী-সত্যভামা বা শ্রীলক্ষ্মী সরস্বতী দর্শন, অতঃপর শ্রীজগন্নাথের উৎসব বিগ্রহ, ষড়্ভুজ মহাপ্রভু, আদিনৃসিংহ, রোহিণীকুণ্ড, শ্রীবিমলাদেবী, শ্রীসাক্ষীগোপাল, শ্রীসত্যভামা, শ্রীরুক্মিণী (মহালক্ষ্মী) মন্দিরাদি দর্শন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদ-পীঠ পরিক্রমণান্তে ষ্টেসনে প্রত্যাবর্ত্তন; ২৫।১০ সকালে শ্রীশ্বেতগঙ্গা (তটস্থ মন্দিরে শ্রীশ্বেত-মাধব, মৎস্যমাধব ও মুক্তিশিলা শিবলিঙ্গ), শ্রীগঙ্গামাতা মঠে শ্রীরাধারসিক রায়, মদনমোহন, শ্যামসুন্দর, রাধা-বিনোদ, রাধারমণ, দামোদর, শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, পতিতপাবন জগন্নাথ, শ্রীশালগ্রাম, গোপাল প্রভৃতি বিগ্রহ এবং শ্রীসার্ব্বভৌম গাদী প্রভৃতি দর্শন, শ্রীকাশীমিশ্র ভবনে শ্রীগম্ভীরা, শ্রীরাধাকান্ত ও শ্রীগোপালগুরুজিউর দর্শন; শ্রীসিদ্ধবকুল, ষড়্ভুজ মহাপ্রভু, ঠাকুর হরিদাস ও শ্রীনৃসিংহদেব দর্শন, স্বর্গদ্বারে সমুদ্রস্নানান্তে শ্রীহরি-দাস ঠাকুরের সমাধিমন্দির দর্শন, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভক্তিকুটী ও শ্রীপুরুষোত্তম মঠে শ্রীল প্রভুপাদের ভজন কুটীতে প্রণাম জ্ঞাপন, টোটা গোপীনাথে শ্রীরেবতী-বারুণীরমণ বলদেব, শ্রীরাধাগোপীনাথ, (শ্রীগোপীনাথের নটবর বেষ) শ্রীরাধা মদনমোহন ও শ্রীগৌরগদাধর দর্শন ও শ্রীগোপীনাথবিজ্ঞপ্তি কর্ত্তন, শ্রীযমেশ্বর টোটায় শ্রীযমেশ্বর শিবদর্শন, শ্রীজগন্নাথ মন্দির পরিক্রমণ এবং শ্রীঅরুণস্তম্ভ ও শ্রীপতিতপাবনকে প্রণামান্তে ষ্টেসনে প্রত্যাবর্ত্তন, শ্রীজগন্নাথের মহাপ্রসাদ সেবন ও বৈকালে চক্রতীর্থ দর্শন এবং রাত্রি ৯-৪০ মিঃ এ হায়দ্রাবাদ এক্সপ্রেসে ওয়ালটেয়ার যাত্রা।

২৬।১০—রাস্তায় অনেক বিলম্ব, অপরাহ্ণ ৫॥ টায় ওয়ালটেয়ার উপস্থিতি; ২৭।১০—সকাল প্রায় ৭টায় বাসযোগে সিংহাচলম্ যাত্রা, ॥০ আনা ভাড়া, দেবস্থানের মোটরে পর্ব্বতোপরি উঠিবার সময় ৶০ আনা ও নামিবার সময় ॥০ আনা ভাড়া, হাঁটাপথে ১২০০ সিড়ি, পর্ব্বতোপরি শ্রীল প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠার্চ্চা প্রথমে পূজা, পরে শ্রীনৃসিংহ মূর্ত্তি দর্শন—শ্রীমূর্ত্তি বৎসরের সব-সময় চন্দনাবৃত, কেবল অক্ষয়তৃতীয়া দিবস স্বরূপ দর্শন, দক্ষিণে শ্রী, বামে ভূশক্তি, দর্শনান্তে ষ্টেসন প্রত্যাবর্ত্তন, ওয়ালটেয়ারের কয়েকষ্টেসন পরে বন্যায় রেললাইন খারাপ হওয়ায় ৩দিন ওয়ালটেয়ারে অবস্থান, কত্রকদিনই বৃষ্টি, ওয়ালটেয়ার ষ্টেসন প্লাটফর্ম্মে রাত্রে হরিসভা—শ্রীল মহারাজ ও আমার হরিকথা; ২৮।১০—ওয়ালটেয়ারে অবস্থিতি ও হরিকথা; ২৯।১০—গত বৎসর যেমন ডাকোর ষ্টেসনে শ্রীরণছোড়রায়জীর চরণ সান্নিধ্যে, এবৎসর তেমন সিংহাচলস্থ শ্রীনৃসিংহদেবের পদপ্রান্তে বসিয়া ওয়ালটেয়ারে শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা ও অন্নকূট মহোৎসব সম্পাদিত হয়, পূজ্যপাদ মহারাজের ইচ্ছায় আমি পূজা করি, ৬২ প্রকার ভোগবৈচিত্র নিবেদিত হয়, D. S, Chief Engineer ও Station Staffকে প্রসাদ দেওয়া হয়; ৩০।১০—মাদ্রাজ লাইন খারাপ হওয়ায় গোদাবরী তটস্থ গোষ্পদ তীর্থ ও রায়রামানন্দসহ মহাপ্রভুর মিলনস্থান কভুর যাওয়া স্থগিত হইয়া ভোর ৪-২৫ মিঃ এ রায়পুর যাত্রা, রাত্রি ৮-৩৫ মিঃ এ রায়পুর পৌঁছিয়া তথা হইতে রাত্রি ১১-৫১ মিঃ এ নাগপুর যাত্রা; ৩১।১০—বেলা ১০-৩৫ মিঃ এ নাগপুর উপস্থিতি, তথা হইতে বেলা ১১-২৫ মিঃ এ বেজোয়াড়া যাত্রা।

১।১১—ভোর প্রায় ৪-৩০ টায় বেজোয়াড়া উপস্থিতি—এখান হইতে মঙ্গলগিরি নিকটেই, বাস ভাড়া ৪০ নঃ পঃ, ট্রেণ ভাড়া ২৫ নঃ পঃ। আমরা যাওয়ার সময় বাসে ও ফিরিবার সময় ট্রেনে ফিরি; প্রথমে পাহাড়ের উপর শ্রীল প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠিত শ্রীচৈতন্যপাদপীঠপূজা পরে শ্রীপানানৃসিংহ দর্শন, পূজন ও পানা ভোগ নিবেদন। বৈশিষ্ট্য—শ্রীনৃসিংহদেবকে যে পানা বা সরবত ভোগ দেওয়া হয়, তাহার অর্দ্ধেক তিনি গ্রহণ করেন, অর্দ্ধেক প্রসাদ রাখেন। আমরা সরবত প্রসাদ পাইয়া গিরি-সানুদেশস্থ শ্রীলক্ষ্মীনৃসিংহমন্দির দর্শন এবং ফল ও ফুলি-

হারাপ্রসাদ সেবনান্তে বেজোয়াডা ষ্টেসনে প্রত্যাবর্ত্তন করি। সন্ধ্যা ৬-১০ মিঃ এ মাদ্রাজ রওনা হই; ২।১১—অপরাহ্ণ ৪-২০ মিঃএ মাদ্রাজ পৌঁছাই, কিন্তু Shunting করিয়া ৮নং প্লাটফর্ম্মে আমাদের গাড়ী রাখিতে রাত্রি ১০টা বাজাইল, সুতরাং দর্শন বন্ধ; ৩।১১—সকালে বাসযোগে প্রথমে শ্রীল প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌড়ীয়-মঠে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীজিউ, পরে শ্রীপার্থ-সারথি ও শ্রীকপালীশ্বর শিবমন্দির দর্শন করা হয়। বৈকাল ৫টায় মাদ্রাজ সেণ্ট্রাল ষ্টেসন হইতে ব্রডগেজের গাড়ী ছাড়িয়া এগ্‌মোর ষ্টেসনে মিটারগজের গাড়ীতে উঠিতে হয়। রাত্রি ১০-১৫ মিঃ এ রওনা হইয়া ১২-৭ মিঃ এ চিঙ্গলপেট ষ্টেসনে পৌঁছাই। (ক্রমশঃ)

প্রচার প্রসঙ্গ

শ্রীবার্ষভানবীদয়িত গৌড়ীয় মঠ, উদালা:— বিগত ২৮ মাধব, ২৩ মাঘ, ৬ ফেব্রুয়ারী বুধবার শ্রীনিত্যানন্দ ত্রয়োদশী তিথিবাসরে উড়িষ্যা প্রদেশের ময়ুরভঞ্জ জেলা-স্থিত উদালায় শ্রীবার্ষভানবীদয়িত গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসবোপলক্ষে দুই দিবসব্যাপী বিশেষ ধর্ম্মানুষ্ঠানের আয়োজন হয়। ২২ মাঘ, ৫ ফেব্রুয়ারী অধিবাস বাসরে উড়িষ্যার বিভিন্ন জেলা হইতে বহু শত নরনারী উৎসবে যোগদানের জন্য শ্রীমঠে শুভাগমন করেন। উক্ত দিবস রাত্রি ৭-৩০ টায় ধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীমঠের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্ত্যালোক পরমহংস মহারাজ ও শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ বক্তৃতা করেন। ২৩ মাঘ বুধবার পূর্ব্বাহ্ণ শ্রীমঠ হইতে নগর-সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া উদালার প্রধান প্রধান রাস্তা পরিভ্রমণ করে, মধ্যাহ্নে মহোৎসবে ন্যূনাধিক সহস্র নরনারী মহাপ্রসাদ সম্মান করেন এবং রাত্রিতে বিশেষ ধর্ম্মসভায় পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্ত্যালোক পরমহংস মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ সজ্জন মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ শ্রীনিত্যানন্দ তত্ত্ব ও মহিমা সম্বন্ধে সারগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে শ্রীবটকৃষ্ণ দাসাধি-কারী প্রভুর সুললিত ভজনকীর্ত্তন বিশেষ চিত্তাকর্ষক হয়।

উৎসব সাফল্যমণ্ডিত করিতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ সজ্জন মহারাজ, শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস হরিজন মহারাজ, শ্রীপাদ গিরিধারী দাস বাবাজী মহারাজ ও শ্রীক্ষীরোদশায়ী ব্রহ্মচারীর অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবা চেষ্টা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত শ্রীপাদ দামোদর দাস ব্রজবাসী, শ্রীমুকুন্দমুরারি ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন বনচারী, শ্রীপুষ্পগোপাল বনচারী, শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীপুরুষোত্তমদাস ব্রহ্মচারীর সেবা-চেষ্টাও প্রশংসনীয়। উদালা মহকুমার রাণীবাঁধার ও বেলডিহা-কোপ্তিপদার দুইটী কীর্ত্তনপার্টি নগর-সঙ্কীর্ত্তনে যোগদান করিয়া ভক্তবৃন্দের বিশেষ উল্লাস বর্দ্ধন করিয়াছেন। গৃহস্থ ভক্তগণের মধ্যে শ্রীমঠের সহকারী সম্পাদক শ্রীহরিবন্ধু দাস মহাপাত্র ও শ্রীশ্রীনাথ চন্দ্র পণ্ডা মহাশয়ের শ্রীমঠের জন্য কায়-মনোবাক্যে সেবা-প্রচেষ্টা বিশেষ উৎসাহব্যঞ্জক। যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন তন্মধ্যে শ্রীজয়কৃষ্ণ পরিডা, বি-এ, বি-এল্, শ্রীগৌরমোহন বেহারা, বি-এ, বি-এল্, শ্রীদুর্য্যোধন নায়ক, বি-ডি-ও, শ্রীশরৎচন্দ্র ত্রিপাঠী, শিক্ষা বিভাগের ডেপুটী ইন্সপেক্টর শ্রীদেবেন্দ্র নাথ

ভ্রম-সংশোধন

শ্রীচৈতন্য-বাণী ৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যা ৭ম পৃষ্ঠা ২য় কলম ১০ মলাইনে "প্রবোধানন্দ" শব্দ স্থলে "প্রকাশানন্দ" হইবে। সহৃদয়, পাঠকগণ— উহা সংশোধন করিয়া পাঠ করিতে প্রার্থনা। সম্পাদক

প্রধান, নীলগিরির অবসরপ্রাপ্ত এস্-ডি-ও শ্রীকৃষ্ণ মহাপাত্র, শ্রীপদ্মলোচন নায়ক, শ্রীগোপীনাথ দাস, শ্রীউমাচরণ দাস প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, সরভোগ (আসাম) ও **শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ** (ঢাকা)**:**—পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের কৃপানির্দ্দেশ ক্রমে তাঁহার পরিচালনাধীন অন্যতম প্রচারকেন্দ্র আসাম প্রদেশস্থ কামরূপ জেলার অন্তর্গত সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠে ও ঢাকা জেলার অন্তর্গত বালিয়াটী শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠে বিগত ২৫ ফাল্গুন, ১০ মার্চ্চ রবিবার শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব দিবস শ্রীমঠাশ্রিত ও অনুগত ভক্তগণ সমস্ত দিবসব্যাপী উপবাস, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ, সন্ধ্যায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহাভিষেক, বিশেষপূজা ও ভোগরাগ প্রদান প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গের অনুশীলন ক্রমে শ্রীমাধবতিথি পালন করেন। তৎপর দিবস শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দোৎসব উপলক্ষে মঠে সমাগত সজ্জন ও ভক্তগণ সকলকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ দ্বারা উৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হয়।

এতদ্ভিন্ন শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শাখা উত্তর প্রদেশস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীধাম বৃন্দাবন; আসাম প্রদেশস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর এবং নদীয়া জেলার সদর কৃষ্ণনগরস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠাচার্য্যের কৃপা প্রার্থনামুখে মঠাশ্রিত ভক্তগণ শ্রীগৌর-জয়ন্তী তিথি সমস্তদিবসব্যাপী উপবাস ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাদি প্রসঙ্গ পাঠ প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ যাজন দ্বারা যথারীতি পালন করেন এবং তৎপর দিবস মঠে সমাগত সকলকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদানে বিশেষভাবে আপ্যায়িত করেন।

শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট:—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের অন্যতম শাখা নদীয়া জেলার অন্তর্গত যশড়াস্থিত শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাটে তথাকার ভারপ্রাপ্ত সেবক শ্রীকৃষ্ণমোহন ব্রহ্মচারীজীর সেবা চেষ্টায় এবং স্থানীয় ভক্তবৃন্দের বিশেষ উৎসাহ ও সহায়তায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথি ও শ্রীশ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা মহোৎসব বিগত ২৫ ফাল্গুন, ১০ মার্চ্চ রবিবার তারিখে বিশেষ সমারোহে ও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

উৎসব উপলক্ষে শ্রীপাটের অন্যতম সেবক শ্রীগোবর্দ্ধন-দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীতমালকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারীর অক্লান্ত পরিশ্রম প্রশংসনীয়।

Statement about ownership and other particulars about newspaper 'Sree Chaitanya Bani'.

1. Place of publication : Sri Chaitanya Gaudiya Math. 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26.
2. Periodicity of its publication : Monthly.
3. & 4. Printer's and Publisher's name : Mangalniloy Brahmachary.
   Nationality : Hindu.
   Address :—Sri Chaitanya Gaudiya Math, 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26.
5. Editor's name :—Srimad Bhakti Ballabh Tirtha Maharaj.
   Nationality : Hindu.
   Address :—Sri Chaitanya Gaudiya Math, 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26.
6. Name and address of the Owner of the newspaper : Sri Chaitanya Gaudiya Math. 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26.

I, Mangalniloy Brahmachary, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief. Sd. Mangalniloy Brahmachary.

Dated 29. 3. 1963. Signature of Publisher.

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইঁহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৫'০০ টাকা, ষান্মাসিক ২'৭৫ নঃ পঃ, প্রতি সংখ্যা '৫০ নঃ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

বিজ্ঞাপনের হার—

প্রতিবার ১ পৃষ্ঠা—৪০৲ (চল্লিশ টাকা), অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা ১ কলম—২২৲ (বাইশ টাকা), সিকি পৃষ্ঠা বা অর্দ্ধ কলম—১২৲ (বার টাকা), সিকি কলম—৭৲ (সাত টাকা), ⅛ কলম ৪৲ (চার টাকা)। দীর্ঘ কালের জন্য বিজ্ঞাপন দিলে ভিক্ষা স্বতন্ত্র। তাহা সাক্ষাদ্‌ভাবে অথবা পত্রদ্বারা জ্ঞাতব্য।

নিবেদক— কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রাথমিক বিদ্যালয়

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি নদীয়া জেলান্তর্গত শ্রীধাম-মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ অধিবাসিবৃন্দের অনুরোধক্রমে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ তত্রস্থ শিশুগণের শিক্ষার জন্য শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রাথমিক বিদ্যালয় নামে একটী অবৈতনিক পাঠশালা (স্কুল) বিগত ১৭ই মধুসূদন, ৪৭৩ শ্রীগৌরাব্দ, ২৬শে বৈশাখ, ১৩৬৬, ১০ই মে, ১৯৫৯ রবিবার অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সংগৃহীত জমিতে প্রতিষ্ঠিত করেন।

সম্প্রতি উহা পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে। শিক্ষা বোর্ডের পুস্তক তালিকা-নুসারে বালকবালিকাদিগকে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার ভিত্তিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। বিদ্যালয়টী গঙ্গা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থলের সন্নিকটস্থ স্থানে অবস্থিত, সর্ব্বদা মুক্তবায়ুপরিষেবিত অতীব মনোরম ও স্বাস্থ্যকর।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

বৈশাখ—১৩৭০

৩য় বর্ষ] মধুসূদন, ৪৭৭ শ্রীগৌরাব্দ [৩য় সংখ্যা

"কনক-কামিনী, প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী,
ছাড়িয়াছে যারে সেইত বৈষ্ণব।
সেই অনাসক্ত, সেই শুদ্ধ ভক্ত,
সংসার তথায় পায় পরাভব॥" —প্রভুপাদ

"শ্রীদয়িত দাস, কীর্ত্তনেতে আশ,
কর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম রব।
কীর্ত্তন-প্রভাবে, স্মরণ হইবে,
সে কালে ভজন নির্জ্জন সম্ভব॥" —প্রভুপাদ

শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ, এম্-এ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি।
২। উপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ।
৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্।
৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ
৫। শ্রীগোপীরমণ দাস, বিদ্যাভূষণ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ

আকর মঠ ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

১। (ক) শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।
(খ) ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬।
২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।
৩। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর।
৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, বৃন্দাবন (মথুরা)।
৫। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা।
৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ—২ (অন্ধ্রপ্রদেশ)।
৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম)
৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম)
৯। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, গ্রাম—শ্রীপাট যশড়া, পোঃ—চাকদহ (নদীয়া)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১০। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)।
১১। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)।

মুদ্রণালয় ঃ—

'রাজলক্ষ্মী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্', ৪৩, রূপনারায়ণ নন্দন লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা-২৫।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

৩য় বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, বৈশাখ, ১৩৭০।
২১ মধুসূদন, ৪৭৭ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ বৈশাখ, সোমবার, ২৯ এপ্রিল, ১৯৬৩। | ৩য় সংখ্যা

জীবের মূলব্যাধি ও নিরাময়ের উপায়।

এই সংসার অনিত্য, এখানে কেহই চিরদিন বাস করিতে আসে নাই। ভগবান্ যাঁহাকে যখন সেখানে রাখেন, তিনি তখন অম্লান বদনে সেখানে থাকিয়া ভগবানের পুরস্কার বা তিরস্কার গ্রহণ করিবেন। ভগবানের যাবতীয় পুরস্কার বা তিরস্কার মঙ্গলের জন্যই বিহিত হয়। ভগবানের মায়াশক্তির পুরস্কারকে আমরা আদর করি, আর তাঁহার তিরস্কারগুলি আমাদিগকে নানা প্রকারে যাতনা দেয়। মায়ার এই দণ্ড ভগবানের কৃপা-প্রসাদ লাভ করিবার উদ্দেশ্যেই বিহিত হয় বলিয়া তাহাও ভক্তগণ অনাদর করেন না, তাহা অম্লানবদনে সহিষ্ণুতার সহিত ভগবৎকৃপা বলিয়া গ্রহণ করেন। **যাঁহারা সাংসারিক অমঙ্গলকে ভগবানের দয়া বলিয়া বুঝিতে না পারেন, তাঁহারা পুনরায় জগতের উন্নতি, সুখ প্রভৃতি অন্বেষণ করিতে গিয়া পরিশেষে নিষ্ফলতা লাভ করেন।**

যেখানে হরিকথা, সেখানেই তীর্থ। যে তীর্থে হরিনামের অভাব সে স্থান শারীর-সৌখ্য-বিধান করিলেও সেবোন্মুখতার সাহায্য করে না। আমরা জন্ম-জন্মান্তর কৃষ্ণভক্তি বঞ্চিত হইয়া মায়িক রাজ্যে দরিদ্রতার মধ্যে আছি, সুতরাং সকল জীবাত্মার মূল বিষয়বিগ্রহ-ধন হইতে বঞ্চিত হওয়ায় আমাদিগের শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা দিন দিন বাড়িতেছে। হরিকথার দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত আমরা বিষয়সুখবাসনাকে পরমোপাদেয় জ্ঞান করি। শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

স্যাৎ কৃষ্ণনামচরিতাদিসিতাপ্যবিদ্যা-পিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রোচিকা নু।
কিন্ত্বাদরানুদিনং খলু সৈব জুষ্টা স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদ্গদমূলহন্ত্রী॥

আমরা বিষয় রসে আনন্দ পাই; কিন্তু সকল বিষয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিষয় যে শ্রীকৃষ্ণপদনখ-শোভা, সেই সৌন্দর্য্য ভুলিয়া কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য বস্তুকে সেব্য-বিষয় বোধ করিতেছি। **এই কৃষ্ণেতর বিষয়-সংগ্রহই আমাদিগের মূল ব্যাধি।** শ্রীহরিনাম-নাম, রূপ-নাম, গুণ-নাম, পরিকরবৈশিষ্ট্য-নাম ও লীলা-নাম আমাদিগের নিকট ব্যাধি থাকাকালে তিক্ত ও অপ্রীতিকর বোধ হয়। কিন্তু উহাই আবার পিত্ত-রোগীর মিছরির ন্যায় ঔষধরূপে ব্যবহার করিতে করিতে কৃষ্ণসেবায় অপ্রীতিব্যাধির হ্রাস হইবে। তখন কৃষ্ণনাম-মাধুর্য্য স্বতঃ প্রকাশিত হইয়া আমাদিগকে চিন্ময় ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা চিন্ময় বিষয়বিগ্রহের সেবায় নিযুক্ত করিবে।

—**শ্রীল প্রভুপাদ**

বৈধীভক্তির লক্ষণ

শাস্ত্রীয় বিধি হইতে যে ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়, তাহাকে বৈধ-ধর্ম্ম বলে। বৈধধর্ম্ম দুই প্রকার অর্থাৎ আর্থিক বা ত্রৈবর্গিক বৈধধর্ম্ম ও পারমার্থিক বা আপবর্গিক বৈধধর্ম্ম। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনটী বর্গ যে ধর্ম্মে পাওয়া যায়, তাহাই ত্রৈবর্গিক ধর্ম্ম। তাহাতে কেবল শরীর, মন, সমাজ ও ন্যায়পর জীবনের উন্নতি সাধন করে এবং পরলোকে স্বর্গসুখলাভ হয়। স্বর্গসুখ অনিত্য। তাহা ভোগ করিয়া জীব পুনরায় কর্ম্মক্ষেত্রে আসে। পূর্ব্বে যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইল, তাহা বাস্তবিক আর্থিক। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম চক্রাকারে আসিতে থাকে। জীবের তাহাতে কর্ম্মজড়মুক্তি হয় না। অর্থই ঐ ধর্ম্মের তাৎপর্য্য, অতএব তাহার নাম আর্থিক। কর্ম্মের যতপ্রকার অবান্তর ফল আছে, সেই সমুদয়ই অর্থ। অর্থ পরে কর্ম্মরূপ হইয়া অন্য অর্থ উৎপন্ন করে। এই প্রকার ধর্ম্ম ও অর্থশৃঙ্খল যেখানে সমাপ্তি পায়, সেই শেষ অর্থের নাম পরমার্থ বা অপবর্গ। ত্রৈবর্গিকধর্ম্ম বহুদেবতানিষ্ঠ বা ভগবন্নিষ্ঠ। একটী মাত্র উদাহরণ দিব। বিবাহ একটী কর্ম্ম, সন্তান-উৎপত্তি তাহার অর্থ। সন্তান-উৎপত্তি কর্ম্মরূপ হইয়া পিণ্ডদানরূপ অর্থকে উদ্দেশ করে। পিণ্ডদান পুনরায় কর্ম্মরূপী হইয়া পিতৃলোকের তৃপ্তিরূপ অর্থ উৎপন্ন করে। পিতৃলোক তৃপ্ত হইয়া সন্তানের মঙ্গলরূপ একটী অর্থ প্রদান করেন। সন্তানের মঙ্গল পুনরপি কর্ম্মরূপে অন্যান্য অর্থ উৎপত্তি করে। সে সকলই অনিত্য ফলজনক। সন্তানের সুখ ও অবশেষে মোক্ষ-জনিত শান্তি ও ব্রহ্মসুখ পর্য্যন্ত ধর্ম্ম ও অর্থ-শৃঙ্খল চলিয়া গেল। ব্রহ্মসুখ স্পষ্টীভূত হইয়া যখন পরমপুরুষের সেবাসুখরূপে পরিণত হয়, তখন অর্থশৃঙ্খল সমাপ্ত হয় এবং একমাত্র চরমফলরূপে পরমার্থ লাভ হয়। অপবর্গ-শব্দের দুইটী অর্থ আছে—মোক্ষ এবং ভক্তি। মোক্ষ হইলে আত্মা জড়মুক্ত হইয়া নিত্যধর্ম্মরূপ ভক্তি লাভ করে।

যে পর্য্যন্ত ধর্ম্ম অর্থকে মাত্র উদ্দেশ করে, সে পর্য্যন্ত ঐ ধর্ম্ম আর্থিক বলিয়া অভিহিত হয়। যখন ঐ ধর্ম্ম পরমার্থ পর্য্যন্ত উদ্দেশ করে, তখন ঐ ধর্ম্মের নাম পারমার্থিক ধর্ম্ম। আর্থিক ধর্ম্মের অন্যতম নাম নৈতিক বা স্মার্ত্তধর্ম্ম। পারমার্থিক বৈধধর্ম্মের নাম সাধনভক্তি। নৈতিক বা স্মার্ত্ত ধর্ম্মে যে ইজ্যা, বন্দনা, সন্ধ্যোপাসনা ও যজ্ঞেশপূজা ইত্যাদি ঈশ-আরাধনা দেখা যায়, তাহা পারমার্থিক নয়, যেহেতু ঐ সকল নিত্য-নৈমিত্তিক ঈশ্বরপূজা দ্বারা ধার্ম্মিকের জড়স্বভাব-পুষ্টি বা সামাজিক উন্নতি সাধিত হয়। সেই সকল পূজা কর্ম্মরূপী, যেহেতু তাহারা অর্থ প্রসব করিয়া নিরস্ত হয়। ঈশ্বরপূজা স্মার্ত্তধর্ম্মের অন্যান্য নীতির মধ্যে একটী নীতিমাত্র, নিত্য ঈশানুগত্যলক্ষণ যে পারমার্থিক বিধি, তাহা নয়। যে কর্ম্ম কেবল জগতের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক শিবসাধক, সে কর্ম্ম নৈতিক পরমেশ্বরকে তত্ত্বতঃ অস্বীকার করিয়াও ঈশোপাসনা-রূপ প্রবৃত্তিশোধক নৈতিক কার্য্যস্বীকার ত্রৈবর্গিক ধর্ম্মে আছে। নাস্তিক-প্রধান কমটীও একপ্রকার চিত্তশোধক ঈশোপাসনার পদ্ধতি করিয়াছেন। কর্ম্মমার্গে যে ঈশারাধনা, সে সকলই প্রায় তদ্রূপ। যোগশাস্ত্রে যে ঈশ্বর প্রণিধান দ্বারা যোগসিদ্ধির ব্যবস্থা আছে, তাহাও প্রায় তদ্রূপ। কিন্তু ভক্তিশাস্ত্রে যে বৈধীভক্তির ব্যবস্থা আছে, তাহা পারমার্থিক বা বিশুদ্ধ আপবর্গিক ধর্ম্ম। একটু গাঢ়রূপে চিন্তা করিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে যে, নৈতিক বা স্মার্ত্তমতের বৈধ আর্থিক ধর্ম্ম এবং নিত্য-ঈশানুগত্যরূপ বৈধ-পারমার্থিক ধর্ম্মে অত্যন্ত বৃহৎ তাত্ত্বিক পার্থক্য আছে। সেই তাত্ত্বিক পার্থক্য ক্রিয়ার আকার-গত নয়, কিন্তু চিত্তের নিষ্ঠাগত। নিরীশ্বর নৈতিক ও কর্ম্মপ্রিয় স্মার্ত্তগণ কেবল নৈতিক নিষ্ঠাকে প্রধান জানিয়া বৈধ আর্থিক ধর্ম্মের অবধি খর্ব্ব করতঃ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম পর্য্যন্ত সীমা দিয়া ঐ ধর্ম্মকে ত্রৈবর্গিক আকার প্রদান করিয়া থাকেন। বৈধ পারমার্থিক ভক্তগণ বৈধ আর্থিক ধর্ম্মের ফল যে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম, তাহাতে

অপবর্গ ও তদন্তরে নিরূপাধিক প্রীতিরূপ অপর্য্যাপ্ত ফল-যোজনা দ্বারা তাহার সীমাবৃদ্ধি করিয়া তাহাকে যে আকার প্রদান করেন, সে আকার সুতরাং পৃথক বলিয়া বোধ হয়। বস্তুতঃ নৈতিকধর্ম্ম পারমার্থিক ধর্ম্মের ক্রোড়ীভূত খণ্ডধর্ম্মবিশেষ। বৈধধর্ম্ম যখন পূর্ণতা লাভ করে, তখন তাহা মুখ্যবিধি সংজ্ঞা লাভ করতঃ পারমার্থিক ধর্ম্ম হইয়া পড়ে। আর্থিক বৈধধর্ম্মকে উন্নত করিলে পারমার্থিক বৈধধর্ম্ম হয়। ঈশানুগত্যরূপ জীবের নিত্যধর্ম্মকে আর্থিক বৈধধর্ম্মে যোজনা করিতে পারিলেই আর্থিক বৈধধর্ম্মরূপ মুকুল প্রস্ফুটিত হইয়া পারমার্থিক বৈধ ধর্ম্ম হয়। সংসারস্থিত জীব পারমার্থিক ধর্ম্ম স্বীকার করিলেও বর্ণাশ্রমগত বৈধ আর্থিক ধর্ম্ম তাঁহাকে ত্যাগ করিবে না। তাঁহার শরীর, মন, সমাজ সর্ব্বদাই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের সাহায্যে পুষ্ট হইতে থাকিবে; কিন্তু শরীর, মন ও সমাজের পুষ্টিদ্বারা স্বচ্ছন্দে সুখাসীন হইলে তাঁহার আত্মা পরমেশ্বরের আরাধনায় নিত্যানন্দ লাভ করিবেন। বৈধ আর্থিক ধর্ম্মকে কর্ম্মকাণ্ড বলা যায়, বৈধ পারমার্থিক ধর্ম্মকে ভক্তি অর্থাৎ সাধনভক্তি বলা যায়। অতএব বৈজ্ঞানিক বিচারে গৌণবিধিরূপ কর্ম্ম একটী পর্ব্ব এবং মুখ্যবিধিরূপ ভক্তি একটী পর্ব্ব, এরূপ লক্ষিত হইবে।

ক্রমশঃ

—ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ

কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি শ্রীরাধা-ঠাকুরাণী

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা যেরূপ মনুষ্য মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য, ভগবদ্ভক্তগণের আরাধনাও তদ্রূপ অবশ্য করণীয়; অন্যথা ভীষণ দোষ হয়। ভক্তসেবা বা সাধু-গুরু-সেবা না করিয়া ভগবৎ সেবা করিবার অভিনয় করিতে গেলে অপরাধ হয়। এইজন্য শাস্ত্র বলেন—যাহারা গোবিন্দের অর্চ্চন করিয়া তদীয় ভক্তের অর্চ্চন না করে, তাহারা ভগবানের অনুগ্রহ পায় না; কারণ সেই সকল ব্যক্তি দাম্ভিক অর্থাৎ ছলধর্ম্মী (ধর্ম্মধ্বজী) ও বিষ্ণুবঞ্চক। সেই সব দুর্ভাগা ব্যক্তি ভগবৎসেবার নাম করিয়া ভগবান্‌কে বঞ্চনাই করিয়া থাকে; তৎফলে তাহারা নিজেরাই বঞ্চিত হয় এবং সংসারদুঃখই ভোগ করিয়া থাকে। যথা হরিভক্তিসুধোদয়ে—

অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্ নার্চ্চয়ন্তি যে।
ন তে বিষ্ণোঃ প্রসাদস্য ভাজনং দাম্ভিকা জনাঃ॥

পাদ্মোত্তরখণ্ডে—

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি! তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥
অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্ নার্চ্চয়েৎ তু যঃ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ॥

পিতৃ-আরাধনা, দেব-আরাধনা প্রভৃতি সকল আরাধনা অপেক্ষা বিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ। আবার বিষ্ণু-আরাধনা অপেক্ষা বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণবের আরাধনা আরও শ্রেষ্ঠ একথা জগদ্গুরু শ্রীশিবজী শ্রীদুর্গাদেবীকে বলিয়াছেন।

ভগবৎ পূজা অপেক্ষাও যে ভক্তপূজা শ্রেষ্ঠ, একথা শ্রীভগবান্ শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত (ভাঃ ১১।১৯।২১) "মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা" শ্লোকে নিজেই বলিয়াছেন। আদিপুরাণেও ভগবান্ বলিয়াছেন— হে অর্জ্জুন, যাহারা আমার ভক্ত তাহারা আমার শ্রেষ্ঠভক্ত নয় কিন্তু যাহারা আমার ভক্তের ভক্ত (গুরুভক্ত বা গুরুদেবতাত্মা), তাহারাই আমার শ্রেষ্ঠভক্ত। যথা আদিপুরাণে—

মম ভক্তা হি যে পার্থ! ন মে ভক্তাস্ত তে মতাঃ।
মদ্ভক্তস্য তু যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥

ভক্তসেবা বা গুরুসেবা বাদদিয়া ভগবৎসেবা হয় না বলিয়াই শাস্ত্র-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত "ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ" শ্লোকে গুরুদেবতাত্মা হইয়া গুর্ব্বানুগত্যে গুরুকৃষ্ণ-সুখার্থ নিরন্তর ভগবদ্ ভজন করিতে করিতে অনায়াসে ভগবৎ প্রাপ্তির কথা জানাইয়াছেন। ভক্তের-ভক্ত অর্থাৎ গুরুদেবতাত্মা, গুরুনিষ্ঠ গুরুসেবকই গুরুর প্রাণবন্ধু ভগবানের কৃপালাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হন। যাঁহাদের ভক্তে অর্থাৎ গুরুবৈষ্ণবে প্রীতি আছে, তাঁহারাই উত্তমভক্ত। সেই গুরুসেবা পরায়ণ ভক্তগণ ভগবানের কৃপালাভ করেনই। তাই শাস্ত্র বলেন—

সিদ্ধির্ভবতি বা নেতি সংশয়োঽচ্যুতসেবিনাম্।
নিঃসংশয়স্তু তদ্ভক্ত পরিচর্য্যারতাত্মনাম্॥

শ্রীমার্কণ্ডেয় মুনি, অম্বরীষ, উপরিচরবসু, ব্যাস, বিভীষণ, পুণ্ডরীক, বলি, শিব, প্রহ্লাদ, বিদুর, ধ্রুব, দাল্ভ্য, পরাশর, ভীষ্ম ও নারদ—ইঁহারা সকলেই ভগবদ্ভক্ত। এইসব ভক্তের মধ্যে আবার প্রহ্লাদ শ্রেষ্ঠ। প্রহ্লাদ অপেক্ষা ভক্ত-পাণ্ডবগণ শ্রেষ্ঠ। পাণ্ডবগণ অপেক্ষা যাদবগণ শ্রেষ্ঠ। যাদবগণের মধ্যে আবার উদ্ধব শ্রেষ্ঠ। উদ্ধব অপেক্ষা ব্রজগোপীগণ শ্রেষ্ঠ। ব্রজগোপীগণ অপেক্ষা গোপীশিরোমণি শ্রীরাধাদেবী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এইজন্য শ্রীউদ্ধবও ব্রজগোপীগণের প্রেমমাধুর্য্য সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনা করেন। শ্রীদশমস্কন্ধে উদ্ধবেরবাক্য, যথা—শ্রীনন্দব্রজস্থিতা এই গোপবধূগণই একমাত্র সর্ব্বোত্তমদেহধারিণী; যেহেতু সর্ব্বাংশিস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে ইঁহাদিগের এইপ্রকার অধিরূঢ় মহাভাব সর্ব্বদাই অভিব্যক্ত রহিয়াছে, যে ভাব শৌনকাদিমুমুক্ষুগণ ও শ্রীনারদাদি মুক্তগণ এবং শ্রীকৃষ্ণ-পার্ষদ স্বরূপ আমরা (উদ্ধবাদি) বাঞ্ছা করিয়া থাকি। যাহাদিগের ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কথায় অনুরাগ নাই তাহাদিগের ব্রহ্মজন্মলাভেই বা সার্থকতা কি?

বৃহদ্বামনপুরাণে ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণের প্রতি শ্রীব্রহ্মারউক্তিও সেইরূপ, যথা—পুরাকালে আমি নন্দব্রজস্থ গোপীগণের পদরেণু-প্রাপ্তির নিমিত্ত ষষ্টিসহস্রবৎসর ব্যাপিয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তথাপি আমি তাঁহাদিগের পদরেণু লাভ করিতে পারি নাই। তদুত্তরে ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণ বলিলেন—বৈষ্ণবদিগের পদরেণু যদি ভবাদৃশ ব্যক্তিকে গ্রহণ করিতেই হয়, তবে শ্রীনারদাদি বৈষ্ণবশিরোমণিগণইতো ইহজগতে বিদ্যমান রহিয়াছেন, তাঁহাদিগের পদরেণু পরিত্যাগ করিয়া আপনি যে গোপীদিগের পদরেণু গ্রহণে অভিলাষী হইয়াছিলেন এ বিষয়ে আমাদের সংশয় উপস্থিত হইতেছে। হে প্রভো (পিতঃ) ইহার কারণ বলুন। তদুত্তরে ব্রহ্মা কহিলেন—হে পুত্র! ব্রজসুন্দরীগণ প্রাকৃতস্ত্রী নহেন; উঁহারা স্বরূপশক্তিবৃত্তিভূত লক্ষ্মীদেবী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। আমি (ব্রহ্মা), শিব, অনন্তদেব ও লক্ষ্মী, আমরা কেহই কোনকালেও তাঁহাদিগের সমান হইতে পারি না। আদিপুরাণে শ্রীঅর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে প্রভো! ত্রিলোকস্থ ভক্তগণের মধ্যে কে কে আপনার মর্ম্ম জানেন, কোন্ ভক্তগণের প্রতিই বা আপনি সর্ব্বদাই পরিতুষ্ট, এবং কোন্ ভক্তগণেই বা আপনার অতুলপ্রেম? তদুত্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—হে পার্থ! ব্রহ্মা, রুদ্র, লক্ষ্মী এবং আমার আত্মা, এই সকল কেহই আমার সেইরূপ প্রিয় নয়, গোপীগণ আমার যেরূপ প্রিয়তম। ভূতলে আমার বহু অনুরক্ত ভক্ত আছেন কিন্তু গোপীগণই আমার প্রাণাধিক প্রিয়তম। হে পরন্তপ! মুনি, যোগী এবং রুদ্রাদিদেবতাগণ, ইঁহারা কেহই আমাকে সেরূপ অনুভব করিতে পারেন না, গোপীগণ আমাকে যেরূপ অনুভব করেন। তপস্যা, বেদ, আচার, অনুভবাত্মকজ্ঞান্ ইহাদের কোনটীর দ্বারাও আমি বশীভূত হই না, কেবলমাত্র প্রেম দ্বারাই আমি বশীভূত হইয়া থাকি; গোপিকাগণই তদ্বিষয়ে একমাত্র প্রমাণ। গোপিকাগণই কেবলমাত্র আমার স্বরূপ জানেন, অন্য কেহই আমার মনোভাব জানেন না। যে গোপিকাগণ নিজাঙ্গকেও আমার (শ্রীকৃষ্ণের) সেবার অনুকূল বিবেচনা করিয়া থাকেন,

সেই গোপীগণ ভিন্ন আমার নিগূঢ়প্রেমের পাত্র আর কেহই নাই।

যে উদ্ধব ব্রজসুন্দরীদিগের পাদরজোঽভিষিক্ত তৃণ-জন্মও প্রার্থনা করিয়া থাকেন, তিনি যে তাঁহাদিগের প্রেমমাধুর্য্য বাঞ্ছা করিবেন তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। দশমস্কন্ধে শ্রীউদ্ধবের উক্তি যথা—যে ব্রজসুন্দরীগণ দুস্ত্যাজ্য স্বজন এবং আর্য্যপথ (পাতিব্রত্যাদি) পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রুতিবিমৃগ্য মুকুন্দপদবী ভজনা করিয়াছেন, অহো আমি যেন বৃন্দাবনে তাঁহাদিগের চরণরেণুসেবী গুল্মলতা ও ঔষধিসমূহের মধ্যে কোনও কিছু হইয়া জন্মলাভ করি।

ভক্তসেবা বাদ দিলে ভগবান্ প্রসন্ন হন না। কারণ ভক্তগণ ভগবানের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়। ভক্তগণের মধ্যে ব্রজগোপীগণ শ্রেষ্ঠ। তন্মধ্যে গোপীশিরোমণি শ্রীরাধা-দেবী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, একথা আমরা বিভিন্ন শাস্ত্র হইতে এবং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ ও শ্রীরাধারাণীর নিজজন মদীয় ইষ্টদেব জগদ্গুরু-পরমহংস-চূড়ামণি শ্রীশ্রীলভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অহৈতুকী কৃপায় জানিবার সৌভাগ্য পাইয়াছি। পদ্ম-পুরাণও বলেন—শ্রীরাধিকা যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা, তদীয় কুণ্ডও তাঁহার সেইরূপ প্রিয়তম। সমস্ত গোপী-দিগের মধ্যে শ্রীরাধিকাই একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত বল্লভা। আদিপুরাণেও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সেইরূপই বলিয়াছেন, যথা—হে অর্জ্জুন! স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল এই ত্রিলোকের মধ্যে পৃথিবীই ধন্যা, যেহেতু তাহাতে বৃন্দাবনপুরী বিরাজ করিতেছেন। সেই বৃন্দাবনের মধ্যে আবার গোপীকারাই ধন্যা, তন্মধ্যে আবার আমার রাধানাম্নীগোপিকাই ধন্যতমা।

শ্রীরাধাদেবী শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা। শ্রীরাধা-রাণীর মত এত প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের আর কেহ নাই। তিনিই শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত বা ভক্তশিরোমণি। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার প্রেম-বশীভূত। শ্রীরাধার কৃপা ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের সেবা লাভ অসম্ভব, তাই শাস্ত্র বলেন—

"বিনা রাধাপ্রসাদেন কৃষ্ণপ্রাপ্তি র্ন জায়তে।"

(শ্রীগোপালগুরুগোস্বামীকৃত পদ্ধতি ২৮২)

শ্রীরাধাঠাকুরাণী যখন সমস্ত ভক্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়, তখন তাঁহার কৃপা ও সেবা যে কৃষ্ণকৃপাভিলাষী সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য তাহা বলাই বাহুল্য। ব্রজগোপীগণ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের নিজ-কান্তা, নিত্যপত্নী বা ভার্য্যা; আর শ্রীরাধাঠাকুরাণী কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি।

শ্রীরাধাঠাকুরাণী স্বয়ংরূপ আশ্রয়বিগ্রহ। শ্রীরাধা মধুররসাচার্য্য-শিরোমণি—কৃষ্ণকান্তা-মুকুটমণি। শ্রীরাধা কৃষ্ণের স্বরূপশক্তিভূতা হ্লাদিনীশক্তি। হ্লাদিনীনাম্নী মহাশক্তি সর্ব্বশক্তি বরীয়সী। তাহারই সাররূপা শ্রীরাধা। সেই মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধাই সুষ্ঠুকান্তা স্বরূপা। শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় শ্রীরাধার গুণসকলও অনন্ত। তিনি সর্ব্বগুণখনি। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-প্রেয়সী। শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রিয়। তাঁহার সমান বা অধিক কেহ নাই। চন্দ্রানন শ্রীকৃষ্ণ আনন্দ-কৌমুদী শ্রীরাধার প্রেমে বশীভূত। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বলেন—

মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণখণি কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি॥
কৃষ্ণপ্রেম-ভাবিত যাঁর চিত্তেন্দ্রিয়-কায়।
কৃষ্ণ-নিজশক্তি রাধা ক্রীড়ার সহায়॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৪র্থ পঃ)

প্রেমের স্বরূপদেহ—প্রেমের ভাবিত।
কৃষ্ণের প্রেয়সী-শ্রেষ্ঠ জগতে বিদিত॥

(চৈঃ চঃ মঃ ৮)

কৃষ্ণের বল্লভা রাধা কৃষ্ণপ্রাণধন।
তাঁহা বিনু সুখহেতু নহে গোপীগণ॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৪র্থ।)

শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তি শ্রীরাধাদেবীর একটী নাম আহ্লা-দিনী। শাস্ত্র বলেন—

কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম আহ্লাদিনী।
সেই ভক্তিদ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি॥

সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥
হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম।
আনন্দ চিন্ময়রস প্রেমের আখ্যান॥
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধাঠাকুরাণী॥

(চৈঃ চঃ মঃ ৮)

শ্রীকৃষ্ণ নিজেও বলিয়াছেন—

আমা হৈতে আনন্দিত হয় ত্রিভুবন।
আমাকে আনন্দ দিবে ঐছে কোন্ জন॥
আমা হৈতে যাঁর হয় শত শত গুণ।
সেইজন আহ্লাদিতে পারে মোর মন॥
আমা হৈতে গুণী বড় জগতে অসম্ভব।
একলি রাধাতে তাহা করি অনুভব॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৪র্থ পঃ)

রাধয়তি আরাধয়তি যা সা রাধা। যিনি স্বয়ং ভগবান্ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আরাধিকা, সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠভক্ত, যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা, যিনি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের কান্তাশিরোমণি—শ্রীকৃষ্ণের নিত্যা পত্নী যিনি, শ্রীকৃষ্ণের অভিন্নমূর্ত্তি যিনি, তিনিই আমাদের নিত্যোপাস্যা শ্রীশ্রীরাধাঠাকুরাণী। শ্রীশ্রীরাধার নিজজন মদীয় ইষ্টদেব শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—

"শ্রীবৃষভানুনন্দিনী আশ্রয়-জাতীয় কৃষ্ণ বস্তু। শ্রীমতী-রাধিকা স্বয়ংরূপ ভগবানের স্বয়ংরূপিনী। যেমন শ্রীকৃষ্ণ অংশী, শ্রীমতীও তদ্রূপ অংশিনী। অংশী অবতারী-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ পুরুষাদি অবতারগণকে বিস্তার করেন, তদ্রূপ অংশিনী শ্রীরাধিকা হইতে লক্ষ্মীগণ, মহিষীগণ ও ব্রজাঙ্গনাগণ প্রকাশিত হন।

"শ্রীমতীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা। যে অপ্রাকৃত ধামে চিদ্‌বিলাস চমৎকারিতা সম্পূর্ণরূপে বর্ত্তমান্ তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আবাস অধিকার করিয়া বর্ত্তমানা—শ্রীরাধিকা। জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীরূপগোস্বামীপ্রভু যাঁহার অনুগত, সেই শ্রীবৃষভানু-নন্দিনী যাবতীয় নারীকুলের মূল আকর।

"শ্রীকৃষ্ণই জগৎপতি বা সর্ব্বপতি। তাঁহার নিত্যকাল সেবাধিকারিণী শ্রীবৃষভানুনন্দিনী। সুতরাং তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকান্তা ব্যতীত অন্যকিছু নহেন। শ্রীরাধা নিত্যা কৃষ্ণপত্নী—কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি। তিনি কৃষ্ণময়ী।

"শ্রীবার্ষভানবী জগন্মাতা। তিনি যাবতীয় দেব-দেবীরও জননী। তিনি পরমাত্মা ব্রহ্ম প্রভৃতিরও আকর। তিনি স্বয়ংরূপ বস্তুর প্রধানা শক্তি। তিনি বলদেবাদির ও পূজ্যা।

"শ্রীবার্ষভানবীর আশ্রিত সজ্জনগণ পরম-ধন্য। শ্রীবার্ষভানবীর আশ্রিত জনগণের আশ্রয় যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিলেই আমাদের মঙ্গল হইবে।

"যে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যে ও মাধুর্য্যে সমস্ত জগৎ লালায়িত ও মোহিত, যিনি নিজের মাধুর্য্যে নিজেই মোহিত হন, সেই ভুবনমোহন মদনমোহনকেও যিনি মোহিত করেন, সেই মদনমোহন-মোহিনী শ্রীরাধা যে কত বড় বস্তু, তাহা ভাষা দ্বারা অপরকে বুঝান যায় না।

"যদিও কৃষ্ণ বিষয়-তত্ত্ব তথাপি তিনি আশ্রয়েরই বিষয়। জড় জগতে পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে যে প্রকার পার্থক্য আছে, উচ্চাবচ ভাব আছে, শ্রীমতী রাধিকা ও শ্রীকৃষ্ণের সহিত সেই প্রকার ভেদ নাই। কৃষ্ণ অপেক্ষা বৃষভানুনন্দিনী অশ্রেষ্ঠা নহেন। শ্রীকৃষ্ণই আস্বাদক ও আস্বাদিতরূপে নিত্যকাল দুই দেহ ধারণ করিয়া আছেন।

"শ্রীমতীরাধিকা ভুবনমোহন-মনোমোহিনী, পূর্ণচন্দ্র কৃষ্ণের পূর্ণিমা-স্বরূপিনী, কৃষ্ণাকর্ষিণী, কৃষ্ণকান্তাগণের অংশিনী।

"সতীশিরোমণি বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতী অপেক্ষাও শ্রীরাধার পাতিব্রত্য অধিক। শ্রীবার্ষভানবী হইতেই সমগ্র পাতিব্রত্যধর্ম্ম উদ্ভূত হইয়াছে। 'যাঁর পতিব্রতা ধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী'।"

শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্ আর শ্রীরাধা পূর্ণশক্তি। শ্রীরাধা-

কৃষ্ণ একই স্বরূপ—কেবল লীলারস আস্বাদন করিবার জন্য দুইরূপ ধারণ করিয়াছেন মাত্র। শ্রীকৃষ্ণ বিষয় জাতীয় ব্রহ্মবস্তু, আর শ্রীরাধা আশ্রয়জাতীয় ব্রহ্মবস্তু। শ্রীকৃষ্ণ বিষয়-ভগবান্ আর শ্রীরাধা আশ্রয়-ভগবান্। শ্রীকৃষ্ণ সেব্য-ভগবান্ আর শ্রীরাধা সেবক-ভগবান্, বিষয়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ ভগবান্, আর আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীরাধা স্বয়ংরূপা ভগবতী। শ্রীকৃষ্ণ মহা-ভগবান্ বা মহানারায়ণ, আর শ্রীরাধা মহাভগবতী বা মহালক্ষ্মী। শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর—পরমেশ্বর, আর শ্রীরাধা ঈশ্বরীগণেরও ঈশ্বরী—পরমেশ্বরী। দ্বারকার মহিষীগণ, শ্রীসীতাদেবী, বৈকুণ্ঠের শ্রীলক্ষ্মীদেবী প্রভৃতি সকলেই শ্রীরাধার অংশ। শ্রীকৃষ্ণ সূর্য্যসদৃশ আর শ্রীরাধা আলো-স্বরূপিনী। পূর্ণচন্দ্রস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণিমা-স্বরূপিনী হইলেন—শ্রীরাধা ঠাকুরাণী। আলোর সাহায্যে যেরূপ সূর্য্যদর্শন সম্ভব, পূর্ণিমাতেই যেরূপ পূর্ণচন্দ্রের উদয় হয়, সেইরূপ শ্রীরাধাদেবীর কৃপাতেই শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎকার সম্ভব। শ্রীরাধা—গোবিন্দানন্দিনী, গোবিন্দমোহিনী, গোবিন্দসর্ব্বস্ব ও সর্ব্বকান্তা-শিরোমণি। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বলেন—

রাধা পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ-শক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র-পরমাণ॥
মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি-জ্বালাতে যৈছে কভু নাহি ভেদ॥
রাধা-কৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ॥
রাধা-কৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি'।
অন্যোন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি॥

শ্রীরাধাদেবীর প্রতি শ্রীদুর্গাদেবী বলিয়াছেন—

যথা ক্ষীরেষু ধাবল্যং যথা বহ্নৌ চ দাহিকা।
ভুবি গন্ধো জলে শৈত্যং তথা কৃষ্ণে স্থিতি তব॥
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ৪।২৭।২১২)

শ্রুতিও বলেন—

সেয়ং রাধা যশ্চ কৃষ্ণোরসাব্ধিদেহশ্চৈকঃ ক্রীড়ার্থং-দ্বিধাভূৎ। এষা হ বৈ সর্ব্বেশ্বরী সর্ব্ববিদ্যা সনাতনী কৃষ্ণ-প্রাণাধি-দেবী চ। (রাধিকোপনিষৎ)

শাস্ত্র আরও বলেন—

স এবায়ং পুরুষ স্বয়মেব সমারাধনতৎপরোঽভূৎ। তস্মাৎ স্বয়মেব সমারাধনমকরোৎ॥ অতোলোকে বেদে শ্রীরাধা গীয়তে। * * *
অনাদিরয়ং পুরুষ এক এবাস্তি॥ তদেকরূপং দ্বিধা বিধায় সমারাধনতৎপরোঽভূৎ। তস্মাৎ তাংরাধাং রসিকানন্দাং বেদবিদো বদন্তি॥
(সামরহস্যোপনিষদ্)

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাদেবীকে বলিতেছেন—

ত্বং মে প্রাণাধিকা রাধে ত্বং পরাপ্রেয়সী বরা।
যথা ত্বং চ তথাহং চ ভেদো নাস্ত্যাবয়োর্ধ্রুবম্॥
যদা তেজস্বীরূপোঽহং তেজোরূপাসি ত্বং তদা।
সশরীরো যদাহং চ তদা ত্বং হি শরীরিণী॥
ত্বং মে প্রাণাধিকা রাধে তব প্রাণাধিকোঽপ্যহম্।
ন কিঞ্চিদাবয়োর্ভিন্নং একাঙ্গং সর্ব্বদৈব হি॥

শ্রীরাধাদেবী সম্বন্ধে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ আরও বলেন—

রাধা কৃষ্ণাত্মিকানিত্যং কৃষ্ণো রাধাত্মকো ধ্রুবম্।
বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা রাধৈবারাধ্যতে ময়া॥
যঃ কৃষ্ণঃ সাপি রাধা চ যা রাধা কৃষ্ণএব সঃ।
এবং জ্যোতির্দ্বিধা ভিন্নং রাধা মাধব-রূকপম্॥

বিভিন্ন শাস্ত্রও শ্রীরাধাকৃষ্ণের অভেদ সম্বন্ধে জানাইয়াছেন—

গৌরতেজো বিনা যস্তু শ্যামতেজঃ সমর্চ্চয়েৎ।
জপেদ্বা ধ্যায়তে বাপি স ভবেৎ পাতকী শিবে॥
(গোপাল সহস্রনাম)

আবয়োর্বুদ্ধিভেদং চ যঃ করোতি নরাধমঃ।
তস্য বাসঃ কালসূত্রে যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ॥
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোসাঞি।
রস আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা এক ঠাঁই॥

কৃষ্ণকান্তাগণ দেখি ত্রিবিধ প্রকার।
এক লক্ষ্মীগণ, পুরে মহিষীগণ আর॥
ব্রজাঙ্গনারূপ আর কান্তাগণ সার।
শ্রীরাধিকা হৈতে কৃষ্ণকান্তাগণের বিস্তার॥
গোবিন্দানন্দিনী রাধা গোবিন্দমোহিনী।
গোবিন্দসর্ব্বস্ব, সর্ব্বকান্তা-শিরোমণি॥
দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা॥
(বৃহদ্‌গৌতমীয়তন্ত্র)

দেবি কহি দ্যোতমানা পরমাসুন্দরী।
কিংবা কৃষ্ণপূজা ক্রীড়ার-বসতি নগরী॥
কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে॥
কিংবা প্রেমরসময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
তাঁর শক্তি তাঁর সহ হয় এক রূপ॥
কৃষ্ণবাঞ্ছা-পূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে।
অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে॥
অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নোবিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥
(ভাঃ ১০।৩০।২৪)

অতএব সর্ব্বপূজ্যা পরমদেবতা।
সর্ব্বপালিকা সর্ব্ব জগতের মাতা॥
'সর্ব্বলক্ষ্মী' শব্দ পূর্ব্বে করিয়াছি ব্যাখ্যান।
সর্ব্বলক্ষ্মীগণের তিঁহো হন অধিষ্ঠান॥
কিংবা সর্ব্বলক্ষ্মী কৃষ্ণের ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য।
তাঁর অধিষ্ঠাত্রী শক্তি—সর্ব্বশক্তিবর্য্য॥
সর্ব্বসৌন্দর্য্য-কান্তি বৈসয়ে যাঁহাতে।
সর্ব্বলক্ষ্মীগণের শোভা হয় যাঁহা হৈতে॥
কিংবা কান্তি শব্দে কৃষ্ণের সব ইচ্ছা কহে।
কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা রাধাতেই রহে॥
রাধিকা করেন কৃষ্ণের বাঞ্ছিত পূরণ।
সর্ব্বকান্তি শব্দের এই অর্থ বিবরণ॥

জগৎমোহন কৃষ্ণ তাঁহার মোহিনী।
অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরাণী॥
(চৈঃ চঃ অঃ ৪র্থ পরিচ্ছেদ)

যাঁর সৌভাগ্যগুণ বাঞ্ছে সত্যভামা।
যাঁর ঠাঞি কলা-বিলাস শিখে ব্রজরামা॥
যাঁর সৌন্দর্য্যাদি গুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মী-পার্ব্বতী।
যাঁর পতিব্রতা-ধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী॥
যাঁর সদ্‌গুণ-গণনে কৃষ্ণ না পায় পার।
তাঁর গুণ গণিবে কেমনে জীব ছার॥
(চৈঃ চঃ মঃ ৮)

শ্রীরাধা যে "সর্ব্বপালিকা" পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ডও তাহা বলিয়াছেন ঃ—

বহিরঙ্গৈঃ প্রপঞ্চস্য স্বাংশৈর্মায়াদিশক্তিভিঃ।
অন্তরঙ্গৈস্তথা নিত্যং বিভূতৈস্তৈশ্চিদাদিভিঃ॥
গোপনাদুচ্যতে গোপী রাধিকা কৃষ্ণবল্লভা॥

কৃষ্ণবল্লভা শ্রীরাধিকা নিজের বহিরঙ্গ অংশরূপা মায়াদি-শক্তি দ্বারা এবং তাঁহার অন্তরঙ্গা বিভূতিরূপা চিদাদি-শক্তিদ্বারাও জগতের গোপন (রক্ষণ) করেন বলিয়া তাঁহাকে গোপী (রক্ষাকারিণী পালনকর্ত্রী) বলা হয়।

শ্রীরাধা যে মূল কান্তাশক্তি, সর্ব্বশক্তির অংশিনী, সর্ব্বশক্তি গরীয়সী, শাস্ত্রে তাহার যথেষ্ঠ প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে শ্রীমহাদেবের উক্তি ঃ—

"রাধাবামাংশসম্ভূতা মহালক্ষ্মীঃ প্রকীর্ত্তিতা।
ঐশ্বর্য্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীশ্বরস্যৈব নারদ॥
তদংশা সিন্ধুকন্যা চ ক্ষীরোদমন্থনোদ্ভূতা।
মর্ত্ত্যলক্ষ্মীশ্চ সা দেবী পত্নী ক্ষীরোদশায়িনঃ॥
তদংশা স্বর্গলক্ষ্মীশ্চ শক্রাদীনাং গৃহে গৃহে।
স্বয়ংদেবী মহালক্ষ্মীঃ পত্নী বৈকুণ্ঠশায়িনঃ॥
সাবিত্রী ব্রহ্মণঃ পত্নী ব্রহ্মলোকে নিরাময়ে।
সরস্বতী দ্বিধাভূত্বা পূরৈব আজ্ঞয়া হরেঃ॥
সরস্বতী ভারতী চ যোগেন সিদ্ধযোগিনী।
ভারতী ব্রহ্মণঃ পত্নী বিষ্ণোঃ পত্নী সরস্বতী॥

রাসাধিষ্ঠাত্রী দেবী চ স্বয়ং রাসেশ্বরী পরা।
বৃন্দাবনে চ সা দেবী পরিপূর্ণতমা সতী॥

২।৩।৬০-৬৫

যিনি ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী-দেবী মহালক্ষ্মী, তিনি শ্রীরাধার বামাঙ্গ হইতে আবির্ভূতা। ক্ষীর-সমুদ্র-মন্থনে উদ্ভূতা সিন্ধুকন্যা মর্ত্ত্যলক্ষ্মী যিনি ক্ষীরোদশায়ীর পত্নী, তিনি মহালক্ষ্মীর অংশভূতা। ইন্দ্রাদি দেবগণের গৃহে গৃহে যিনি স্বর্গলক্ষ্মী নামে পরিচিতা, তিনি মর্ত্ত্য-লক্ষ্মীর অংশভূতা। স্বয়ং মহালক্ষ্মী বৈকুণ্ঠেশ্বরের পত্নী। সাবিত্রী ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার পত্নীরূপে বিরাজমানা। পুরাকালে হরির আদেশে সরস্বতী দ্বিবিধামূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন—সরস্বতী ও ভারতী। ভারতী ব্রহ্মার পত্নী হয়েন এবং সরস্বতী বিষ্ণুর পত্নী হয়েন। স্বয়ংরূপে পরা (সর্ব্বশ্রেষ্ঠা) দেবী স্বয়ং রাসেশ্বরী রাসাধিষ্ঠাত্রী সতীশিরোমণি শ্রীরাধাদেবী পরিপূর্ণতমা শক্তিরূপে বৃন্দাবনে বিরাজিত।"

অথর্ব্ববেদান্তর্গত পুরুষবোধিনী শ্রুতি হইতেও জানা যায়—লক্ষ্মীদুর্গাদি শক্তি শ্রীরাধারই অংশভূতা। "যস্যা অংশে লক্ষ্মীদুর্গাদিকা শক্তিঃ। সিদ্ধান্তরত্ন ২।২২ অনুচ্ছেদ-ধৃতবচন।" পদ্মপুরাণ-পাতালখণ্ডে নারদের প্রতি শ্রীশিবের উক্তিতেও জানা যায়—ত্রিগুণাত্মিকা দুর্গা-প্রভৃতি শক্তিগণ শ্রীরাধারই কলার কোটি কোটি অংশের এক অংশ। "তৎকলাকোটিকোট্যংশা দুর্গাদ্যাস্ত্রিগুণাত্মিকাঃ॥

৫।৫৪॥

শ্রীরাধা যে সর্ব্বশক্তির অংশিনী, পদ্মপুরাণ-পাতাল-খণ্ড হইতে পরিষ্কারভাবেই তাহা জানা যায়ঃ—

তত্ত্বংবিশুদ্ধসত্ত্বেষু শক্তির্বিদ্যাত্মিকাপরা।
পরমানন্দসন্দোহং দধতী বৈষ্ণবং পরম্॥
কলয়াশ্চর্য্যবিভবে ব্রহ্মরুদ্রাদিদুর্গমে।
যোগীন্দ্রানাং ধ্যানপথং ন ত্বং স্পৃশসি কর্হিচিৎ॥
ইচ্ছাশক্তির্জ্ঞানশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তি স্তবেশিতুঃ।
তবাংশমাত্রামিত্যেবং মণীষা মে প্রবর্ত্ততে॥
মায়াবিভুতয়োঽচিন্ত্যাস্তন্মায়ার্ভক-মায়িনঃ।
পরেশস্য মহাবিষ্ণোস্তাঃ সর্ব্বাস্তে কলাঃ কলাঃ॥

৪০।৫৩-৫৬॥

শ্রীরাধার প্রতি নারদের উক্তিঃ—বিশুদ্ধ সত্ত্বসমূহের মধ্যে তুমিই তত্ত্ব (হ্লাদিনী-সন্ধিনী-সম্বিদ্‌রূপ বিশুদ্ধসত্ত্বের মূল—অর্থাৎ স্বরূপ-শক্তির অধিষ্ঠাত্রী), তুমি পরাশক্তি-রূপা, পরাবিদ্যাত্মিকা। তুমিই বিষ্ণুসম্বন্ধী পরমানন্দ-সন্দোহ ধারণ করিতেছ। হে ব্রহ্ম-রুদ্রাদি-দেবগণ-দুর্গমে! তোমার বিভব প্রত্যেক অংশেই আশ্চর্য্য। তুমি কখনও যোগীন্দ্রগণের ধ্যানপথ স্পর্শও করনা। ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি তোমারই অংশ মাত্র। তুমিই সর্ব্বশক্তির ঈশ্বরী। অর্ভকমায়াধারী (যোগমায়ার প্রভাবে যিনি শ্রীযশোদার অর্ভক-বালক-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন সেই) ভগবান্ মহাবিষ্ণুর (পরব্রহ্ম সর্ব্বেশ্বর স্বয়ং ভগবানের) যে সকল মায়া বিভূতি আছে, সে সকল তোমারই অংশ-স্বরূপ।"

নারদ পঞ্চরাত্র-শ্লোকে শ্রীরাধাকে "রাসেশ্বরী" এবং "রাসাধিষ্ঠাত্রী" বলা হইয়াছে—

"রাসাধিষ্ঠাত্রী দেবী চ স্বয়ং রাসেশ্বরী পরা।
বৃন্দাবনে চ সা দেবী পরিপূর্ণতমা সতী॥

২।৩।৬৫॥

পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ডেও পাইঃ—

অহঞ্চ ললিতাদেবী রাধিকা যা চ গীয়তে॥
অহঞ্চ বাসুদেবাখ্যো নিত্যং কামকলাত্মকঃ।
সত্যং যোষিৎস্বরূপোঽহং যোষিচ্চাহং সনাতনী॥
অহঞ্চ ললিতাদেবী পুংরূপা কৃষ্ণবিগ্রহা।
আবয়োরন্তরং নাস্তি সত্যং সত্যং হি নারদ॥

৪৪।৪৪-৪৬॥

শ্রীরাধাদেবী নারদকে বলিতেছেন—যাঁহাকে রাধিকা বলা হয়, সেই আমিই ললিতা দেবী। নিত্য কাম-কলাত্মকবাসুদেবও আমিই। আমি সত্যই রমণীস্বরূপ; আমি সনাতনী রমণী। আমিই ললিতাদেবী এবং আমিই পুরুষ দেহে শ্রীকৃষ্ণ। হে নারদ! সত্য সত্য বলিতেছি—আমাতে এবং শ্রীকৃষ্ণে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই।"

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের এক স্বরূপত্বের কথা শ্রীশিবজীও শ্রীনারদকে বলিতেছেন ঃ—

"বহুনা কিং মুনিশ্রেষ্ঠ বিনা তাভ্যাং ন কিঞ্চন।
চিদচিল্লক্ষণং সর্ব্বং রাধাকৃষ্ণময়ং জগৎ॥
ইত্থং সর্ব্বং তয়োরেব বিভূতিংবিদ্ধি নারদ।
ন শক্যতে ময়া বক্তুং বর্ষকোটিশতৈরপি॥
(পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড ৫০।৫৭-৫৮॥)

হে মুনিবর! অধিক আর কি বলিব? তাঁহারা (রাধাকৃষ্ণ) ব্যতীত কোথাও কিছু নাই। এই চিদচিল্লক্ষণ (চিজ্জড়মিশ্রিত) সমস্ত জগৎই রাধাকৃষ্ণময়। হে নারদ! এই প্রকারে, সমস্তকেই তাঁহাদেরই বিভূতি বলিয়া জানিবে। আমি শতকোটি বৎসরেও তাঁহাদের মহিমা বর্ণন করিতে সমর্থ নই।"

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভের ১৮৯ অনুচ্ছেদে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের এক-স্বরূপত্ব সম্বন্ধে বৃহদ্‌গৌতমীয় তন্ত্রের একটি প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—

"তথা চ বৃহদ্‌গৌতমীয়ে শ্রীবলদেবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্—সত্ত্বং তত্ত্বং পরত্বঞ্চ তত্ত্বত্রয়মহংকিল। ত্রিতত্ত্বরূপিণী সাপি রাধিকা মম বল্লভা॥ প্রকৃতেঃ পর এবাহং সাপি মচ্ছক্তিরূপিণী। সাত্ত্বিকং রূপমাস্থায় পূর্ণোঽহং ব্রহ্মচিৎপরঃ॥ ব্রহ্মণা প্রার্থিতঃ সম্যক সম্ভবামি যুগে যুগে। তয়া সার্দ্ধং ত্বয়া সার্দ্ধং নাশায় দেবতাদ্রুহামিত্যাদি। সত্ত্বং কার্য্যত্বং তত্ত্বং কারণত্বংততোঽপি পরত্বঞ্চেতি যত্তত্ত্বত্রয়ং তদহমিত্যর্থঃ। —তদ্রূপ বৃহদ্‌গৌতমীয়ে শ্রীবলদেবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য—'আমি নিশ্চয়ই সত্ত্ব, তত্ত্ব, পরত্ব এই ত্রিতত্ত্বস্বরূপ। আমার বল্লভা সেই রাধিকাও ত্রিতত্ত্বরূপিণী। আমি প্রকৃতির অতীত (মায়াতীত), আমার শক্তিরূপিণী শ্রীরাধাও প্রকৃতির অতীত। সাত্ত্বিকরূপে (বিশুদ্ধ সত্ত্বাত্মকরূপে) অবস্থিত আমি চিৎপর পূর্ণব্রহ্ম। ব্রহ্মাকর্তৃক সম্যক্ প্রার্থিত হইয়া দেবশত্রু অসুরগণের বিনাশের নিমিত্ত তোমার সহিত এবং শ্রীরাধার সহিত আমি যুগে যুগে আবির্ভূত হইয়া থাকি।

একস্বরূপ হইয়াও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ যে অনাদিকাল হইতেই দুইরূপে বিরাজিত, নারদপঞ্চরাত্র হইতেও তাহা জানা যায় ঃ—

দ্বিভুজঃ সোঽপি গোলোকে বভ্রাম রাসমণ্ডলে।
গোপবেশশ্চ তরুণো জলদশ্যামসুন্দরঃ॥ ২।৩।২১॥
এক ঈশঃ প্রথমতো দ্বিধারূপো বভুব সঃ।
একা স্ত্রী বিষ্ণুমায়া যা পুমানেকঃ স্বয়ং বিভুঃ॥
স চ স্বেচ্ছাময়ঃ শ্যামঃ সগুণো নির্গুণঃ স্বয়ম্।
তাং দৃষ্ট্বা সুন্দরীং লোলাং রতিং কর্ত্তুং সমুদ্যতঃ॥
২।৩।২৪-২৫

—সেই তরুণ গোপবেশ নবমেঘের ন্যায় শ্যামসুন্দর দ্বিভুজ পরমাত্মা গোলোকের রাসমণ্ডলে ভ্রমণ করিতেছিলেন। একমাত্র ঈশ্বর প্রথমে দ্বিধা বিভক্ত হইলেন। তাঁহার একভাগ স্ত্রী হইল, ইঁহাকে বিষ্ণুমায়া অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি বলে এবং অপরভাগে তিনি স্বয়ং বিভু পুরুষরূপে রহিলেন। তিনি স্বেচ্ছাময়, শ্যামকান্তি, সগুণ (অপ্রাকৃত-গুণবিশিষ্ট) এবং নির্গুণ (প্রাকৃত-গুণহীন)। তিনি সেই চঞ্চলা ললনাকে দেখিয়া তাঁহার সহিত বিহার করিতে উদ্যত হইলেন।"

নারদ পঞ্চরাত্রে আরও বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণ যেমন ব্রহ্মস্বরূপ এবং প্রকৃতির অতীত শ্রীরাধাও তেমনি ব্রহ্মস্বরূপা এবং প্রকৃতির অতীত।

"যথা ব্রহ্মস্বরূপশ্চ শ্রীকৃষ্ণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
তথা ব্রহ্মস্বরূপা সা নির্লিপ্তা প্রকৃতেঃ পরা॥২।৩।৫১॥

শ্রীরাধাদেবীর তত্ত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্র আরও বলেন—

কৃষ্ণের অনন্তশক্তি, তাতে তিন প্রধান।
চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি নাম॥
অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা, তটস্থা কহি যারে।
অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি সবার উপরে॥
সচ্চিদানন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপশক্তি হয় তিন রূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি॥

কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম আহ্লাদিনী।
সেই শক্তিদ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি॥
মহাভাব চিন্তামণি—রাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখী তাঁর কায়ব্যূহরূপ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ৮)

শ্রীকৃষ্ণ রাধাদেবীকে বলিতেছেন—

শেষো বসুন্ধরাধারঃ শেষাধারো হি কচ্ছপঃ।
বায়ুশ্চ কচ্ছপাধারো বাস্বাধারোঽহমেবচ॥
মমাধারস্বরূপা ত্বং ত্বয়ি তিষ্ঠামি শাশ্বতম্॥

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ৪।৬।২০৮।২০৯)

প্রেমমূর্ত্তি শ্রীরাধা যেরূপ কৃষ্ণময়ী। প্রেমবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণও তদ্রূপ রাধাময়। এইজন্যই শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

রাধা পুরঃ স্ফুরতি মে পশ্চিমতশ্চ রাধা
রাধাধিসব্যমিহ দক্ষিণতশ্চ রাধা।
রাধা খলু ক্ষিতিতলে গগনে চ রাধা
রাধাময়ী মম বভূব কুতস্ত্রিলোকী॥

(বিদগ্ধ মাধব ৫ অঙ্ক ২৭)

আমার সম্মুখে রাধা, পশ্চাতে রাধা, বামে রাধা, দক্ষিণে রাধা, পৃথ্বীতলে রাধা, গগনে রাধা বিরাজ করিতেছেন। আমি ত্রিভুবন রাধাময় দেখিতেছি কেন?

(ক্রমশঃ)

বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাসবাবাজী মহারাজের শিক্ষা

(সাপ্তাহিক গৌড়ীয় হইতে উদ্ধৃত)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহাশয়কে 'ভক্তগণের বৃদ্ধ সেনাপতি' বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীমন্মাধ্বাচার্য্যকে 'বৃদ্ধ বৈষ্ণব' বলিয়াছেন। শ্রীল জগন্নাথ সুদীর্ঘকাল এই ধরাধামে প্রকটিত থাকিয়া শ্রীহরিনাম প্রচার করিয়াছেন। প্রাচীনতা-নিবন্ধন তাঁহার প্রকটকালের শেষাবস্থায় তিনি অনেকটা খর্ব্বাকৃতি ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন সঙ্কীর্ত্তনে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেন, তখন তাঁহাকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ন্যায় আজানুলম্বিত ভুজ, ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল-তনু, চতুর্হস্ত-পরিমিত দীর্ঘ-পুরুষ বলিয়া মনে হইত। তিনি এক একটি লম্ফ দিয়া পাঁচ ছয় হস্ত উচ্চে উঠিতেন, কীর্ত্তনানন্দে তাঁহার নৃত্য এক অদ্ভুত ব্যাপার ছিল। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আমলাজোড়া-প্রপন্নাশ্রম-স্থাপনের বর্ণনার মধ্যে শ্রীল জগন্নাথের অতিমর্ত্ত্য নৃত্যের কথা বর্ণন করিয়াছেন।

শ্রীধামমায়াপুর যোগপীঠে যে কদম্ব বৃক্ষটী বিরাজিত রহিয়াছে, তাহার সমীপে তিনি যখন 'হা গৌর! হা নিতাই!' বলিয়া ভাবাবেশে নৃত্য করিতে করিতে লম্ফ দিতেন, তখন মনে হইত, যেন তিনি কদম্ববৃক্ষের শীর্ষদেশে অবস্থিত কদম্ববনবিহারী হরিকে ধরিবার জন্য এত উর্দ্ধে আরোহণ করিতেছেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন, 'শ্রীজগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণের বিশ্রম্ভ সেবক বলিয়া অধোক্ষজ শ্রীবিগ্রহের স্কন্ধে নৃত্য করিয়াছিলেন; কারণ যে কদম্ববৃক্ষের সমীপে জগন্নাথপ্রভু তাঁহার নৃত্য-তাণ্ডব রচনা করিয়াছিলেন, ঠিক তাহার নিম্নেই শ্রীযোগপীঠের শ্রীমন্দিরের ভিত্তি খননকালে (১৩৪১ বঙ্গাব্দ, ৩০শে জ্যৈষ্ঠ) শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের সেবিত গৃহদেবতা ভূগর্ভ হইতে স্বয়ং আবির্ভূত হন। এই ভূগর্ভে অধোক্ষজ বিষ্ণু অবস্থান করিতেছিলেন বলিয়াই এত আনন্দভরে এইস্থানে বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম জগন্নাথ নৃত্য করিতেন। বর্ত্তমানে শ্রীল জগন্নাথের এই নৃত্যস্থলী ও অধোক্ষজ শ্রীবিগ্রহের আবির্ভাবস্থলীর উপরে শ্রেষ্ঠ্যার্য্য শ্রীযুক্ত সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয় মহোদয়ের অর্থানুকূল্যে বঙ্গের সর্ব্বোচ্চ শ্রীমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে।

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়াছি যে, অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের বিশ্রম্ভ-সেবক শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহাশয় এই যোগপীঠে আসিয়া অনেক সময় নর্ম্ম-সখ্যভাবে বিভাবিত হইয়া প্রাতঃকালে এইরূপ উক্তি করিতেন, 'তোরা এখনও খাবার দিচ্ছিস না কেন? এখনই দে, দেখ্‌তে পাচ্ছিস না কত বেলা হ'ল? এখনই গোষ্ঠে যেতে হ'বে; কৃষ্ণ-বলরাম দাঁড়িয়ে আছে।

"গৌর-ব্রজবনে ভেদ না হেরিব" শ্রীশ্রীজগন্নাথ-ভক্তি-বিনোদ-গৌর-সরস্বতীতে এই আদর্শ মূর্ত্তিমান ছিল। তাঁহারা যুগপৎ নিত্যসিদ্ধ গৌরজন ও ব্রজজন। একাধারে নিত্য গৌরবনবাসী ও ব্রজবনবাসী।

শ্রীল বাবাজী মহাশয় সকলকেই কায়মনোবাক্যে হরিভজনের উপদেশ প্রদান করিতেন। তাঁহার কোন কোন শিষ্যাভিমানী ব্যক্তি কৌপীনধারী হইয়া মনে করিতেন, তাঁহাদিগকে গৃহস্থগণের ন্যায় শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা আর কোনও প্রকার হরিসেবা করিতে হইবে না, কেননা, তাঁহারা ভেকধারী; সুতরাং কেবল অনবহিত হইয়া মালা টানিয়া সংখ্যা রাখিলেই তাঁহাদের দৈনিক কৃত্য শেষ হইবে; কিন্তু শ্রীল বাবাজী মহাশয় ঐ সকল নাম ভজনানন্দীর অভিনয়কারী ও উদাসীনের অভিমানকারী শিষ্যব্রুব ব্যক্তিগণকে অহৈতুক কৃপাপরবশ হইয়া সর্ব্বক্ষণ ভজনকুটীরের পার্শ্ববর্ত্তী শাকসব্জীর ক্ষেত্র পরিষ্কার পূর্ব্বক কৃষ্ণ সেবার্থে বিবিধ বীজরোপণাদি করাইয়া তাঁহাদের দৈহিক শ্রম কৃষ্ণসেবায় নিয়োজিত করিতে বলিতেন—উদ্দেশ্য ঐ অসিদ্ধ মূঢ় ব্যক্তিগণ কৃষ্ণানুশীলনে শৈথিল্য প্রকাশ করিয়া স্ব স্ব ইন্দ্রিয়তর্পণে শ্রমরত থাকিয়া নরকপথে অগ্রসর না হইয়া কায়দ্বারাও হরিভজন করুক, তাহা হইলেও তাহাদের চিত্তবৃত্তি প্রসন্ন থাকিয়া কৃষ্ণানুশীলনযোগ্য হইতে পারিবে।

বাবাজী মহাশয় যখন কুলিয়া-নবদ্বীপে তাঁহার ভজন-কুটীতে অবস্থান করিতে ছিলেন, তখন কএকজন গৃহত্যাগী ভেকধারী বাবাজী মহাশয়ের নিকট ভজন শিক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে আগমন করেন। বাবাজী মহাশয় তাঁহাদের অধিকার বিচার করিয়া ভগবৎসেবার উদ্দেশ্যে রোপিত বেগুনগাছে জল দিবার জন্য তাঁহাদিগকে আদেশ করেন। তাঁহারা আপনাদিগকে ভজনপক্ক অভিমান করিয়া মনে মনে বাবাজী মহাশয়ের ঐরূপ আদেশে অসন্তুষ্ট হন এবং বিচার করেন যে, যখন তাঁহারা ঐ সকল বিষয়কার্য্য হইতে বিরত থাকিবার জন্য গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন বাবাজী মহাশয়ের নিকট আসিয়া গৃহব্রতগণের সংসারের কার্য্য তাঁহারা কেন করিবেন? কেহ বা বিচার করেন, সংসার ছাড়িয়া যদি ঐ সকল ঘরের কার্য্যই করিতে হয়, তবে পুনরায় ঘরে ফিরিয়া যাওয়াই ভাল। বাবাজী মহাশয় তাঁহাদের হৃদয়ের ভাব বুঝিতে পারিয়া ভজনকুটীরে সমুপস্থিত শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে বলেন,—'আপনি শ্রেষ্ঠ বিচারক ইহাদের বিচার করুন।'

কৌপীনধারীর অভিমানকারী ঐ ব্যক্তিগণেয় মধ্যে কেহ কেহ স্বভাবতঃ আলস্যপরায়ণ ও নানা অনর্থরোগগ্রস্ত, কেহ বা গোপনে ব্যভিচার-রত কেহ বা স্বতন্ত্রতাকামী, কেহ নানাপ্রকার অন্যাভিলাষী ছিল। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর উহাদের মধ্যে এক ব্যক্তিকে চারিধাম ভ্রমণ করিবার ব্যবস্থা, কাহাকেও বা গৃহে গমন করিয়া বৈধ-বিবাহ করিবার উপদেশ আর সরল-অথচ দুর্ব্বলতা-বশতঃ অন্যাভিলাষরোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে নির্ব্বিচারে বাবাজী মহাশয়ের আদেশ প্রতিপালন ও সর্ব্বতোভাবে তাঁহার শরণাগত হইবার উপদেশ প্রদান করিলেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের দ্বারা শ্রীল জগন্নাথ অনর্থযুক্ত ব্যক্তিগণের ঐরূপ শাসন নিয়মন ও বিচার করাইয়াছিলেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও আমাদের প্রভুপাদের দ্বারা তাঁহার (শ্রীল ভক্তিবিনোদের) কতিপয় শিষ্যনামধারী অন্যাভিলাষীর ঐরূপ মঙ্গল বিধানের চেষ্টা করাইয়াছেন।

শ্রীল জগন্নাথদাস গৌরজন্মস্থানের নির্দ্দেশক ও শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার প্রাক্তন মূল পুরুষ। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাকে এই প্রপঞ্চে জীবোদ্ধারকল্পে প্রেরণ করিয়া স্বীয়-প্রকৃত জন্মস্থান নির্দ্দেশ করাইয়া দিয়াছেন। সিদ্ধ বাবাজী মহাশয় গৌরধাম প্রকাশ ও শ্রীমায়াপুর যোগ-পীঠে শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ এবং শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভার উদ্বোধনের পরের বৎসরই অর্থাৎ ১৩০১ বঙ্গাব্দের ১৪ই ফাল্গুন সোমবার শুক্লপ্রতিপৎ তিথিতে দিবা দশ ঘটিকার সময় গৌরভূমি অন্ধকার করিয়া শ্রীনবদ্বীপ মণ্ডলের অন্তর্গত কোলদ্বীপস্থ ভজনকুটীরে শ্রীধামলাভ করিয়াছেন। তিনি চিজ্জগতে অবস্থিত থাকিয়া আমাদিগের প্রতি কৃপা করুন; তাঁহার শ্রীপাদ-পদ্মে এই প্রার্থনা।

শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব

অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্বের 'ভগবান্' রূপে প্রকাশ

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যা। ১৬ পৃষ্ঠার অনুসরণে)

[ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ, এম-এ]

'ভগবান্' বলিতে কি বুঝায়? 'ভগ' শব্দের অর্থ ঐশ্বর্য্য বা শক্তি। 'ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষন্নাং ভগ ইতীঙ্গনা॥' জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য্যবীর্য্যতেজাংস্যশেষতঃ। ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ॥ —(বিষ্ণু পুরাণ) অর্থাৎ সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী (সৌন্দর্য্য ও সম্পত্তি), সমগ্র জ্ঞান এবং সমগ্র বৈরাগ্য —এই ছয়টি মহাশক্তির নাম 'ভগ'। সুতরাং এই সকল মহাশক্তি যাঁহাতে অঙ্গাঙ্গিভাবে বর্ত্তমান তিনিই ভগবান্। এই শ্লোকদ্বারা জানা যাইতেছে যে ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্‌বিধ মহাশক্তি সম্পন্ন সচ্চিদানন্দ বিগ্রহই শ্রীভগবান্।

পরমেশ্বর চিদ্‌বস্তু—তাঁহার মধ্যে অচিৎ বা জড় কিছুই থাকিতে পারে না সুতরাং তাঁহার ষড়ৈশ্বর্য্য ও চিদ্‌বস্তু—মায়াতীত ও অপ্রাকৃত। এজন্য তাঁহার এই ষড়ৈশ্বর্য্যকে চিদৈশ্বর্য্য বা চিদ্ বিভূতিও বলা হয়। তাঁহার জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য তেজ প্রভৃতি অশেষ গুণসকল তাঁহার স্বরূপ হইতে অভিন্ন সেজন্য ঐ সকল গুণও 'ভগবৎ' শব্দেই উক্ত হইয়া থাকেন। এই গুণগুলিতে কোন প্রকার প্রাকৃত হেয় গুণ অর্থাৎ সত্ত্বাদি মায়িক দোষের কোন সংশ্রব নাই।

'সমগ্র' শব্দের দ্বারা এই বুঝা যায় যে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডাত্মক সমগ্র বিশ্বে যাহা কিছু ঐশ্বর্য্য, বীর্য্যাদি দেখিতে পাওয়া যায় উহা সমস্তই পরমেশ্বরের শক্তির অংশ। তিনি সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন—তাঁহার অনন্তশক্তি, অনন্ত বিভূতি।

যদ্‌যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবঃ॥ গী ১০।৪১

—শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—যে যে বস্তুই (যৎ যৎ সত্ত্বং এব) বিভূতিমৎ (ঐশ্বর্য্যযুক্ত), শ্রীমৎ (সম্পত্তি-যুক্ত) অথবা উর্জ্জিত (বল প্রভাবাদির আধিক্যযুক্ত) সেই সমস্তই আমার তেজ অর্থাৎ প্রকৃতির অংশসম্ভূত বলিয়া তুমি জানিবে। শ্রীমদ্ ভাগবতেও শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিতেছেন—

তেজঃ শ্রীঃ কীর্ত্তিরৈশ্বর্য্যং হ্রীস্ত্যাগঃ সৌভগং ভগঃ।
বীর্য্যং তিতিক্ষা বিজ্ঞানং যত্র যত্র স মেঽংশকঃ॥

ভাঃ ১১।১৬।৪০

—অর্থাৎ যে যে বস্তুতে প্রভাব, শ্রী, কীর্ত্তি, ঐশ্বর্য্য, হ্রী (লজ্জা), ত্যাগ, সৌভগ (চিত্তের আহ্লাদকত্ব), ভগ (ভাগ্য), বীর্য্য, তিতিক্ষা (ক্ষান্তি), বিজ্ঞান (স্বরূপ জ্ঞান)—সে সমস্তই আবার অংশভূত অর্থাৎ বিভূতি। শ্রীমদ্ ভাগবতে ব্রহ্মার বাক্যেও আমরা পাই—

যৎ কিঞ্চ লোকে ভগবন্মহস্বদোজঃ সহস্বদ্বলবৎ ক্ষমাবৎ।
শ্রী-হ্রী-বিভূত্যাত্মবদদ্ভুতার্ণং তত্ত্বং পরং রূপবদস্বরূপম্॥

ভাঃ ২।৬।৪৫

—অর্থাৎ লোকে যাহা কিছু ভগবৎ (ঐশ্বর্য্যযুক্ত), মহস্বৎ (তেজোযুক্ত), ওজঃসহস্বৎ (ইন্দ্রিয় মনশক্তি যুক্ত), বলবৎ, ক্ষমাবৎ, শ্রী-হ্রী-বিভূত্যাত্মবৎ (শোভাসম্পন্ন, লজ্জা-যুক্ত, বিভূতিসম্পন্ন, বুদ্ধিযুক্ত, অদ্ভুতার্ণ (আশ্চর্য্যবর্ণ), রূপবৎ (রূপবান্) ও অরূপ তাহা সকলই পরমতত্ত্বের বিভূতি।

[পরমেশ্বরের বহিরঙ্গাশক্তির কার্য্যভূত যে সকল রূপযুক্ত, গুণযুক্ত বা ক্রিয়াময় বাহ্যবস্তু উহা পরতত্ত্ববাচক না হইলেও উহা পরতত্ত্বেরই বিভূতিস্বরূপ]

[মায়াবাদিগণ ব্রহ্মকে যে নিঃশক্তিক বলিয়া থাকেন উপরিউক্ত শাস্ত্রবাক্য উহার নিরসন করিতেছেন।]

ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান্—উহা কেনোপনিষদের একটী আখ্যায়িকায় ব্যক্ত হইয়াছে—

ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে। কেন ৩।১

অর্থাৎ ব্রহ্মই দেবগণের নিমিত্ত জয়লাভ করিলেন। আখ্যায়িকাটী এই —

দেবতাগণ অসুরদিগকে পরাজয় করিয়া মনে করিলেন যে তাঁহারাই নিজ নিজ শক্তিদ্বারা বিজয়ী হইয়াছেন। সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্ম দেবতাদিগের এই মনোভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহাদের ভ্রান্তি দূর করিবার জন্য যক্ষের রূপ ধারণ করিয়া দেব সভার এক প্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন। ঐ মূর্ত্তি যে যক্ষরূপী ব্রহ্ম উহা দেবতাগণ বুঝিতে না পারিয়া ইনি কে জানিবার জন্য প্রথমতঃ অগ্নিদেবকে পাঠাইলেন। অগ্নিদেব যক্ষের নিকট উপস্থিত হইলে যক্ষ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'তুমি কে' 'তোমার কি শক্তি ?' —অগ্নি বলিলেন—'আমি অগ্নি, আমি পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সবই দগ্ধ করিতে পারি'। তখন যক্ষ একটী তৃণখণ্ড অগ্নির সম্মুখে ধরিয়া উহা দগ্ধ করিতে বলিলেন কিন্তু অগ্নিদেব তাঁহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াও উহা দগ্ধ করিতে পারিলেন না। অগ্নি দেবসভায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া উহা জানাইলে দেবতাগণ বায়ুকে পাঠাইলেন। যক্ষ বায়ু-দেবতাকেও ঐরূপ প্রশ্ন করিলে বায়ু বলিলেন—"পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে আমি উহা উড়াইয়া দিতে পারি"। তখন বায়ুর সম্মুখে একটী তৃণখণ্ড রাখিয়া উহা গ্রহণ করিতে বলিলেন। কিন্তু বায়ু তাঁহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াও ঐ তৃণখণ্ডকে স্থানচ্যুত করিতে পারিলেন না। বায়ু তখন দেবসভায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ঐ সংবাদ জানাইলে স্বয়ং ইন্দ্র যক্ষের নিকট চলিলেন কিন্তু তখনই যক্ষ তিরোহিত হইলেন। ইন্দ্র যক্ষের সন্ধানে চলিতেছেন এমন সময় আদ্যাশক্তি হিমালয়-দুহিতারূপে অবতীর্ণ হইয়া উমারূপে ইন্দ্রের সাক্ষাৎকার হইলে ইন্দ্র তাঁহার নিকট এই যক্ষের বৃত্তান্ত জানিতে চাহিলে উমা দেবী বলিলেন—"ইনি ব্রহ্ম—তোমরা অসুরগণকে পরাজয় করিয়া মনে করিতেছ উহা তোমাদেরই গৌরব কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা ব্রহ্মেরই জয়"। এই আখ্যায়িকার দ্বারা শ্রুতি জানাইতেছেন যে ব্রহ্মই একমাত্র সর্ব্বশক্তিমান্ এবং এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যাহার যাহা কিছু শক্তি উহা ব্রহ্মেরই শক্তির অংশমাত্র।

ভগবান্ বলিতে কাঁহাকে বুঝিতে হইবে ?

"বদন্তিতৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং—এই শ্লোকবাক্যে বলা হইয়াছে যে তত্ত্ববিদ্‌গণ একমাত্র অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ববস্তুকেই তত্ত্ব অর্থাৎ সত্যজ্ঞান বলিয়া থাকেন। পরমেশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়—এই জ্ঞানই অদ্বয় জ্ঞান। এজন্য তিনিই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব বস্তু। তত্ত্ব বলিতে কি বুঝায় তাহার সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য এই যে—

যে একটী মাত্র বস্তু সর্ব্বমূলরূপে স্বীকৃত হইতেছেন তিনিই পরতত্ত্ব। বেদে পরতত্ত্ব বা পরব্রহ্ম সম্বন্ধে বলিতে গিয়া রাম নৃসিংহাদি ঈশ্বরগণ, দেবতাগণ, প্রজাপতিগণ, পরমাত্মা প্রভৃতির সহিত তাঁহার কিরূপ সম্বন্ধ তাহা বুঝাইবার জন্য বলিতেছেন—

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতীং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে॥ (শ্বেত)

—যিনি রাম, নৃসিংহাদি বৈকুণ্ঠস্থ ঈশ্বরদিগের ও পরম-মহেশ্বর, স্বর্গস্থ দেবতাগণের পরমদেবতা, ব্রহ্মাদি প্রজাপতিগণের পতি বা অধীশ্বর, শ্রেষ্ঠ হইতেও পরমশ্রেষ্ঠ, সেই স্বপ্রকাশ পূজনীয় পরব্রহ্মকে আমরা বিশ্বের ঈশ্বর বলিয়া জ্ঞাত হই। তাঁহার সমান বা তাঁহা অপেক্ষা অধিক (শ্রেষ্ঠতর) কেহ দৃষ্ট হয় না।

নানাশাস্ত্রে এই পরতত্ত্ব সম্বন্ধে বিভিন্নভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। তথাপি যাহা তাঁহার স্বরূপ তাহা ঠিকই আছে। সকল শাস্ত্রের মূল বেদে সচ্চিদানন্দ বস্তুকেই পরতত্ত্ব বলা হইয়াছে। অধিকারীভেদে এই সচ্চিদানন্দ বস্তুই নির্ব্বিশেষ বা সবিশেষরূপে প্রকাশিত

হ'ন। বেদার্থ বিস্তারকারী শ্রীমদ্ ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে যে এই পরতত্ত্ব ত্রিবিধ অধিকারীর নিকট তিনরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন—'ব্রহ্ম' রূপে প্রকাশিত অবস্থায় অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বের অসম্যক্ প্রকাশ, 'পরমাত্মা'রূপে প্রকাশিত অবস্থায় তাঁহার আংশিক সবিশেষ প্রকাশ, কিন্তু 'ভগবান্'রূপে প্রকাশিত অবস্থায় তাঁহার সর্ব্ব 'ভগ' অর্থাৎ সর্ব্বশক্তি অভিব্যক্ত সুতরাং ভগবত্তাতেই তাহার পরিপূর্ণ স্বরূপ প্রকাশিত। সুতরাং পরতত্ত্বের সবিশেষ প্রকাশই ভগবান—তিনি প্রাকৃতগুণ শূন্য হইয়াও সগুণ, প্রাকৃত আকার বিহীন হইয়াও সাকার এবং প্রাকৃতকর্ম্মের অতীত হইয়াও নিত্যলীলাময়। বেদেই প্রতিপাদিত হইয়াছে যে এই সচ্চিদানন্দ বস্তু পরতত্ত্ব অনন্ত শক্তি সমন্বিত। শক্তিমানরূপে প্রকাশের নামই সবিশেষ প্রকাশ বা ভগবান্।

"তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং—শ্রুতিবাক্যে আমরা পাইয়াছি যে পরব্রহ্ম বা পরাতত্ত্বই শ্রীভগবান্, অর্থাৎ পরাতত্ত্ব ও ভগবত্তত্ত্ব একই। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে পরব্রহ্ম কিজন্য ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবানরূপে নিজেকে প্রকাশ করিলেন। ইহার উত্তর এই পরব্রহ্ম আনন্দময় "আনন্দং ব্রহ্ম" (শ্রুতি)—সেজন্য আনন্দোচ্ছ্বাস জন্য তিনি লীলা করিতে চাহিলেন। সৃষ্টির পূর্ব্বে তিনি একাকী ছিলেন "আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ"—তিনি পুরুষমূর্ত্তি আত্মস্বরূপেই ছিলেন। অতঃপর তিনি একাকী থাকিয়া আনন্দ পাইলেন না, আনন্দের নিমিত্ত (লীলার নিমিত্ত) তিনি আপনাকে বিস্তার করিলেন—"স বৈ ন রেমে, তস্মাদেকাকী ন রমতে। স দ্বিতীয় মৈচ্ছৎ" তিনি স্বীয় ইচ্ছাশক্তি প্রভাবে আপনাকেই স্ত্রী-পুরুষ রূপে বিভক্ত করিলেন প্রথমতঃ তাঁহার হ্লাদিনী শক্তিকে মূর্ত্তিমতী করিয়া রাধাকৃষ্ণ রূপে যুগলমূর্ত্তি হইলেন। সন্ধিনীশক্তিকে বিস্তার করিয়া অপ্রাকৃত পরব্যোম গোলোকাদি আনন্দধাম প্রকাশ করিলেন। শ্রীরাধিকা আপনাকে বিস্তার করিয়া কায়ব্যূহরূপ সখীবৃন্দকে, বৈকুণ্ঠস্থ লক্ষ্মীদিগকে, দ্বারকাস্থ মহিষীগণকে প্রকাশ করিলেন। কৃষ্ণ নিজেকে বিস্তার করিয়া বাসুদেব, সঙ্কর্ষণাদি ব্যূহদিগের প্রকাশ করিলেন। এইভাবে ভগবান্ ও ভগবতীগণের বিস্তারপূর্ব্বক পরিকরাদি প্রকাশ করিয়া লীলার বিস্তার সাধন করিলেন। শ্রীভগবান্ 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' হইলেও লীলার জন্য তিনি মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, রাম, নৃসিংহাদি অনন্তমূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। এই সকল পৃথক্ পৃথক্ মূর্ত্তিতে স্বরূপের বা তত্ত্বের কোন ভেদ নাই—সর্ব্বমূর্ত্তিই সর্ব্বশক্তিতে পরিপূর্ণ। তথাপি লীলার প্রয়োজনীয়তা অনুসারে যে মূর্ত্তিতে যেরূপ শক্তি প্রকাশের প্রয়োজন তাহাই প্রকাশিত হইয়া থাকে। যে মূর্ত্তিতে অল্পশক্তি প্রকাশ তাহার নাম অংশ এবং যে মূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ শক্তির প্রকাশ তাঁহার নাম অংশী বা পূর্ণ। অংশী ও অংশ পরিচয়ে শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য বীর্য্যাদি শক্তি প্রকাশের তারতম্য থাকে। এজন্য শ্রীমদ্ভাগবতে বিভিন্ন অবতার প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে "এতে চাংশকলা পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্"—অর্থাৎ মৎস্য কূর্ম্মাদি অবতার সমূহ শ্রীভগবানের পুরুষাবতারের অংশ ও কলারূপে আবির্ভূত, কিন্তু তাঁহার কৃষ্ণমূর্ত্তি স্বয়ং ভগবান্ অর্থাৎ পরিপূর্ণ শক্তিসমন্বিত ভাবে প্রকাশিত। তাৎপর্য্য এই যে শ্রীভগবান যখন মৎস্য কূর্ম্মাদিরূপে লীলা করেন তখন তাঁহার ঐশ্বর্য্যাদি মহাশক্তিকে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত করার প্রয়োজন হয় না কিন্তু যখন তিনি কৃষ্ণরূপে লীলা করেন তখন তাঁহার সর্ব্বশক্তি পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত হয় সেজন্য শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলা হইয়া থাকে। তাঁহার মৎস্যকূর্ম্মাদি সমস্ত মূর্ত্তিই ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ হইলেও তাঁহার কৃষ্ণমূর্ত্তিতে ঐ সকল মহাশক্তির পরিপূর্ণ প্রকাশ—"সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য, বৈদগ্ধ্য বিলাস। ব্রজেন্দ্রনন্দনে ইহার অধিক উল্লাস"॥ (চৈঃ চঃ) মৎস্য কূর্ম্মাদি মূর্ত্তিতে ঐশ্বর্য্যশক্তির প্রকাশ থাকিলেও, একমাত্র ব্রজেন্দ্রনন্দন মূর্ত্তিতে তাঁহার সর্ব্ববশীকারিত্ব (আত্মপর্য্যন্ত) শক্তির প্রকাশ। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে লীলার জন্য শ্রীভগবান্ তাঁহার ঐশ্বর্য্য, বীর্য্যাদি ভগবত্তার লক্ষণ প্রকাশ করিয়া থাকেন। এখন এই ঐশ্বর্য্যাদি

বলিতে আমরা কি বুঝিব তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইতেছে।

ঐশ্বর্য্য অর্থে সর্ব্ববশীকারিতা—যে শক্তিতে কেবল ঈশ্বরের ভাব প্রকাশিত হয়। **ঈশ্বর বলিতে** 'কর্ত্তুম-কর্ত্তুং অন্যথা কর্ত্তুং সমর্থঃ। সুতরাং **যে শক্তি সকলকে** বশীভূত করিতে পারে তাহারই নাম ঐশ্বর্য্য। **ঐ শক্তি** প্রভাবে প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত সর্ব্ববিধ বস্তু শ্রীভগবানের বশীভূত। তিনি যে কোন বস্তুর দ্বারা যে কোন কার্য্য সাধন করিতে পারেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমন কোন বস্তু নাই যাহা স্বতন্ত্রভাবে কোন কার্য্য করিতে পারে—সমস্তই তাঁহার ঐশ্বর্য্য শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

শ্রীভগবানের কূর্ম্ম, বরাহ, রাম, নৃসিংহাদি স্বাংশ স্বরূপের মধ্যে ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ থাকিলেও তাঁহার পরিপূর্ণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহে পূর্ণ ঐশ্বর্য্যের সহিত পূর্ণ মাধুর্য্যের প্রকাশ এবং সেই শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপে তাঁহার যেখানে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ উহার অধিকাংশস্থলে ঐ ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যের অনুগত। তাঁহার লীলায় এই মাধুর্য্য প্রকাশের আধিক্য থাকার জন্যই তাঁহার ভক্তগণ তাঁহার সম্বন্ধে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন মদীয়তাপূর্ণ শুদ্ধভক্তিদ্বারা তাঁহাতে প্রাণ-মনঢালা সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে চান। সেজন্য তাঁহার কোন লীলায় মহৈশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেও বা না করিলেও যে লীলা তিনি নরলীলাভাবে প্রকাশ করিয়াছেন এবং এই মনুষ্যভাবের যে লীলাতে মধুরভাব প্রকাশ হয় উহাই তাঁহার মাধুর্য্য লীলা। পুতনা রাক্ষসী বধে তাঁহার মহাঐশ্বর্য্যের প্রকাশকালেও তিনি নরশিশুরভাবে সেই রাক্ষসীর স্তনপান করিয়াছেন। দামবন্ধন লীলায় বাৎসল্য প্রেমবতী মা যশোদা বামহস্তদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিয়া তাঁহার কোমরের উর্দ্ধদেশ এবং বক্ষঃস্থলের অধোদেশ রজ্জু দ্বারা বেষ্টন করিতে লাগিলেন কিন্তু বন্ধনের সময় প্রতিবারই দুই অঙ্গুলি পরিমাণ রজ্জু কম হইতে লাগিল, তখন গৃহস্থিত সমস্ত রজ্জু একত্রিত করিয়াও বন্ধনে কৃতকার্য্য হইতেছেন না। শ্রীকৃষ্ণ জননীকে পরিশ্রান্তা ও স্বেদযুক্তা দেখিয়া—জননীর কেশ হইতে মালা স্খলিত হইয়া পড়িতেছে অথচ তিনি তাঁহাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) বন্ধন করিবেনই—উহা দেখিয়া তিনি নিজেই মাতাকর্তৃক বন্ধন স্বীকার করিয়া লইলেন! এই লীলায় একই বালক বিগ্রহে তাঁহার বিভুতা ও মধ্যমত্ব প্রকাশিত হইতেছে। উহাতে শ্রুতি প্রতিপাদিত 'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্" এই অচিন্ত্য মহাশক্তিরই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। যে বালকবিগ্রহের কটিদেশ, বক্ষঃস্থল অসংখ্য রজ্জু সংযোগেও বেষ্টন করা যাইতেছে না সেই একই বিগ্রহের কটিদেশ কিঙ্কিনী রজ্জুতে নিবদ্ধ রহিয়াছে এবং বক্ষঃস্থল মণিময় হার দ্বারা বেষ্টিত রহিয়াছে। শকটাসুর নিধনে তিনি মাত্র ৩ মাস বয়সে শায়িত অবস্থায় ক্রন্দন এবং পদ-ক্ষেপন করিতে করিতে অসুরকে নিধন করিলেন। তৃণা-বর্ত্তবধে মাত্র ১ বৎসর বয়সে তিনি বালকের মত অসুরের গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে বধ করিলেন, বকাসুর ও বৎসাসুর বধেও তিনি বালকের মত গোষ্ঠক্রীড়া করিতে করিতে এই কার্য্য করিলেন। গোবর্দ্ধন ধারণে তিনি মাত্র ৭ বৎসর বয়সে বামহস্ত দ্বারা একক্রমে ৭ দিন পর্ব্বতরাজকে উত্তোলন করিয়া রহিয়াছেন। কালিয় দমনে তিনি মহাতেজস্বী কালিয়ের মস্তকোপরি শিশুর ন্যায় নৃত্য করিতেছেন। সুতরাং ঐ সমস্ত লীলা তাঁহার নরলীলার আবরণে প্রকাশিত হওয়ায় তাঁহার ঐশ্বর্য্য ও বীর্য্যে তাঁহার মনুষ্যভাবের মাধুর্য্য মিশ্রিত আছে।

শ্রীকৃষ্ণের দাবানল ভক্ষণ লীলাতেও দেখা যায় যখন তিনি যমুনা তীরে গোষ্ঠ ক্রীড়া করিতেছেন, গো-মহিষাদি তৃণ ভক্ষণ করিতে করিতে দূরবর্ত্তী বনে প্রবেশ করিয়াছে তখন অকস্মাৎ বনমধ্যে প্রচণ্ড দাবানল প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল এবং উহা বায়ু তাড়িত হইয়া স্থাবর জঙ্গমাদি প্রাণীগণকে দগ্ধ করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল তখন গো ও গোপবালকগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া রক্ষা করিবার জন্য 'মহাবীর্য্য', 'অমিত বিক্রম' কৃষ্ণ বলরামকে ডাকিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন গোপ-বালকগণকে নয়ন মুদ্রিত করিতে বলিয়া সেই ভীষণ দাবানল উদরস্থ করিয়া লইলেন। গোপালচম্পূতে বর্ণিত

আছে যে মহাযোগেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের তৎক্ষণাৎ অচিন্ত্য মহাশক্তি প্রভাবে মহাজলধরতুল্য এক প্রকার বিগ্রহের আবির্ভাব হইল—সেই বিরাট দেহের বিরাট বদন ব্যাদন করিয়া অনায়াসে সেই সর্ব্বগ্রাসী দাবানলকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিলেন—"তৎকালকল্পিত মহাজলধর কল্পাপরশরীরঃ"। (গোপালচম্পু)

শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলায় তাঁহার ইচ্ছামাত্রই পূর্ব্বাকাশে পূর্ণ চন্দ্রের উদয়, বনভূমিতে বসন্ত ঋতুর সমাগম, বহুবিধ পুষ্প প্রস্ফুটিত, মৃদুমন্দ বায়ু প্রবাহিত—দেশকালাদি তাঁহার ইচ্ছার অনুকূল মূর্ত্তি ধারণ করিল এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। উহা তাঁহার মধুর রসাশ্রিত ঐশ্বর্য্যেরই প্রকাশ

শ্রীকৃষ্ণের যে সকল লীলাতে তাঁহার এই মনুষ্যভাবটী প্রকাশিত হয় নাই—অর্থাৎ তাঁহার নরলীলাকে অপেক্ষা না করিয়াই তাঁহার ঈশ্বরত্বের প্রকাশ হইয়াছে—উহাই তাঁহার শুদ্ধ ঐশ্বর্য্য। সেজন্য ঐশ্বর্য্য অর্থের বিশিষ্ট অর্থ এইরূপে প্রকাশ করা হইয়াছে—ঐশ্বর্য্যন্ত নরলীলত্বস্থান পেক্ষিতত্বে সতি ঈশ্বরত্বাবিষ্কারঃ" (রাগবর্ত্ম চন্দ্রিকা) অর্থাৎ নরলীলাকে অপেক্ষা না করিয়াই যে ঈশ্বরত্বের প্রকাশ—উহাই ঐশ্বর্য্য। যেমন কংস কারাগারে জন্মিবামাত্রই তিনি বসুদেব ও দেবকীর নিকট চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়াছেন কিংবা কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গণে তিনি ভক্ত অর্জ্জুনের নিকট তাঁহার বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন। বামনাবতারে তিনি বলির যজ্ঞে উপস্থিত হইলে যখন বলি মহারাজ তাঁহার প্রার্থিত ত্রিপাদভূমি দিতে স্বীকৃত হইলেন তখন তিনি একপদ বিন্যাসে পৃথিবী, দ্বিতীয় পদ বিক্ষেপে স্বর্গ এবং বিরাট শরীর দ্বারা অন্তরীক্ষ অধিকার করিয়া লইলেন। নাভিদেশ হইতে বহির্গত তৃতীয় পদবিক্ষেপের স্থান না থাকায় বলিকে বন্ধন, দৈত্যগণ সঙ্গে যুদ্ধ এবং অবশেষে বলির প্রার্থনানুযায়ী তাঁহার মস্তকে তৃতীয় পদ স্থাপন করিয়া বলিকে সুতলে স্থাপন করিলেন।

শ্রীভগবানের মায়িক জগৎ সৃষ্টি ব্যাপারে তাঁহার শুদ্ধ ঐশ্বর্য্য ও বীর্য্যের প্রকাশ দেখা যায়। তিনি চিৎ জগৎ ও মায়িকজগতের মধ্যবর্ত্তী কারণ সমুদ্রে (বিরজা) স্থিত হইয়া কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুরূপে দূর হইতে মায়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেই সত্ত্বরজস্তমগুণান্বিত প্রকৃতি বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল এবং ক্রমশঃ মহতত্ত্ব, অহঙ্কার তত্ত্ব, পঞ্চতন্মাত্র, মন, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াদির সমবায়ে বিশ্বের সমষ্টি লিঙ্গ দেহ (জড়বস্তুর সূক্ষ্মরূপ) গঠিত হইল। অতঃপর পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তি ও তাহাদের পঞ্চীকরণে বিশ্বের সমষ্টি স্থূলদেহ অর্থাৎ বিরাট বিশ্বের উৎপত্তি হইল। এই সৃষ্টি ব্যাপারে শ্রীভগবানের শুদ্ধ ঈশ্বরত্ব (ঐশ্বর্য্য) ও পরাক্রম (বীর্য্য)—দুই এরই প্রকাশ।

বীর্য্য। বীর্য্য অর্থে শ্রীভগবানের অচিন্ত্য মহাশক্তি-প্রকাশক পরাক্রম বুঝায়। এই পরাক্রম তাঁহার মৎস্য, কূর্ম্ম বরাহ, রাম, নৃসিংহাদি অবতারে প্রকৃষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীরামচন্দ্র অবতারে তাঁহার তাড়কাবধ, হর-ধনুর্ভঙ্গ, লঙ্কাবিজয় প্রভৃতিতে সম্পূর্ণ বীর্য্য অর্থাৎ পরা-ক্রমের প্রকাশ। পরিপূর্ণ-স্বরূপ কৃষ্ণ অবতারেও তাঁহার দাবাগ্নিভক্ষণ, কংস রঙ্গালয় প্রবেশপথে কুবলয়াপীড় নামক বিরাটকায় হস্তীর সহিত যুদ্ধ এবং অবশেষে উহার দন্তউৎপাটন করিয়া তদ্দ্বারা হস্তীপালকসহ হস্তীকে সংহার। প্রবল পরাক্রান্ত জরাসন্ধের সহিত যুদ্ধে তাহাকে সপ্তদশবার পরাজয়। দ্বারকা অবস্থানকালে বিপক্ষ রাজগণকে বিদলিত করিয়া সর্ব্বজন সমক্ষে সিংহবিক্রমে বিদর্ভ রাজনন্দিনী রুক্মিণীকে রথে আরোহণ করাইয়া তাঁহার পানিগ্রহণ-সবই শ্রীকৃষ্ণের অমিত পরাক্রমের পরিচয়। শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য লীলায়ও তাঁহার অত্যদ্ভুত ঐশ্বর্য্য ও বীর্য্যের প্রকাশ থাকিলেও অধিকাংশ স্থলে উহা মাধুর্য্যমণ্ডিত—তাঁহার নরলীলার অতিক্রম করা হয় নাই—ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

শ্রীভগবানের কৃষ্ণলীলায় যেমন পূতনারাক্ষসী বধের বৃত্তান্ত পাওয়া যায় তদ্রূপ তাঁহার রামলীলাতেও তাড়কা-রাক্ষসী বধের বৃত্তান্ত আছে। কিন্তু পূতনাবধে যে অচিন্ত্য মহাশক্তি বীর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায় অন্যলীলায় সেরূপ নহে। দুই বৃত্তান্তেই রাক্ষসীবধ—কিন্তু রামলীলায়

শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রের নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং সেই ব্রহ্মতেজঃ সম্পন্ন অস্ত্রদ্বারা তাড়কাকে নিহত করিয়াছিলেন। কৃষ্ণলীলায় পূতনাবধকালে কোন অস্ত্র-শিক্ষার প্রয়োজন হয় নাই ; তিনি ৬দিন মাত্র বয়সে শিশু-মূর্ত্তিতে স্তনচূষণ করিতে করিতেই পুতনাকে বধ করিলেন। কৃষ্ণলীলায় যেমন গোবর্দ্ধন ধারণ বৃত্তান্ত দেখা যায় ঐরূপ তাঁহার কূর্ম্মলীলায় কূর্ম্মমূর্ত্তিতে মন্দর পর্ব্বতকে পৃষ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন—কিন্তু কূর্ম্মলীলায় ঐ মন্দর পর্ব্বতকে ধারণ করিবার জন্য তাঁহার পৃষ্ঠদেশকে শতযোজন বিস্তৃত করিতে হইয়াছিল পক্ষান্তরে কৃষ্ণলীলায় যখন তিনি মাত্র ৭ বৎসর বয়স্ক বালক তখন তাঁহার বামহস্ত দ্বারা ক্রমাগত ৭ দিন পর্য্যন্ত বিশাল গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান ছিলেন।

রাসলীলারম্ভে শ্রীকৃষ্ণ বংশীধ্বনি করিলেন। ঐ ধ্বনি ৮৪ ক্রোশ ব্যাপী ব্রজমণ্ডলে ব্যাপ্ত হইল। যেখানে যত প্রেমবতী ব্রজাঙ্গনা ছিলেন তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের মধুর বংশীধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া ছুটিয়া আসিলেন। 'জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরম্' (ভাঃ ১০।২৯।৩)—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ সুলোচনা ব্রজাঙ্গনাদিগের মনোহারী মধুর বেণুসঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। সুতরাং বুঝাযায় একমাত্র প্রেমবতী গোপাঙ্গনা-গণই ঐ মধুর ধ্বনি শুনিতে পাইয়াছিলেন। উহা শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য মাধূর্য্য, ঐশ্বর্য্য ও বীর্য্যশক্তির পরিচয়।

যশঃ। শ্রীভগবানের যশঃ, তাঁহার সদ্‌গুণ খ্যাতি, ভক্তবাৎসল্য, প্রেমাধীনতা প্রভৃতি বিভিন্ন পুরাণে বর্ণিত রহিয়াছে। কৃষ্ণলীলায় এই যশঃ আরও মাধুর্য্যমণ্ডিত ভাবে প্রকাশিত। রামনৃসিংহাদিলীলায় তিনি অসুর বিনাশ করিয়াছিলেন কিন্তু কাহাকেও মুক্তি প্রদান করেন নাই একমাত্র কৃষ্ণলীলায় তিনি তাঁহার হস্তে নিহত অসুরদিগকে মুক্তি প্রদান করিয়া হতারিগতি দায়কত্ব যশঃ লাভ করিয়া-ছিলেন।

বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে বৈকুণ্ঠপার্ষদ জয়বিজয় সনক সনাতনাদির অভিশাপে অসুরদেহ লাভ করিয়া যথাক্রমে হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ, রাবণ ও কুম্ভকর্ণ এবং অবশেষে শিশুপাল ও দন্তবক্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। হিরণ্যকশিপু নৃসিংহদেবের হস্তে নিহত হইবার সময় নৃসিংহদেবকে ভগবান্ বলিয়া ধারণা করিতে পারে নাই—অদ্ভুত জীব বলিয়াই ধারণা করিয়াছিল। রজোগুণাক্রান্ত চিত্তে নৃসিংহদেবের পরাক্রমমাত্র চিন্তা করিতে করিতে নিহত হইয়াছিল তাই পরজন্মে রাবণ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া ত্রৈলোক্যের ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারিয়াছিল। নৃসিংহ-দেবের ভগবত্তা চিত্তের আবেশ না হওয়ায় সংসার-মুক্তিও লাভ করিতে পারে নাই। রাবণরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াও কামাসক্ত ছিল এবং শ্রীরামচন্দ্রকে সাধারণ মানুষ বুদ্ধিতে জানকী আসক্ত-চিত্ত সাধারণ জীব মনে করিয়াছিল এবং নিজেও জানকীদেবীকে ভোগ করিবার জন্য প্রয়াসী হইল—তাই শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে নিহত হইয়াও শিশুপাল-রূপে চেদিরাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগেরই অধিকারী হইল। কিন্তু এজন্মে শিশুপাল তাহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সঞ্চিত দ্বেষবশতঃ নিরন্তর কৃষ্ণকে নিন্দাকরিত—শয়নে স্বপনে, আহারে, বিহারে নিন্দাচ্ছলে কৃষ্ণনাম করিয়া শ্রীভগবানের সর্ব্ববিধ নাম গ্রহণ করিত। শুধু নামগ্রহণ নহে—নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি তাহার হৃদয়ে উদ্ভাসিত থাকিত। নিরন্তর এই কৃষ্ণনামোচ্চারণ ও কৃষ্ণের রূপচিন্তায় তাহার সর্ব্ববিধ দোষ ক্ষালিত হইয়া যাওয়ায় কৃষ্ণহস্তে নিহত হইয়া শ্রীকৃষ্ণেই বিলীন হইয়া গিয়াছিল। উহাতে বুঝা যায় শ্রীভগবানের সর্ব্ববিধমূর্ত্তিতেই তাঁহার ঐশ্বর্য্য বীর্য্যাদি মহাশক্তি বর্ত্তমান থাকিলেও একমাত্র স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিতে উহাদের পূর্ণ বিকাশ এবং এই লীলায় শ্রীভগবান অসুরগণকে চিরতরে সংসার বন্ধন হইতে মুক্তিদান করিয়া হতারিগতিদায়করূপ অতুলনীয় যশের প্রকাশ করিয়াছিলেন।

শ্রী। শ্রী অর্থে শোভা বা সম্পৎ দুইই হইতে পারে। সমগ্র শ্রী অর্থে অঙ্গ শোভা বুঝাইলে শ্রীকৃষ্ণের শোভা যে সর্ব্ববিস্ময়কারিণী উহা ভাগবতে এইভাবে বর্ণিত আছে—

যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং ভূষণ ভূষণাঙ্গম্॥
ভাঃ ৩।২।১২

—অর্থাৎ ভগবান্ প্রপঞ্চজগতে স্বীয় যোগমায়াবলে স্বীয় শ্রীমূর্ত্তি প্রকটিত করিয়াছেন। সেই মূর্ত্তি নরলীলার উপযোগী। তাহা এত মনোরম যে, তাহাতে কৃষ্ণের নিজেরও বিস্ময়োৎপাদন হয়। তাহা সৌভাগ্যাতিশয়ের পরাকাষ্ঠা এবং সমস্ত ভূষণের ভূষণ অর্থাৎ সমস্ত লৌকিক দৃশ্যের মধ্যে পরম অলৌকিক।

শ্রী অর্থে যদি সম্পৎ ধরা যায় তাহাতেও সর্ব্বসম্পৎ পরিপূর্ণ ভাবে শ্রীকৃষ্ণে বিকশিত।

শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো
দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্।
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী
চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ॥

(ব্রহ্মসংহিতা-৫ম অধ্যাঃ)

ব্রহ্মা নিজ ইষ্টদেব শ্রীগোবিন্দের নিজধাম বৃন্দাবনের সম্পৎ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিতেছেন—এই বৃন্দাবনধামের কৃষ্ণকান্তাগণ সকলেই লক্ষ্মী এবং কান্ত পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, বৃক্ষসকল কল্পতরু, ভূমি চিন্তামণিগণময়ী, জল অমৃত, স্বাভাবিক কথাই গান, সহজ গমনই নৃত্য, শ্রীকৃষ্ণের বংশীই প্রিয়সখী, চিদানন্দই পরমজ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রসূর্য্য এবং সেই চিদানন্দবস্তুও আস্বাদ্য।

বৃন্দাবনের কৃষ্ণকান্তাগণ (গোপীগণ) স্বয়ং লক্ষ্মী অপেক্ষা অনেক গুণবতী [শ্রীরাধিকা লক্ষ্মীগণের অংশিনী, গোপীগণ তাঁহার কায়ব্যূহ] বৃন্দাবনের বৃক্ষ সকল সাধারণ বৃক্ষের ন্যায় নহে—কল্পবৃক্ষের ন্যায় যাহা যাওয়া যায় তাহাই পাওয়া যায়। বৃন্দাবনের ভূমি সাধারণ মাটি নহে—উহা চিন্তামণিময়। চিন্তামণির নিকট যাহা চাওয়া যায় তাহাই পাওয়া যায়। বৃন্দাবন ভূমিরও এত সম্পদ যে যাহা চাওয়া যায় তাহাই পাওয়া যায়। বৃন্দাবনভূমি যাবতীয় ইপ্সিত বস্তুদান করেন। বৃন্দাবনের জল অমৃতের ন্যায় স্বাদবিশিষ্ট। বৃন্দাবনবাসী-দিগের স্বাভাবিক কথাবার্ত্তা গীতের ন্যায় মধুর। তাঁহাদের স্বাভাবিক চলাফেরাই নৃত্যের ন্যায় সুন্দর। শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী প্রিয় সখীর কাজ করে। প্রিয়সখীগণই শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধিকার এবং অন্যান্য প্রেয়সীগণের মিলন সংঘটন করাইয়া থাকেন কিন্তু বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনিতে ঐ কার্য্য করে। বংশীর স্বর লক্ষ্য করিয়া শ্রীরাধিকা ও অন্যান্য গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার জন্য ছুটিয়া আসেন। শ্রীবৃন্দাবনে চিদানন্দ-জ্যোতিই চন্দ্র-সূর্য্যরূপে মূর্ত্তিমান হইয়া আস্বাদ্য হয়েন। প্রাকৃত চন্দ্র সূর্য্য জড়বস্তু—সকল সময়ে আনন্দদায়ক নহে, চন্দ্র অপূর্ণ কলাবস্থায় আনন্দদায়ক নহে। মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্য প্রখরতাবশতঃ জ্বালাকর—কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনের চন্দ্রসূর্য্য জড়বস্তু নহে—চিন্ময়—সর্ব্বদাই আনন্দপ্রদ—সর্ব্বদাই উপভোগ যোগ্য।

[ক্রমশঃ]

দক্ষিণ ভারতীয় তীর্থ পরিক্রমণ

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রমোদপুরী মহারাজ]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৩য় বর্ষ ২য় সংখ্যা ৪৭ পৃষ্ঠার পর)

৪।১১—বেলা প্রায় ৮টায় বাসযোগে চিঙ্গলপেট হইতে ৯ মাইল দূরবর্ত্তী পক্ষীতীর্থে গমন, প্রথমে 'ভক্তবৎসল ঈশ্বর' নামক শিবমন্দির দর্শনান্তে 'বেদগিরি' পর্ব্বতোপরিস্থ বেদগিরিশ্বর শিবমন্দির দর্শন করি এবং ঐ পর্ব্বতোপরি পক্ষীতীর্থে বেলা ১১৷৷—১২টা মধ্যে একটি পক্ষীর পুজারীর হস্ত ও পাত্রস্থিত কৃসরান্ন ও পরমান্ন ভোগ ভক্ষণ ও পরে জলপান করিতে দর্শন করি। দুইটি পক্ষী আসে, সময়ে সময়ে একটি পক্ষী দেখা যায়। অপরাহ্ণ ৫টায়

তথা হইতে কাঞ্জিভেরাম বা কাঞ্চী যাত্রা এবং রাত্রিতে তথায় উপস্থিতি ; ৫।১১—সপ্তমোক্ষদায়িকাপুরীর অন্যতম শ্রীকাঞ্চীপুরী—প্রথমে শ্রীবিষ্ণুকাঞ্চিতে সরোবরের জলস্পর্শ করিয়া শ্রীনৃসিংহদেব, পরে শ্রীবরদরাজ দর্শন, মূল মন্দির বার চতুষ্টয় প্রদক্ষিণ, তথা হইতে নিকটস্থ শ্রীশিবকাঞ্চী গমন, সুবিশাল মূর্ত্তি শ্রীবামনদেব দর্শন, অতঃপর কামকোটিপীঠাধিশ্বরী শ্রীকামাখ্যা দেবী মন্দির ও শ্রীএকাম্রেশ্বর শিব মন্দির, তথায় ১০০৮ শিবলিঙ্গ মধ্যে গর্ভ মন্দিরে একাম্রেশ্বর শিবলিঙ্গ, সুপ্রাচীন বিরাট্ আম্রবৃক্ষ ও একাম্রকুণ্ডাদি দর্শনান্তে ষ্টেসনে প্রত্যাবর্ত্তন। রাত্রিতে ষ্টেসন প্লাটফর্ম্মে শ্রীল মাধব মহারাজ ও তদিচ্ছামূলে আমার অদ্যকার শ্রীগোপাষ্টমী, শ্রীগদাধর দাস, শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিত ও শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্যের কথা কীর্ত্তন, রাত্রে কাঞ্জিভেরাম ষ্টেসনে অবস্থান ; ৬।১১—কঞ্জিভেরাম ষ্টেসন হইতে ১৯ মাইল দূরবর্ত্তী শ্রীরামানুজাচার্য্যচরণের আবির্ভাবস্থল শ্রীমদ্ভূতপুরী বা মহাভূতপুরী শ্রীপেরেম্বেদুর দর্শনার্থ বাসযোগে গমন। তথায় প্রথমে শ্রীঅনন্তসরোবর জলে আচমন, পরে শ্রীলক্ষ্মী মন্দিরে গমন পূর্ব্বক শ্রীযতিরাজনাথবল্লী অর্থাৎ যতিরাজ—শ্রীরামানুজ, তাঁহার নাথ—শ্রীআদিকেশব, তাঁহার বল্লী—লতা বা আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীমহালক্ষ্মী(চতুর্ভুজা) দেবী দর্শন করিয়া শ্রীরামানুজ মন্দিরে আচার্য্য শ্রীরামানুজচরণ বন্দনান্তে শ্রীভূশক্তিসহ শ্রীআদিকেশব মূর্ত্তি দর্শন করি। তাঁহার গলদেশে ৩টি শ্রীশালগ্রামমালায় ১০৮ শালগ্রাম আছেন। বেলা ৮টায় রওনা হইয়া ১২॥ টায় ষ্টেসনে প্রত্যাবর্ত্তন। সন্ধ্যা ৭টায় কাঞ্জিভেরাম হইতে পুনরায় চিঙ্গলপেট, তথা হইতে রাত্রি ১১-৩০টায় চিদম্বরম্ যাত্রা।

৭।১১—সকাল ৫-৩০ ঘটিকায় চিদম্বরম্ ষ্টেসনে উপস্থিতি। এখান হইতে দেড় মাইল শ্রীনটরাজ মন্দির। বিশাল মন্দির ও গোপুরম্ (গেট)। নটরাজ মন্দিরের চূড়া সুবর্ণমণ্ডিত। এখানে ভিতরে প্রবেশ করিয়া দর্শন করিতে প্রথমে ৩।০ পরে ১।০ টাকা জন প্রতি লইতে চাহিল, পরে ।৵০ আনা পর্য্যন্ত নামিয়াছিল। দেবস্থানে এইরূপ দরাদরি দেখিয়া বড়ই ব্যথা পাইলাম। আমরা বাহিরে দাঁড়াইয়াই শ্রীনটরাজের দর্শন করিলাম। পরে শ্রীভূশক্তিসহ শ্রীগোবিন্দরাজস্বামী—বিরাট্ শেষশায়ী মূর্ত্তি দর্শনে বড়ই আনন্দলাভ করিলাম। তাঁহার নাভিপদ্মে ব্রহ্মার আবির্ভাব। অতঃপর শ্রীপার্থ সারথি, শ্রীনৃসিংহদেব প্রভৃতি বহু মূর্ত্তি এবং একটি বৃহৎ ঘণ্টা দর্শনান্তে তথা হইতে আধ মাইল দূরবর্ত্তী সুপ্রাচীন শ্রীমহাকালী মন্দিরে গমন করিয়া চতুর্ভুজা কুঙ্কুম মণ্ডিতা মহাকালী মূর্ত্তি দর্শন করিলাম, নিকটে একটি ছাগ স্নান করাইয়া রাখিয়াছে, দেখিলাম কাঁপিতেছে। বোধ হয় বলি দিবে। হৃদয়ে ব্যথা পাইলাম। দেবীমন্দির দর্শনান্তে বাণ্ডিযোগে (।০ আনা জন প্রতি) ষ্টেসনে ফিরি। বেলা ১২টা অতিক্রান্ত হইয়াছিল। সন্ধ্যা ৮-৩০ ঘটিকায় চিদম্বরম্ হইতে রওনা হইয়া রাত্রি প্রায় ১০-৩০ মিঃ ময়ূরম্ জংসনে পৌঁছাই।

৮।১১—ভোরে ময়ূরম্ ষ্টেসন হইতে ২ মাইল দূরবর্ত্তী কাবেরী নদীতে স্নান এবং শ্রীময়ূরেশ্বর শিব মন্দির দর্শন করিয়া বেলা প্রায় ৮টায় কুম্ভকোণম্ যাত্রা করি। **অদ্য উত্থান একাদশী।** পরমগুরু শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব তিথি ও শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীল মাধব মহারাজের আবির্ভাবতিথি। আমরা ইতঃপূর্ব্বেই ইহার উল্লেখ করিয়াছি। অদ্য শ্রীল স্বামীজী মহারাজ স্বয়ং কাবেরী তীর্থোদক দ্বারা স্বহস্তে শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও শ্রীভগবদ্বিগ্রহের অভিষেক ও পূজা সম্পাদন করেন। কুম্ভকোণম্ ষ্টেসনে বেলা প্রায় ১০টায় পৌঁছাই। এই সময়ে ষ্টেসনপ্লাটফর্ম্মে শ্রীল আচার্য্যদেবের শিষ্য ও শিষ্যাগণ তাঁহাদের গুরুপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। অতঃপর আমরা তীর্থদর্শনে বাহির হই। প্রথমে নবগঙ্গা নামক সুবিশাল সরোবর জলস্পর্শ করিয়া তত্তটস্থ শ্রীমন্দিরে কাশীবিশ্বনাথ লিঙ্গ, উক্ত নবগঙ্গার (গঙ্গা, যমুনা, নর্ম্মদা, সরস্বতী, কাবেরী, গোদাবরী, তুঙ্গভদ্রা, কৃষ্ণা ও সরযূ) স্বরূপ, কার্ত্তিক, গজলক্ষ্মী, নবগ্রহ, নাগেশ্বর শিব, দুর্গা প্রভৃতি দর্শন করিয়া নটরাজ শিবমন্দিরে যাই। তথায় নটরাজ

পার্ব্বতী এবং শ্রীশার্ঙ্গপাণি (শয়ান বিশাল শেষশায়ী মূর্ত্তি) দর্শনান্তে শ্রীরামস্বামী অর্থাৎ শ্রীরামমন্দিরে গমন করি। তখন বেলা ১২॥ টা, মন্দিরদরজা বন্ধ ছিল। সন্ধ্যা ৫॥ টায় দর্শন। এদিকে মুষলধারে বৃষ্টিও আরম্ভ হইল, ৫ ঘণ্টাকাল সমান ভাবে বর্ষণ চলিল। শ্রীভগবান্ রামচন্দ্র একাদশী দিনে হরি কীর্ত্তনের অবসর প্রদান করিলেন। শ্রীল মাধব মহারাজও অপূর্ব্ব ভাবাবেশে হরিকথামৃতের বন্যা আনয়ন করিলেন। আমাদিগকেও কিছু বলিবার ও কীর্ত্তনাদি করিবার সুযোগ প্রদান করিলেন। বড় আনন্দে ৫ ঘণ্টাকাল অতিবাহিত হইলে শ্রীভগবান্ রামচন্দ্র দর্শন দিলেন। শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, সীতা ও হনুমানজীর পট্টাভিষেক মূর্ত্তি দর্শন করিয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম। তথা হইতে কুম্ভেশ্বর মন্দিরে কুম্ভ সরোবর, শ্রীকুম্ভেশ্বর শিব ও শ্রীপার্ব্বতীদেবী দর্শনান্তে শ্রীচক্রপাণি মন্দিরে অষ্টভুজ চক্রপাণি বিষ্ণুমূর্ত্তি দর্শন করি। ইনি অষ্টভুজ—দক্ষিণদিকের হস্ত চতুষ্টয়ে ঊর্দ্ধাধঃ ক্রমে চক্র, পদ্ম, মুষল ও বজ্র এবং বামদিকের হস্ত চতুষ্টয়ে ঐরূপ ঊর্দ্ধাধঃ ক্রমে শঙ্খ, পাশ, খড়্গ ও শার্ঙ্গ ; বক্ষস্থলে মহালক্ষ্মী, আবার স্বতন্ত্র মন্দিরে বিজয় লক্ষ্মী দেবী, শ্রীনৃসিংহ দেব, শ্রীহনুমান্ প্রভৃতি দর্শনান্তে রাত্রি ৯ টায় ষ্টেসনে ফিরি। ফিরিবার সময় বৃষ্টি থামিয়া যায়। আমরা কেহ কেহ নিরম্বু উপবাসী রহিলাম। কেহ কেহ রাত্রে ফল মূলাদি স্বীকার করিলেন।

৯।১১—অদ্য নিয়মভঙ্গ মহোৎসব। সকালে ক্ষৌর কর্ম্মাদি অন্তে স্নানাহ্নিক পারণাদি সমাপনান্তে বেলা ৯-৪০ মিঃ এ কুম্ভকোণম্ হইতে তাঞ্জোর যাত্রা। ১১-৪৫ মিঃ এ তাঞ্জোর পৌঁছাই। Thanjavur তামিল নাম, এক্ষণে ষ্টেসনের নামও তাহাই হইয়াছে। বৃটিশ আমলের নাম Tanjore or তাঞ্জোর। অপরাহ্নে আমরা মহারাষ্ট্রীয় রাজভবনে সরস্বতী মহল ও তৎসংলগ্ন মিউজিয়াম দর্শন করিলাম। কিউরেটর যত্ন করিয়া পূজ্যপাদ স্বামীজীকে অনেক প্রাচীন গ্রন্থ, হস্তলিখিত পুঁথি, শিলালিপি, বাংলাভাষায় গদাধর ভট্টনির্ম্মিত তত্ত্ব চিন্তামণি টীকা, বিভিন্ন মুদ্রা সম্বলিত প্রাচীন মূর্ত্তি সমূহ দর্শন করাইলেন। মহারাষ্ট্রীয় নরপতি সরফেজির (Serfoji) আমলেই এই সরস্বতী মহল বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হয়। তামিল, তেলেগু, মহারাষ্ট্র, ক্যানারীজ, মালয়ালম্, সংস্কৃত, বাংলা, ইংরাজী প্রভৃতি বহু ভাষার প্রাচীন manuscript (পাণ্ডুলিপি) সংরক্ষিত থাকায় ইহা রিসার্চ্চ স্কলারগণের বিশেষ আদরণীয় হইয়াছে। সরস্বতী মহলের Visitors Bookএ উঁহাদের প্রশংসনীয় কার্য্যবিষয়ে পূজ্যপাদ মহারাজ একটি সুন্দর মন্তব্য লিখিয়া দিলেন। আমরা তথা হইতে শ্রীপ্রকৃতীশ্বর শিব মন্দিরে গমন করি। পথিমধ্যে Sj. T. C. Srinivasam (Teese Bros. 98 Gandhiji Road, Tanjore স্বামীজী মহারাজকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের শ্রীনবনীত-কৃষ্ণ মন্দিরে শুভাগমন, ভজন-কীর্ত্তন ও কিছু হরিকথা বলিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। মহারাজ তাঁহাকে সম্মতিসূচক বাক্য দিয়া শিব দর্শনে গমন করেন। মন্দিরটি ২১৬ ফিট ঊচ্চ। শিব লিঙ্গ ১৩ ফিট উচ্চ, গৌরী পীঠের পরিধি ৫৪ ফিট। শ্রীগৌরীপীঠ উত্তরাভিমুখী। শ্রীমন্দিরে প্রবেশপথে সুবৃহৎ নান্দিকেশ্বর পশ্চিমাভিমুখী। শ্রীপার্ব্বতী দেবীরও বিশাল মূর্ত্তি—স্বতন্ত্র মন্দির। এস্থান হইতে আমরা সংকীর্ত্তনসহ শ্রীনবনীতকৃষ্ণ মন্দিরে যাই। তথায় দুই পার্শ্বে গোপী, মধ্যে কৃষ্ণমূর্ত্তি এবং গর্ভ মন্দিরের বাহিরে শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা ও হনুমান্জী দর্শন করি। কিছুক্ষণ নৃত্য কীর্ত্তন হইবার পর শ্রীল মহারাজ তথায় 'নাম মাহাত্ম্য' সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় একটি সুন্দর ভাষণ প্রদান করেন। বহু শিক্ষিত শ্রোতার সমাবেশ হইয়াছিল, মাইকের ব্যবস্থা ছিল। শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষ আকৃষ্ট হন। তথা হইতে ষ্টেসনে ফিরিয়া রাত্রি প্রায় ১২-৩০টায় ত্রিচিনাপল্লী রওনা হই। রাত্রি প্রায় ২॥ ঘটিকায় ত্রিচিনাপল্লী বা ত্রিচি ষ্টেসনে পৌঁছাই। ষ্টেসনের পূরা তামিল নাম—Tiru chchirappalli Jn.

১০।১১—তিরুচ্চিরাপ্পল্লী বা ত্রিচিনাপল্লী ষ্টেসন হইতে

৭ মাইল দূরে শ্রীরঙ্গনাথ মন্দির। আমরা বাসে যাই। জন প্রতি ২৩ ন, প, ভাড়া। শ্রীরঙ্গনাথে বাসষ্ট্যাণ্ডে পৌঁছিয়া তথা হইতে আধ মাইল হাঁটিয়া কাবেরী নদীতে স্নান। বড়ই মনোরম। এই পথেই কোনস্থানে শ্রীব্যেঙ্কটভট্ট গৃহে শ্রীমন্মহাপ্রভুর চাতুর্ম্মাস্য যাপন। কাবেরী তটে তিলকাহ্নিকাদি সমাপন, শ্রীল মহারাজের গৃহস্থ শিষ্যশিষ্যাগণ কাবেরী তটে শ্রীল মহারাজ ও আমাকে প্রণামী দেন, অতঃপর সপ্তপ্রাকারবেষ্টিত শ্রীরঙ্গনাথ মন্দিরে গমন ও শ্রীরঙ্গনাথ দর্শন করি। শেষশায়ী শায়িত মূর্ত্তি, সম্মুখে শ্রী-ভূ সহিত উৎসব মূর্ত্তি (স্বর্ণময়ী)। শ্রীমন্দিরের চূড়া গরুড় স্তম্ভাদি স্বুবর্ণ মণ্ডিত। সমগ্র ভারতে যে ১০৮ বিষ্ণু মূর্ত্তি আছেন, তাঁহাদের আলেখ্য, সহস্রস্তম্ভমণ্ডপ, বিরাট্ গরুড় মূর্ত্তি, শ্রীরঙ্গনায়কী (শ্রীরঙ্গনাথের লক্ষ্মীদেবী) দেবী, চন্দ্র পুষ্করিণী প্রভৃতি দর্শনান্তে বেলা ১টার পর ষ্টেসনে প্রত্যাবর্ত্তন এবং রাত্রি ১১-২৫ মিঃ এ ধনুষ্কোটী যাত্রা।

১১।১১—বেলা ৯-৩০ ধনুষ্কোটী ষ্টেসনে উপস্থিতি। মণ্ডপম্ ষ্টেসন হইতে পাম্বান (Pamban Jn.) জংসনে আসিবার পথে বড় সুন্দর দৃশ্য—দুই দিকে সমুদ্র, মধ্যস্থলে সমুদ্রের উপরিস্থিত ব্রিজ দিয়া চালিতে হয়। পাম্বান ষ্টেসনে বাজান ও নানাচিত্রবিচিত্র শঙ্খ পাওয়া যায়। ধনুষ্কোটী ষ্টেসনে নামিয়া একমাইল দূরে সমুদ্র সঙ্গমে স্নান, ইহাকেই সেতুবন্ধ বলে, এই ঘাটটি বড় মনোরম, তরঙ্গ প্রবল নহে, ঘণ্টাধিককাল সমুদ্র মধ্যে দাঁড়াইয়া স্নানাহ্নিক ও পূজাদি করি, পরে তটবর্ত্তী একটি মন্দিরে শ্রীরামলক্ষ্মণ সীতা হনূমান্, বালগোপাল ও একটি বৃহৎ শ্রীনৃসিংহ শালগ্রাম দর্শনান্তে ষ্টেসনে পৌঁছাইয়া প্রসাদ পাই। এখান হইতে সন্ধ্যায় শ্রীরামেশ্বর যাত্রা। ধনুষ্কোটী হইতে জাহাজে সিংহলে যাওয়া যায়, ট্রেনের বগি পর্য্যন্ত জাহাজের মধ্যে লওয়া যায়, চারিঘণ্টা লাগে শুনিলাম। রাত্রি প্রায় ৯টায় রামেশ্বরম্ ষ্টেসনে উপস্থিতি। শুঁটকী মাছের তীব্র পূতি গন্ধ বড়ই অসহনীয়। আমাদের বগিটি গন্ধশূন্য স্থানের দিকে রাখাইবার জন্য শ্রীল স্বামীজী মহারাজকে ষ্টেসন কর্ত্তৃপক্ষের সহিত অনেক বাগ্‌যুদ্ধ করিতে হয়। সমুদ্র তীরবর্ত্তী প্রায় ষ্টেসনেই এই বিপদ ভোগ করিতে হইয়াছে।

১২।১১—সকালে সংকীর্ত্তন-সহযোগে শ্রীরামেশ্বর ঘাটে সমুদ্রস্নান, এখানেও তরঙ্গবেগ প্রশমিত। তিলকাহ্নিকাদি সমাপনান্তে শ্রীরামেশ্বর মন্দিরে শ্রীরামেশ্বর, শ্রীবিশ্বনাথ, শ্রীবিশালাক্ষীদেবী (শ্রীঅন্নপূর্ণা), শ্রীরামেশ্বরের উৎসব মূর্ত্তি, শ্রীপার্ব্বতী দেবী, শ্রীশেষশায়ী ভগবান্, সন্তান গণেশ, মহাগণেশ, সোমকার্ত্তিক, শ্রীসেতুমাধবজী, শ্রীরামলক্ষ্মণ সীতা হনূমান্ সুগ্রীব জি, সুবৃহৎ শ্বেতবর্ণ নন্দিকেশ্বর, কোটিতীর্থ, বিভীষণ পূজিত জ্যোতির্লিঙ্গ, ৭২ শৈব মূর্ত্তি ইত্যাদি বহু মূর্ত্তি দর্শন, রাত্রে সন্ধ্যারতি ও শয়নারতি দর্শনান্তে রাত্রি ১২-৩০ (১ ঘণ্টা লেট থাকায় ১॥) টায় মাদুরা যাত্রা। রামেশ্বর একটি দ্বীপ, 'রামঝরোখা' বা রামঝোঁখা নামক স্থানে (৩০টী সিঁড়ি বিশিষ্ট একটি ছোট পাহাড়ের উপরিস্থিত মন্দিরে শ্রীরামচন্দ্রের পাদুকা পূজিত হন। ইহার উপরে আর একটি ঘর আছে, সেখানে পাদুকার স্থানটি বাদ দিয়া যাত্রীরা দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকের অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখেন) দাঁড়াইয়া দেখা যায় চতুর্দ্দিকে সমুদ্র প্রবাহিত। এখান হইতে লঙ্কার দিক নির্দ্দেশ করা হয়। পাম্বানের ব্রিজ দেখা যায়।

১৩।১১—মাদুরা বা মাদুরাই (Madurai) ষ্টেসনে বেলা ৯-৩৫এর স্থানে ১০-৫এ পৌঁছাই। মাদুরায় শ্রীমীনাক্ষীদেবী দর্শন করিবার প্রথমে শ্রীনটরাজ মূর্তিদর্শন। এখানে নটরাজ দশভুজ, দক্ষিণপদ বামজানূপরি রক্ষিত তাণ্ডবনাট্য মূর্তি। চিদম্বরমে বামপদ দক্ষিণ জানূপরিস্থিত দর্শন করিয়াছিলাম। শ্রীপার্ব্বতী দেবী, উৎসব মূর্ত্তি, রজত সভা, কনক সভা, রত্ন সভা, ব্যাঘ্রপাদ ঋষি, পতঞ্জলি ঋষি ইত্যাদি দর্শনান্তে শ্রীসুন্দরেশ্বর শিবলিঙ্গ দর্শন করি, ইনি শ্রীদেবেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত স্বয়ম্ভু মূর্ত্তি। মস্তকে নাগাভরণ, উঁহার উৎসবমূর্ত্তি, দক্ষিণে পার্ব্বতী, বামে গঙ্গা, শিবগঙ্গা যুগলের পশ্চাতে গণপতি ও কার্ত্তিক

দর্শন করি। অতঃপর শ্রীমীনাক্ষী মন্দিরে যাই, শ্রীমীনাক্ষী দেবীর বামহস্ত বিলম্বিত, দক্ষিণ হস্তে ইন্দীবরোপরি তোতা বা শুকপক্ষী (ইন্দীবর অর্থে নীলপদ্ম) বিরাজিতা। অতঃপর শ্রীকার্ত্তিক, বড় (রৌপ্য মূর্ত্তি), গণেশ, নৃত্য গণেশ, প্রভৃতি বহু দেবমূর্ত্তি, সহস্রস্তম্ভমণ্ডপ, বিরাট গোপুরম, অষ্টভুজা ভদ্রকালী, অঘোর ও অগ্নিবীরভদ্র এবং স্বর্ণ পুষ্করিণী প্রভৃতি দর্শনান্তে ষ্টেসনে প্রত্যাবর্ত্তন করি। রাত্রি ১২ টায় শ্রীবিল্লিপুত্তুর রওনা হই।

(ক্রমশঃ)

জলন্ধরে শ্রীগৌরজন্মোৎসব

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবোপলক্ষে পূর্ব্ব পাঞ্জাবের অন্যতম প্রধান নগর জলন্ধরে স্থানীয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সঙ্কীর্ত্তন সভার সভ্যবৃন্দের উদ্যোগে বিগত ৭ চৈত্র, ২১ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার হইতে ১০ চৈত্র, ২৪ মার্চ্চ রবিবার পর্য্যন্ত চারদিবসব্যাপী বিরাট ধর্ম্মানুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সঙ্কীর্ত্তন সভার বিশেষ আহ্বানে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি ললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদনমোহন দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে ৪ চৈত্র, ১৮ মার্চ্চ কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া ৬ চৈত্র, ২০ মার্চ্চ জলন্ধরে শুভপদার্পণ করেন। স্থানীয় নাগরিকগণ কর্ত্তৃক শ্রীল আচার্য্যদেব ষ্টেসনে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। তৎপর নগর-সঙ্কীর্ত্তন সহযোগে গন্তব্যস্থান পর্য্যন্ত অনুগমন করিয়া নগরবাসিগণ শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রতি হৃদয়ের আর্ত্তি ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। শ্রীবৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী (কাপুর) ও শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী উক্ত উৎসবে যোগদানের জন্য আসিয়া তথায় মিলিত হন। চারদিবসব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রথম দিবস ৭ চৈত্র বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় স্থানীয় শ্রীসনাতন ধর্ম্ম মন্দিরের সুপ্রশস্ত সভামণ্ডপের কেন্দ্রস্থলে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর মনোরম বৃহৎ আলেখ্যার্চ্চাদ্বয় পুষ্পমাল্য ও বস্ত্রাদির দ্বারা বিশেষভাবে সুসজ্জিত হইয়া বিরাজিত হন। তৎপর ভক্তবৃন্দের অনুরোধক্রমে পার্ষদগণসহ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষের উপস্থিতিতে ধর্ম্মানুষ্ঠানের শুভারম্ভকার্য্য সংকীর্ত্তন সহযোগে সম্পন্ন হয়। আলেখ্যার্চ্চাদ্বয়ের যথাবিধি পূজা ও আরাত্রিকান্তে পরিক্রমা ও নৃত্য কীর্ত্তন আরম্ভ হয় এবং সমস্ত রাত্র ব্যাপী শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। ৮ চৈত্র, ২২ মার্চ্চ শুক্রবার হইতে ১০ চৈত্র, ২৪ মার্চ্চ রবিবার পর্য্যন্ত উক্ত সভামণ্ডপে প্রত্যহ প্রাতে ও রাত্রিতে ধর্ম্মসভায় শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীগৌরতত্ত্ব, শ্রীগৌর লীলা ও তাঁহার শিক্ষাবৈশিষ্ট্য এবং শ্রীনামমহিমা সম্বন্ধে হিন্দি ভাষায় অভিভাষণ প্রদান করেন। ধর্ম্মসভায় যোগদানকারী প্রত্যহ সহস্র সহস্র নরনারী শ্রীল আচার্য্যদেবের দর্শন ও তাঁহার শ্রীমুখবিগলিত শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিয়া বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সাধ্যসাধনতত্ত্ব সম্বন্ধে ও জলন্ধর ডি-এ-ভি কলেজের অধ্যাপক শ্রীহরবংশলাল ওবরায় শ্রীগৌরাঙ্গের মধুর লীলা বর্ণনমুখে ভাষণ প্রদান করেন। হোসিয়ারপুর, লুধিয়ানা, অমৃতসর, খান্না, ফিরোজপুর প্রভৃতি পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু সঙ্কীর্ত্তন মণ্ডলি ও ভক্তবৃন্দ এই উৎসবানুষ্ঠানে যোগদান করেন। স্থানীয় ব্যক্তিগণ মন্তব্য

করেন শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবোপলক্ষে এইরূপ বিরাট ধর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বে পাঞ্জাবের অন্যত্র কুত্রাপি কখনও অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায় নাই। পাঞ্জাব দেশবাসী নরনারীর—'হা গৌরাঙ্গ', 'হা নিতাই', 'গৌরহরি বোল' ইত্যাদি নামোচ্চারণসহযোগে দুই বাহু তুলিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্ত্তন দর্শনে ও শ্রবণে শ্রীল আচার্য্যদেব ও তাঁহার পার্ষদ ভক্তবৃন্দ পরমানন্দ লাভ করেন। 'পৃথিবীতে আছে, যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥' শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট এই বাক্যের সত্যতা সকলের উপলব্ধির বিষয় হয়।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষের নেতৃত্বে জলন্ধর সহরে নগর সঙ্কীর্ত্তনের একটি দৃশ্য।

১০ চৈত্র, ২৪ মার্চ্চ রবিবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীসনাতন ধর্ম্ম মন্দির হইতে বিরাট নগর সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া জলন্ধর সহরের প্রধান প্রধান রাস্তা পরিভ্রমণান্তে উক্ত মন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। মৃদঙ্গ করতালাদি সহযোগে নৃত্য কীর্ত্তনরত শ্রীল আচার্য্যদেব ও তদীয় পার্ষদগণের অনুগমনকারী জলন্ধরবাসী সহস্র সহস্র নরনারীগণের উচ্চ সংকীর্ত্তনে আকাশ বাতাস মুখরিত হইয়া উক্ত দিবস সহরে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের প্লাবন আসিয়া উপস্থিত হয়।

এই মহদনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাগণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য সঙ্কীর্ত্তন সভার সভাপতি শ্রীযশপাল মেহতা, সম্পাদক শ্রীসুরেন্দ্র কুমার আগরওয়াল, শ্রীওমপ্রকাশ, পণ্ডিত শ্রীচাঁদলাল, শ্রীলাল চাঁদ ও শ্রীরামভজন পাণ্ডের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

———

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৫·০০ টাকা, ষান্মাসিক ২·৭৫ নঃ পঃ, প্রতি সংখ্যা ·৫০ নঃ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রাথমিক বিদ্যালয়

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি নদীয়া জেলান্তর্গত শ্রীধাম-মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ অধিবাসিবৃন্দের অনুরোধক্রমে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ তত্রস্থ শিশুগণের শিক্ষার জন্য শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রাথমিক বিদ্যালয় নামে একটী অবৈতনিক পাঠশালা (স্কুল) বিগত ১৭ই মধুসূদন, ৪৭৩ শ্রীগৌরাব্দ, ২৬শে বৈশাখ, ১৩৬৬, ১০ই মে, ১৯৫৯ রবিবার অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সংগৃহীত জমিতে প্রতিষ্ঠিত করেন।

সম্প্রতি উহা পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে। শিক্ষা বোর্ডের পুস্তক তালিকা-নুসারে বালকবালিকাদিগকে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার ভিত্তিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। বিদ্যালয়টী গঙ্গা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থলের সন্নিকটস্থ স্থানে অবস্থিত, সর্ব্বদা মুক্তবায়ুপরিষেবিত অতীব মনোরম ও স্বাস্থ্যকর।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

জ্যৈষ্ঠ—১৩৭০

৩য় বর্ষ] ত্রিবিক্রম, ৪৭৭ শ্রীগৌরাব্দ [৪র্থ সংখ্যা

"কনক-কামিনী, প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী,
ছাড়িয়াছে যারে সেইত বৈষ্ণব।
সেই অনাসক্ত, সেই শুদ্ধ ভক্ত,
সংসার তথায় পায় পরাভব॥" —প্রভুপাদ

"শ্রীদয়িত দাস, কীর্ত্তনেতে আশ,
কর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম রব।
কীর্ত্তন-প্রভাবে, স্মরণ হইবে,
সে কালে ভজন নির্জ্জন সম্ভব॥" —প্রভুপাদ

শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক:—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ, এম্-এ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি।
২। উপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ।
৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্।
৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ
৫। শ্রীগোপীরমণ দাস, বিদ্যাভূষণ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ

আকর মঠ ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

১। (ক) শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।
(খ) ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬।
২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।
৩। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর।
৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, বৃন্দাবন (মথুরা)।
৫। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা।
৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ—২ (অন্ধ্রপ্রদেশ)।
৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম)।
৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম)।
৯। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, গ্রাম—শ্রীপাট যশড়া, পোঃ—চাকদহ (নদীয়া)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১০। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)।
১১। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)।

মুদ্রণালয় ঃ—

'রাজলক্ষ্মী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্', ৪৩, রূপনারায়ণ নন্দন লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা-২৫।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

৩য় বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭০। | ৪র্থ সংখ্যা
২২ ত্রিবিক্রম, ৪৭৭ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, ৩০ মে, ১৯৬৩।

"সদাচার"

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ]

মানবের কর্ত্তব্য-অনুষ্ঠানকে সাধারণতঃ আচার বলা হয়। মানব যথেচ্ছাচারী হইলে তাঁহার আচার, সৎকর্ম্ম-বিশিষ্ট হইলে তাঁহার আচার, জ্ঞানী হইলে তাঁহার আচার, পরস্পর যেমন ভিন্ন, তদ্রূপ ভগবদ্ভক্তের আচার ও অভক্তদলের আচারে ভেদ আছে। অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানীর আচরণ ভক্তের আচারের সহিত এক নহে, যেহেতু ভক্তের আচার নিত্য এবং অভক্তের আচার অনিত্য। ভক্তের আচারে তাঁহার ও জগতের সকলের শ্রেয়োলাভ হয়; অভক্তের আচারে নিজের ও অপরের সর্ব্বনাশ হয়। অভক্তগণের আচরণ অনিত্য বলিয়া তাহাদের আচার কখনও সদাচার বলিয়া সংজ্ঞিত হইতে পারে না। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমুখে বলিয়াছেন,—
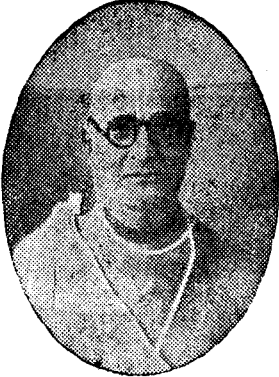
"অসৎসঙ্গত্যাগ,—এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রী-সঙ্গী—এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর।"

অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে প্রাকৃত জগতের প্রসূতি মূর্ত্তিমতী যোষা কৃষ্ণদাসকে সম্ভোগ বুদ্ধিতে নিযুক্ত করান। জীব যোষিৎসঙ্গক্রমে কৃষ্ণবিমুখ হইয়া যোষিৎসেবায় ব্যস্ত থাকেন। ইহাই জীবের প্রাক্তন দুষ্কৃতিক্রমে অসদাচার। আবার যোষিৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়াও অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত না হইলে ত্যক্ত-যোষিৎসঙ্গ জীবও অসদাচারী হইয়া পড়েন।

অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানী এই তিন প্রকার কৃষ্ণাভক্ত। যিনি কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া কৃষ্ণ-ভজন ভাবমাত্র প্রদর্শন করেন, তাহাকে শুদ্ধভক্তগণ 'মিছাভক্ত' বলেন। ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন,—

"কর্ম্মী, জ্ঞানী, মিছাভক্ত, না হ'বে, তা'তে অনুরক্ত।"

যিনি অন্তরে বুভুক্ষু, বাহিরে কৃষ্ণভজন-ভাব প্রদর্শনকারী, তিনিই "মিছাভক্ত"। আবার যিনি অন্তরে মুমুক্ষু, বাহিরে ভজনভাবমাত্র প্রদর্শন করিতে ব্যস্ত, তিনিও 'মিছাভক্ত'। মিছাভক্তগণের আচার বৈষ্ণবের সদাচারের সহিত বহির্দ্দর্শনে এক হইলেও, ভক্ত—আসল, "মিছাভক্ত"—মেকী।

নকল বা মিছাভক্ত কৃষ্ণেতর সেবায় সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত; কেবল লোকবঞ্চনার জন্য কপটতা প্রদর্শনপূর্ব্বক বৈষ্ণবসদাচার প্রকাশ করিতে ব্যগ্র।

বৈধীভক্তির লক্ষণ

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৩য় সংখ্যা ৫১ পৃষ্ঠার পর)

জীবের ভক্তিলাভ সম্বন্ধে দুইটী প্রথা আছে, ১। ক্রমোন্নতি প্রথা ২। আকস্মিকী প্রথা। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মধ্যখণ্ডে শ্রীরূপ গোস্বামীর প্রতি শ্রীশ্রীমহাপ্রভু নিম্নলিখিত ক্রমোন্নতি প্রথা উপদেশ করেন ঃ—

বদ্ধজীব অনন্ত।
তারমধ্যে স্থাবর জঙ্গম দুই ভেদ।
জঙ্গমে তির্যক জল-স্থলচর ভেদ॥
তার মধ্যে মনুষ্যজাতি অতি অল্পতর।
তার মধ্যে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবর॥
বেদনিষ্ঠ মধ্যে অর্দ্ধেক বেদ মুখে মানে।
বেদনিষিদ্ধ পাপকরে, ধর্ম্ম নাহি গণে॥
ধর্ম্মাচারী মধ্যে বহুত কর্ম্মনিষ্ঠ।
কোটী কর্ম্মনিষ্ঠ মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ॥
কোটী জ্ঞানীমধ্যে হয় একজন মুক্ত।
কোটী মুক্তমধ্যে দুর্লভ এক কৃষ্ণভক্ত॥
কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধিকামী সকলই অশান্ত॥

বৃক্ষাদি স্থাবরসকল আচ্ছাদিতচেতন। তির্যক জলচর এবং স্থলচরগণ সঙ্কুচিতচেতন। পুলিন্দ, শবর প্রভৃতি বন্যজাতীয় মানবগণ এবং বিজ্ঞান, শিল্প ও সভ্যতাসম্পন্ন ম্লেচ্ছগণ নীতিশূন্য। বৌদ্ধ প্রভৃতি নিরীশ্বর মানবগণ কেবলনৈতিক। যাহারা বেদ মুখে মানে, তাহারা কল্পিত সেশ্বরনৈতিক। ধর্ম্মাচারিগণ বাস্তব সেশ্বরনৈতিক। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিশুদ্ধ তত্ত্ব-জ্ঞান নিরত। অনেক তত্ত্বজ্ঞানীর মধ্যে কেহ কেহ জড়বুদ্ধিমুক্ত। কোটী কোটী জড়বুদ্ধিমুক্তের মধ্যে কেহ বা ভক্তি স্বীকার করেন। সেশ্বরনৈতিকদিগের মধ্যে যাহারা ভোগরূপ কর্ম্মফল, মুক্তিরূপ জ্ঞানফল বা সিদ্ধি-রূপ যোগফলকে স্বীকার করে, তাহারা অশান্ত। কৃষ্ণ-ভক্তই কেবল শান্ত বলিয়া অভিহিত হন। প্রভুবাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, বন্য-নরগণ সভ্য ও জ্ঞানপরায়ণ হউক, পরে নীতি স্বীকার করুক, পরে ঈশ্বরে বিশ্বাস করতঃ ধর্ম্মাচারী হউক। ধর্ম্মাচারিগণ ভুক্তি, মুক্তি ও সিদ্ধিরূপ অবান্তর ফলে আবদ্ধ না হইয়া কৃষ্ণভক্তি অঙ্গী-কার করুক। ইহাই নরজীবনের ক্রমোন্নতির বৈধ সোপান। ইহাই সর্ব্বশাস্ত্রের নির্ম্মল বিধান ও নিশ্চয় ফলজনক বর্ত্ম।

শ্রীসনাতন গোস্বামীকে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু আকস্মিকী প্রথার উপদেশ করিয়াছেন, যথা,—

"সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে কেহ তরে।
নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে॥"

কৃষ্ণ-কৃপা, সাধুকৃপা ও পূর্ব্ব সাধনফলের বিঘ্নবিনাশ— এই তিনটী কার্য্যদ্বারা আকস্মিকী প্রথা যে স্থলে কার্য্য করে, সে স্থলে ক্রমোন্নতি-বিধি স্থগিত হইয়া পড়ে। সমস্ত বিধির বিধাতৃস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের স্বতন্ত্র ইচ্ছাই ইহার মূল কারণ। যুক্তিদ্বারা ইহার সামঞ্জস্য হয় না। সমস্ত বিপরীত ধর্ম্ম যে তত্ত্বে সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছে, বিধি ও প্রসাদের যে যুক্তিগত বিরোধ নরবুদ্ধিকে অতিক্রম করে, তাহাও সুতরাং সেইতত্ত্বে সামঞ্জস্য লাভ করিতেছে। নারদ-কৃপায় অনৈতিক ব্যাধ নীতি স্বীকার না করিয়াও ভক্ত-জীবন প্রাপ্ত হইয়াছিল। শ্রীরামচন্দ্রের কৃপায় বন্যনারী শবরীও ভাব জীবন লাভ করিয়াছিল। ইহারা বন্য-জীবন ও ভক্তজীবনের মধ্যমত অন্যান্য অবান্তর জীবন-সম্বন্ধীয় ধর্ম্মাভ্যাস করে নাই। ইহাতে জ্ঞাতব্য এই যে, ভক্তজীবন প্রাপ্ত হইবামাত্র তাহাদের সভ্যজীবন ও নৈতিক জীবনগত সমস্ত সৌন্দর্য্য অনায়াসে তাহাদের জীবনের অলঙ্কারস্বরূপ হইয়াছিল।

আকস্মিকী প্রথা বিরল ও অচিন্ত্য, অতএব তাহার ভরসা না করিয়া ক্রমোন্নতি প্রথা অবলম্বন করাই উচিত। কোন সময়ে আকস্মিকী প্রথা স্বয়ং উপস্থিত হয়, উত্তম।

ক্রমোন্নতি প্রথা সম্বন্ধে জীবের কর্ত্তব্য এই যে, আপাততঃ যে জীবনেই অবস্থিত হউন, সেই জীবনের উচ্চ জীবনে প্রবেশ করিবার বিশেষ যত্ন করে। স্বভাবের গতিতে এমত কোন মঙ্গলবীজ আছে, যদ্দ্বারা জীবের স্বভাবতঃ কালক্রমে উচ্চগতিই ঘটিয়া থাকে; কিন্তু বিঘ্নও এত যে, সেই অভিলষিত ফলের অনেক স্থলেই সঙ্ঘটন হয় না। অতএব যাঁহারা উচ্চগতির বাসনা করেন, তাঁহারা তৎসম্বন্ধে সর্ব্বদা জাগ্রত থাকিবেন। এক জীবন হইতে অন্য জীবনে পদার্পণ করিতে হইলে দুইটী বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে। প্রথম বিষয় এই যে, যে জীবনে আমি স্থিত আছি, তাহাতে দৃঢ়পদ হইবার জন্য নিষ্ঠার প্রয়োজন। দ্বিতীয় বিষয় এই যে, যে জীবনে আমি দৃঢ়পদ হইয়াছি, তাহা হইতে উচ্চ জীবনে পদার্পণ জন্য পূর্ব্বনিষ্ঠা ত্যাগ করিতে হইলে একটী পদ এক সোপানে দৃঢ় হইলে আর একটী পদ নিম্নস্থ সোপান হইতে উঠাইয়া উচ্চস্থ সোপানে অর্পণ করিতে হয়। গতিকার্য্যে একটী সোপান-নিষ্ঠাত্যাগ ও অপর সোপাননিষ্ঠাপ্রাপ্তি যুগপৎ ঘটিয়া থাকে। বিশেষ ব্যস্ত হইলে পড়িয়া যাইতে হয়। বিশেষ বিলম্ব করিলে কার্যফল দূরে পড়ে। বন্যজীবন, সভ্যজীবন, কেবল নৈতিকজীবন, কল্পিত সেশ্বরনৈতিক জীবন, বাস্তব সেশ্বরনৈতিক জীবন, সাধনভক্ত জীবন এই সমস্ত সোপান ক্রমোন্নতিবিধিক্রমে অতিক্রম করিয়া জীবকে প্রেমমন্দিরে যাইতে হয়। কোন সোপানে ব্যস্ততা ঘটিলে বিঘ্নদ্বারা নিম্নে পড়িতে হয়। কোন সোপানে বিলম্ব হইলে আলস্য আসিয়া উন্নতি রোধ করে। অতএব ব্যস্ততা ও বিলম্ব উভয়কে বিঘ্ন মনে করিয়া প্রয়োজন মতে যথাযোগ্য নিষ্ঠাগ্রহণ ও নিষ্ঠাত্যাগ পূর্ব্বক ক্রমশঃ জীবকে উঠিতে হইবে। অনেকেই দুঃখ করিয়া থাকেন যে, আমার কি জন্য কৃষ্ণভক্তি হয় না, কিন্তু কৃষ্ণভক্তি সোপানে উঠিবার জন্য তাঁহাদের সম্যক চেষ্টা দেখা যায় না। হয়ত অসভ্য অবস্থায়, নয় সভ্যতা ও জড়বিজ্ঞানে, হয় নিরীশ্বর-নীতিতে, নয় সেশ্বরনীতিতে অকারণ আবদ্ধ হইয়া উন্নতির চেষ্টা করেন না। এক সোপানে আবদ্ধ থাকিলে কিরূপে উচ্চ সোপান বা প্রাসাদচূড়া লাভ হইতে পারে? অনেক বৈধভক্তগণ, ভাব পাইবার চেষ্টা করেন না, অথচ ভাবাভাবে যথেষ্ট দুঃখ করিয়া থাকেন। অনেক বর্ণাশ্রমী ব্যক্তিগণ বর্ণধর্ম্মের নিষ্ঠায় দৃঢ় আসক্ত হইয়া ভাব-প্রেমাদি লাভের পক্ষে নিতান্ত উদাসীন থাকেন; তাহাতে তাঁহাদের ক্রমোন্নতির যথেষ্ট ব্যাঘাত হয়। যাঁহারা সৌভাগ্যক্রমে শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের উন্নতি শীঘ্র শীঘ্র হয়। এই ক্ষুদ্র জীবনের মধ্যেই সামান্য বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মনিষ্ঠা হইতে নিরুপাধিক প্রেমরত্ন সহজেই লাভ করেন। যাঁহারা যথার্থ ক্রমোন্নতিবিধি অবলম্বন করেন, তাঁহাদের প্রায়ই জন্মান্তর অপেক্ষা করিতে হয় না। যাঁহারা মৃত মৎস্যের ন্যায় ভাগ্যের শ্রোতে আপনাদের সত্বাকে বিসর্জ্জন করেন, তাঁহারা এই ভব সমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে কখন জোয়ারে অগ্রগত ও ভাটায় পশ্চাদ্‌গত হইতে থাকেন। ইঁহারা অভিলষিত স্থানে কদাচ পৌছিতে পারেন।

উপরোক্ত উভয়বিধি ভক্তির যে সামান্য লক্ষণ, তাহা বৈধীভক্তিতেও লক্ষিত হইবে। ভক্তির সামান্য লক্ষণ এই যে, স্বীয়বৃত্তির পুষ্টি ব্যতীত অন্যপ্রকার অভিলাষশূন্য, জ্ঞান ও কর্ম্মদ্বারা অনাবৃত, অনুকূলভাবে শ্রীকৃষ্ণানুশীলনকে ভক্তি বলি। ইহার অর্থ এই যে, অনুশীলনই ভক্তির স্বরূপ। কর্মমার্গে যে ঈশ্বর অনুশীলন বর্ণাশ্রম ধর্মবিচারে বিবেচিত হইয়াছে, তাহা নৈতিক কার্যবিশেষ, ভক্তি নয়, যেহেতু নীতিই তথায় প্রভু, ঈশ্বরানুগত্যরূপবৃত্তিটি তথায় সেই প্রভুর দাসরূপে অবস্থিত। জ্ঞানমার্গে যে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বিচারিত হইবে, তাহার অনুশীলন শুষ্কজ্ঞানময়। তাহাতে জ্ঞানই প্রভু ও ঈশানুগত্যরূপা বৃত্তিটী দাসস্বরূপ। তাহা ভক্তি নয়। অতএব ভগবদনুশীলনই ভক্তি। সেই অনুশীলন সর্বদা আনুকূল্য ভাবময় হওয়া আবশ্যক। অনুশীলন প্রাতিকূল্যময়ও হইতে পারে, তাহা ভক্তি নয় অর্থাৎ জীবনকে ভক্তির

অনুকূল করিয়া ভক্তির অনুশীলন করা উচিত। সংসারে বর্ত্তমান জীবগণের শরীর-সম্বন্ধজনিত কর্ম অনিবার্য্য ও জড়াজড়-সম্বন্ধীয় বিচাররূপ জ্ঞানও অনিবার্য্য। কিন্তু ভগবদনুশীলনকে ঐ কর্ম ও জ্ঞান যেস্থলে আবৃত করে, সেস্থলে ভক্তি-সত্তা থাকেনা। যেস্থলে ঈশানুগত্যরূপা বৃত্তি কর্ম ও জ্ঞানের উপর প্রভুতা লাভ করে, সেই স্থলে ভক্তির সত্তা স্বীকার করা যায়।

বৈধভক্তজন ভগবদনুশীলনকেই জীবনের প্রধান কার্য্য বলিয়া জানিবেন। সর্ব্বদা আনুকূল্যভাবে ভগবদনুশীলনে প্রবৃত্ত থাকিবেন। ভয় ও দ্বেষ দ্বারা প্রেরিত হইয়া তাঁহার অনুশীলন করিবেন না, কিন্তু প্রীতির সহিত অনুশীলন করিবেন। তাহারই নাম আনুকূল্য। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম দ্বারা শরীরযাত্রা নির্বাহকালে সেই ধর্ম্মের মূল যে নীতি, তদ্দ্বারা ভগবদনুশীলনের উপর কোন প্রভুতা অর্পণ করিবেন না, বরং সেই অনুশীলনের পরিচারকের ন্যায় নৈতিক ব্যবহারকে রাখিবেন। আত্মা যে জড়াতীত বস্তু ও চিত্তত্ত্ব, ইহা স্পষ্ট উপলব্ধি করিবার জন্য যত প্রকারের জ্ঞানালোচনা করিয়া থাকেন, সেই সমস্ত আলোচনাকে ভগবদনুশীলনের দাসরূপ রাখিবেন, কোন প্রকারে ঐ সকল বিচারদ্বারা সেই অনুশীলনবৃত্তির উপর প্রভুতা অর্পণ করিবেন না। সংসারে যে কর্ম্ম করুন বা বিচার করুন, ঐ সকল কর্ম ও বিচারের দ্বারা ভক্তির উন্নতি সাধন বই আর কোন অভিলাষ করিবেন না। এইরূপ বৈধ ভক্তদিগের জীবন।

—ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ

কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি শ্রীরাধা-ঠাকুরাণী

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩য় সংখ্যা ৫৯ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীকৃষ্ণ পরম-ভগবান্ আর কৃষ্ণকান্তা শিরোমণি শ্রীরাধা পরমলক্ষ্মী। শ্রীকৃষ্ণ Enjoyer Absolute—Predominating Absolute—ভোক্তা ভগবান্, আর শ্রীরাধা Enjoyed Absolute—Predominated Absolute—সম্ভোগ্য ভগবান্। শ্রীকৃষ্ণ পরমপুরুষ, আর শ্রীরাধা পরমাপ্রকৃতি বা মূল শক্তি। শ্রীরাধা সাক্ষাৎ ভগবান্ বা সাক্ষাৎ কৃষ্ণ হইলেও শ্রীকৃষ্ণ বিষয়বিগ্রহ, আর শ্রীরাধা আশ্রয়-বিগ্রহ; শ্রীকৃষ্ণ রাধারমণ আর শ্রীরাধা কৃষ্ণরমণী বা কৃষ্ণকান্তা; শ্রীরাধা কৃষ্ণ হইয়াও কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ—ভক্তরাজ, ইহাই বৈশিষ্ট্য। চণকের দ্বিদলের ন্যায় আশ্রয় জাতীয় কৃষ্ণ অর্দ্ধেক, আর বিষয়জাতীয় কৃষ্ণ অর্দ্ধেক। এই দুইটি লইয়া পূর্ণ-ভগবান্ বা Full Integer. এই জন্যই আমরা যুগলমূর্ত্তির উপাসক—শ্রীরাধা-কৃষ্ণের আরাধনাকারী।

যেমন পূর্ণিমাকে বাদদিয়া পূর্ণচন্দ্র দর্শন অসম্ভব, তদ্রূপ শ্রীরাধা-দেবীর সেবা বাদ দিয়া কৃষ্ণভজন অসম্ভব ও দাম্ভিকতা মাত্র। তাই শ্রীবৃষভানু-নন্দিনীর প্রিয়জন শ্রীল-রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

অনারাধ্য রাধাপদাম্ভোজরেণু-
মনাশ্রিত্য বৃন্দাটবীং তৎপদাঙ্কাম্।
অসম্ভাষ্য তদ্ভাবগম্ভীর চিত্তান্
কুতঃ শ্যামসিন্ধো রসস্যাবগাহঃ॥ (স্তবাবলী)

এই শ্লোকের অর্থ জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন—

রাধিকা-চরণ-পদ্ম, সকল শ্রেয়ের সদ্ম,
যতনে যে নাহি আরাধিল।
রাধা-পদাঙ্কিত ধাম, বৃন্দাবন যার নাম,
তাহা যে না আশ্রয় করিল॥

রাধিকা-ভাব গম্ভীর, চিত্ত যে বা মহাধীর,
গণ-সঙ্গ না কৈল যতনে।
কেমনে সে শ্যামানন্দ, রসসিন্ধু-স্নানানন্দ,
লভিবে বুঝহ এক মনে॥
রাধিকা উজ্জ্বল-রসের আচার্য্য।
রাধা-মাধব শুদ্ধপ্রেম বিচার্য্য॥
যে ধরিল রাধাপদ পরম যতনে।
সে পাইল কৃষ্ণপদ অমূল্য রতনে॥
রাধাপদ বিনা কভু কৃষ্ণ নাহি মিলে।
রাধার দাসীর কৃষ্ণ সর্ব্ববেদে বলে॥
ছোড়ত ধনজন, কলত্র-সুত মিত,
ছোড়ত করম গেয়ান।
রাধা-পদপঙ্কজ মধুরত সেবন
ভক্তিবিনোদ পরমাণ॥ (গীতাবলী)

পরমহংসবর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গীতাবলীতে আরও বলিয়াছেন—

রাধাভজনে যদি মতি নাহি ভেলা।
কৃষ্ণভজন তব অকারণে গেলা॥
আতপ-রহিত সূরয নাহি জানি।
রাধা-বিরহিত মাধব নাহি মানি॥
কেবল মাধব পূজয়ে, সো অজ্ঞানী।
রাধা অনাদর করই অভিমানী॥
কবঁহি নাহি করবি তাঁকর সঙ্গ।
চিত্তে ইচ্ছসি যদি ব্রজরস-রঙ্গ॥
রাধিকা-দাসী যদি হোয় অভিমান।
শীঘ্রই মিলই তব গোকুল-কান॥
ব্রহ্মা, শিব, নারদ, শ্রুতি, নারায়ণী।
রাধিকা-পদরজ পূজয়ে মানি॥
উমা, রমা, সত্যা, শচী, চন্দ্রা, রুক্মিণী।
রাধা-অবতার সবে, আম্নায়-বাণী॥
হেন রাধা-পরিচর্য্যা যাঁকর ধন।
ভকতি-বিনোদ তাঁর মাগয়ে চরণ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নারদকে বলিতেছেন—

সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যমেব পুনঃ পুনঃ।
বিনা রাধা প্রসাদেন মৎপ্রসাদো ন বিদ্যতে॥
শ্রীরাধিকায়াঃ কারুণ্যাৎ তৎসখী সঙ্গিতামিয়াৎ।
তৎসখীনাঞ্চ কৃপয়া যোষিদঙ্গমবাপ্নুয়াৎ॥
(নারদীয় পুরাণ)

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু "স্বনিয়ম দশকম্" মধ্যে শ্রীরাধা-দেবী সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

অনাদৃত্যোদ্গীতামপি মুনিগণৈর্বৈণিকমুখৈঃ
প্রবীণাং গান্ধর্ব্বামপি চ নিগমৈস্তৎ প্রিয়তমাম্।
য একং গোবিন্দং ভজতি কপটী দাম্ভিকতয়া
তদভ্যর্ণে শীর্ণে ক্ষণমপি ন যামি ব্রতমিদম্॥
(স্বনিয়মদশকম্ ৬)

এই শ্লোকের অর্থে শ্রীল যদুনন্দন ঠাকুর গাহিয়াছেন—

ব্রহ্মাণ্ডাদি মধ্যে রাধা নাম মনোহর।
স্ফূর্ত্তি হইয়াছে তাহা সদা নিরন্তর॥
আগমে নিগমে যেই রাধার গুণগণ।
নারদাদি মুনি করে যে নাম কীর্ত্তন॥
হেন রাধা-পাদপদ্ম করি অনাদর।
গোবিন্দ-ভজনে যার বাঞ্ছা নিরন্তর॥
হেন রাধা নাহি ভজে কৃষ্ণে করে রতি।
সেই ত কপটী দম্ভী অতি মূঢ়মতি॥ (কর্ণামৃত)

পদ্মপুরাণও বলেন—

অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্ নার্চ্চয়েত্তু যঃ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ॥

যে ব্যক্তি গোবিন্দকে অর্চ্চনা করিয়া তদীয় ভক্তগণকে অর্চ্চনা না করে, তাহাকে বৈষ্ণব মনে না করিয়া কেবল দাম্ভিক বলিয়া জানিবে।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের পার্ষদভক্ত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদও স্বকৃত 'শ্রীরাধারসসুধানিধি'-গ্রন্থে শ্রীরাধাদেবীর অপূর্ব্ব-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন—

যো ব্রহ্ম-রুদ্র-শুক-নারদ-ভীষ্মমুখৈ-
রালক্ষিতো ন সহসা পুরুষস্য তস্য।
সদ্যো বশীকরণ চূর্ণমনন্তশক্তিং
তং রাধিকা-চরণরেণুমনুস্মরামি॥
(শ্রীরাধারস-সুধানিধি-৪)

ব্রহ্মা, শিব, শুকদেব, নারদ ও ভীষ্ম প্রভৃতি ভাগবত-গণও সহসা যাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারেন না, সেই পরম-পুরুষের বশীকরণকারী অনন্তশক্তিসম্পন্ন চূর্ণৌষধির ন্যায় শ্রীরাধিকার চরণরেণুকে আমি অনুস্মরণ করি।

রাধা নামৈব কার্য্যমনুদিনমিলিতং সাধনাধীশ-কোটি-
স্ত্যাজ্যো নীরাজ্য রাধাপদকমলসুধাং সৎপুমার্থাগ্রকোটিঃ।
রাধাপাদাব্জ-লীলাভুবি জয়তি সদানন্দমন্দার কোটিঃ
শ্রীরাধাকিঙ্করীণাং লুঠতি চরণয়োরদ্ভুতা সিদ্ধিকোটিঃ॥
(শ্রীরাধারস-সুধানিধি-১৪৬)

অনুদিন শ্রীরাধার নাম শ্রবণ কীর্ত্তনাদি করিবার সৌভাগ্য হইলে কোটি শ্রেষ্ঠ সাধনও পরিত্যাজ্য হইয়া যায় এবং রাধা-পদকমল সুধা নীরাজন করিয়া কোটি সৎপুরুষার্থসমূহও পরিত্যাজ্য হয়। যেহেতু, রাধাপাদাব্জ-লীলাভূমি শ্রীবৃন্দাবনে আনন্দ কোটি কল্পতরু সর্ব্বদা বিদ্যমান এবং শ্রীরাধাকিঙ্করীগণের চরণে অদ্ভুত-সিদ্ধি-কোটি সদা বিলুণ্ঠিত।

অনুল্লিখ্যানন্তানপি সদপরাধান্ মধুপতি-
র্মহাপ্রেমাবিষ্টস্তব পরমদেয়ং বিমৃশতি।
তবৈকং শ্রীরাধে গৃণত ইহ নামামৃতরসং
মহিম্নঃ কঃ সীমাং স্পৃশতি তব দাস্যৈক মনসাম্॥
(ঐ ১৫৫)

হে শ্রীরাধে! যে ব্যক্তি তোমার নামামৃত একবার গ্রহণ করে, শ্রীকৃষ্ণ তাহার অসংখ্য অপরাধকেও গণনা না করিয়া তাহাকে কি অমূল্য বস্তু দেওয়া যায়, তদ্বিষয়ে চিন্তা করেন। অতএব রাধে, তোমার দাস্যেই যাঁহারা একান্তচিত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের মহিমার কথা কে বলিতে সমর্থ হইবে?

যজ্জাপঃ সকৃদেব গোকুলপতেরাকর্ষকস্তৎক্ষণাৎ
যত্র প্রেমবতাং সমস্তপুরুষার্থেষু স্ফুরেত্তুচ্ছতা।
যন্নামাঙ্কিত-মন্ত্রজাপনপরঃ প্রীত্যা স্বয়ং মাধবঃ
শ্রীকৃষ্ণোঽপি তদদ্ভুতং স্ফুরতু মে রাধেতি বর্ণদ্বয়ম্॥
ঐ (৯৫)

যাহা একবারমাত্র উচ্চারণ করিলে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ আকৃষ্ট হইয়া থাকেন, যাহাতে প্রীতি-সম্পন্ন হইলে সমস্ত পুরুষার্থে তুচ্ছতা বোধ হয়, স্বয়ং মাধব শ্রীকৃষ্ণও যাঁহার নাম প্রীতিপূর্ব্বক জপ করিয়া থাকেন, সেই অত্যদ্ভুত "রাধা" এই বর্ণদ্বয় আমার জিহ্বায় স্ফুরিত হউক।

কালিন্দীতট-কুঞ্জ-মন্দিরগতো যোগীন্দ্রবৎ যৎপদ-
জ্যোতির্ধ্যানপরঃ সদা জপতি যাং প্রেমাশ্রুপূর্ণো হরিঃ।
কেনাপ্যদ্ভুতমুল্লসদ্রতিরসানন্দেন সম্মোহিতা
সা রাধেতি সদা হৃদি স্ফুরতু মে বিদ্যা পরাদ্ব্যক্ষরা॥
(ঐ ৯৬)

যমুনা-তটবর্ত্তী কুঞ্জমন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ যোগীন্দ্রের ন্যায় যাঁহার ধ্যানে মগ্ন হইয়া প্রেমাশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে যাহা জপ করেন, সেই অত্যদ্ভুত "রাধা" এই নাম আমার হৃদয়ে সর্ব্বদা স্ফুরিত হউক।

দেবানামথ ভক্তমুক্তসুহৃদামত্যন্তদূরং চ যৎ
প্রেমানন্দরসং মহাসুখকরং চোচ্চারিতং প্রেমতঃ।
প্রেম্ণা কর্ণয়তে জপত্যথ মুদা গায়ত্যথালিষ্বয়ং
জল্পত্যশ্রুমুখো হরিস্তদমৃতং রাধেতি মে জীবনম্॥
(ঐ ৯৭)

যাহা দেবতা, প্রহ্লাদ-অম্বরীষাদি ভক্ত, সনকাদি মুক্ত এবং অর্জ্জুনাদি সুহৃদ্গণেরও অত্যন্ত দূরবর্ত্তী, যাহা পরম-অমৃতস্বরূপ এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যাহা প্রেমভরে শ্রবণ করেন, জপ করেন, কখন বা সখীগণের মধ্যে পরমানন্দে গান করেন, কখন বা প্রেমাশ্রুসিক্ত হইয়া চিন্তা করেন, সেই রাধানামামৃতই আমার জীবন।

মহাজনও গাহিয়াছেন—"বাঁশী কেন বলে রাধা রাধা।"

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাদেবীর নামে মুগ্ধ হইয়া বলেন—

সখি! রাধানাম কে কহিল।
শুনি মম প্রাণ জুড়াইল॥
কত নাম আছয়ে গোকুলে।
হেন হিয়া না করে আকুলে॥
ঐ নামে আছে কি মাধুরী।
শ্রবণে রহল সুধা ভরি॥

চিত্তে নিতি মূরতি বিকাশ।
অমিয়-সাগরে যেন ভাস॥
আঁখিতে দেখিতে করে সাধ।
এ যদুনন্দন-মন কাঁদ॥

শ্রীরাধা-নাম-মাহাত্ম্য

বৈকুণ্ঠে দেহ-দেহী ও নাম-নামীতে ভেদ নাই। কৃষ্ণ-নাম সাক্ষাৎ কৃষ্ণই। রাধানাম সাক্ষাৎ শ্রীরাধাই। রাধা-কৃষ্ণনামই সাক্ষাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণ। এইজন্য শ্রীরাধাকৃষ্ণ নামই আমাদের নিত্য উপাস্য। শাস্ত্র বলেন—

উপাস্য মধ্যে কোন্ উপাস্য প্রধান?
শ্রেষ্ঠ উপাস্য—যুগল রাধাকৃষ্ণ-নাম॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ৮।২৫৫)

শ্রীশ্রীরাধাঠাকুরাণীর-নাম-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে শাস্ত্র আরও বলেন—রাধা-রাধেতি যো ক্রয়াৎ স্মরণং কুরুতে নরঃ।
সর্ব্বতীর্থেষু, সংস্কারাৎ সর্ব্ববিদ্যাপ্রযত্নবান্॥
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ)

যে ব্যক্তি 'রাধা'—এই নাম কীর্ত্তন ও স্মরণ করেন, তাঁহার সর্ব্বতীর্থ ভ্রমণের ফল লাভ হয় এবং যাবতীয় বিদ্যা লাভ হইয়া থাকে।

'রা'—শব্দোচ্চারণাদেব স্ফীতো ভবতি মাধবঃ।
'ধা'—শব্দোচ্চারণাৎ পশ্চাদ্ধাবত্যেব সসম্ভ্রমঃ॥
(ব্রঃ বৈঃ পুরাণ)

'রাধা'—এই নামের 'রা'—শব্দ উচ্চারণে শ্রীকৃষ্ণ উৎফুল্ল হন্ এবং 'ধা'—শব্দ উচ্চারণে ব্যগ্রতার সহিত উচ্চারণকারীর পশ্চাৎ অনুসরণ করেন।

'রা'—শব্দোচ্চারণাদ্ভক্তো রাতি মুক্তিং সুদুর্লভাম্।
'ধা'—শব্দোচ্চারণাদ্দুর্গে ধাবত্যেব হরেঃ পদম্॥
(ব্রঃ বৈঃ পুরাণ)

হে দুর্গে, 'রা' শব্দ উচ্চারণ মাত্র ভক্ত সুদুর্লভা মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন এবং 'ধা' শব্দ উচ্চারণমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে প্রধাবিত হন।

'রেফো' হি কোটিজন্মাঘং কর্ম্মভোগং শুভাশুভম্।
'আ'—কারো গর্ভবাসঞ্চ মৃত্যুঞ্চ রোগমুৎসৃজেৎ॥
'ধ'—কার আয়ুষো হানিম্ 'আ'—কারো ভববন্ধনম্।
শ্রবণ-স্মরণোক্তিভ্যঃ প্রণশ্যতি ন সংশয়ঃ॥
(ব্রঃ বৈঃ পুরাণ)

রাধা নামের আদি অক্ষর 'র' উচ্চারণে জীবের কোটি-জন্মার্জ্জিত পাপ ও শুভাশুভ কর্ম্মভোগ বিনষ্ট হয়। 'আ' কার উচ্চারণে জীব গর্ভযন্ত্রণা, মৃত্যু ও ব্যাধি হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে। আর 'ধ' উচ্চারণে জীবের আয়ুবৃদ্ধি হয় এবং 'আ' কার উচ্চারণে লোক ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে। অতএব 'শ্রীরাধা' নাম শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণে জীবের অশেষ অকল্যাণ বিনষ্ট হয়, সন্দেহ নাই।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ সামবেদে নিরূপিত 'শ্রীরাধা'-নামের আরও একটি সুন্দর ব্যুৎপত্তিগত মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন—

'রেফো' হি নিশ্চলাং ভক্তিং দাস্যং কৃষ্ণপদাম্বুজে।
সর্ব্বেপ্সিতং সদানন্দং সর্ব্বসিদ্ধৌঘমীশ্বরম্॥
'ধ'কারঃ সহবাসঞ্চ তত্তুল্যকালমেব চ।
দদাদি সার্ষ্টি-সারূপ্যং তত্ত্বজ্ঞানং হরেঃ সমম্॥
'আ'কারস্তেজসাং রাশিং দানশক্তিং হরৌ যথা।
যোগশক্তিং যোগমতিং সর্ব্বকাল-হরিস্মৃতিম্॥
(ব্রঃ বৈঃ পুরাণ)

জীব রাধা-নামের 'র'-কার উচ্চারণে শ্রীকৃষ্ণের চরণ-কমলে ভক্তি ও দাস্য লাভ করিয়া সেই সর্ব্ববাঞ্ছিত, সদানন্দময় সর্ব্বসিদ্ধিদাতা ভগবানের শ্রীচরণে প্রীতি প্রাপ্ত হয় এবং 'ধ-'কার উচ্চারণে শ্রীহরির সমান ঐশ্বর্য্যাদি লাভ করিয়া নিত্যকাল তাঁহার সহিত একত্র বাস করেন। আর 'আ' কার উচ্চারণে জীবের তেজোরাশি বৃদ্ধি হয় এবং যাবতীয় শক্তি ও নিরন্তর হরিস্মৃতি লাভ হইয়া থাকে।

শ্রীভগবান্ নিজেও বলিতেছেন—
'রা' শব্দং কুর্ব্বতস্ত্রস্তো দদামি ভক্তিমুত্তমাম্।
'ধা' শব্দং কুর্ব্বতঃ পশ্চাদ্ যামি শ্রবণ লোভতঃ॥
(ব্রঃ বৈঃ পুরাণ)

'রাধা' নামের 'রা' শব্দ উচ্চারণে আমি উত্তমাভক্তি দান করি, আর 'ধা' শব্দ উচ্চারণে সেই অপূর্ব্ব নাম শ্রবণ লোভে উচ্চারণকারীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া থাকি।

মম নাম-শতেনৈব রাধানাম সকৃৎসমম্।
যঃ স্মরেত্তু সদা রাধাং ন জানে তস্য কিং ফলম্॥
(ক্রমদীপিকায় চন্দ্রের প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্য)

আমার শত নাম অপেক্ষাও রাধা-নাম শ্রেষ্ঠ। অতএব এতাদৃশ মঙ্গলময়ী শ্রীরাধাকে যে স্মরণ করে তাহার যে কি ফল হয়, তাহা আমি বলিতে সমর্থ নহি।

শাস্ত্র আরও বলেন—

রাধা-রাধেতি কুর্য্যাত্তু রাধা-রাধেতি পূজয়েৎ।
রাধা-রাধেতি যন্নিষ্ঠা রাধা-রাধেতি জল্পতি।
বৃন্দারণ্যে মহাভাগো রাধা-সহচরী ভবেৎ॥

যাঁহার রাধা-রাধাই কথন, রাধা-রাধাই পূজা, রাধা-রাধাই নিষ্ঠা এবং রাধা-রাধাই স্মরণ, সেই মহাভাগ্যবান্ ব্যক্তিই শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধার সহচরীত্ব লাভ করিরা থাকেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

যে জীবন্তি চ দত্বা মামুপচারাংশ্চ ষোড়শ।
যাবজ্জীবন পর্য্যন্তং যা প্রীতির্জায়তে মম॥
সা প্রীতির্মম জায়েত রাধাশব্দাত্ততোধিকা।
প্রিয়া ন মে তথা রাধা রাধা-বক্তা ততোধিকঃ॥

আজীবন ষোড়শোপচারে পূজা করিলে আমার যে সুখ হয়, রাধা-নাম কীর্ত্তন করিলে তদপেক্ষা আমার বেশী সুখ হইয়া থাকে। রাধানাম কীর্ত্তনকারীকে আমি প্রাণ দিয়া ভালবাসি। বিভিন্ন শাস্ত্রে শ্রীরাধানামের অত্যাশ্চর্য্য মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন—

রাধা রাধেতি হে রাজন্ যে জপন্তি পুনঃ পুনঃ।
চতুঃ পদার্থাঃ কিং তেষাং সাক্ষাৎ কৃষ্ণোহপি লভ্যতে॥
(গর্গ সংহিতা)

যাঁহারা রাধা-নাম পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করেন তাঁহারা অনায়াসে কৃষ্ণকে লাভ করিয়া থাকেন। ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষও তাঁহাদের করতলগত থাকে।

রাধানাম-সুধাযুক্তং কৃষ্ণনাম-রসায়নম্।
যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় ব্যাধিভিশ্চ ন বাধ্যতে॥
যশ্চোচ্চৈরুচ্যতে রাগৈ র্রাধাকৃষ্ণ পদদ্বয়ম।
বামে চ দক্ষিণে তস্য রাধাকৃষ্ণোনুধাবতি॥
মুচ্যতে সর্ব্ব পাপেভ্যো রাধাকৃষ্ণেতি কীর্ত্তয়ন্।
সুখেন প্রেমসম্পত্তিং লভতে হ্যাশু বৈষ্ণবঃ॥
রাধাকৃষ্ণ-মহামন্ত্রং যো জপেদ্ভক্তি-মুক্তিদম্।
অন্তকালে ভবেত্তস্য রাধাকৃষ্ণেতি সংস্মৃতিঃ॥
(রাসোল্লাস-তন্ত্র)

প্রাতে শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া যিনি রাধাকৃষ্ণ নাম কীর্ত্তন করেন তাঁহার কোন ব্যাধি হয় না এবং যুগলকিশোর তাঁহার প্রতি অত্যধিক প্রসন্ন হইয়া থাকেন।

যিনি প্রীতির সহিত উচ্চৈস্বরে রাধাকৃষ্ণ-নাম কীর্ত্তন করেন শ্রীরাধাকৃষ্ণ তাঁহাকে কখনও ত্যাগ করেন না।

রাধাকৃষ্ণ-নাম কীর্ত্তন করিলে সমস্ত পাপ নষ্ট হয় এবং অনায়াসে প্রেমলাভ হইয়া থাকে।

ভক্তি-মুক্তিপ্রদ রাধাকৃষ্ণ-নাম কীর্ত্তন করিলে মরণকালে রাধাকৃষ্ণ-স্মৃতি স্বতঃই উদিত হইয়া থাকে।

পূজা-রাধা জপে রাধা রাধিকা চাভিবন্দনে।
শ্রুতৌ রাধা স্তুতৌ রাধা রাধৈবারাধ্যতে ময়া॥
জিহ্বাগ্রে রাধিকা নাম নেত্রাগ্রে রাধিকা তনুঃ।
কর্ণাগ্রে রাধিকা-কীর্ত্তির্মনোগ্রে রাধিকা মনুঃ॥
রাধা রস সুধাসিন্ধু রাধা সৌভাগ্যসুন্দরী।
রাধা ব্রজাঙ্গনা মুখ্যা রাধৈবারাধ্যতে ময়া॥
(ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)

শ্রীরাধাই আমার পূজনীয়া, প্রণম্যা, স্তবনীয়া ও আরাধ্যা। শ্রীরাধা রসামৃতসাগর, সৌভাগ্যসুন্দরী ও ব্রজগোপী শিরোমণি। এই রাধানামই আমার কীর্ত্তনীয়, রাধা-বিগ্রহই আমার দর্শনীয়, রাধা-যশই আমার শ্রবণীয়, শ্রীরাধাই আমার স্মরণীয়—শ্রীরাধাই আমার একমাত্র আরাধ্য।

চক্রং চক্রী শূলমাদায় শূলী
পাশং পাশী বজ্রমাদায় বজ্রী।
ধাবন্ত্যগ্রে পৃষ্ঠতঃ পার্শ্বতশ্চ
রাধা-রাধা-বাদিনো রক্ষণায়॥
(হরিলীলামৃত তন্ত্র)

যিনি রাধা-নাম কীর্ত্তন করেন, চক্রপাণি শ্রীহরি তাহাকে চক্রদ্বারা, শূলপাণি মহাদেব তাহাকে শূলদ্বারা, যমরাজ তাহাকে পাশ দ্বারা এবং ইন্দ্র তাহাকে বজ্র-দ্বারা রক্ষা করিয়া থাকেন।

রাধানাম পরং পুণ্যং রাধানাম পরং ধনম্।
রাধানাম পরং জ্ঞানং রাধানাম পরং তপঃ ॥

(বৃহদ্‌ব্রহ্মপুরাণ)

শাস্ত্র বলেন—

রাধানাম সমং নাস্তি নাস্তি রাধাসমা প্রিয়া।
নাস্তিপ্রেমবতী রাধা সমা চাপি জগত্রয়ে ॥

(সিদ্ধেশ্বরতন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্)

শ্রীরাধানাম-বিনোদকাব্যে শ্রীশিবজী পার্ব্বতীদেবীকে বলিতেছেন—

অনন্তাসংখ্যে শ্রীহরিভগবতো নাম কথনে।
ফলং যৎ-তৎ-কৃষ্ণাভিধসুসকৃদুক্তৌ ভবতি বৈ ॥
তথৈব শ্রীকৃষ্ণ স্মরণকরণং যচ্চ ফলদং।
তদাধিক্যং রাধা যুগল শুভবর্ণং প্রগদিতম্ ॥

শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রেও শ্রীশিবজী পার্ব্বতীদেবীকে বলিতেছেন—

শ্রীকৃষ্ণো জগতাং তাতো জগন্মাতা চ রাধিকা।
পিতুঃ শতগুণা মাতা বন্দ্যা পূজ্যা গরীয়সী ॥

ভগবান্ শ্রীনারদকে বলিতেছেন—(ভবিষ্যোত্তরে)

প্রেমভক্তৌ যদি শ্রদ্ধা মৎপ্রসাদং যদীচ্ছসি।
তথা নারদ ভাবেন রাধয়া রাধকো ভব ॥

তথাহি স্তবমালায়াং—

রাধা দামোদর প্রেষ্ঠা রাধিকা বার্ষভানবী।
সমস্ত-বল্লবী-বৃন্দ-ধম্মিল্লোত্তংস-মল্লিকা ॥
কৃষ্ণ-প্রিয়াবলী-মুখ্যা গান্ধর্ব্বা ললিতাসখী।
বিশাখা-সখ্য-সুখিনী হরি-হৃদভৃঙ্গ-মঞ্জরী ॥
ইমাংবৃন্দাবনেশ্বর্য্যা দশনাম-মনোরমাম্।
আনন্দ চন্দ্রিকাংনাম যো রহস্যাংস্তুতিংপঠেৎ ॥
স ক্লেশ-রহিতো ভূত্বা ভূরি-সৌভাগ্য-ভূষিতঃ।
ত্বরিতং করুণাপাত্রং রাধামাধবয়োর্ভবেৎ ॥

ঋগ্‌বেদে পরম রহস্যে ব্রহ্মভাগে শ্রীরাধিকোপনিষৎ—

ওঁ অথ ঊর্দ্ধমন্থিন ঋষয়ঃ সনকাদ্যা ভগবন্তংহিরণ্যগর্ভমুপাসিত্বোচুঃ—

কঃ পরমোদেবঃ, কা বা তচ্ছক্তয়ঃ, তাসু চ কা গরীয়সী ভবতীতি সৃষ্টিহেতুভূতা চ কেতি। স হোবাচ— হে পুত্রকাঃ, শৃণুতেদং হ বাব গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরমপ্রকাশ্যং যস্মৈ কস্মৈ ন দেয়ম্। স্নিগ্ধায় ব্রহ্মবাদিনে গুরুভক্তায় দেয়মন্যথা দাতুর্দুঃখং ভবতি। কৃষ্ণো হ বৈ পরমোদেবঃ ষড়্‌বিধৈশ্বর্য্য-পূর্ণো ভগবান্ গোপী-গো-গোপ-সেব্যো বৃন্দারাধিতো বৃন্দাবননাথঃ স এক এব পরমেশ্বরস্তস্য হ বৈ দ্বৈততনুর্নারায়ণোহখিলব্রহ্মাণ্ডাধিপতিরেকোহংশঃ প্রকৃতেঃ পরঃ নিত্যঃ। এবং হি তস্য শক্তয়স্ত্বনেকধা হ্লাদিনী সন্ধিনী জ্ঞানেচ্ছা ক্রিয়াদ্যা বহুধা শক্তয়ঃ। তাসু-হ্লাদিনী বরীয়সী পরমান্তরঙ্গভূতা রাধা। কৃষ্ণেন আরাধ্যতে ইতি রাধা, কৃষ্ণং সমারাধয়তি-সদা ইতি রাধিকা গান্ধর্ব্বেতি ব্যপদিশ্যতে। তস্যা এব কায়ব্যূহরূপা গোপ্যো মহিষ্যঃ শ্রীশ্চেতি। সেয়ং রাধা যশ্চ কৃষ্ণো রসাব্ধির্দেহশ্চৈকঃ ক্রীড়ার্থং দ্বিধাভূৎ। এষা হ বৈ সর্ব্বেশ্বরী সর্ব্ববিদ্যা সনাতনী শ্রীকৃষ্ণপ্রাণাধিদেবী চেতি বিবিক্তে বেদাঃ স্তুবন্তি। যস্যা গাথা ব্রহ্মভাগা বদন্তি, মহিমাস্যাঃ স্বায়ুর্মানেনাপি কালেন বক্তুং ন চোৎসহে, সৈব যস্য প্রসীদতি, তস্য করতলাবকলিতং পরমং ধামেতি।

অথ হৈতানি নামানি গায়ন্তি শ্রুতয়ঃ—

রাধা-রাসেশ্বরী রম্যা কৃষ্ণমন্ত্রাধিদেবতা।
সর্ব্বাদ্যা সর্ব্ববন্দ্যাচ বৃন্দাবন-বিহারিণী ॥
বৃন্দারাধ্যা রমাশেষ-গোপীমণ্ডল-পূজিতা।
সত্য সত্যপরা সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণবল্লভা ॥
বৃষভানুসুতা গোপী মূল প্রকৃতিরীশ্বরী।
গান্ধর্ব্বা রাধিকা কৃষ্ণা রুক্মিণী পরমেশ্বরী ॥
পরাৎপরতরা পূর্ণা পূর্ণচন্দ্র নিভাননা।
ভুক্তিমুক্তিপ্রদা নিত্যং ভবব্যাধিবিনাশনী ॥
ইত্যেতানি নামানি যঃ পঠেৎ স জীবন্মুক্তো ভবতি ॥
যঃ পুমান্ অথবা নারী রাধাভক্তি পরায়ণঃ।
ভূত্বা বৃন্দাবনে বাসঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণ-সঙ্গিনী ॥

ব্রজবাসী ভবেৎ সোঽপি রাধাভক্তি-পরায়ণঃ।
তস্যালাপ প্রয়োগাচ্চ মুক্তবন্ধো ভবেন্নরঃ॥

কি পুরুষ, কি নারী, যে কেহ রাধাভক্তিপরায়ণ হইলে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সঙ্গিনী হইবার সৌভাগ্য পান। এমন কি, এই ব্রজবাসী ভক্তজনের সঙ্গালাপেও মানব সংসার হইতে মুক্ত হইয়া পরমাগতি লাভ করেন। পদ্মপুরাণে শ্রীনারদের প্রতি শ্রীশিবজীও বলিতেছেন—

ব্রহ্মাদীনাং মহারাধ্যাং দূরতঃ সেবতে সুরঃ।
তাং রাধিকাং যো ভজতে দেবর্ষে তং ভজাম্যহম্॥
তদালাপং কুরুষ্বৈব জপস্ব মন্ত্রমুত্তমম্।
অহর্নিশং মহাভাগ কুরু রাধেতি কীর্ত্তনম্॥
রাধেতি কীর্ত্তনং কুর্য্যাৎ কৃষ্ণেন সহ যো নরঃ।
তন্মাহাত্ম্যং ন শক্যোঽহং বক্তুং শেষোঽত্র নৈব চ॥

হে নারদ! যিনি ব্রহ্মাদিরও মহারাধ্যা, দেবতাগণ দূর হইতে যাঁহার আরাধনা করেন, সেই সর্ব্বপূজ্যা শ্রীরাধার উপাসনা যিনি করেন আমি তাঁহাকে ভজনা করি। হে মহাভাগ! তুমি 'রাধা'—এই সর্ব্বোত্তম নাম জপ ও অহর্নিশ কীর্ত্তন কর। যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের নামের সহিত শ্রীরাধানাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহার মহিমা আমি বলিতে সমর্থ নহি; এমন কি, অনন্তদেবও বলিতে সমর্থ নহেন।

শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণের নিজজন জগদ্গুরু শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ও বলিয়াছেন—

রাধিকা-চরণ-রেণু, ভূষণ করিয়া তনু,
অনায়াসে পাবে গিরিধারী।
রাধিকা-চরণাশ্রয়, করে যেই মহাশয়,
তারে মুঞি যাঙ বলিহারি॥
জয় জয় রাধানাম, বৃন্দাবন যাঁর ধাম,
কৃষ্ণসুখ-বিলাসের নিধি।
হেন রাধাগুণ-গান, না শুনিল মোর কাণ,
বঞ্চিত করিল মোরে বিধি॥
তাঁর ভক্তসঙ্গে সদা, রাসলীলা প্রেমকথা,
যে করে সে পায় ঘনশ্যাম।
ইহাতে বিমুখ যেই, তার কভু সিদ্ধি নাই,
নাহি যেন শুনি তার নাম॥
কৃষ্ণ নাম গানে ভাই, রাধিকা-চরণ পাই,
রাধানাম-গানে কৃষ্ণচন্দ্র।
সংক্ষেপে কহিল কথা, ঘুচাহ মনের ব্যথা,
দুঃখময় অন্যকথা দ্বন্দ্ব॥ (শ্রীপ্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা)

শ্রীরাধাষ্টমী-মাহাত্ম্য

শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি শ্রীরাধাদেবী ভাদ্রমাসে শুক্লাষ্টমী তিথিতে অনুরাধা নক্ষত্রে সোমবারে মধ্যাহ্নকালে শ্রীবৃষভানু রাজার গৃহে শ্রীগোকুলের নাতিদূরে রাভেল নামক ব্রজগ্রামে আবির্ভূত হন। তাঁহার জননীর নাম রাণী শ্রীকীর্ত্তিদা। ষড়্ গোস্বামীর অন্যতম জগদ্গুরু শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু স্বকৃত স্তবাবলী গ্রন্থে জানাইয়াছেন—

গান্ধর্ব্বায়া জনিমণিরভূদ্ যত্র সঙ্কীর্ত্তিতায়া-
মানন্দোৎকৈঃ সুরমুনিনরৈঃ কীর্ত্তিদা-গর্ভখন্যাম্।
গোপীগোপৈঃ সুরভিনিকরৈঃ সংপরীতেঽত্রমুখ্যে
রাবলাখ্যে বৃষরবিপুরে প্রীতিপূরো মমাস্তাম্॥
(ব্রজবিলাস স্তব ৯০)

শ্রীকৃষ্ণের পরমভক্ত শ্রীচণ্ডীদাসও শ্রীরাধার জন্ম সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

শুনগো মরম সই।
যখন আমার, জনম হইল,
নয়ন মুদিয়া রই॥
দিত ক্ষীর সর, জননী আমার,
নয়ন মুদিত দেখি।
জননী আমার, করে হাহাকার,
কহিলা সকলে ডাকি॥
শুনি সেই কথা, জননী যশোদা,
বঁধুকে লইয়া কোরে।
আমারে দেখিতে, আইল তুরিতে,
সূতিকা-মন্দির-দ্বারে॥
দেখিয়া জননী, কহিলেন বাণী,
এই কি ছিল কপালে।

করিয়া সাধনা,　　　　পেলাম অন্ধ-কন্যা,
বিধি এত দুঃখ দিলে ॥
উঠ উঠ বলে,　　　　করে ধরি তুলে,
বসায় যতন কোরে।
হেনই সময়ে,　　　　মায়ে তেয়াগিয়া,
বঁধু পরশিল মোরে ॥
গায়ে দিলা হাত,　　　　মোর প্রাণনাথ,
অন্তরে বাঢ়ল সুখ।
হাসিয়া কান্দিয়া,　　　　আঁখি প্রকাশিয়া,
দেখিনু বঁধুর মুখ ॥
ঘুচিল যে অন্ধ,　　　　বাঢ়িল আনন্দ,
জননী যশোদার মনে।
আমার কল্যাণে,　　　　আনন্দিত মনে,
করিল বিবিধ দানে ॥
সুজন যে জন,　　　　জানে সেই জন,
কুজন নাহিক জানে।
অনুরাগে মন,　　　　সদাই মগন,
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভনে ॥ ২০৯ ॥

এই শ্রীশ্রীরাধারাণীর আবির্ভাবতিথি (শ্রীরাধাষ্টমী) সকলেরই আদরের সহিত পালন করা কর্ত্তব্য। ইহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ অত্যধিক প্রসন্ন হন। সহস্র একাদশীব্রত পালন করিলে যে ফল হয়, শ্রীরাধাষ্টমীব্রত পালন করিলে তদপেক্ষা শতগুণ অধিক ফল লাভ হইয়া থাকে। শ্রীরাধার প্রাণবন্ধু স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত এই শ্রীরাধাষ্টমীতিথির মাহাত্ম্য কেহই সম্যগ্ বর্ণন করিতে পারে না।

পদ্মপুরাণ বলেন—

একাদশ্যাঃ সহস্রেণ যৎফলং লভতে নরঃ।
রাধাজন্মাষ্টমীপুণ্যং তস্মাচ্ছতগুণাধিকম্ ॥
(পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মখণ্ড ৭।৮)

শ্রীরাধাষ্টমীব্রত মাহাত্ম্য সম্বন্ধে পদ্মপুরাণে আমরা আরও পাই—জগদ্গুরু ব্রহ্মা শ্রীনারদকে বলিতেছেন—

কোটিজন্মার্জ্জিতং পাপং ব্রহ্মহত্যাদিকং মহৎ।
কুর্ব্বন্তি যে সকৃদ্ভক্ত্যা তেষাং নশ্যতি তৎক্ষণাৎ ॥
মেরুতুল্য সুবর্ণানি দত্বা যৎ ফলমাপ্যতে।
সকৃদ্ রাধাষ্টমীং কৃত্বা তস্মাচ্ছতগুণাধিকম্ ॥
গঙ্গাদিষু চ তীর্থেষু স্নাত্বা তু যৎফলং লভেৎ।
বৃষভানুসুতাষ্টম্যা তৎফলং প্রাপ্যতে জনৈঃ ॥
এতদ্ ব্রতং তু যঃ পাপী হেলয়া শ্রদ্ধয়াপি বা।
করোতি বিষ্ণুসদনং গচ্ছেৎকোটি কুলান্বিতঃ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন—হে নারদ, এ সম্বন্ধে একটী উপাখ্যান বলিতেছি শ্রবণ কর।

সত্যযুগে কোন এক নগরে লীলাবতী নামে এক পরমা সুন্দরী বেশ্যা বাস করিত। তাহার মত মহাপাপী আর দেখা যায় না। একদিন সে অধিক ধনলাভের আশায় নিজ নগর হইতে অন্য এক নগরে উপস্থিত হইয়া এক দেবমন্দিরে রাধাষ্টমীব্রত পরায়ণ বৈষ্ণবগণকে দেখিতে পাইল। তাঁহারা গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, বস্ত্র, নানাবিধ ফল ও মিষ্টান্ন প্রভৃতি বিবিধ উপচারের দ্বারা শ্রীরাধাদেবীর পূজা করিতেছেন। কেহ কেহ বা শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের স্তবস্তুতি এবং মৃদঙ্গাদি বিবিধ বাদ্য সহকারে হরিনাম-সংকীর্ত্তনে মত্ত আছেন; আবার কেহ কেহ বিবিধ উপচারে ঠাকুরের ভোগরাগ প্রস্তুতের জন্য ব্যস্ত আছেন। উৎসবে তাঁহাদের এইরূপ উল্লাস দেখিয়া সেই বেশ্যা বিনীতভাবে তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল—হে প্রভো, অদ্য আপনারা কি করিতেছেন? তদুত্তরে পরহিতাকাঙ্ক্ষী সেই ভক্তগণ কহিলেন—আজ শ্রীরাধাষ্টমী, ভাদ্রমাসের এই শুক্লাষ্টমী তিথিতে শ্রীশ্রীরাধাদেবী আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এইজন্য এই তিথিকে রাধাষ্টমী বলে। তাই শ্রীরাধাষ্টমীব্রত-পরায়ণ আমরা শ্রীরাধাদেবীর প্রীত্যর্থে এই উৎসব করিতেছি। এই শ্রীরাধাষ্টমীব্রত পরম মঙ্গলকর ও কৃষ্ণভক্তিপ্রদ।

গোঘাতজনিতং পাপং স্তেয়জং ব্রহ্মঘাতজম্।
পরস্ত্রীহরণাচ্চৈব তথা চ গুরুতল্পজম্ ॥
বিশ্বাসঘাতজং চৈব স্ত্রীহত্যাজনিতং তথা।
এতানি নাশয়ত্যাশু কৃতায়া চাষ্টমী নৃণাম্ ॥
(পদ্মপুরাণ)

তাঁহাদের মুখে শ্রীরাধাষ্টমীব্রত-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া বেশ্যা সেইদিন ভক্তগণের সহিত মহোৎসব করিয়া পরম-পবিত্র শ্রীরাধাষ্টমীব্রত পালনপূর্ব্বক গৃহে আসিল। কালক্রমে দৈবনিবন্ধন সর্পাঘাতে তাহার মৃত্যু হইলে যমদূতগণ তাহাকে লইবার জন্য বাঁধিয়া ফেলিল। শ্রীরাধাষ্টমীব্রত পালনের ফলে তাহার সমস্ত পাপ নষ্ট হওয়ায় সেই সময় সহসা ভগবৎ-পার্ষদগণ আসিয়া চক্রের দ্বারা বন্ধন ছেদন পূর্ব্বক সুবর্ণবিমানে তাহাকে গোলোকে লইয়া গেলেন।

উৎসবের দিন ঐ বেশ্যা অর্থাদি ব্যয় করিয়া ভক্তির সহিত নানাভাবে ভগবান্ ও ভক্তের সেবা করিয়াছিল। এইরূপে শ্রীরাধাষ্টমী-ব্রত করার ফলে বেশ্যা মুক্তিলাভ করতঃ গোলোকে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবালাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইলেন।

এই মহামঙ্গলকর শ্রীরাধাষ্টমী-ব্রত পালন না করিলে প্রত্যবায় ও অমঙ্গল হয়। শাস্ত্র বলেন—

রাধাষ্টমীব্রতং তাত যো ন কুর্য্যাচ্চ মূঢ়ধীঃ।
নরকান্নিষ্কৃতি র্নাস্তি কোটিকল্পশতৈরপি॥
স্ত্রীয়শ্চ যা ন কুর্ব্বন্তি ব্রতমেতচ্ছুভপ্রদম্।
রাধাবিষ্ণুপ্রীতিকরং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্॥
অন্তে যমপুরীং গত্বা পতন্তি নরকে চিরম্।
কদাচিজ্জন্মচাসাদ্য পৃথিব্যাং বিধবা ধ্রুবম্॥

(পদ্মপুরাণ)

ব্রহ্মা নারদকে বলিতেছেন—হে তাত, যে মূঢ়ব্যক্তি শ্রীরাধাষ্টমীব্রত পালন না করে, তাহার কোটিকল্পেও নরক হইতে নিষ্কৃতি হয় না। এই ব্রত সর্ব্বপাপ নাশক, শুভপ্রদ ও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রীতকর। স্ত্রীগণও মঙ্গলকর এই রাধাষ্টমী ব্রত পালন না করিলে অন্তকালে যমপুরে বহুকাল নরক ভোগ করিয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করতঃ বৈধব্যযন্ত্রণা প্রাপ্ত হন।

বন্দে রাধা পদদ্বন্দ্বং ভক্তবৃন্দসমন্বিতম্।
শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে নিত্যানন্দসহোদিতম্॥
শ্রীনন্দনন্দনং বন্দে রাধিকাচরণদ্বয়ম্।
গোপীজন সমাযুক্তং বৃন্দাবনমনোহরম্॥

(শ্রীল শ্রীরূপপ্রভু)

বন্দে রাধাপদাম্ভোজং ব্রহ্মাদিসুরবন্দিতম্।
যৎকীর্ত্তিকীর্ত্তনেনৈব পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ)

শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের উপদেশাবলী

১। কখনও মর্কটদের (বিরক্তবেষী যোষিৎসঙ্গী কপটব্যক্তিগণের) সহিত মিশিও না।

২। কখনও বিষয়ীর অন্নগ্রহণ করিও না, গ্রহণ করিলে বিষয়ী হইয়া যাইবে।

৩। গৌরধাম কৃপা করিলে ব্রজবাস হয়।

৪। সাংসারিক অমঙ্গলকে ভগবানের দয়া বলিয়া জানিবে।

৫। অন্তরে কৃষ্ণসেবার জন্য অনুরাগ না আসিলে বাহিরে বেষ গ্রহণ করিলেই তাহাকে 'সন্ন্যাসী' বলা যায় না।

৬। 'সেবা করিয়াছি' বলিয়া অন্তরেও ঢাক পিটাই-বার যত্ন করিও না। তখন আর উহাকে 'সেবা' বলা যাইবে না।

৭। নির্জ্জন-ভজনের ছলনায় অলস হইও না।

৮। অনবধানের সহিত লক্ষ লক্ষ মালা টানা অপেক্ষা বৈষ্ণব-সেবার জন্য বাগান-চাষ ও গাছে জল দেওয়া অধিক মঙ্গলজনক। বৈষ্ণব-সেবার ফলে 'নামে' অকপট রুচি হইবে।

৯। বৈষ্ণবের অনুকরণ করিও না পুড়িয়া মরিবে; তাঁহার অকপট সেবা যাচ্‌না কর।

১০। হরি-সেবার অর্থ ভোগ করিলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাষণ্ড হইতে হয়।

১১। সাধারণ চোরের কখনও মঙ্গল হয়, কিন্তু গুরু-বৈষ্ণবের অর্থ-ভোগকারীর কখনও মঙ্গল হয় না।

১২। অন্যাভিলাষের সহিত গুরু-বৈষ্ণবের সেবা করিলে তাঁহারা সেবকাভিমানীকে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা দিয়া সরিয়া পড়েন।

শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৩য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা ৬৭ পৃষ্ঠার পর)

[ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ, এম.এ]

জ্ঞান। জ্ঞানশক্তি বলে শ্রীভগবান্ সর্ব্বজ্ঞ, স্বপ্রকাশ। জ্ঞান অর্থে জীবের পক্ষে কোন বস্তু বিশেষ সম্বন্ধে চিত্তের ভাব—ঐ জ্ঞান ঘট-পটাদি বস্তু বিশেষের অপেক্ষা করে কিন্তু শ্রীভগবানের পক্ষে তাঁহার স্বরূপভূত জ্ঞান কোন বস্তু বিশেষকে অপেক্ষা করে না—এজন্য তাঁহাকে অতীত বা ভবিষ্যতের সর্ব্ববিষয়ে জ্ঞানবান্ বলা হয় —"সঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" (শ্রুতি)।

"স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা। তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্‌, (শ্বেতা)—যাহা কিছু জ্ঞেয় তৎ সমস্তই তিনি জানেন। কিন্তু তাঁহার বেত্তা কেহ নাই অর্থাৎ সম্যক্‌ভাবে তাঁহাকে জানেন এরূপ কেহ নাই। ব্রহ্মবিদ্‌গণ তাঁহাকে সকলের অগ্র্য অর্থাৎ আদি ও মহান্ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

গীতাতেও শ্রীভগবান্ নিজ মুখে বলিতেছেন—

বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন।

ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মান্তু বেদ ন কশ্চন। গী ৭।২৬

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন আমি অতীত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ স্থাবর জঙ্গমাদি ভূতসমূহকে জানি, কিন্তু কেহই আমাকে জানে না। [শ্রীভগবান্ সর্ব্ব-আদি এবং সর্ব্বমূলকারণ —সকলের আদি এবং পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া তৎপরবর্ত্তী সবই তিনি জানেন কিন্তু তাঁহাকে প্রকৃষ্টভাবে কেহ জানিতে পারে না। তদ্ভিন্ন বহিরঙ্গা মায়া বা অবিদ্যা জীবের চক্ষু বা জ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখে কিন্তু শ্রীভগবানের পক্ষে তাহা নহে কারণ মায়া তাঁহার আশ্রিততত্ত্ব হওয়ায় নিজের আশ্রয়তত্ত্ব শ্রীভগবানকে মোহিত করিতে পারে না। ব্রহ্মা, রুদ্রাদিও মহাসর্ব্বজ্ঞ হইয়াও শ্রীভগবানকে প্রকৃষ্টভাবে জানিতে পারেন না কারণ লীলার প্রয়োজনে অনেক সময় শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গা মায়াশক্তি বা যোগমায়া তাঁহাদের জ্ঞান আবৃত করিয়া রাখেন (বিশ্বনাথ)। শ্রীভগবানকে প্রকৃষ্টভাবে জানিতে হইলে তাঁহার কৃপা ভিন্ন সম্ভবপর নহে।]

শ্রুতিতে তাঁহাকে জ্ঞানস্বরূপ বলা হইয়াছে—"সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম' (তৈত্তিরিয়)—ব্রহ্মই অনন্ত জ্ঞান। 'বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম' (বৃ-আ)—অর্থাৎ পরব্রহ্ম জ্ঞান এবং আনন্দ স্বরূপ। কিন্তু তিনি যে শুধু জ্ঞানস্বরূপ তাহা নহে তিনি জ্ঞাতা—"সঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" "অয়মাত্মা সর্ব্বানুভূঃ"—অর্থাৎ তিনি জ্ঞান স্বরূপ হইয়াও সর্ব্ব বিষয়ে জ্ঞানবান। তিনিই একমাত্র দ্রষ্টা, একমাত্র বিজ্ঞাতা—"নান্যতোঽস্তি দ্রষ্টা"। "নান্যতোঽস্তি বিজ্ঞাতা"।

সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীভগবানের স্বরূপভূত 'চিৎ' অংশের গুণই চেতন বা জ্ঞান। এই মূল 'চিৎ' বস্তু তাঁহার মধ্যে নিত্যকাল বিরাজিত—সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতেই উহা বিদ্যমান। শ্রুতি বলিতেছেন—'সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েমেতি'—তিনি (পরমেশ্বর) ইচ্ছা করিলেন—প্রজাসৃষ্টির জন্য বহু হইব। 'চিৎ' না থাকিলে চিন্তা করা যায় না এই 'চিৎ' শ্রীভগবানের মধ্যে পরিপূর্ণ ভাবে বিদ্যমান্। প্রাকৃত অপ্রাকৃত যে কোন বস্তু আছে তাহারা সকলেই শ্রীভগবানের মূল চিৎ হইতে চেতনালাভ করিয়াছে—'চেতনশ্চেতনানাম্' (কঠ)। এই চিৎ অংশে জ্ঞান শক্তি প্রতিষ্ঠিত এজন্য তাঁহার চিৎ অংশের শক্তির নাম 'সম্বিৎ'। স্বয়ং অদ্বয়জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও এই জ্ঞান শক্তির দ্বারা তিনি বিশ্বের সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারেন এবং অন্যকেও জানাইতে পারেন। এই শক্তি বলে উপাসক জীব তাহার উপাস্য ভগবানের স্বরূপ কতকটা জানিতে পারে—

"কৃষ্ণে ভগবত্তাজ্ঞান সম্বিতের সার" (চৈঃ চঃ)। এই চিৎ বা জ্ঞান শক্তি শ্রীভগবানে পূর্ণতমভাবে অবস্থিত— সেজন্য তিনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানকালের সব কিছুই দেখিতেছেন, শুনিতেছেন ও জানিতেছেন— "স বেত্তি বেদ্যম্"—সমস্ত জ্ঞেয় বস্তুকে তিনি জানেন। "এষঃ সর্ব্বজ্ঞঃ"—ইনি (পরমেশ্বর) সব কিছুই জানিতে পারেন। এ বিষয়ে আমরা বিস্তারিতভাবে শ্রীচৈতন্য বাণীর ২য় বর্ষ ৯ম সংখ্যায় অলোচনা করিয়াছি।

শ্রীভগবান্ তাঁহার অনন্ত জ্ঞানশক্তিবলে তাঁহার অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত উভয় লীলারই আনুপূর্ব্বিক পরিকল্পনা স্থির করিয়া কায়ব্যূহ প্রকাশ করতঃ কিরূপে অপ্রাকৃত-লীলাধামের প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। প্রাকৃত লীলার পরিকল্পনাও তিনিই করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বহিরঙ্গা শক্তির পরিণামস্বরূপ প্রকৃতি, প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডাত্মক বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং তাঁহার স্বীয় জ্ঞানশক্তির দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়-রূপ কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছেন। নিজ নিঃশ্বসিত ওঁকার হইতে শব্দরাশি প্রকাশ করিয়াছিলেন, ঐ শব্দরাশিই বেদ বা শব্দব্রহ্ম।

শ্রীভগবানের জ্ঞানশক্তিবলে তাঁহার স্বরূপভূত জ্ঞান **স্বপ্রকাশ**। জীবের পক্ষে উহা স্বপ্রকাশ নহে— জীবের পক্ষে কোন বস্তুকে দেখিতে হইলে, শুনিতে হইলে, আঘ্রাণ করিতে হইলে, আস্বাদন করিতে হইলে, বা স্পর্শ করিতে হইলে যথাক্রমে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্—এই ইন্দ্রিয়ের সাহায্য লইতে হয় কিন্তু শ্রীভগবানের পক্ষে এরূপ নহে—"যস্য ভাসাঃ সর্ব্বমিদং বিভাতি" (শ্রুতি)।

শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বজ্ঞতার কথা চিন্তা করিলে আরও মুগ্ধ হইতে হয়। আমরা ধীর চিত্তে চিন্তা করিলে অনুভব করিতে পারি যে তাঁহার এই সর্ব্বজ্ঞতা তাঁহার বালকোচিত অজ্ঞতার অন্তরালেও প্রকাশিত হয় "বিবুধ্য তাং বালকমারিকাগ্রহং চরাচরাত্মা স নিমীলিতেক্ষণঃ" (ভাগবত)

যখন তিনি মাত্র ৬ দিনের শিশু এবং মা যশোদার স্তন্যপান করিতেছেন সেই সময় পূতনা রাক্ষসী বাৎসল্য-ময়ী মাতৃমূর্ত্তিবেশে উপস্থিত হইলে চরাচরের অন্তর্য্যামীর নিকট পূতনারাক্ষসীর আগমনের উদ্দেশ্য অজ্ঞাত ছিল না—তাই তাহাকে দেখিয়া তাহার মুখদর্শনে অনিচ্ছুক হইয়া চক্ষু মুদিত রাখিলেন। ব্রহ্মমোহন লীলায় দেখিতে পাই ব্রহ্মা যখন শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলারস আস্বাদনের জন্য গোবৎস ও গোপবালকগণকে মায়ামুগ্ধ করিয়া বহুদূরে স্থানান্তরিত করিয়া রাখিয়াছিলেন তখনও সর্ব্বজ্ঞ কৃষ্ণ মুগ্ধ বালকের মত বনভূমির সর্ব্বত্র সখাগণ ও গোবৎসগণকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন অবশেষে তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতাশক্তির প্রভাবে জানিতে পারিলেন যে ব্রহ্মাই ঐসকল সখাগণকে ও গোবৎসদিগকে স্থানান্তরিত করিয়াছেন।

বৈরাগ্য। মায়িকবস্তুতে আসক্ত না হওয়াকেই বৈরাগ্য বলা হয়। জীবের পক্ষে এই বৈরাগ্য সাধনার দ্বারা লাভ করিতে হয়। কিন্তু শ্রীভগবানের পক্ষে কোনসাধনের আবশ্যকতা হয় না—বৈরাগ্য তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। নির্লিপ্ততা তাঁহার স্বভাবজাত গুণ। গীতাতে তিনি বলিতেছেন—

'মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ' গী ৯।৪

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চরাচর সর্ব্বভূত আমাতে অবস্থিত কিন্তু আমি সেই সমুদয়ে অবস্থিত নহি। অর্থাৎ আমিই জগৎ ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করিতেছি সেজন্য সর্ব্বভূত আমার অধীনেই অবস্থিত [অবশ্য ঘটাদিতে মৃত্তিকা যেরূপ অবস্থিত থাকে সেরূপ নয়, কারণ জগৎ শ্রীভগবানের পরিণাম বা বিবর্ত্ত নহে, চৈতন্যস্বরূপ ভগবানের শক্তিপ্রভাবে এই জগৎ উৎপন্ন এবং তাঁহার শক্তিই তাহাতে কার্য্যকারিণী]

পরবর্তী শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

'ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥ ৯।৫

—অর্থাৎ ভূত সমূহ আমাতে স্থিত নহে, আমার

অসাধারণ যোগৈশ্বর্য্য দর্শন কর। আমার আত্মা (স্বরূপ) ভূতভৃৎ (ভূতগণকে ভরণ অর্থাৎ ধারণ করে) এবং ভূতভাবন (ভূতগণকে পালন করে) কিন্তু ভূতস্থ নহে (ভূতগণে অবস্থিত নহে)। তাৎপর্য্য এই যে সর্ব্বভূত শ্রীভগবানে অবস্থিত বলিতে ভূত সকল তাঁহার স্বরূপে অবস্থিত ইহা বুঝিতে হইবে না কারণ শ্রীভগবান অসঙ্গ—মায়িক সর্ব্বভূত-শরীরকে তিনি ধারণ ও পালন করিলেও তাহাতে তিনি নিঃসঙ্গ অর্থাৎ তাহাতে তিনি শুদ্ধ-স্বরূপে অবস্থিত নহেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে বলিতেছেন—"এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ ন যুজ্যতে" (১।১১।৩৮) অর্থাৎ ইহাই ঈশ্বরের ঈশিতা যে তিনি প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও প্রাকৃতিক গুণেরদ্বারা লিপ্ত হন না।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতেও আদি ৫ম ৮৯।৯০ বলিতেছেন—

"আমি ত' জগতে বসি, জগৎ আমাতে।
না আমি জগতে বসি, না আমা জগতে॥
অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য এই জানিহ আমার।
এই ত' গীতার অর্থ—কৈল পরচার॥"

ইহাতেই শ্রীভগবানের নিঃসঙ্গতা, নির্লিপ্ততা অর্থাৎ মহাশক্তি বৈরাগ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীভগবানের মায়িকবস্তুতে নির্লিপ্ততাই তাঁহার পরিপূর্ণ বৈরাগ্যশক্তির প্রকাশ। মায়িক জগতের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই। শ্রুতিও বলিতেছেন—

সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈ র্বাহ্যদোষৈঃ।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ॥
(কঠ)

—অর্থাৎ সর্ব্বলোকের চক্ষুতে অধিষ্ঠিত সূর্য্য যেমন চক্ষুগ্রাহ্য বাহ্য অশুচি দোষযুক্ত বস্তুর সহিত লিপ্ত হয়েন না। তদ্রূপ সর্ব্বজীবের অন্তরাত্মাস্বরূপ অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম বাহ্যবিষয়ে অর্থাৎ প্রাকৃত জগৎ সম্বন্ধীয় মায়িক দুঃখাদি দোষের সহিত লিপ্ত হন না।

পরব্রহ্ম মায়িক জগতের সহিত যুক্ত থাকিয়াও—মায়িক জগতের সমস্ত কার্য্য নিয়ন্ত্রণ করিয়াও সম্পূর্ণ অস্পৃষ্ট ও অসঙ্গ-ভাবে অবস্থান করেন। মায়াবাদী যে বলেন মায়িক জগতের কোন কার্য্যের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ থাকিলে তিনি 'সগুণ' হইয়া পড়েন—উহা অসার।

বৃন্দাবনে তাঁহার সমস্ত লীলাতেই তাঁহার ঐ বৈরাগ্য শক্তির প্রকাশ। তিনি গো-গোপ ও গোপিণীদিগের সহিত কত না ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছেন হঠাৎ তাঁহাদিগকে ত্যাগকরিয়া মথুরায় চলিয়া গেলেন। মথুরায় থাকাকালেও তিনি যুধিষ্ঠিরাদির সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কাম্যবনে আসিয়াছিলেন। বৃন্দাবন সেখানথেকে বেশীদূরে নয় অথচ সেখানে একবার গেলেন না। দ্বারকা লীলাতেও তিনি পুত্র পৌত্রাদি আত্মীয় স্বজনের সহিত কতনা ঘনিষ্ঠভাবে বসবাস করিয়াছেন কিন্তু হঠাৎ ব্রহ্মশাপছলে যদুকুল ধ্বংস করিলেন। ইহাতেই বুঝাযায় তিনি কতটা অনাসক্ত।

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য

এ পর্য্যন্ত শ্রীভগানের ষড়্বিধ 'ভগ' অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যের কথা আলোচনা করা হইয়াছে। এখন তাঁহার মাধুর্য্যের কথা কিছু বলা হইতেছে। সাধারণতঃ ঐশ্বর্য্যের প্রকাশকেই ভগবত্তার লক্ষণ বলা হইয়া থাকে। উহার প্রকাশে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ পরতত্ত্বকে ভগবান্ বলিয়া জানা যায় এবং এই ঐশ্বর্য্য জ্ঞানেই জগৎ পূর্ণ। কিন্তু পরতত্ত্বের পূর্ণ প্রকাশ শ্রীকৃষ্ণ যেমন ঐশ্বর্য্যময় তেমনি তিনি মাধুর্য্যময়। কূর্ম্ম-বরাহ-নৃসিংহ-রাম প্রভৃতি তাঁহার স্বাংশ ভগবৎ-স্বরূপগণের মধ্যে ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ বেশী থাকিলেও যে স্বরূপে পূর্ণ ঐশ্বর্য্যের সহিত পূর্ণ মাধুর্য্যের প্রকাশ তাহাই পরতত্ত্বের পরিপূর্ণ-স্বরূপ— শ্রীকৃষ্ণ।

সেই শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলাময়ধাম গোকুলে, মথুরায় ও দ্বারকায় ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য প্রকাশিত। অবশ্য এই তিনটী ধামের লীলাতে ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য প্রকাশের তারতম্য আছে। দ্বারকায় ঐশ্বর্য্য প্রধান—সেখানে যে মাধুর্য্য আছে উহা ঐশ্বর্য্যকে আবরণ করিতে পারে না এখানকার মাধুর্য্য ঐশ্বর্য্যের অনুগত। মথুরায় ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য সমভাবে প্রকাশিত। কিন্তু গোকুলে

অর্থাৎ ব্রজধামে মাধুর্য্যই প্রধান—সেখানে যদি কখনও ঐশ্বর্য্যের ভাব দেখা যায় তাহা মাধুর্য্যেরই অনুগত। সেজন্য শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় পূর্ণ, মথুরায় পূর্ণতর এবং গোকুলে পূর্ণতম। প্রকৃতপক্ষে মাধুর্য্যই সমস্ত ঐশ্বর্য্যের সার বস্তু—"মাধুর্য্য ভগবত্তা-সার, ব্রজে কৈল পরচার" (চৈঃ চঃ মধ্য-২১।১১০)। প্রেমরসাস্বাদন-লোলুপ শ্রীকৃষ্ণ ঐশ্বর্য্যজ্ঞানময় প্রেমে সর্ব্বতোভাবে প্রীতিলাভ করিতে পারেন না—"ঐশ্বর্য্যজ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত। ঐশ্বর্য্য-শিথিল-প্রেমে নাহি মোর প্রীত"॥ (চৈঃ চঃ আ ৪।১৭)—জগতের জীবের চিত্তে শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য ও মহিমাজ্ঞানই প্রবল কিন্তু ইহাতে প্রেম সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। নিতান্ত মদীয়তাভাব না থাকিলে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে নিতান্ত আপনজন মনে করিতে না পারিলে তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে সুখী করার ইচ্ছা পূর্ণ হইতে পারে না। প্রাণ-মন-ঢালা সেবার ইচ্ছার মধ্যে যদি কোনরূপ সঙ্কোচ বা ভীতির ভাব আসিয়া পড়ে তখন সে ইচ্ছা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া যায়—প্রেম শিথিল হইয়া পড়ে। বাল্যবন্ধু দরিদ্র সুদামা বিপ্র শ্রীকৃষ্ণকে দ্বারকায় দেখিতে যাইবার সময় বন্ধুর জন্য কয়েক মুষ্টি চিড়া নিজ মলিন ছিন্ন বস্ত্রে বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। দ্বারকায় ঐশ্বর্য্য দর্শনে উহা শ্রীকৃষ্ণকে দিতে সাহসী হইতেছেন না—ঐশ্বর্য্য দেখিয়া প্রীতি সঙ্কুচিত হইয়া গেল। কংস বধের পর কৃষ্ণ-বলরাম যখন দেবকী-বসুদেবকে কারামুক্ত করিয়া তাঁহাদের চরণে প্রণিপাত করিতেছেন, তখন দেবকী ও বসুদেব শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা প্রকটনকালীন ঐশ্বর্য্যের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহাদের বাৎসল্য সঙ্কুচিত হইয়া গেল। রামকৃষ্ণ প্রণাম করিলে তাঁহাদিগকে কোলে তুলিয়া লইতে সঙ্কুচিত হইলেন (ভাঃ ১০।৪৪।৫০-৫১)। মহিষী রুক্মিণী দেবীকে শ্রীকৃষ্ণ যখন পরিহাস-চ্ছলে বলিলেন যে, জরাসন্ধাদি প্রবল প্রতাপ বীরগণকে উপেক্ষা করিয়া তাঁহাকে বিবাহ করা সঙ্গত হয় নাই, বিশেষতঃ তিনি আত্মারাম, স্ত্রী-পুত্রাদিতে অনাসক্ত ইত্যাদি কথায় শ্রীকৃষ্ণ যেকোন সময় তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে পারেন, এই আশঙ্কায় ব্যজনরতা তাঁহার হস্ত হইতে ব্যজন পতিত হইয়া গেল এবং নিজে বাতাহত কদলীবৃক্ষের ন্যায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন (ভা ১০।৬০ অঃ)। এখানে ভয় ও দুঃখে রুক্মিণী দেবীর কান্তা-প্রেম শিথিল হইয়া গেল।

সুতরাং পরতত্ত্বের পরিপূর্ণ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে অনন্ত ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য যুগপৎ বর্ত্তমান থাকিলেও যে-সকল প্রেমিক ভক্ত ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন মদীয়তাপূর্ণ শুদ্ধ ভক্তিদ্বারা প্রেমাস্পদ শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের সম এমনকি রসভেদে নিজ অপেক্ষা হীন মনে করিয়া তাঁহাকে পুত্র, সখা বা প্রাণপতিরূপে মনে করিতে পারেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহারই প্রেমাধীন হইয়া পড়েন—তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন—

ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্য-শিথিল-প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥
আমারে ঈশ্বর মানে, আপনাকে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন॥
আমাকে ত' যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে।
তারে সে সে ভাবে ভজি,—এমোর স্বভাবে॥
মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি।
এইভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধভক্তি॥
আপনাকে বড় মানে, আমারে সম-হীন।
সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন॥
মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন।
অতিহীন-জ্ঞানে করে লালন পালন॥
সখা শুদ্ধসখ্যে করে, স্কন্ধে আরোহণ।
তুমি কোন্ বড় লোক,—তুমি আমি সম॥
প্রিয়া যদি মান করি' করয়ে ভর্ৎসন।
বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন॥
(চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ)

ঐশ্বর্য্যের ন্যায় মাধুর্য্যও শ্রীকৃষ্ণের অবিচ্ছেদ্য স্বরূপগত ধর্ম্ম। ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য দুইই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপানুবন্ধী ধর্ম্ম। ঐশ্বর্য্য তাঁহার চিচ্ছক্তির বিলাস—"ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য প্রভুর চিচ্ছক্তিবিলাস" (চৈঃ চঃ)

অর্থাৎ শ্রীভগবানের চিচ্ছক্তিই তাঁহার ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যরূপে পরিণত হইয়াছে। আবার শ্রুতি পরব্রহ্ম সম্বন্ধে বলিতেছেন—"আনন্দং ব্রহ্মণো রূপম্"—অর্থাৎ ব্রহ্মবস্তুর উপাদানই আনন্দ। ''আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ' (তৈত্তি)—আনন্দই ব্রহ্ম বলিয়া বিদিত হইলেন। সেই অখণ্ড আনন্দতত্ত্বকে (নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম) ঘনীভূত সবিশেষ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীগোবিন্দের অঙ্গপ্রভা বলা হইয়াছে (যস্য প্রভা'' গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি' —(ব্র-সং)—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ হইতে পারেন কিন্তু আনন্দের ঘনীভূত বা সমূর্ত্ত রসস্বরূপ হইতে পারেন না। শ্রুতি অন্যত্র বলিতেছেন—"রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি" (তৈত্তি)—তিনিই (পরব্রহ্ম) রসস্বরূপ। অয়ং জীবঃ (এই জীব) রসং হি লব্ধ্বা (একমাত্র রসস্বরূপকে পাইয়াই) আনন্দী ভবতি (আনন্দ লাভ করে)। সুতরাং আনন্দই ব্রহ্ম এবং সেই আনন্দের ঘনীভূভ অবস্থা বা 'রস' হইতেছেন রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ। সেই শ্রীকৃষ্ণই ভাবভেদে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও শ্রীভগবান্‌রূপে প্রকাশিত। শ্রীভগবান শুধু আনন্দের আধাররূপে বর্ত্তমান থাকিলেও জীবের আনন্দ অনুভূতি হয় না যতক্ষণ তাহার মহাধন প্রেম বা ভক্তির দ্বারা সেই আনন্দসিন্ধুকে রসরূপে অনুভূত করাইতে না পারে। ভক্তির সংযোগ ভিন্ন কোন বিষয় রসরূপে পরিণত হইতে পারে না। কিংবা ঐ বিষয় আনন্দ দান করিতে পারে না। বিষয়ের প্রতি ভক্তি বা প্রীতি চিত্তে উদিত হইলে সেই বিষয়টী রসরূপে পরিণত হইয়া আনন্দ দান করিতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে—কাব্যে আনন্দ আছে কিন্তু সেই কাব্য রসরূপে উপলব্ধ হইতে পারে কাহার নিকট? কাব্যের প্রতি যাহার প্রীতিরূপ অনুকূল মনোবৃত্তি আছে অর্থাৎ যিনি কাব্য ভালবাসেন তাঁহার নিকটই কাব্য রসরূপে পরিণত হয়—তিনিই কাব্যে আনন্দ উপলব্ধি করিতে পারেন। সুতরাং আনন্দসিন্ধু শ্রীভগবানে ভক্তির সংযোগ হইলেই জীব আনন্দলাভ করিতে পারে। এই ভক্তির দ্বারাই আনন্দঘনবিগ্রহ ভগবানের চমৎকারিতাময় রসস্বরূপ উপলব্ধি করা যায়। শ্রুতিতে বলিতেছেন,—

"ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি
ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী।"

ভক্তি বা প্রেম চিচ্ছক্তির বৃত্তি হ্লাদিনীর সার। সুতরাং আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মকে ভক্তিসংযোগে রসস্বরূপ রূপে উপলব্ধি করাও চিচ্ছক্তির বিলাস। এই আনন্দসিন্ধু শ্রীভগবান্ তাঁহার ভক্তের নিকট রসস্বরূপরূপে অনুভূত হন উহাই তাঁহার মাধুর্য্য। চিচ্ছক্তির প্রভাবে আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম রসরূপে পরিণত হওয়ায় তাঁহার মাধুর্য্য চমৎকারিতা ধারণ করে এবং জীবও এই হ্লাদিনী-প্রধান চিচ্ছক্তির প্রভাবে হ্লাদিনীর সার প্রেম বা ভক্তি সংযোগে তাঁহার চমৎকারিতাময় মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে পারে। "পঞ্চম পুরুষার্থ সেই প্রেম-মহাধন। কৃষ্ণের মাধুর্য্যরস করায় আস্বাদন॥ (চৈঃ চঃ আদি ৭।১৪৪) এই ব্যাপারে শ্রীভগবান্ ও জীব উভয়ের মধ্যেই চিচ্ছক্তির প্রভাব লক্ষিত হইতেছে। উহাতে ইহা বুঝা গেল যে শ্রীভগবানের পক্ষে ঐশ্বর্য্যের ন্যায় মাধুর্য্যও তাঁহার স্বরূপগত অবিচ্ছেদ্য ধর্ম্ম। চিচ্ছক্তি যখন অবিচ্ছেদ্যভাবে তাঁহার মধ্যে বিরাজিত তখন মাধুর্য্যও তাঁহাতে অবিচ্ছেদ্যভাবে নিত্য বিরাজিত। সুতরাং স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে যেমন ঐশ্বর্য্যের পূর্ণতম বিকাশ তেমনি তাঁহাতে মাধুর্য্যেরও পূর্ণতম বিকাশ।

শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ মাধুর্য্যের অর্থ এইভাবে বর্ণন করিতেছেন—"মাধুর্য্যং নাম চেষ্টানাং সর্ব্বাবস্থাসু চারুতা" (উঃ নীঃ-অনুভাব প্রকরণ ৬৪—বহরমপুর ৪র্থ সংস্করণ ৫০৫ পৃঃ)—সর্ব্বাবস্থায় চেষ্টা সকলের যে চারুতা (মনোহারিত্ব) তাহাকে মাধুর্য্য বলে। বিভিন্নলীলায় শ্রীকৃষ্ণের চেষ্টায় (কার্য্যে) ঐশ্বর্য্য প্রকাশিত হইলেও ঐ সকল কার্য্যে যে মনোহারিত্ব উহাই তাঁহার মাধুর্য্য। পুতনা বধে শ্রীকৃষ্ণ কোনরূপ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করেন নাই কিংবা অস্ত্র-শস্ত্রও প্রয়োগ করেন নাই। তিনি

স্তন্যপায়ী শিশুর ন্যায় পুতনার ক্রোড়ে শায়িত থাকিয়া তাহার স্তন চূষণ করিতে করিতে তাহাকে বধ করিলেন। এই স্তনচূষণরূপ চেষ্টা বা কার্য্যে তাঁহার অপূর্ব্ব চারুতাই (কমনীয়তা, মনোহারিত্ব) প্রকাশ পায়। পুতনা নিহত হওয়ার পরও তিনি তাহারই বক্ষঃস্থলে বসিয়া খেলা করিতে লাগিলেন। এইরূপ তৃণাবর্ত্তবধে, কালীয় দমনে বা গোবর্দ্ধন ধারণাদি লীলায়ও তাঁহার ঐশ্বর্য্য প্রকাশক কোন ভয়ঙ্কর রূপ বা ভাব প্রকাশিত হয় নাই—অতি সহজভাবে নর শিশুর ন্যায় তিনি এই সকল কার্য্য করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার এই সকল চেষ্টা বা কার্য্যে মনোহারিত্ব প্রকাশিত। ঐ সকল কার্য্যে তাঁহার যে ঐশ্বর্য্য উহা মাধুর্য্যের অন্তরালে থাকিয়াই প্রকাশিত হইয়াছিল।

ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য এই দুইটী শব্দ প্রেমিক ভক্তগণ নানাভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী-পাদ উহার যে অর্থ নিরূপণ করিয়াছেন এখানে তাহা উদ্ধৃত করা হইতেছে—

"মহৈশ্বর্য্যস্যদ্যোতনে বাদ্যোতনে চ নরলীলত্বানতিক্রমো মাধুর্য্যম্"—অর্থাৎ শ্রীভগবানের যে অবস্থায় মহৈশ্বর্য্য প্রকাশ করিলে বা না করিলেও নরলীলার অর্থাৎ মনুষ্যভাবের ব্যতিক্রম হয় না, উহাকেই 'মাধুর্য্য' বলিতে হইবে। ইহাতে বুঝা গেল লীলাময় শ্রীভগবানের মধ্যে ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য দুইটী ভাবই বিরাজমান থাকে—ঐশ্বর্য্য বিহীন মনুষ্যভাব নহে। দুইটী ভাব বর্ত্তমান থাকিলেও মনুষ্যভাবের লীলাতেই যে মধুরভাবটীর প্রকাশ—উহাই তাঁহার মাধুর্য্য। যথা পুতনাবধরূপ মহা ঐশ্বর্য্য প্রকাশ কালেও তাঁহার পুতনার স্তন্যপানরূপ নরশিশুর ভাব। ঐরূপ দামবন্ধন লীলায় মা যশোদা মহাদীর্ঘ রজ্জু দ্বারাও কৃষ্ণকে বন্ধন করিতে পারিতেছেন না উহা শ্রীকৃষ্ণের মহা ঐশ্বর্য্যেরই কারণ—অথচ শ্রীকৃষ্ণ নর শিশুর ভাবে মা যশোদার ভয়ে ব্যাকুল হইতেছেন।

আবার যেখানে ঐশ্বর্য্যের সম্পূর্ণ অপ্রকাশ—যেমন দধি নবনীতাদি চৌর্য্য লীলায়—সেখানেও তাঁহার নর শিশুর ভাবে চপলতা।

'ঐশ্বর্য্য' অর্থে শুধু ঈশ্বর ভাবের প্রকাশ—এখানে নরলীলাকে অপেক্ষা না করিয়াও ঈশ্বরত্বের প্রকাশ।

"ঐশ্বর্য্যন্তু নরলীলত্বস্যানপেক্ষিতত্বে সতি ঈশ্বরত্বাবিষ্কারঃ"—অর্থাৎ নরলীলাকে অপেক্ষা না করিয়াই ঈশ্বরত্বের প্রকাশ—উহাই ঐশ্বর্য্য'। দৃষ্টান্ত—জন্মলীলা প্রকটনে বসুদেব ও দেবকীর নিকট চতুর্ভুজরূপে প্রকাশ। ঐরূপ অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ প্রদর্শন।

"মাধুর্য্য ভগবত্তা সার"—অর্থাৎ ভগবত্তার আসল বস্তুই মাধুর্য্য (ঐশ্বর্য্য নহে)—ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা মাধুর্য্যেরই প্রভাব বেশী। ঐশ্বর্য্য অনুভূতিতে ভীতি, সঙ্কোচ, সম্ভ্রম, গৌরববুদ্ধি প্রভৃতি মিশ্রিত থাকে। উহাতে প্রীতি সঙ্কুচিত হইয়া যাওয়ায় শ্রীভগবান্ প্রেমরস নির্য্যাস আস্বাদন করিতে পারেন না। অর্জ্জুনের স্বাভাবিক সখ্য ভাব, কিন্তু যখন তিনি কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গণে শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখিলেন তখন তাঁহার শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বর জ্ঞান হওয়ায় তাঁহার সখ্যভাব সঙ্কুচিত হইয়া গেল এবং পূর্ব্বে যে তিনি শ্রীকৃষ্ণের সহিত সখ্যভাবসুলভ আচরণ করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন—"সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং······তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্" (গী ১১।৪১-৪২)। কংস কারাগারেও শ্রীভগবান্ চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইলে দেবকী-বসুদেবের বাৎসল্যরস সঙ্কুচিত হইয়া গেল এবং তাঁহারা নবজাত শিশুর স্তব করিতে লাগিলেন। রুক্মিণীদেবীর সহিত পরিহাসে শ্রীকৃষ্ণ যখন বলিলেন যে তিনি আত্মারাম, নির্ব্বিকার, নির্ম্মম তখন রুক্মিণীর কান্তারস সঙ্কুচিত হইয়া গেল—তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ যে কোন সময় ত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন এই আশঙ্কায় তিনি মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। অপর পক্ষে যেখানে ভগবানের শুধু ঐশ্বর্য্য নয়—তাঁহার স্বভাব, রূপ, গুণ, লীলাসমূহের মনোহারিত্ব অনুভব জন্য শ্রীভগবানে যে প্রেমের উদয় হয় তাহাই মাধুর্য্য। শুধু তাঁহার স্বরূপ

জ্ঞানে যদি জানা যায় যে তিনি সচ্চিদানন্দতত্ত্ব অর্থাৎ নিত্য সত্ত্বাযুক্ত, জ্ঞানস্বরূপ, অজড় ও সুখস্বরূপ (দুঃখ সংশ্রব শূন্য তত্ত্ব)—তাহাতে মাধুর্য্যানুভব সামান্য কিছু থাকিলেও উহা তাঁহার ঐশ্বর্য্য জ্ঞানকে আবরণ করিতে পারে না। বৈকুণ্ঠে শ্রীভগবানের নারায়ণ স্বরূপে ঐশ্বর্য্য জ্ঞানই বেশী সেখানে যে মাধুর্য্য আছে উহা ঐশ্বর্য্য জ্ঞানকে আবরণ করিতে পারে না। শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীনৃসিংহদেবে ঐশ্বর্য্যের প্রকাশই বেশী—যে সামান্য মাধুর্য্যভাব আছে উহা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানকে আবরণ করিতে পারে না। যেখানে মাধুর্য্যভাব প্রবল সেখানে প্রীতি সঙ্কুচিত হয় না বরং ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়। মাধুর্য্যভাবাপন্ন ব্রজসখাগণ শ্রীকৃষ্ণের তৃণাবর্ত্ত বধ, অঘাসুর-বকাসুরবধ, দাবানলভক্ষণ, গোবর্দ্ধনধারণ প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যপর লীলাদি দেখিয়াছিলেন কিন্তু অর্জ্জুনের ন্যায় তাঁহাদের সখ্যভাব সঙ্কুচিত বা অন্তর্হিত হয় নাই। তাঁহারা কৃষ্ণের স্কন্ধে আরোহণাদি কার্য্যে নিজেদের ধৃষ্টতা জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন নাই। ব্রজকান্তাগণ শঙ্খচূড় বধাদি দেখিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কান্তভাব সঙ্কুচিত হয় নাই—তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভগবত্তাজ্ঞান আসে নাই।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য দুইই শ্রীভগবানের 'চিচ্ছক্তির বিলাস'—দুইটী শক্তিই শ্রীভগবানে অবিচ্ছেদ্যভাবে বিরাজমানা। যদিও ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা মাধুর্য্যের প্রভাব বেশী তথাপি শক্তিমানের সেবাই স্বরূপানুবন্ধী ধর্ম্ম হওয়ায় ঐশ্বর্য্য সুযোগ বুঝিয়া শ্রীভগবানের সেবা করিবার জন্য সর্ব্বদা যত্নবান্ থাকেন—অনেকসময় শ্রীভগবানের অজ্ঞাতসারে তাঁহার সেবা করেন—শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছার ইঙ্গিত বুঝিয়া মাধুর্য্যের অন্তরালে থাকিয়া তাঁহার সেবা করেন। দৃষ্টান্ত—দামবন্ধন লীলা—মা যশোদা কৃষ্ণকে বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু প্রতিবারই রজ্জু দুই অঙ্গুলি কম হইয়া যাইতেছে উহা ঐশ্বর্য্যের খেলা। যখন মাতা এই বন্ধন ব্যাপারে শ্রান্তা, ক্লান্তা, ঘর্ম্মাপ্লুতা হইয়া পড়িলেন তখন শ্রীকৃষ্ণ মাতার বন্ধন অঙ্গীকার করিলেন অর্থাৎ তখন মাধুর্য্যই প্রবল হইয়া পড়িল এবং ঐশ্বর্য্যশক্তি আত্মগোপন করিল। মৃদ্ভক্ষণলীলায়ও কৃষ্ণ মাটি খাইয়াছেন বলিয়া যখন মাতা তিরস্কার করিতেছেন তখন কৃষ্ণ মাটি খান নাই বলিয়া মুখব্যাদন করিলেন এবং তাঁহার ক্ষুদ্র মুখবিবরে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হইল—ইহাও ঐশ্বর্য্যের ক্রীড়া। পরক্ষণেই মাধুর্য্যপর লীলাশক্তির প্রভাবে মাতা এই বিশ্বরূপ দর্শন বিস্মৃত হইয়া গেলেন। সুতরাং দেখাগেল ঐশ্বর্য্যশক্তি যখনই কৃষ্ণের ইচ্ছার ইঙ্গিত পান তখনই তাঁহার সেবার জন্য আত্মপ্রকাশ করেন। [ক্রমশঃ]

শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচার

পূর্ব্ব-পাঞ্জাবে ও উত্তর-প্রদেশে শ্রীল আচার্য্য দেব

পূর্ব্ব-পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থান হইতে আমন্ত্রিত হইয়া শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ জলন্ধর, লুধিয়ানা, অমৃতসর, হোসিয়ারপুর, জগদ্ধ্রী প্রভৃতি কএকটী সহরে শুভপদার্পণ করতঃ বিপুলভাবে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী (কাপুর), শ্রীমদনমোহনদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রচার যাত্রাকালে তাঁহার অনুগমন করেন।

লুধিয়ানা—পূর্ব্ব-পাঞ্জাবের অন্যতম প্রধান সহর, হোসিয়ারী ব্যবসায় (গরম বস্ত্রের) এর জন্য প্রসিদ্ধ। অধুনা small scale industryতে বোধহয় সমগ্র

ভারতে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। শ্রীল আচার্য্যদেব জলন্ধর হইতে সদলবলে বিগত ১৫ চৈত্র, ২৯ মার্চ্চ শুক্রবার অপরাহ্ণে লুধিয়ানায় শুভবিজয় করেন। সহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ষ্টেশনে শ্রীল আচার্য্যদেবকে বিপুল সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। স্থানীয় শ্রীসনাতন ধর্ম্ম প্রচারক হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল ভবনে ২২ চৈত্র, ৫ এপ্রিল শুক্রবার পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যহ রাত্রিতে স্কুলহলে ভাষণ প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত জুইনী মাইকী মন্দির, এলাচীগির মন্দির, শ্রীসনাতনধর্ম্ম মন্দির, বিশ্বকর্ম্মামন্দির এবং সহরের অন্যান্য বিভিন্ন মহল্লায় তিনি বিভিন্ন সময়ে ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশক্রমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ মধ্যে মধ্যে বক্তৃতা করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব উক্ত স্কুল পরিদর্শনকালে স্কুলের নিয়মানুবর্ত্তিতার এবং প্রধান শিক্ষক মহাশয় ও শিক্ষকবর্গের শিক্ষা পদ্ধতির ভূয়সী প্রশংসা করেন। উক্ত স্কুলের ছাত্র সংখ্যা প্রায় ৪৫০০ সাড়ে চারি সহস্র। প্রতি বৎসর school final examination এ উত্তীর্ণ ছাত্রসংখ্যা প্রায় শতকরা ৯৫ হইতে ৯৯ জন এবং স্কলারসিপ হোল্ডারও বহু। এত অধিক হারে উত্তীর্ণ ছাত্রের সংখ্যা অন্য কোনও বিদ্যালয়ে হয় কিনা শুনিতে পাওয়া যায় না।

১৭ চৈত্র, ৩১ মার্চ্চ রবিবার প্রাতে উক্ত বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ হইতে নগর সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া প্রধান প্রধান রাস্তা পরিভ্রমণান্তে পুনঃ তথায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সমস্ত রাস্তাব্যাপী বিপুলভাবে নৃত্যকীর্ত্তনাদি অনুষ্ঠিত হয়।

প্রচারকার্য্যে মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীনরেন্দ্র কাপুরের হার্দ্দী সেবা-প্রযত্ন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অমৃতসর—পূর্ব্ব-পাঞ্জাবের বৃহত্তম সহর। এখানকার শিখ গুরুদ্বার স্বর্ণমন্দির প্রসিদ্ধ। হিন্দুদের দুর্গিয়ানা মন্দিরও দর্শনীয়। জালিওয়ালানাবাগ হত্যাকাণ্ড এই সহরে সংঘটিত হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব পার্টিসহ ২৩ চৈত্র, ৬ এপ্রিল সন্ধ্যায় লুধিয়ানা হইতে অমৃতসর ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলে তত্রস্থ নাগরিকগণ কর্ত্তৃক বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। সহরের অন্যতম প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ডাঃ আগরওয়ালা মহোদয়ের বাসভবনে তিনি ১লা বৈশাখ, ১৫ই এপ্রিল সোমবার পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়া স্থানীয় দুর্গিয়ানা মন্দির, শ্রীতুলসীদাসজীকা মন্দির, শ্রীপুরুষোত্তম-দাসজীকা মন্দির, শ্রীহনুমানজীকা মন্দির প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে প্রাতে, অপরাহ্ণে ও রাত্রিতে ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ একদিন হিন্দু কলেজে অধ্যাপক সভায় বক্তৃতা করেন।

ডাঃ আগরওয়ালার সর্ব্বতোমুখী হার্দ্দী সেবাচেষ্টা অতীব প্রশংসনীয়। এতদ্ব্যতীত শ্রীমুরারিলালজী বাসুদেব, ভক্তিহৃদয়, শ্রীখেরাইতীরামজী গুলাটী, বি-এস্ সি, শ্রীহংসরাজজী, এম্-এ প্রভৃতি স্থানীয় মঠাশ্রিত গৃহস্থভক্তগণের সেবাচেষ্টাও অতিশয় উৎসাহব্যঞ্জক।

হোসিয়ারপুর:—জলন্ধরের নিকটবর্ত্তী হোসিয়ারপুর জেলার প্রধান সহর ও সদর হোসিয়ারপুর। জলন্ধর হইতে শাখা রেল লাইন হোসিয়ারপুর পর্য্যন্ত গিয়াছে। তথা হইতে বাস রুটও আছে। হোসিয়ারপুর হইতে কাশ্মীরের সীমানা প্রায় ৮০ মাইল। সহরের অনতিদূরে পর্ব্বতমালা দৃষ্ট হয়। পর্ব্বতসমূহের সানুদেশে বৃক্ষলতাদি পরিশোভিত সহরটী দেখিতে সুমনোহর। স্থানটী স্বাস্থ্যকর এবং পাঞ্জাবের অন্যান্য স্থান হইতে গ্রীষ্মের তাপমাত্রাও অপেক্ষাকৃত কম। এখানকার পানীয় জল বিশেষ সুস্বাদু। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব উপলক্ষে জলন্ধরে অনুষ্ঠিত চারিদিবসব্যাপী ধর্ম্মসভায় যোগদানকারী হোসিয়ারপুরের ভক্তবৃন্দ শ্রীল আচার্য্যদেবকে তথায় শুভাগমনের জন্য বিশেষ প্রার্থনা জানাইলে তিনি তাহাতে স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছিলেন। তদনুসারে শ্রীল আচার্য্যদেব সপার্ষদে অমৃতসর হইতে বিগত ২ বৈশাখ, ১৬ এপ্রিল রওনা হইয়া জলন্ধরে গাড়ী বদল করতঃ উক্ত দিবস অপরাহ্ণে

হোসিয়ারপুর ষ্টেসনে প্রথম শুভপদার্পণ করেন। ষ্টেসনে বহু নরনারী উপস্থিত হইয়া শ্রীল আচার্য্যদেবকে স্বাগত সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন ও আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তৎপর শ্রীল আচার্য্যদেব মোটরযানে আরোহণ করিলে উপস্থিত ভক্তবৃন্দ সকলে সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে ষ্টেসন হইতে গন্তব্যস্থান শ্রীসচ্চিদানন্দ আশ্রম পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগমন করেন। আশ্রমে সমবেত দর্শনেচ্ছু ও শ্রবণেচ্ছু বহু শত নর-নারীর উদ্দেশ্যে শ্রীল আচার্য্যদেব কিছুক্ষণ শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করেন। ৩ বৈশাখ, ১৭ এপ্রিল বুধবার হইতে ৮ বৈশাখ, ২২ এপ্রিল সোমবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রাতে ও রাত্রিতে উক্ত আশ্রমের সংকীর্ত্তন-ভবনে শ্রীল আচার্য্যদেব ভাষণ প্রদান করেন। তাঁহার নির্দ্দেশক্রমে শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ প্রত্যহ প্রাতে বক্তৃতা করেন। শ্রীপাদ গিরি মহারাজ ও ব্রহ্মচারিগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত সুললিত ভজন-কীর্ত্তন শ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষভাবে আপ্যায়িত হন।

সহরের বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীরামপাল আগরওয়ালা শ্রীল আচার্য্যদেবকে তাঁহর মোটরযানে স্থানীয় প্রসিদ্ধ দর্শনীয় স্থান শ্রীবিশ্বেশ্বরানন্দ বৈদিক রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট—সাধু আশ্রম দেখাইতে লইয়া যান। শ্রীল আচার্য্যদেব উক্ত আশ্রমের বৃহৎ ধর্ম্মগ্রন্থাগার পরিদর্শন করিয়া বিশেষ পরিতুষ্ট হন। উক্ত ইন্‌ষ্টিটিউটের ডিরেক্টর শ্রীবিশ্ববন্ধুজীর সহিত শ্রীল আচার্য্যদেবের দীর্ঘকাল বিবিধ বিষয় আলোচনা হয়। তিনি বৈদিক শাস্ত্রাদির কোনও প্রকার বিকৃতি না করিয়া যথাযথ-ভাবে প্রকাশের জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠানের সভ্যগণকে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করেন।

৭ বৈশাখ, ২১ এপ্রিল রবিবার প্রাতে শ্রীসচ্চিদানন্দ আশ্রম হইতে বিরাট্ নগর-সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সহরের প্রধান প্রধান রাস্তা পরিভ্রমণ করেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত মৃদঙ্গ করতালাদি সহযোগে উদ্দণ্ড নৃত্য-কীর্ত্তন দর্শন করিয়া সহরবাসিগণ চমৎকৃত হন। হোসিয়ারপুরের ইতিহাসে এইরূপ বিরাট নগর-সঙ্কীর্ত্তন কেহ নাকি পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই।

৯ বৈশাখ, ২৩ এপ্রিল হোসিয়ারপুর হইতে যাত্রা-কালে বহু বিশিষ্ট সজ্জনব্যক্তি সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে ষ্টেসন পর্য্যন্ত শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগমন করতঃ দীর্ঘকাল তাঁহার শ্রীমুখে শ্রীহরিকথা শ্রবণ করেন। অতঃপর বিদায়গ্রহণকালে তাঁহারা এমনভাবে রোদন করিতে থাকেন যে, অতীব পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হইয়া যায়। তাঁহাদের কাতর ক্রন্দন ও প্রার্থনায় শ্রীল আচার্য্যদেব পুনরায় যখন পাঞ্জাব প্রচারে আসিবেন, তখন তাঁহাদের স্থানে আসিবার প্রোগ্রাম করিয়া কিছু অধিক সময় অবস্থান করতঃ হরিকথাদি উপদেশ করিবেন, এরূপ প্রতিশ্রুতি ও সান্ত্বনা প্রদান করেন।

জগদ্ধ্রী ঃ—সহরটী বৃহৎ না হইলেও পিতলের বাসনের কারখানার জন্য প্রসিদ্ধ। আম্বালা জেলান্তর্গত জগদ্ধ্রী সহরে আহূত হইয়া শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে ৯ বৈশাখ, ২৩ এপ্রিল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তথায় শুভ-পদার্পণ করেন। তথায় ১৫ বৈশাখ পর্য্যন্ত লালা ব্রিজভূষণজীর নবনির্ম্মিত বাসভবনে অবস্থান করিয়া প্রত্যহ রাত্রিতে স্থানীয় কীর্ত্তনভবনে ভাষণ প্রদান করেন। তাঁহার নির্দ্দেশক্রমে শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ প্রত্যহ অপরাহ্ণে তথায় বক্তৃতা করেন।

শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্ম ভজনকারী ভক্তগণের বিশেষ উল্লাসের বিষয় এই যে, শ্রীল আচার্য্যদেবের পাঞ্জাব প্রদেশে প্রচারফলে তদ্দেশবাসী বহু বিশিষ্ট সজ্জন ব্যক্তি ভক্তি সদাচার গ্রহণ করতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া শুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণভজনে ব্রতী হইয়াছেন।

দেরাতুন ঃ—সপার্ষদ শ্রীল আচার্য্যদেব পাঞ্জাব প্রদেশস্থ জগদ্ধ্রী সহর হইতে বিগত ১৬ বৈশাখ, ৩০ এপ্রিল মঙ্গলবার মধ্যাহ্নে যাত্রা করিয়া উক্ত দিবস অপরাহ্ণে উত্তর প্রদেশান্তর্গত দেরাতুন সহরে শুভপদার্পণ

করেন। তিনি পার্ষদবৃন্দসহ স্থানীয় গীতাভবনে অবস্থান করিয়া তথায় প্রত্যহ প্রাতে ১৭ বৈশাখ হইতে ২০ বৈশাখ পর্য্যন্ত 'জীবের সাধ্য ও সাধন' বিষয়ে উপদেশ এবং ২১ বৈশাখ হইতে ২৬ বৈশাখ পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত হইতে অম্বরীষ মহারাজের চরিত্র ও শ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশী তিথিতে শ্রীনৃসিংদেবের আবির্ভাবপ্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যহ রাত্রিতে ১৬ বৈশাখ হইতে ২১ বৈশাখ পর্য্যন্ত করণপুর মহল্লায় শ্রীবাঙ্কেবিহারী জীউর মন্দিরে, ২২ ও ২৩ বৈশাখ সার্ভে অব ইণ্ডিয়া অফিস হাথিবরকলা এষ্টেটের স্কুল-প্রাঙ্গণে দুইটী বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশনে, ২৫ বৈশাখ সহরের নিকটবর্ত্তী আমওয়ালা গ্রামে শ্রীনরসিংহদাসজীর গৃহ-প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মসভায় ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাদেশে শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সার্ভে অব ইণ্ডিয়া অফিস এষ্টেটের স্কুল-প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় ও গীতাভবনে বক্তৃতা করেন। প্রত্যহ ভাষণের আদি ও অন্তে শ্রীপাদ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী (কাপুর) ও শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী ভজন কীর্ত্তনের দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দের চিত্ত বিনোদন করেন।

২১ বৈশাখ, ৫ মে রবিবার শ্রীরুক্মিণী-দ্বাদশী তিথিতে স্থানীয় ভক্তবৃন্দ কর্ত্তৃক আয়োজিত গীতাভবনে অনুষ্ঠিত বিশেষ মহোৎসবে কয়েক শত নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। উক্ত দিবস সায়াহ্নে গীতাভবন হইতে নগর-সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সহরের প্রধান কএকটী রাস্তা পরিভ্রমণান্তে করণপুরস্থ শ্রীবাঙ্কে বিহারী জীউর মন্দিরে আসিয়া সমাপ্ত হয়। শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগমনে এবং শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ ভক্তিললিত গিরি মহারাজের মূল গায়কত্বে বিপুলভাবে নৃত্য-কীর্ত্তনাদি অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীরোহিণী কুমার দাসাধিকারী মৃদঙ্গ-বাদ্য সেবার দ্বারা ভক্তবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

মঠাশ্রিত গৃহস্থভক্তত্রয় শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী, শ্রীমহেশ্বর দাসাধিকারী ও শ্রীকংসারি দাসাধিকারী কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া শ্রীল আচার্য্যদেব কৃপাপূর্ব্বক তাঁহাদের প্রত্যেকের নবনির্ম্মিত বাসগৃহে শুভপদার্পণ করেন। শ্রীকংসারি দাসাধিকারীর গৃহে শ্রীল আচার্য্যদেব ২৬ বৈশাখ শুক্রবার প্রত্যূষে শুভাগমন করতঃ শ্রীহরিকথা উপদেশ করেন এবং ব্রহ্মচারিগণ কর্ত্তৃক শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়।

গীতাভবনের সভাপতি শ্রীসরদারীলাল ওবরাই এবং সেক্রেটারী শ্রীবিশ্বনাথ সবরওয়াল শ্রীল আচার্য্যদেব ও তদীয় পার্ষদবৃন্দের যথোচিত সৎকার ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে এবং শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে হার্দ্দী প্রযত্ন করায় বিশেষভাবে ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

সপরিবার শ্রীরামচন্দ্র চৌবে শ্রীসজ্জনানন্দ দাস, শ্রীরোহিণী কুমার দাসাধিকারী, শ্রীপ্রেমদাসাধিকারী, শ্রীনন্দনন্দন দাসাধিকারী, শ্রীতুলসী দাসাধিকারী, ভক্তিবিবেক, শ্রীদেবকীনন্দন দাসাধিকারী, শ্রীমোহিনীমোহন দাসাধিকারী (মানপ্রকাশজী), শ্রীনিতাই দাসাধিকারী, শ্রীদীনদয়াল দাসাধিকারী, শ্রীদীনার্ত্তিহর দাসাধিকারী প্রভৃতি স্থানীয় ভক্তবৃন্দের প্রচারোৎসাহ ও সেবাচেষ্টা প্রশংসনীয়।

মুজঃফরনগর :—মুজঃফরনগরবাসী সজ্জনগণের বিশেষ অহ্বানে শ্রীল আচার্য্যদেব নিজগণসহ ২৬ বৈশাখ, ১০ মে শুক্রবার সন্ধ্যায় মুজঃফরনগর ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় বিশিষ্ট নাগরিকগণ কর্ত্তৃক বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। তিনি সহরের নিউমণ্ডীস্থ প্রসিদ্ধ কীর্ত্তন ভবনে ৩০ বৈশাখ, ১৪ মে পর্য্যন্ত অবস্থান করতঃ প্রত্যহ রাত্রিতে তথায় ভাষণ প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত সহরের বিভিন্ন স্থান হইতে আহুত হইয়া শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীহরিকথা উপদেশ করেন এবং তাঁহার নির্দ্দেশক্রমে শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজও কীর্ত্তনভবনে এবং অন্যত্র বক্তৃতা করেন। ভাষণের আদি ও অন্তে শ্রীপাদ গিরি মহারাজ ও শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারীর ভজনকীর্ত্তন শ্রোতৃবৃন্দের বিশেষ চিত্তাকর্ষক হয়।

২৭ বৈশাখ হইতে ২৯ বৈশাখ পর্য্যন্ত স্থানীয় ভক্তবৃন্দের উৎসাহে প্রত্যহ প্রাতে কীর্ত্তনভবন হইতে শ্রীল

আচার্য্যদেবের অনুগমনে নগর সঙ্কীর্ত্তন বাহির হইয়া সহরের বিভিন্ন মহল্লা পরিভ্রমণ করেন। শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ গিরি মহারাজের নৃত্য-কীর্ত্তন ভক্তগণের হৃদয়োল্লাসকর হয়।

প্রচারকার্য্যে অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক শ্রীঅযোধ্যাপ্রসাদ গুপ্ত ও প্রফেস্যার শ্রী বি, এল্ আগরওয়ালার সেবা-প্রযত্ন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পশ্চিমবঙ্গে-প্রচার

কৃষ্ণনগরে :—নদীয়া জেলার সদর কৃষ্ণনগর সহরে অবস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের অন্যতম শাখার মঠরক্ষক ও উক্ত মঠের পরিচালনাধীন শ্রীধাম মায়াপুরান্তর্গত শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক উদেশক পণ্ডিত শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, সাহিত্যবিনোদ মহাশয় কৃষ্ণনগর সহরের সন্নিকটবর্ত্তী শক্তিনগর নামক গ্রামের 'শক্তিমন্দির শ্রীশ্রীনাম-যজ্ঞ সমিতি'র কর্ত্তৃপক্ষগণের বিশেষ আহ্বানে তথায় বিগত ১ জ্যৈষ্ঠ, ১৬ মে বৃহস্পতিবার হইতে ৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৮ মে শনিবার পর্য্যন্ত তিন দিবস কাল শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পণ্ডিতজীর সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় সুসিদ্ধান্তপূর্ণ প্রাণস্পর্শী পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণে আগ্রহবিশিষ্ট হইয়া প্রত্যহ সভায় বহুশত শিক্ষিত সজ্জন উপস্থিত থাকিয়া অদ্যোপান্ত তাঁহার পাঠ শ্রবণ করিতেন। প্রত্যহ পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন পদাবলী ও শ্রীহরিনাম-মহামন্ত্র কীর্ত্তিত হইত।

শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠের বার্ষিক মহোৎসব

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের কৃপা নির্দ্দেশানুসারে বিগত ৯ বৈশাখ, ২৩ এপ্রিল মঙ্গলবার শ্রীশ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর শুভ আবির্ভাব তিথিতে ঢাকা জিলা অন্তর্গত বালিয়াটি শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠের বার্ষিক উৎসব মহা সমারোহে ও নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছেন।

এতদুপলক্ষে উক্ত মঠের মঠরক্ষক শ্রীমৎ যজ্ঞেশ্বরদাস বাবাজী মহারাজের নেতৃত্বে মঠ প্রাঙ্গণে ৯ বৈশাখ হইতে ১১ বৈশাখ পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী তিনটি বিশেষ ধর্ম্ম সভার অধিবেশন হইয়াছিল। স্থানীয় ঈশ্বরচন্দ্র হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ চন্দ্র বসু রায়চৌধুরী, এম-এ (ডবল) মহাশয়ের সভাপতিত্বে উক্ত তিন দিবসের ধর্ম্মসভায় যথাক্রমে শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর পূত চরিত্র, শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য ও শ্রীল প্রভুপাদের অবদান সম্বন্ধে শ্রীমৎ যজ্ঞেশ্বর দাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীগোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযামিনী মোহন রায়, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাদেব ব্রহ্মচারী ও পণ্ডিত শ্রীরাধাবল্লভ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ বিভিন্ন দিবসে বক্তৃতা করেন। প্রত্যহ সভার আদি ও অন্তে শ্রীপাদ গোবিন্দসুন্দর অধিকারী ও শ্রীঠাকুর প্রসাদ ব্রহ্মচারীর সুমধুর মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন সকলের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছে। ১২ই বৈশাখ শুক্রবার অক্ষয়-তৃতীয়া দিবস সাধারণ মহামহোৎসবে মঠে সমাগত আবালবৃদ্ধবনিতা দেড় সহস্রাধিক শ্রদ্ধালু সজ্জন ভক্তবৃন্দ নানাবিধ রসসমন্বিত মহাপ্রসাদ সম্মান করতঃ পরম আনন্দ লাভ করিয়াছেন।

এই মহদনুষ্ঠানের তিন দিবসই পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামাঞ্চল হইতে বহুসংখ্যক সজ্জন শ্রীমঠে সমাগত হইয়াছিলেন। এই উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত করিতে শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ গোবিন্দসুন্দর অধিকারী, শ্রীঠাকুর প্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিখিল রঞ্জন ব্রহ্মচারীর সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়। এতদ্ভিন্ন বালিয়াটীগ্রামের যুবক স্বেচ্ছা-সেবকগণের অক্লান্ত পরিশ্রম, শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবায় নিরলস উৎসাহ সকলের উল্লাস বর্দ্ধন করিয়াছে। শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ তাঁহাদের পারমার্থিক মঙ্গল বিধান করুন এই প্রার্থনা।

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট

যশড়া, পোঃ চাকদহ, জেঃ নদীয়া
৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭০; ১৯ মে, ১৯৬৩

বিপুল সম্মান পুরঃসর নিবেদন,—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও ভারতব্যাপী তৎশাখামঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ অস্মদীয় শ্রীগুরুদেব পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের** কৃপানির্দ্দেশানুসারে ও সেবা-নিয়ামকত্বে আগামী ২৩ জ্যৈষ্ঠ, ৭জুন শুক্রবার উক্ত শ্রীপাটের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহ **শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা** মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবেন। এতদুপলক্ষে ২৩ জ্যৈষ্ঠ, ৭ জুন শুক্রবার হইতে ২৫ জ্যৈষ্ঠ, ৯ জুন রবিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী মেলা এবং শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তন, শুদ্ধভক্তিগ্রন্থপাঠ ও প্রত্যহ সন্ধ্যায় বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশন প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠান হইবে।

মহাশয়, কৃপাপূর্ব্বক সবান্ধব উপরিউক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হইবে। নিবেদনমিতি।

শুদ্ধভক্ত কৃপালেশপ্রার্থী—ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ, সম্পাদক। শ্রীকৃষ্ণমোহন ব্রহ্মচারী, মঠরক্ষক।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ (গোয়াড়ী বাজার)

পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলা নদীয়া
১২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭০; ২৭ মে, ১৯৬৩

বিপুল সম্মান পুরঃসর নিবেদন,—

শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও ভারতব্যাপী তৎশাখা মঠ সমূহের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি-যতি ওঁ **শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের** সেবা-নিয়ামকত্বে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীগুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জন-তিথিতে শ্রীমঠের **অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-গোপীনাথজীউর** বার্ষিক শুভ প্রাকট্য-উৎসব আগামী ১৪ বামন, ৬ আষাঢ়, ২১ জুন শুক্রবার হইতে ১৬ বামন, ৮ আষাঢ়, ২৩ জুন রবিবার পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত উৎসব-পঞ্জী অনুযায়ী **দিবসত্রয়ব্যাপী** অনুষ্ঠিত হইবেন। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে প্রত্যহ সন্ধ্যা ৭টা হইতে রাত্রি ৯-৩০ মিঃ পর্য্যন্ত বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশনে ত্রিদণ্ডি-যতিগণ ও বিশিষ্ট বক্তৃমহোদয়গণ বক্তৃতা করিবেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইবে।

মহাশয়, কৃপাপূর্ব্বক উপরিউক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিলে পরমোৎসাহিত হইব। নিবেদনমিতি।

উৎসবপঞ্জী

৬ আষাঢ়, ২১ জুন শুক্রবার—শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব তিথিবাসরে উৎসবের অধিবাস কীর্ত্তন।

৭ আষাঢ়, ২২ জুন শনিবার—শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীগুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জন-তিথিতে শ্রীবিগ্রহগণের বার্ষিক শুভ প্রাকট্য উপলক্ষে সাধারণ মহোৎসব।

৮ আষাঢ়, ২৩ জুন রবিবার—**শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-তিথিবাসরে শ্রীগৌরাঙ্গ-রাধা-গোপীনাথজীউ শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ সহরের প্রধান প্রধান রাস্তা পরিভ্রমণে বহির্গত হইয়া সর্ব্বসাধারণকে দর্শনের ও রজ্জু-আকর্ষণের সৌভাগ্য প্রদান করিবেন।**

শুদ্ধভক্তকৃপালেশপ্রার্থী—ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ, সম্পাদক। শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, মঠরক্ষক।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইঁহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৫'০০ টাকা, ষান্মাসিক ২'৭৫ নঃ পঃ, প্রতি সংখ্যা '৫০ নঃ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রাথমিক বিদ্যালয়

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি নদীয়া জেলান্তর্গত শ্রীধাম-মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ অধিবাসিবৃন্দের অনুরোধক্রমে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ তত্রস্থ শিশুগণের শিক্ষার জন্য শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রাথমিক বিদ্যালয় নামে একটী অবৈতনিক পাঠশালা (স্কুল) বিগত ১৭ই মধুসূদন, ৪৭৩ শ্রীগৌরাব্দ, ২৬শে বৈশাখ, ১৩৬৬, ১০ই মে, ১৯৫৯ রবিবার অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সংগৃহীত জমিতে প্রতিষ্ঠিত করেন।

সম্প্রতি উহা পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে। শিক্ষা বোর্ডের পুস্তক তালিকা-নুসারে বালকবালিকাদিগকে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার ভিত্তিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। বিদ্যালয়টী গঙ্গা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থলের সন্নিকটস্থ স্থানে অবস্থিত, সর্ব্বদা মুক্তবায়ুপরিসেবিত অতীব মনোরম ও স্বাস্থ্যকর।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

আষাঢ়—১৩৭০

৩য় বর্ষ] বামন, ৪৭৭ শ্রীগৌরাব্দ [৫ম সংখ্যা

"কনক-কামিনী, প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী,
ছাড়িয়াছে যারে সেইত বৈষ্ণব।
সেই অনাসক্ত, সেই শুদ্ধ ভক্ত,
সংসার তথায় পায় পরাভব॥" —প্রভুপাদ

"শ্রীদয়িত দাস, কীর্ত্তনেতে আশ,
কর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম রব।
কীর্ত্তন-প্রভাবে, স্মরণ হইবে,
সে কালে ভজন নির্জ্জন সম্ভব॥" —প্রভুপাদ

শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ, এম্-এ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি।
২। উপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ।
৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্।
৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ
৫। শ্রীগোপীরমণ দাস, বিদ্যাভূষণ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ

আকর মঠ ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

১। (ক) শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।
(খ) ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬।
২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।
৩। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর।
৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, বৃন্দাবন (মথুরা)।
৫। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা।
৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ—২ (অন্ধ্রপ্রদেশ)।
৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম)।
৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম)।
৯। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, গ্রাম—শ্রীপাট যশড়া, পোঃ—চাকদহ (নদীয়া)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১০। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)।
১১। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)।

মুদ্রণালয় ঃ—

'রাজলক্ষ্মী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্', ৪৩, রূপনারায়ণ নন্দন লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা-২৫।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

৩য় বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, আষাঢ়, ১৩৭০। ২৩ বামন, ৪৭৭ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ আষাঢ়, রবিবার, ৩০ জুন, ১৯৬৩। | ৫ম সংখ্যা

কপট অবৈষ্ণব ও সরল বৈষ্ণবগণের অর্চ্চন বা কীর্ত্তনে প্রভেদ

কৃষ্ণই সমস্ত-জীবকে সর্ব্বক্ষণ আকর্ষণ করিতেছেন। তিনি প্রপঞ্চে দুই প্রকারে আমাদের নিকট আগমন করেন—(১) অর্চ্চারূপে ও (২) নামরূপে।

কপটব্যক্তিগণ ষোড়শোপচারে পুত্রপৌত্রাদি-লাভের জন্য অর্চ্চার আরাধনা করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের উদ্দেশ্য—ঠাকুর-সেবার বিনিময়ে ঠাকুরের নিকট হইতে কিছু পাওয়া; ইহাকে 'সেবা' বলা যায় না। যাহাতে ঠাকুরের সুখ হয়, তাহারই নাম 'সেবা'; আর, যাহাতে নিজের সুখ সুবিধা হয়, তাহারই নাম 'ভোগ'। বৈষ্ণবগণের চিত্তবৃত্তি এইরূপ যথা (মুকুন্দমালা-স্তোত্রে),—

> নাস্থা ধর্ম্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে
> যদ্যদ্ভব্যং ভবতু ভগবন্ পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্।
> এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি
> ত্বৎপাদাম্ভোরুহযুগ-গতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু॥

যাঁহারা জগতের বৈচিত্র্যে মুগ্ধ বা যাঁহারা মনোধর্ম্মী, তাঁহারা এই কথা নিষ্কপটে বলিতে পারিবেন না। 'বিনিময়ে আমি কিছু চাই'—এরূপ কথা অভক্তের বা অবৈষ্ণব-ধর্ম্মের কথা; কিন্তু বর্ত্তমান-কালে বৈষ্ণবধর্ম্মের নামে এইরূপ অবৈষ্ণব-ধর্ম্মই চলিতেছে, ভক্তির নামে অভক্তিরই চেষ্টা সর্ব্বত্র দেখা যাইতেছে। আমরা যদি কপটতা করিয়া কোটি-জন্ম অর্চ্চন করিতে থাকি, কোটি-জন্ম খোল বাজাই, কোটি-জন্ম কীর্ত্তন করি এবং কপটতাকেই 'ধর্ম্ম' বলিয়া প্রতিপাদন করিতে চাই, তাহা হইলে আমরা ঐরূপ অর্চ্চন করিতে করিতে, খোল বাজাইতে বাজাইতে, কীর্ত্তন করিতে করিতে কর্ম্মমার্গের পথিক হইয়া পড়িব, আমাদের ভক্তিলাভ হইবে না। শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের নিষ্কপট-সেবা ব্যতীত আমাদের কোন মঙ্গলই হইতে পারে না। অর্চ্চার ও হরিনামের আরাধনার নাম করিয়া জগতে কি ভীষণ কপটতাই না চলিতেছে!! ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তকে বঞ্চনা করাকেই কেহ কেহ ভগবদ্ভক্তি বলিয়া বিচার করেন। এখন সঙ্কীর্ত্তন-পিতা শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের প্রীতির জন্য

আর হরিকীর্ত্তন হয় না; ওলাউঠা-নিবারণ, গ্রামের শ্রীবৃদ্ধিসাধন প্রভৃতি আত্মেন্দ্রিয়তর্পণপর ভোগের জন্যই হরিকীর্ত্তনের বাহ্য-আকার মাত্র অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ভগবানের সেবা ও সেবার অভিনয়—দুইটী পৃথক বস্তু। ভগবানের শ্রীঅর্চ্চামূর্ত্তির সেবা যাহাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়, তজ্জন্য আমাদের বিশেষ চেষ্টান্বিত হওয়া আবশ্যক। ভগবানের অর্চ্চামূর্ত্তির সেবক আবার যে-সে ব্যক্তি হইতে পারে না। দশ টাকা বেতন লইয়া দেবল ভগবানের 'সেবা' করিতে পারে না, বিশ টাকা দিয়া 'নাম-কীর্ত্তন' হয় না, পঞ্চাশ টাকা ফুরণ করিয়া 'হরিকথার' বক্তৃতা হয় না বা 'ভাগবত'-পাঠ হয় না,—উহাতে ভাষা-বিন্যাস বা লোকরঞ্জক আমোদ-প্রমোদ হইতে পারে; উহা ভক্তি বা বৈষ্ণবধর্ম্ম নহে, উহার নাম—ভোগ বা কর্ম্মমার্গ।

যেকাল-পর্য্যন্ত বিষ্ণু-বৈষ্ণবের সেবাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া দৃঢ়প্রত্যয় না হইবে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত আমাদের কোনই মঙ্গল-লাভ হইবে না। এইজন্যই সর্ব্বপ্রথমে শ্রীঅর্চ্চার আরাধনা করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহা নিজের কোন ইন্দ্রিয়তর্পণ, উদরভরণ বা অন্য কোন স্বার্থসাধনোদ্দেশের জন্য বিধেয় নহে। আমরা সকল জীবের দ্বারে দ্বারে এই বলিয়া ভিক্ষা করিতেছি,—'আপনারা কৃপাপূর্ব্বক প্রেমধর্ম্মের স্বরূপ উপলব্ধি করুন।' এখনকার বৈষ্ণব-বেষধারিগণের ব্যবহারকে সামান্য প্রাকৃত স্মার্ত্ত, এমনকি, প্রাকৃত ব্যবহারজ্ঞ পর্য্যন্ত সমালোচনা করিবার যোগ্য হইয়াছেন। তাঁহারা বলেন,—ইহাদের আচার বৈষ্ণবোচিত হওয়া দূরে থাকুক, সামান্য মনুষ্যোচিতও নহে এবং অপ্রাকৃত হওয়া দূরে থাকুক, প্রাকৃত-ব্যক্তিগণের অপেক্ষাও ঘৃণ্য এবং রাজদ্বারে দণ্ডনীয়। সকল সময়ে মঙ্গলের পথের বাহ্য চেহারাগুলিই মঙ্গলের পথ নয়;—কপটতা করিয়া অনেকেই যাত্রারদলের কৃত্রিম নারদ-মুনি সাজিতেও পারেন। সত্য-সত্য ভাল লোক অর্চ্চন-কার্য্য করুন, সত্য-সত্য নিষ্কপট লোকসকল হরি-কীর্ত্তন করুন; কেবল সুর-মান-লয়-তাল ও জানা থাকিলেই মুখে শুদ্ধ-হরিনাম কীর্ত্তিত হয় না। যিনি শুদ্ধবৈষ্ণব-গুরুর পদ-আশ্রয় করিয়াছেন, তিনিই শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে হরিকীর্ত্তনে অধিকার পাইতে পারেন।

—**শ্রীল প্রভুপাদ।**

ভক্তি-অনুশীলন-বিধি

বর্ণাশ্রমরূপ ধর্ম্মে স্থিত হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে করিতে চিত্তকে কৃষ্ণপাদপদ্মে নীত করিবার জন্য বৈধভক্ত নিরন্তর যত্ন করিবেন, ইহাকেই ভক্তিযোগ বলে। বৈধভক্তগণের ভগবদনুশীলনই কর্ত্তব্য। তাহা পঞ্চ প্রকার যথাঃ—১। শরীরগত অনুশীলন, ২। মনোগত অনুশীলন, ৩। আত্মগত অনুশীলন, ৪। প্রকৃতিগত অনুশীলন, ৫। সমাজগত অনুশীলন।

আমরা ক্রমশঃ পঞ্চপ্রকার অনুশীলনের ব্যাখ্যা করিব। প্রথমে শরীরগত অনুশীলনের ব্যাখ্যা করি। শরীরগত অনুশীলন সপ্তপ্রকার। বাহ্যেন্দ্রিয় সমুদয় ইহার অন্তর্গত।

১। শ্রবণগত অনুশীলন। ২। কীর্ত্তনগত অনুশীলন। ৩। আঘ্রাণগত অনুশীলন। ৪। দর্শনগত অনুশীলন। ৫। স্পর্শগত অনুশীলন। ৬। স্বাদগত অনুশীলন। ৭। অঙ্গগত অনুশীলন।

শ্রবণ-গত অনুশীলন ত্রিবিধ—শাস্ত্র-শ্রবণ, ভগবন্নাম ও ভগবদ্বিষয়ক সঙ্গীত শ্রবণ ও ভক্তিপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ। ভগবত্তত্ত্ব-বিচার, ভগবল্লীলাদি-বর্ণনরূপ শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র, বৈষ্ণব জীবন চরিত্র, বৈষ্ণব সংসারের পৌরাণিক ইতিহাসাদি শ্রবণকে শাস্ত্র শ্রবণ বলা যায়। বেদান্ততাৎপর্য্য সহকারে অবৈষ্ণবসিদ্ধান্ত নিরসনপূর্ব্বক যে সকল তত্ত্বগ্রন্থ

মহানুভবগণ-কর্তৃক বিরচিত হইয়াছে, তাহা শ্রবণ করা প্রধান ভগবদনুশীলনকার্য্য বলিয়া জানিতে হইবে। ভগবদ্ভক্তিই সর্ব্বশাস্ত্রের তাৎপর্য্য। শাস্ত্রের (১) উপক্রম, উপসংহার, (২) অভ্যাস, (৩) অপূর্ব্বতা, (৪) ফল, (৫) অর্থবাদ ও (৬) উপপত্তি—এই ছয়টী শাস্ত্র-তাৎপর্য্য বোধ করিবার লিঙ্গ নিরূপিত হইয়াছে। এই ছয় লিঙ্গনির্দ্দিষ্ট হরিভক্তিই সর্ব্বপ্রকার বৈদিক শাস্ত্রের তাৎপর্য্য।

যে সংগীত কেবল ইন্দ্রিয়কে তৃপ্ত করিবার উদ্দেশ করে না, কিন্তু ভগবানের লীলাবর্ণন দ্বারা ভক্তিবৃত্তির অনুশীলন করে, কেবল সেই সকল সংগীত-বাদ্যাদি শ্রবণ করিবে। যে সংগীত সামান্য কর্ণেন্দ্রিয় ও বিষয়াভিভূত চিত্তের বিষয়রাগ সমৃদ্ধি করে, তাহা দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে। সেবাকালের গীতবাদ্য, বন্দনাদি শ্রবণ করিবে।

কীর্ত্তনগত অনুশীলন অতিশয় উৎকৃষ্ট। পূর্ব্বোক্তমত শাস্ত্রকীর্ত্তন, নামলীলাদিকীর্ত্তন, স্তবপাঠরূপ কীর্ত্তন, বিজ্ঞপ্তি ও জপ এই পঞ্চবিধ কীর্ত্তন। নামলীলাদি কীর্ত্তন—বক্তৃতা, কথা, ব্যাখ্যা ও গীতদ্বারা হইয়া থাকে। বিজ্ঞপ্তি তিন প্রকার—প্রার্থনাময়ী, দৈন্যবোধিকা ও লালসাময়ী। মন্ত্রের সুলঘু উচ্চারণের নাম জপ।

ভগবদর্পিত পুষ্প, তুলসী, চন্দন, ধূপ, মাল্য, কর্পূর প্রভৃতি গন্ধদ্রব্যের আঘ্রাণ গ্রহণপূর্ব্বক ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবদনুশীলন করিবে। অনর্পিত গন্ধ আঘ্রাণ দ্বারা কেবল তুচ্ছ ইন্দ্রিয়ের বিষয়রাগ সমৃদ্ধি হয়, তাহা যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে।

শ্রীমূর্ত্তিদর্শন, তাঁহার কৃপাদৃষ্টি লাভ, ভগবদ্ভক্ত দর্শন, ভগবত্তীর্থ, ভগবন্মন্দির ও যাত্রাদি দর্শন ও ভগবত্তত্ত্বস্মারক চিত্রাদি দর্শন দ্বারা দর্শনগত অনুশীলন কর্ত্তব্য। দর্শনেন্দ্রিয়ের বৃত্তি জীবকে বহির্ম্মুখ রূপাদি দর্শন দ্বারা বিষম বিষয়কূপে নিক্ষেপ করিয়া থাকে। তাহা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। যাহা কিছু জগতে দেখা যায়, তাহাতে ভগবৎসম্বন্ধ মিশ্রিত করা উচিত।

ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা স্পর্শ-কার্য্য হয়। বৈধভক্ত জনের কর্ত্তব্য যে, বহির্ম্মুখ শরীর বা দ্রব্য স্পর্শ হইতে বিরত হইয়া সেবাকালে ভগবন্মূর্ত্তি-স্পর্শাহ্লাদ লাভ করেন। ভগবদ্ভক্ত-জন-স্পর্শ ও আলিঙ্গন দ্বারা অনির্ব্বচনীয় সুখ লাভ করেন। স্পর্শেন্দ্রিয় অত্যন্ত প্রবল। তদ্দ্বারা জীবের অসৎসঙ্গ, স্ত্রীসঙ্গ ইত্যাদি পাপ সংঘটন হয়। ভক্তজন এ বিষয়ে এরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইবেন যে, যে সম্বন্ধেই হউক, ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত স্পর্শ করিবেন না। কেবলমাত্র শরীর সংলগ্নকে স্পর্শ বলা যায় না, কিন্তু শরীর-সংলগ্ন দ্বারা চিত্তে যে ইন্দ্রিয় সুখোদয় হয়, তাহাকেই স্পর্শ বলে। কেবল স্পর্শেন্দ্রিয় নয়, সমস্ত ইন্দ্রিয়কার্য্যে এই মীমাংসাটি স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

স্বাদগত অনুশীলন দুইপ্রকার, প্রসাদ আস্বাদন ও শ্রীচরণামৃত আস্বাদন। ভক্তজন ভগবৎপ্রসাদ ব্যতীত আর কিছু আস্বাদন করিবেন না। বহির্ম্মুখ বস্তুতে আস্বাদনবৃত্তিকে চালিত করিলে ক্রমশঃ বহির্ম্মুখতা প্রবল হইয়া পড়ে। ভগবৎপ্রসাদ ও ভগবদ্ভক্তপ্রসাদ উভয়ই আস্বাদ্য ও ভক্তিবৃত্তির পুষ্টিকর।

অঙ্গগত অনুশীলন দ্বাদশপ্রকার, তাণ্ডব, দণ্ডবন্নতি, অভ্যুত্থান, অনুব্রজ্যা, অধিষ্ঠানস্থানে গমন, পরিক্রমা, গুরু ও বৈষ্ণব-পরিচর্য্যা, শ্রীমূর্ত্তির পরিচর্য্যা, অর্চ্চন, ভগবদ্ভাবমিশ্রিত পুণ্যজলে স্নান, বৈষ্ণবচিহ্ন ধারণ ও হরিনামাক্ষর ধারণ। তাণ্ডব অর্থে নৃত্য। সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ পতিত হইয়া নতি করা উচিত। শ্রীবিগ্রহ বা ভগবদ্ভক্ত দর্শনে উঠিয়া সম্মান করার নাম অভ্যুত্থান। পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমনের নাম অনুব্রজ্যা। শ্রীমন্দির, ভগবত্তীর্থ, বৈষ্ণবালয় ইত্যাদি অধিষ্ঠানস্থান, তথায় গমন করা কর্ত্তব্য। উপকরণ দ্বারা ভগবৎপূজারূপ অর্চ্চন, ভগবদ্ভাবমিশ্রিত গঙ্গাযমুনাদির পবিত্রজলে স্নান, আচার্য্যদত্ত তিলক-মালাদি বৈষ্ণব-চিহ্ন-ধারণ ও শরীরে হরিনামাক্ষরাদি চন্দনদ্বারা অঙ্কন করিবে।

এ-প্রকার নানাবিধ শরীর-গত-ভগবদনুশীলন বৈধ ভক্তদিগের কর্ত্তব্যরূপে নির্ণীত আছে। বদ্ধজীব শরীরী; অতএব শরীর-সত্ত্বে যাহাতে শরীরের ভগবদ্বহির্ম্মুখতা না ঘটে, অথচ সেই শরীরের আবশ্যক সম্পাদন জন্য

যতপ্রকার কার্য্য করিতে হয়, সেই সমুদয় ভগবদ্ভাব-মিশ্রিত হইয়া তদ্দ্বারা ভগবদনুশীলনের পুষ্টি হয়, ইহাই তাৎপর্য্য। এক্ষণে আমরা মনোগত অনুশীলনের আলোচনা করিব। শরীরগত সমস্ত আলোচনাতেই মনের ক্রিয়া আছে, কিন্তু মনের কতকগুলি কর্ম্ম আছে, যাহা শরীরে ব্যক্ত না হইয়াও থাকিতে পারে। সেই সকল ক্রিয়া মনোগত নামে শরীর-গত-ক্রিয়া হইতে বিভিন্ন করা হইয়াছে। স্মৃতি, চিন্তা, চিত্তের নম্রতা, ভাব, জিজ্ঞাসা ও জ্ঞানসংগ্রহ এই সকলগুলিকে শুদ্ধ মনোগত কার্য্য স্থির করিয়া মনোগত অনুশীলনকে পঞ্চপ্রকারে বিভাগ করা হইয়াছে,—

১। স্মৃতি, ২। ধ্যান, ৩। শরণাপত্তি, ৪। দাস্য, ৫। জিজ্ঞাসা।

স্মৃতি দুইপ্রকার—নামস্মৃতি ও মন্ত্রস্মৃতি। তুলসীমালায় সংখ্যা করিয়া যে হরিনাম করা, তাহার নাম নামস্মৃতি। করে সংখ্যা রাখিয়া যে মন্ত্র স্মরণ করা যায়, তাহার নাম মন্ত্রস্মৃতি। স্মৃতি ও ধ্যানের ভেদ এই যে, স্মৃতিতে নাম, মন্ত্র, রূপ, গুণ, লীলা ইত্যাদি কথঞ্চিৎ উদয় হয়। ধ্যানে রূপ, গুণ ও লীলার সুষ্ঠুরূপে চিন্তা হইয়া থাকে। ধ্যানকে দীর্ঘকাল রাখার নাম ধারণা। ধ্যানকে গাঢ় করিতে পারিলে নিদিধ্যাসন হয়। অতএব ধ্যানই ধারণা ও নিদিধ্যাসনকে ক্রোড়ীভূত করিয়াছে। শরণাপত্তিও মনোগত কার্য্যবিশেষ। সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া ভগবানের শরণাপন্ন হওয়া একটি ভক্তিবিশেষ। বৈধভক্তগণ ততদূর অধিকার লাভ করেন নাই। কিন্তু ভগবান্‌ই একমাত্র আশ্রয়, এইরূপ নিশ্চয়-বুদ্ধিই তাঁহাদের পক্ষে শরণাপত্তি। তাঁহারা কর্ম্মজ্ঞানের ভরসা করেন না। ভগবানের দাস্য একটী মানসিক ভাব। বৈধভক্তগণ রসবিশেষান্তর্গত দাস্যকে সম্পূর্ণ আস্বাদন করিতে পারে না। জিজ্ঞাসা একটী ভক্তদিগের প্রধান কার্য্য। ভগবত্তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা যখন উদিত হয়, তখন প্রথমে গুরুপাদাশ্রয়, তদনন্তর দীক্ষা ও অবশেষে ভজনপ্রক্রিয়া শিক্ষা হইয়া থাকে। তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা ব্যতীত বদ্ধজীবের আর কিরূপে শ্রেয়ঃলাভ হইতে পারে? ভক্তিশাস্ত্রে সদ্ধর্ম্মপৃচ্ছাকে একটী প্রধান অঙ্গ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। আত্মগত অনুশীলন ছয় প্রকার যথাঃ—

১। সখ্য, ২। আত্মনিবেদন, ৩। ভগবানের জন্য অখিলচেষ্টা, ৪। প্রয়োজনমাত্র বিষয় স্বীকার, ৫। ভগবানের জন্য নিজভোগ পরিত্যাগ, ৬। সাধু-বর্ত্মানুবর্ত্তন।

বৈধ ভক্তগণসম্বন্ধে যে আত্মার পরিচয় আছে, তিনি জড়মুক্ত আত্মা নহেন, কিন্তু জড়বদ্ধ আত্মা। বিশুদ্ধ আত্মা প্রাকৃত অহঙ্কাররহিত। বৈধ ভক্তের আত্মা জড় হইতে মুক্ত হইবার উপক্রম করিতেছেন, অতএব তাঁহার প্রাকৃত সম্বন্ধ শিথিল হইলেও প্রাকৃত অহঙ্কার বিগত হয় নাই। তদবস্থ আত্মা বৈধভক্তি-সাধনকালে আত্মসম্বন্ধীয় একটী ভাববিশেষের আলোচনা করেন, সেই আলোচনার নামই আত্মগত ভগবদনুশীলন। আদৌ ভগবান্‌কে অত্যন্ত প্রিয়সখা বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু এই সখ্য রস-গত-সখ্য হইতে ভিন্ন। এই সখ্যই রস-গত-সখ্যের বীজস্বরূপ। ভগবানের পাদপদ্মে আত্মা সর্ব্বস্ব নিবেদন করেন। যাহা আমার আছে, সে সমুদয়ই ভগবানের প্রতি অর্পণ করিলাম মনে করিয়া নিজ রক্ষার যত্ন আর করেন না। যে সমুদয় শরীর-গত ও মনোগত চেষ্টা করেন, সে সমুদয়ই ভগবানের উদ্দেশে করিয়া থাকেন। তাঁহার স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, পশু, অর্থ, সম্পত্তি, শরীর ও মন সমস্তই ভগবৎসেবার উপকরণ বলিয়া জানেন। সমস্ত বিষয়ই ভগবানের এবং আমার যাহা কিছু নিতান্ত আবশ্যক, তাহা আমি ভগবৎসেবায় উপযুক্ততা লাভের জন্য প্রসাদরূপ স্বীকার করি, তদতিরিক্ত দ্রব্য আমার আবশ্যক নাই, এইরূপ তৎকালে মনের ভাব হইয়া উঠে। ভগবানের জন্য নিজ ভোগ পরিত্যাগ করেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভক্তগণ যে সমস্ত সাধুবর্ত্ম স্থির করিয়াছেন, তাহাই অনুসন্ধান পূর্ব্বক নিজে সাধ্যমত তাহার অনুবর্ত্তন করেন।

(ক্রমশঃ)

—ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ

সাধ্যাবধি ও তদুপলব্ধির উপায়

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদে প্রশ্নোত্তর ভঙ্গীতে যে সাধ্য-সাধনতত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে, তাহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরায় রামানন্দমুখে দর্শনের ক্রমোন্নতস্তর শ্রবণ করিতে করিতে শ্রীরাধিকার কৃষ্ণপ্রেমবিলাসকেই সাধ্যশিরোমণিরূপে জানিয়াও তদগ্রে আরও কিছু শুনিতে চাহিলেন। তখন শ্রীরায় 'প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত' বলিয়া একটি অবস্থা বর্ণন করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহাকেই সাধ্যাবধি বলিয়া নিশ্চয় পূর্ব্বক সেই সাধ্যবস্তুর সাধন শুনিতে চাহিলেন। তখন রায় বলিলেন—"সখী বিনা এই লীলায় অন্যের নাহি গতি। সখীভাবে যে তাঁরে করে অনুগতি॥ রাধাকৃষ্ণকুঞ্জসেবা সাধ্য সেই পায়। সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়॥ * * সহজ গোপীর প্রেম, নহে প্রাকৃত কাম। কামক্রীড়া-সাম্যে তার কহি 'কাম' নাম॥ (প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ-প্রথাম্। ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ॥" অর্থাৎ গোপরামাদিগের শুদ্ধপ্রেমকেই 'কাম' বলিয়া আখ্যা দেওয়া প্রথা মাত্র হইয়াছে। বস্তুতঃ ভগবদ্‌ভক্ত উদ্ধবাদিও ঐ প্রেমের পিপাসু।) নিজেন্দ্রিয়সুখ হেতু কামের তাৎপর্য্য। কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্য গোপীভাববর্য্য॥ নিজেন্দ্রিয়সুখবাঞ্ছা নাহি গোপিকার। কৃষ্ণে সুখ দিতে করে সঙ্গম বিহার॥ * * সেই গোপীভাবামৃতে যাঁর লোভ হয়। বেদ-ধর্ম্ম ত্যজি' সে কৃষ্ণকে ভজয়॥ রাগানুগমার্গে তাঁরে ভজে যেই জন। সেইজন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ ব্রজলোকের কোন ভাব লঞা যেই ভজে। ভাবযোগ্য দেহ পাঞা কৃষ্ণ পায় ব্রজে॥ তাহাতে দৃষ্টান্ত—উপনিষদ্ শ্রুতিগণ। রাগমার্গে ভজি' পাইল ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ * * বিধিমার্গে না পাইয়ে ব্রজে কৃষ্ণচন্দ্র॥ অতএব গোপীভাব করি' অঙ্গীকার। রাত্রিদিন চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার॥ সিদ্ধদেহে চিন্তি' করে তাহাই সেবন। সখীভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ॥ গোপী আনুগত্য বিনা ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে। ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে॥ তাহাতে দৃষ্টান্ত লক্ষ্মী করিল ভজন। তথাপি না পাইল ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম পঃ) অন্যত্রও (চৈঃ চঃ আ ৩।১৫,১৭) কথিত হইয়াছে—"সকল জগতে মোরে করে বিধিভক্তি। বিধিভক্ত্যে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি॥ * * ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে বিধি ভজন করিয়া। বৈকুণ্ঠকে যায় চতুর্ব্বিধ মুক্তি পাঞা॥"

প্রেমবিলাসতত্ত্বে সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ—এই দুই প্রকার ভাব আছে। বিপ্রলম্ভ অর্থাৎ বিচ্ছেদই সম্ভোগের পুষ্টিকারক এবং তাহাই প্রেমবিলাসের বিবর্ত্তস্বরূপ। তাহাতে বিচ্ছেদকালেও অধিরূঢ়ভাববশতঃ সম্ভোগাভাবেও সম্ভোগ-স্ফূর্ত্তিরূপ একটি অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় অবস্থা হইয়া থাকে। শ্রীরায় ঐ রসের অভিব্যঞ্জক স্বকৃত একটি গীতি কীর্ত্তন করিতেই শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজভাবে বিহ্বল হইয়া রায়ের মুখ আচ্ছাদন করিলেন। গীতিটি বিচ্ছেদকালে সম্ভোগ-স্ফূর্ত্তিমূলা শ্রীমতীর শ্রীমুখোক্তি, যথা—

"পহিলেহি রাগ নয়নভঙ্গে ভেল। অনুদিন বাঢ়ল, অবধি না গেল॥ না সো রমণ, না হাম রমণী। দুঁহু-মন মনোভব পেষল জানি'॥ এ সখি, সে-সব প্রেম-কাহিনী। কানুঠামে কহবি বিছুরল জানি॥' না খোঁজলু দূতী, না খোঁজলু আন্। দুঁহুকো মিলনে মধ্যে পাঁচবাণ॥ অব্ সোহি বিরাগ, তুঁহু ভেলি দূতী। সুপুরুষ-প্রেমক ঐছন রীতি॥"

পরমারাধ্য পরাৎপর গুরুপাদপদ্ম শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ উঁহার ব্যাখ্যা লিখিতেছেন—"আহা, মিলনের পূর্ব্বরাগ সময়ে পরস্পরের নয়ন-ঈক্ষণ হইতে 'রাগ' বলিয়া একটি ভাবের উদয় হয়; সেই রাগ বাড়িতে বাড়িতে অবধি বা ইয়ত্তা প্রাপ্ত হইল না। সেই রাগ আমাদের উভয়ের স্বভাবজনিত। রমণ-স্বরূপ কৃষ্ণই যে তাহার কারণ, তাহা নহে বা রমণীস্বরূপ আমিই যে তাহার কারণ, তাহা নহে। পরস্পর দর্শনে যে রাগ উদিত হইল, তাহাই

'মনোভব' অর্থাৎ মদন হইয়া আমাদের মনকে পেষণ করিয়া একত্র করিয়াছিল। এখন বিচ্ছেদের সময় সে-সব প্রেমকাহিনী, হে সখি, কৃষ্ণ যদি ভুলিয়াই থাকেন, এরূপ বুঝিতে পার, তবে তাঁহাকে কহিও—মিলন সময়ে আমরা কোন দূতীকে অন্বেষণ করি নাই, অথবা অন্য কাহাকেও কোন অনুরোধ করি নাই। অনঙ্গরূপ পঞ্চবাণই আমাদের মিলনের মধ্যস্থ ছিল। আবার এখন বিচ্ছেদ সময়ে সেই রাগ 'বিরাগ' হওয়ায় অর্থাৎ বিশিষ্ট রাগ বা বিচ্ছেদগত রাগ বা অধিরূঢ় ভাবরূপে, হে সখি, তুমি দূতীরূপে কার্য্য করিতেছ। সুপুরুষের প্রেমে এই রীতিই সর্ব্বত্র দেখিবে। তাৎপর্য্য এই—সম্ভোগকালে রাগ যেমন অনঙ্গরূপে মধ্যস্থ, বিপ্রলম্ভকালে উহা সেইরূপ অধিরূঢ়ভাবাপন্না দূতী হইয়া 'প্রেমবিলাসবিবর্ত্তে' অর্থাৎ বিপ্রলম্ভে সম্ভোগ-স্ফূর্ত্তিকার্য্যে দূতীস্বরূপ হইলে তাহাকে শ্রীমতী 'সখী' বলিয়া সম্বোধন করত এই কথাটি বলিতেছেন। মূল তাৎপর্য্য এই—প্রেমবিলাসসম্ভোগেও যেরূপ আনন্দ, বিপ্রলম্ভেও সেইরূপ, বিশেষতঃ বিপ্রলম্ভে (সেবার পরাকাষ্ঠায় কৃষ্ণে তন্ময় ভাবহেতু) সর্পে রজ্জুভ্রমের ন্যায় তমালাদিতে কৃষ্ণভ্রমজনিত বিবর্ত্তভাবাপন্ন অধিরূঢ় মহাভাবরূপ একপ্রকার সম্ভোগের উদয় হয়।"—(চৈঃ চঃ অমৃতপ্রবাহভাষ্য মধ্য ৮।১৯৩)।

ব্রজপ্রেমের এই নিগূঢ়রহস্য স্বয়ং ভগবান ব্রজেন্দ্রনন্দন ব্যতীত আর অন্য কাহারও আস্বাদ্য বা প্রচার্য্য নহে। তাই তিনি স্বয়ংই আজ রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত গৌরেন্দুরূপে আত্মপ্রকাশ পূর্ব্বক ঐ ব্রজরস নিজে আস্বাদন করিতে করিতে জগজ্জীবকে আস্বাদন সৌভাগ্য প্রদান করিলেন। তজ্জন্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার সেই মনোভাব প্রকাশ করিয়া তাঁহার রহস্য লিখিয়াছেন—

"যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তামু নাম সংকীর্ত্তন।
চারিভাব ভক্তি দিয়া নাচামু ভুবন॥
আপনি করিমু ভক্তভাব অঙ্গীকারে।
আপনি আচরি ভক্তি শিখামু সবারে॥
আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়।
এইত' সিদ্ধান্ত গীতা ভাগবতে গায়॥
যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে।
আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে॥
তাহাতে আপন ভক্তগণ করি সঙ্গে।
পৃথিবীতে অবতরি করিমু নানা রঙ্গে॥
এত ভাবি' কলিকালে প্রথম সন্ধ্যায়।
অবতীর্ণ হৈলা কৃষ্ণ আপনি নদীয়ায়॥

(চৈঃ চঃ আদি৩য় পঃ)

সুতরাং গৌরাবতারানুগমন ব্যতীত ভক্তিরসের গভীরতম রহস্য সম্পূর্ণ দুর্ব্বোধ্য ও দুরবগাহ্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ংই তাঁহার শ্রীস্বরূপদামোদর ও রায় রামানন্দ এই উভয় অন্তরঙ্গ পার্ষদোত্তমের কণ্ঠ ধারণ পূর্ব্বক পরম হর্ষভরে নামসংকীর্ত্তনকেই ঐ রসাস্বাদনের পরম উপায়রূপে জানাইয়াছেন। "হর্ষে প্রভু কহেন শুন স্বরূপ রামরায়। নামসংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়॥ সংকীর্ত্তনযজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ আরাধন। সেই ত' সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ॥ নামসংকীর্ত্তনে হয় সর্ব্বানর্থ নাশ। সর্ব্বশুভোদয় কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস॥ (চৈঃ চঃ অন্ত্য ২০ পঃ)। শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামিপাদের পিতৃদেব শ্রীতপনমিশ্রবরকেও ঐ শ্রীনামসংকীর্ত্তনকেই সাধ্য-সাধনতত্ত্ব বলিয়া জানাইয়াছেন (চৈঃ চঃ আ ১৬।১০-১৭)।

শ্রীরায় রামানন্দ সংবাদে যে সাধ্য-সাধনতত্ত্বের চরম মীমাংসা কথিত হইয়াছে, তাহার সমাধানও সুতরাং ঐ এক নামসংকীর্ত্তন-দ্বারাই সম্ভাবিত হইতে পারে। বিশেষতঃ "ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার" এই শ্রীমুখবাক্যের 'সর্ব্বসিদ্ধি' শব্দে শ্রীরায় কথিত সাধ্য সার সিদ্ধিরও ইঙ্গিত আছে। যদিও রায়কথিত সাধ্যতত্ত্ব ব্রজপ্রেম পরম বেদগোপ্যনিধি, তথাপি নামাশ্রিতের প্রতি নাম-কৃপা দুর্ঘট-ঘটন-বিধাত্রী হইতে পারেন, তাহাতে অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুকে লক্ষ্য করিয়া নবধাভক্তিকে কৃষ্ণপ্রেম ও কৃষ্ণ দানে মহাশক্তিসম্পন্না বলিয়াও তন্মধ্যে নাম-

সংকীর্ত্তনকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজন বলায় তাহাতেও সুতরাং ঐ সাধ্যসার সিদ্ধির ইঙ্গিত রহিয়াছে। এজন্য শ্রীনাম-ভজন সর্ব্বপ্রকারেই আদরণীয় এবং পরমোপায়স্বরূপে গ্রহণীয়। যুগল শ্রীরাধাকৃষ্ণ নাম একাধারে সাধ্য এবং সাধন উভয়ই, ইহাই এক অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য। শ্রীভগবান্ তাঁহাকে বুঝাইবার জন্য স্বয়ংই নামরূপে অবতীর্ণ হইয়া নাম ভজনকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

ভক্ত প্রহ্লাদ

[৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যা ৮ পৃষ্ঠার পর]

বিষ্ণুভক্তিই বেদের প্রতিপাদ্য হইলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ত্রিবর্গের অথবা বিবিধ ফলশ্রুতির কথা বেদে দৃষ্ট হয় কেন ? 'রোচনার্থাঃ ফলশ্রুতিঃ।' বিষয়াসক্ত অজ্ঞ বদ্ধজীবের রুচি প্রকটের জন্য বেদে ঐ প্রকার ফলশ্রুতি দেখা যায়। উহাকে 'খণ্ড-লড্ডুকন্যায়' বলে। অজ্ঞ বালককে যেমন তাহার রুচির অনুকূল মিশ্রি কিংবা লাড্ডু দেখাইয়া ঔষধ সেবন করান হয়, তদ্রূপ বেদেও অজ্ঞ ব্যক্তিগণের রুচির অনুকূল বিবিধ ফলশ্রুতির দ্বারা তাহাদিগকে বেদানুগত্য বা ঈশ্বরানুগত্য স্বীকার করিতে প্রোৎসাহিত করা হয়। চিকিৎসকের বা পিতামাতার বালককে লাড্ডু দেওয়াই যেমন অভিপ্রায় নয়, যেভাবে হউক ঔষধ সেবন করাইয়া তাহাকে রোগমুক্ত করাই প্রকৃত উদ্দেশ্য, তদ্রূপ বেদের কর্ম্মকাণ্ডাত্মক ফলশ্রুতি জীবকে কর্ম্মাসক্ত করিবার জন্য নহে, তাহাদিগকে ক্রমমার্গে কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া নির্গুণ শ্রীভগবদ্ভক্তিতে পৌঁছাইয়া দেওয়াই উহার চরম লক্ষ্য। কিন্তু যাহাদের ইতর কামনা বাসনা প্রবল থাকে তাহারা বেদের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্য অনুধাবন করিতে পারে না।

জীবের কৃষ্ণে মতি কি প্রকারে হয় তদ্বিষয়ে প্রহ্লাদ মহারাজ বলিতেছেন—নিষ্কিঞ্চন মহতের কৃপাভিষিক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত কাহারও চিত্ত কৃষ্ণপাদপদ্মে লগ্ন হয় না। সর্ব্বপ্রকার কিঞ্চনতা অর্থাৎ ইতর চাহিদারহিত এবং মহতো মহীয়ান্ ব্রহ্মেরও কারণরূপী পরব্রহ্মতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণে প্রীতিবিশিষ্ট ব্যক্তিই নিষ্কিঞ্চন মহৎ। অর্থাৎ এখানে প্রহ্লাদ মহারাজ বলিতে চাহিতেছেন নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবত শ্রীনারদের কৃপাতেই তাঁহার বিষ্ণুভক্তি লাভ হইয়াছে, তথাকথিত কুলগুরুদ্বয় ষণ্ডামর্কের শিক্ষায় হয় নাই]

সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট মহারাজ হিরণ্যকশিপু বালক পুত্রের উক্ত প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধান্ধ হইয়া তাহাকে নিজ ক্রোড় হইতে ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন, মনে মনে চিন্তা করিলেন ভূমিতে পতিত হইয়া এই কুলাঙ্গার বিনষ্ট হউক। কিন্তু প্রহ্লাদকে অক্ষত অবস্থায় ভূমিতে উপবিষ্ট থাকিতে দেখিয়া হিরণ্যকশিপু অসহ্য ক্রোধে আরক্ত লোচনে বলিতে লাগিলেন,—'হে রাক্ষসগণ, এই বালককে শীঘ্র এখান হইতে অপসারিত কর। এই বালক আমার বধ্য। অবিলম্বে ইহাকে বধ কর।' রাক্ষসগণ বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—'মহারাজ কাহাকে হত্যা করিতে বলিতেছেন। এ যে তাহার পুত্র প্রহ্লাদ।' হিরণ্যকশিপু তাহাদের সন্দিগ্ধভাব লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"তোমরা কেন ইতস্ততঃ করিতেছ ? এই অধম আমার পুত্র নয়। এই ব্যক্তিই আমার ভ্রাতৃঘাতী, নতুবা এ নিজের পিতা ও আত্মীয়-স্বজনকে পরিত্যাগ করিয়া আমার ভ্রাতৃহন্তা বিষ্ণুর পদ-সেবা করিতেছে কেন ? পাঁচ বৎসরের শিশু হইয়া ইহার কি প্রকার কৃতঘ্নতা যে নিজ দুস্ত্যজ্য পিতৃমাতৃস্নেহ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছে। সুতরাং এই অবিশ্বাসী বিষ্ণুর

প্রতি যে বিশ্বাসঘাতকতা করিবে না তাহারই বা কি নিশ্চয়তা আছে ?” এইরূপভাবে প্ররোচিত হইয়াও রাক্ষসগণ প্রহ্লাদকে মারিতে সাহসী না হইলে হিরণ্যকশিপু পুনরায় তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন—“বনে হিতকর ঔষধ জাত হইলে যত্নপূর্ব্বক তাহা আমরা রক্ষা করি, অপরের পুত্র হিতকর হইলে তাহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করা হয়। কিন্তু অহিতকর ব্যাধিকে কেহ আদর করিয়া শরীরে রক্ষা করে কি ? অথবা উহা নির্ম্মূল করিবারই চেষ্টা করা হইয়া থাকে। তদ্রূপ নিজ দেহজাত পুত্র যদি অহিতকারী হয় তাহাকে পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। ব্যাধিগ্রস্ত কোনও ব্যক্তির কোনও অঙ্গ পচিতে থাকিলে যেমন শরীরের অন্যান্য অংশকে রক্ষা করিবার জন্য উহা কাটিয়া বাদ দেওয়া হয়, তদ্রূপ দৈত্যবংশকে রক্ষা করিতে হইলে প্রহ্লাদকে কাটিয়া বাদ দেওয়াই সমীচীন বলিয়া মনে করি। অবশীভূত দুষ্ট ইন্দ্রিয়সমূহ যেমন যোগিগণের শত্রু, বন্ধু-বেশধারী এই দুষ্ট প্রহ্লাদও তদ্রূপ আমার পরমশত্রু। সুতরাং ভোজন, শয়ন, আসন, সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্ব উপায়ে ইহাকে বধ কর, ইহাতে কোনও প্রকার ইতস্ততঃ করিও না।”

মহারাজ হিরণ্যকশিপু কর্ত্তৃক এইরূপভাবে পুনঃ পুনঃ প্ররোচিত হইয়া অত্যন্ত সুতীক্ষ্ণদন্তযুক্ত ভয়ঙ্কর বদনবিশিষ্ট ও তাম্রবর্ণ কেশ ও শ্মশ্রুযুক্ত ভীষণমূর্ত্তি রাক্ষসগণ শূল হস্তে ‘মার’ ‘মার’ শব্দে ভৈরব নিনাদ করিতে লাগিল। অতঃপর ইহারা তীক্ষ্ণ শূল দ্বারা শ্রীহরিধ্যানরত উপবিষ্ট নিষ্পাপ প্রহ্লাদের সমস্ত মর্ম্মস্থল নির্দ্দয়ভাবে বিদ্ধ করিল। কিন্তু পুণ্যবর্জ্জিত ব্যক্তির যাবতীয় সৎকার্য্য যেমন নিষ্ফল হয় তদ্রূপ রাক্ষসগণের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইল। জগতাত্মা নির্গুণ পরমেশ্বর শব্দাদি দ্বারা অনির্দ্দেশ্য হওয়ায় অস্ত্রশস্ত্রাদির দ্বারা তাঁহাকে ভিন্ন করা যায় না। সুতরাং শ্রীগোবিন্দে সমাহিত চিত্ত প্রহ্লাদ তৎক্রোড়ে সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত হওয়ায় অস্ত্রাদির আঘাত তাঁহাকে স্পর্শই করিতে পারে নাই, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। পরমেশ্বর অস্ত্রশস্ত্রাদির অন্তর্য্যামী, রাক্ষসগণেরও অন্তর্য্যামী ও নিয়ন্তা। এই জন্য তাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত কেহ কাহাকেও নাশ করিতে বা রক্ষা করিতে সমর্থ নহে।

অতঃপর দৈত্যগণের সকল প্রয়াস নিষ্ফল হইতে দেখিয়া হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত ভীত হইয়া নির্ব্বন্ধ সহকারে পুত্র প্রহ্লাদের প্রাণ নাশের জন্য বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। প্রথমে বিশাল দিক্‌হস্তীর দ্বারা নিপেষিত করিয়া বালকের মৃত্যু ঘটাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু উহাতে অকৃতকার্য্য হইলে ক্রমশঃ বিষধর মহাসর্পসমূহের দংশনের দ্বারা, অভিচার মন্ত্রের সাহায্যে, পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে নিক্ষেপ করিয়া, গর্ত্তে সমাধি দিয়া তাহার শ্বাসরুদ্ধ করিয়া, আহারের সঙ্গে অত্যুগ্র বিষ প্রয়োগ করিয়া, বহুদিন অনাহারে রাখিয়া, ভীষণ ঠাণ্ডা বরফ চাপা দিয়া, প্রবল বায়ুর চাপ দিয়া, অগ্নির মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া, জলে নিমজ্জিত করিয়া, বিশাল প্রস্তর চাপা দিয়া প্রভৃতি বহুবিধ উপায়ে হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে বধ করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইল।

বহু যত্নেও নিষ্পাপ প্রহ্লাদের প্রাণনাশে অসমর্থ হইয়া কোনও উপায়ান্তর দেখিতে না পাইয়া দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপু দীর্ঘ চিন্তাগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন—“এই বালক প্রহ্লাদকে আমি বহু কটুবাক্য বলিয়াছি, ইহাকে বধ করিবার জন্য শূলাদি দ্বারা বিবিধ উপায়ে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু এই বালক স্বীয় তেজোপ্রভাবেই নিজেকে রক্ষা করিয়াছে। আমার অতি নিকটে অবস্থান করিয়া এবং বালক হইয়াও এ নির্ভয়ে বসিয়া আছে। কুক্কুরপুচ্ছকে টানিয়া যতই সোজা করা হউক না কেন সে যেমন তাহার স্বাভাবিক বক্রতা পরিত্যাগ করে না, তদ্রূপ এই বালকও আমার কৃত অন্যায়াচরণ কখনও ভুলিবে না এবং বিষ্ণুকেও বিস্মৃত হইবে না। এই বালকের শক্তি অপরিমেয়, কিছুতেই ইহার ভয় হইল না। আমার মনে হইতেছে নিশ্চয়ই এ অমর। সুতরাং ইহার সঙ্গে বিরোধ করিয়া আমারই বোধ হয় মৃত্যু হইতে পারে অথবা নাও হইতে পারে।”

দৈত্যপতিকে নিস্তেজ ও অধোবদনে চিন্তামগ্ন দেখিয়া শুক্রাচার্য্যের পুত্রদ্বয় ষণ্ডামর্ক নির্জ্জনে তাঁহার নিকটে অবস্থান করিয়া বুঝাইতে লাগিলেন—'হে নাথ, আপনার ভ্রূভঙ্গীমাত্রে সমস্ত লোকপালগণ ভীত হন, কাহারও সহায়তা গ্রহণ না করিয়াই আপনি একাকীই ত্রিভুবন জয় করিয়াছেন, আমরা আপনার কোনও চিন্তার কারণ দেখিতেছি না। শিশুগণের কোনও ভদ্রাভদ্র বোধ নাই, তাহারা অবোধ, সুতরাং তাঁহাদের কার্য্যাবলীতে কোনও দোষ গুণ নাই। যেকাল পর্য্যন্ত গুরুদেব শ্রীশুক্রাচার্য্য প্রত্যাগমন না করেন সে কাল পর্য্যন্ত যাহাতে প্রহ্লাদ ভীত হইয়া পলায়ন না করে তজ্জন্য ইহাকে বরুণপাশে আবদ্ধ করিয়া রাখুন। প্রায়শঃদেখাযায় বয়স অধিক হইলে এবং সাধু সেবা প্রভৃতি করিতে থাকিলে পুরুষের বুদ্ধির পরিবর্ত্তন হয়'।' গুরুপুত্রদ্বয়ের ঐরূপ পরামর্শ শ্রবণ করিয়া হিরণ্যকশিপু তাহাতে স্বীকৃতি প্রদান করিয়া বলিলেন—'তাহাই হউক। আপনারা প্রহ্লাদকে গৃহস্থ রাজাদিগের ধর্ম্ম-শিক্ষা ও দান-বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন।'

অনন্তর ষণ্ডামর্ক বিনীত স্বভাব প্রহ্লাদকে ক্রমানুসারে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বিষয়ে বিশেষভাবে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। কিন্তু গুরুবর্গের নিকট ত্রিবর্গ যথাশাস্ত্র শিক্ষা লাভ করিয়াও প্রহ্লাদের তাহা ভাল বোধ হইল না। উপদেশকগণ নিজেরাই রাগ-দ্বেষাদির বশীভূত ও সংসারাসক্ত হওয়ায় প্রহ্লাদ তাহাদের শিক্ষা কিছুতেই সাধু বলিয়া মানিয়া লইতে পারিলেন না।

একদিন গুরুবর্গ গৃহকার্য্যানুরোধে অধ্যাপনা স্থান হইতে গৃহে গমন করিলে সমবয়স্ক বালকগণ ক্রীড়া করিবার উপযুক্ত সময় বুঝিয়া প্রহ্লাদকে তাহাদের সহিত ক্রীড়া করিতে আহ্বান করিল। মহাজ্ঞানী প্রহ্লাদ হাসিতে হাসিতে সেই সকল বালকগণকে মধুরবাক্যে সম্ভাষণ করিয়া এই সংসারের পরিণাম কি চিন্তা করিতে বলিলেন। কোমলমতি বালকগণের অন্তঃকরণ শুদ্ধ ছিল, তাহাদের চিত্তবৃত্তি সুখদুঃখ দ্বন্দ্বাসক্ত ব্যক্তিগণের দ্বারা তখনও দূষিত হয় নাই। প্রহ্লাদের প্রতি তাহাদের সকলেরই গৌরববুদ্ধি ছিল। এজন্য প্রহ্লাদের ইচ্ছানুসারে তাহারা ক্রীড়া পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া তাহার প্রতি একাগ্র চিত্ত হইয়া ও দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বিশেষ ঔৎসুক্যভাবে তাহার বাক্য শুনিবার জন্য চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া বসিল। তখন মহামতি প্রহ্লাদ বালকদিগকে এই বলিয়া উপদেশ দিতে লাগিলেন—"[কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ। দুর্ল্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্॥] প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কুমারকাল হইতেই শ্রীভাগবতধর্ম্ম অনুশীলন করিবেন, কারণ মনুষ্যজন্ম দুর্ল্লভ তাহাতে আবার অনিত্য কিন্তু তথাপি অর্থদ।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী

[২য় বর্ষ দ্বাদশ সংখ্যা ২৬৮ পৃষ্ঠার অনুসরণে]

[পানিহাটীতে গঙ্গাতীরে দধি-চিড়া] মহোৎসব শেষ হইলে দিবাবসানে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু নিজ পার্ষদগণসহ শ্রীরাঘব পণ্ডিত প্রভুর গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সন্ধ্যা হইতে রাঘব-মন্দিরে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ভাবাবিষ্ট হইয়া ভক্তগণসহ বহুক্ষণ নৃত্য কীর্ত্তন করিলেন। তৎপর কিয়ৎকাল বিশ্রামের পর রাঘব পণ্ডিতের প্রার্থনায় ভক্তগণকে লইয়া ভোজনে বসিলেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু নিজ দক্ষিণপার্শ্বে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্য আসন পাতিয়া দিলেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর আকর্ষণে শ্রীমন্মহাপ্রভু উক্ত

আসনে আসিয়া বসিলেন, তাহা দেখিয়া রাঘব পণ্ডিতের আনন্দের আর সীমা রহিল না। তিনি সর্ব্বাগ্রে বিচিত্র প্রসাদ শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ প্রভুদ্বয়কে নিবেদন করিলেন এবং তৎপর সকল বৈষ্ণবগণকে পরিবেশন করিলেন। বৈষ্ণবগণ বার বার রঘুনাথকে ভোজন করিবার জন্য অনুরোধ করিতে থাকিলে রাঘব পণ্ডিত বলিলেন,—'আপনারা প্রসাদ সেবা করুন। রঘুনাথ পরে প্রসাদ পাইবেন।' রাঘব পণ্ডিতের প্রদত্ত বিচিত্র প্রসাদ ভক্তগণ আকণ্ঠ পুরিয়া ভোজন করিলেন। প্রভুদ্বয়ের ভোজন সমাপ্ত হইলে রাঘব-পণ্ডিত তাঁহাদিগকে আচমন করাইলেন এবং মালা-চন্দন ও তাম্বুলাদির দ্বারা পরিতুষ্ট করিলেন। রঘুনাথের প্রতি স্নেহবাৎসল্য হেতু রাঘব পণ্ডিত প্রভুদ্বয়ের অবশেষ পাত্র তাহাকে দিলেন এবং বলিলেন—"চৈতন্য করিয়াছেন ভোজন। তাঁর শেষ পাইলে তোমার খণ্ডিবে বন্ধন॥"

পরদিবস প্রাতে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু গঙ্গাস্নানান্তে পুনরায় নিজগণসহ বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলে রঘুনাথ অসিয়া চরণ বন্দনা করিলেন। বহুদিনের সঞ্চিত হৃদয়ের আর্ত্তি ব্যক্ত করিবার জন্য রঘুনাথ ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তিনি রাঘবপণ্ডিত প্রভুর দ্বারা নিত্যানন্দ প্রভুর চরণে নিবেদন করিলেন—

"অধম, পামর মুই হীন জীবাধম।
মোর ইচ্ছা হয়—পাঙ চৈতন্যচরণ॥
বামন হঞা চান্দ ধরিবারে চায়।
অনেক যত্ন কৈনু, তাতে কভু সিদ্ধ নয়॥
যতবার পলাই আমি গৃহাদি ছাড়িয়া।
পিতা, মাতা, দুই মোরে রাখয়ে বান্ধিয়া॥
তোমার কৃপা বিনা কেহ "চৈতন্য" না পায়।
তুমি কৃপা কৈলে তারে অধমেহ পায়॥
অযোগ্য মুই নিবেদন করিতে করি ভয়।
মোরে 'চৈতন্য' দেহ, গোসাঞি হঞা সদয়॥
মোর মাথে পদ ধরি' করহ প্রসাদ।
নির্ব্বিঘ্নে চৈতন্য পাঞ' কর আশীর্ব্বাদ॥"

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু রঘুনাথের শ্রীচৈতন্য-পাদ-পদ্ম লাভের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুলতা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং ভক্তগণকে হাসিতে হাসিতে কহিতে লাগিলেন—'ইন্দ্রের ন্যায় রঘুনাথের বিষয়সুখ। তথাপি শ্রীচৈতন্যের কৃপায় ইঁহার বিষয়সুখে রুচি হইতেছে না। তোমরা সকলে ইঁহাকে আশীর্ব্বাদ কর যাহাতে ইঁহার শ্রীচৈতন্য-চরণ লাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম গন্ধও যিনি পাইয়াছেন তাঁহার নিকট ব্রহ্মলোক আদি সুখও অতি তুচ্ছ। [যো দুস্ত্যজান্ দারসুতান্ সুহৃদ্রাজ্যং হৃদিস্পৃশঃ। জহৌ যুবৈব মলবদুত্তমঃশ্লোকলালসঃ॥" (ভা ৫।১৪।৪৩)—'ভরত-রাজা উত্তমঃশ্লোক কৃষ্ণকে পাইবার লালসায় যুবাকালেই হৃদয়গ্রাহিণী পত্নী, পুত্র, সুহৃৎ ও রাজ্যাদি মলবৎ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন;—ইহাই জাতভাব পুরুষের বিরক্তির লক্ষণ।]

অতঃপর পতিতপাবন শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু পরম স্নেহভরে রঘুনাথকে নিকটে আকর্ষণ করিয়া ব্রহ্মাদিরও দুর্ল্লভ পাদপদ্ম তাঁহার শিরে স্থাপন করিলেন এবং আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—

"তুমি করাইলা এই পুলিন-ভোজন।
তোমায় কৃপা করি' গৌর কৈলা আগমন॥
কৃপা করি' কৈলা চিড়া-দুগ্ধ ভোজন।
নৃত্য দেখি' রাত্রে কৈলা প্রসাদ ভক্ষণ॥
তোমা উদ্ধারিতে গৌর আইলা আপনে।
ছুটিল তোমার যত বিঘ্নাদি বন্ধনে॥
স্বরূপের স্থানে তোমা করিবে সমর্পণে।
অন্তরঙ্গ ভৃত্য বলি রাখিবে চরণে॥
নিশ্চিন্ত হঞা যাহ আপন ভবন।
অচিরে নির্ব্বিঘ্নে পাবে চৈতন্যচরণ॥"

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আজ্ঞায় সকল ভক্তগণ রঘুনাথকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, রঘুনাথও তাঁহাদের চরণ বন্দনা করিলেন। রঘুনাথ নিত্যানন্দ প্রভুর সেবা করিবার জন্য আকাঙ্ক্ষাবিশিষ্ট হইলেন। তিনি রাঘব পণ্ডিতের সহিত পরামর্শ করিয়া প্রভুর ভাণ্ডারীর হাতে নিভৃতে

একশত মুদ্রা ও সাততোলা সোণা দিলেন। অতঃপর রাঘবপণ্ডিত প্রভুর ইচ্ছানুসারে রঘুনাথ তাঁহার গৃহে যাইয়া ঠাকুর দর্শন করিলেন। রাঘবপণ্ডিত তাহাকে প্রসাদী মালা চন্দন এবং পথে খাইবার জন্য প্রচুর প্রসাদ দিলেন। পুনঃ রঘুনাথের ইচ্ছা হইল শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর শ্রেষ্ঠ ভৃত্য ও আশ্রিতগণেরও কিছু সেবা করেন। তজ্জন্য কোন্ ভক্তকে কত দিতে হইবে তাহা রাঘবপণ্ডিত প্রভুকে নির্ণয় করিয়া দিতে বলিলেন। রাঘবপণ্ডিতের নির্দ্দেশানুসারে রঘুনাথ ভক্তগণের যথাযোগ্য সেবার জন্য এক শত মুদ্রা ও সাত তোলা সোণা তাঁহার শ্রীহস্তে সমর্পণ করিলেন। অতঃপর রাঘবপণ্ডিত প্রভুর পদধূলি লইয়া তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন।

গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া রঘুনাথ গৃহাভ্যন্তরে আর প্রবেশ করিলেন না, বহির্বাটীতে পড়িয়া রহিলেন, রাত্রিতে দুর্গামণ্ডপে শয়ন করিয়া থাকিতেন। পুত্রের মতলব ভাল নয় বুঝিয়া গোবর্দ্ধন মজুমদার কঠোর পাহারার ব্যবস্থা করিলেন। রঘুনাথ যাহাতে পলাইয়া যাইতে না পারে তজ্জন্য প্রহরীগণ সারারাত্র জাগ্রত থাকিয়া পাহারা দিতে লাগিল। রঘুনাথ শ্রীচৈতন্য পাদপদ্মে উপনীত হওয়ার জন্য নানাবিধ উপায়ের কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমন সময় তিনি সংবাদ পাইলেন গৌড়ের ভক্তগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শন করিবার জন্য নীলাচল যাইতেছেন। রঘুনাথের মন চঞ্চল হইয়া উঠিল, কিন্তু পথে ধৃত হইবার ভয়ে ভক্তগণের সঙ্গে যাইতে সাহসী হইলেন না।

রঘুনাথ শ্রীচৈতন্য-বিরহে ক্রমশঃ কাতর হইয়া পড়িতে লাগিলেন। এইরূপভাবে কিছুদিন অতিক্রান্ত হইলে দৈবাৎ একদিন একটী ঘটনা হইল। রঘুনাথ চণ্ডীমণ্ডপে শয়ন করিয়া আছেন, তখন রাত্রি আর মাত্র চারিদণ্ড বাকী আছে, এমন সময় তাঁহার গুরুদেব শ্রীযদুনন্দন আচার্য্য সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীযদুনন্দন আচার্য্য শ্রীমৎ অদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর অন্তরঙ্গ শিষ্য ছিলেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজজন চট্টগ্রামনিবাসী শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুরের বিশেষ অনুগৃহীত ছিলেন। তিনি রঘুনাথের বাটীর পুরোহিতও ছিলেন। শ্রীযদুনন্দন আচার্য্যকে অঙ্গনে প্রবেশ করিতে দেখিয়া রঘুনাথ অভ্যুত্থান করতঃ দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। যদুনন্দন আচার্য্যের একজন শিষ্য ঠাকুরের সেবা করিতেন। কিন্তু কোনও কারণবশতঃ শিষ্যটী সেবা ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়ায় আচার্য্য রঘুনাথের নিকট আসিয়াছেন সেবককে বুঝাইয়া পুনরায় তাহাকে সেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য। আচার্য্য রঘুনাথকে বলিলেন—'আর ব্রাহ্মণ পাওয়া যাইতেছে না। সুতরাং তুমি যেভাবে পার সেবককে অনুরোধ করিয়া ঠাকুর সেবায় নিয়োজিত করিবার চেষ্টা কর।' প্রাতে ঠাকুরের আরাত্রিক হইবে, এইজন্য শেষ রাত্রিতে আচার্য্য রঘুনাথের গৃহে আসিয়াছেন দ্রুত কোনও একটা ব্যবস্থা করা যায় কি না চেষ্টা করিতে। আচার্য্য রঘুনাথকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন, তৎকালে প্রহরীগণ নিদ্রিত ছিল। রঘুনাথ আচার্য্যের গৃহাভিমুখে অর্দ্ধপথ পর্য্যন্ত অনুগমন করিয়া গুরুদেবকে কহিলেন—"প্রভো, আমি ব্রাহ্মণ সেবককে বুঝাইয়া পাঠাইয়া দিব। আপনার কষ্ট করিবার দরকার নাই। আপনি সুখে গৃহে গমন করুন। আমাকে আজ্ঞা করুন আমি একাকী যাই।" এইভাবে রঘুনাথ ছল করিয়া গুরুদেবের আজ্ঞা মাগিয়া লইলেন। পথে চলিতে চলিতে রঘুনাথ বিচার করিলেন সেবক কিংবা রক্ষক কেহ এখন সঙ্গে নাই, পলাইবার এই সুবর্ণসুযোগ। এই চিন্তা করিয়া তিনি পূর্ব্ব মুখে দ্রুত চলিতে লাগিলেন. কিছু দূর যাইয়া পিছন ফিরিয়া দেখিলেন কেহ আসিতেছে কি না, কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুদ্বয়ের পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া সদর রাস্তা ছাড়িয়া উপপথ দিয়া চলিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ গ্রামের রাস্তা দিয়া চলিলে ধরা পড়িতে পারেন ভয়ে গ্রাম্য রাস্তাও ছাড়িয়া দিয়া বনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং সর্ব্বক্ষণ কায়মনোবাক্যে চৈতন্যচরণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। এক দিনে ত্রিশ মাইল পথ অতিক্রম

করিলেন। উক্ত দিবস সন্ধ্যায় এক গোয়ালার গো-বাথানে আসিয়া আশ্রয় লইলেন। তাঁহাকে উপবাসী দেখিয়া সেই গোপ দুগ্ধ আনিয়া দিলেন। রঘুনাথ দুগ্ধ পান করিয়া সেইরাত্র গোশালায় অতিবাহিত করিলেন।

এদিকে রঘুনাথের বাটীতে প্রহরীগণ জাগ্রত হইয়া রঘুনাথকে চণ্ডীমণ্ডপে দেখিতে না পাইয়া ভীত ও চিন্তিত হইল। রঘুনাথ গুরুদেবের গৃহে যাইতে পারেন অনুমান করিয়া তাহারা যদুনন্দন আচার্য্যের গৃহে গমন করিল। কিন্তু গুরুদেব তাহাদিগকে কহিলেন—"রঘুনাথ আমার আজ্ঞা লইয়া ঘরে ফিরিয়া গিয়াছে।' এই কথা শুনিয়া তাহারা নিঃসন্দেহ হইল যে রঘুনাথ পলাইয়াছেন। তখন চতুর্দ্দিকে মহা কোলাহল উত্থিত হইল। রঘুনাথের পিতা কহিলেন—"গৌড়ের ভক্তগণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নিকট নীলাচলে গিয়াছেন, সেই সঙ্গে রঘুনাথ নিশ্চয়ই পলাইয়া গিয়াছে। তোমরা দশজন যাইয়া তাহাকে ধরিয়া আন।" এই বলিয়া তাঁহার পুত্রকে ফেরৎ পাঠাইবার জন্য শিবানন্দ সেনকে অনুরোধ করিয়া একটী পত্র লিখিয়া তাহাদের হাতে দিলেন। খুব দ্রুত ধাবমান হইয়া উক্ত দশজন প্রহরী ঝাঁকরা পৌছিয়া গৌরভক্তগণের নাগাল ধরিল কিন্তু রঘুনাথকে দেখিতে পাইল না। শিবানন্দ সেনকে পত্র দিয়া তাহারা রঘুনাথের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কোনও সংবাদ দিতে পারিলেন না। প্রহরীগণ নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলে রঘুনাথের পিতা মাতা অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

এধারে রঘুনাথ গো-বাথানে রাত্রি যাপন করিয়া পরদিন প্রাতে পূর্ব্বমুখ ছাড়িয়া দক্ষিণাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি ছত্রভোগ পার হইলেন। কিন্তু কোনও সময় বড় রাস্তা ধরিলেন না, কুগ্রাম কুগ্রাম দিয়া চলিতে লাগিলেন। সমস্ত দিন অনাহারে আছেন, তথাপি ভ্রূক্ষেপ নাই, ক্রমাগত চলিতেছেন। চৈতন্যচরণ প্রাপ্তির জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হওয়ায় রঘুনাথ ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলিয়া গিয়াছেন। কোনও দিন চানা চিবাইয়া, কখনও বা রন্ধন করিয়া, কখনও শুধু দুগ্ধ পান করিয়া, যখন যেমন পাওয়া যাইতেছে তাহা গ্রহণ করিয়া নিজ প্রাণ রক্ষা করিতেছেন। বার দিনেতে তিনি পুরুষোত্তম ধামে আসিয়া পৌছিলেন, পথে মাত্র তিন দিন ভোজন করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুস্বরূপ-দামোদরাদি ভক্তবৃন্দসহ অবস্থান করিতেছেন, এমন সময় রঘুনাথ আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। রঘুনাথ দূর হইতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। মুকুন্দ দত্ত দেখিতে পাইয়া কহিলেন—'এই আইল রঘুনাথ।' শ্রীমন্মহাপ্রভু রঘুনাথকে দেখিয়া তাঁহাকে নিকটে আসিতে বলিলেন। রঘুনাথ আসিয়া চরণ বন্দনা করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু উঠিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। রঘুনাথ স্বরূপাদি ভক্তবৃন্দেরও চরণ বন্দনা করিলে তাঁহার প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা লক্ষ্য করিয়া তাঁহারাও উঠিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু রঘুনাথকে কহিলেন :—"কৃষ্ণকৃপা বলিষ্ঠ সবা হৈতে। তোমারে কাড়িল বিষয়-বিষ্ঠা-গর্ত্ত হৈতে।" রঘুনাথ ইহা শুনিয়া মনে মনে কহিলেন—"কৃষ্ণ নাহি জানি। তব কৃপা কাড়িল আমা—এই আমি মানি॥" শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপরিউক্ত শিক্ষার তাৎপর্য্য শ্রীল প্রভুপাদ অনুভাষ্যে এইরূপ লিখিয়াছেন—"প্রাক্তন কর্ম্মফলাদি অপেক্ষা কৃষ্ণকৃপা অধিকতর সামর্থ্যবিশিষ্ট। কৃষ্ণের এই অনুকম্পাই তোমাকে বিষয়রূপ বিষ্ঠা-গর্ত্ত হইতে উদ্ধার করিল। বিষয়ে অনুরাগী হইলে জীব নিজ-বলে তাহা ত্যাগ করিতে পারে না; বিশেষতঃ শুদ্ধ কৃষ্ণ-দাস জীবের নিকট বিষয়—বিষ্ঠা-গর্ত্ততুল্য। মহাপ্রভু শ্রীল রঘুনাথকে নির্ব্বিষয় বলিয়া জানিলেও আর্ত্ত বিষয়ীকে শিক্ষা দিবার জন্যই তাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া ইহা কহিলেন॥"

(ক্রমশঃ)

শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব

[ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ, এম্-এ]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৩য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা ৯১ পৃষ্ঠার অনুসরণে)

শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ মাধুর্য্য চতুষ্টয়

শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শ্রীকৃষ্ণের যে অসাধারণ চারিটী গুণের * কথা বলিয়াছেন উহার মূলবস্তু তাঁহার মাধুর্য্য। যথা—

(১) লীলা-মাধুরী। লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যেক লীলাতেই মনোহারিত্ব। সর্ব্বলীলা-মুকুটমণি রাস-লীলার মাহাত্ম্য বর্ণনায় শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখেই বলিতেছেন—

সন্তি যদ্যপি মে প্রাজ্যা লীলা স্তাস্তা মনোহরাঃ।
নহি জানে স্মৃতে রাসে মনো মে কীদৃশং ভবেৎ॥

—যদ্যপি আমার জন্মাদি সমস্ত লীলাই প্রচুর মাহাত্ম্য-যুক্ত এবং মনোহর তথাপি রাসলীলার কথা স্মরণ করিলে আমার মন যে কিরূপ ভাবাবিষ্ট হয় তাহা আমি নিজে বুঝিয়া প্রকাশ করিতে পারি না। শ্রীনারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মীদেবী ব্রজলীলা আস্বাদন করিবার জন্য বৈকুণ্ঠের সমস্ত সুখ ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। দ্বারকার মহিষীগণ রাসাদিলীলা মাধুর্য্যের কতভাবে প্রশংসা করিয়াছেন। ব্রজগোপীগণ এই লীলা-মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম, কর্ম্ম, লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহসুখ, আত্মসুখ, নিজ পরিজনের ও আত্মীয় স্বজনের শাসনবাক্য, তাড়না, ভর্ৎসনা সমস্ত উপেক্ষা করিয়াছিলেন।

(২) বেণু-মাধুরী। শ্রীকৃষ্ণের মধুর মুরলীনাদে ব্রজবাসিগণের ভাবসিন্ধু উচ্ছলিত হইয়া উঠিত। শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়সী ব্রজগোপীগণ ঐ বংশীনাদ শ্রবণে উন্মাদিনীর ন্যায় বিবেকরহিতা হইয়া পতি, পিতা, আত্মীয়-স্বজনের নিষেধ না মানিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনোৎকণ্ঠায় ব্যাকুল হইয়া শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে ছুটিয়া যাইতেন। কি স্থাবর, কি জঙ্গম সকলেই বংশীনাদে বিকার প্রাপ্ত হইতেন—শুষ্ককাষ্ঠে পল্লবোদ্গম হইত, শিলা বিগলিত হইত, পশুপক্ষীগণ মুগ্ধ হইয়া নিস্পন্দভাবে

---

* "অয়ং নেতা সুরম্যাঙ্গ……ঈশ্বরশ্চেতি"— অর্থাৎ 'সুরম্যাঙ্গ' হইতে 'ঈশ্বরঃ' (ঐশ্বর্য্যযুক্ত) পর্য্যন্ত ৫০টী গুণ বিন্দু বিন্দুরূপে সর্ব্ব জীবে আছে। কিন্তু কৃষ্ণে উহা অগাধরূপে বর্ত্তমান। এই ৫০ গুণের উপর আর ৫টী মহাগুণ কৃষ্ণে পূর্ণরূপে আছে এবং অংশে শিবাদি দেবতায় বর্ত্তমান—(১) সদা স্বরূপ-সংপ্রাপ্ত, (২) সর্ব্বজ্ঞ, (৩) নিত্যনূতন, (৪) সচ্চিদানন্দ-ঘনীভূতস্বরূপ, (৫) সর্ব্বসিদ্ধি বশকারী (অতএব সর্ব্বসিদ্ধি নিষেবিত)।

লক্ষ্মীপতি শ্রীনারায়ণে আরও ৫টী গুণ বর্ত্তমান এবং উহা শ্রীকৃষ্ণে পরিপূর্ণভাবে আছে কিন্তু শিবাদি দেবতায় বা জীবে সে গুণ নাই—(১) অবিচিন্ত্যমহাশক্তিত্ব, (২) কোটী-ব্রহ্মাণ্ড-বিগ্রহত্ব, (৩) সকলাবতার-বীজত্ব, (৪) হতারিগতিদায়কত্ব ও (৫) আত্মারামগণ-আকর্ষকত্ব।

উক্ত ৬০গুণের অতিরিক্ত আর ৪টী গুণ শ্রীকৃষ্ণেরই অসাধারণ গুণ (অন্য কোন স্বরূপে প্রকাশিত নাই)—(১) সর্ব্বলোকের চমৎকারিণী লীলা-কল্লোল বারিধি, (২) অতুলনীয় মাধুর্য্য বিশিষ্ট মহাভাব পর্য্যন্ত যাবতীয় প্রেমদ্বারা ভক্তসমূহের মণ্ডনকারী, (৩) ত্রিজগতের চিত্তাকর্ষী মুরলী-গীত গান (৪) অসমোর্দ্ধ বিস্মাপিতচরাচর রূপমাধুর্য্য। সংক্ষেপে—লীলা মাধুর্য্য, প্রেমময় প্রিয়জন সহ বিরাজমানতা, বেণুমাধুর্য্য ও রূপমাধুর্য্য।

অবস্থান করিত, যমুনার জল স্তব্ধ ও স্ফীত হইয়া উঠিত।

শ্রীরূপপাদের বিদগ্ধ মাধবে এইরূপ বর্ণনা আছে—

রুন্ধন্নম্বুভৃতশ্চমৎকৃতিপরং কুর্ব্বন্ মুহুস্তুম্বুরুম্।
ধ্যানাদন্তরয়ন্ সনন্দনমুখান্ বিস্মাপয়ন্ বেধসম্॥
ঔৎসুক্যাবলিভির্বলিং চটুলয়ন্ ভোগীন্দ্রমাঘূর্ণয়ন্।
ভিন্দন্নণ্ড কটাহ ভিত্তিমভিতো বভ্রাম বংশী-ধ্বনিঃ॥

—শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি মেঘের (অম্বুভৃতঃ) গতিরোধ করে। সঙ্গীতাচার্য্য গন্ধর্ব্ব শ্রেষ্ঠ তুম্বুরুকে বারংবার চমৎকৃত করে। সনন্দনাদিকে (ব্রহ্মার মানস পুত্র চতুঃসন) তাঁহাদের ধ্যান হইতে বিচলিত হন। ব্রহ্মাকে (বেধসম্) বিস্ময়াপন্ন করে। সুতলবাসী বলিমহারাজের চিত্তে নানাবিধ ঔৎসুক্য জাগ্রত করিয়া তাঁহাকে চটুল অর্থাৎ চঞ্চল করিয়া দেয়। ভূধারী শেষ নাগের ('ভোগীন্দ্রম্') মস্তক বিঘূর্ণিত হয়—এইভাবে ব্রহ্মাণ্ড-কটাহের মূলদেশ ('অণ্ডকটাহভিত্তি') আলোড়িত করিয়া ('ভিন্দন্') এই বংশীধ্বনি চতুর্দ্দিকে ('অভিতঃ') পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল ('বভ্রাম')।

(৩) রূপ-মাধুরী। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুর্য্য সম্বন্ধে বলিতেছেন—

'যে রূপের এক কণ, ডুবায় যে ত্রিভুবন,
সর্ব্ব প্রাণী করে আকর্ষণ।
রূপ দেখি' আপনার, কৃষ্ণের হৈল চমৎকার,
আস্বাদিতে মনে উঠে কাম।
ব্রহ্মাণ্ডোপরি পরব্যোম, তাহাঁ যে স্বরূপগণ,
তাঁ-সবার বলে হরে মন।
পতিব্রতা শিরোমণি, যাঁরে কহে বেদবাণী,
আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২১ শ পঃ)

শ্রীকৃষ্ণরূপের মাধুর্য্য এমন যে তাহার এক কণিকা সকল প্রাণীকে আকর্ষণ করে। [কৃষ্ ধাতুর এক অর্থ আকর্ষণ—যিনি তাঁহার সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য দ্বারা সকলকে আকর্ষণ করেন, তিনিই কৃষ্ণ] স্বয়ং কৃষ্ণ মণিময় ভিত্তিতে প্রতিবিম্বিত নিজের মূর্ত্তি দর্শনে বিস্মিত হইয়া উহা উপভোগ করিতে চাহিয়াছিলেন। [কিন্তু বিষয়াবলম্বন-রূপে উহা উপভোগ করিতে পারেন নাই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যলীলায় শ্রীরাধিকার ভাব গ্রহণ করিয়া শ্রীরাধিকার ন্যায় প্রেমের আশ্রয় গৌরসুন্দররূপে নিজ মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়াছিলেন]। অনন্তকোটি প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে ভগবৎস্বরূপগণ (মৎস্য-কূর্ম্মাদি অবতারগণ) এবং অপ্রাকৃত পরব্যোমে নারায়ণাদি স্বরূপগণ শ্রীকৃষ্ণ-রূপমাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া যান। বেদে যাঁহারা পতিব্রতা-শিরোমণি বলিয়া আখ্যাত সেই বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণও শ্রীকৃষ্ণরূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার মাধুর্য্য আস্বাদনের জন্য ব্যাকুল হন—এমনি অতুলনীয় শ্রীকৃষ্ণের রূপ-মাধুর্য্য।

শ্রীকৃষ্ণ-রূপমাধুর্য্য সম্বন্ধে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-পাদ রায় রামানন্দ মুখে বলিতেছেন—

বৃন্দাবনে 'অপ্রাকৃত নবীন মদন'।
কামগায়ত্রী কামবীজে যাঁর উপাসন॥
পুরুষ, যোষিৎ, কিবা স্থাবর-জঙ্গম।
সর্ব্ব-চিত্তাকর্ষক, সাক্ষাৎ মন্মথ-মদন॥

(চৈঃ চঃ মধ্য-৮ম ১৩৭-৩৮)

—প্রাকৃত মদন জীবের চিত্তে দেহ-দৈহিক প্রাকৃত বস্তুতে কামনা জন্মাইয়া তাহাকে উন্মত্ত করে। শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত কামদেবরূপে তাঁহারই সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যরূপ অপ্রাকৃত বস্তু প্রাপ্তির জন্য কামনা জন্মান। প্রাকৃত কাম্যবস্তু আস্বাদন করিবার পর আস্বাদন লালসা প্রশমিত হইয়া যায় কিন্তু কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য আস্বাদনে আস্বাদন লালসা প্রশমিত হয় না—উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে। তাহার কারণ শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে ঐ সকল আস্বাদনীয় বস্তু নিত্য নূতন বলিয়া বোধ হইতে থাকে। এজন্য শ্রীকৃষ্ণকে 'অপ্রাকৃত নবীন মদন' বলা হইয়াছে। মায়ামুগ্ধ জীবের চিত্তে এই নবনবায়মান সৌন্দর্য্যাদি অনুভূত হয় না সেজন্য ঐ সকল জীবের চিত্তকে নবীন-মদন শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য আস্বাদন করিবার

যোগ্যতা প্রদানের জন্য উপাসনা বা সাধন প্রণালী হইতেছে প্রণবের রসাত্মকরূপ **কামবীজে** ও বৈদিক গায়ত্রীর রসাত্মকরূপ কামগায়ত্রী অবলম্বনে। শ্রীকৃষ্ণ নারী, পুরুষ কিংবা বৃক্ষলতা বা পশুপক্ষী প্রভৃতি সকলের চিত্তকেই আকর্ষণ করেন। বদ্ধ জীবের চিত্ত-মথনকারী স্বয়ং মদন (প্রাকৃত কামদেব) শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্যাদি দর্শনে মোহিত হন এজন্য শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ 'মন্মথ-মদন' বলা হইয়াছে।

(৪) প্রেমময়-প্রিয়জন পরিবেষ্টিততা-মাধুরী— অর্থাৎ প্রেম মাধুর্য্য। শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত ধর্ম্মের মধ্যে প্রিয়ত্বই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। তিনি নিজে প্রীতি বা প্রেমের ভাণ্ডার। প্রেমমণ্ডিত ভক্তগণের নিকট হইতে প্রেম-সেবা গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহার লোলুপতা। প্রেমময় প্রিয়জনের সঙ্গই তাঁহাকে সর্ব্বাধিক আনন্দ দান করে এই সকল ভক্তের নিকট তিনি প্রেমাধীন হইয়া পড়েন। এই প্রেমময়তার তারতম্যানুসারে তাঁহার ভক্তগণ সম্বন্ধে তাঁহার প্রিয়তার তারতম্য। তাই শ্রীরূপপাদ তাঁহার উপদেশামৃতে বলিতেছেন

জড় **কর্ম্মী** অপেক্ষা গুণত্রয়বর্জ্জিত চিদনুসন্ধানকারী **জ্ঞানী** শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়। জ্ঞানী অপেক্ষা জ্ঞানবিমুক্ত **শুদ্ধভক্ত** প্রিয়। ভক্তগণ মধ্যে **প্রেমৈকনিষ্ঠ ভক্ত** প্রিয়, প্রেমনিষ্ঠ ভক্তমধ্যে **ব্রজগোপীগণ** প্রিয়, সর্ব্ব গোপীমধ্যে **শ্রীরাধিকা** প্রিয়। (উপদেশামৃত ১০ম শ্লোক)। এই প্রেমবিকাশের তারতম্যানুসারে স্থানেরও তারতম্য—সেজন্য শ্রীরূপপাদ সর্ব্ব প্রেয়সী শ্রেষ্ঠা শ্রীরাধিকার কুণ্ড অর্থাৎ শ্রীরাধাকুণ্ডকে সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বোত্তম প্রীতিপাত্র বলিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যে, পৌগণ্ডে ও কৈশোরে সর্ব্বাবস্থায়ই তাঁহার এই 'প্রেমময়-প্রিয়জন-বেষ্টিততা'রূপ মাধুর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রজের পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ-ছোটবড় সকল জীবেরই উপর তাঁহার অকৃত্রিম প্রাণ-ঢালা ভালবাসা। সকলেই পরমপ্রেমবান্ ও শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রীতির পাত্র। প্রত্যেকের সহিতই তাঁর নানা-ভাবে প্রেম-ব্যবহার।

বাল্যে মা যশোদা ছাড়া অন্য ব্রজরমণীগণের স্তন-দুগ্ধ পান, ব্রজরমণীদের গৃহে নবনীতচুরি সবই তাঁহার প্রেম-মাধুর্য্য। নানাভাবে তাঁহাদের নিকট মনোমুগ্ধকর চাঞ্চল্য প্রকাশ—দামোদর লীলায় শ্রীকৃষ্ণের প্রেমমাধুর্য্য অতিশায়িতভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ এবং ঐশ্বর্য্য অনুসন্ধানেই মত্ত অথচ তাঁহার মাধুর্য্যপূর্ণ ভক্তবশ্যতা ও প্রেমাধীনতার অনুসন্ধানে অক্ষম সেই সকল যোগী, জ্ঞানী এবং ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান-নিষ্ঠ ভক্তগণের উদ্দেশেই পদ্মপুরাণোক্ত দামোদরাষ্টকে ঘোষণা করা হইয়াছে—"ইতীদৃক্ স্বলীলাভিরানন্দকুণ্ডে স্বঘোষং নিমজ্জন্তমাখ্যাপয়ন্তম্। তদীয়েশিতজ্ঞেষু ভক্তৈর্জ্জিতত্বং পুনঃ প্রেমতস্তং শতাবৃত্তি বন্দে॥"— এইরূপ বাল্য লীলাবলীদ্বারা যিনি ব্রজবাসিগণকে আনন্দ সমুদ্রে ভাসমান করিতেছেন এবং যিনি ভগবদৈশ্বর্য্য জ্ঞানপর ব্যক্তিগণের নিকট "আমি ঐশ্বর্য্য জ্ঞানশূন্য প্রেমিক ভক্তগণের দ্বারা জিত হইয়াছি"—ইহা প্রকাশ করিতেছেন। আমি প্রেমভরে পুনরায় সেই পরমেশ্বরকে শত শত বার বন্দনা করি।

এই লীলায় শ্রীকৃষ্ণের ক্ষুধা, অতৃপ্তি, ক্রোধ, চৌর্য্য, ভয়, পলায়ন, রোদন ও বন্ধন সর্ব্ব বিষয়েই তাঁহার মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি ক্ষুধিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে দধিমন্থনরতা মা যশোদার ক্রোড়ে উঠিয়া স্তনপান করিতে লাগিলেন, স্তনপানে তৃপ্ত হইতে না হইতে মাতা তাঁহাকে ভূমিতে নামাইয়া রাখিয়া অন্যকার্য্যে চলিয়া গেলেন, তাহাতে স্তনপানে অতৃপ্ত কৃষ্ণ ক্রোধে অধীর হইয়া দধিভাণ্ডাদি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন এবং নবনীত চুরি করিলেন--মাতাকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিলেন— মাতা পলায়নমান কৃষ্ণকে বামহস্তমুষ্টির দ্বারা ধরিয়া ফেলিলেন—কৃষ্ণ তখন ভীত হইয়া মাতার নিকট অনুনয় বিনয় ও রোদন করিতে লাগিলেন—তখন মা যশোদা সেই অশান্ত সন্তানকে শাসন করিবার জন্য বন্ধন করিলেন। এখানে আত্মারাম শিরোমণি স্বয়ং ভগবান্

যিনি ক্ষুধা তৃষ্ণার অতীত তিনি আজ ক্ষুধার্ত্ত, যিনি নিত্যতৃপ্ত, 'নিজবাঞ্ছাপূর্ণ'' তিনি মা যশোদার স্তনপানে সর্ব্বদাই অতৃপ্ত, যিনি শুদ্ধ-সত্ত্ববিগ্রহ তিনি আজ ক্রুদ্ধ, সর্ব্বসম্পদাধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবী যাঁহার চরণ সেবাধিকার পাইবার জন্য তপস্যা করেন তিনি আজ নবনীত চুরি করিতেছেন। যিনি সর্ব্বাভয় প্রদাতা—মহাকাল যাঁহার ভয়ে ভীত তিনি আজ মা যশোদার ভয়ে ভীত হইয়া পলায়নপর। যিনি সাক্ষাৎ আনন্দস্বরূপ তিনি আজ রোদন করিতেছেন। যিনি সর্ব্বব্যাপী অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদর তিনি আজ মা যশোদার বন্ধনে বদ্ধ। এই সকল লীলাদ্বারা শ্রীভগবানের ভক্তানুগ্রহই প্রকাশ পাইতেছে। প্রেমিক ভক্তের আনন্দ বর্দ্ধনের জন্যই তিনি তাঁহার প্রেমসেবা গ্রহণ করেন ও তাঁহার প্রেমানুরূপ ভাব ও লীলা প্রকাশ করেন। 'মদ্ভক্তবিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ'—আমার ভক্তকে আনন্দদান করিবার জন্য আমি নানাবিধ ক্রিয়া করিয়া থাকি। শ্রীকৃষ্ণ নিজে পর্য্যন্ত এই ভক্তভাবের লোভ ছাড়িতে না পারিয়া কলিযুগে ভক্তের ভাব ও কান্তি গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া 'কাঁহা কৃষ্ণ প্রাণনাথ, মুরলীবদন' বলিয়া কাঁদিয়া বেড়াইয়া ভক্তভাবেরই প্রাধান্য দেখাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ দুর্ব্বাসাকে বলিয়াছেন "অহং ভক্তপরাধীনোহস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ" হে ব্রাহ্মণ, আমি (সর্ব্বেশ্বর হইলেও) ভক্তের অধীন, তত্ত্বতঃ আমি স্বতন্ত্র (স্বাধীন) মনে হইলেও আমি ভক্তের অধীন—ভক্তের ইচ্ছানুরূপই-লীলা আমি করিয়া থাকি। শ্রীভগবান্ গীতাতেও বলিতেছেন—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্" —যে ভক্ত যে ভাবে আমাতে প্রপন্ন হয় আমি তদনুরূপ তাঁহার বাঞ্ছা পূরণ করিয়া থাকি। বাৎসল্য প্রেমবতী মা যশোদার নিকট শ্রীভগবান্ তাঁহার বাল্যোচিত ভাবেই সেবা গ্রহণ করিয়াছেন।

পৌগণ্ডে বৎসচারণলীলায় শ্রীকৃষ্ণ সখ্যপ্রেমময় গোপবালক ও গোবৎসগণকে দেখিয়া পরমানন্দে মত্ত হইতেন। কখনও সখাগণের স্কন্ধে আরোহণ করিতেছেন, কখনও বা খেলায় পরাজিত হইয়া তাহাদিগকে নিজস্কন্ধে বহন করিতেছেন। কোনও সখা একটী ফল ভক্ষণ করিয়া উহা অতি সুস্বাদু বোধে সেই উচ্ছিষ্ট ফল ভাই কানাইএর মুখে পুরিয়া দিতেছেন। বংশীবাদন করা মাত্র গোবৎসগণ পরমানন্দে মত্ত হইয়া কেহ বা উর্দ্ধপুচ্ছে কেহ বা মাথা নাড়িতে নাড়িতে কৃষ্ণের কাছে ছুটিয়া আসিত। কৃষ্ণকে দেখিয়া তাঁহার মুখের দিকে অনিমেষনয়নে তাকাইয়া থাকিত কিংবা প্রেমভরে তাঁহার অঙ্গ লেহন করিত। গোষ্ঠ হইতে ফিরিবার সময় গোবৎসগুলি দ্রুতবেগে চলিতে কষ্টবোধ করিতেছে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ সখাগণসহ তাহাদিগকে কোলে করিয়া লইয়া যাইতেন। ধেনুগণ শ্রীকৃষ্ণের দিকে তাকাইয়া হাম্বারব করিতে থাকিলে কৃষ্ণ ছুটিয়া গিয়া দুই বাহু দ্বারা তাহাদের গলবেষ্টন করিতে থাকিতেন, তাদের অঙ্গে নিজ অঙ্গ ঢালিয়া দিতেন কিংবা কত আদরে তাহাদের গাত্রমার্জ্জন করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ বানরদিগের সহিত, ময়ূরদিগের সহিত, কত রকমে প্রেমব্যবহার করিতেন। হরিণীগণ প্রেমভরে শৃঙ্গাগ্রদ্বারা কৃষ্ণের পৃষ্ঠ কণ্ডুয়ন করিয়া দিত। শুক-পিকাদি পক্ষীগণ মধুররবে কৃষ্ণের কর্ণ তৃপ্ত করিত। বৃক্ষগণ পত্রপুষ্প শোভিত হইয়া কৃষ্ণের আনন্দ বর্দ্ধন করিত। কোন সখা পুষ্পচয়ন করিতে করিতে যদি একটী শাখা ভাঙ্গিয়া ফেলিত কৃষ্ণ সেজন্য কত অনুতপ্ত হইতেন। গো ও গোপরমণীগণের কৃষ্ণের প্রতি কি অনির্ব্বচনীয় ভালবাসা। ব্রহ্মমোহন লীলায় ব্রহ্মার দ্বারা গোবৎস ও গোপ-বালকগণকে স্থানান্তরিত করাইয়া নিজেই অনন্ত গোবৎস ও গোপবালক মূর্ত্তিতে ব্রজের গো ও গোপরমণীগণের স্তনদুগ্ধ তাঁহার শ্রীমুখে চূষণ করিয়া উহা পরমানন্দে পান করিয়াছিলেন। যশোদা-নন্দনরূপে তিনি শুধু মা যশোদা ও কতিপয় ব্রজ-রমণীগণের স্তন্যামৃত পান করিয়া যেন তৃপ্ত হইলেন না, তাই ব্রজের অসংখ্য গো সমূহ ও গোপরমণীগণকে

আনন্দ দান জন্য প্রেমলোলুপ ও প্রেমাধীন শ্রীভগবান্ এই লীলা করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মা যখন গোপবালক ও গোবৎসগণকে স্থানান্তরিত করিলেন তখন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আনন্দস্বরূপ ও সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও তাঁহার লীলাশক্তির প্রভাবে ঐ সকল গোপ-বালক ও গোবৎসগণকে পাইবার জন্য কত ছুটাছুটী করিয়া বেড়াইয়াছেন, বনে বনে খোঁজিয়া বেড়াইয়াছেন, তাহাদের নাম ধরিয়া ডাকিয়াছেন, যখন অনুসন্ধান করিয়া পাইলেন না এবং তাহাদের জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন তখন তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতাশক্তির প্রভাবে সমস্তই বুঝিতে পারিয়া ব্রজের গোপী ও গোপগণের বাৎসল্য প্রেমরস আস্বাদন করিবার জন্য স্বয়ংই অসংখ্য গোপবালক ও গোবৎসমূর্ত্তি ধারণ করিয়া গৃহে ফিরিলেন। এতাদৃশ প্রেম ও প্রেমাধীনতার দৃষ্টান্ত তাঁহার অন্য কোন স্বরূপে দেখা যায় না।

[ক্রমশঃ]

দক্ষিণ ভারতীয় তীর্থ পরিক্রমণ

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৩য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা ৭১ পৃষ্ঠার পর)

১৪।১১—মাদুরা হইতে শ্রীবিল্লিপুত্তুর ষ্টেসনে সকাল ৭-৩৫ মিঃএ পৌঁছাই। ৬-৩৫ মিঃএ আসিবার কথা। ষ্টেসন হইতে মন্দির প্রায় ১॥ মাইল। কীর্ত্তনসহ প্রথমে শ্রীমন্দিরের নিম্নতলে অন্ধকার গৃহে প্রদীপালোক সাহায্যে শ্রীলক্ষ্মী-নৃসিংহ দর্শন, অতি সুন্দর মূর্ত্তি, দক্ষিণ উর্দ্ধ হস্তে চক্র, বাম উর্দ্ধ হস্তে শঙ্খ, বাম নিম্নহস্তে শ্রীলক্ষ্মীদেবীকে অঙ্কে ধারণ এবং দক্ষিণ নিম্নহস্তে আশীর্ব্বাদ দান মুদ্রা। উপরতলায় শ্রীবটপত্রশায়ী বিরাট শেষশায়ী শায়িত বিগ্রহ, শিরোদেশে শ্রীঅনন্তদেবের পঞ্চফণা, গরুড়, বিশ্বকসেন, নাভিকমলে ব্রহ্মা, শ্রী-ভূ পাদ-সেবারতা, চরণসমীপে ভৃগু ও মার্কণ্ডেয় ঋষি, ব্রহ্মার বাম পার্শ্বে চতুঃসন, দক্ষিণে সূর্য্যাদি, নারদ, তুম্বুরু, পাদদেশে মধু ও কৈটভ ইত্যাদি দর্শনান্তে সুদর্শনচক্র-মন্দির হইয়া শ্রীগোদাদেবীর জন্মস্থান দর্শন পূর্ব্বক শ্রীগোদাম্বা মন্দিরে শ্রীরাজগোপাল, দক্ষিণে গোদাম্বা ও বামে গরুড় মূর্ত্তি দর্শন করি। শ্রীরঙ্গমান্নার, রঙ্গনাথ ও রাজগোপাল—শ্রীরঙ্গনাথের এই তিন নাম। শ্রীগোদা-ম্বাকেও শ্রীঅণ্ডাল ও শ্রীসুরিকুর্ত্তানাচিয়ার বলা হইয়া থাকে। স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী শ্রীবিষ্ণুচিত্তস্বামীর কন্যা গোদা-দেবীরূপে আবির্ভূতা হন। শ্রীবিষ্ণুচিত্তস্বামীর আরাধ্য মূর্ত্তি শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ। শ্রীগোদাম্বা শ্রীনারায়ণকেই পতি-রূপে বরণ করেন এবং নারায়ণ তাঁহাকে লক্ষ্মীরূপে গ্রহণ করেন। অচলমূর্ত্তি ও উৎসবমূর্ত্তি দর্শন করিলাম। পর, ব্যূহ, বৈভব, অন্তর্যামী ও অর্চ্চা ভেদে ১০৮টি আলেখ্য এবং আল্‌বর বা দিব্যসুরিগণের আলেখ্যও দর্শন করা হইল। অপূর্ব্ব কারুকার্য্যখচিত রথ দর্শন করিলাম। বিল্লিপুত্তুরে আর একটি শিবমন্দির শ্রীগোদাম্বামন্দির হইতে একটু দূরে অবস্থিত। আমরা তথায় যাই নাই, বেলা ২-৪৭ মিঃএ বিল্লিপুত্তুর হইতে ত্রিবেন্দ্রাম (Trivandrum) রওনা হই।

১৫।১১—আমরা সকাল ৮-১৫ মিঃ এ ত্রিবেন্দ্রাম পৌঁছাই। সকাল ৯॥ টা হইতে ১০ টা পর্য্যন্ত দর্শন ছিল। কিন্তু আমরা প্রস্তুত হইতে না পারায় বৈকাল ৪ টায় রওনা হইয়া ৪॥ টায় দর্শনের ব্যবস্থা হয়। অদ্য ৬ ছয় মূর্ত্তি কন্যাকুমারী দর্শনে চলিয়া যান, এখান হইতে ৫৫ মাইল বাসে যাইতে হয়। ত্রিবেন্দ্রমে দর্শন —শ্রীশ্রীঅনন্তপদ্মনাভ জিউ, ইঁহাকে 'শ্রীঅনন্তশয়ন'ও বলা হয়। প্রথম গোপুরম্ ৭ তালা, দ্বিতীয়টি ছোট, মন্দিরের ছাদ তাম্রাস্তরণ মণ্ডিত। একটি পুষ্করিণী আছে।

শ্রীমন্দিরের চতুর্দ্দিকে ১৭০০০ পিতলের প্রদীপের ব্যবস্থা আছে। তাহা ছাড়া ৩টি বড় বড় দীপ স্তম্ভ আছে, একটি স্তম্ভের তলদেশ কূর্ম্মাকৃতি। মাসে বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে ১৩ দিন সমস্ত দীপ জ্বালা হয়। শুনিলাম ৪৮ জন লোক ঐ সমস্ত দীপ দুই মিনিটের মধ্যে জ্বালিয়া দেন। ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজ কর্ত্তৃক এই মন্দির নির্ম্মিত। প্রদীপ দানাদির ব্যবস্থাও তিনি করিয়াছেন এবং প্রত্যহ ও উৎসবাদি সময়ে আলো জ্বালার ব্যবস্থাও তিনি করিয়া থাকেন। প্রত্যহ সব দীপ জ্বালা হয় না, মধ্যে মধ্যে কএকটি দীপ জ্বলে। শাস্ত্রে শ্রীবিষ্ণু মন্দিরে দীপদানের বহু মাহাত্ম্য লিখিত আছে। প্রত্যেক মন্দিরের ৭টি চূড়া, চূড়াগুলি স্বর্ণমণ্ডিত। শ্রীসাক্ষী-গোপাল, শ্রীনৃসিংহদেব ও শ্রীঅনন্তপদ্মনাভজিউর শ্রীমন্দিরে একজন করিয়া তিনজন পুরোহিত আছেন। ৭২ ঘর পুরোহিত, তন্মধ্যে প্রধান ৩ জন, তাহার মধ্যে আবার যিনি প্রধান, তিনি তালপত্রের ছত্র মাথায় দিয়া আসেন। প্রধান পুরোহিতের নাম—শ্রীপঞ্চগব্য নম্বী। শ্রীসাক্ষীগোপাল—দ্বিভুজ কৃষ্ণমূর্ত্তি, শ্রীনৃসিংদেব—যোগমুদ্রা বিশিষ্ট—শ্রীলক্ষ্মীনৃসিংহ মূর্ত্তি। শ্রীঅনন্তপদ্মনাভ—বিরাট্ শেষশায়ী মূর্ত্তি। ৩ দরজা দিয়া দেখিতে হয়, এক দরজায় শ্রীমুখ চন্দ্র, ২য় দরজায় শ্রীনাভিকমল এবং ৩য় দরজায় শ্রীচরণকমল—অপূর্ব্ব দর্শন। আমরা আরতি দর্শনান্তে শ্রীমন্দিরে বসিয়া সন্ধ্যাহ্নিক করিয়া ষ্টেসনে প্রত্যাবর্ত্তন করি। হৃদয়টি বড়ই কাতর হইল। পূজ্য-পাদ মহারাজজীর কৃপায় আসমুদ্র হিমাচল ভ্রমণ করিয়াও শ্রীভগবানে একবিন্দুও রত্যুদয় হইল না, তাই কিছুক্ষণ মন্দিরে বসিয়া ক্রন্দন করিলাম ও পাষাণে মাথা কুটিতে লাগিলাম। ধিক্ শতধিক্ আমার পাপপঙ্কিল জীবনে! শ্রীঅনন্তপদ্মনাভজিউর গর্ভমন্দিরের সংলগ্ন সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে প্রণাম করিতে দেয় না, উহা নাকি একখানি পাথর। অবশ্য গর্ভমন্দিরে প্রণাম সর্ব্বত্রই নিষিদ্ধ। শ্রীবেদব্যাস, শ্রীঅশ্বত্থামা প্রভৃতি বহু মূর্ত্তি আছে। অভিষেক মণ্ডপটি বড়, অলঙ্কার মণ্ডপটি ছোট। শ্রীমন্দিরের দেওয়ালের বহির্গাত্রে রামায়ণের রাবণবধাদি বহু সুন্দর সুন্দর চিত্র আছে, ঐগুলিতে পুনরায় রং দেওয়া হইতেছে। শ্রীভগবানের ভোগমূর্ত্তি ও উৎসব মূর্ত্তি আলাদা। ভোগমূর্ত্তি বাহিরে আসেন না, উৎসব মূর্ত্তিকে বাহিরে আনা হয়। প্রত্যহই তাঁহাকে সুসজ্জিত বিমানারোহণে ভ্রমণ করান হয়। ভোরে ৪-৩০ ঘটিকায় শ্রীমন্দিরের দরজা খোলা হয়। ৫ টায় মঙ্গল আরতি হয়। আরতির পরই বাল্যভোগ হয়, পরে ৬ টায়, ৭ টায় ও ৯-৩০ টায় এবং সন্ধ্যা ৭টায় ও ৮-৪৫ টায় নৈশ ভোগ হয়। রাত্রি ৯ ঘটিকায় শ্রীমন্দিরের দরজা বন্ধ হয়। পূর্ব্বাহ্ণ ৯-৩০ টায় অন্ন ও সব্‌জী ভোগ হয়, কিন্তু ডাউল দেওয়া হয় না, রাত্রে পিষ্টকাদি ভোগ হয়। শ্রী এম্, এইচ কৃষ্ণআয়ার একজিকিউটিভ অফিসারের সহিত শ্রীল স্বামীজীর অনেক আলাপ হইল।

১৬।১১—শ্রীকন্যাকুমারী দর্শন। ত্রিবেন্দ্রম ষ্টেসন হইতে নাগের কয়েল (Nager Coil) পর্যন্ত ৪৩ মাইল, এখানে বাস বদল করিয়া আর একটি বাসে ১২ মাইল যাইতে হয়। ষ্টেসন হইতে ৫৫ মাইল রাস্তা। ইহাকেই Cape Comorin বা কুমারিকা অন্তরীপ বলে, ভারতের শেষসীমা। আমরা এখানে ভারতমাতাকে এবং আসমুদ্র হিমাচল ভারতের সকল পুণ্যতীর্থকে প্রণাম জ্ঞাপন করিয়া বঙ্গোপসাগর, ভারত মহাসাগর ও আরব সাগরের সঙ্গলস্থলে স্নান করি। স্নানঘাটে একটি প্রশস্ত মণ্ডপ আছে, আমরা তথায় বসিয়া তিলকাহ্নিকাদি করি। শ্রীল স্বামিজী মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ৯ম অঃ হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দক্ষিণ ভারতীয় তীর্থ পর্য্যটনলীলা পাঠ করিয়া শ্রবণ করান। পাঠের পূর্ব্বে ও পরে কীর্ত্তনাদিও হইয়াছিল। তৎপর শ্রীকন্যাকুমারী দর্শন করি। বেলা ১০ টায় শ্রীবিগ্রহের অভিষেক আরম্ভ হয়। এই সময়ে স্বরূপ দর্শন, পরে শৃঙ্গার সময়ে মুখ মণ্ডলে ঘন চন্দন বিলেপিত এবং সর্ব্বাঙ্গ বিচিত্র বসনভূষণে সজ্জিত করাই হয়—অপূর্ব্ব দর্শন—দ্বিভুজা। ইনি যোগমায়া, একহস্তে মাল্য ধারণ

করিয়া আছেন। শ্রীবালসুন্দরী বলিয়া তাঁহার এক সখীকেও স্বতন্ত্রমন্দিরে দর্শন করিলাম। শ্রীগণেশ, সূর্য্যাদি বহু মূর্ত্তিও আছেন। শ্রীকন্যাকুমারী মন্দির সমুদ্রতটেই বিরাজিত। ইনি নাকি সিংহবাহিনী। ইঁহার নাসাগ্রে একখানি হীরক আছে। সকাল ৫॥ টায় ত্রিবেন্দ্রম্ হইতে রওনা হইয়া নাগেরকয়েলে ৮-৩০ টায় এবং কন্যাকুমারীতে ১০ টায় পৌঁছাই। আবার বৈকাল ৩ টায় রওনা হইয়া সন্ধ্যা ৭॥ টায় ষ্টেসনে পৌঁছাই। নাগেরকয়েলে শেষনাগ তথা নাগেশ্বর মহাদেবের মন্দির আছে, পথে সুচীন্দ্রম্ মন্দির দূর হইতে দর্শন ও প্রণাম করি। পথে আসিতে তাম্রপর্ণী নদী পড়ে, এই নদীতীরে শাস্তা মন্দির আছে। এখানে /০ পূজা দিলে বন্দুকের মত একটা শব্দ করে। পথের দুই পার্শ্বে নারিকেল, তাল, সুপারী, আম্র, পনসাদি বিভিন্ন ফলের বাগান দেখিলাম, কোন কোন কাঁঠাল গাছে কাঁঠালও দেখিলাম। আমাদের দেশে জ্যৈষ্ঠ মাসের মত প্রচুর কাঁচা কচিতাল স্থানে স্থানে বিক্রয়ার্থ স্তূপীকৃত দেখিলাম, বড় বড় আনারসও পাওয়া যায়, কন্যাকুমারীতে বড় বড় কাঁচা আম ক্রয় করা হইল। আম এই সময়ে দক্ষিণ ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। চতুর্দ্দিকে পাহাড়, ভারতের শেষ প্রান্তে সমুদ্র মধ্য পর্য্যন্ত কিছুদূর পাহাড় দেখা যায়। এখানে সমুদ্রে সূর্য্যোদয় দৃশ্য দর্শনার্থ বহু যাত্রী সমাবেশ হয়।

১৭।১১—বারকালায় শ্রীজনার্দ্দন দর্শন। ভোর ৪-৩০ টায় ত্রিবেন্দ্রাম ষ্টেসন হইতে রওনা হইয়া প্রায় ৬টায় বারকালা ষ্টেসনে পৌঁছাই। এখান হইতে শ্রীজনার্দ্দন মন্দির প্রায় ২মাইল। ষ্টেসনে বড় জলকষ্ট। শ্রীজনার্দ্দন মন্দিরটি গোলাকৃতি, দেখিতে বড় সুন্দর, ছাদটী ত্রিবেন্দ্রমের শ্রীঅনন্তপদ্মনাভজীর মন্দিরের ন্যায় তাম্রাস্তরণ (copper plate) মণ্ডিত, কথিত হয় ব্রহ্মার যজ্ঞস্থলেই এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমন্দিরের নিকটেই সমুদ্র, এখানে তরঙ্গবেগ অত্যধিক। একটি ছোট নদী বা নালা আসিয়া সমুদ্রে পড়িতেছে। ইহাকে চক্রতীর্থ বলে। এখানেই নাকি শ্রীজনার্দ্দনকে পাওয়া গিয়াছিল। আমরা ঐ সমুদ্র সঙ্গমে স্নান করি। এখান হইতে এক ফার্লং দূরে পাঁচটি মিষ্টিজলের ঝরণা সমুদ্রে পতিত হইতেছে দেখাযায়, উহাদের নাম—পাপমোচন, ঋণমোচন, সাবিত্রী, গায়ত্রী ও সরস্বতী তীর্থ। সমুদ্রস্নানের পর ঐ সকল তীর্থে স্নান আছে, কিন্তু অদ্য তথায় মিলিটারী ফৌজ রাইফেল ট্রেনিং লইতেছে বলিয়া কেহই যাইতে পারিলেন না। যাহা হউক সমুদ্র স্নানান্তে শ্রীজনার্দ্দন মন্দির সন্নিহিত চক্র-পুষ্করিণীতে স্নান করা হইল, এখানে একটি ঝরণা গোমুখ দিয়া ঐ পুষ্করিণীতে পতিত হইতেছে। ঐ ঝরণার জলেও স্নান করিলাম। সরোবরতটে আহ্নিকাদি সমাধা করিয়া আমরা কীর্ত্তনসহ পাহাড়ের উপরিস্থ শ্রীজনার্দ্দন মন্দিরে গমন ও শ্রীজনার্দ্দনজিউ দর্শন করি। শ্রীজনার্দ্দন—চতুর্ভুজ স্বয়ম্ভু বিষ্ণুমূর্ত্তি। তাঁহার দক্ষিণ ঊর্দ্ধ হস্তে চক্র, বাম ঊর্দ্ধে শঙ্খ, বাম অধোহস্তে গদা এবং দক্ষিণ অধোহস্তে অভয়দান মুদ্রা। এই সময় অভিষেক আরম্ভ হইল। পঞ্চগব্য ও চক্রতীর্থোদক দ্বারা স্নান হইল। স্নানের পূর্ব্বে গাত্রের স্বর্ণাভরণ উন্মোচন করা হয়, পরে শৃঙ্গার সময়ে মুখকমলে ঘন চন্দন লেপন করিয়া এমন সুন্দর চক্ষুকর্ণ নাসাদি প্রকাশ করা হয় যে, তাহা অবর্ণনীয়। শ্রীজনার্দ্দনের পূজারী মধ্বসম্প্রদায়ানুগত, বড় পূজারী- শ্রীশুন্তারায়া শর্ম্মা। প্রাতঃ ৪টায় উত্থাপন, ৫ম ঘটিকায় অভিষেক, ৬ষ্ঠ ঘটিকায় নৈবেদ্যাদি অর্পণ, ৯ম ঘটিকায় নবকাভিষেকম্ অথবা কলসাভিষেকম্ (৯টি কলসের জলে অভিষেক)। তদনন্তর শৃঙ্গারম্, অর্চ্চন ও ভোগনিবেদন। ১১-৩০টা পর্য্যন্ত দর্শন, মধ্যাহ্ন ভোগারতির পর উৎসবমূর্ত্তি ক্রোড়ে লইয়া পূজারীর মন্দির প্রদক্ষিণ, দুইটি হাতায় একজন দীপ ধারণ করেন, সঙ্গে বাদ্যকর বাদ্য বাজায়। ১১-৩০ টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত বিশ্রাম। পুনরায় ৫-৩০টা হইতে রাত্রি ৮-৩০টা পর্য্যন্ত বিভিন্ন সেবা, পরে ৮-৪৫ মিঃ এ দ্বার বন্ধ হয়। সায়াহ্নে দীপদানম্, আরতিপূজা, ভোগ, প্রদক্ষিণ ও অর্দ্ধযামপূজা তদন্তে শয়নম্ ৮-৩০ টায়।

তৎপর বন্ধ। প্রতিদিন এইরূপ অনুষ্ঠান পালিত হয়। মধ্যাহ্নে শুদ্ধান্ন, পরমান্ন ও ক্ষীরান্ন ভোগ হয়, অপরাহ্নে শুদ্ধান্নম্ আপূপম্, ক্ষীরম্, তাম্বূলম্ ও নারিকেলাদি ভোগ হয়। চৈত্রমাসে কৃত্তিকানক্ষত্রে দশদিন ব্যাপী বিশেষ উৎসব আরম্ভ হয়। উত্তরানক্ষত্রে অবভৃথ স্নান হয়। মুলস্বরূপের সম্মুখে উৎসবমূর্ত্তি আছেন, এখানে লক্ষ্মী নাই। বাহিরে প্রবেশদ্বারের শীর্ষদেশে শ্রী-ভূ-সহিত জনার্দ্দন মূর্ত্তি বিদ্যমান দেখিলাম। মুখ্য মন্দিরের বাহিরে একটি বৃহৎ ঘণ্টা দোদুল্যমান, ঐ ঘণ্টাটি ডাচ্ গভর্ণমেণ্ট প্রদত্ত ঘণ্টার গায়ে লিখিত আছে—ZEE land 1737 Piftervan Belson. Middle Burg Michal verban. গর্ভমন্দিরের দ্বারদেশে জয় বিজয়, তৎসম্মুখে নমস্কার মণ্ডপ, উহার ভিতর ছাদে নবগ্রহ মূর্ত্তি খোদিত ও বহু কারুকার্য্য খচিত, এই মণ্ডপে উঠিয়া প্রণাম করিতে হয়। নমস্কার মণ্ডপের পর বহির্দ্বারের শীর্ষভাগে শ্রীঅনন্তশয়নমূর্ত্তি, নাটমন্দিরে স্তম্ভগাত্রে রতি, মন্মথ, বেণুগোপাল, দক্ষিণামূর্ত্তি (শিব) এবং নটরাজ ও ভদ্রকালীমূর্ত্তি। ইহাকে Velikkal Mandapam বেলিক্কাল মণ্ডপ বলে। এখানে শ্রীহনুমানজী ও শ্রীগরুড়জীও আছেন। শ্রীমন্দিরের সমক্ষে একস্থানে একটী অশ্বত্থ বৃক্ষতলে অনেক নাগমূর্ত্তি, সন্তান কামনায় লোকে ঐ নাগ প্রতিষ্ঠা করে, এক একটি শিবলিঙ্গের উপর এক একটি নাগমূর্ত্তি। এই অশ্বত্থ-বৃক্ষ-তলটিকে মূলস্থান বলে। এখানে একটী সুপ্রাচীন অশ্বত্থ বৃক্ষ ছিল, এক্ষণে তাহার স্থানে এক নূতন অশ্বত্থ বৃক্ষ স্থাপিত হইয়াছে। এইস্থানে সপ্তর্ষি মণ্ডপ আছে। শুনা যায়, পাণ্ড্য মহারাজকে ভগবান শ্রীজনার্দ্দন স্বপ্নাদেশ দেন—আমি সমুদ্রমধ্যে পড়িয়া আছি, আমাকে তথা হইতে উদ্ধার করিয়া একটী মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত কর। অতঃপর রাজা ভগবানকে প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মা দ্বারা একটী যজ্ঞ করান। যজ্ঞস্থলে শ্রীভগবান্ এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বেষে আসিয়া ভোজন প্রার্থনা করেন। সমস্ত অন্ন গ্রহণ করার পর ব্রহ্মাজী বুঝিতে পারেন ইনি সাক্ষাৎ ভগবান্। ব্রহ্মাজী দৈন্যভরে অনেক স্তবস্তুতি করেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ শ্রীজনার্দ্দন মূর্ত্তিতে তাঁহাকে দর্শন দেন। ব্রহ্মাজীর প্রার্থনানুসারে শ্রীজনার্দ্দনরূপেই তথায় স্বপ্রতিষ্ঠিত হন। নাটমন্দিরের ভূপৃষ্ঠে (মেজে) শ্রীব্রহ্মা সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া অপরাধের ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছেন—এইরূপ একটী মূর্ত্তি করিয়া রাখিয়াছে। লোকে ইহার উপর পা দিয়াও যাইতেছে, তাই মনে হয়, ইহা অন্ত মূর্ত্তি। মহারাজ ভক্তবৃন্দ সহ ষ্টেসনে চলিয়া গেলেও আমি একটু অপেক্ষা করিয়া মধ্যাহ্ন ভোগ, আরতি ও উৎসব-বিগ্রহ সহ মন্দির প্রদক্ষিণ দর্শন পূর্ব্বক ষ্টেসনে প্রত্যাবর্ত্তন করি।

সন্ধ্যা ৭টায় আমরা বারকালা হইতে এর্ণাকুলাম যাত্রা করি এবং রাত্রিশেষে ৩টায় তথায় পৌঁছাই।

(ক্রমশঃ)

ব্রহ্মস্বাপহরণকারীর গতি

[নৃগরাজের কৃকলাস যোনিলাভ]

এই পৃথিবীতে 'নৃগ'নরপতি নামে এক প্রসিদ্ধ সূর্য্যবংশীয় রাজা ছিলেন। রাজা ইক্ষাকুর পুত্র 'নৃগ' ভুবনে একজন প্রসিদ্ধ দাতা বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণগণকে দুগ্ধবতী, তরুণ-বয়স্কা, রৌপ্যমণ্ডিত ক্ষুর ও স্বর্ণমণ্ডিত শৃঙ্গবিশিষ্টা, বস্ত্রমালা সুশোভিতা, সবৎসা অসংখ্য ধেনু দান করিয়াছিলেন। তিনি যজ্ঞানুষ্ঠান এবং পুষ্করিণী ও কূপাদি খনন ইত্যাদি বহুবিধ পুণ্য কর্ম্মাদিও করিয়াছিলেন। একদিন ঘটনাচক্রে তাঁহার নিকট হইতে দানপ্রাপ্ত কোন ব্রাহ্মণের একটী গাভী পলায়ন করিয়া পুনরায় রাজার গাভীগণের মধ্যে আসিয়া মিশিয়া যায়, রাজা উহা জানিতেও পারেন নাই। রাজা ভ্রমবশতঃ উক্ত গাভীকে পুনরায় আর একজন ব্রাহ্মণকে দান করেন। ধেনুর পূর্ব্বস্বামী অপর আর একজনকে উক্ত ধেনু লইয়া যাইতে দেখিয়া তাঁহাকে বাধা দেন এবং তাঁহার নিকট হইতে উক্ত গাভী দাবী করেন। তখন উভয়ের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। তাঁহারা উভয়ে রাজার নিকটে আসিয়া গাভী দাবী করিতে থাকিলে রাজা মহা ধর্ম্ম সঙ্কটে পতিত হইলেন।

একজন ব্রাহ্মণ রাজাকে দত্তাপহরণকারী বলিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন এবং অপর ব্রাহ্মণ রাজাকে দাতা বলিয়া উক্ত গাভী তাহার বলিয়া দাবী করিতে লাগিলেন। রাজা নিরুপায় হইয়া উভয় ব্রাহ্মণকেই অনুনয় করিয়া বলিলেন—'আপনারা অত্যুত্তম লক্ষ ধেনু গ্রহণ করুন, তৎপরিবর্ত্তে এই ধেনুটী পরিত্যাগ করুন।' রাজা নিজের ক্রটী স্বীকার করিলেন এবং অশুচি নরকপাত হইতে উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। কিন্তু ধেনুর পূর্ব্বস্বামী "হে রাজন, আমি দান গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি না" বলিয়া প্রস্থান করিলেন। অপর ব্রাহ্মণও "আমি অন্য অযুত ধেনু লাভ করিতে ইচ্ছা করি না" বলিয়া প্রস্থান করিলেন। অনন্তর নৃগরাজের দেহান্ত ঘটিলে তিনি যমসদনে নীত হইলেন। যমরাজ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"পাপ পুণ্যের মধ্যে কোন্‌টী তুমি অগ্রে ভোগ করিতে ইচ্ছা কর।" রাজা পাপফল অগ্রে ভোগ করিতে ইচ্ছা করিলে যমরাজ আদেশ করিলেন—"তুমি এখান হইতে পতিত হও।" সঙ্গে সঙ্গে নৃগরাজ দেখিতে পাইলেন যে তিনি জলহীন কূপে কৃকলাস হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

যাদবকুমারগণ একদিন বনে ভ্রমণ করিতে করিতে পিপাসার্ত্ত হইয়া উক্ত জলশূন্য কূপের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহারা কূপে পতিত পর্ব্বততুল্য ঐ কৃকলাস প্রাণীকে দেখিতে পাইলেন। তাহার দুর্গতি দেখিয়া যাদবকুমারগণ প্রাণপণ চেষ্টা করিলেন তাহাকে কূপ হইতে উদ্ধারের জন্য, কিন্তু উদ্ধার করিতে অকৃতকার্য্য হইয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ কৃকলাসকে বামকরে উত্তোলন করিলেন। কৃষ্ণকরস্পর্শে কৃকলাস মুক্তি লাভ করিলেন। ভ্রমবশতঃও ব্রহ্মস্বাপহরণ করিলে কি দুর্গতি হয় নৃগরাজের এই প্রসঙ্গ বর্ণন করিয়া বেদব্যাস মুনি আমাদিগকে উক্ত অধর্ম্ম হইতে সর্ব্বদা সাবধান থাকিতে শিক্ষা দিলেন।

—শ্রীকৃষ্ণমোহন ব্রহ্মচারী।

যশড়া শ্রীজগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের শ্রীপাটে

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা মহোৎসব।

গত ৩০ ত্রিবিক্রম (৪৭৭ গৌরাব্দ), ২৩ জ্যৈষ্ঠ (১৩৭০), ৭ জুন (১৯৬৩) শুক্রবার শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের অন্যতম শাখামঠ নদীয়া জেলান্তর্গত চাকদহ ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী যশড়া গ্রামস্থ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ শ্রীজগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের শ্রীপাটে তদীয় প্রেমবশ্য ভগবান্ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের সেবানিয়ামকত্বে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে উক্ত শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও তাঁহার কৃষ্ণনগর, কলিকাতা, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি শাখামঠ সমূহ হইতে বহু মঠবাসিভক্ত তথা কৃষ্ণনগর, রাণাঘাট, ইছাপুর, কলিকাতা প্রভৃতি নানাস্থানের বহু গৃহস্থ পুরুষ ও মহিলা ভক্ত এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। পূজ্যপাদ মহারাজ দুই মাসের অধিককাল পাঞ্জাবের বিভিন্নস্থানে এবং শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রদ্ধাবান্ সজ্জন

সাধারণে কৃষ্ণকথামৃত পরিবেশন পূর্ব্বক গত ১৯শে জ্যৈষ্ঠ সন্ধ্যায় শ্রীমদ্‌ভক্তিপ্রমোদ অরণ্য মহারাজ সহ কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং গত ২২শে জ্যৈষ্ঠ বহু ভক্ত সমভিব্যাহারে যশড়া শ্রীপাটে যাত্রা করেন। মহারাজের শুভাগমনে যশড়া শ্রীপাটস্থ সেবকগণ এবং গ্রামবাসী সজ্জন সাধারণ বিশেষ উৎসাহান্বিত হন। ঐদিবস সন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তনের পর শ্রীমন্দিরের সম্মুখস্থ অঙ্গনে সভার অধিবেশন হয়। ঐ সভায় মহারাজের নির্দ্দেশানুসারে তৎসহ আগত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রমোদ পুরী মহারাজ শ্রীনীলমাধব ও শ্রীজগন্নাথ বলদেব ও সুভদ্রাদেবীর শ্রীক্ষেত্রে আবির্ভাব কথা কীর্ত্তন করেন।

২৩শে জ্যৈষ্ঠ স্নানযাত্রাবাসরে পূজ্যপাদ শ্রীল মহারাজের নির্দ্দেশানুযায়ী শ্রীমৎ পুরী মহারাজ শ্রীমন্দিরের দৈনন্দিন অর্চ্চনকার্য্য সম্পাদন করিলে বারবেলা ও কালবেলা বাদ দিয়া বেলা ১১-৩৫ মিনিটের পর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে শ্রীমন্দির হইতে স্নানবেদীতে লইয়া যাইবার জন্য বিপুল জয়ধ্বনিমধ্যে কীর্ত্তনমুখে পাহাণ্ডি আরম্ভ হয়। শ্রীবিশ্বনাথ গোস্বামী ও শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় তদ্বিষয়ে সশিষ্য শ্রীল মহারাজজীকে বিশেষভাবে সহায়তা করেন। তাঁহারা শ্রীজগন্নাথদেবকে ধরিয়া দোলায় উঠাইবার বেশ কৌশল জানেন। শ্রীমন্দিরস্থ শ্রীশ্রীদামোদর শালগ্রামকেও স্নানবেদীতে লইয়া যাওয়া হয়। শ্রীল মহারাজের নির্দ্দেশানুযায়ী শ্রীমৎ পুরী মহারাজই শালগ্রাম লইয়া যান। শ্রীশ্রীজগন্নাথ বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি, ৬।৭ মূর্ত্তি যাঁহাকে তুলিতে কষ্ট অনুভব করেন, তাঁহাকে একা শ্রীজগদীশ পণ্ডিত একখানি যষ্টি দ্বারা নীলাচল হইতে এই গৌড়দেশ পর্য্যন্ত এত সুদীর্ঘ পথ কি করিয়া বহন করিয়া আনিয়াছিলেন, পাহাণ্ডিসময়ে ভক্তগণ শ্রীভগবানের সেই অপূর্ব্ব ভক্তবাৎসল্য-লীলা স্মরণ করিতে করিতে পরমানন্দ লাভ করিতেছিলেন। মুহুর্মুহুঃ 'জয় জগন্নাথ' ধ্বনিতে যশড়ার আকাশ বাতাস দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত হইয়া উঠিল। শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, হায়দরাবাদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক শ্রীপাদ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী প্রমুখ সেবকগণ মহোল্লাসে কীর্ত্তন করিতেছিলেন। শ্রীপাটের প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে ঢোল সানাই প্রভৃতি ধ্বনি ও মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসর করতলাদি ধ্বনি তথা অগণিত নরনারীগণের জয়ধ্বনিসহ মিশ্রিত হইয়া এক অপূর্ব্ব অভাবনীয় আনন্দ পরিবেশের উদ্ভব করিয়াছিল। সকাল হইতে গুঁড়ি গুঁড়ি বর্ষা হইতে থাকিলেও আনন্দাতিশয্যে তাহা কাহারও লক্ষ্যের বিষয় হয় নাই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া জলে ভিজিয়াও ভক্তগণ শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানবেদীর সমক্ষে নর্ত্তনকীর্ত্তনে বিন্দুমাত্র শ্রান্তি ক্লান্তি বোধ করেন নাই, দর্শক নরনারী যাত্রিগণও ভিজিয়া ভিজিয়া সেই আনন্দোৎসবে যোগদানের লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই। শ্রীজগন্নাথ নির্ব্বিঘ্নে স্নানবেদীতে উপবিষ্ট হইলে পূজ্যপাদ শ্রীল মহারাজ শ্রীমৎ পুরী মহারাজের উপরই শ্রীশালগ্রামসহ শ্রীজগন্নাথদেবের মহাভিষেক সম্পাদনের ভার প্রদান করেন। বেদীর উপর পুনরায় শ্রীজগন্নাথপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণপূর্ব্বক যথাবিধি পূজা সম্পাদন করিয়া মহাস্নান আরম্ভ করা হয়। প্রথমে পাবমানী-সূক্ত দ্বারা সহস্র ধারায় স্নান করাইয়া পরে পুরুষসূক্ত ও চতুর্ব্বেদমন্ত্র দ্বারা নবকলসে গঙ্গোদকদ্বারা স্নান সম্পাদিত হয়। বলা বাহুল্য পঞ্চগব্য পঞ্চামৃত সর্ব্বৌষধি মহৌষধি প্রভৃতি অভিষেকোপকরণ দ্বারাও যথাবিধি স্নান সম্পন্ন করা হয়। শ্রীজগন্নাথ ও শালগ্রাম উভয়েরই স্নান হয়। স্নানান্তে নব নব বস্ত্রাভরণ মণ্ডিত করিয়া ফলমূল মিষ্টান্নাদি ভোগ সমর্পণ পূর্ব্বক আরতি করা হয়। অতঃপর বিশেষ সাবধানে বিবিধোপচারসমন্বিত অন্ন-ভোগাদিও সমর্পিত হয়। ভোগারতির পর ভক্তবৃন্দ চরণামৃত ও প্রসাদ সম্মান করেন। শ্রীজগন্নাথ প্রায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত স্নানবেদীতে থাকিয়া যাত্রিসাধারণকে দর্শন দান করেন। সন্ধ্যায় তাঁহাকে স্নানবেদী হইতে পূর্ব্ববৎ পাহাণ্ডি করিয়া শ্রীমন্দিরাভ্যন্তরে আনয়ন পূর্ব্বক শ্রীমন্দিরের উত্তরপশ্চিম কোণে পূর্ব্বাভিমুখে ভূতলে আসন পাতিয়া সংরক্ষণ করা হয়। এখানে পূর্ব্বপ্রবর্ত্তিত নিয়মানুসারে দিবসত্রয় মাত্র অনবসর বা অদর্শন পালিত হয়। পুরীধামে ১৫ দিন পালিত হইয়া থাকে। এই

সময়ে শ্রীজগন্নাথদেবকে অন্নভোগের পরিবর্ত্তে ফল-মিষ্টান্ন ও মিছরী পানা ভোগ দেওয়া হয়। তিন দিন ভূম্যাসনে থাকিয়া চতুর্থদিবসে শ্রীজগন্নাথ সিংহাসনে আরোহণ করেন।

সন্ধ্যারতির পর পূজ্যপাদ শ্রীল মাধব মহারাজ ও শ্রীমৎ পুরী মহারাজ বক্তৃতা করেন। অদ্য শ্রীল মুকুন্দ দত্ত ও শ্রীধর পণ্ডিত ঠাকুরের তিরোভাবতিথিউপলক্ষে অদ্যকার প্রসঙ্গসহ তাহাদের সম্বন্ধেও কিছু বলা হয়।

২৪শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার অপরাহ্নে পুনরায় মহতী সভার অধিবেশন হয়। তাহাতে শ্রীল মাধব মহারাজের নির্দ্দেশ অনুসারে শ্রীপাদ দামোদর মহারাজ, শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজ ও শ্রীপাদ পুরী মহারাজ সন্ধ্যারতি আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বক্তৃতা করেন। শ্রীমৎ পুরী মহারাজ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীজগন্নাথদর্শন-লীলা কীর্ত্তন করেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ শ্রীমঠে সমাগত একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট হরিকথা বলেন। অতঃপর শ্রীশশধর মজুমদার নামক এক ব্যক্তি শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণে রামায়ণ গান করেন। মহীরাবণবধলীলা কীর্ত্তিত হইয়াছিল। ২৩শে জ্যৈষ্ঠ হইতে দিবসত্রয় উৎসব বিঘোষিত হইয়াছিল, তদনুযায়ী ২৫শে জ্যৈষ্ঠ রবিবারও পাঠকীর্ত্তনাদি-মুখে উৎসব সম্পাদিত হইয়াছে। ২৬ শে জ্যৈষ্ঠ সোম-বার শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব শ্রীমন্দিরাভ্যন্তরস্থ তাঁহার নিজ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া সকলকেই দর্শন দান করেন। এখানে এইরূপ নিয়মই বরাবর প্রতিপালিত হইতেছে বলিয়া ভূতপূর্ব্ব অধিকারী মহাশয় আমাদিগকে জানাইলেন। রথযাত্রার ব্যবস্থাও এখানে নাই শুনা গেল। এই উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত করিবার পক্ষে স্থানীয় সজ্জনগণসহ শ্রীযুক্ত পাঁচু ঠাকুর মহাশয়ের অদম্য উৎসাহ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। মঠবাসী সন্ন্যাসী, ব্রহ্ম-চারী ও মঠাশ্রিত গৃহস্থ পুরুষ ও মহিলা ভক্তগণের অক্লান্ত সেবাচেষ্টাও অবর্ণনীয়। এবারকার বিভিন্ন স্থান হইতে আগত উৎসবে যোগদানকারী শ্রীমঠের শিষ্য ও শুভানুধ্যায়িগণের থাকিবার স্থানের জন্য যথেষ্ট উদ্বেগ ভোগ করিতে হইয়াছে। গৃহস্থভক্তগণের পাঠবক্তৃতাদি শ্রবণার্থ রাত্রিবাসের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও স্থানাভাবে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইয়াছে। ভবিষ্যতে বহিরাগত গৃহস্থ ভক্তের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইতে পারে। এজন্য শ্রীপাটের সেবৌজ্জ্বল্য সাধনকল্পে শীঘ্রই সেবকখণ্ড, নাট্যমন্দির, ভোগমন্দির এবং শৌচাদির উপযোগী-স্থানের সুব্যবস্থার বিশেষ প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে। আমরা এবিষয়ে উদার হৃদয় ধর্ম্মপ্রাণ অর্থবিত্তশালী সজ্জন সাধারণের কৃপাদৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিতেছি। স্থানীয় সজ্জনগণেরও শ্রীপাটের সেবোন্নতি-সাধনকল্পে ক্রমবর্দ্ধমান উৎসাহ ও উদ্যমও আমরা বিশেষ-ভাবে প্রার্থনা করি।

এবার প্রবল বৃষ্টির জন্য স্নানযাত্রার মেলাটি আশানুরূপ জমকাল হইতে পারে নাই। বহু স্থান হইতে বড় বড় মিষ্টান্নের ও মনোহারী দোকান পাট আসিয়া থাকে, ছোট খাট দোকানের ত কথাই নাই। স্ব স্ব স্বার্থসিদ্ধির পরিবর্ত্তে সকলেরই শ্রীপাটের সেবোন্নতি বিষয়ে লক্ষ্য থাকা প্রয়োজন বিচার হইলে খুবই আনন্দের বিষয় হয়।

শ্রীজগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের তিরোভাবতিথি পৌষী শুক্লা তৃতীয়া, আবির্ভাব তিথি পৌষী শুক্লাদ্বাদশী, তিরো-ভাবতিথি উপলক্ষে শ্রীপাটের বার্ষিক উৎসব বিপুলাকারে সম্পাদিত হইয়া থাকে। বিগত পৌষমাসের তিরোভাব উৎসবে আমরা পাঁচ হাজারেরও অধিক লোককে প্রসাদ সম্মান করিতে দেখিয়াছি। এবার স্নানযাত্রা উৎসবেও দিবসত্রয়ব্যাপী বহুলোক প্রসাদ পাইয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীজগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের কথা আদিলীলা ১০ম পরিচ্ছেদে ৭০-৭১ সংখ্যায়, ঐ ১১শ পঃ ৩০ সংখ্যায় এবং ঐ ১৪শ পঃ ৩৯ সংখ্যায় এবং অন্ত্যলীলা ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে ৬২ সংখ্যায় বর্ণিত আছে। শ্রীচৈতন্য ভাগবতেও আদি ৪র্থ ও অন্ত্য ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে। চৈঃ চঃ আদি দশমে তিনি গৌর-গণান্তর্গতরূপে উল্লিখিত হইয়াছেন। শ্রীহিরণ্যপণ্ডিত তাঁহার ভ্রাতা। ঐ দুই ভ্রাতার ঘরে শ্রীমন্মহাপ্রভু বাল্যে একাদশী দিবসে বিষ্ণু নৈবেদ্য মাগিয়া খাইবার লীলা করিয়াছেন।

প্রচার-প্রসঙ্গ

নিউ দিল্লীতে শ্রীল আচার্য্যদেব ঃ—নিউ-দিল্লীস্থিত নাগরিকগণের আহ্বানে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ বিগত ৩১ বৈশাখ, ১৫ মে বুধবার মুজঃফরনগর হইতে প্রচার-পার্টিসহ নিউদিল্লী ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করেন। নাগরিকগণ কর্ত্তৃক শ্রীল আচার্য্যদেব ষ্টেশনে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। তৎপর তাঁহারা ষ্টেশন হইতে নির্দ্দিষ্ট গন্তব্যস্থান পাহাড়গঞ্জস্থিত শ্রীসনাতন ধর্ম্মমন্দির পর্য্যন্ত নগর-সঙ্কীর্ত্তনসহযোগে শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগমন করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনারায়ণ দাস ব্রহ্মচারী (কাপুর), শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী দিল্লীতে প্রচার-সেবায় শ্রীল আচার্য্যদেবের সমভিব্যাহারে অবস্থান করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীভক্তিবল্লভতীর্থ মহারাজ প্রথম তিন দিবস ৩১ বৈশাখ, ১৫ মে হইতে ২ জ্যৈষ্ঠ, ১৭ মে পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রাতে স্থানীয় শ্রীসনাতন ধর্ম্ম মন্দিরে এবং রাত্রিতে শ্রীবাঙ্কেবিহারীজিউর মন্দিরে ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব ৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৮ মে হইতে ৮ জ্যৈষ্ঠ, ২৩ মে পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রাতে শ্রীসনাতন ধর্ম্মমন্দিরে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব-সংবাদ পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং ১৮ মে হইতে ২০ মে পর্য্যন্ত শ্রীবাঙ্কেবিহারীজীউর মন্দিরে প্রত্যহ রাত্রিতে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্ব সম্বন্ধে সারগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন। প্রত্যহ ধর্ম্মসভাসমূহে বিপুলসংখ্যক নরনারীর সমাগম হয়। এতদ্ব্যতীত শ্রীজয়গোপালজী, শ্রীপ্রহ্লাদজী শ্রীসুরজভান্‌জী, শ্রীনন্দলালজী, শ্রীত্রিলোকিনাথজী প্রভৃতি সজ্জনগণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া রামনগর, শক্তিনগর, পাহাড়গঞ্জ, চুনামণ্ডী, ঘীমণ্ডী প্রভৃতি দিল্লী ও নিউদিল্লীর বিভিন্ন মহল্লায় শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীহরিকথা উপদেশ করেন। প্রত্যহ ভাষণের আদি ও অন্তে শ্রীপাদ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী কৃতিকোবিদ সুললিত ভজন-কীর্ত্তনের দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দের চিত্ত বিনোদন করেন।

৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৯ মে রবিবার সায়াহ্ন ৫-৩০ ঘটিকায় শ্রীসনাতন ধর্ম্ম-সভা মন্দির হইতে বিরাট নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া নিউদিল্লীর কতিপয় প্রধান প্রধান রাস্তা পরিভ্রমণান্তে পুনরায় উক্ত মন্দিরে আসিয়া সমাপ্ত হয়। শ্রীল আচার্য্যদেবের পাদপদ্ম অনুসরণে ভক্তগণ শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ ভক্তিললিত গিরি মহারাজের মূলগায়কত্বে বিপুলভাবে নৃত্য কীর্ত্তন করেন। উপদেশক শ্রীপাদ ভূরিজন ব্রহ্মচারী ও শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী মৃদঙ্গ-বাদ্য সেবার দ্বারা ভক্তগণের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচরণাশ্রিত দিল্লীনিবাসী পাঞ্জাবদেশীয় ও উত্তরপ্রদেশীয় ভক্তবৃন্দের 'নিতাই গৌরাঙ্গ' নাম লইয়া উদ্দণ্ড নৃত্য-কীর্ত্তন দর্শনে নবদ্বীপাগত গৌরদাসগণ পরমোল্লসিত হন।

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার মহারাজের বিশেষ আহ্বানে শ্রীল আচার্য্যদেব নিজগণসহ ৭ জ্যৈষ্ঠ, ২২ মে বুধবার সন্ধ্যায় দিল্লী সব্জী-মণ্ডীস্থ ইন্দ্রপ্রস্থ গৌড়ীয় মঠে যাইয়া নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দির ও শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ শ্রীবিগ্রহগণ দর্শন করেন। উক্ত মঠের সেবকগণের সেবা-প্রচেষ্টা দেখিয়া তিনি বিশেষ প্রীত হন।

শ্রীসনাতন ধর্ম্মসভা মন্দিরের সভাপতি চৌধুরী শ্রীতীর্থরাম দত্তজী ও সম্পাদক শ্রীজ্যোতিপ্রসাদজী সাধুগণের বাসস্থানের সুব্যবস্থা করিয়া এবং শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার সেবায় সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিয়া সকলের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

দিল্লী শ্রীচৈতন বাণী প্রচার সেবায় শ্রীত্রৈলোক্য নাথ দাসাধিকারী, ভক্তিপ্রদীপ, শ্রীরামনাথ দাসাধিকারী, শ্রীকামদেব দাসাধিকারী প্রভৃতি মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্তবৃন্দের এবং শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ সঙ্কীর্ত্তন সভার সভ্যবৃন্দের সেবাচেষ্টা প্রশংসনীয়। দারিদ্র্য কষ্টের মধ্যে কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াও শ্রীত্রৈলোক্যনাথ দাসাধিকারীর শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব সেবায় ও শ্রীগৌরবাণী-প্রচারে কায়-মনো-বাক্যে অদম্য উৎসাহ গৃহস্থ ভক্তগণের মধ্যে আদর্শস্থানীয় বলিতে হইবে। ইহার দ্বারা নিশ্চয়রূপে সিদ্ধান্তিত হয় যে শ্রীভক্ত ও শ্রীভগবানের সেবার জন্য কাহারও নিষ্কপট ব্যাকুলতা থাকিলে দারিদ্র্য কষ্টাদি কোনও প্রকার বিঘ্ন আসিয়াও তাহার ভজনোৎসাহকে দমিত করিতে পারে না।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৫·০০ টাকা, ষান্মাসিক ২·৭৫ নঃ পঃ, প্রতি সংখ্যা ·৫০ নঃ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রাথমিক বিদ্যালয়

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি নদীয়া জেলান্তর্গত শ্রীধাম-মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ অধিবাসিবৃন্দের অনুরোধক্রমে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ তত্রস্থ শিশুগণের শিক্ষার জন্য শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রাথমিক বিদ্যালয় নামে একটী অবৈতনিক পাঠশালা (স্কুল) বিগত ১৭ই মধুসূদন, ৪৭৩ শ্রীগৌরাব্দ, ২৬শে বৈশাখ, ১৩৬৬, ১০ই মে, ১৯৫৯ রবিবার অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সংগৃহীত জমিতে প্রতিষ্ঠিত করেন।

সম্প্রতি উহা পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে। শিক্ষা বোর্ডের পুস্তক তালিকা-নুসারে বালকবালিকাদিগকে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার ভিত্তিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। বিদ্যালয়টী গঙ্গা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থলের সন্নিকটস্থ স্থানে অবস্থিত, সর্ব্বদা মুক্তবায়ুপরিষেবিত অতীব মনোরম ও স্বাস্থ্যকর।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

শ্রাবণ—১৩৭০

৩য় বর্ষ]   শ্রীধর, ৪৭৭ শ্রীগৌরাব্দ   [৬ষ্ঠ সংখ্যা

"কনক-কামিনী, প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী,
ছাড়িয়াছে যারে সেইত বৈষ্ণব।
সেই অনাসক্ত, সেই শুদ্ধ ভক্ত,
সংসার তথায় পায় পরাভব॥" —প্রভুপাদ

"শ্রীদয়িত দাস, কীর্ত্তনেতে আশ,
কর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম রব।
কীর্ত্তন-প্রভাবে, স্মরণ হইবে,
সে কালে ভজন নির্জ্জন সম্ভব॥" —প্রভুপাদ

শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ, এম্-এ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্।
২। উপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ।
৫। শ্রীগোপীরমণ দাস, বিদ্যাভূষণ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ

আকর মঠ ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

১। (ক) শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।
(খ) ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬।
২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।
৩। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর।
৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, বৃন্দাবন (মথুরা)।
৫। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা।
৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ—২ (অন্ধ্রপ্রদেশ)।
৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম)।
৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম)।
৯। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, গ্রাম—শ্রীপাট যশড়া, পোঃ— চাকদহ (নদীয়া)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১০। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)।
১১। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)।

মুদ্রণালয় ঃ—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ২৫/১, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ সাহ রোড, টালীগঞ্জ, কলিকাতা-৩৩।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

৩য় বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রাবণ ১৩৭০।
২৬ শ্রীধর, ৪৭৭ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার, ১ আগষ্ট, ১৯৬৩। | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

কৃষ্ণ—সকল প্রাপ্তির শেষ প্রাপ্তি।

"পরমকরুণাময় কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর পরিকরের সহিত প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন—ভাগ্যহীন জীবের সে বিচার আসে না। 'কৃষ্ণ বুঝি জড়ের বস্তু, জরা নামক ব্যাধ কৃষ্ণকে সংহার (?) ক'রতে সমর্থ, কর্ম্মফলবাধ্য জীব যেমন বিধিবাধ্য হয়, তিনিও বুঝি সেইরূপ!'—এরূপ বিচার ভাগ্যহীনের। কৃষ্ণ হ'তে সকল বিধিই নিরস্ত। তাঁ'তে বিধি কোন কার্য্য ক'রতে পারে না। তিনি সকল বিধির বিধি। কৃষ্ণ অধোক্ষজবস্তু অর্থাৎ তিনি মানবের ভোগ্যবস্তু নহেন, কৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা। কৃষ্ণের চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা, ত্বক্ সমগ্র জগৎ দর্শন করেন, সমগ্র শব্দ শ্রবণ করেন, সকল বস্তুর ঘ্রাণ, আস্বাদন ও সকল বস্তুকেই স্পর্শ করেন।

কৃষ্ণবিমুখতার জন্যই আমাদের বর্ত্তমান ধারণা কৃষ্ণকে দেখ্তে দেয় না। কৃষ্ণের মায়ার দুই প্রকার বৃত্তি—(১) কৃষ্ণকে দেখতে না দেওয়া, (২) কৃষ্ণকে সরিয়ে দেওয়া। এই অসুবিধাদ্বয় দূর ক'রতে পারেন একমাত্র—'কার্ষ্ণ'।'

কুলীনগ্রামবাসীর প্রশ্নোত্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভু ব'লেছেন—কৃষ্ণ-সেবা, কার্ষ্ণ-সেবা ও নামসংকীর্ত্তন—এই তিনটীই জীবের কৃত্য। যে বস্তুকে সেবা করা যায়, তিনিই—'সেব্য', যিনি সেবা করেন, তিনিই—'সেবক', সেবকের বৃত্তিই 'সেবন' বা 'ভক্তি'। ভজনীয় বস্তু ভগবান্, ভজনকারী ভক্ত এবং ভজনবৃত্তি ভক্তি—এই তিনটীই নিত্য; ইঁহারা কালক্ষোভ্য নহেন, ভূতাদির ন্যায় জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গের অধীন নহেন। ভগবানের সেবার জন্য অবিমিশ্রা চেষ্টা না করা পর্য্যন্ত ইহা উপলব্ধির বিষয় হয় না; মিশ্রা চেষ্টাতে ভগবদ্বস্তুর উপলব্ধি হয় না—

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥"

আমার আত্মার নিত্যা বৃত্তি যে ভক্তি, যদি তা'র সন্ধান না পাই, যদি তা'-দ্বারা নিত্যবস্তুর সেবা না করি, তা' হ'লে সত্যবস্তুর সন্ধান ক'রলাম না—প্রেয়ঃপথকে বহুমানন ক'রে নরকের দিকেই ধাবিত হ'লাম মাত্র।

বৈষ্ণব—নির্ব্বোধ (?), লম্পট (?), অত্যন্ত ঘৃণ্য (?),—ইহা তথা-কথিত সত্যাভিমানীর বিশেষণ। আমরা জগতের নিকট কপটতা ক'রে ব'ল্ছি—আমরা বিষ্ণূপাসক—কৃষ্ণের দাস; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে আমরা ইন্দ্রিয়ের দাস, ভোগী, অকর্ম্মী, কুকর্ম্মী! যেকাল-পর্য্যন্ত জীবে ভগবানের অবিমিশ্রা সেবা-প্রবৃত্তি উদিতা না হয়, সেকাল পর্য্যন্ত তাহার কোনও কৃষ্ণ-জ্ঞান হয় নাই জান্তে হ'বে। শ্রীগৌরসুন্দরের কথা আমাদের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয় নাই। কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ-সেবাই যে একমাত্র কৃত্য,—যতদিন পর্য্যন্ত ইহা আমরা উপলব্ধি ক'রতে না পারি, ততদিন পর্য্যন্ত আমরা বঞ্চিত। আমরা আমাদের দুর্ব্বুদ্ধি হ'তে ছুটী পেতে পারি কখন?—যখন আমরা নিষ্কপটে কার্ষ্ণে্যর শরণ গ্রহণ করি। সূর্য্য বহুদূরে অবস্থিত, কিন্তু তথাপি সূর্য্যরশ্মি যেমন আমাদের নিকট নির্ব্বাধ হইয়া বহুদূর হইতে একায়েক উপস্থিত হন, তদ্রূপ ভগবান্ও প্রপঞ্চে আমাদের নিকট আবির্ভূত হ'য়ে থাকেন। নিরন্তর যাঁহারা ভগবদুপাসনা করেন, তাঁহাদের আশ্রয়েই—তাঁহাদের শ্রীহস্তদ্বারা উন্মীলিত চক্ষেই আমাদের ভগবদ্দর্শন সম্ভব হয়। যদি যাত্রার দ্বারা সাজা নারদকে 'ভক্তরাজ নারদ' ব'লে মনে করি, খড়ি-গোলাকে 'দুধ' মনে করি, তা'হলে প্রকৃত প্রস্তাবে আমরা প্রতারিত হ'ব। যিনি সর্ব্বক্ষণ ভগবদ্‌ভজনে চেষ্টা-বিশিষ্ট—যিনি সর্ব্বতোভাবে প্রতিপদবিক্ষেপে ভগবানের সেবা করেন—সর্ব্বস্ব দিয়ে ভগবানের সেবা ছাড়া কিছুই করেন না, এমন কোনও পুরুষের সেবাই আমাদিগকে শুদ্ধ কৃষ্ণভজন দিতে পারে। অনেকে রহস্য ক'রেও ব'লে থাকে—'অমুকের কৃষ্ণপ্রাপ্তি হ'য়েছে।' 'কৃষ্ণপ্রাপ্তি হওয়া' মানে—এজগৎ হ'তে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়া। কৃষ্ণ—সকল প্রাপ্তির শেষ প্রাপ্তি। সঙ্কীর্ত্তনরূপী কৃষ্ণ নিতান্ত অযোগ্য ব্যক্তির হৃদয়েও অঘ, বক, পূতনা প্রভৃতি ধ্বংস করেন। কৃষ্ণসেবা ব্যতীত আর আমাদের অন্য কৃত্য নাই। গৌরসুন্দর স্বয়ং কৃষ্ণ হ'য়েও কার্ষ্ণের বেশে নানাপ্রকারে—নানাভাবে—নানাভাষায়—'একমাত্র কৃষ্ণের ভজন কর'—ইহা শিক্ষা দিয়াছেন। কৃষ্ণ হ'তে জগৎ উদ্ভূত, কৃষ্ণে জগৎ স্থিত, কৃষ্ণে জগতের লয়। আমরা যখন আবৃত থাকি, তখন কৃষ্ণ তাঁ'র নিজত্ব দেখান না। চক্ষুর্গোলক যখন মেঘখণ্ডদ্বারা আবৃত থাকে, তখন স্বপ্রকাশ সূর্য্যের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না; কিন্তু তাহা আমাদের দৃষ্টির বিষয়ীভূত হয় না। কৃষ্ণদর্শন হ'তে বঞ্চিত থাকাই সেবা-বিমুখ জীবের যোগ্যতার তিরস্কার বা পুরস্কার।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

ভক্তি-অনুশীলন-বিধি

"বৈধভক্ত শরীর, মন ও আত্মা দ্বারা ভগবদনুশীলন করিয়া সন্তুষ্ট হন না, যেহেতু তদতিরিক্ত আবরণরূপ একটী প্রাকৃত জগৎ দেখিতে পান। তিনি বলেন যে, নিজ শরীর ও ঐ শরীরান্তর্গত মন ও আত্মা এই জগতের একটী অতীব ক্ষুদ্র অংশ। সমস্ত জগৎ আমার প্রভুর আলোচনা করুক। আমার বহির্ভাগে যে অসীম কাল ও ও অসীম দেশ দেখিতেছি ও বস্তুস্বরূপ বহুবিধ দ্রব্য দেখিতেছি, সমস্তই আমার প্রভুর অর্চনসামগ্রী হউক। প্রভু আমার নয়নগোচরে সর্ব্বত্র নৃত্য করুন এবং সর্ব বস্তুই তাঁহার উপাসনায় নিযুক্ত থাকুক। এই ভাবে আর্দ্র হইয়া তিনি দেশ কাল ও দ্রব্যগত ভগবদনুশীলনে প্রবৃত্ত হন। প্রকৃতিগত-অনুশীলন তিন প্রকার যথা:—

১। দেশ-গত অনুশীলন, ২। কাল-গত অনুশীলন, ৩। দ্রব্যগত অনুশীলন।

বৈষ্ণবতীর্থভ্রমণ, ভগবদধিষ্ঠানাদি-স্থানে গমন ও বৈষ্ণবদিগের গৃহ ও পত্তন দর্শনে যাত্রা—এই তিন প্রকার দেশগত ভগবদনুশীলন। দ্বারকা, পুরুষোত্তম, কাঞ্চি, মথুরামণ্ডল, শ্রীনবদ্বীপমণ্ডল প্রভৃতি বৈষ্ণবতীর্থ। সেই

সেই স্থানে যে সমস্ত ভগবল্লীলার কথা শ্রুত হওয়া যায়, তদ্বিষয়ে শ্রদ্ধাবান হইয়া ঐ সমস্ত তীর্থ ভ্রমণ বা কোন তীর্থে বাস করিবেন। ভগবচ্চরণামৃতরূপা জাহ্নবী ও ভগবৎসেবাপরায়ণা যমুনা প্রভৃতি তীর্থজলে সশ্রদ্ধ হইয়া স্নান করিবেন। যে যে স্থানে ভগবানের অর্চাবতাররূপ শ্রীমূর্ত্তি সেবিত হইয়া থাকেন, সেই সব স্থানে গমন করিবেন। পরমভাগবত-জনের গৃহ, গ্রাম ও স্থানসকল সর্ব্বদা বৈষ্ণব-জনকর্তৃক আশ্রিত হইবে। শ্রীশ্রীচৈতন্য-দেবের পার্ষদ মহানুভবগণের জন্মভূমি ও অবস্থানভূমি যত্ন সহকারে দর্শন করিবেন। এই সকল তীর্থস্থানে গমন করিলে বা বাস করিলে অহরহঃ ভগবৎকথা ও ভগবদ্ভক্ত-কথা কর্ণগত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে রতির উৎপত্তি হইবে। কালগত অনুশীলন সর্বদা বিধেয়। এক পক্ষ পর্য্যন্ত সংসারের নানাবিধ কার্য্য করিয়া শ্রীহরিবাসরে আহারনিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবদনুশীলন করা জীবের নিতান্ত কর্ত্তব্য। উর্জ্জাপালন অর্থাৎ কার্ত্তিক মাসের নিয়মসেবা করা সর্বতোভাবে কর্ত্তব্য। হরিলীলা-পর্বদিনের সম্মাননা করা নিতান্ত শ্রেয়ঃ। পরমভাগবতদিগের জীবনে যে সকল বড় বড় ঘটনা হইয়াছে, সেই সকল দিনের ও তিথির আদর করা অতীব কর্ত্তব্য। দ্রব্য-গত-ভগবদনুশীলন বহুবিধ। তাহার সংখ্যা করা দ্রব্য-সংখ্যার ন্যায় কঠিন। কতকগুলি বলিলে সমুদয় পরিজ্ঞাত হইবে। বৃক্ষ একটী দ্রব্য, অতএব সেই দ্রব্যে ভগবদনুশীলনের জন্য অশ্বত্থ, ধাত্রী; তুলসী প্রভৃতি কয়েকটী অতীব পবিত্র বৃক্ষের সম্বন্ধে ভগবদালোচনা হয়। মূর্তি একটী দ্রব্য, এজন্য জীবের শুদ্ধচিত্তে প্রতিভাত ভগবৎস্বরূপের অবতাররূপা শ্রীমূর্তির সেবা করা কর্তব্য। পর্বতমধ্যে গোবর্দ্ধন, নদীসকল মধ্যে গঙ্গা, যমুনা, পশুগণ-মধ্যে গো, গোবৎস—এই সমস্ত ভগবদনুশীলনের নিদর্শনস্বরূপ। শ্রীমূর্তির সেবা ও অর্চন-সম্বন্ধে মানব-গণের ব্যবহার্য শয়নাশন প্রভৃতি কার্য্যের উপযোগী সমস্ত সামগ্রী, তথা চন্দন, গন্ধদ্রব্যাদি ও বস্ত্র তৈজস পর্য্যঙ্কাদি সমুদয় ভগবদর্পিতকরণের বিধি হইয়াছে। নিজ প্রিয় দ্রব্যসমুদয় ভগবদর্পিত হইলে বৈধ-সেবা সুষ্ঠু হয়। শ্রীমূর্তি অষ্টবিধ।

বৈধভক্ত দেখিলেন যে, নিজের শরীর, মন, আত্মা ও ব্যবহার্য দেশ, কাল, দ্রব্যদ্বারা শ্রীশ্রীভগবদনুশীলন হইতে লাগিল। তাহাতে তাঁহার অপার আনন্দ উদয় হইল। কিন্তু আর কিছু বাকী আছে বলিয়া তাঁহার চিত্ত ক্ষোভিত হয়। অন্য নরগণের সহিত তাঁহার যে সামাজিক সম্বন্ধ তাহাতে ভগবদনুশীলন হইলেই তিনি পূর্ণ সুখ প্রাপ্ত হন। এই চিন্তা করিয়া তিনি সমাজ-গত অনুশীলনের বিধি নির্মাণ করেন। সমাজগত অনুশীলন চারি প্রকার, যথা—১। সদ্গোষ্ঠী মহোৎসব, ২। বৈষ্ণব-জগৎসমৃদ্ধি, ৩। বৈষ্ণব-সংসার-পত্তন ও উন্নতিকরণ, ৪। বৈষ্ণবধর্ম্ম সর্বজীবকে দিবার যত্ন।

যে সকল ব্যক্তিগণ পরমেশ্বরভক্ত, তাঁহাদের সহিত সহবাস, তাঁহাদিগকে লইয়া প্রসাদ ভোজন, হরিকথা ও হরিগান ইত্যাদি নানাপ্রকার শুদ্ধানন্দজনক কার্য্যদ্বারা মহোৎসবাদি করিবেন। তন্মধ্যে যাহারা মধুর-রস-সম্বন্ধে চতুর, তাঁহাদিগের সহিত শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি রসগ্রন্থের অর্থ সকল আস্বাদন করিবেন। সদ্গোষ্ঠী বিচারে দুইটী বিষয় ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে, যেহেতু বৈষ্ণব-অপরাধ কোনপ্রকারে না হয়। এ বিষয়ে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু আমাদিগকে বিশেষ সতর্ক হইবার জন্য আজ্ঞা দিয়াছেন। যাঁহারা সম্পূর্ণরূপে কপট, তাহাদিগকে বহির্মুখ বলিয়া পরিত্যাগ করিবেন। যাঁহারা সরল, তাঁহাদের প্রতি ব্যবহার দুই প্রকার—সেবা ও মর্য্যাদা। প্রকৃত বৈষ্ণব প্রাপ্ত হইলে তাঁহার সহিত অন্তরঙ্গ সঙ্গ ও তাঁহার অন্তরঙ্গ সেবা করিবেন। সাধারণ বৈষ্ণবপক্ষীয় সমস্ত লোকের মর্য্যাদা করিবেন। মর্য্যাদা অবশ্যই বহিরঙ্গ-সেবারূপে কৃত হয়। বৈষ্ণবপক্ষীয় লোকসকলকে তিন ভাগে বিভাগ করা যায়—

১। বৈষ্ণব-তত্ত্বকে সর্ব্বোত্তম বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন, অথচ স্বয়ং বৈষ্ণব হন নাই।

২। যাঁহারা বৈষ্ণবচিহ্ন ও অভিমান গ্রহণ করিয়াছেন,

কিন্তু প্রকৃত বৈষ্ণব হন নাই ; অথচ বৈষ্ণবে শ্রদ্ধা করেন।

৩। যাঁহারা বৈষ্ণব আচার্য্যদিগের বংশে জন্মগ্রহণ করতঃ বৈষ্ণবচিহ্ন ও অভিমান অঙ্গীকার করেন, অথচ প্রকৃত বৈষ্ণব নহেন।

যাঁহার যতদূর কৃষ্ণভক্তি নির্ম্মল ও গাঢ় হইয়াছে এবং অপরের প্রতি শক্তিসঞ্চারের সামর্থ্য হইয়াছে, তিনি ততদূর প্রকৃত বৈষ্ণব। কিঞ্চিন্মাত্র বিমলকৃষ্ণভক্তি হৃদয়ে আরূঢ় হইলেই প্রকৃত বৈষ্ণবত্ব লাভ হয়। বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবপক্ষীয় লোকদিগের সঙ্গ ও মর্যাদা নিরূপিত হইল, অতএব অবৈষ্ণবকে বৈষ্ণবজ্ঞানে মর্যাদা বা তাহার সঙ্গ করিলে ভক্তি ক্ষয় হয়। অতএব বৈষ্ণবচিহ্নধারী ও বৈষ্ণব অভিমানকারীদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে অবশ্য পরিহার করিবে। গৌণ বিধিতে যে সর্ব মানবের মর্য্যাদা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা দ্বারা সে সকলকে পরিতুষ্ট করিবে। তাহাদিগকে ভক্তগোষ্ঠী মধ্যে লইবে না। সংযোগী বৈষ্ণব বলিয়া যাঁহারা বর্তমান আছেন, তাঁহারাও যদি শুদ্ধভক্ত হন, তবে শুদ্ধবৈষ্ণবের সঙ্গযোগ্য পাত্র হইতে পারেন।

১। যাহারা কেবল ধূর্ত্ততাপূর্ব্বক বৈষ্ণব-চিহ্ন ধারণ করে।

২। কেবল অভেদবাদ বৈষ্ণবদিগের মধ্যে চালাইবার জন্য যাহারা বৈষ্ণব আচার্য্যদিগের অনুগত বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দেয়।

৩। অর্থলোভে বা প্রতিষ্ঠালোভে বা কোন প্রকার ভোগ-লোভে যাহারা বৈষ্ণবপক্ষীয় বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দেয়।

সজাতীয়াশয়-স্নিগ্ধ সদ্গোষ্ঠী ব্যতীত রসালাপ করিবেন না। বৈষ্ণবজগৎসমৃদ্ধি-সম্বন্ধে ভক্তসঙ্গ ব্যতীত অন্য সঙ্গ করিবেন না। বিবাহিত স্ত্রীকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া তাহাকে যতদূর পারা যায়, বৈষ্ণবতত্ত্ব শিক্ষা দিবেন। অনেক সৌভাগ্যক্রমে বৈষ্ণবী পত্নী লাভ হয়। বৈষ্ণবী পত্নী সহকারে বৈষ্ণবজগৎ সমৃদ্ধ করিলে আর বহির্মুখ-প্রবৃত্তির আলোচনা হয় না। যে সকল সন্তান উৎপন্ন হইবে, তাহাদিগকে ভগবদ্দাস বলিয়া জ্ঞান করিবেন। ভগবদ্দাসসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া আনন্দ লাভ করা উচিত। বহির্মুখ সংসার ও বৈষ্ণবসংসারে কেবলমাত্র একটি নিষ্ঠাভেদ আছে, আকৃতিভেদ নাই। বহির্মুখ ব্যক্তিরাও বিবাহ করে, অর্থ সংগ্রহ করে, গৃহ করে, গৃহ নির্ম্মাণ করে, ন্যায়ের নাম করিয়া সমস্ত কার্য্য করে এবং সন্তানাদি উৎপাদন করে, কিন্তু তাহাদের নিষ্ঠা এই যে, সেই সমস্ত কার্য দ্বারা তাহারা জগতের সুখ বৃদ্ধি করিবে বা জগদন্তর্গত নিজের সুখ লাভ করিবে। বৈষ্ণবগণ সেই সমস্ত কার্য তাহাদিগের ন্যায় অনুষ্ঠান করিয়াও সেই সব কার্য্যফল আত্মসাৎ করেন না, ভগবানের দাস্য বলিয়া করিয়া থাকেন। চরমে বৈষ্ণবগণ সন্তোষ লাভ করেন, কিন্তু বহির্মুখগণ উচ্চাভিলাষ বা ভুক্তিমুক্তিস্পৃহাজনিত কাম বা ক্রোধের বশীভূত হইয়া শান্তিহীন হইয়া পড়েন। বৈধভক্তগণ বৈষ্ণবসংসারের পত্তন করিয়া তদ্দ্বারা ভক্তি আলোচনা সমৃদ্ধি করিবার মানসে তাহার উন্নতি সাধন করেন। সর্ব্ব জীবের প্রতি দয়া বৈষ্ণবদিগের একটী প্রধান ভূষণ। অত্যন্ত ব্যাকুলতার সহিত বৈষ্ণবগণ সকল জীবকে বৈষ্ণব করিবার নানাবিধ উপায় সৃজন করেন। জীবের পরস্পর সম্বন্ধযোজনী বৃত্তি বিষয়ভেদে চারিপ্রকার হয়—প্রেম, মৈত্রী, কৃপা ও উপেক্ষা। পরমেশ্বরের প্রতি প্রেম অর্পিত হয়। বিশুদ্ধ ভগবদ্ভক্তগণের প্রতি মৈত্রী এবং কনিষ্ঠাধিকারী ও বহির্মুখ জীবের প্রতি কৃপা নিযুক্ত হয়। যে সকল জীব ভাগ্যক্রমে সৎসঙ্গ লাভ করিয়া ভক্তিপথের যোগ্যতা রাখেন, তাঁহাদের প্রতি অসীম কৃপা বিতরণ করতঃ ভাগবতগণ তাঁহাদিগকে পরমার্থ শিক্ষা দেন এবং তাঁহাদিগকে শক্তি সঞ্চার দ্বারা উদ্ধার করেন। অনেকগুলি দুর্ভাগা লোক যৎকিঞ্চিৎ খণ্ডতর্কের বলে কোন প্রকারেই আত্মোন্নতি স্বীকার করেন না। তাঁহাদের সম্বন্ধে উপেক্ষাই আবশ্যক।”

—ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ।

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব

[ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ, এম্-এ]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৩য় বর্ষ ৫ম সংখ্যা ১১৩ পৃষ্ঠার অনুসরণে)

কৈশোরে শ্রীকৃষ্ণ পরমপ্রেমবতী ব্রজগোপীগণের দ্বারা সর্ব্বদা পরিবেষ্টিত থাকিয়া কত না লীলা করিয়াছেন। এই লীলায় তাঁহাদের প্রেমমাহাত্ম্য এবং শ্রীকৃষ্ণের যে অতুলনীয় প্রেমব্যবহার উহা বর্ণনাতীত। গোপরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া ধৈর্য্য, লজ্জা, মান, ধর্ম্ম, কুলশীল, ভয়াদি সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সুখবিধানোদ্দেশ্যে তাঁহার চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইবার জন্য কি উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের অকৈতব প্রেমে আত্মসুখ কামনার কোনরূপ গন্ধ ছিল না, কিসে শ্রীকৃষ্ণের সুখবিধান করিতে পারেন, তাহাই তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্যবস্তু ছিল। শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের মিলনোৎকণ্ঠা ভাগবতের বহুশ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে বিরহবিধুরা গোপীগণ কতভাবে আর্ত্তি প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহার রূপ, গুণ, লীলা পরিকরাত্মক কথামৃতের মহিমা ব্যক্ত করিতেছেন—

'তবকথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহং।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ॥
—ভাঃ ১০।৩১।৯

শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় কথাই অমৃত। অমৃত বলিতে সমুদ্রমন্থনে উত্থিত স্বর্গসুধা কিংবা জন্মমৃত্যুনাশক মোক্ষকে বুঝায়। স্বর্গসুধা অত্যন্ত মধুর হইলেও তাহার মধুরতার অবসান আছে কিংবা মোক্ষরূপ অমৃতের যে আস্বাদন উহা অনুভূতিহীন আনন্দস্বরূপতামাত্র। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কথামৃতের শ্রবণকীর্ত্তনাদিদ্বারা যে পরম মাধুর্য্যের আস্বাদন পাওয়া যায়, উহাতে অরুচি নাই বা উহার অবসান নাই এবং উহা তাঁহার রূপ গুণ লীলাদির অনুভবে পরিপূর্ণ—উহার আস্বাদনে ভক্ত তরঙ্গায়িত আনন্দসমুদ্রে নিমজ্জমান থাকেন। "এক কৃষ্ণনামে যে আনন্দসিন্ধু আস্বাদন। ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদকসম" (চৈঃ চঃ)। তাই ভক্তপ্রবর ধ্রুব যখন মধুবনে শ্রীনারায়ণের দর্শনলাভ করিলেন তখন তাঁহার স্তবপ্রসঙ্গে বলিতেছেন—

"যা নির্বৃতিস্তনুভৃতাং··· ···" —(ভা ৪।৯।১০)

অর্থাৎ হে নাথ, আপনার পাদপদ্মধ্যানে এবং আপনার ও আপনার নিজজনের চরিত্রকথা শ্রবণে জীবের যে আনন্দ লাভ হয় ব্রহ্মানন্দেও অর্থাৎ আপনার মহিমস্বরূপ পরব্রহ্ম সাক্ষাৎকারেও সেইরূপ আনন্দ অনুভূতি হয় না।

তোমার কথামৃত তাপদগ্ধ জীবের জীবনস্বরূপ (তপ্তজীবনং)—তোমার বিরহতাপে দগ্ধ আমরা যে এখনও জীবিত আছি উহা তোমার কথামৃতের মহাপ্রভাব। শুধু আমরা কেন, যে সকল জীব সংসারতাপে দগ্ধ তাহাদের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত দুর্দ্দশা হইতে রক্ষা করিবার একমাত্র অবলম্বন তোমার কথামৃত। তোমার কথামৃত বিজ্ঞজনের দ্বারা স্তুত ('কবিভিঃ ঈড়িতম্')—ব্রহ্মা, শিব, চতুঃসন, নারদ, ব্যাস, শুক, ধ্রুব, প্রহ্লাদাদি বিজ্ঞজন স্বর্গসুধা ও মোক্ষ তুচ্ছ করিয়া তোমার কথামৃতরস আস্বাদন পূর্ব্বক উহার মহামহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তোমার কথামৃত সর্ব্বপাপনাশক ('কল্মষাপহং')—উহা জীবের সর্ব্বপাপ ও পাপবীজ (অবিদ্যা) বিনষ্ট করিয়া তাহার চিত্তকে বিশুদ্ধ সত্ত্বে পরিণত করিয়া তাহাকে তোমার প্রেম-সেবায় যোগ্যতা দান করে, জীবের প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ সর্ব্বপ্রকার পাপ নাশ করে। স্বর্গসুধা কামাদিবর্দ্ধক—নূতন নূতন কাম উৎপাদক—সেজন্য প্রারব্ধ বা অপ্রারব্ধ কর্ম্ম বিনাশ করিতে পারে না, মোক্ষামৃতও প্রারব্ধ পাপ নাশ করিতে অসমর্থ।

তোমার কথামৃত শ্রবণমাত্রেই সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ ও সর্ব্বার্থসাধক ('শ্রবণমঙ্গলং')—উহা শ্রবণকারী জীবের কর্ণে

প্রবেশমাত্রেই তাহাকে সর্ব্ববিধ মঙ্গল প্রদান করে—তাহার বহির্বিষয়ের কথায় আসক্তি দূরীভূত করাইয়া তোমার কথাশ্রবণেই আসক্তি জন্মায় এবং পরমার্থ (তোমার সেবা) সাধনে সহায়ক হয়।

তোমার কথামৃত সর্ব্বতোভাবে উৎকর্ষযুক্ত ('শ্রীমৎ') —উহা ব্রজপ্রেম পর্য্যন্ত সম্পত্তি প্রদান করিয়া থাকে। স্বর্গসুধাভোগ সকলের ভাগ্যে জোটে না, তীব্র সাধনানুষ্ঠান দ্বারা দেবদেহ লাভ করিতে পারিলে উহা ভোগের অধিকারী হওয়া যায় কিংবা যিনি দেহগেহাদির অভিনিবেশ মুক্ত হইয়া ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করিয়াছেন, তিনি মোক্ষরূপ অমৃতের অধিকারী হইতে পারেন। তদ্ভিন্ন এই দ্বিবিধ অমৃত তোমার কথামৃতের তুলনায় অতি তুচ্ছ —উহা তোমার প্রেমসেবা লাভরূপ পরমার্থ দান করিতে একেবারেই অসমর্থ। এজন্য যিনি তোমার অথামৃত আস্বাদন করিয়াছেন, তাঁহার অন্য কোন অমৃতে প্রবৃত্তি হইতে দেখা যায় না।

তোমার কথামৃত সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত ও কীর্ত্তনকারিগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বত্র বিস্তৃত ('আততং')—ব্রহ্মা, শিব হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক ভক্তচূড়ামণি সকলের মুখেই তোমার কথামৃত সর্ব্বদা সর্ব্বত্র পরিগীত হইয়া আসিতেছে। যে কোন ভক্তই অধিকার নির্ব্বিশেষে তোমার কথামৃত গান করিতে পারেন। অন্য কোন প্রকার সাধন বা সাধ্যবস্তু এরূপভাবে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত নহে।

তোমার কথামৃতকীর্ত্তনকারী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দাতা ('ভূরিদা')— তোমার কথামৃত যাঁহারা কীর্ত্তন করিয়া জগতের আপামর সাধারণকে পরিবেশন করেন, তাঁহাদের মত দাতা আর নাই। প্রচুর ধন, ভূসম্পত্তি আদি দানে কাহারও অভাব পূরণ বা দুঃখনিবৃত্তি হয় না কিন্তু তোমার কথা কীর্তন করিলে উহা শ্রবণে সর্ব্বজীবের সর্ব্ববিধ অভাব পূরণ করা হয়—সর্ব্বজীবের, শুধু সাধারণ দুঃখ দূর নহে, পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, শোক, মোহাদি দুঃখ-সংসার যাতনাও চিরকালের জন্য নিবৃত্ত হইয়া যায়। অতএব যাঁহারা তোমার কথা কীর্ত্তনাদি দ্বারা দান করেন, তাঁহারাই জগতে 'ভূরি' অর্থাৎ বহুতর দান করেন।

শ্রীগৌরাবতারে মহারাজ প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুর ভাবাবেশকালে তাঁহার পাদসম্বাহন করিতে করিতে যখন এই শ্লোক আবৃত্তি করিতেছিলেন তখন—

শুনিতে শুনিতে প্রভুর সন্তোষ অপার।
'বল, বল' বলি প্রভু বলে বার বার॥
'তবকথামৃতং' শ্লোক রাজা যে পড়িল।
উঠি প্রভু প্রেমাবেশে আলিঙ্গন কৈল॥
তুমি মোরে দিলে বহু অমূল্য-রতন।
মোর কিছু দিতে নাহি, দিনু আলিঙ্গন॥
'ভূরিদা' 'ভূরিদা' বলি করে আলিঙ্গন।
ইঁহো নাহি জানে—ইহোঁ হয় কোন্ জন॥

(চৈঃ চঃ ম-১৪পঃ)

শ্রীরূপগোস্বামিপাদ যে শ্লোকটী শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময় প্রিয়জন পরিবেষ্টিততা'র উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে বিবৃত হইল—

অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং ত্রুটির্যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্।
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্দৃশাম্॥
—ভাঃ ১০।২১।১৫

পরমপ্রেমবতী ব্রজনারীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন— তুমি যখন দিবসে (অহ্নি) বনভূমিতে গমন কর ('অটতি') তখন ব্রজবাসিগণের ক্ষণার্দ্ধকালেও ('ত্রুটি') যুগতুল্য মনে হয় ('যুগায়তে')। (পুনরায় দিনান্তে) যখন তাহারা তোমার কুটিলকুন্তলমণ্ডিত শ্রীমুখ ঊর্দ্ধমুখে নিরীক্ষণ করিতে থাকে ('উদীক্ষতাং'), তখন তাহাদের নিকট (নিমেষমাত্র ব্যবধানও অসহ্য হওয়ায়) নয়নাবলীর ('দৃশাং') নিমেষাচ্ছাদন সৃষ্টিকারী ('পক্ষ্মকৃৎ') ব্রহ্মা জড় অর্থাৎ হীনবুদ্ধি বলিয়া গণ্য হন। —বিরহসন্তপ্তা ব্রজনারীগণের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণবিরহ অতিশয় দুঃসহ তাহাই বলিতেছেন। যখন কৃষ্ণ বৃন্দাবনে গোচারণ করিতে যান, সেই সময় ব্রজবাসিগণের ক্ষণকালও যুগতুল্য মনে হয়। আবার যখন কৃষ্ণ ধেনু লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন তাঁহার শ্রীমুখ নিরবচ্ছিন্নভাবে সম্যক্‌রূপে দেখিতে পান না, যেহেতু

চক্ষুর উপর পলক আচ্ছাদন থাকে। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা চক্ষুতে পক্ষ্ম সন্নিবেশ করিয়াছেন, তাহাতেই চক্ষুতে পলক পড়ে এবং তাহাতেই শ্রীকৃষ্ণের বদনকমল নিরবচ্ছিন্নভাবে নির্নিমেষলোচনে দেখা যায় না। ব্রহ্মা যদি চক্ষুতে এই পক্ষ্ম না দিতেন, তাহা হইলে পলক হইত না। ব্রহ্মা নিশ্চয়ই জড়বস্তুর ন্যায় বিচারহীন, সৃষ্টিকার্য্যে অনিপুণ বা রসজ্ঞান-হীন—যদি রসজ্ঞ হইতেন তবে অখিলরসামৃতসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণকে যাঁহারা দর্শন করিতে আগ্রহান্বিত, তাঁহাদিগের নয়নে নিমেষরূপ আচ্ছাদন দিতেন না। রাধাভাবে বিভাবিত মহাপ্রভুর অনুরূপ উক্তি আমরা চরিতামৃতে দেখিতে পাই—

না দিলেক লক্ষকোটি সবে দিল আঁখি দুটী,
তাতে দিল নিমিষ আচ্ছাদন।
বিধি জড় তপোধন, রসশূন্য তার মন,
নাহি জানে যোগ্য সৃজন।
যে দেখিবে কৃষ্ণানন, তার করে দ্বিনয়ন,
বিধি হঞা হেন অবিচার।
মোর যদি বোল ধরে, কোটি আঁখি তার করে,
তবে জানি যোগ্য সৃষ্টি তার॥ (চৈঃ চঃ মধ্য-২১পঃ

(ক্রমশঃ)

প্রশ্নোত্তর

[ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ, এম্-এ]

সোনামুখী (বাঁকুড়া) হইতে শ্রীচৈতন্যবাণীর গ্রাহক ডাক্তার কৃষ্ণমোহন চন্দ্র মহাশয় পত্রিকায় প্রকাশিত 'শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব' সম্বন্ধীয় প্রবন্ধের উল্লেখ করিয়া কয়েকটী প্রশ্ন করিয়াছেন—

১। জীবের **অনাদি** 'অবিদ্যারূ'প **স্বভাবই** যদি তাহার কর্ম্মের প্রবর্ত্তক হয় এবং প্রকৃতিই যদি জীবের কর্ম্মনিয়ন্ত্রণ করে, তবে জীবের বিভিন্ন প্রকৃতি প্রথম সৃষ্টিতে বিভিন্ন হইল কাহা কর্ত্তৃক এবং কিরূপে?

শ্রীভগবান্ আদিমসৃষ্টির সময় জীবসৃষ্টি করিয়াছিলেন। কিন্তু নিশ্চয়ই এই প্রথম সৃষ্টি করার সঙ্গে জীব **কর্ম্মফলসহ** সৃষ্ট হয় নাই।

২। শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মফলবিধাতা—বিভিন্ন জীব বিভিন্ন কর্ম্ম করিতেছে কেন? আদিম সৃষ্টিতে পূর্ব্বজন্ম ছিল না। তৎকালে কর্ম্মের বিভিন্নতা কিরূপে সংঘটিত হইল?

৩। জীবের কর্ম্ম করিবার স্বাতন্ত্র্য আছে কি না? না থাকিলে জীবকে কর্ম্মফলের জন্য দায়ী করা যায় কিরূপে?

আবার স্বাতন্ত্র্য থাকিলে ভগবৎসৃষ্ট জীবের বিভিন্ন প্রকারের স্বাতন্ত্র্য হয় কিরূপে? এবং শ্রীভগবান্ সকল ব্যাপারই নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন এই সিদ্ধান্ত বা কিরূপে স্থির হইতে পারে?

বিষয়গুলি ব্যাপক। উহা নিম্নলিখিতভাবে বিভাগ করা যাইতে পারে—

১। **কর্ম্ম** কাহাকে বলে? প্রকৃতির দ্বারা জীবের কর্ম্ম নিয়ন্ত্রণ—**কখন হইতে** উহা আরম্ভ এবং উহাতে জীবের বিভিন্ন কর্ম্মপ্রবৃত্তির কারণ।

২। **জীবের স্বাতন্ত্র্য** ও তাহাতে ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব কতটা?

৩। **জীবের কর্ম্মফলভোগ** কিরূপে হয়?

আমরা ক্রমশঃ ঐ সকল বিষয়ের আলোচনা করিব। উহাতেই প্রশ্নের সমাধান হইতে পারিবে আশা করা যায়।

'কর্ম্ম' বলিতে কি বুঝায়? গীতাতে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতম্॥ গী ৮।৩

অর্থাৎ নিত্যবিনাশরহিত পরমতত্ত্বই ব্রহ্ম, অধ্যাত্মশব্দে শুদ্ধজীব এবং 'ভূতভাবোদ্ভবকর' (ভূতসমূহের দেহাদি

উৎপত্তি ও বৃদ্ধিকর) 'বিসর্গ' (জীবের সংসার) কর্ম্ম নামে অভিহিত। দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্যদানাদিরূপ যজ্ঞ—যাহা হইতে স্থূল (পঞ্চভূত) সূক্ষ্মভূত দ্বারা জীবের মনুষ্যাদি স্থূলদেহ নির্ম্মাণরূপ সংসার সৃষ্টি হয়-অর্থাৎ বিবিধ সৃষ্টি হইবার যে ক্রিয়া তাহাই কর্ম্ম। ব্যাপক অর্থে যে কোন ক্রিয়া উহা মনুষ্য-কৃতই হউক বা জগতের অন্য-পদার্থেরই হউক উহাকেই কর্ম্ম বলা হয়।

মানুষের কর্ম্মকে মীমাংসকগণ সাধারণতঃ নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্যভেদে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন। যে কর্ম্ম মানুষের নিত্যকৃত্য যেমন সন্ধ্যাবন্দনাদি—উহাকে তাহারা নিত্যকর্ম্ম বলেন। **নৈমিত্তিক কর্ম্ম**—কোন কারণ উপস্থিত হইলে যাহা করা আবশ্যক হয় তাহাকে নৈমিত্তিক কর্ম্ম বলা হয় যেমন গ্রহশান্তি বা শান্তিস্বস্ত্যয়ন কিংবা পাপক্ষালনের জন্য প্রায়শ্চিত্ত। গ্রহবৈগুণ্য বা পাপাদি ঘটনা না ঘটিলে ঐ সকল কর্ম্ম করিবার প্রয়োজন হয় না। শ্রাদ্ধ তর্পণাদিকেও নৈমিত্তিক কর্ম্ম বলা হয়। **কাম্যকর্ম্ম**—কোন বিষয়ের ইচ্ছা হইলে তাহা পাওয়ার জন্য আমরা শাস্ত্রবিধি অনুসারে যে কর্ম্ম করি তাহাকে কাম্যকর্ম্ম বলা হয়। যেমন বৃষ্টির জন্য বা পুত্র লাভের জন্য যজ্ঞ করা।

নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য ব্যতীত অন্য শাস্ত্র বিরুদ্ধ কর্ম্মকে নিষিদ্ধ কর্ম্ম বলা হয়, যেমন সুরাপান, পরস্ত্রীগমন ইত্যাদি।

এ পর্য্যন্ত যে কর্ম্মবিভাগের কথা বলা হইল উহা ব্যবহারিক বিষয়ের কথা। তাত্ত্বিক বিচারে যে বস্তুর যাহা নিত্যস্বভাব, তদনুযায়ী যে কর্ম্ম তাহাকে নিত্যকর্ম্ম বলা উচিত। নিত্যকর্ম্মের কোন পরিবর্ত্তন হয় না—উহা সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বকালে বর্ত্তমান থাকিবে। জীব পূর্ণচিৎ শ্রীভগবানের চিদ্রূপা জীবশক্তির ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ—'মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ'। সুতরাং জীব স্বরূপতঃ চেতনবস্তু। যতক্ষণ জীবস্বরূপে অবস্থিত থাকে অর্থাৎ দেহ-মন আদিতে আত্মজ্ঞানরূপ মায়িক উপাধিবিশিষ্ট না হয় ততক্ষণ চিদনুশীলনই জীবের নিত্যকর্ম্ম—পূর্ণচিৎ শক্তিমান শ্রীভগবানের চিদনুশীলনরূপ সেবাই তাহার নিত্যকর্ম্ম— ইহা কর্ত্তৃত্বাভিমানরহিত সেবকাভিমানে কৃত হওয়ায় 'ভক্তি' সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হয়। তাহার মায়িক অবস্থারূপ নিমিত্তজনিত যে যে কর্ম্ম উহা তাহার পক্ষে নৈমিত্তিক। বর্ণাশ্রমানুযায়ী সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম্ম বা কর্ম্মত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণান্তর যে কর্ম্ম উহা সমস্তই নৈমিত্তিক কর্ম্ম—উহা অসম্পূর্ণ, কারণ যখন জীব সাধুসঙ্গাদি দ্বারা বর্ণ বা আশ্রম অনুযায়ী চিদনুশীলনে প্রবৃত্ত হয় তখন সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্য চিদনুশীলনের সহায়ক বা উপায়মাত্র হইয়া যায় এবং তখন একমাত্র চিদনুশীলনই এক সম্পূর্ণ তত্ত্ব হইয়া যায়। সুতরাং সন্ধ্যাবন্দনাদিকে ঔপচারিক-ভাবেই নিত্যকর্ম্ম বলা যায়।

কর্ম্ম শব্দটীকে সঙ্কুচিত অর্থে গ্রহণ না করিয়া অধিকতর ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করা উচিত। মানুষ যে কর্ম্মই করে —খাওয়া, পরা, হাসা কাঁদা, দেখা-শুনা, দান করা, কথা বলা, স্মরণ করা, অন্যকে আনন্দ দেওয়া বা উদ্বেগ দেওয়া, হিংসা বিদ্বেষ করা, কুচিন্তা করা ইত্যাদি সমস্ত কর্ম্ম উহা কায়িক, বাচিক বা মানসিক হউক কর্ম্ম শব্দের অন্তর্গত (গী ৫।৮-৯)। তাই শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—কর্ম্ম কি, এবং অকর্ম্ম বা কি এবিষয়ে বিবেকিগণও মোহিত হইয়া থাকে, অতএব যাহা অবগত হইলে অশুভরূপ সংসার হইতে মুক্ত হইতে পারিবে সেই কর্ম্ম তোমাকে উপদেশ দিতেছি (গী ৪।১৬)। মানুষের কর্ম্ম সম্বন্ধে এই বলা হইল। কর্ম্ম বলিতে শুধু মানুষের কর্ম্ম নহে—সমস্ত চরাচর সৃষ্টি 'ভূতভাবোদ্ভবকর বিসর্গ' এই কর্ম্ম শব্দের অন্তর্গত। **কর্ম্মকে 'অনাদি'** বলা হয় কেন? আমরা গীতাতে পাই 'কর্ম্ম-ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি (৩।১৫) অর্থাৎ কর্ম্ম বেদ হইতে উদ্ভূত (এখানে ব্রহ্ম অর্থে বেদ বুঝা যাইতে পারে) এবং ব্রহ্ম (বেদ) অক্ষর (অচ্যুত) হইতে উৎপন্ন জানিবে। যজ্ঞও কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন—যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ (৩।১৪) আবার 'সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা (৩।১০)। সুতরাং ব্রহ্ম প্রজা (জগৎ) ও যজ্ঞ (কর্ম্ম) একসময়েই সৃষ্টি করিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে কর্ম্ম বা কর্ম্মরূপী যজ্ঞ, জগৎ (প্রজা) সমস্তই একসঙ্গে সৃষ্ট হইয়াছে। সুতরাং উহারা কেহ স্বতন্ত্রবস্তু নহে—ঐ সকল ব্রহ্মেরই অচিন্ত্যলীলা।

(ক্রমশঃ)

ব্রজভাব প্রাপ্তিমার্গ

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ," 'ভক্ত্যা মামভিজানাতি,' 'ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষঃ, ভক্তিরেব ভূয়সী' ইত্যাদি ভূরি ভূরি শাস্ত্র-বাক্যে ভক্তিকেই ভগবৎ প্রাপ্তির একমাত্র উপায় বলা হইয়াছে। কিন্তু এই ভক্তি ঐকান্তিকী হওয়া চাই। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—বেদশাস্ত্র কহে সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন। কৃষ্ণ—প্রাপ্য-সম্বন্ধ, ভক্তি প্রাপ্যের সাধন॥ অভিধেয় নাম ভক্তি, প্রেম প্রয়োজন। পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেম মহাধন॥"—(চৈঃ চঃ ম ২০।১২৪, ১২৫)। "বেদশাস্ত্র কহে সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন। কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-ভক্তি, প্রেম—তিন মহাধন॥"—(চৈঃ চঃ ম ২০।১৪৩)। অখিল-রসামৃত-মূর্ত্তি দ্বাদশরসের মূর্ত্ত বিগ্রহ কৃষ্ণই সম্বন্ধ বিচারে চরম পরম তত্ত্ব, ভক্তিই তাঁহাকে পাইবার একমাত্র সাধন, প্রেমই মুখ্য প্রয়োজন। সাধন, ভাব এবং প্রেম—ভক্তির এই ত্রিবিধ স্তর। সাধনের পরিপক্কাবস্থায় ভাব এবং ভাবের ঘনীভূতাবস্থায় প্রেম নাম। শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ তাঁহার ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

> "কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবা সা সাধনাভিধা।
> নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা॥"

অর্থাৎ "সাধ্য ভাবভক্তি যখন কৃতি (ইন্দ্রিয়)-সাধ্য হয়, তখন তাহাকে সাধন-ভক্তি বলে। ভক্তিই জীবের নিত্যসিদ্ধ ভাব, তাহাকে হৃদয়ে প্রকটাবস্থায় আনিবার নামই সাধ্যতা''।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

> শ্রবণাদি ক্রিয়া তার স্বরূপ লক্ষণ।
> তটস্থ লক্ষণে উপজয়ে প্রেমধন॥
> নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
> শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয়॥
>
> —চৈঃ চঃ ম ২২।১০৩, ১০৪

"অনুকূল ভাবের সহিত শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণই সেই ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ। অন্যাভিলাষ ত্যাগ এবং জ্ঞানকর্ম্মের সহিত সম্বন্ধছেদনদ্বারা সেই স্বরূপলক্ষণ প্রেমধন উৎপন্ন করে। কৃষ্ণপ্রেম—নিত্যসিদ্ধ বস্তু, তাহা কখনও (শুদ্ধভক্তিব্যতীত অন্যবিধ অভিধেয়ের) সাধ্য নয়, কেবলমাত্র শ্রবণাদি দ্বারা বিশোধিত চিত্তেই তাহার উদয় সম্ভব। অতএব শুদ্ধ শ্রবণকীর্ত্তনাদি ক্রিয়াই প্রধানতঃ সাধনভক্তি।"—অঃ প্রঃ ভাঃ

এই সাধন ভক্তি বৈধী এবং রাগানুগা ভেদে দ্বিবিধা। "রাগহীন জন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়। বৈধীভক্তি বলি' তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥"—(চৈঃ চঃ ম ২২।১০৬)। রাগ বলিতে আত্মার পরমাত্মপ্রতি স্বাভাবিক তৃষ্ণা বা অনুরাগ। হৃদয়ে সেই স্বাভাবিক রাগের উদয় হয় নাই, কিন্তু শাস্ত্র বাক্যে শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছে, তদবস্থায় সাধু গুরু পাদাশ্রয়ে শাস্ত্রাদেশে যে ভজন, তাহাই বৈধী ভক্তি। এই বৈধী ভক্তির বিধিনিষেধাত্মক চতুঃষষ্টি অঙ্গ বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে গুরুপাদাশ্রয়, দীক্ষা ও গুরুসেবা—এই তিনটি প্রধান অঙ্গ। অপর ৬১ অঙ্গের মধ্যে সাধু-সঙ্গ, নামকীর্ত্তন ভাগবতশ্রবণ, মথুরাবাস (অর্থাৎ ধামবাস) ও শ্রদ্ধার সহিত শ্রীমূর্ত্তি সেবা—এই পাঁচটি সর্ব্বসাধনশ্রেষ্ঠ। ইহার অল্প সঙ্গ-প্রভাবেই কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়। এক অঙ্গ সাধন করুন আর বহু অঙ্গই সাধন করুন, মহাজনগণ বলিতেছেন—নিষ্ঠা ব্যতীত কখনও প্রেমতরঙ্গের উদয় হয় না। অবিক্ষেপেণ সাতত্যং অর্থাৎ চিত্তবিক্ষেপরহিত সাতত্যই নিষ্ঠার লক্ষণ—নিশ্চিতরূপে অবস্থিতি। "এক অঙ্গ সাধে কিম্বা সাধে বহু অঙ্গ। নিষ্ঠা হৈতে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ॥" —চৈঃ চঃ ম ২২।১৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভু চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গ মধ্যে প্রহ্লাদোক্ত নববিধা ভক্তিকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন, তন্মধ্যে শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ ভক্ত্যঙ্গের শ্রেষ্ঠতা, তন্মধ্যে

আবার কীর্ত্তনের প্রাধান্য এবং সেই কীর্ত্তনের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-কীর্ত্তন মধ্যে আবার নাম-কীর্ত্তনেরই সর্ব্বোত্তমতা প্রদর্শন করিয়াছেন। নিষ্ঠার সহিত এই নাম ভজনে প্রবৃত্ত হইলে নামের কৃপায় সাধক শীঘ্রই প্রেম রসাস্বাদনের সৌভাগ্য লাভ করিবেন। কিন্তু মহাজনগণ বলেন—বিধিমার্গে ঐশ্বর্য্য প্রধান বৈকুণ্ঠাদিই প্রাপ্য, ব্রজভাব লভ্য নহে; বিশুদ্ধ রাগমার্গেই তাহা লভ্য হইতে পারে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (আ ৩।১৫) উক্ত হইয়াছে—"সকল জগতে মোরে করে বিধিভক্তি। বিধিভক্ত্যে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি॥" এক্ষণে বিচার্য্য বিষয় এই যে, রাগমার্গে ব্রজভাব লভ্য হয় জানিয়া তদুদয়-যোগ্য অধিকার লাভের পূর্ব্বেই বিধি উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক রাগের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইতে গেলেত' মহাকপটাচারী ধর্ম্মধ্বজী প্রাকৃত সহজিয়া হইয়া পড়িতে হইবে। এইজন্য মহাজনোক্তি:—"বিধিমার্গরত জনে, স্বাধীনতা রত্ন দানে, রাগমার্গে করান প্রবেশ। রাগবশবর্ত্তী হ'য়ে পারকীয় ভাবাশ্রয়ে লভে জীব কৃষ্ণে প্রেমাবেশ॥" বিশুদ্ধকৃষ্ণ-প্রীতিকে মুখ্য প্রয়োজন লক্ষ্য করিয়া বিধিমার্গে সাধুগুরু পাদাশ্রয়ে নাম ভজন করিতে করিতে অচিরেই রাগোদয় যোগ্যতা লাভ হইবে, অনর্থ নিবৃত্তি ক্রমে আত্মার স্বাভাবিক অনুরাগ প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিবে। নতুবা অনধিকার চর্চ্চা ক্রমে হিতে বিপরীত ফল ঘটিবারই বিশেষ সম্ভাবনা।

গুরুপাদাশ্রয় হইতে না হইতেই রাসপঞ্চাধ্যায়, গোপীগীতা, উদ্ধব সংবাদ, গোবিন্দ লীলামৃত, শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জগন্নাথ বল্লভ নাটক, কৃষ্ণকর্ণামৃত, শ্রীগীত গোবিন্দাদি রসগ্রন্থের রসাস্বাদন-তৎপর হইতে গেলে অকালপক্কতা-দোষ আসিয়া পড়িতে পারে। ফলে ব্যভিচার পরায়ণতা অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে। শ্রদ্ধাই ভক্তিলতার বীজ, বৈধীভক্তির বীজ বৈধী বা শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা, রাগভক্তির বীজ রাগানুগা লোভ-মূলা শ্রদ্ধা। 'শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি অধিকারী।' এইরূপ লোভ-মূলা শ্রদ্ধোদয় ব্যতীত রাগ-ভক্ত্যনুশীলনে নানা বিপৎপাত অবশ্যম্ভাবী। সেই প্রকার শ্রদ্ধান্বিত হইয়া শ্রীভগবান্ ব্রজেন্দ্র নন্দনের রাসাদিলীলা অনুশ্রবণ এবং সেই শ্রবণানুরূপ অনুবর্ণনফলে শ্রীভগবানে রাগানুগা পরা ভক্ত্যুদয়ে হৃদ্‌রোগ কামের সম্যক্ উপশান্তিক্রমে অপ্রাকৃত কামদেব মদনমোহনে অপ্রাকৃত সেবা-কাম—কৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণকাম জাগিয়া উঠিবে। তখনই অষ্টকালীয় লীলা স্মরণ মননাদি রাগভক্ত্যঙ্গ যাজন সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইবে। হৃদয়ে অনর্থ থাকা অবস্থায় শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীজয়দেব বর্ণিত শৃঙ্গাররসাত্মিকা রহঃকেলি আস্বাদন-তৎপরতায় নানা অশুভোদয়ের বিশেষ শঙ্কা বিদ্যমান। এজন্য গুর্ব্বনুগমন মুখে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন না করিলে ব্রজভাবানুসরণে বহু বিঘ্ন উপস্থিত হইবে। সদ্‌গুরুপাদাশ্রিত হইয়া গুরুদত্ত ভজনক্রিয়া বিশেষ সাবধানে অনুষ্ঠানরত হইলেই ক্রমশঃ অনর্থ নিবৃত্তিক্রমে নিষ্ঠা রুচি আসক্তি ভাবভক্তি ও প্রেম ভক্তিলাভের সৌভাগ্য উদিত হইবে। নিজেকে উন্নত অধিকারী সাজাইতে গিয়া বিপজ্জালজড়িত হইতে না হয়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। নাম ভজনকেই মহাপ্রভু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজন বলায় এবং উহাতেই সর্ব্বার্থসিদ্ধির আশ্বাস থাকায় উহাই প্রবর্ত্তক সাধক সিদ্ধ সকল অবস্থায়ই সুতরাং সর্ব্বতোভাবে নিঃশঙ্কচিত্তে আশ্রয়ণীয়। "সদা নাম লবে, যথা লাভেতে সন্তোষ। এই মাত্র আচার করে ভক্তিধর্ম্ম পোষ॥"— চৈঃ চঃ আ ১৭।৩০। নামই যখন সাধন আর নামই যখন সাধ্য, তখন সর্ব্বাবস্থায় নামকেই দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করিতে পারিলে নামই কৃপা করিয়া আমার সর্ব্বানর্থ নিবৃত্তিক্রমে সর্ব্ব শুভোদয় সংঘটন করাইয়া দিবেন। নামে প্রীত্যুদয়েই তদভিন্ন নামী কৃষ্ণে প্রীত্যুদয়ে বিশুদ্ধরাগোদয়ের সম্ভাবনা হইবে—"ঈষৎ বিকশি পুনঃ দেখায় নিজরূপগুণ চিত্ত হরি লয় কৃষ্ণপাশ। পূর্ণ বিকশিত হঞা ব্রজে মোরে যায় লঞা দেখায় নিজ স্বরূপ বিলাস॥" নাম ভজনই ভক্তিধর্ম্ম পোষক ব্রজভাব-বিকাশক।

ব্রজবাসিজনাদিতে প্রকাশ্যভাবে বিরাজমানা ভক্তি-

কেই রাগাত্মিকা ভক্তি বলে, এই রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগতা ভক্তিই রাগানুগা। "ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ। তন্ময়ী যা ভবেদ্ ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা॥" (ভঃ রঃ সিঃ) অর্থাৎ ইষ্ট বস্তুতে যে স্বাভাবিক পরমাবিষ্টতা, তাহাকেই রাগ বলে, সেই রাগময়ী ভক্তিই রাগাত্মিকা। শ্রীজীবপাদ তাঁহার দুর্গম সঙ্গমনী টীকায় লিখিতেছেন—ইষ্টে স্বানুকূল্য বিষয়ে স্বারসিকী স্বাভাবিকী পরমাবিষ্টতা তস্যা হেতুঃ প্রেমময় তৃষ্ণেত্যর্থঃ সা রাগো ভবেৎ অর্থাৎ স্বানুকূল্য বিষয়ক বস্তুতে যে স্বাভাবিকী পরমাবেশ মূলা প্রেমময় তৃষ্ণা, তাহাই রাগ, সেই রাগময়ী বা রাগপ্রচুরা ভক্তিই রাগাত্মিকা ভক্তি। ইহা কামরূপা ও সম্বন্ধরূপা ভেদে দ্বিবিধা। রাগবিশেষ রূপে কামদ্বারা এবং সম্বন্ধ হেতুক রাগবিশেষদ্বারা রূপিত অর্থাৎ সম্পাদিত হয় বলিয়া উহা কামরূপা ও সম্বন্ধরূপা।

কামরূপা ভক্তিতে সম্বন্ধ-বিশেষ থাকিলেও সম্বন্ধ সমূহ মধ্যে কামেরই প্রাধান্য সূচিত, যেহেতু এই কামে কেবলা কৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণেচ্ছা বিদ্যমানা, এইজন্য বাহ্যে কামসদৃশীরূপে প্রতীয়মানা হইলেও ইহা সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণেন্দ্রিয় পূর্ত্তিময়ী বলিয়া পরমা বিশুদ্ধা হওয়ায় উদ্ধবাদি পরম ভক্তগণও ইহার সমাদর ও বন্দনা করিয়া থাকেন। "প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্। ইত্যুদ্ধবাদয়ো২প্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ॥" —চৈঃ চঃ আ ৪।১৬৩। শ্রীউদ্ধব বলেন—"বন্দে নন্দ ব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণু মভীক্ষ্ণশঃ। যাসাং হরি কথোদ্গীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥" অর্থাৎ আমি সেই নন্দ ব্রজ রমণীগণের পাদরেণু নিরন্তর বন্দনা করি, যাঁহাদের হরিকথা গান ত্রিভুবনকেও পবিত্র করিয়া থাকে। "আসামহো চরণরেণু জুষামহং স্যাং বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্। যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা ভেজু র্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্॥" ইত্যাদি। ভাঃ ১০।৪৭।৬১, ৬৩

কিন্তু ব্রজ সুন্দরীগণের ন্যায় বিশুদ্ধ প্রেমের অভাবহেতু কুব্জাতে কৃষ্ণবিষয়িণী যে আংশিকী রতি দেখা যায়, তাহাকে পণ্ডিতগণ কামপ্রায়া রতি বলেন, কামপ্রায়া—সম্ভোগেচ্ছা বহুলা। তবে সাক্ষাৎ কৃষ্ণের নিকট সুখাভিলাষ রতির সহিত বিরুদ্ধ নহে, এজন্য কামপ্রায়া শব্দটি রতির বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। কুব্জার রতি—সাধারণী রতি।

সম্বন্ধরূপা ভক্তিতে শ্রীগোবিন্দে পিতৃত্বাদি অভিমান অর্থাৎ আমি গোবিন্দের পিতা, মাতা, সখা, দাস ইত্যাদি মননই সম্বন্ধরূপা ভক্তি। 'সম্বন্ধমাত্রে বৃষ্ণিগণ' এই বাক্যে বৃষ্ণিগণ উপলক্ষণে ব্যবহৃত। এতদ্দ্বারা গোপগণকেও গ্রহণ করিতে হইবে। যেহেতু এই গোপগণে ঈশ্বরত্ব জ্ঞানহীনতা বশতঃ রাগবিষয়ে বৃষ্ণিগণ হইতেও প্রাধান্য দৃষ্ট হয়।

রাগাত্মিকা ভক্তি কামরূপা ও সম্বন্ধরূপা ভেদে দ্বিবিধা হওয়ায় তদনুগা রাগানুগা ভক্তিও সুতরাং কামানুগা ও সম্বন্ধানুগা ভেদে দ্বিবিধা। ব্রজবাসিগণের ঐরূপ ভাব প্রাপ্তির জন্য লুব্ধ ব্যক্তিগণই এই রাগানুগাভক্তিতে অধিকার লাভ করেন। "কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ ক্রীয়তাং যদি কুতো২পি লভ্যতে। তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং জন্মকোটি-সুকৃতৈর্ন লভ্যতে॥" অর্থাৎ "কোটিজন্ম সুকৃতিদ্বারা যাহা পাওয়া যায় না, অথচ লোভরূপ একটি মূল্য দিয়া যাহা পাওয়া যায়, এরূপ কৃষ্ণভক্তিরস ভাবিতা অর্থাৎ কৃষ্ণসেবারসভাবনাময়ী মতি (বুদ্ধি) যাঁহা হইতেই পাও ক্রয় করিয়া ফেল।" এস্থলে লৌল্য, লালসা বা লোভমূল্য সংগ্রহই একমাত্র বিচার্য্য বিষয়। সাধনভক্তির বিধিপর্য্যায়ে বৈধী ভক্তি শ্রদ্ধা-মূলা, ইহা শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজনক্রিয়া, অনর্থ নিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তি ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আসক্তির পর ভাব, তৎপর প্রেমভক্তি। সাধনভক্তির রাগপর্য্যায়ে রাগানুগা ভক্তি লোভ-মূলা। এই লোভই বড় দুর্ল্লভ বস্তু। শ্রীল রূপপাদ বলিতেছেন—জাতরুচি মহাভাগবত গুরু-মুখ হইতে শ্রীমদ্ ভাগবত পদ্মপুরাণাদি সিদ্ধশাস্ত্র এবং তদর্থ প্রতিপাদক রসিকভক্তজনকৃত লীলা গ্রন্থ সমূহে শ্রীনন্দযশোদাদি ব্রজবাসি-

গণের শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর রসাশ্রিত ভাব-মাধুর্য্য এবং শ্রীকৃষ্ণের রূপগুণমাধুর্য্যাদি শ্রবণ এবং শ্রীমূর্ত্তি মাধুরী দর্শনাদি দ্বারা তৎসম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ অনুভবের বিষয় হইলে শাস্ত্রযুক্তি-নিরপেক্ষ হইয়া স্বভাবতঃ যে বুদ্ধিবৃত্তির প্রবর্ত্তন অর্থাৎ ঐ ঐ ভাব মাধুর্য্যা-স্বাদনাভিলাষ হয়, তাহাকেই লোভোৎপত্তি বা রাগো-দয়ের লক্ষণ বলা হইয়া থাকে। বৈধভক্ত্যধিকারিজনে রতির আবির্ভাবকাল পর্য্যন্ত শাস্ত্র ও অনুকূল তর্কের অপেক্ষা থাকে, রতির আবির্ভাবে আর উহাদের অপেক্ষা থাকে না; রাগভক্তিতে কিন্তু প্রথম প্রবৃত্তি হইতেই লোভের উৎপত্তি হয় বলিয়া কখনও শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা থাকে না, কিন্তু যে বিষয়ে লোভ হইয়াছে, তৎপ্রাপ্তি-জন্য শাস্ত্রাদি ও শাস্ত্রোক্ত সাধনের অনুসন্ধান অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া বিচারিত হয়।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—"ইষ্টে গাঢ়তৃষ্ণা রাগের স্বরূপ লক্ষণ। ইষ্টে আবিষ্টতা—তটস্থলক্ষণ কথন॥ রাগময়ী ভক্তির হয় রাগাত্মিকা নাম। তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান্॥ লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি। শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি॥" অনুগতি অর্থে অনুগমন বা অনুসরণ, অনুকরণ নহে।

শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"বিরাজন্তী-মভিব্যক্তাং ব্রজবাসিজনাদিষু। রাগাত্মিকামনুসৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে॥ তত্তদ্ভাবাদি মাধুর্য্যে শ্রুতে ধীর্যদপেক্ষতে। নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণম্॥" অর্থাৎ "ব্রজবাসিজনাদির মধ্যে অভিব্যক্তরূপে রাগাত্মিকাভক্তি বিরাজমানা। সেই ভক্তির অনুসৃতা অর্থাৎ অনুগতা যে ভক্তি, তাহাই রাগানুগাভক্তি। ব্রজবাসীদিগের ভাবাদি মাধুর্য্য শ্রবণে বুদ্ধি যে লোভকে অপেক্ষা করে, তাহাই রাগানুগাভক্তির অধিকার দেয়। শাস্ত্র বা যুক্তি সেই লোভের উৎপত্তিলক্ষণ নহে।"

রাগানুগা ভক্তির অনুশীলন সম্বন্ধে শ্রীল রূপপাদ লিখিয়াছেন—

সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ॥

অর্থাৎ "রাগাত্মিকা ভক্তিতে যাঁহাদের লোভ হয়, তাঁহারা ব্রজজনের কার্য্যানুসারে সাধকরূপে বাহ্য এবং সিদ্ধরূপে অভ্যন্তর সেবা করিবেন।"

"কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজ সমীহিতম্।
তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা॥"

অর্থাৎ "কৃষ্ণ এবং তদীয়—নিজনির্ব্বাচিত প্রেষ্ঠজনকে সর্ব্বদা স্মরণপূর্ব্বক সেই সেই কথায় রত হইয়া সর্ব্বদা ব্রজে বাস করিবেন; শরীরে ব্রজবাস করিতে অক্ষম হইলে মনে মনেও ব্রজবাস করিবেন।"

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ উহার অনুবাদ-স্বরূপ লিখিয়াছেন—

"বাহ্য, অভ্যন্তর—ইহার দুইত' সাধন।
বাহ্যে সাধক দেহে করে শ্রবণ কীর্ত্তন॥
'মনে' নিজ সিদ্ধ দেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রিদিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥
নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত' লাগিয়া।
নিরন্তর সেবা করে অন্তর্ম্মনা হঞা॥"—

—চৈঃ চঃ ম ২২।১৫০, ১৫৩, ১৫৫

সাধকরূপে যথাবস্থিত দেহে অর্থাৎ ব্রজে বা অন্যত্র অবস্থিত দেহে এবং সিদ্ধরূপে অন্তশ্চিন্তিত যে অভীষ্ট, তৎসেবনোপযোগী দেহে সেই ব্রজস্থ নিজাভীষ্ট শ্রীকৃষ্ণ-প্রেষ্ঠের যে ভাব বা রতিবিশেষ, তাহাতে লুব্ধ হইয়া ব্রজলোকগণের অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেষ্ঠা শ্রীরাধা, ললিতা, বিশাখা, রূপমঞ্জরী প্রভৃতি এবং তাঁহাদের অনুগত শ্রীরূপ-সনাতনাদি ভগবৎপরিকরগণের অনুসরণ পূর্ব্বক সেবা কর্ত্তব্যা। অর্থাৎ সাধকদেহে কায়িক্যাদি সেবা শ্রীরূপ সনাতনাদি ব্রজবাসিগণের আনুগত্যে এবং অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহে মানসী সেবা শ্রীরাধাললিতাবিশাখা শ্রীরূপ মঞ্জর্য্যাদির আনুগত্যেই কর্ত্তব্যা। এই আনুগত্য বা অনুসরণ বলিতে অনুকরণ নহে। শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য-দুহিতা শ্রীমতী হেমলতা ঠাকুরাণীর পরিত্যক্ত শিষ্য শ্রীরূপ কবিরাজ আসাম প্রদেশে সুরমা উপত্যকায় এক

উদ্ভট মত প্রবর্ত্তন করেন যে, শ্রীগুরুপাদাশ্রয়, একাদশী-ব্রত, শালগ্রাম বা তুলসীসেবাদি যখন গোপীগণ করেন নাই, তখন উহা তাঁহাদেরও কর্ত্তব্য নহে। সুরমা উপত্যকায় ঐ মত প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল বলিয়া ঐ মতটিকে শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর 'সৌরম্য মত' বলিয়া উল্লেখ করত নিরাস করিয়াছেন। উহাঁরা ব্রজলোক বলিতে ব্রজস্থ শ্রীরাধা চন্দ্রাবলী প্রভৃতি গ্রহণ করেন। অধুনা বৃন্দাবনে ঘোঁটার কুঞ্জে এই সম্প্রদায়ের গুরু-কুঞ্জ আছে। ইঁহারা অতিবাড়ীগণের ন্যায় এককণ্ঠি এবং বামকৌপীনা আখ্যায় প্রসিদ্ধ। উঁহাদের আচরণকেই 'অনুকরণ' বিচারে সম্পূর্ণরূপে গর্হণ করা হইয়াছে (ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২৯৫ সংখ্যাধৃত শ্রীচক্রবর্ত্তীকৃতা ভক্তিসার প্রদর্শিনী টীকা দ্রষ্টব্যা)।

রাগানুগভক্তগণ কৃষ্ণসহ দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুর—এই চারি রসে সম্বন্ধযুক্ত হইয়া অনন্যভাবে ভজন করেন—

পতিপুত্র সুহৃদ্ ভ্রাতৃপিতৃবন্মিত্রবদ্ধরিম্।
যে ধ্যায়ন্তি সদোদ্‌যুক্তাস্তেভ্যোঽপীহ নমো নমঃ॥
(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ)

—অর্থাৎ "ইহ জগতে যে সমস্ত ভক্ত সর্ব্বদা উৎসাহ যুক্ত হইয়া শ্রীভগবান্‌কে পতি, পুত্র, সুহৃৎ, ভ্রাতা, পিতা, মিত্র ইত্যাদি রূপে ধ্যান করেন, তাঁহাদিগকে বারম্বার নমস্কার করি।"

ইঁহারা গুর্ব্বানুগত্যে নির্দিষ্ট অভীষ্ট সেবা-সংরত হইয়া কৃষ্ণে প্রীত্যুদয় ক্রমে অচিরেই ভাব ভক্তি ও ক্রমে প্রেম ভক্তিলাভে ধন্য হন। প্রীত্যঙ্কুরে রতি বা ভাব নাম এবং সেই প্রীতি গাঢ় হইলেই প্রেম নাম ধারণ করে।

এই মত করে যেবা রাগানুগা ভক্তি।
কৃষ্ণের চরণে তাঁর উপজয় প্রীতি॥
—(চৈঃ চঃ মঃ ২২।১৬০

পরমারাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম উহার অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন—"যিনি এই মত অর্থাৎ বাহিরে সাধকদেহে শ্রুত হরি-কথার কীর্ত্তনদ্বারা সেবা এবং মনে কৃষ্ণসেবোপযোগী নিজরসোচিত সিদ্ধদেহে সর্ব্বকাল ব্রজে রাধাকৃষ্ণের সেবা করেন, তিনি শাস্ত্র বা গুরুশাসন বলে বৈধী-ভক্তির পরিবর্ত্তে নিজের স্বাভাবিক জাতরুচি প্রভাবে রাগানুগপথে চলিতে চলিতে কৃষ্ণের চরণে প্রগাঢ় প্রীতি লাভ করেন। রাগানুগমার্গেই রতি বা ভাব-প্রভাবে কৃষ্ণ বশীভূত হন এবং তখনই কৃষ্ণপ্রেম-সেবা-প্রাপ্তি ঘটে।"

অনেকের ধারণা রাগমার্গে স্বৈরাচার বা উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা কখনই নহে। একে ত' লোভোৎপত্তি ব্যতীত রাগভক্তিতে অধিকারই জন্মায় না। লোভোদয়ে শ্রীভগবানে বিশুদ্ধ প্রীতিই তাঁহার একমাত্র পথ প্রদর্শক হওয়ায় বিধিমার্গের অনু-সরণীয় বিধিনিষেধের মূল তাৎপর্য্য তাঁহাতে আপনা হইতেই স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া বিধি পালনে শৈথিল্য আনয়ন করিলেও তাঁহার মনঃপ্রাণ নিরলস ভাবে কৃষ্ণানু-শীলনরত হয়। নামভজন বা শাস্ত্রাদির শ্রবণ কীর্ত্তনে কখনই শৈথিল্য আসে না। "ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব। গুরু কৃষ্ণপ্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ॥ মালী হঞা সেই বীজ করে আরোপণ। শ্রবণ কীর্ত্তন জলে করয়ে সেচন॥ উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' যায়। বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি পরব্যোম পায়॥ তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন। কৃষ্ণচরণ কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥ তাঁহা বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেম-ফল। ইঁহা মালী সেচে নিত্য শ্রবণ কীর্ত্তনাদি জল॥" সুতরাং সাধ্যাবস্থায়ও শ্রবণ কীর্ত্তনাদি জলসেচন কার্য্য হইতে বিরতি নাই, এজন্য উচ্ছৃঙ্খলতার অবকাশই আসিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ গুর্ব্বানুগত্যে শ্রবণকীর্ত্তনাদি ছাড়িয়া লীলা স্মরণাদিতে প্রবৃত্ত হইবার ফলে নানা দুষ্ট ফলার্জ্জন অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে, এজন্য শ্রীরূপ-শিক্ষা উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদিগকে বিশেষভাবে সাবধান করিয়া দিয়াছেন—

"যদি বৈষ্ণব অপরাধ উঠে হাতী মাতা। উপাড়ে বা ছিণ্ডে তার শুখি' যায় পাতা॥ তাতে মালী যত্ন

করি' করে আবরণ। অপরাধ-হস্তীর যৈছে না হয় উদগম। কিন্তু যদি লতার সঙ্গে উঠে উপশাখা। ভুক্তিমুক্তি সিদ্ধিবাঞ্ছা যত অসংখ্য তার লেখা। নিষিদ্ধাচার, কুটীনাটী, জীবহিংসন। লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ॥ সেকজল পাঞা উপশাখা বাড়ি' যায়। স্তব্ধ হঞা মূল শাখা বাড়িতে না পায়॥ প্রথমেই উপশাখার করয়ে ছেদন। তবে মূলশাখা বাড়ি' যায় বৃন্দাবন॥ প্রেম ফল পাকি' পড়ে মালী আস্বাদয়। লতা অবলম্বি মালী কল্পবৃক্ষ পায়॥ তাঁহা সেই কল্প বৃক্ষের করয়ে সেবন। সুখে প্রেমফলরস করে আস্বাদন॥"

শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ অভিধেযতত্ত্বাচার্য্য, তাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু যে অভিধেয় তত্ত্বসার শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন, তাহা সাবহিত চিত্তে পুনঃ পুনঃ অনুশীলনীয়। "তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ।" তাহা হইলেই "পূজল রাগপথ গৌরব ভঙ্গে" বিচারাবধারণ-যোগ্যতার উদয় হইবে। বিশুদ্ধ রাগপথই ব্রজে যাওয়ার এবং ব্রজ ভজন উপলব্ধির একমাত্র পথ। কিন্তু উপযুক্ত শ্রীস্বরূপ-রূপানুগ পথ-প্রদর্শকের আনুগত্য স্বীকার ব্যতীত পদে পদে পদস্খলন অবশ্যম্ভাবী। অতএব সাধু সাবধান, ফের কহি কর অবধান।

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥

অর্থাৎ নামই চিন্তামণি অর্থাৎ সর্ব্বাভীষ্টদায়ক, যেহেতু নামই চৈতন্যরসস্বরূপ—চিদ্‌রস বিগ্রহ, পূর্ণ (অপরিচ্ছিন্ন), শুদ্ধ (মায়া সম্বন্ধশূন্য) এবং নিত্যমুক্ত (মায়াতীত) কৃষ্ণ (কৃষ্ণস্বরূপ)। নাম ও নামী অভিন্ন অর্থাৎ একই সচ্চিদানন্দরূপ তত্ত্ববস্তু নাম ও নামী দুইরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন— "একমেব সচ্চিদানন্দরসাদিরূপং তত্ত্বং দ্বিধাবির্ভূতমিত্যর্থঃ" (ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ সাধনভক্তিলহরী ২৩৩ সংখ্যার শ্রীমজ্জীবগোস্বামিপাদ কৃতা দুর্গমসঙ্গমনী টীকা এবং তৎকৃত শ্রীভাগবত সন্দর্ভান্তর্গত শ্রীভগবৎসন্দর্ভ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)।

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥"

অর্থাৎ যেহেতু নাম সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ, সেহেতু শ্রীকৃষ্ণনামাদি ("আদি শব্দাচ্ছ্রবণ নতি পূজাদ্যাত্মিকা ভক্তি-র্গ্রাহ্যা" অর্থাৎ আদি শব্দে শ্রীভগবানের নাম শ্রবণ, কীর্ত্তন, প্রণতি, পূজাদি স্বরূপা ভক্তি গ্রাহ্যা) প্রাকৃত জিহ্বা কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণের গ্রাহ্য নহে ('জিহ্বাদৌ ইতি অন্যেন্দ্রিয়াণাং চাদিপদেন গ্রহণম্')। ঐ জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়গণ নামাদি সেবায় উন্মুখ হইলেই নামাদি স্বয়ংই তাহাতে স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ 'সেবোন্মুখে' শব্দের টীকায় লিখিয়াছেন—"ভগবৎস্বরূপ তন্নামগ্রহণায় প্রবৃত্তে ইত্যর্থঃ।" অর্থাৎ সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপ নামাদিগ্রহণে প্রবৃত্তি বা নামাদি সেবায় উন্মুখতা দ্বারাই নামাদি জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত্ত হইয়া থাকেন। শ্রীল চক্রবর্ত্তী পাদও ঐ টীকার অনুবর্ত্তন করিয়াছেন।

সুতরাং নাম ভজনাশ্রয়ই ব্রজভাব স্ফূর্ত্তি লাভের একমাত্র উপায়। শ্রীমন্মহাপ্রভু এইজন্যই তাঁহার পার্ষদোত্তম শ্রীস্বরূপরামরায়ের কণ্ঠ ধারণ করিয়া "নাম সংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়" বলিয়া জানাইয়াছেন।

রাখে কৃষ্ণ মারে কে ?

ভগবান্ যাহাকে রক্ষা করেন তাহাকে যে কেহই বিনাশ করিতে পারে না, তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ভক্তরাজ প্রহ্লাদ। সৃষ্টি স্থিতি লয়ের কর্ত্তা ভগবান্। মুখে আমরা অনেক সময় একথা বলি বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা আমরা বিশ্বাস করি না। এবং বিশ্বাস করি না বলিয়া তদনুরূপ কার্য্যও করি না। বিশ্বাস করিতে পারিলে জীবনের সমস্ত দায় দায়িত্ব ভগবানের হাতে ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতাম। কিন্তু

সে বিশ্বাস আমাদের কই? শক্তি নাই অথচ মিথ্যা কর্ত্তৃত্বের অহঙ্কার আছে। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন "অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।" এই মিথ্যা কর্ত্তৃত্ব বুদ্ধি ত্যাগ করিতে হইবে। ত্যাগ করিলে কি হয় সে কথাই বলিতেছি।

এক ব্রহ্মচারী গয়া আকাশগঙ্গা পাহাড়ে কঠোর তপস্যায় রত। শৌচাদির প্রয়োজন ব্যতীত সমস্ত দিন রাত্রির মধ্যে আসন ত্যাগ করেন না। শয়ন ও নিদ্রা এককালে ত্যাগ করিয়াছেন। সম্পূর্ণ আকাশ-বৃত্তি। অযাচিত ভাবে কোনও তীর্থ-যাত্রী আহার্য্য কিছু দিয়া গেলে তাহাতেই ক্ষুন্নিবৃত্তি করেন। একেবারে নিরালম্ব —সকল ভার ভগবানের উপর দিয়া নিশ্চিন্ত। দিন যায় রাত্রি আসে,—রাত্রি যায় দিন আসে, ব্রহ্মচারীজীর সেদিকে দৃক্‌পাত নাই, নামানন্দে—ভজনে ডুবিয়া আছেন।

স্থানটী লোকলোচনের বহির্ভূত—অতি দুর্গম। চোর ডাকাতের লুকাইয়া থাকিবার এবং তাহাদের অপহৃত বস্তু লুকাইয়া রাখিবার উপযুক্ত স্থান মনে করিয়া একদল দস্যু সেখানে তাহাদের আড্ডা গাড়িয়াছিল। লুণ্ঠিত দ্রব্য লুকাইয়া রাখিবার জন্য দস্যুরা গভীর রাত্রে মাঝে মাঝে সেখানে উপস্থিত হইত। তাহারা দেখিল একজন সাধু সর্ব্বদাই সেখানে বসিয়া আছেন, নড়েন না, চড়েন না—কোথাও যান না, তাহাদের সমস্ত কার্য্যকলাপ তিনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়া থাকেন। যদি পুলিশকে খবর দিয়া তাহাদের ধরাইয়া দেন এই আশঙ্কায় তাহারা মনে মনে ভীত হইল। কি করিয়া সাধুকে সেই স্থান হইতে তাড়ান যায় ভাবিতে লাগিল। প্রথমে নানারূপ ভয় ভীতি প্রদর্শন করিয়া কার্য্য উদ্ধার করিতে চাহিল। কিন্তু তাহা যখন ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইল, তখন তাঁহাকে মারিয়া ফেলাই ঠিক করিল। এক দুর্বৃত্ত তাঁহাকে মারিয়া ফেলিবার জন্য এক বৃহৎ লাঠি হস্তে পার্শ্ববর্ত্তী বেলগাছের তলায় লুকাইয়া থাকিয়া সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিল। কিন্তু দৈবের এমনি বিধান, এক পাহাড়িয়া বৃশ্চিক তাহাকে দংশন করিল। অসহ্য যন্ত্রণায় সে কাতর। বৃশ্চিক-দংশনজনিত মৃত্যুযন্ত্রণা লইয়া সে ব্রহ্মচারীর নিকট উপস্থিত। ব্রহ্মচারীজী যে দস্যুর উদ্দেশ্য বুঝিতে পারেন নাই, তাহা নহে। আততায়ীর দুঃখে তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত হইল, তিনি ঔষধ দিয়া সেই দুর্বৃত্তকে সুস্থ করিলেন। কিন্তু তাহাতেও দস্যুদের চৈতন্য হইল না। ব্রহ্মচারীজিকে পাহাড় হইতে না সরাইতে পারিলে তাহারা নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছে না। কাজেই আর একটী বুদ্ধি স্থির করিল, তাহারা সকলে মিলিয়া তাঁহাকে বল পূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া একস্থানে আটক করিয়া রাখিবে। এইরূপ সংকল্প করিয়া একদিন কয়েকজন দস্যু ব্রহ্মচারীজীর কুটিরের পার্শ্বে লুকাইয়া থাকিয়া সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। হঠাৎ তাহারা দেখিল একটী মস্তবড় ভীষণ-দর্শন চিতাবাঘ তাহাদের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। প্রাণভয়ে ভীত হইয়া উপায়ান্তর না দেখিয়া ব্রহ্মচারীজীর কাছেই তাহারা তাহাদের প্রাণ রক্ষা করিতে কাতর-ভাবে প্রার্থনা জানাইল। ব্রহ্মচারীজীও বিনা দ্বিধায় তাহাদের কুটিরের মধ্যে প্রবেশ করিতে দিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। বাঘ চলিয়া গেলে দস্যুরা সেখান হইতে প্রস্থান করিল। এই সকল দৈব ঘটনার মূলে কি ছিল, দস্যুরা তাহা বুঝিল না। যে প্রকারেই হউক ব্রহ্মচারীজীকে সরাইতেই হইবে। কাজেই তাহাদের চেষ্টারও বিরাম নাই।

অন্য একদিন এক দস্যু ব্রহ্মচারীজীর মস্তক ছেদন করিবার মানসে গভীর রাত্রে তরবারী হস্তে এক বৃক্ষে আরোহণ করিয়া কখন ব্রহ্মচারীজী কুটিরের বাহিরে আসিবেন সেজন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। রাত্রি প্রায় তিনটায় ব্রহ্মচারীজী শৌচ করিবার জন্য কুটিরের বাহির হইলেন। দস্যু ভাবিল এইত' সুযোগ! যেমনি বৃক্ষ হইতে নামিতে যাইবে এমন সময় মস্ত লম্বা একটী বিষধর সর্প তাহার সর্ব্বাঙ্গ বৃক্ষের শাখার সহিত জড়াইয়া তাহার মুখের সম্মুখে ফণা তুলিয়া ফোঁস

ফোঁস করিতে লাগিল—দংশন করে আর কি! ব্রহ্মচারীজী কিয়দ্দূরেই শৌচে বসিয়াছেন। সর্পের বন্ধনের যাতনায় এবং দংশনের ভয়ে ভীত হইয়া দস্যুটী আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। ব্রহ্মচারীজী সেই আর্ত্তনাদ শুনিয়া শৌচান্তে সেই বৃক্ষের তলদেশে আসিয়া উপরদিকে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এই অবস্থায় হঠাৎ সর্পটী দস্যুকে বন্ধনমুক্ত করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। দস্যু আশ্চর্য্য হইল। বৃক্ষনিম্নে ব্রহ্মচারীজীকে দেখিয়া ইহা তাঁহারই কৃপায় সম্ভব হইয়াছে মনে করিয়া বৃক্ষ হইতে নামিয়া তাঁহার পদতলে পতিত হইল এবং অকপটে তাহার উদ্দেশ্যের কথা ব্রহ্মচারীজীকে বলিয়া ক্ষমা ভিক্ষা চাহিল। ব্রহ্মচারীজী আর কি বলিবেন? মাৎসর্য্যশূন্য ব্যক্তির পরহিংসা থাকিতে পারে না। তিনি সর্ব্বদাই পরসুখে সুখী এবং পরদুঃখে দুঃখী। কাজেই দস্যু নিশ্চিন্ত হইয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিল।

কিন্তু বার বার এইরূপ ব্যর্থ হওয়ায় দস্যুসর্দ্দার ভাবিল ইহা তাহার সঙ্গীদের দুর্ব্বলতা ছাড়া আর কিছুই নহে। সাধুদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সাধুর অলৌকিক শক্তির মিথ্যাভয়ে ভীত হইয়াই তাহারা কার্য্যোদ্ধার করিতে পারে নাই। তাহাদিগকে ধিক্কার দিয়া নিজেই কার্য্যোদ্ধার করিবার মানসে দস্যুসর্দ্দার একদিন অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রিতে কুটিরের নিকট উপস্থিত হইয়া গুরুগম্ভীর স্বরে ব্রহ্মচারীজীকে দরজা খুলিয়া দিবার জন্য আদেশ করিল। "বীত রাগ ভয়ক্রোধঃ" ব্রহ্মচারীজী দারোদ্ঘাটন করিবামাত্র দস্যুসর্দ্দার কয়েকজন সশস্ত্র সঙ্গীসহ কুটিরে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মচারীজীকে নানারূপ ভয় দেখাইয়া তখনই সেইস্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে বলিল। ব্রহ্মচারীজী সামান্য মাত্র ভীত হইলেন না। অধিকন্তু, শান্তভাবে, গম্ভীরস্বরে বলিলেন—"ভগবানের নির্দ্দেশে আমি এখানে ভজনে প্রবৃত্ত হইয়াছি, আমার সহিত কাহারও কোন স্বার্থের সম্বন্ধ নাই। আমার দ্বারা কাহারও অনিষ্ট হওয়ার ত আশঙ্কা নাই। আমাকে আমার কাজ করিতে দাও, আমি নিশ্চিন্ত মনে সাধন ভজন করিতে থাকি।" তারপর আরও তেজের সহিত বলিলেন, "মনে রাখিও আমিও নিরস্ত্র নহি। এই দেখ ইহার দ্বারা তোমাদের সাধ্য নয় আমাকে স্পর্শ করিতে পার।" এই বলিয়া ব্রহ্মচারীজী তাঁহার ঝুলি হইতে একটী থার্ম্মোমিটার বাহির করিয়া সেই দস্যু সর্দ্দারের সম্মুখে তুলিয়া ধরিবামাত্র এক অলৌকিক কাণ্ড ঘটিয়া গেল। দস্যুরা সভয়ে দেখিল একটা উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলো ক্রমশঃ তাহাদের দিকে অগ্রসর হইয়া তাহাদের চোখ মুখ ঝলসাইয়া দিতেছে, যেন এখনই পুড়াইয়া মারিবে। সর্দ্দার উপায়ান্তর না দেখিয়া তাহার সেই বিরাট লাঠিটা ব্রহ্মচারীজীর পদপ্রান্তে রাখিয়া মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা চাহিল। ইহার পর যতদিন ব্রহ্মচারীজী ঐ পাহাড়ে ছিলেন ততদিন দস্যুগণ তাঁহার কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিল।

উপরিউক্ত ঘটনাবলী হইতে আমরা দেখিতে পাই, যাঁহারা কায়মনোবাক্যে শ্রীভগবানে প্রপত্তি স্বীকার করিয়াছেন, সকল প্রকার পশুপ্রবৃত্তিই তাঁহাদের নিকট নতি স্বীকার করিতে বাধ্য। জীবের এই পশুপ্রবৃত্তির মূলে কাম। কাম মাৎসর্য্যের হেতু। অবিদ্যাবদ্ধ জীব ষড়্ বর্গ-রূপ রজ্জুদ্বারা জড়ে আবদ্ধ হইয়াছেন। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য এই ছয়টীকে ষড়্‌বর্গ বলে। ইহারা অবিদ্যা, অস্মিতা, অভিনিবেশ, রাগ ও দ্বেষরূপ পঞ্চ ক্লেশেরই অবস্থান্তর। জড় বস্তুতে অভিনিবেশ হইতে কামের উৎপত্তি। কাম সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় কথিত হইয়াছে,—

সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধি নাশাৎ প্রণশ্যতি॥

বিষয়ে অভিনিবেশরূপ সঙ্গ হইতে কামের উৎপত্তি হয়। কাম হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে সম্মোহ অর্থাৎ অন্যায়রূপে বিষয়লোভ, বিষয়লোভ হইতে স্মৃতিবিভ্রম অর্থাৎ

মোহ, মোহ হইতে বুদ্ধিনাশ অর্থাৎ হিতাহিতজ্ঞানশূন্য মদ, মদ হইতে বিনাশ অর্থাৎ জীবের বিকৃতিরূপ মাৎসর্য্য হয়। এই দস্যুদলের কার্য্যকলাপই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

এই অবস্থা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে হইলে গীতার উপদেশই আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। গীতায় উপদেশস্থলে কথিত হইয়াছে,—

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্॥

বুদ্ধির অতীত যে চিদ্ঘন জীব, তাহাকে উপলব্ধি করিয়া নিশ্চয়াত্মিকা সিদ্ধান্তদ্বারা মনকে বশীভূত করতঃ দুর্দ্ধর্ষ কামরূপ শত্রুকে জয় কর।

—শ্রীজগন্নাথ দাসাধিকারী

আধিদৈবিক ক্লেশ

যদিও জগজ্জীব নিয়ত আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ তাপ-ক্লিষ্ট, তথাপি অধুনা আধিদৈবিক ক্লেশের প্রাবল্য পরিলক্ষিত হইতেছে। বন্যা, ঝঞ্ঝাবাত, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, মহামারী, ভূমিকম্প আদিতে প্রতি বৎসর অগণিত প্রাণহানি সঙ্ঘটিত হইতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে উত্তরবঙ্গে কুচবিহারাঞ্চলে সাইক্লোনে বহু প্রাণহানি এবং গৃহাদি ধূলিসাৎ হইয়াছে, তৎপর চট্টগ্রামে যে ভয়াবহ সাইক্লোন হয় তাহাতে আনুমানিক দশ সহস্র মনুষ্য এবং সহস্র সহস্র গবাদি পশু নিহত হইয়াছে এবং গ্রামকে গ্রাম নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। দেখা যায় প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ-কালে মানুষ কত নিঃসহায়। এই ক্রমবর্দ্ধমান আধি-দৈবিক ক্লেশের গতিরোধের কোনও উপায় বা প্রতিকার আছে কি ?

মানুষ বিজ্ঞানের উন্নততম শিখরে আরূঢ় হইলেও এখনও প্রাকৃতিক দুর্য্যোগাদির প্রতিকার করিতে সমর্থ হন নাই, বরং আণবিক বোমাদি আবিষ্কার করিয়া এবং উহার পরীক্ষা চালাইতে গিয়া আরও ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হইতেছেন। আধুনিক যুক্তিবাদী মনুষ্য জড়ীয় জ্ঞানের সাহায্যে প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়াদির কারণ নিরূপণ করিয়া তৎপ্রতিকারের চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু ভারতীয় আর্য্যঋষিগণের চিন্তাস্রোত অন্য প্রকার, তাহারা ঐরূপ স্থূলভাবে বিষয়টি বিচার করিয়া উহার কারণ নির্ণয় করিতে যান নাই। তাঁহারা সূক্ষ্মদর্শী হইয়া উহার মূলীভূত কারণ অনুভব করিয়া তদুচিত প্রতিকারের ব্যবস্থা দিয়াছেন।

বৈদিক শিক্ষায় প্রত্যেক জড়ীয় সত্তার পশ্চাতে একটী চেতনসত্তার অধিষ্ঠান স্বীকৃত হইয়াছে। চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতীত জড়ের কোনও স্বতন্ত্র ক্রিয়া নাই। জড় বৈজ্ঞানিকগণ সূর্য্যকে জড়বস্তুরূপে দর্শন করিয়া জড়ীয়ভাবে তাহার গতিবিধি নিরূপণের চেষ্টা করেন। কিন্তু চিদ্বৈজ্ঞানিক আর্য্যঋষিগণ বলেন আপাতপ্রতীয়মান স্থূলবস্তু সূর্য্যের পশ্চাতে সূর্য্যদেবতার অধিষ্ঠান রহিয়াছে, তৎকর্ত্তৃক সূর্য্যের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। তদ্রূপ মেঘের পশ্চাতে মেঘের অধিপতি ইন্দ্র রহিয়াছেন, জলের পশ্চাতে বরুণদেব, অগ্নির পশ্চাতে অগ্নিদেব, বায়ুর পশ্চাতে পবনদেব ইত্যাদি প্রত্যেক বস্তুর পশ্চাতে চিত্তত্ত্বের অধিষ্ঠান রহিয়াছে। উক্ত অধিষ্ঠাতৃ দেবতা-গণের নিয়ন্তৃত্বে প্রকৃতি কার্য্য করিতেছে। এইজন্য ঋষিগণ দেবসেবার ব্যবস্থা দিয়াছেন, যাহাতে তাঁহারা প্রসন্ন হইয়া প্রাণিগণের আনুকূল্য করেন। তাঁহাদের নিকট হইতে সুবিধা গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের প্রাপ্য প্রদেয় আমরা দিতে প্রস্তুত না হইলে তাঁহারা জবর-দস্তি উহা আদায় করিয়া লইবার চেষ্টা করেন, তৎকালে কখনও কখনও প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়াদি সঙ্ঘটিত হইতে দেখা যায়। প্রত্যেক ক্রিয়ার একটী সমজাতীয় প্রতি-ক্রিয়া হইবেই, ইহাকে প্রতিরোধ করিবার সামর্থ্য

কাহারও নাই। পূর্ব্বে রাজাগণ ক্রমশঃ প্রজাপালনধর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া একতরফা প্রজাগণকে শোষণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, তাহাদের সুখ দুঃখের প্রতি দৃক্পাত করিলেন না, তাহার পরিণামস্বরূপ আজ রাজাগণ রাজ্যচ্যুত, জমিদারগণের অতিরিক্ত প্রজাপীড়নের ফলস্বরূপ আজ জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত। এই পৃথিবীতে স্বতন্ত্রভাবে কেহ একাকী জীবন ধারণ করিতে পারে না, আমাদিগকে বিভিন্ন দিক হইতে সহায়তা গ্রহণ করিতে হয়। পিতামাতা, মনুষ্য, মনুষ্যেতর প্রাণি, দেবতা, ঋষি আমাদিগকে জীবনধারণে সাহায্য করেন। তাঁহাদের নিকট হইতে সুবিধা গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের লভ্যাংশ তাঁহাদিগকে না দিলে পরিণাম কখনও শুভ হইতে পারে না। কেহ মনে করিতে পারেন তাহার নিজ পরিশ্রমার্জ্জিত ধনের ভোক্তা একমাত্র তিনিই, অন্যের অধিকার নাই, ইহা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা, কারণ তাহার জীবনধারণে সাহায্যকারীগণেরও অংশ তাহাতে আছে। এইজন্য বেদশাস্ত্রে উক্ত ঋণ পরিশোধের জন্য পিতৃযজ্ঞ, ঋষিযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ—এই পঞ্চযজ্ঞের ব্যবস্থা দিয়াছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শাস্ত্রে (গীঃ ৩।১০—১৩) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণবলিয়াছেন—

"সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥
দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥
ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্ক্তে স্তেন এব সঃ ॥
যজ্ঞাশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥"

"ব্রহ্মা যজ্ঞের সহিত প্রজাগণকে সৃষ্টি করিয়া এইরূপ আদেশ করিয়াছেন যে, 'তোমরা এই যজ্ঞরূপ ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হও; এই যজ্ঞই তোমাদের সমস্ত কাম প্রদান করুন।' এই যজ্ঞদ্বারা দেবতাসকল তোমাদের প্রতি প্রীত হউন। দেবতাসকল প্রীত হইয়া তোমাদিগকে ইষ্টফল দান করিয়া প্রীতি প্রদান করুন। পঞ্চ মহাযজ্ঞাদি দ্বারা সেই দেবতাদিগকে তাঁহাদের দত্ত বৃষ্ট্যাদি দ্বারা উৎপন্ন অন্নাদি যিনি প্রদান না করিয়া ভোগ করেন, তিনি চৌরস্বরূপ দোষভাক্ হইয়া থাকেন। যজ্ঞাবশিষ্ট অন্নাদি যাঁহারা গ্রহণ করেন, তাঁহারা উত্তম-জন্য অপরিহার্য্য সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হন। যাহারা কেবল স্বার্থপর হইয়া অন্নাদি ভোগ করে, তাহারা পাপাচরণপূর্ব্বক সমস্ত পাপ ভোগ করে।'

বর্ত্তমান কলিযুগে অধিকাংশ মনুষ্য অবিচারিত ভোগে প্রমত্ত হওয়ায় তাহাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া পড়িয়াছেন। তাহারা তথাকথিত জড়ীয় জ্ঞানাভিমানে দৃপ্ত হইয়া ঋষিগণের ব্যবস্থাপিত যজ্ঞাদিকে কুসংস্কারযুক্ত ও তুচ্ছ বলিয়া বোধ করেন। সুতরাং কালের গতি প্রভাবেই অবিচারিত ভোগপ্রবৃত্তি ক্রমবর্দ্ধমান হওয়ায় পিতৃপুরুষগণ তাঁহাদের অংশ না পাইয়া অপ্রসন্ন, দেবতা, ঋষি, মনুষ্য ও প্রাণিসমূহ সকলেই অপ্রসন্ন, এমতাবস্থায় শান্তি লাভের আশা নিতান্ত অসম্ভব। সুষ্ঠুভাবে পঞ্চযজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হইলে জাগতিক সর্ব্বপ্রকার শুভ উপস্থিত হয়। যজ্ঞের সুষ্ঠুতা বা সাফল্য নির্ভর করে যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরির প্রসন্নতার উপর। এইজন্য যজ্ঞসাফল্যের জন্য যজ্ঞশেষে শ্রীহরির প্রসন্নতা প্রার্থনা করিয়া একটী মন্ত্র উচ্চারণ করা হয়—"প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর হরিঃ। তস্মিন্ তুষ্টে জগত্তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ।" 'হে পদ্মপলাশলোচন হরি, তুমি প্রীত হও, তোমার সন্তোষে জগতের সন্তোষ, তোমার প্রীতিতে জগতের প্রীতি, কারণ তুমি সমস্ত যজ্ঞের ঈশ্বর অর্থাৎ ভোক্তা। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—'অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ'। —আমিই সমস্ত যজ্ঞের একমাত্র ভোক্তা ও প্রভু। অতএব পরমেশ্বর শ্রীহরিতে সর্ব্বতোভাবে সমর্পিত হইয়া তাঁহার প্রসন্নতা বিধান করিলে আর কাহারও নিকট ঋণী থাকিতে হয় না। মূল পাওনাদার পর-

মেশ্বরের সেবা করিলে সকলের ঋণ সম্যক্‌রূপে পরিশোধ হইয়া যায়।

"দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্" ॥ (ভা ১১।৫।৪১)

'যিনি পার্থিব কর্ত্তব্য পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বস্বরূপে শরণ্য মুকুন্দের শরণাপন্ন হইয়াছেন, হে রাজন, তিনি দেবতা, ঋষি, অন্য প্রাণী, আত্মীয়, মনুষ্য, পিতৃগণের নিকট আর ঋণী থাকেন না।॥'

'যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥'

—ভাঃ ৪।৩১।১৪

যেরূপ বৃক্ষের মূলে সুষ্ঠুরূপে জলসেচন করিলে উহার স্কন্ধ, শাখা, উপশাখা, পত্রপুষ্পাদি তৃপ্ত হয়, প্রাণে আহার দিলে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধিত হয় তদ্রূপ সর্ব্বেশ্বর অচ্যুত শ্রীহরির পূজা করিলে নিখিল দেবপিত্রাদি সকলের পূজা হইয়া যায়।

অতএব উপরি উক্ত বিশ্লেষণের দ্বারা সিদ্ধান্তিত হইল পরমেশ্বরের সেবা পরিত্যাগ করিয়া নাস্তিকতার দ্বারা আধিদৈবিকাদি তাপ হইতে সম্যক ত্রাণ লাভের কোনও সম্ভাবনা নাই।

—সম্পাদক

প্রলম্বাসুর বধ

[শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য পুরাণতীর্থ]

রাম ও কৃষ্ণ গোপালন ছলে লোকবঞ্চনা করি।
করিল বিহার ব্রজবনমাঝে গোপালকবেশধরি ॥
এমন সময়ে নিদাঘ ঋতুর হইল অভ্যুদয়।
সে সময় কভু জীবমনপ্রিয় নাহি হয় অতিশয় ॥
যেথায় বসতি করিত সদাই কৃষ্ণ ও বলরাম।
তথায় গ্রীষ্ম হয় অনুভূত বসন্ত ঋতুসম ॥
ঝিল্লিগণের কঠোর শব্দ নির্ঝরধ্বনি মাঝে।
আচ্ছাদিত হইয়া মধুর কর্ণকুহরে বাজে ॥
নির্ঝর-জলকণা-পরশনে তীরের বিটপীচয়।
ভূষিত হইয়া পত্রপুষ্পে মনোহর অতিশয় ॥
হরিতবর্ণ তৃণময়স্থানে করিছে সঞ্চরণ।
জলজকুসুমরেণুমিশ্রিত সুমধুর সমীরণ ॥
নদী-সরোবর-গিরি-নির্ঝরতরঙ্গপরশনে।
সুশীতল বায়ু নাশিল ক্লান্তি ব্রজবাসিগণমনে ॥
অগাধ সলিলা নদীসমূহের বিশাল উর্ম্মিচয়।
স্পর্শ করিয়া তীরদেশগুলি করিছে পঙ্কময় ॥
নিদাঘসূর্য্য যদিও তীব্র তথায় বৃন্দাবনে।
ভূমির শৈত্য না ক'রি হরণ দানিল শান্তি মনে ॥
কৃষ্ণ সেথায় বিহার মানসে গোপগণ সাথে মিলি।
মুরলীবাদনে হাসিয়া হাসিয়া বাজাইয়া করতালি।
নটগণ যথা প্রধান নটের স্তুতি করে সুমধুর।
গোপগণরূপী দেবগণ তথা কৃষ্ণেরও সুপ্রচুর ॥
গোপগণ যবে করিত নৃত্য রাম ও কৃষ্ণ তবে।
দিয়া করতালি 'সাধু সাধু' বলি হাঁকিত উচ্চরবে ॥
নানা উপহাস করিয়া সকলে করিত বিবিধ খেলা।
কে বুঝিবে সেই নরবেশধারী কৃষ্ণের সেই লীলা ॥
রামকৃষ্ণের এই মত সব লৌকিক ক্রীড়ারসে।
অতীত হইল কতক সময় ব্রজজনপ্রীতিবশে ॥
প্রলম্ব নামে অসুর একদা কৃষ্ণ ও বলরামে।
হরণ করিতে বাসনা করিয়া আসিল শ্রীব্রজধামে ॥
ধেনু চরাইয়া করিল বিহার সেই দুইজন যেথা।
গোরূপ ধরিয়া কপট অসুর আগমন করে তথা ॥

সর্ব্বদর্শী কৃষ্ণ বুঝিল মনের বাসনা তার।
বধিতে তাহারে বন্ধু বলিয়া করিল অঙ্গীকার॥
ক্রীড়ারসজ্ঞ কৃষ্ণ তথায় গোপগণে কহে ডাকি।
আইস আমরা খেলি যথাযথ দুইভাগ হ'য়ে থাকি॥
একটি দলের নায়ক হইল অগ্রজ বলরাম।
অন্য দলের হইল নায়ক কৃষ্ণ পূর্ণকাম॥
গোপশিশুদের কেহ কেহ খেলা করে বলরামদলে।
কোন কোন শিশু যোগদান করি কৃষ্ণের দলে খেলে॥
বাহ্য ও বাহক ভাবেতে সকলে নানারূপ ক্রীড়া করি।
কাটাইল কাল এইমত তারা বিচিত্র বেশ ধরি॥
এইমত কথা হইল তাদের ক্রীড়ায় বিজেতাগণ।
স্কন্ধে আরোহি পরাজিতদের করিবেই বিচরণ॥
এইমত কভু বাহক হইয়া বাহিত হইয়া কভু।
ভাণ্ডীরক বট মূলে গেল গোপগণ সহ প্রভু॥
প্রলম্ব ছিল কৃষ্ণের দলে পরাজিত হ'য়ে কালে।
বহন করিল সুবলী অসুর বলরামে অবহেলে॥
মর্য্যাদা স্থান অতিক্রম করি চলে গেল অনায়াসে।
বহু দূর স্থানে দৃষ্টি পথের পারে গেল অবশেষে॥
ক্রমে গুরুভার করে অনুভব রাক্ষস দুরাচার।
বহন ক্ষমতা হইল লুপ্ত ক্ষীণ হ'ল গতি তার॥

আপন আসুরশরীর ধরিল ছাড়িয়া ধেনুর বেশ।
নয়ন যুগল দীপ্ত তাহার অঙ্গার সম কেশ॥
শোভিত হইল জলদের মত ক্ষণ প্রভাবিজড়িত।
দন্ত তাহার ভীষণ তীক্ষ্ণ, ভ্রুকুটি সমন্বিত॥
ভীষণ তাহার শরীর নেহারি বলদেব হ'ল ভীত।
অসুর নিধনে তার অবতার ক্রমে মনে জাগ্রত॥
এ কথা স্মরিয়া ইন্দ্র যেমন বজ্র লইয়া করে।
করে বিদীর্ণ গিরিবরশির সুদৃঢ় মুষ্টি ধ'রে॥
সেই মত রাম করিল আঘাত সেই অসুরের শিরে।
ঘূর্ণিত হ'য়ে পড়িল ভূতলে ভয়ানক হুঙ্কারে॥
শ্রীবলরামের বীরত্ব নেহারি গোপবালকের দল।
সাধু, সাধু বলি করে চীৎকার প্রেমে হ'য়ে বিহ্বল॥
মরণ হইতে ফিরিল বলিয়া করিল আশীর্ব্বাদ।
জ্যেষ্ঠ সকলে, বালকের দল তুলিল হর্ষনাদ॥
আকাশ হইতে দেবতা সকল বরষে কুসুম ধারা।
বলরাম শিরে, করে প্রশংসা হইয়া আত্মহারা॥
পাপী প্রলম্ব নিহত হইলে দেবতা মানবগণ।
স্বস্থচিত্ত হইল সবার পুলকিত তনুমন॥

প্রচার-প্রসঙ্গ

আগ্রায় শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার :—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষের নির্দ্দেশক্রমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী বিগত ৯ জ্যৈষ্ঠ, ২৪ মে শুক্রবার নিউদিল্লী হইতে আগ্রায় আসিয়া পৌঁছেন এবং তথাকার অন্যতম বিশিষ্ট নাগরিক শ্রীআগরওয়ালাজীর বাসভবনে ১৩ জ্যৈষ্ঠ, ২৮মে পর্য্যন্ত অবস্থান করেন। শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ স্থানীয় প্রসিদ্ধ শ্রীবেদান্ত মন্দিরে প্রত্যহ প্রাতে শ্রীচৈতন্যশিক্ষার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ও রাত্রিতে দুইটী ধর্ম্মসভায় ভাষণ প্রদান করেন।

শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীল আচার্য্যদেব :—বিগত ৯ জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার শ্রীল আচার্য্যদেব দিল্লী হইতে শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শুভবিজয় করতঃ ১৭ জ্যৈষ্ঠ শনিবার পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়া মঠসেবকগণকে ও দর্শনার্থী সজ্জনগণকে তত্ত্বোপদেশের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-কার্ষ্ণসেবায় উৎসাহ প্রদান করেন। ১৭ জ্যৈষ্ঠ এক বিশেষ মহোৎসবে শ্রীধামের বহু বৈষ্ণব ও ব্রজবাসী ব্রাহ্মণগণ শ্রীমঠে প্রসাদ সম্মান করেন। উক্ত দিবস সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ উত্তমাভক্তির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সারগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব ১৯ জ্যৈষ্ঠ কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

কৃষ্ণনগর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে

বার্ষিক উৎসব ও শ্রীরথযাত্রা

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের সেবা-নিয়ামকত্বে নদীয়া-জেলাসদর কৃষ্ণনগর সহরে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে বিগত ৬ আষাঢ়, ২১ জুন শুক্রবার হইতে ৮ আষাঢ়, ২৩ জুন রবিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী ধর্মানুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়। ৬ই ও ৭ই আষাঢ় স্থানীয় টাউন হলে প্রত্যহ রাত্রি ৭-৩০ ঘটিকায় দুইটী মহতী ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। ৮ই আষাঢ় রাত্রিতে ধর্মসভার তৃতীয় অধিবেশন শ্রীমঠের নাট্যমন্দিরে সম্পন্ন হয়। রায় বাহাদুর শ্রীনারায়ণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও কৃষ্ণনগর গভর্ণমেণ্ট কলেজের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক শ্রীহেম চন্দ্র চক্রবর্ত্তী যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীমঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীপাদ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, বি-এস্-সি বিদ্যারত্ন প্রথম দুইদিন ধর্মসভায় বক্তব্যবিষয়রূপে নির্দ্ধারিত 'শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীচৈতন্যদেব' এবং 'কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি' সম্বন্ধে যে সারগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন তাহাতে উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন। ধর্মসভার তৃতীয় দিবস শ্রীমঠে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ শ্রীনামসংকীর্ত্তনের মহিমা বর্ণনমুখে কলিযুগের পরম উপায় শ্রীহরিনামানুশীলনে যত্নবান হইতে শ্রোতৃবৃন্দকে বিশেষভাবে উপদেশ করেন।

নদীয়া জেলার অন্যতম প্রসিদ্ধ ব্যক্তি শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় প্রথম দিন সভাপতির অভিভাষণে বলেন,—

'এই পৃথিবীতে সকলেই শান্তিকামী। কিন্তু শান্তি লাভের উপায় কি? শ্রীমন্মহাপ্রভু বল্‌ছেন—নিরন্তর কৃষ্ণনাম কর, কৃষ্ণ দয়া কর্‌লে শান্তি লাভ হবে।

এই জগতের পার্থিব সুখের কোনও মূল্য নেই। একজনকে ভালবাস্‌ছেন, সে সুখ দিচ্ছে, কিন্তু বসন্ত রোগে আক্রান্ত হ'য়ে বিকৃত হলে সে আর সুখ দেয় না, দুঃখ এসে উপস্থিত হয়। পুত্রকে ভালবাস্‌ছেন, সে সুখ দিচ্ছে, কিন্তু যেই তার মৃত্যু হলো, সেই সুখ দুঃখে পরিণত হচ্ছে। কঠোপনিষদ বল্‌ছেন—'নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্। তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্।' যাঁরা আত্মস্থ ভগবান্‌কে দর্শন করেন তাঁরাই শাশ্বতী শান্তি লাভ কর'তে পারেন, অন্যে নহে। শ্রীভগবান্‌ই বাস্তবসুখস্বরূপ। নিষ্কাম-ভক্তিদ্বারা তাঁকে পাওয়া যায়। 'তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।'—গীতা। যাঁরা আমাতে সততযুক্ত হ'য়ে প্রীতিপূর্ব্বক আরাধনা করেন, তাঁদের প্রতি আমি প্রসন্ন হই, প্রসন্ন হ'য়ে তাঁদের অজ্ঞানতা দূর করি।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে আমরা ভগবান্ বলে স্বীকার করি তাতে কোনও সন্দেহ নাই। তিনি ২৪ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রে দক্ষিণ ও উত্তর ভারত পদব্রজে ভ্রমণ করতঃ সর্ব্বত্র শ্রীকৃষ্ণভক্তি প্রচার করেছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলছেন—শ্রীকৃষ্ণনামসংকীর্ত্তনই শান্তি লাভের একমাত্র উপায়। উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কর্‌লে সমস্ত পাপ হ'তে মুক্তিলাভ করা যায়। কৃষ্ণনাম জপ কর্‌তে কর্‌তে বহির্ম্মুখ মন অন্তর্ম্মুখী হবে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু লুপ্তধর্ম্মকে পুনরুদ্ধার করেছিলেন, তৎপর ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ জগতে অবতীর্ণ হ'য়ে উহা পুনঃ প্রচার কর্‌লেন।

দ্বিতীয় দিন সভাপতির অভিভাষণে অধ্যাপক চক্রবর্ত্তী মহোদয় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষের ও ত্রিদণ্ডী যতিগণের অতিশয় জ্ঞানগর্ভ ভাষণের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন এইরূপ সুযুক্তি ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ কথা শ্রবণের সৌভাগ্য হইবে বলিয়া তিনি পূর্ব্বে ধারণা করিতে পারেন নাই। তিনি তাঁহার ভাষণে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতাবলম্বীগণের বিভিন্ন মতের কথা উল্লেখ করতঃ বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়া দেন।

ভাষণের আদি ও অন্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ-সন্ত মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহা-রাজের সুললিত ভজন কীর্ত্তন শ্রোতৃবৃন্দের বিশেষ চিত্তাকর্ষক হয়।

৭ই আষাঢ় শনিবার শ্রীগুণ্ডিচা মন্দির মার্জ্জন তিথি-বাসরে শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-গোপীনাথ জীউর বার্ষিক শুভ প্রকটতিথি উপলক্ষে শ্রীবিগ্রহগণের বিশেষ পূজা, অভিষেক, শৃঙ্গার ও ভোগরাগান্তে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত দিবস শ্রীমঠে মধ্যাহ্ন হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সহস্রাধিক নরনারী মহাপ্রসাদ সম্মান করেন।

৮ই আষাঢ় রবিবার শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীরথযাত্রা তিথিবাসরে শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-গোপীনাথ জীউ সুরম্য রথে আরূঢ় হইয়া বিরাট সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহযোগে অপরাহ্ণ ৪-৩০ টায় শ্রীমঠ হইতে শুভযাত্রা করেন এবং ডি, এন্, রায় রোড (বাজার রোড,) গোপাল চন্দ্র মোদক রোড, সোনাপটি রোড, রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর রোড, নিউ রোড, ডি, এন্ রায় রোড, মনোমোহন ঘোষ ষ্ট্রীট প্রভৃতি সহরের প্রধান প্রধান রাজপথ পরিভ্রমণান্তে রাত্রি ৭ টায় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্রীল আচার্য্য-দেবের অনুগমনে দুই বাহু উত্তোলন পূর্ব্বক উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তন-রত ত্রিদণ্ডী যতিগণ ও ব্রহ্মচারিগণকে দর্শন করিয়া দর্শনার্থী নরনারী মাত্রই চমৎকৃত হন। রথাকর্ষণে সহস্র সহস্র নরনারীর মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরি-লক্ষিত হয়। পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রামোদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ আশ্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ প্রভৃতি ত্রিদণ্ডী যতিগণ রথযাত্রায় যোগদান করেন।

উৎসব সাফল্যমণ্ডিত করিতে শ্রীপাদ উদ্ধারণ ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ পুরাণ তীর্থ, শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, বিদ্যারত্ন, উপদেশক শ্রীঅচিন্ত্য গোবিন্দ ব্রহ্মচারী, উপদেশক শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনমোহনদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাবিনোদ ব্রহ্মচারী, শ্রীভগ-বান্দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমধুমঙ্গল ব্রহ্মচারী, শ্রীপুলিনবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীমথুরেশ ব্রহ্মচারী, শ্রীসঙ্কর্ষণ দাসাধিকারী, শ্রীঅজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, শ্রীপ্রণতপাল দাসাধিকারী, শ্রীবীরেন্দ্র চন্দ্র মল্লিক, শ্রীভূপেন্দ্র চিত্র প্রভৃতি মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণের সেবাচেষ্টা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

রথাগ্রে নগর-সংকীর্ত্তনে শ্রীপাদ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ ও শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারীর উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্ত্তন উল্লেখযোগ্য। রথনির্ম্মাণে ও উহাকে সুসজ্জিত করিতে শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দাসাধিকারীর অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাচেষ্টাও বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

শ্রীনিমাইচরণ গড়াই মহাশয় রথের জন্য নূতন ট্রাক ও প্রয়োজনীয় কাষ্ঠাদি প্রদান করিয়া সকলের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

হইতে

শ্রীকেদার-বদরী তীর্থ পরিক্রমা

সোঽহং তদ্দর্শনাহ্লাদ-বিয়োগার্ত্তিযুতঃ প্রভো।
গমিষ্যে দয়িতং তস্য বদর্য্যাশ্রমমণ্ডলম্॥"—(ভাগবত ৩।৪।২১)

শ্রীবিদুরের প্রতি শ্রীউদ্ধবের উক্তি—'হে প্রভো, শ্রীকৃষ্ণের দর্শনজনিত আহ্লাদ এবং বিয়োগ নিবন্ধন আর্ত্তিযুক্ত হইয়া এক্ষণে আমি তাঁহার **পরম প্রিয় বদরিকাশ্রমে** গমন করিব।'

বদরী—ব্রহ্মনদী সরস্বতীর পশ্চিমতীরে ঋষিসকলের যজ্ঞানুষ্ঠানাদির স্থান। উহা বদরী বৃক্ষসমূহে বিভূষিত বলিয়া বদরী আশ্রম নামে অভিহিত। এই পরম পবিত্র তীর্থে জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস মুনি বেদ বিভাগ এবং বেদান্ত পুরাণাদি রচনা করিয়াও শান্তি লাভ করিতে না পারায় শ্রীনারদ গোস্বামীর উপদেশানুসারে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন এবং পূর্ণ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার পশ্চাদ্ ভাগে গর্হিতভাবে আশ্রিত মায়াকে দর্শন করতঃ শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ রচনা করিয়া পরাশান্তি লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু তীর্থ-পর্য্যটনকালে শ্রীবদরিকাশ্রমে শুভ পদার্পণ করেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও ভারত-ব্যাপী তৎশাখা মঠসমূহের অধ্যক্ষ **পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের** কৃপানির্দ্দেশ-ক্রমে শ্রীমঠ হইতে এই বৎসর শ্রীকেদারনাথধাম ও শ্রীবদরীনাথধাম পরিক্রমার আয়োজন করা হইয়াছে। আগামী ৮ই ভাদ্র, ২৫শে আগষ্ট রাত্রি ৮-৩০ টায় কলিকাতা (হাওড়া ষ্টেশন) হইতে দেরাদুন এক্সপ্রেসযোগে শ্রীমঠের সাধুগণ ও গৃহস্থ সজ্জনগণ যাত্রা করিবেন। শ্রীকেদারবদরী পরিক্রমায় গমনাগমনপথে বাসযোগে ও পদব্রজে যাত্রিগণ যে সকল তীর্থস্থান দর্শন করিবেন তাহার সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল:—হরিদ্বার, শ্রীহৃষীকেশ, শ্রীরামমন্দির, শ্রীভরত মন্দির, শ্রীলছ্মনঝোলা, ব্যাসঘাট, দেবপ্রয়াগ, কীর্ত্তিনগর, শ্রীনগর, রুদ্রপ্রয়াগ, অগস্ত্যমুনি, গুপ্তকাশী, মহিষ-মর্দ্দিনীদেবী, রামপুর, ত্রিযুগীনারায়ণ, শোণপ্রয়াগ, মুণ্ডকাটা গণেশ, মন্দাকিনী, গৌরীকুণ্ড, শ্রীকেদারনাথ (১১৭৫০ ফিট উচ্চ), শ্রীতুঙ্গনাথ (১৩৫০০ ফিট উচ্চ), আকাশগঙ্গা, গোপেশ্বর, বৈতরণীকুণ্ড, পিপলকুঠি, চামোলী, যোশীমঠ, পঞ্চশিলা, বিষ্ণুপ্রয়াগ, পাণ্ডুকেশ্বর, হনুমানচটী, শ্রীবদরীনারায়ণ (১০৬০০ ফিট উচ্চ) প্রভৃতি। পরিক্রমা সমাপ্ত করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে প্রায় এক মাস সময় লাগিবে।

হাওড়া হইতে ট্রেনে তৃতীয় শ্রেণীতে যাতায়াত ভাড়া, বাসভাড়া, কুলীভাড়া, বাসস্থান, দুইবেলা প্রসাদ, প্রাথমিক চিকিৎসা ও ব্যবস্থা আদির জন্য প্রত্যেক যাত্রীকে নিজ ব্যয় বহন করিতে হইবে। পদব্রজে ভ্রমণে অসমর্থ ব্যক্তি ঘোড়া, ডাণ্ডী,কাণ্ডী প্রভৃতিতে গমন করিলে তজ্জন্য তাহাকে পৃথক ব্যয় বহন করিতে হইবে। নরনারী নির্ব্বিশেষে পরিক্রমায় যোগদান করিতে পারিবেন। পরিক্রমার বিস্তৃত নিয়মাবলী শ্রীমঠের সেক্রেটারীর নিকট ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় সাক্ষাতে কিংবা পত্রদ্বারা জ্ঞাতব্য।

প্রত্যেক যাত্রী মশারীসহ বিছানা, শীতনিবারণোপযোগী গরম জামা কাপড়, কাপড়ের জুতা, মোজা, ছাতা, লাঠি, বিছানা ঢাকিবার জন্য রাবার ক্লথ কিংবা অয়েলক্লথ সঙ্গে লইবেন। এতদ্ব্যতীত এলুমিনিয়ামের থালা, বাটী, ঘটী ও টর্চ্চ, কিছু লজেন্স ও তালমিশ্রি সঙ্গে লইবেন। প্রত্যেক যাত্রীকে কলেরা ও টাইফয়েড প্রতিষেধক ইঞ্জেক্সন্ লইয়া তাহার সার্টিফিকেট সঙ্গে লইতে হইবে। ইতি—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬
ফোন নং ৪৬-৫৯০০। তাং ২৪।৭।১৯৬৩

নিবেদক—
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ,
সেক্রেটারী।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

ফোন নং ৪৬-৫৯০০

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড
কলিকাতা-২৬

২৫ বামন, ৪৭৭ শ্রীগৌরাব্দ ;
১৭ আষাঢ়, ১৩৭০ ; ২ জুলাই, ১৯৬৩।

বিপুল সম্মান পুরঃসর নিবেদন,—

শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রিয় পার্ষদ ও অধস্তন এবং শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও ভারতব্যাপী তৎশাখামঠসমূহের অধ্যক্ষ **পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের** সেবানিয়ামকত্বে **শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা, শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী, শ্রীরাধাষ্টমী** প্রভৃতি বিবিধ উৎসবানুষ্ঠান উপলক্ষে ২৬ শ্রীধর, ১৫ শ্রাবণ, ১ আগষ্ট বৃহস্পতিবার হইতে ২৯ হৃষীকেশ, ১৭ ভাদ্র, ৩ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার পর্য্যন্ত শ্রীবিগ্রহগণের সেবা-পূজা, প্রাতে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা, অপরাহ্ণে ইষ্টগোষ্ঠী কীর্ত্তন এবং সন্ধ্যারাত্রিকান্তে কীর্ত্তন ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ প্রভৃতি প্রাত্যহিক কৃত্য ব্যতীত মাসাধিকব্যাপী বিশেষ শ্রীহরিস্মরণ মহোৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইবে। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বিশিষ্ট ত্রিদণ্ডিযতিগণ ও সাধু-সজ্জনগণ এই উৎসবে যোগদান করিবেন।

২৫ শ্রাবণ, ১১ আগষ্ট রবিবার শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব অধিবাস-বাসরে শ্রীমঠ হইতে অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় **নগর সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা** বাহির হইবে। শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী উপলক্ষে ২৫ শ্রাবণ, ১১ আগষ্ট রবিবার হইতে ২৯ শ্রবণ, ১৫ আগষ্ট বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় শ্রীমঠের সভামণ্ডপে **পাঁচটী বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশন,** ২৬ শ্রাবণ, ১২ আগষ্ট সোমবার শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী তিথিতে সমস্ত দিবসব্যাপী শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ পারায়ণ, রাত্রি ১১টায় শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা-প্রসঙ্গ পাঠ ও রাত্রি ১২টার পরে শ্রীকৃষ্ণের মহাভিষেক, পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিক এবং ২৭ শ্রাবণ মঙ্গলবার শ্রীনন্দোৎসবে সর্ব্বসাধারণকে মহাপ্রসাদ দেওয়া হইবে। ১০ ভাদ্র ২৭ আগষ্ট মঙ্গলবার শ্রীরাধাষ্টমী উৎসব সম্পন্ন হইবে।

মহাশয়, কৃপাপূর্ব্বক সবান্ধব উপরি উক্ত ভক্ত্যনুষ্ঠানসমূহে যোগদান করিলে পরমোৎসাহিত হইব। ইতি—

নিবেদক—
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ
সম্পাদক

দ্রষ্টব্যঃ—উৎসবোপলক্ষে কেহ ইচ্ছা করিলে সেবোপকরণ বা প্রণামী আদি উপরি উক্ত ঠিকানায় সম্পাদকের নামে পাঠাইতে পারেন।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৫'০০ টাকা, ষান্মাসিক ২'৭৫ নঃ পঃ, প্রতি সংখ্যা '৫০ নঃ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

বিজ্ঞাপনের হার—

প্রতিবার ১ পৃষ্ঠা—৪০৲ (চল্লিশ টাকা), অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা ১ কলম—২২৲ (বাইশ টাকা), সিকি পৃষ্ঠা বা অর্দ্ধ কলম—১২৲ (বার টাকা), সিকি কলম—৭৲ (সাত টাকা), ⅛ কলম ৪৲ (চার টাকা)। দীর্ঘ কালের জন্য বিজ্ঞাপন দিলে ভিক্ষা স্বতন্ত্র। তাহা সাক্ষাদ্ভাবে অথবা পত্রদ্বারা জ্ঞাতব্য।

নিবেদক— কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রাথমিক বিদ্যালয়

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি নদীয়া জেলান্তর্গত শ্রীধাম-মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ অধিবাসিবৃন্দের অনুরোধক্রমে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ তত্রস্থ শিশুগণের শিক্ষার জন্য শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রাথমিক বিদ্যালয় নামে একটী অবৈতনিক পাঠশালা (স্কুল) বিগত ১৭ই মধুসূদন, ৪৭৩ শ্রীগৌরাব্দ, ২৬শে বৈশাখ, ১৩৬৬, ১০ই মে, ১৯৫৯ রবিবার অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সংগৃহীত জমিতে প্রতিষ্ঠিত করেন।

সম্প্রতি উহা পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে। শিক্ষা বোর্ডের পুস্তক তালিকা-নুসারে বালকবালিকাদিগকে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার ভিত্তিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। বিদ্যালয়টী গঙ্গা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থলের সন্নিকটস্থ স্থানে অবস্থিত, সর্ব্বদা মুক্তবায়ুপরিসেবিত অতীব মনোরম ও স্বাস্থ্যকর।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

ভাদ্র—১৩৭০

৩য় বর্ষ] হৃষীকেশ, ৪৭৭ শ্রীগৌরাব্দ [৭ম সংখ্যা

"কনক-কামিনী, প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী,
ছাড়িয়াছে যারে সেইত বৈষ্ণব।
সেই অনাসক্ত, সেই শুদ্ধ ভক্ত,
সংসার তথায় পায় পরাভব॥" —প্রভুপাদ

"শ্রীদয়িত দাস, কীর্তনেতে আশ,
কর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম রব।
কীর্তন-প্রভাবে, স্মরণ হইবে,
সে কালে ভজন নির্জন সম্ভব॥" —প্রভুপাদ

শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ, এম্-এ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, কাব্য-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্।

২। উপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

৫। শ্রীগোপীরমণ দাস, বিদ্যাভূষণ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখায় মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ

আকর মঠ ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

১। (ক) শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।
 (খ) ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬।

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।

৩। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর।

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, বৃন্দাবন (মথুরা)।

৫। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা।

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ—২ (অন্ধ্র প্রদেশ)।

৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম)।

৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম)।

৯। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ—চাকদহ (নদীয়া)।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১০। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)।

১১। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)।

মুদ্রণালয় ঃ—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ২৫।১, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ সাহ রোড, টালীগঞ্জ, কলিকাতা-৩৩।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

৩য় বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ভাদ্র, ১৩৭০।
২৭ হৃষীকেশ, ৪৭৭ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ ভাদ্র, রবিবার, ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩। | ৭ম সংখ্যা

শ্রীরাধার দাস্যই আমাদের পরম লোভনীয়

"শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ উপদেশামৃতের শ্লোকে শ্রীমতী রাধিকার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনে বলিয়াছেন,—

"কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া ব্যক্তিং যযুর্জ্ঞানিন-
স্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্তভক্তিপরমাঃ প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ।
তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশস্তাভ্যোঽপি সা রাধিকা
প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয়সরসী তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী॥"

পরের অপকার, চৌর্য্য, মিথ্যা, ব্যভিচার, লাম্পট্য প্রভৃতি অসৎকার্য্যরত ব্যক্তি হইতে যাঁহারা দেশের উপকার, দান, ধ্যান, তীর্থভ্রমণ প্রভৃতি করেন, যাঁহারা কেবলমাত্র নিজেদের ইন্দ্রিয়ের স্বার্থান্বেষী নহেন, সেইরূপ সৎকর্ম্মী শ্রেষ্ঠ ; কারণ, অসৎকর্ম্মের প্রাবল্যে জগতে মনুষ্যজাতির পক্ষে বাস করাই অসম্ভব হয়। কিন্তু এইরূপ সৎকর্ম্মীর আদর্শই চরম নহে। সৎকর্ম্মিগণ কুকর্ম্মী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। জীবগণকে উচ্ছৃঙ্খলতার কবল হইতে রক্ষা করিয়া তাহাদের অসৎকর্ম্ম সঙ্কোচ করিবার জন্যই সৎকর্ম্মের ব্যবস্থা। কিন্তু কর্ম্মিগণ বুভুক্ষু, তাঁহারা ইহকালে অভ্যুদয় ও পরকালে সুখের জন্য ব্যস্ত। যাঁহারা আপনাদিগকে নিষ্কাম-কর্ম্মী বলিয়া মনে করেন, তাঁহারাও প্রচ্ছন্নভোগী। নিজেদের অন্তঃস্থলের গভীরতম প্রদেশে লুক্কায়িত নিজেন্দ্রিয়-প্রীতিই নানাকারে স্বদেশ-প্রীতি, দরিদ্রকে অন্নদান, বস্ত্রদান, দাতব্যচিকিৎসালয়-নির্ম্মাণ, পুষ্করিণী-খনন, জলছত্রস্থাপন, অতিথি সৎকারাদি সৎকার্য্যরূপে প্রকাশিত হয়।

কর্ম্মিগণ তাঁহাদের কপটতা নিজেরা ধরিতে পারেন না। সেই বুভুক্ষু কর্ম্মী হইতে মুমুক্ষু জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ। তাঁহারা তাত্ত্বিক, কর্ম্মিদিগের নির্ব্বুদ্ধিতা বুঝিয়াও পাছে তাঁহাদিগকে সৎকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিতে গেলে নিজেরা অসৎকর্ম্মাসক্ত হইয়া পড়েন, এই জন্য জ্ঞানিগণ গীতার বাক্য স্মরণ করিয়া থাকেন—"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্" অর্থাৎ অজ্ঞতাবশতঃ কর্ম্মে আসক্ত কর্ম্মসঙ্গী মূর্খ ব্যক্তিগণের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবে না। তাহা করিলে তাহারা অসৎকর্ম্মাসক্ত হইয়া পড়িবে। কর্ম্মিগণ মূর্খ ; অমূর্খ জ্ঞানিগণ বিচার করেন—'তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং

বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।' কর্ম্মিগণ সৎকর্ম্মজনিত পুণ্যফলে দিব্য দেবভোগসকল প্রাপ্ত হন ; পরে সেই প্রভূত--সুখ-জনক স্বর্গ ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে আগমন করেন। সুতরাং জ্ঞানীরা কর্ম্মীর মূর্খতা পরিত্যাগ করিয়া অমূর্খের বিচারে চির-আনন্দের প্রয়াসী হইয়া মুমুক্ষু হন। তাঁহাদের বিচার এই যে, অস্তিত্বই যখন ক্লেশদায়ক, তখন চিন্নাহিত্য, অচিৎনির্ব্বাণ বা চিৎসাহিত্য ব্রহ্মে বিলীন হওয়াই শ্রেয়স্কর। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকই নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানতৎপর জ্ঞানী, মায়াবাদী বা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। ইঁহাদিগের আশা কত ক্ষুদ্র! ইঁহারা মূর্খ কর্ম্মীর উপর পাল্লা দিতে গিয়া, নিজেরা অমূর্খ সাজিতে গিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে মূর্খই হইয়া পড়িলেন, আত্মবিনাশ সাধন করিলেন।

যে নিত্যানন্দ লাভের আশায় জ্ঞানী ত্যাগী সাজিলেন, ভোগীকে ঘৃণা করিলেন, তাঁহার ভাগ্যে সেই নিত্যানন্দ লাভ হইল না। "জ্ঞানী জীবন্মুক্তদশা পাইনু করি' মানে। বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥"

এই-জন্য সর্ব্ব-প্রকার জ্ঞানী হইতে শুদ্ধভক্ত শ্রেষ্ঠ—ভক্তের পদবী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদবী। মূর্খ ভোগী কর্ম্মিগণ মনে করেন,—ভক্তগণ বুঝি তাঁহাদের মতই কর্ম্ম করেন, তাঁহাদের মতই ঘণ্টা নাড়েন, ঈশ্বর পূজা করেন, জীবে দয়া করেন, তীর্থে গমন করেন, সাধুগুরুর সেবা করেন; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। কর্মীর ভালমন্দ-বিচার—চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য; কিন্তু ভক্তের সেবা—অধোক্ষজসম্বন্ধিনী অর্থাৎ যাহা ইন্দ্রিয়জজ্ঞান ধারণা করিতে অসমর্থ। ভক্তের নিজেন্দ্রিয়-প্রীতি নাই, আছে কেবল কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি।

জ্ঞানী মনে করেন;—ভক্ত বুঝি তাঁহারই মত কোন অনিত্য বস্তুর—যে বস্তু পরে আর থাকিবে না, যে দৃশ্য, দ্রষ্টা ও দর্শনের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে, যাহার ত্রিপুটী বিনষ্ট হইবে,—সেইরূপ বস্তুরই অন্ধবিশ্বাস-মূলে ভজন করেন। জ্ঞানিগণ অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন ভগবানের চিন্ময় হাত, পা, মুখ, চোখ, নাক, ঠোঁট সব কাটিয়া, তাঁহার হাতে হাতকড়ি, পায়ে বেড়ী দিয়া, অবশেষে তাঁহারই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছেদন করিয়া তাঁহাকে নিরাকার নির্ব্বিশেষ করিতে প্রয়াসী! ভগবান্—যিনি অদ্বিতীয় ভোক্তা, তিনি ভোগ করিতে পারিবেন না, তিনি হাত-পা-ছাড়া বস্তু হইবেন! আর যত নশ্বর জড়ভোগের জন্য হাত-পা, ভোগিকুলের থাকিবে—তাহারা হিমালয়ের মুক্ত বায়ুতে, অরণ্যানীর নির্জ্জন সৌন্দর্য্যে, ভাগীরথীর রমণীয় কূলে বসিয়া ত্যাগের নামে প্রচ্ছন্ন ভোগ করিয়া লইবেন! ভক্তগণ সেইরূপ প্রচ্ছন্ন ভোগী নহেন। যে মুক্তির জন্য জ্ঞানিগণ লালায়িত, তাহা ভক্তগণের নিকট ত্যক্তনিষ্ঠীবনের ন্যায় বস্তু—অগ্রাহ্য পরিত্যাজ্য বস্তু। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের লেখক শ্রীল বিল্বমঙ্গল গোস্বামী বলিয়াছেন—

> ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যাদ্দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্ত্তিঃ।
> মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলিঃ সেবতেঽস্মান্ ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময় প্রতীক্ষাঃ॥

যাঁহার শ্রীকৃষ্ণে শুদ্ধভক্তির উদয় হইয়াছে, তাঁহার নিকট মুক্তি স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি হইয়া সেবা করিবার জন্য ব্যস্ত থাকেন, শুদ্ধভক্ত তাঁহার দিকে একবার ফিরিয়াও চান না; আর ধর্ম্ম, অর্থ, কামসকল কোন্‌সময় শুদ্ধভক্তের সেবা করিবার সুযোগ পাইবে, এই আশায় সময়ের প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকে। সুতরাং কর্মীর প্রার্থনীয় ধর্ম্মার্থ-কাম ও জ্ঞানীর লোভনীয় মোক্ষ ভক্তগণের থুৎকারের বস্তু।

শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বলেন—

> "কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপুরাকাশপুষ্পায়তে দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্পপটলী প্রোৎখাতদংষ্ট্রায়তে।
> বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে যৎকারুণ্যকটাক্ষবৈভববতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ॥

জ্ঞানিযোগিগণের মৃগ্য কৈবল্যসুখ—শুদ্ধভক্তের নিকট নরকতুল্য। কর্মীর লোভনীয় ইন্দ্রপুরীর সুখ—তাঁহার নিকট আকাশকুসুমের ন্যায় অবাস্তব। যাঁহার শ্রীগৌরসুন্দরে প্রেম উদিত হইয়াছে, বিশ্বামিত্রপ্রমুখ তাপসকুলের ন্যায় তাঁহার পতনাশঙ্কা নাই; শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপাকটাক্ষের এইরূপই প্রভাব! সুতরাং সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানী অপেক্ষা শুদ্ধভক্ত কৃষ্ণের প্রিয়তর। সর্ব্বপ্রকার ভক্তগণ মধ্যে আবার প্রেমনিষ্ঠ ভক্ত কৃষ্ণের অধিকতর প্রিয়। সর্ব্বপ্রকার প্রেমভক্তের মধ্যে ব্রজগোপীগণ কৃষ্ণের আরও অতিশয় প্রিয়। সর্ব্বগোপীগণের মধ্যে শ্রীমতী রাধিকা আবার কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়তমা—তাঁহা হইতে শ্রীকৃষ্ণের আর প্রিয়তম কেহ নাই। যেরূপ শ্রীরাধিকা কৃষ্ণপ্রিয়তমা, সেইরূপ তদীয় কুণ্ডও শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়তম। সেই শ্রীরাধার দাস্যই আমাদের পরম লোভনীয় বিষয়।

এমন দিন কবে হইবে,—যেদিন আমরা অন্য অভিলাষ, স্মৃত্যুক্ত তুচ্ছ কর্ম্ম, অকিঞ্চিৎকর নির্বিবশেষ জ্ঞান, তপ ও যোগাদি—সমস্ত কাকবিষ্ঠাবৎ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরাধার দাস্যে নিযুক্ত হইয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্য পরমচমৎকারমাধুর্য্যময়ী সেবার অধিকার পাইব! অনর্থযুক্ত অবস্থায় শ্রীরাধার দাস্য-সৌভাগ্য-লাভ ঘটে না। যাঁহারা অনর্থযুক্ত অনধিকার অবস্থায় পরমশ্রেষ্ঠসেবিকা শ্রীরাধার অপ্রাকৃত লীলার আলোচনায় তৎপর হন, তাঁহারা ইন্দ্রিয়ারামী, প্রচ্ছন্ন ভোগী, প্রাকৃত সহজিয়া। শ্রীব্রহ্মসংহিতায় ব্রহ্মা শ্রীগোবিন্দের এইরূপ স্তব করিয়াছেন,—

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন সন্তঃ সদৈব হৃদয়েহপি বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

প্রেমবিভাবিত সমাধিচক্ষেই সেই অচিন্ত্যগুণস্বরূপ শ্রীশ্যামসুন্দরের অপ্রাকৃত শ্রীমূর্ত্তির দর্শন লাভ হয়। অনর্থমুক্ত প্রেমিক ভক্তগণ সেই শ্রীগোবিন্দকে দর্শন করিয়া থাকেন। সুতরাং যে-সকল পরম সুকৃতিবিশিষ্ট অনর্থমুক্ত পুরুষ শ্রীরাধার দাস্যে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেন, তাঁহারাই শ্রীরাধাকুণ্ডে অবগাহন করিতে পারেন,—তাঁহারাই অষ্টকাল শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা-সৌভাগ্য লাভ করেন। তাঁহারাই ধন্য—ধন্যাতিধন্য।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

অনর্থবিচার

পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ প্রকার ভগবদনুশীলনই বৈধভক্তদিগের পক্ষে কর্তব্য কর্ম। কর্তব্য কর্ম অনুষ্ঠান করিতে হইলে সেই কর্তব্য কর্মের ব্যাঘাতকারী কতকগুলি নিষিদ্ধাচার আছে। তাহা পরিত্যাগ করা কর্তব্য।

নিষিদ্ধাচার দশবিধ :—

১। বহির্মুখ-জনসঙ্গ। ২। অনুবন্ধ। ৩। মহারম্ভাদির উদ্যম। ৪। বহু গ্রন্থ-কলাভ্যাস ও ব্যাখ্যাবাদ। ৫। কার্পণ্য। ৬। শোকাদি দ্বারা বশীভূত হওয়া। ৭। অন্য দেবতার প্রতি অবজ্ঞা। ৮। ভূতসকলকে উদ্বেগ দান। ৯। সেবাপরাধ ও নামাপরাধ। ১০। ভগবন্নিন্দা ও ভাগবত-নিন্দার অনুমোদন বা সহায়তা করা।

বহির্মুখজন ছয় প্রকার, যথাঃ—

১। নীতিরহিত এবং ঈশ্বর বিশ্বাস রহিত ব্যক্তি। ২। নৈতিক অথচ ঈশ্বর বিশ্বাস রহিত ব্যক্তি। ৩। সেশ্বর নৈতিক, যিনি ঈশ্বরকে নীতির অধীন বলিয়া

জানেন। ৪। মিথ্যাচারী বা দাম্ভিক (বৈড়ালব্রতিক, বকব্রতিক ও তৎকর্তৃক বঞ্চিত)। ৫। নির্ব্বিশেষবাদী। ৬। বহ্বীশ্বর বাদী।

যাহারা নীতি ও ঈশ্বর মানে না, তাহারা বিকর্ম, অকর্ম্মপরায়ণ। নীতি না থাকিলে যথেচ্ছাচার ঘটিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়-সুখ ও স্বার্থসাধন-জন্য নীতিহীন নিরীশ্বর ব্যক্তিগণ জগতের অনেক অমঙ্গল করিয়া থাকে। কোন কোন ব্যক্তিগণ নীতিকে স্বীকার করে, কিন্তু ঈশ্বরকে স্বীকার করে না। তাহারা আত্মরক্ষার জন্য প্রকাশ করে যে, ঈশ্বর বিশ্বাস রহিত নীতি সর্বদা ভয়শূন্য ও কর্তব্যপূর্ণ। ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা যে নীতির একটী প্রধান অঙ্গ, তাহা তাহারা জানে না। ঈশ্বর না মানিলে যে নৈতিক বিধানসকল অকর্মণ্য হয়, তাহা ফলতঃ দৃষ্টি করা যায়। নিরীশ্বর নৈতিক সুবিধা পাইলে যে স্বার্থের নিকট নীতিকে বলিদান না করিবেন, ইহার নিশ্চয়তা কোথায়? তাঁহাদের চরিত্র পরীক্ষা করিলেই তাঁহাদের মতের অকর্মণ্যতা লক্ষিত হইবে। যেখানে স্বার্থ আসিয়া বিরোধ করিবে,সেখানে হয়ত, 'মাকড় মারিলে ধোকড় হয়' এইরূপ ব্যবস্থা হইয়া উঠিবে। দ্বিতীয়-শ্রেণীর লোকদিগকে নিরীশ্বর কর্মী বলা হয়। তৃতীয় শ্রেণীর বহির্মুখ লোকেরা সেশ্বর কর্মী বলিয়া অভিহিত হন। ইঁহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। যাঁহারা নীতির মধ্যে ঈশ-কৃতজ্ঞতাকে একটী প্রধান কর্তব্য বলেন, কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহারা একশ্রেণী। ঈশ্বরকে কল্পনা করিয়া প্রথমে তাঁহাতে শ্রদ্ধাপূর্বক প্রনিধান করিলে এবং পরে নীতির ফলে সচ্চরিত্র উদিত হইলে ঈশ্বর-বিশ্বাস পরিত্যাগ করিলে ক্ষতি নাই। ইহা প্রথম-শ্রেণীস্থ সেশ্বর কর্মীদিগের মত। দ্বিতীয় শ্রেণীর সেশ্বর কর্মিগণ বিশ্বাস করেন যে, ঈশ্বরোপাসনারূপ সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্য্য সকল করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধ হয়। চিত্ত শুদ্ধ হইলে ব্রহ্মজ্ঞান হয়। তখন আর জীবের কৃত্য থাকে না। এই মতে, ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধটী পান্থ-সম্বন্ধ মাত্র, নিত্য নয়। এই উভয়-শ্রেণীর সেশ্বর নৈতিক পুরুষেরা ভক্তিবহির্মুখ মিথ্যাচারিগণ চতুর্থ প্রকার বহির্মুখ-মধ্যে পরিগণিত। ইহারা দ্বিবিধ, বৈড়াল ব্রতিক ও বঞ্চিত। বৈড়ালব্রতিকগণ বাস্তব ভক্তির নিত্যতা স্বীকার করে না। কিন্তু বাহ্যে তচ্চিহ্ন-সকল সর্বদা প্রকাশ করিয়া থাকে। কোন দূর-উদ্দেশ্য সাধনই তাহাদের প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যটী লক্ষিত হইলে সজ্জন-কর্তৃক তিরস্কৃত হয়। বৈড়ালব্রতিকগণ জগৎকে বঞ্চনা পূর্বক অধর্মপথকে পরিষ্কার করিয়া দেয়। অনেক নির্বোধ লোক তাহাদের বাহ্য দর্শনপূর্ব্বক বঞ্চিত হইয়া সেই পথ অবলম্বন করে। অবশেষে ভগবদ্বহির্ম্মুখ হইয়া পড়ে। উপরে দিব্য বৈষ্ণবচিহ্ন, সর্বদা ভগবন্নাম। জগতের প্রতি অনাসক্তি, সময়ে ভাল ভাল কথা, এই সমস্ত লক্ষিত হয়; গোপনে কনক-কামিনীচেষ্টা ইত্যাদি ভয়ঙ্কর অত্যাচারই তাহাদের অন্তরঙ্গ ভাব। এরূপ অনেক সম্প্রদায় স্থানে স্থানে দেখা যায়। নির্বিশেষবাদি-গণ পঞ্চম-শ্রেণীস্থ বহির্মুখ। তাঁহাদের মত এই যে, ভক্তি যজন করিয়া চিত্ত শুদ্ধ করিলে তত্ত্ব স্পষ্টীভূত হইবে। মুক্তিই তত্ত্ব। জীবের সর্বনাশই মুক্তি। যেহেতু জীব বলিয়া যে বিশেষ আছে, তাহা নাশ হইলে সমুদয় এক হইয়া একটী নির্বিশেষ অবস্থা হয়। তাঁহাদের মতে ভক্তি ও ভগবান্ অনিত্য। দাস্যবোধ কেবল সাধন মাত্র, ফল নয়। এস্থলে তাঁহাদের মত বিশেষরূপে বিচারিত হইবে না; কিন্তু সংক্ষেপতঃ এই মাত্র কথিত হইবে যে, ভক্ত-গণের পক্ষে সেই মতাবলম্বী ব্যক্তি বহির্মুখজন বলিয়া পরিত্যক্ত হওয়া উচিত নতুবা ভক্তিতত্ত্ব লঘু হইয়া পড়িবে। যাঁহারা বহু ঈশ্বর স্বীকার করেন, তাঁহারা এক-নিষ্ঠ নন, অতএব তাঁহাদের সঙ্গক্রমে ভক্তির নিষ্ঠা বিগত হয়।

এই ছয়প্রকার বহির্মুখজনের সহিত বৈধভক্তের সঙ্গ করা অনুচিত। একত্রে কোন সভায় উপবিষ্ট হওয়া বা নৌকারোহণে নদীপার হওয়া, একঘাটে স্নান করা বা এক বিপণিতে দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করাকে সঙ্গ বলা যায় না। কোন ব্যক্তির সহিত আন্তরিক ভ্রাতৃভাব সহকারে ব্যবহার করার নাম সঙ্গ। বহির্মুখজনের সহিত তদ্রূপ সঙ্গ করিবে না।

অনুবন্ধ বৈধভক্তের পক্ষে একটী নিষিদ্ধাচার। অনুবন্ধ চারি প্রকার যথা—

১। শিষ্যদ্বারা অনুবন্ধ। ২। সঙ্গীদ্বারা অনুবন্ধ। ৩। ভৃত্যদ্বারা অনুবন্ধ। ৪। বান্ধবদ্বারা অনুবন্ধ। অনধিকারী জনকে ধন ও জন-লোভে শিষ্য করিলে সম্প্রদায়ের বিশেষ জঞ্জাল হয়। অতএব যথার্থ পাত্র না পাইলে বৈধভক্তগণ কদাপি শিষ্য করিবেন না। ভক্তজন ব্যতীত সঙ্গী গ্রহণ করিলে অনেক অনর্থ ঘটে, অতএব সঙ্গী না পাওয়া যায় সেও উত্তম, তথাপি অভক্ত সঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবেন। ভগবৎপরায়ণ ব্যতীত ভৃত্য সংগ্রহ করা মঙ্গলজনক হয় না। কাহারও সহিত নূতন বান্ধবতা করিতে হইলে অগ্রে তাঁহার বৈষ্ণবতা পরীক্ষা করা আবশ্যক।

মহারম্ভাদির উদ্যম তিন অবস্থায় পরিত্যাজ্য। আদৌ যদি উদ্যমকর্ত্তার ধনাভাব হয়, তবে সে কার্যে হস্তক্ষেপ করিবে না। যদি জীবনের অবসান হইয়া থাকে, তাহা হইলে বৃহৎ কার্য্য আরম্ভ করিবে না, বহুজনের সাহায্য ব্যতীত যে কার্য হয় না অথচ সেরূপ সাহায্য প্রাপ্তির সহজ উপায় নাই, সেই কার্য্যের উদ্যম করা শ্রেয়ঃ নয়, কেবল ভজনের ব্যাঘাত করিবে। মঠ, আখড়া, মন্দির, সভা ইত্যাদি বৃহদ্ বৃহৎ কার্য উক্ত বিধিক্রমে কঠিন হইলে তাহাতে যত্নমাত্র করিবে না।

ভক্তগণ ভক্তি-শাস্ত্র ও তদনুগত জ্ঞান ও কর্মশাস্ত্র শিক্ষা করিবেন, কিন্তু কাল নাই বলিয়া বহু গ্রন্থের একএক অংশ পাঠ করিয়া পরিত্যাগ করিবেন না। যে গ্রন্থ পাঠ করিবেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে পাঠ করিবেন, নতুবা কেবল নিরর্থক বাদপরায়ণ হইয়া অবশেষে তার্কিক শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হইবেন। কতকগুলি লোক আছে, তাহারা যে ব্যাখ্যা শ্রবণ করে, তাহার ভালমন্দ না বুঝিয়া তাহাদের প্রতিবাদ করিতে থাকে, ভক্তগণের পক্ষে ইহা নিতান্ত নিষিদ্ধ।

ভক্তগণের কার্পণ্য অত্যন্ত দূষণীয়। কার্পণ্য তিন প্রকার যথা— ১। ব্যবহার-কার্পণ্য। ২। অর্থ-কার্পণ্য। ৩। শ্রম-কার্পণ্য।

অভ্যুত্থান ও আন্তরিক যত্নদ্বারা বৈষ্ণবগণের সহিত ব্যবহার করিবে। লৌকিক সম্মান ও পুরস্কার দ্বারা ব্রাহ্মণগণের সহিত ব্যবহার করিবে। যথাযোগ্য বস্ত্রাচ্ছাদন দিয়া পাল্যগণের সহিত ব্যবহার করিবে। উপযুক্ত মূল্য দিয়া পরের দ্রব্যাদি গ্রহণ করিবে। কর শুল্ক দান দ্বারা রাজার সাহায্য করিবে। সৎকর্ত্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা, দরিদ্রকে অন্নাদি দান, পীড়িতকে ঔষধ দান, শীতার্ত্তকে বস্ত্রদান ইত্যাদি দ্বারা ব্যবহার করিবে। জগতের সকলেই যখন ব্যবহার-যোগ্য পাত্র, তখন যথাসাধ্য ব্যবহার করিলেই কার্পণ্যদোষ হয় না। কিছু না থাকে, মিষ্টবাক্য দ্বারা সকলের সহিত ব্যবহার করিলেই যথেষ্ট হয়। কাহারও সহিত মিষ্টবাক্য দ্বারা, কাহারও সহিত অর্থ দ্বারা, কাহারও সহিত শ্রম দ্বারা সদ্ব্যবহার করিবে। ব্যবহারকার্পণ্য ভক্তগণের পক্ষে নিষিদ্ধ।

বশবর্তিতা একটি প্রধান দোষ। তাহা চারি প্রকার; যথা ১। শোকাদির বশবর্ত্তিতা। ২। অভ্যাসের বশবর্তিতা। ৩। মাদকাদির বশবর্তিতা। ৪। কুসংস্কারের বশবর্তিতা।

সংসারে বর্ত্তমান জীবের শোক, ক্ষোভ, ক্রোধ, ভয়, লোভ ও মোহ হইবার শত শত কারণ আছে, কিন্তু বৈধভক্তগণ ঐ সকল কারণ উপস্থিত হইলেও শোকাদির বশবর্ত্তী হইবেন না। তাহাতে লঘুতা ঘটে এবং ভক্তিচর্চ্চার সম্যক ব্যাঘাত হয়। ইহাতে সর্ব্বদা সতর্ক থাকা উচিত। দিবানিদ্রা, প্রাত-নিদ্রা, অকারণ তাম্বূল চর্ব্বণ, অকাল পান-ভোজন, অকাল শৌচাদিগমন, উত্তম শয্যায় শয়ন, উৎকৃষ্ট দ্রব্য ভোজন ইত্যাদি নানাপ্রকার অভ্যাস করিয়া অনেকে অবশেষে ব্যতিব্যস্ত হন। জীবন ধারণের যাহা নিতান্ত প্রয়োজন, তাহাই মাত্র স্বীকার করিয়া অনাবশ্যক ব্যবহার দ্বারা অভ্যাসের বশীভূত হইবে না। মাদকদ্রব্য সেবন করিলে অনেক অনর্থ ঘটে, বিশেষতঃ সেই সেই দ্রব্যের বশীভূত হইয়া চরমে ভক্তি সোপাধিক হইয়া পড়ে। মদ, গাঁজা, অহিফেন, চরস, সিদ্ধি, গুলির ত কথাই নাই, তামাক পর্য্যন্ত বৈষ্ণবের সেবনীয় নয়। এই সকল বস্তু সেবন বৈষ্ণবশাস্ত্রের বিরুদ্ধ। তামাকের ধূম্রপানের দ্বারা জীব তাহার অত্যন্ত বশীভূত

হয়, এমত কি তাহার জন্য অসৎসঙ্গ করিতে বাধ্য হয়। কুসংস্কারের বশবর্তিতা একটী প্রধান উৎপাত। কুসংস্কার হইতে পক্ষপাত উদিত হয়। পক্ষপাত উদিত হইলে আর সত্যের আদর থাকে না। বৈষ্ণব চিহ্নাদি ধারণ করা বৈধভক্তির অঙ্গ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। তাহাতে দেহগত ভগবদনুশীলন হইয়া থাকে। তাহাই যে বৈষ্ণবের প্রধান লক্ষণ, তাহা মনে করা সম্প্রদায়পক্ষপাতরূপ কুসংস্কার মাত্র। এই কুসংস্কারের বশবর্তী হইয়া অনেকে তত্তচ্চিহ্নরহিত সাধুবৈষ্ণবের অনাদর করিয়া থাকেন। ফলতঃ, স্বীয় সম্প্রদায়ে যদি সাধুসঙ্গ লাভ না হয়, তাহা হইলে কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া অন্যত্র সাধুসঙ্গ লাভের যত্ন হয় না। সাধুসঙ্গ ব্যতীত মঙ্গললাভ হয় না, অতএব কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হওয়া ভয়ঙ্কর উৎপাত। অপিচ বর্ণাশ্রমধর্ম্মে আবদ্ধ কুসংস্কার হত পুরুষদিগের তদপেক্ষা উচ্চগতিরূপ ভক্তিতত্ত্বে অনেকস্থলে রুচি জন্মে না। কখন কখন আত্মঘাতী বিদ্বেষ আসিয়া উপস্থিত হয়।

অন্য দেবতার অবজ্ঞা করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। দেবতা দুই প্রকার, —ভগবানের অবতার বিশেষ ও অধিকার প্রাপ্ত জীব। ভগবদবতারসকলের প্রতি অবজ্ঞারহিত হওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য। এতদ্বিষয়ে বিচারের আবশ্যকতা নাই। যে সকল জীব ভগবৎ কৃপাবলে জগৎ শাসন ও জগৎ পালন ইত্যাদি সামর্থ্য লাভ করিয়া দেবতা মধ্যে পরিগণিত, তাঁহাদিগকে "সমশীলা ভজন্তি বৈ" এই ন্যায়ানুসারে অসংখ্য জীবগণ পূজা করিতেছে। বৈষ্ণবগণ অসূয়াপূর্ব্বক তাঁহাদের অবজ্ঞা করিবেন না। তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য পূজা করিয়া কৃষ্ণভক্তিবর প্রার্থনা করিবেন ; কোন জীবকেই অবজ্ঞা করিবেন না। ভিন্ন ভিন্ন দেশে যে সকল দেবোপাসনার লিঙ্গ পূজিত হয়, সে সমুদয়কে সম্মান করিবেন। যেহেতু তত্তল্লিঙ্গ দ্বারা নিম্নাধিকারস্থ জীবসকল ভক্তির প্রাগ্‌ভাব শিক্ষা করিতেছে। অবজ্ঞা করিলে নিজের অহঙ্কার বৃদ্ধি হয়। অকিঞ্চন বুদ্ধি খর্ব্ব হইয়া যায়। চিত্ত আর ভক্তিপীঠ হইবার যোগ্য থাকে না।

ভুতসকলের অর্থাৎ অন্য জীবসকলের উদ্বেগ দান করিবে না। নিজ খাদ্য সংগ্রহের জন্য জীব হনন করা একপ্রকার ভুতোদ্বেগ কার্য বিশেষ। অন্য লোকের অশুভ কথার অন্দোলন, অন্য লোকের নিন্দা, অন্য লোকের সহিত কলহ, অন্য লোকের প্রতি কটুবাক্য, মিথ্যা সাক্ষ্যদান, নিজের আড়ম্বরের জন্য লোকের সুবিধা খর্বকরণ—এবম্বিধ নানা প্রকার ভূতোদ্বেগকার্য আছে। বৈধভক্ত যত্ন সহকারে ঐ সমস্ত কার্য্য হইতে নিরস্ত থাকিবেন। পরহিংসা, চৌর্য, পরধন অপচয়, আঘাত করণ, পরস্ত্রী লোভ—এ সমুদয়ই ভূতোদ্বেগ-কর।

ভুতোদ্বেগ সম্বন্ধে একট বিচার করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা ভক্তিকে আশ্রয় করেন, সর্ব জীবের প্রতি দয়া তাঁহাদের স্বাভাবিক-বৃত্তি হইয়া পড়ে। দয়ার ভক্তি হইতে পৃথগস্তিত্ব নাই। যে বৃত্তি পরমেশ্বরে অর্পিত হইলে ভক্তি বা প্রেম বলিয়া অভিহিত হয়, তাহাই অন্য জীবের সম্বন্ধে মৈত্রী, কৃপা ও উপেক্ষা স্বরূপা দয়া হইয়া পড়ে। ইহাই জীবের নিত্য স্বধর্মান্তর্গত ভাববিশেষ। বৈকুণ্ঠাবস্থায় কেবল মৈত্রী এবং বদ্ধাবস্থায় পাত্র বিশেষে মৈত্রী কৃপা ও উপেক্ষা রূপ ভাবসকল নিত্য স্বধর্মগত দয়ার ভিন্ন ভিন্ন পরিচয় মাত্র। সাংসারিক জীব সম্বন্ধে দয়াই অত্যন্ত কুণ্ঠিত অবস্থায় জীবের স্বদেহনিষ্ঠ, একটু প্রস্ফুটিত হইলে স্বগৃহ-বাসি-জীবনিষ্ঠ ; আরও প্রস্ফুটিত হইলে স্ববর্ণনিষ্ঠ ; আরও প্রস্ফুটিত হইলে স্বদেশবাসী স্বজাতিনিষ্ঠ; আরও প্রস্ফুটিত হইলে স্বদেশবাসী সর্বজননিষ্ঠ ; আরও প্রস্ফুটিত হইলে সর্বমানবনিষ্ঠ এবং সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত হইলে সর্বজননিষ্ঠ আর্দ্র ভাব-বিশেষরূপে পরিচিত হয়। ইংরেজী-ভাষায় যাহাকে পেট্রিয়টিসম্ (Patriotisn) বলে, তাহা স্বদেশবাসী স্বজাতিনিষ্ঠ ভাববিশেষ॥ যাহাকে ফিলান্থপি (Philanthropy) বলে, তাহা সর্বমানব-নিষ্ঠ-ভাব-বিশেষ। বৈষ্ণবগণ ঐ সমস্ত সংকীর্ণ ভাব নিচয়ে আবদ্ধ থাকিতে পারিবেন না। তাঁহাদের পক্ষে সমস্ত ভূতো-

দ্বেষ-রাহিত্যরূপা, সর্বজীবের প্রতি পরম আর্দ্রতা স্বরূপা দয়াই একমাত্র বরণীয় ভাব।

—ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ

আমার ভজন

আমি বহুদিন হইল সংসার ত্যাগ করিয়াছি। কেন সংসার ত্যাগ করিলাম, এই প্রশ্নের উত্তর—আমি ভজন করিব। আমি কি ভজন করিব? শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিব। কেন শ্রীকৃষ্ণভজন করিব? শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত কারণের কারণ, তাঁহার সহিতই আমার নিত্য সম্বন্ধ। শ্রীকৃষ্ণ কে? আনন্দময় সত্তাই শ্রীকৃষ্ণ—যে সত্তা অন্যান্য যাবতীয় সত্তাকে আকর্ষণ করতঃ আনন্দ লাভ করেন ও আনন্দ প্রদান করেন, যিনি অখণ্ড জ্ঞানতত্ত্ব, তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ যাঁহাতে ত্রিবিধ ভাব লক্ষ্য করেন, সত্তাভাব, বোধভাব ও আনন্দভাব বা ক্রিয়াভাব। পূর্ণ সচ্চিদানন্দ তত্ত্ববস্তুই শ্রীকৃষ্ণ। আমি কে? আমি তাঁহারই প্রকৃতির অংশ। আমাতেও সত্তাভাব, বোধভাব ও ক্রিয়াভাব রহিয়াছে। আমি বস্তুতত্ত্ব নহি। প্রকৃতিগত সত্তা, বোধ ও আনন্দ আমাতে থাকায় তাঁহার সহিতই আমার নিত্য সম্বন্ধ। কি সম্বন্ধ? সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধই আমার শ্রীকৃষ্ণের সহিত। তাঁহার প্রকৃতি দুই প্রকারের—পরা ও অপরা। আমার মধ্যে কারণরূপে যে চিৎসত্তা রহিয়াছে, উহা শ্রীকৃষ্ণেরই পরা প্রকৃতির অংশ। আমার বাহ্যাবয়ব বা আমার কার্য্যরূপে যে সত্তা আছে উহা শ্রীকৃষ্ণেরই অপরা প্রকৃতির অংশ। আমি নিজেকে সর্ব্বতোভাবে তদীয় জানিয়া তদ্ভজনে সর্ব্বক্ষণ নিয়োজিত থাকিবার অভিপ্রায়ে সংসার ছাড়িয়াছি। শ্রীকৃষ্ণের সহিতই আমার স্থূল দেহের, সূক্ষ্মদেহের ও তাহার কারণরূপী চিদ্দেহের সকল সম্বন্ধ। আমার সর্ব্বেন্দ্রিয় সর্ব্বাবস্থায় সকল সময়ে তাঁহার সেবা করুক ইহাই আমার ভজন।

আমি সংসারে থাকিয়াও শ্রীকৃষ্ণভজন করিতে পারিতাম না কি? পারিতাম। কিন্তু উহাতে শ্রীকৃষ্ণবিমুখ জনগণের রুচিকর কার্য্য না করিলে তাহাদের মধ্যে বাস সুখকর হয় না। আমি আমার এই অমূল্য জীবনের ক্ষণকালও শ্রীকৃষ্ণেতর কার্য্যে ব্যয় করিয়া এই জীবনকে অধন্য করিতে চাই নাই। আমি নিরন্তর নানাভাবে নানা ইন্দ্রিয়গুলিকে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-সম্বন্ধে নিয়োজিত করিবার ও রাখিবার সুযোগ লাভের জন্য পরম করুণাময় ও স্নেহের আকর মহাপ্রভুর সেবক-বিগ্রহের সঙ্গ লাভ করিলাম। তিনি স্নেহাবিষ্ট হইয়া আমার অযোগ্যতাকে উপেক্ষা করিয়া আমার ভজন-লালসাকে সমৃদ্ধ করিবার জন্য আমাকে নিজত্বে অঙ্গীকার করিলেন। তাঁহার কৃপা-স্পর্শে আমি আরও উৎসাহিত হইয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা অনন্যভাবে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণভজন করিতে সঙ্কল্প গ্রহণ করিলাম। আমি নশ্বর অথচ শাস্ত্রবিহিত কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করতঃ আত্মসম্বন্ধীয় মুখ্য কর্ত্তব্য পালনে দৃঢ় চিত্ত হইতে আরম্ভ করিলাম। আমার দেহগেহাদি সম্বন্ধে ঔদাসীন্য দেখিয়া সজ্জনগণ আমাকে আত্মানুশীলনকারী সাধু বলিয়া সম্মান করিতে লাগিলেন। আমি সর্ব্বত্রই আদর পাইতে লাগিলাম ও সম্মানিত হইতে থাকিলাম।

আমি একান্ত পারমার্থিক জীবন যাপন করিতে

আসিয়া এবং শিষ্যরূপে শাসন স্বীকার করতঃ সংশোধনের জন্য সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াও পূর্ব্বার্জিত দুষ্ট সংস্কারবশতঃ পুনঃ দেহারামে ও জড়প্রতিষ্ঠায় লোলুপ হইয়া উঠিলাম। পূর্ব্বে আমার শ্রীগুরুদেবকে খুব ভাল লাগিয়াছিল, এখন আমার ইন্দ্রিয়তর্পণের ইচ্ছা হওয়ায় এক এক সময় তাঁহাকে অন্তরায় মনে করিয়া অন্য ভাবে দেখিতে লাগিলাম। তাঁহাকে নিজের হিতকর্ত্তা না বুঝিয়া তাঁহাতে গৌরব সম্বন্ধ থাকায় তাঁহাকে শাসনও করিতে পারি না এবং তাঁহার শাসন মানিলে আমার খেয়ালমত চলিতেও পারি না, এই উভয় সঙ্কটে পড়িলাম।

আমি শ্রীকৃষ্ণভজনের জন্য সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, তাহা ক্রমশঃ বিস্মৃত হইতে থাকিলাম। নামে মাত্র শ্রীকৃষ্ণভজনের চেষ্টা, বাস্তবে নিজেন্দ্রিয় সুখবাঞ্ছা ছাড়া অন্য কিছু আমার হৃদয়ে উল্লাসকর হয় না। আমি পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের সেবার সুযোগ পাইলে নিজেকে সৌভাগ্যবান্ মনে করিতাম, এখন শ্রীকৃষ্ণ-সেবার জন্য সুযোগ উপস্থিত হইলেও আমার বিপদ মনে হয়। পূর্ব্বে আমি শ্রীগুরুদেবের সেবা পাইলে নিজেকে কৃতার্থ বোধ করিতাম, এখন শ্রীগুরুদেবের সেবা যেন আমার নিকটে একটা জঞ্জাল বলিয়া মনে হয়। পূর্ব্বে আমি সাধু, ভক্ত, বৈষ্ণবের সেবার জন্য উৎসাহিত ছিলাম, এখন সাধু বৈষ্ণবের সেবার জন্য কেহ বলিলেও আমার বিরক্তি বোধ হয়। নিরন্তর আমার প্রশংসা, আমাকে সর্ব্বতোভাবে সম্মান, উত্তম আসন, উত্তম বসন, উত্তম ভোগ্যবস্তু আমার নিকটে না আসিলে আমার চিত্ত ক্ষুব্ধ হয়। আমি লোকলজ্জার ভয়ে অনেক সময়ে উহা মুখে বলিতে সঙ্কোচ বোধ করি, কিন্তু ঐগুলি আমার না হইলে আমি আর বেশীদিন ভক্তের খাতায় নামও রাখিতে পারিব কিনা সন্দেহ হইতেছে।

আমার শ্রীকৃষ্ণভজনের স্থলে এখন নিজের ভজনই মুখ্য হইয়া পড়িয়াছে। যদি নিজেন্দ্রিয়ভজনের পরে বা সঙ্গে আপনা হইতেই শ্রীকৃষ্ণভজন হয় বা উহাই শ্রীগুরুভক্তি বা বৈষ্ণবসেবা হয়, তবেই আমি ভজন করিতে পারিব। আমি প্রত্যহ শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের বন্দনা কীর্ত্তন করি। কিন্তু আমার স্বরূপটী হরিগুরুবৈষ্ণব হইতে অভেদ বলিয়া ক্রমশঃ আমিই তাঁহাদের আসন স্বীকার করিতেছি এবং জগৎকে, বৈষ্ণবদের ও শ্রীভগবান্‌কে আমার সেবকরূপে পাইতে ইচ্ছা করিতেছি।

শ্রীকৃষ্ণ আমার আর ভজনীয় নাই। এখন আমার খেয়ালই আমার ভজনীয় হইয়াছে। সভাতে বা সমাজে আমি মুখে নিজেকে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবদাস বলিয়া আখ্যা দিয়া বৈষ্ণবতার খ্যাতি অর্জ্জনে ক্রটী করি না, কিন্তু হৃদয়ে নিজেকেই বৈষ্ণব, গুরু ও ভগবান্ হইতে কম ভাবিতে রাজী নহি। যেটুকু বাহ্য সম্মান আমি শ্রীগুরু-বৈষ্ণবকে দিয়া থাকি, তাহাও লোকসমাজে নিজেকে সাধু-ভক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করতঃ প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনের জন্য।

আমার এই দুরবস্থা কেন হইল, তাহাও আমি এক এক সময়ে চিন্তা না করি এমন নয়। এক এক সময়ে ভাবি, বোধ হয় আমার জ্ঞাত অজ্ঞাতসারে বৈষ্ণবাপরাধ হইয়াছে। বৈষ্ণবাপরাধ হইতেই তো ভক্তি নষ্ট বা আচ্ছাদিত হয়। ক্রমশঃ ভোগপ্রবৃত্তি ও কপটতা আসিয়া সাধককে গ্রাস করে। এক এক সময়ে নিজের অপরাধ আমি ধরিতে ও বুঝিতে পারি, কিন্তু নিজের ক্রটী স্বীকারের সৎসাহস হয় না, প্রতিষ্ঠা ও লৌকিক লজ্জা আসিয়া প্রতিরোধ করে। আমি বৈষ্ণবের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করতঃ তাঁহার প্রসন্নতার জন্য চেষ্টা করিতে উৎসাহী হই না। আমি বহির্ম্মুখ জনের মনোরঞ্জনের দিকে অধিক দৃষ্টি দিয়া তাহাদের নিকট আমার কল্পিত সম্মান লাভের আশায় শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের তুষ্টির জন্য চিন্তা করি না। আমি অজ্ঞ ব্যক্তিদের ভুলাইয়া প্রতিষ্ঠার আশায় কখনও নির্জ্জন ভজনের, কখনও মাধুকরী-বৃত্তির আশ্রয় করি। আমার চঞ্চল মন তাহাতেও সুখী হয় না এবং যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা না পাইয়া অন্য পথ আশ্রয় করিতে বাধ্য হয়। এইরূপে আমার শ্রীকৃষ্ণ-ভজন কখনও কনকসংগ্রহে, কখনও বা নারীর কৃপা-কটাক্ষলাভের আশায় তাহাদের তোষামোদ বা সেবার

এবং কখনও প্রতিষ্ঠার ভজনে পর্য্যবসান লাভ করিতেছে।

এ হেন দশায় আমার পারমার্থিক বন্ধুগণ আমাকে খেয়াল ছাড়িয়া শাস্ত্রবচন ও সাধুগুরুর সাক্ষাৎ উপদেশ-দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতে পুনঃ পুনঃ উপদেশ করেন। আমি পূর্ব্বে তাঁহাদের উপদেশকে অমৃতসম বোধ করিয়াই সংসার সুখে জলাঞ্জলি দিয়া ভজন করিতে আসিয়াছিলাম। কিন্তু আমার দুর্দ্দৈব আমাকে সাধুর বেশে রাখিয়া কখনও ব্যক্ত কখনও বা অব্যক্ত কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশার নিমিত্ত প্রমত্ত করায়। হিতোপদেশগুলি আর আমার নিকটে শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে হয় না। শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ এই দ্বিবিধ মার্গের কথাই আমি পূর্ব্বে শ্রবণ করিয়াছিলাম এবং প্রেয়ঃপথ বর্জ্জন করতঃ শ্রেয়ো মার্গ আশ্রয় করিয়াছিলাম। দুর্দ্দৈব আমাকে শ্রেয়ঃপথ হইতে ক্রমশঃ প্রেয়ঃপথে লইয়া যাইতেছে। আমার শ্রীভাগবত বা শ্রীভগবৎ কথা শ্রবণে উৎসাহ হয় না। বার বার একই জাতীয় কথা কত শুনিব! শ্রবণ করিতে বসিলেও প্রায়শঃই নিদ্রাদেবী আসিয়া আকর্ষণ করে। বিষয়কথা কেহ বলিতে থাকিলে নিদ্রাদেবী আমাকে বিরক্ত করে না। আমি সমস্ত রাত্রিও জাগরণ করিতে অপারগ হইব না। আমি শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী ভুলিয়া গেলাম যে "শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্। নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি॥" শ্রীগীতায় শ্রীকৃষ্ণের উপদিষ্ট অভ্যাসযোগের কথাও আমি বিস্মৃত হইলাম। আমি দুই চারিটা ভক্তির কথা শুনিয়া মনে করিয়া ফেলিয়াছি যে, ভক্তি তো আমার জানা হইয়াছে, ভক্তের নমুনাও আমার কামময় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বুঝিয়া লইয়াছি, এখন কেবল শ্রীভগবান্‌কে বুঝা বাকী আছে। ভক্তি ও ভক্তের স্বরূপ যে আমার কামময় চিত্তে প্রতিফলিত হইতে পারেন না ইহা আমি ভুলিয়া গেলাম। শরণাগতির মহিমা বিস্মৃত হইলাম। 'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥"--শ্রুতি বচন বহুবার শ্রবণাদি করিয়াও স্মরণ করিতেছি না। আরোহপন্থায় ভক্ত ও ভগবৎসান্নিধ্য বা সঙ্গ সম্ভব নয়, ইহাও আমি বিস্মৃত হইলাম। আমি কখনও তপস্যার দিকে, কখনও সৎকর্ম্মের দিকে চিত্তের গতি লক্ষ্য করি। তপস্যা বা সৎকর্ম্মাদি দ্বারা ভক্ত ও শ্রীভগবৎসঙ্গ লভ্য নয়, ইহা জানিয়াও আমি ভুলিয়া গেলাম। 'রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাৎ গৃহাদ্বা। ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈর্বিনা **মহৎপাদরজোঽভিষেকম্**॥' "নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ। মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥" (ভাঃ ৭।৫।৩২) আমি পূর্ব্বসঙ্কল্প তথা শ্রীগুরুদেবের নিকটে প্রতিজ্ঞার কথা বিস্মৃত হইলাম। শ্রীকৃষ্ণদাসানুদাস-সূত্রে আমার সপরিকর শ্রীকৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কোনও কৃত্য বা স্বার্থ নাই বা থাকিতে পারে না। আমি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উচ্চাকাঙ্ক্ষা লইয়া ভজনে প্রবৃত্ত হইয়া এখন উক্ত উচ্চাশা পরিত্যাগ করতঃ ক্ষুদ্র ও নশ্বর দুঃখপ্রদ বিষয়লালসান্বিত হইতেছি কেন, ইহা ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিতেছি না।

আমি এক এক সময়ে ভাবি, আমার জীবন ধারণের জন্য কনক আবশ্যক, ইন্দ্রিয় সুখের জন্য স্ত্রীর প্রয়োজন, যে আমার ইচ্ছামত আজ্ঞাবাহিনী হইয়া আমার সেবা করিবে এবং প্রতিষ্ঠাও লোকসমাজে বাস করিতে গেলে দরকার। যদিও এগুলি আমার ভজনের অন্তরায় বলিয়াই আমি পূর্ব্ব হইতেই জানিয়াছি, কিন্তু দুর্দ্দৈববশতঃ যুক্তবৈরাগ্যের অছিলায় 'জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু। বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ॥ ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ। জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্॥ (ভাঃ ১১।২০।২৭-২৮) ইত্যাদি শ্লোক স্মরণ করিয়া, আমার অনর্থযুক্ত সাধনাবস্থায়ত' এগুলি থাকিবেই মনে করিয়া যেন আমাকে চিরকাল এগুলির প্রশ্রয় দিবার লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে ভাবি। প্রকৃতপক্ষে ক্রমমার্গে এগুলি নিয়ন্ত্রিত করতঃ নিষ্কামভাবে ভজনের চেষ্টাই আবশ্যক।

আমি সাধক, সুতরাং আমার অনর্থ থাকিবেই

ভাবিয়া আমি বিপ্রলিপ্সা দোষ বলে আমার অনর্থ-রাশিকে প্রশ্রয় দিতেছি। উহার প্রশ্রয়ের ব্যবস্থা শাস্ত্রে নাই, ইহা ভুলিয়া গেলাম। যতদিন না আমি শুদ্ধ ভক্তি-রসাস্বাদনে যোগ্য হইয়া শ্রীভক্ত ও শ্রীভগবানে আবিষ্ট হইতেছি, ততদিনই মাত্র ভজন ত্যাগ না করিয়া গর্হণ-মুখে তত্তৎ কাম স্বীকারের সহিত ভজনের উপদেশ শাস্ত্র দিয়াছেন। যদি আমি ঐ অনর্থগুলিকে গর্হণ না করি, আদরের সহিত স্বীকার করি, তাহা হইলে আমার হৃদয় হইতে ঐ অনর্থগুলি বিদূরিত হইতে পারে না, ইহা আমি ভুলিয়া গেলাম। কামের মহিমা, ভোগের মহিমা, স্ত্রীসঙ্গের মহিমা, অর্থ-সঞ্চয়ের মহিমা ও জড়ীয় প্রতিষ্ঠার মহিমা চিন্তাকারী আমাকে ক্রমশঃ তত্তদ্ বিষয়ে আসক্ত করাইবেই। আমি একান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণভজন করিতে আসিয়াও স্ত্রীর মহিমা চিন্তা করিতে করিতে ব্রহ্মচর্য্য পরিত্যাগ করতঃ বিবাহে প্রলুব্ধ হইয়া পড়ি, ভাবিতে ভুলিয়া যাই, ইহার পরিণতি কি ও কোথায়? অর্থপ্রয়াসীদের দুঃখের দিক্‌টা না তাকাইয়া কেবল আংশিক সুখের দিক্‌টা চিন্তা করিয়া আমি বিষয় ত্যাগ করিয়া আসিয়াও ক্রমশঃ অর্থসংগ্রহে ও সঞ্চয়ে ব্যস্ত হইয়া পড়ি। জড় বিষয়ান্ধ লোকের ক্ষণিক প্রশংসা লাভের জন্য ব্যস্ত হইয়া, উহার অনর্থের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া আমি শাস্ত্র, গুরু ও সাধু-বৈষ্ণবের উপদেশের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া তাঁহাদের রুচির দিকে না তাকাইয়া তাঁহাদিগকে উপেক্ষা, কখনও মর্য্যাদালঙ্ঘন বা বিদ্বেষও করিয়া জড়প্রতিষ্ঠার জন্য মত্ত হইয়া পড়ি।

আমার এই সকল দুরবস্থা এক এক সময়ে আমাকে যে বিচলিত না করে এমন নয়। এক এক সময়ে আমি ভাবি যে আমি অসংযত জীবন যাপনের দ্বারা নিজের সম্মুখে সর্ব্বোত্তম মঙ্গলময় পূর্ণানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নষ্ট করিয়া নিজেই নিজের সর্ব্বাধিক অহিত সাধন করিতেছি। আমি সর্ব্ব বিষয়ে সংযত জীবনযাপনে মনে মনে এক এক সময়ে বদ্ধপরিকর হই, কিন্তু প্রাক্তনকর্ম্মবশতঃ আমার অজ্ঞাতসারে কখনও আমি অসংযত হইয়া পড়ি। এই অবস্থায় কি আমার মঙ্গললাভের কোনও ভরসা নাই? নিশ্চয়ই আছে বলিয়া মনে করি। আমি কোন অবস্থাতে কোন পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইলেও নিরুৎসাহিত না হইয়া সাধনভজনপথে চলিতে থাকিব। আমার নিত্যারাধ্য পতিতপাবন ও করুণাময় প্রভু নিশ্চয়ই আমাকে কৃপা করিবেন—'কৃষ্ণ কৃপা করিবেন, দৃঢ় করি মানি।' 'ডুবলো যদি না' তো ডুবে ডুবে বা।'—নীতি আমাকে বল দিবে। আমি কোন অবস্থায়ই হতাশ হইব না। পূর্ণানন্দস্বরূপ ভগবানে আনন্দ প্রদান ব্যতীত অন্য কোন বৃত্তি থাকিতেই পারে না। তিনি সকলের নিয়ন্তা হওয়ায় তাঁহার যে কোন ভাবে নিয়মনের মধ্যেই কেবল আমার আনন্দ লাভের ব্যবস্থা ব্যতীত অন্য কিছু থাকিতে পারে না। আমি তাঁহার নিজধন, সুতরাং আমার রক্ষা ও পালন তিনি নিশ্চয়ই করিবেন, তাহাতেও আমার সংশয় হইবে না। 'ভূমৌ স্খলিত পাদানাং ভূমিরেবাবলম্বনং ত্বয়ি জাতা-পরাধানাং ত্বমেব শরণং প্রভো' বাক্য স্মরণ করিতে করিতে আমি অপরাধ মার্জ্জনভিক্ষামুখে তাঁহার ও তাঁহার প্রিয়জনের সেবায় দৃঢ় চিত্তে আত্মনিয়োগ করিবার জন্য ভক্ত ও ভগবৎসেবামুখে প্রার্থনা জানাইতে থাকিব ও অক্লেশে তাঁহাদের কৃপায় ভক্তীতর বৃত্তি হইতে রেহাই পাইয়া তদীয়ের সেবায় আনন্দ লাভ করিব। ভক্ত ও ভগবৎ সেবনই আমার ভজন।

—অকিঞ্চন দাস

আর্য্যাবর্ত্ত পরিক্রমা

(২য় বর্ষ ১১শ সংখ্যা ২৪৫ পৃষ্ঠার পর)

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

১৮।১১।৬১ উত্থান একাদশীবাসর—আমরা ১৭।১১।৬১ তারিখে পূর্ব্বাহ্নে গোপীতালাও দর্শনান্তে ওখা ষ্টেশনে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক প্রসাদ সম্মান করি। অতঃপর অপরাহ্ণ ৪-৫৫ মিঃ এ তথা হইতে সিদ্ধপুরাভিমুখে যাত্রা করি। সমস্ত রাত্রি চলিয়া ১৮।১১।৬১ তারিখে ভোর ৪।৪॥ ঘটিকায় আমরা রাজকোট ষ্টেশনে পৌছাই। এই দিবস পরম পবিত্র উত্থান একাদশী তিথি। অদ্যকার উষঃকালেই বিগত ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে আমাদের পরমগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ অপ্রকট লীলা আবিষ্কার করেন। আমরা গুর্ব্বষ্টক, পরমগুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারী জিউর বিভিন্ন স্তবস্তুতি ও পদাবলী তথা পঞ্চতত্ত্ব ও মহামন্ত্র স্মরণ কীর্ত্তন মুখে মঙ্গলারাত্রিক দর্শন ও প্রভাতী কীর্ত্তনাদি সম্পাদন করি। রাজকোট ষ্টেশন প্লাটফর্ম্মেই আমাদের প্রভাতী কীর্ত্তনের আসর হইয়াছিল। "দামোদরোত্থানে দিনে প্রধানে ক্ষেত্রে পবিত্রে কুলিয়াভিধানে। প্রপঞ্চলীলা পরিহারবন্তং বন্দে গুরুং গৌরকিশোর সংজ্ঞম্॥" ইত্যাদি শ্লোক কীর্ত্তন-মুখে পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য শ্রীল মাধব মহারাজ শ্রীশ্রীপরমগুরুদেবের মহিমা সংক্ষেপে কিছুক্ষণ কীর্ত্তন করেন। এই রাজকোটষ্টেশনেই আমরা স্নানাহ্নিকাদি কৃত্য সমাধা করিয়া লই। অদ্য আবার পূজ্যপাদ মাধব মহারাজের শুভ আবির্ভাব তিথি, মহারাজ আজ স্বয়ংই শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চনাদি করেন। আমাকে প্রীতিচিহ্নস্বরূপ নববস্ত্র ও গাত্রমার্জ্জনী প্রদান করিলেন। তাড়াতাড়ি কিছু ভোগের দ্রব্য গোছাইয়া লইয়া আমরা পূর্ব্বাহ্ণ ৯-৩০ ঘটিকায় রাজকোট হইতে সিদ্ধপুরাভিমুখে যাত্রা করিলাম। পথে Wankaner বা বেঙ্কানের জংসন ষ্টেশনে শ্রীপাদ মহারাজের শিষ্যগণ গুরুপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক ফলমিষ্টান্নাদি বিবিধ নৈবেদ্য সহ প্রণামী সমর্পণ করেন। আমরা Viramgam বা বিরামগাঁ ষ্টেশনে সন্ধ্যা ৭-৬মিঃ এ পৌছাই, পুনরায় ৮-৫৫মিঃ এ গাড়ী ছাড়ে। এইস্থানে বিশ্রামকালে সন্ধ্যারতি কীর্ত্তনাদি সমাপ্ত করিয়া একেবারে অনুকল্পের কার্য্যও সমাধা করিয়া লওয়া হয়। এই ষ্টেশনে নাকি খুব চোরের ভয় আছে। এখানে শ্রীপাদ অকিঞ্চন মহারাজদিগের বেডিং প্রভৃতি প্রকাশ্য দিবালোকেই চুরি হইয়াছিল। এজন্য সকলকেই সাবধান করিয়া দেওয়া হয়। আমরা এখান হইতে যাত্রা করিয়া রাত্রি শেষে প্রায় ৩॥ ঘটিকায় সিদ্ধপুর পৌঁছাই।

১৯।১১।৬১—সিদ্ধপুর—শ্রীশ্রীকপিল দেবহূতিস্থান। ইহা গুর্জ্জর বা গুজরাটদেশীয় বহু প্রাচীন তীর্থ। ধর্ম্মারণ্য ক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থানীয় এই সিদ্ধপুর নগর মহাভারতে বনপর্ব্ব তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে (৮২।৪৬-৪৭) ও পদ্ম পুরাণে (আদি ১২।৮-৯) লিখিত আছে—

"ধর্ম্মারণ্যং হি তৎপুণ্যমাদ্যং চ ভরতর্ষভ।
যত্র প্রবিষ্টমাত্রো বৈ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥
অর্চ্চয়িত্বা পিতৄন্ দেবান্ নিয়তো নিয়তাশনঃ।
সর্ব্বকাম সমৃদ্ধস্য যজ্ঞস্য ফলমশ্নুতে॥"

অর্থাৎ হে ভরতশ্রেষ্ঠ, সেই ধর্ম্মারণ্য পুণ্যময় আদি-তীর্থ, যেখানে প্রবেশমাত্রেই জীব সর্ব্বপাপ প্রমুক্ত হইয়া যায়। এখানে মিতভোজী পুরুষ নিয়ম পূর্ব্বক অবস্থান করিয়া দেবতা ও পিতৃলোকের পূজা করিলে সর্ব্ব মনোরথপ্রদ যজ্ঞফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে যেমন পিতৃশ্রাদ্ধের জন্য গয়াক্ষেত্র প্রসিদ্ধ, তদ্রূপ মাতৃশ্রাদ্ধের নিমিত্ত সিদ্ধপুরের প্রসিদ্ধি আছে। এজন্য গয়াকে 'পিতৃতীর্থ' ও সিদ্ধপুরকে 'মাতৃতীর্থ' বা 'মাতৃগয়াক্ষেত্র' বলা হইয়া থাকে। পিতা জমদগ্নির আদেশে পরশুরাম মাতৃবধ করিয়া পুনরায় পিতৃবরে মাতাকে জীবিতা করিলেও তাঁহাকে মাতৃহত্যা

পাপলিপ্ত হইতে হয়। পাণ্ডারা বলেন—পরশুরাম এই সিদ্ধপুরে আসিয়া বিন্দু সরোবর ও অল্পাসরোবরে স্নানান্তে মাতৃতর্পণ বিধান পূর্ব্বক পাপমুক্ত হন, তদবধি মাতৃশ্রাদ্ধের জন্য এই স্থান মাতৃগয়া নামে প্রসিদ্ধ হয়। আরও কথিত হয়, শ্রীভীমসেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা-পালনার্থ দুঃশাসনের রক্ত মুখে লাগাইয়া ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণাদেশে তিনি এই সিদ্ধপুরে আসিয়া সরস্বতী স্নানান্তে সেই দোষমুক্ত হন। এই সিদ্ধপুরের শ্রীমদ্-ভাগবতোক্ত নাম 'সিদ্ধপদ', প্রাচীন নাম—শ্রীস্থল। কথিত আছে, সমুদ্রমন্থন সময়ে যে শ্রীলক্ষ্মীদেবীর আবির্ভাব হয়, সেই শ্রীলক্ষ্মীদেবী সহ শ্রীভগবান্ নারায়ণ এই সিদ্ধপুরে বিরাজ করিয়াছিলেন, এজন্য ইহাকে শ্রীস্থলও বলা হইয়া থাকে। শুনা যায়, পাটণ নরেশ সিদ্ধরাজ জয়সিংহ নিজের পিতা গুর্জ্জরেশ্বর মুলরাজ সোলংকী দ্বারা প্রারব্ধ রুদ্র মহালয়ের (রুদ্রমহামন্দিরের) পূর্ণতা সম্পাদন করিয়াছিলেন বলিয়া সেই সিদ্ধরাজের নামানুসারে এই স্থানের নাম নাকি সিদ্ধপুর হইয়াছে। এই সিদ্ধপুর প্রাচীন কাম্যকবনে পড়ে। এই স্থানেই মহর্ষি কর্দ্দমের আশ্রম ছিল এবং এই স্থানেই স্বায়ম্ভুব মনু আসিয়া তাঁহার কন্যা দেবহূতিকে কর্দ্দম হস্তে সমর্পণ করেন। সেই দেবহূতিগর্ভেই শ্রীভগবান্ কপিলদেবরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই স্থান শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ পদাঙ্কপূত। শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিত আছে—"সিদ্ধপুর গেলা যথা কপিলের স্থান।" (চৈঃ ভাঃ আদি ৯।১১৭) এই মহাপবিত্র তীর্থে শুদ্ধমনে ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হইলে অতি অল্পকালের মধ্যেই সিদ্ধি লাভ করা যায়। কথিত আছে, ঔদীচ্য ব্রাহ্মণগণের উৎপত্তি এস্থান হইতেই স্বীকৃত হইয়া থাকে। ইঁহাদের কুলদেবতা শ্রীভগবান্ গোবিন্দ মাধব।

সিদ্ধপুর গুজরাটের অন্তর্গত। পশ্চিম রেলপথে আহম্মদাবাদ—দিল্লী লাইনে মেহসাণা ও আবুরোড ষ্টেসনদ্বয়ের মধ্যস্থলে এই সিদ্ধপুর ষ্টেসন পড়ে। ইহা মেহসাণা হইতে ২১ মাইল এবং আবুরোড হইতে ১৯ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। সরস্বতী হইতে বিন্দুসরোবর এক মাইল দূরবর্ত্তী, কিন্তু ষ্টেসন হইতে উহার দূরত্ব আধ মাইলেরও কম। সিদ্ধপুর ষ্টেসনের পার্শ্বেই মহারাজা গায়কোয়াড়ের ধর্ম্মশালা আছে, যাত্রিগণ ইচ্ছা করিলে এখানে অবস্থান করিতে পারেন।

যাত্রিগণ প্রথমে সরস্বতী নদীতে স্নান করিয়া তথা হইতে এক মাইল দূরবর্ত্তী বিন্দুসরোবরে স্নানান্তে তত্তটে মাতৃশ্রাদ্ধাদি সম্পাদন করিয়া থাকেন। সিদ্ধপুর তীর্থান্তঃ-পাতী বিন্দুসরোবরের কথা শ্রীমদ্ভাগবতে (ভাঃ ১০।৭৮।১৯) লিখিত আছে। উহার বৈষ্ণবতোষণী টীকায় লিখিত আছে—"গুর্জ্জরদেশীয় সিদ্ধপুরবর্ত্তি"। শ্রীক্ষেত্র-মণ্ডলান্তর্গত ভুবনেশ্বরে যে "বিন্দু সরোবর" (চৈঃ ভাঃ অ২।৩০৮) আছে, তাহা গুর্জ্জরদেশীয় বিন্দুসরঃ হইতে ভিন্ন।

সরস্বতী সমুদ্রে মিলিতা হন নাই; কচ্ছপ্রদেশের মরুভূমিতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছেন, এইজন্য ইঁহাকে কুমারিকা বা কুমারী বলা হয়। সরস্বতী নদী তটে পাকা ঘাট তথা শ্রীসরস্বতী দেবীর মন্দির আছে। কিন্তু নদীতে জল খুব কম, ঘাট হইতে জলধারা প্রায়ই হটিয়া যায়। সরস্বতীতটে এক পিপ্পল বৃক্ষ আছে, উহার নিকট ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর নামক এক শিব মন্দির আছেন। যাত্রিগণ এখানে মাতৃশ্রাদ্ধ করেন। সত্যযুগে মহর্ষি কর্দ্দম সরস্বতী তটবর্ত্তী আশ্রমে বহুকাল তপস্যা করেন। শ্রীভগবান্ তাঁহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দর্শন দান করেন। ভক্তপ্রতি অত্যন্ত কৃপাবশতঃ ভক্ত বৎসল ভগবানের নেত্র হইতে যে প্রেমাশ্রু বিন্দু বিন্দু রূপে পতিত হইয়াছিল, তাহাই বিন্দু সরোবর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ভগবানের ভক্ত বাৎসল্যের নিদর্শন স্বরূপ এই মহাতীর্থে স্নান সুদুর্ল্লভ ভক্তিফলপ্রদ। পরম ভাগ্যবন্ত যাত্রিগণ পূজ্যপাদ মহারাজজীর শ্রীমুখে এই মহাপুণ্য তীর্থবরের মহাত্ম্য শ্রবণ করিতে করিতে ভক্তিরসা-প্লুত হইয়া অনেকেই অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই। তীর্থস্থানে আসিয়া সাধুমুখে তীর্থ মাহাত্ম্য শ্রবণ মুখে

তীর্থ দর্শন সর্ব্বাধিক শুভ ফলপ্রদ।

সরস্বতী স্নানান্তে বিন্দু সরোবরে যাইবার সময় পথে শ্রীগোবিন্দজী ও শ্রীমাধবজীর মন্দির দর্শন হয়। বিন্দু-সরোবর প্রায় ৪০ফুট চৌরস একটি কুণ্ড। ইহার চারিটি পাকা বাঁধা ঘাট আছে। যাত্রিগণ এখানে স্নান করিয়াও মাতৃশ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন। ইহার পার্শ্বেই একটি বড় সরোবর আছে, তাহাকে অল্পাসরোবর বা কল্পসরোবর বলা হয়। বিন্দুসরোবরতটে শ্রাদ্ধ করিয়া পিণ্ড অল্পা বা কল্প সরোবরে বিসর্জ্জন করা হইয়া থাকে।

আমরা সকালে প্রথমে অল্পা বা কল্প সরোবরে স্নান করি, অতঃপর তন্নিকটবর্ত্তী জ্ঞানবাপীতে স্নান করি, ইহা একটি কূপ। কথিত আছে—মাতা দেবহূতি শ্রীভগবান্ কপিলদেবের নিকট জ্ঞানোপদেশ প্রাপ্ত হইয়া জলরূপিণী হইয়া গিয়াছিলেন। ইহা সেই জল। আমরা জ্ঞানবাপীতে স্নানান্তে বিন্দু সরোবরে স্নান করি। কেহ বিন্দু সরোবরে স্নানান্তে জ্ঞানবাপীতে স্নান করেন।

কথিত আছে ব্রহ্মাজীর অল্পা নাম্নী একপুত্রী মাতা দেবহূতির সেবা করিয়াছিলেন। ইনিও মাতা দেবহূতি সহ শ্রীভগবান্ কপিলদেবের শ্রীমুখোক্ত জ্ঞানোপদেশ শ্রবণ করিয়াছিলেন, অতঃপর তাঁহার শরীর দ্রবীভূত হইয়া অল্পা সরোবরে রূপান্তরিত হইয়াছে। যাহা হউক আমরা এই অল্পা বা কল্প সরোবরে স্নানান্তে জ্ঞান-বাপী, তৎপর বিন্দু সরোবরে স্নানকরি। স্নানান্তে আমি পূজ্যপাদ শ্রীল মাধব মহারাজ- প্রদত্ত নববস্ত্র পরিধান করি। বলা বাহুল্য অদ্য আমাদের চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের নিয়মভঙ্গ দিবস হওয়ায় আমরা ক্ষৌরকর্ম্মাদি সম্পাদনান্তে স্নানাদি করি। ব্রতকালে স্বীকৃত আহারাদির নিয়মও অদ্য ভঙ্গ করা হয় অর্থাৎ ব্রতকালে পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি অদ্য হইতে আবার স্বীকৃত হইয়া থাকে। শ্রীহরির শয়ন হইতে উত্থান একাদশী পর্য্যন্ত চারিমাস কাল চাতুর্ম্মাস্যব্রত পালন করা হয়। আমরা বিন্দু সরোবরে স্নানান্তে তিলকাহ্নিকাদি নিত্যকৃত্য সম্পাদন-পূর্ব্বক দেবদর্শনে প্রবৃত্ত হই। সরস্বতী নদীতে-প্রথমে স্নান করিয়া পরে বিন্দুসরোবরে স্নানান্তে দেবদর্শনাদি করিতে গেলে পারণের সময় অতীত হইয়া যায় বলিয়া আমরা প্রথমেই কল্প, জ্ঞান ও বিন্দুসরোবরে স্নান সম্পাদন পূর্ব্বক আহ্নিকাদি সারিয়া দেবদর্শন করতঃ যথাসময়ে পারণ করি। অতঃপর অন্যান্য দেবদর্শন ও সরস্বতী স্নান সম্পাদনান্তে ষ্টেসনে প্রত্যাবৃত্ত হই।

আমরা বিন্দু সরোবরতটে দর্শন করিলাম—১। শ্রীকর্দ্দম প্রজাপতি, ২। শ্রীদেবহূতি, ৩। শ্রীকপিল-দেব ভগবান্, ৪। শ্রীগয়াগদাধর ভগবান্—উপরে শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি, নিম্নে শ্রীগরুড়, ৫। কাশী-শ্রীবিশ্বনাথ, ৬। শ্রীরামেশ্বর মহাদেব, ৭। শ্রীজগদীশ্বর মহাদেব, ৮। শ্রীসোমনাথ মহাদেব, ৯। শ্রীযাগেশ্বর মহাদেব, ১০। শ্রীগোপাল (বালগোপাল), ১১। একটি শিব-লিঙ্গ, ১২। শ্রীচরণ চিহ্ন, ১৩। শ্রীসত্যনারায়ণ (চতুর্ভুজ), বামে শ্রীলক্ষ্মী (চতুর্ভুজা) — মন্দিরাধ্যক্ষ শ্রীগোবর্দ্ধন দাস (রামানন্দী), ১৪। শ্রীকালিকা মাতা (মহাকালী ও তদ্দক্ষিণে ভদ্রকালী—উভয়ই চতুর্ভুজা) ইত্যাদি।

অতঃপর পারণান্তে আমরা শ্রীল মহারাজজীর আনুগত্যে দর্শন করি—শ্রীগোবিন্দ রায়জী এবং শ্রীমাধব রায়জী। শ্রীগোবিন্দ রায়জীর দক্ষিণ নিম্নহস্তে পদ্ম, দক্ষিণ ঊর্দ্ধহস্তে গদা, বাম ঊর্দ্ধহস্তে চক্র ও বাম অধোহস্তে শঙ্খ বর্ত্তমান। শ্রীগোবিন্দজীর দক্ষিণ পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠে শ্রীমাধবজী আছেন। শ্রীমাধব রায়জীও ঐরূপ পদ্ম-গদা-চক্র-শঙ্খধারী। চারিটি মাধবমূর্ত্তি চারিস্থানে আছেন—কাশীতে—বিন্দুমাধব, প্রয়াগে—বেণীমাধব, প্রভাসে—প্রাচীমাধব, সিদ্ধপুরে—সিদ্ধমাধব। সুতরাং সিদ্ধপুরে আমরা শ্রীসিদ্ধমাধব দর্শন করিলাম। শ্রীগোবিন্দ এবং শ্রীমাধব রায়ের—উভয়েরই পূজারী গৌতম-গোত্রোদ্ভূত শ্রীগোবিন্দ লাল দেব শঙ্কর। শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীমাধব মন্দির দ্বারে শ্রীহনূমান্‌জী ও শ্রীগণপতিজিউ আছেন।

অনন্তর আমরা শ্রীসরস্বতী নদীতে স্নান করি। পৃথিবীতে পঞ্চস্থানে পঞ্চ সরস্বতীধারা প্রবাহিতা আছেন,

যথা—কৈলাসে, প্রয়াগে (ত্রিবেণী মধ্যে সরস্বতী ধারা), পুষ্করে, সিদ্ধপুরে এবং প্রভাসে (প্রাচী সরস্বতী) সরস্বতী পূতধারা বিরাজিতা। শ্রীসরস্বতী পূতধারায় স্নানান্তে আমরা ষ্টেসনে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক অপরাহ্ণ ৩-৫০ মিনিটে সিদ্ধপুর হইতে নাথদ্বারাভিমুখে যাত্রা করি।

সিদ্ধপুরে গুর্জ্জরেশ্বর মূলরাজ সোলঙ্কী এবং সিদ্ধরাজ জয়সিংহ দ্বারা নির্ম্মিত 'রুদ্র মহালয়' নামক এক অদ্ভুত বিশাল মন্দির আলাউদ্দীন কর্ত্তৃক নষ্ট হইয়াছিল। এই মন্দিরটি সরস্বতীতটে বিরাজমান ছিল। এক্ষণে ইহার কিছু ভগ্নাবশেষ সুরক্ষিত আছে এবং কিছু অংশ মুসলমানগণের অধিকারে আছে। এই ভাগে এক উচ্চচূড় মন্দির তথা বিস্তৃত সভামণ্ডপ ও তৎসম্মুখস্থিত কুণ্ড যাহা সূর্য্যকুণ্ড নামে প্রসিদ্ধ ছিল, তাহা অধুনা মস্‌জিদের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে।

সিদ্ধেশ্বর, গোবিন্দ-মাধব, হাটকেশ্বর, ভূতনাথ-মহাদেব, শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দির, রণছোড়জী, নীলকণ্ঠেশ্বর, লক্ষ্মীনারায়ণ, ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর, সহস্রকলা মাতা, অম্বা মাতা, কনকেশ্বরী তথা আশাপুরী মাতার মন্দির প্রভৃতি সিদ্ধপুরে বহু দর্শনীয় মন্দির আছে।

(ক্রমশঃ)

বিধি ও রাগ

[শ্রীমঙ্গল নিলয় ব্রহ্মচারী বি, এস্-সি, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন]

কার্য্যকারণাত্মক বিশ্বের মূলে পরমশ্রেয়ঃ শ্রীকৃষ্ণ আকর-বস্তুরূপে বিরাজিত থাকিয়া উচ্চাবচ সর্ব্বলোককে লোক-পতিগণ সহ আকর্ষণ করিতেছেন। এই আকর্ষণের মধ্যে তাঁহার কোন বৈষম্য নাই। কিন্তু তৃণ-গুল্ম-লতা হইতে আরম্ভ করিয়া অজ্ঞান কর্ম্মসঙ্গী, মিছাজ্ঞানী ও মিছা ভক্ত আদি সমুদয় চরাচরকে আকর্ষণের জন্য তিনি তাঁহার বিভিন্ন মায়াজাল বিস্তার করিয়া উঁহাদের যোগ্যতার তারতম্যানুসারে তাহাদের আপাতঃ অভিলষিত বস্তু প্রদানমুখে অন্যের জ্ঞাতাজ্ঞাতসারে নিজেরই সর্ব্বময় ব্যক্তিত্বকে সংরক্ষণ করতঃ জগত-পিতার কার্য্য করিতেছেন। অজ্ঞান কর্ম্মসঙ্গীদিগকে কামময় দুরবস্থা হইতে ক্রমমার্গে উদ্ধার করিবার মানসে যে উপদেশ আদি তিনি করিয়াছেন তাহাই যে উপদেষ্টার চরম বা তাৎপর্য্যীক উপদেশবাক্য নহে—'ইহা ভিন্ন আরো কিছু আছে অভিপ্রায়'—ইহা যাঁহারা অনুধাবন করিতে পারেন, তাঁহারাই সুবুদ্ধিমান। এতাদৃশ সুবুদ্ধিমান বা আচার্য্যগণ আত্মপুষ্টির উন্নততর সোপানে মহা বলিষ্ঠ প্রেমিক ভগবদ্ভক্তের খাদ্যতালিকাকে সাধনের অত্যন্ত নিম্নস্তরে অবস্থিত অত্যন্ত দুর্ব্বল জীবকুলের খাদ্যতালিকা হইতে পৃথকরূপে নির্ব্বাচন করতঃ বলিষ্ঠ বা দুর্ব্বল কাহারও ঈর্ষার পাত্র হন না। দুর্ব্বল ব্যক্তির খাদ্যকে বলিষ্ঠগণ তাঁহাদের খাদ্যের গণনার মধ্যে না লইতে পারিলেও দুর্ব্বলগণ কিন্তু তাহাতেই প্রতিপালিত হন। কাজেই বেদশাস্ত্রের বিভিন্ন স্তরের যতকিছু বিচার রহিয়াছে, তাহাদের কাহাকেও উপেক্ষা না করিয়া তাহার যথাযথ প্রয়োগ বিধান পরদুঃখদুঃখী প্রেমিক আচার্য্য ভগবদ্ভক্তগণই একমাত্র করিতে সমর্থ। শাসন সৌকর্য্যার্থে চোর ও লম্পটকে তাহাদের চিত্তের অনুকূলে কিছু ইন্ধন দিয়া তাহাদের নিজজন সাজিয়া ক্রমমার্গে তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রণ করিবার চেষ্টা শ্রেয়োকামী শাসকের বুদ্ধিমত্তারই পরিচায়ক। কেবল নিয়ন্ত্রণ করাই এবম্বিধ শাসকের উদ্দেশ্য নহে পরন্তু চৌর্য্য ও লাম্পট্য প্রধান ব্যক্তিকেও নিয়ন্ত্রিত করিয়া পরম শ্রেয়ের সেবায় নিয়োগই চরম উদ্দেশ্য। কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণ বেদশাস্ত্রের তাৎপর্য্য না বুঝিয়া তাঁহার অনুশাসনগুলিকে আত্মেন্দ্রিয় তর্পণের একটী সুলভ আশা-রূপে গ্রহণ করিয়া কখনও বা সুবর্ণশৃঙ্খলে কখনও বা রৌপ্য-শৃঙ্খলে, কখনও বা লৌহশৃঙ্খলে নিজেও বন্ধনদশা প্রাপ্ত হন এবং তাঁহাদের উপদিষ্ট অন্যেরও বন্ধনের কারণ হইয়া থাকেন। "ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ। অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানা-

স্তেহপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ॥" বেদতাৎপর্য্যবিৎ পরম ভাগবত প্রহ্লাদের এই মঙ্গলময়ী উক্তি ষণ্ড ও অমর্কের অনুগত জন বুঝিতে পারিবে কি? "ত্রৈগুণ্য বিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন" "পরোক্ষবাদো বেদোহয়ং বালানামনুশাসনম্। কর্ম্মমোক্ষায় কর্ম্মাণি বিধত্তে হ্যগদং যথা। এবং "মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ। চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক॥ য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্। ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ।" প্রভৃতি শ্লোক এতৎপ্রসঙ্গে স্মর্ত্তব্য।

যেখানে বর্ণাশ্রম বিচার ভক্তি লাভের পর্য্যায়ে অনর্থগ্রস্ত সাধকের অনর্থ-নিবৃত্তির ক্রমরূপে স্বীকৃত হয়, যাহা ভক্তিতাৎপর্য্যজ্ঞাতা পরম নিরপেক্ষ আচার্য্য কর্তৃক পরিচালিত, তাহাকে শুদ্ধ বা দৈববর্ণাশ্রম বলা হয় এবং অপরপক্ষে যাহা (বর্ণাশ্রম বিচার) তাদৃশ সদাচার্য্য পরিচালনাধীন না হইয়া কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণ পরিচালিত কেবল ভোগতাৎপর্য্যমূলক অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম প্রতিপাদক তাহা দেবমায়া বিমোহিত একটী মায়িক প্রচেষ্টা মাত্র। এতদুভয়বিধ প্রচেষ্টার মধ্যে পূর্ব্ব কথিত দৈববর্ণাশ্রমের অনুশীলনটী—জীবচিত্তশোধক ও চরমে কৃষ্ণে প্রপত্তিদায়ক এবং পরবর্ত্তীটী জীবের একটী আবরণ মাত্র, যাহা হইতে তাহার জড়ভূমিকায় পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তনমাত্রই হইয়া থাকে। "কৃষ্ণভুলি' সেই জীব—অনাদি বহির্ম্মুখ। অতএব মায়া তারে দেয় সংসারদুঃখ॥ কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়। দণ্ড্যজনে রাজা যে নদীতে চুবায়॥" অতএব কর্ম্মজড় স্মার্ত্তাচার ছাড়িয়া দৈববর্ণাশ্রমের অধীন না হইলে উপাধিস্বরূপ ঐ বর্ণ ও আশ্রমলিঙ্গ ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম লাভ করা সম্ভব হইবে না। "এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম। অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈক-শরণ॥" "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥" এতাদৃশ বাক্যগুলির নিগূঢ়ার্থ কেবল দৈববর্ণাশ্রমশাসিত ব্যক্তিরই বোধের বিষয় হইয়া থাকে, অন্যের নহে। এমতাবস্থায় করুণাময় শ্রীহরি দৈববর্ণাশ্রমাশ্রিত সাধকের কর্ম্ম, জ্ঞানাদিতে নির্ব্বেদ প্রাপ্ত অবস্থা লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে বুদ্ধিযোগ প্রদান করতঃ তদীয় শুদ্ধ ভক্তে প্রপন্ন করাইয়া তাঁহার মধ্যে চিচ্ছক্তির বল অর্থাৎ নির্গুণ ভূমিকার বীজ তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্রে সঞ্চার করিয়া থাকেন। "গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভাগ্যবানে।" তখন যে দ্বিতীয় ক্রমে তাঁহার সাধন আরম্ভ হইয়া থাকে, তাহাতে বর্ণাশ্রমের সাধনে তাঁহার নিষ্ঠা না থাকিলেও বর্ণাশ্রমের আওতায় অবস্থানকালীন যে কিছু জড়ীয়ভাব সূক্ষ্মাকারে জ্ঞাতাজ্ঞাতসারে সংস্কারের ন্যায় হৃদয়ক্ষেত্রকে অবরোধ করিয়া থাকে, যাহা হইতে ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব, বিপ্রলিপ্সা, কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠা আদির বাঞ্ছা উঁকিঝুঁকি সময়ে সময়ে দেখা যায় তাহা ক্রমশঃ বিলীন হইতে থাকে। এই প্রকারে সূক্ষ্ম অনর্থগুলিও চিত্ত হইতে চলিয়া গেলে সাধকের আরাধ্যবস্তুতে বিশেষ নিষ্ঠার ভাব পরিলক্ষিত হয় এবং ক্রমশঃ তাঁহাতে আসক্তি, রুচি এবং ভাবের উদয় লক্ষ্য করা যায়। ভাব অর্থাৎ কৃষ্ণে তন্ময়তা। এই ভাবাবস্থায় ভক্তগণ শ্রীভগবানের বিভিন্ন লীলা সাক্ষাৎকার করেন। বিভিন্ন লীলা দর্শনের মধ্যে কোন একটী বিশেষ রসে ভক্ত-চিত্ত আকৃষ্ট হইলে সেই রসে সেবা করিবার জন্য লোভের উদয় হয়। তখন শ্রীভগবদিচ্ছাক্রমেই লোভানুযায়ী রসের আশ্রয়-বিগ্রহ লাভ হয়। এখানে যে আশ্রয়-বিগ্রহের স্বরূপ, তাঁহাকে রাগাত্মিক-জন বা রাগানুগ বলা হয়। এই রাগাত্মিক-জন বা রাগানুগ হইতেই লোভান্বিত ভক্তের হৃদয়ে রাগের সঞ্চার হইয়া থাকে। তদুপরি স্নেহ, মান, প্রণয় আদির কথা শাস্ত্রে উল্লেখ দেখা যায়। এ পর্য্যন্ত সমুদয় ক্রমের মধ্যে গুর্ব্বানুগত্যেরই প্রাধান্য রহিয়াছে। ভজন রাজ্যের ব্যাপক ভূমিকায় শ্রীগুরুদেবের বিচিত্র প্রেমময় স্বরূপের সাক্ষাৎকারে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমের কুটিলগতি সাধকচিত্তের পরমাকর্ষণের বিষয় হয়।

ইহার দ্বারা প্রতিপাদিত হয় যে ত্রিগুণাত্মক শুদ্ধ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ভক্তির অনুকূল বা পোষক হইলেও উক্ত গুণময় বর্ণাশ্রমধর্ম্মটি ভক্তি লাভের কারণ নহে পরন্তু ভগবৎকৃপাই ভক্তিলাভের কারণ বা ভক্তিই ভক্তিলাভের কারণ এবং ভক্তিলাভে বর্ণাশ্রম নিষ্ঠা শিথিল হয়। (means justified by the end নীতিই অনুসরণীয়। means টীকে জোর দিবার বিশেষ কোন

তাৎপর্য্য নাই।) ভক্তি দ্বিবিধা বৈধী ও রাগানুগা। রাগাত্মিকের সহজ প্রীতি সর্ব্বদাই বেদবিধির অগোচর। রাগাত্মিকের আনুগত্যে লোভ হইলেই ভক্তি রাগানুগা নামে পরিচিতা হন। এই লোভ কোন আইন-কানুন বা বিধিবাধ্য নহে। বৈধীভক্তি যাজনকারী কোন সৌভাগ্যবান ভক্তের হৃদয়ে যদি রাগাত্মিক বা রাগানুগজনের সঙ্গ বা অহৈতুকী কৃপায় কোন বিশেষ রসে লোভের উদয় হয় তবেই তাঁহার আনুগত্যে রাগভক্তিতে প্রবেশ লাভ হয়। এই লোভ উৎপাদনে জন্মকোটী সুকৃতিরও অপেক্ষা নাই। কাজেই আইন-কানুনময়ী সাধনভক্তি বা বৈধীভক্তি রাগভক্তির একটী সোপনা হইতে পারে না। রাগই রাগের কারণ, বিধি নহে। ভক্তির পরিপূর্ণতমতায় রাগভক্তি বা প্রেমভক্তিই উদ্দিষ্ট হন।

গোপীআনুগত্য বিনা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে।
ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে॥
রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতিগূঢ়তর।
দাস্য-বাৎসল্যাদি-ভাবে না হয় গোচর॥
(চৈঃ চঃ মধ্য)

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা ও শ্রীশ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা ও শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী উপলক্ষে শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও তদধীন কলিকাতা (৩৫ সতীশ মুখার্জী রোড), কৃষ্ণনগর (গোয়াড়ী বাজার), যশড়া (শ্রীজগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের শ্রীপাট), আসাম (গৌহাটী পল্টনবাজার, সরভোগ ও তেজপুর), হায়দ্রাবাদ (পাথরঘাটী), বৃন্দাবন, ঢাকা (বালিয়াটি) এবং মেদিনীপুরস্থ শাখা মঠ সমূহে পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, নগর সংকীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ বিতরণাদিমুখে মহাসমারোহে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীঝুলন যাত্রা উৎসব ১৫ শ্রাবণ (১৩৭০); ১ আগষ্ট (১৯৬৩) বৃহস্পতিবার একাদশী তিথি হইতে ১৯ শ্রাবণ, ৫ আগষ্ট সোমবার পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে প্রত্যহ সন্ধ্যায় ধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশন ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ১৬ই শ্রাবণ শ্রীলশ্রীরূপ গোস্বামিপাদ ও শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুরের তিরোভাব এবং ১৯শে শ্রাবণ শ্রীশ্রীবলদেবাবির্ভাব-পৌর্ণমাসী উপলক্ষে তাঁহাদের চারিতামৃত বিশেষভাবে অনুশীলিত হইয়াছে।

আমাদের বিশেষ সৌভাগ্যক্রমে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরু মহারাজ কলিকাতা মঠে স্বয়ং উপস্থিত থাকায় তথায় বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশন হইয়াছে এবং শ্রীমঠ প্রায় সর্ব্বক্ষণই হরিকীর্ত্তন মুখরিত রহিয়াছে। অবশ্য তাঁহার কৃপাশক্তি সঞ্চারিত সেবকগণের শুভচেষ্টায় অন্যান্য মঠও তাঁহারই শ্রীমুখামৃতদ্রবসংযুত কৃষ্ণকথামৃত-বন্যায় প্লাবিত হইয়াছে ও হইতেছে।

শ্রীবলদেবাবির্ভাব পৌর্ণমাসী বাসরে আমাদের সকল মঠেই উপবাস-ব্রত পালিত হইয়া তৎপরদিবস মহোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উপলক্ষে কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে ২৫ শ্রাবণ, ১১ আগষ্ট রবিবার হইতে ২৯ শ্রাবণ, ১৫ আগষ্ট বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত দিবসপঞ্চক-ব্যাপী মহোৎসব মহা-সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ২৫শে শ্রাবণ রাববার শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব অধিবাস বাসরে অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে এক বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া লাইব্রেরী রোড, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জী রোড, হাজরা রোড, শরৎ বোস রোড,

মনোহর পুকুর রোড, রাসবিহারী এভিনিউ, যতীন দাস রোড, শরৎ বোস রোড, লেক রোড, পরাশর রোড, রাজা বসন্ত রায় রোড, শর্দ্দার শঙ্কর রোড, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জী রোড, প্রতাপাদিত্য রোড, রাসবিহারী এভিনিউ, সতীশ মুখার্জ্জী রোড প্রভৃতি প্রধান প্রধান রাজপথ পরিভ্রমণান্তে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্রীপাদ ঠাকুর দাস ব্রহ্মচারীজী, শ্রীমদ্‌ভক্তিবল্লভ তীর্থ, শ্রীমদ্‌ভক্তিললিত গিরি মহারাজের সহিত অগণিত ভক্ত-কণ্ঠের কীর্ত্তনধ্বনি রাজপথ সমূহকে মুখরিত করিয়া রাখিয়াছিল। এতৎসহ আবার ব্রহ্মচারী শ্রীভগবান্ দাস তথা শ্রীমদনমোহন দাস প্রমুখ ভক্তবৃন্দের চারখানি এবং মেদিনীপুর জেলার আনন্দপুর গ্রামের ভক্তগণের দশখানি এই 'চৌদ্দ মাদলের' উদ্দণ্ড নৃত্য সহ বাদ্যধ্বনি শঙ্খঘণ্টাকরতালাদি সহ মিলিত হইয়া এক অপূর্ব্ব মধুরতর পরিবেশের সৃষ্টি করিয়াছিল।

অতঃপর সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় শ্রীমঠ প্রাঙ্গণে পঞ্চদিববব্যাপী ধর্ম্মসভার প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হয়। এই সভার সভাপতিত্ব করেন—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্ত্তবিভাগের মন্ত্রী মাননীয় শ্রীখগেন্দ্র নাথ দাসগুপ্ত মহাশয়। অদ্যকার বক্তব্য বিষয় ছিল—শ্রীভগবৎপ্রাপ্তির উপায়। নাম-সংকীর্ত্তন প্রধান শুদ্ধ ভক্তিযোগই যে শ্রীভগবান্‌কে পাইবার একমাত্র উপায়, ইহাই বিবিধ শাস্ত্র যুক্তি মূলে প্রদর্শিত হয়।

পরম পূজ্যপাদ শ্রীল গুরু মহারাজ, ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ ও শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজের বক্তৃতার পর সভাপতি তাঁহার গবেষণাপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন। সভার উদ্বোধন ও উপসংহার সংগীত গান করিয়াছিলেন—সুকণ্ঠ কীর্ত্তনীয়া শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ তথা শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ অরণ্য মহারাজ প্রমুখ ত্রিদণ্ডিযতিগণ সভার সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

২৬শে শ্রাবণ, ১২ই আগষ্ট সোমবার শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী বাসরে শ্রীমঠে দিবারাত্র উপবাস পালিত হয়। ভক্তগণের মধ্যে কেহ কেহ অহোরাত্র নিরম্বু থাকেন, কেহ বা মধ্যরাত্রের পূজা অন্তে অনুকল্প করেন। এই দিবস প্রাতে মঙ্গলারাত্রিকের পর হইতে সন্ধ্যারাত্রিকের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সমস্ত দিবসব্যাপী দশমস্কন্ধ শ্রীমদ্ ভাগবত পারায়ণ হয়। অতঃপর সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় পঞ্চ দিবসীয় ধর্ম্মসভার দ্বিতীয় অধিবেশন আরম্ভ হয়। সভাপতিরূপে নির্ব্বাচিত ছিলেন কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র শ্রীচিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ও প্রধান অতিথি—শ্রীরাধাকৃষ্ণজী কনোড়িয়া। বক্তব্য বিষয় ছিল—পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ। সভাপতি মহোদয় বিশেষ কোন কার্য্যবশতঃ সময় মত উপস্থিত হইতে না পারায় তাঁহার একটি লিখিত ভাষণ সভায় পাঠ করিবার জন্য লোক মারফত পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সম্পাদক শ্রীমৎ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ উহা সভামধ্যে পাঠ করেন। পরম পূজ্যপাদ গুরু মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ মহাশয়ের বক্তৃতার পর শ্রীরাধাকৃষ্ণজী কনোড়িয়া ও শ্রীরাম নারায়ণ ভোজনগরওয়ালা মহাশয় হিন্দী ভাষায় ভাষণ দেন। শ্রীরাজকুমার ভাওয়ালকা প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই দিবসের সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভা-অন্তে রাত্রি ১১টা হইতে ১২ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীল গুরু মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ হইতে শ্রীকৃষ্ণ জন্মলীলা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। রাত্রি ১২টার পর শ্রীকৃষ্ণের মহাভিষেক, শৃঙ্গার, জন্মপূজা, ভোগরাগ, আরাত্রিকাদি অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর প্রায় অর্দ্ধ সহস্র উপস্থিত উপবাসিভক্তবৃন্দকে ফলমূল মিষ্টান্নাদি প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। এই দিবসের বক্তৃতায় শ্রীকৃষ্ণের জন্মাদিলীলার সম্পূর্ণ অপ্রাকৃতত্ব, তাঁহার সর্ব্বাবতারা-বতারিত্ব—সর্ব্বেশ্বরেশ্বরত্বাদি বিশেষভাবে আলোচিত হয়।

২৭শে শ্রাবণ, ১৩ই আগষ্ট মঙ্গলবার শ্রীনন্দোৎসব বাসরে দশমস্কন্ধ ৫ম অধ্যায় হইতে শ্রীনন্দাদি ব্রজবাসি-গণের কৃষ্ণ জন্মোপলক্ষে আনন্দোৎসব কথা আলোচিত

এবং মধ্যাহ্নে শ্রীমঠে এক বিরাট্ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বেলা ১২ টায় ভোগারাত্রিক সমাপ্ত হইবার পর হইতে অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত কএক সহস্র ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। এই প্রসাদ বিতরণ কার্য্যে পল্লীর স্বেচ্ছাসেবকগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। সন্ধ্যায় পূর্ব্ববৎ পঞ্চদিবসব্যাপী সভার তৃতীয় অধিবেশন আরম্ভ হয়। অদ্যকার সভাপতি—কলিকাতা মুখ্য ধর্ম্মাধিকরণের মাননীয় বিচারপতি শ্রীবিনায়ক নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বক্তব্য বিষয়—'বৈষ্ণবধর্ম্ম ও সাম্প্রদায়িকতা'। মাননীয় বিচারপতি মহাশয় প্রথমেই তাঁহার ভাষণ প্রদান করেন। অতঃপর শ্রীশ্রীল গুরু মহারাজ ও তৎপর শ্রীমৎ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ যথাক্রমে বক্তৃতা দেন। এই দিবস "বৈষ্ণব-ধর্ম্ম যে সনাতনধর্ম্ম, জীব মাত্রেরই নিত্যধর্ম্ম, তাহাতে 'সাম্প্রদায়িকতা' শব্দে সাধারণ জগতের লোক যেভাবে 'সঙ্কীর্ণতা' অর্থ করেন, তাহা আদৌ স্থান পাইতে পারে না; বস্তুতঃ 'সম্প্রদায়' শব্দার্থ—সদ্গুরু পরম্পরা প্রাপ্ত উপদেশ, এতদর্থে কলিতে চারিটি সম্প্রদায়ের আবির্ভাব, সেই সম্প্রদায়ানুগত্য ব্যতীত মন্ত্রতন্ত্র, জপধ্যান, সাধন-ভজন সকলই বৃথা হইয়া যায়; শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনক—এই চতুঃসম্প্রদায় মধ্যে ব্রহ্ম সম্প্রদায়ের আনুগত্য করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়া শ্রৌত পারম্পর্য্যানুসরণাদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন" ইত্যাদি বহু গম্ভীরার্থবোধক বিষয় আলোচিত হয়।

২৮শে শ্রাবণ, ১৪ই আগষ্ট বুধবার সন্ধ্যায় পঞ্চদিবস-ব্যাপী ধর্ম্মসভার চতুর্থ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই দিবসের সভাপতি—কলিকাতা মুখ্য ধর্ম্মাধিকরণের মাননীয় বিচারপতি শ্রীসুবোধকুমার নিয়োগী ও প্রধান অতিথি—শ্রীঈশ্বরী প্রসাদ গোয়েঙ্কা মহোদয়। বক্তব্য বিষয়—ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষার আবশ্যকতা। শ্রীল ভক্তি ভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, শ্রীল গুরু মহারাজ, শ্রীল ভক্তি বিচার যাযাবর মহারাজ ও শ্রীল ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ যথাক্রমে বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর প্রধান অতিথি ও সভাপতির ভাষণ হয়। সদ্ধর্ম্মানুকূলা নীতি শিক্ষার স্থায়িত্ব ও গুরুত্বই অদ্যকার সভার বিশেষ আলোচ্য বিষয় হইয়াছিল। ধর্ম্মই নীতির মেরুদণ্ডস্বরূপ, তাহাকে বাদ দিয়া নীতি কখনই দাঁড়াইতে পারে না। ইহাই বিবিধ শাস্ত্রবিচার মূলে বিশেষভাবে প্রদর্শিত হয়।

২৯শে শ্রাবণ, ১৫ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পঞ্চ-দিবসব্যাপী ধর্ম্মসভার পঞ্চম বা শেষ অধিবেশন হয়। অদ্যকার সভাপতি—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের প্রাক্তন অধ্যক্ষ—ডাঃ শ্রীসতীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্-এ, পি এইচ-ডি এবং প্রধান অতিথি—শ্রীরাম নারায়ণ ভোজ-নগরওয়ালা মহোদয়। বক্তব্য বিষয়—যুগধর্ম্ম। প্রথমে শ্রীশ্রীল গুরুমহারাজ সত্যে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ, দ্বাপরে অর্চ্চন ও কলিতে নামসংকীর্ত্তন-প্রধান ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একটি গবেষণাপূর্ণ ভাষণপ্রদান করিলে সভাপতি মহোদয়ের ভাষণ হয়। অতঃপর শ্রীল পুরী মহারাজ ও সর্ব্বশেষে শ্রীমদ্ যাযাবর মহারাজ মধুরেণ সমাপয়েৎ ন্যায়ে যুগধর্ম্মের বহু শাস্ত্রীয় রহস্য ব্যক্ত করিয়া তাঁহার স্বভাবসুলভ সুললিত-কণ্ঠে কীর্ত্তন-দ্বারা সভাস্থ সকলকেই আপ্যায়িত করেন। শ্রীল যাযাবর মহারাজের বক্তৃতার পর প্রধান অতিথি মহোদয়ও হিন্দী ভাষায় কিছু বলিয়াছিলেন।

প্রত্যহই সভায় বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও মহিলা শ্রোতৃবৃন্দের সমাবেশ হইয়াছিল। শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ প্রত্যহই শ্রীমদ্গুরুমহারাজের নির্দ্দেশক্রমে প্রথমে সভাপতি নির্ব্বাচন প্রস্তাব করেন। শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজই সাধারণতঃ উদ্বোধন ও উপসংহার সঙ্গীত গান করেন। ব্রহ্মচারী শ্রীবলরাম দাসজীও মধ্যে মধ্যে তাঁহার সুললিত কণ্ঠের কীর্ত্তন দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দের সুখ বিধান করিয়াছেন।

গৌহাটী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে—গৌহাটী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উৎসব উপলক্ষে ২৫শে শ্রাবণ, ১১ই আগষ্ট রবিবার হইতে ২৭শে

শ্রাবণ, ১৩ই আগষ্ট মঙ্গলবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ সন্ধ্যায় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সভাপতিত্বে বিশেষ ধর্ম্মসভার আয়োজন করা হইয়াছিল। তিন দিনের সভায় যথাক্রমে প্রাগ্‌-জ্যোতিষকলেজের অধ্যক্ষ শ্রীতীর্থনাথ শর্ম্মা, গৌহাটী পৌরপ্রতিষ্ঠানের সভাপতি শ্রীসতীশ চন্দ্র কাকতি, কাম-রূপ জেলার জেলাধীশ শ্রী পি, এইচ, ত্রিবেদী সভাপতি-রূপে এবং শ্রীকেদারমল শর্ম্মা এড্‌ভোকেট; শ্রীদিবাকর গোস্বামী প্রাক্তন ডি, পি, আই; শ্রীবিপিন চন্দ্র গোস্বামী গুরুকুল সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের প্রধান অধ্যাপক প্রধান অতিথিরূপে এবং শ্রীভোলানাথ শর্ম্মা সাবজজ ও শ্রীদেবেন্দ্র-নাথ শর্ম্মা এম, এল, এ বক্তারূপে উপস্থিত ছিলেন। ২৫শে শ্রাবণ, ১১ই আগষ্ট শ্রীজন্মাষ্টমী উৎসবের অধিবাস দিবসে শ্রীমঠ হইতে অপরাহ্লে সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সহরের প্রধান প্রধান রাজপথ পরিক্রমণ পূর্ব্বক শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ২৬শে শ্রাবণ, ১২ই আগষ্ট শ্রীজন্মাষ্টমী বাসরে মঙ্গলারাত্রিকের পর হইতে সমস্ত দিবস শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধ পারায়ণ, রাত্রিতে বিশেষ ধর্ম্মসভার পর শ্রীকৃষ্ণজন্ম প্রসঙ্গ পাঠ এবং রাত্রি ১২ টার পর শ্রীকৃষ্ণের মহাভিষেকান্তে উপস্থিত জনসাধারণের মধ্যে শ্রীচরণামৃত ও প্রসাদী ফলমুলাদি বিতরণ করা হয়। ২৭শে শ্রাবণ, শ্রীনন্দোৎসব দিবস প্রায় দুই সহস্র নরনারীকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

উৎসব সাফল্যমণ্ডিত করিতে দক্ষিণ ভারতে শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচারক শ্রীমঙ্গল নিলয় ব্রহ্মচারী, বি, এস্‌-সি, ভক্তিশাস্ত্রী,বিদ্যারত্ন; শ্রীমাধবানন্দ ব্রজবাসী; শ্রীপ্রাণ কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবিষ্ণুদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরাঘব দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদুর্দ্দৈবনাশন দাস প্রভৃতি মঠবাসী ভক্তবৃন্দের এবং শ্রীঅচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীউপনন্দ দাস, শ্রীঘন-শ্যাম দাস, শ্রীনারায়ণ চন্দ্র দাসাধিকারী, শ্রীউদ্ধবদাসা-ধিকারী প্রভৃতি মঠসেবকগণের অক্লান্ত সেবাচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীবীরেন্দ্র নাথ দাস আলোক সজ্জায়, ভৈরব বিড়ি কোম্পানী মাইক ও জীপের দ্বারা, হিম্মৎসিংকা ট্রাকাদির দ্বারা সেবা করিয়া মঠের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। শ্রীউপনন্দ দাস ও ঘনশ্যাম দাসের মধুর কীর্ত্তন উৎসবের অন্যতম আকর্ষণের বিষয় হইয়াছিল।

সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠে—১১ আগষ্ট রবিবার অপরাহ্লে সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা মঠ হইতে বাহির হইয়া নিকটবর্ত্তী চক্‌চকা প্রভৃতি স্থানের রাস্তা দিয়া ভ্রমণ করতঃ সন্ধ্যার পূর্ব্বে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সান্ধ্য আরতির পরে রাত্রিতে অধিবাস কীর্ত্তন হয়।

পর দিবস প্রাত্যহিক অর্চ্চনাদি এবং সমস্ত দিবস শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। সান্ধ্যারতির পর ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ধর্ম্মালোচনী সভার অধিবেশন হয়। আলোচ্য বিষয় ছিল "শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্ব"। বরনগর সার্কেলের সাব্‌ডেপুটী কালেক্টার শ্রীভোলানাথ শর্ম্মা সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। নির্দ্ধারিত বিষয়ে প্রধান বক্তা ছিলেন বরনগর সার্কেলের এসিষ্টেণ্ট সেটেলমেণ্ট অফিসার শ্রীযতীন্দ্র নাথ দেউরী। মঠের তরফ হইতে শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী এবং শ্রীপাদ দীননাথ বনচারী বক্তৃতা দিয়া-ছিলেন। মঠের নাট্যমন্দির শ্রোতার দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া-ছিল।

নন্দোৎসবের দিন অনূ্যন আটশত লোককে মহা-প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

হায়দ্রাবাদ মঠে—হায়দ্রাবাদ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীরাধা গোবিন্দের ঝুলনযাত্রা বিশেষসমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীবিগ্রহের অপূর্ব্ব শৃঙ্গার ও হিন্দোল বিহার দর্শনের জন্য প্রত্যহ অগণিত নরনারীর সমাবেশ হইয়াছিল। অনেকে অন্ধ্রপ্রদেশের রাজধানী হায়দ্রাবাদে ইহা সর্ব্ব প্রথম বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

২৬শে শ্রাবণ, ১২ই আগষ্ট সোমবার শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী বাসরে শ্রীমঠে মঙ্গলারাত্রিকের পর হইতে সমস্ত দিবসব্যাপী শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধ পারায়ণ, সন্ধ্যা-রাত্রিকের পর শ্রীহর্ষ নাথ মিশ্র এম্‌-এ, ব্যাকরণাচার্য্য মহা-শয়ের সভাপতিত্বে সান্ধ্য অধিবেশন, শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা এবং রাত্রি ১২ টার পর শ্রীকৃষ্ণজন্ম প্রসঙ্গ পাঠ

ও শ্রীকৃষ্ণের মহাভিষেকান্তে উপস্থিত জনসাধারণের মধ্যে চরণামৃত ও ফল মূলাদি প্রসাদ বিতরণ এবং তৎপর দিবস শ্রীনন্দোৎসব উপলক্ষে সর্ব্ব সাধারণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

উৎসব সাফল্যমণ্ডিত করিতে মঠ রক্ষক শ্রীনিত্যানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী ও শ্রীজগজ্জীবন ব্রহ্মচারী প্রমুখ মঠসেবকগণ এবং শ্রীরাম নিবাস শর্ম্মা শ্রীরাধে শ্যাম শর্ম্মা, শ্রীহরি প্রসাদজী (হনুমান প্রসাদ), শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি, শ্রীজগা রেড্ডি, শ্রীকৃষ্ণ রেড্ডি, শ্রীভীম রেড্ডি প্রভৃতি স্থানীয় গৃহস্থ সজ্জনগণের সেবা চেষ্টা বিশেষ প্রসংশনীয়।

কৃষ্ণনগর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে—শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী উপলক্ষে কএকটি দৃশ্য সম্বলিত একটি প্রদর্শনী করা হয়,উহা দর্শকগণের একান্ত অনুরোধে চারি দিবস পর্য্যন্ত খোলা ছিল। শ্রীজন্মাষ্টমীবাসর দিবসে দশমস্কন্ধ পারায়ণ ও রাত্রে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা, শ্রীকৃষ্ণজন্মলীলা পাঠ, ব্যাখ্যা, কীর্ত্তনাদি বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হয়। নিশীথরাত্রে অভিষেক, পূজা, ভোগরাগাদি অন্তে সমবেত ভক্তগণকে ফলমূলাদি প্রসাদ বিতরণ করা হয়। শ্রীনন্দোৎসব বাসরে মাধ্যাহ্নিক ভোগরাত্রিকের পর প্রায় দুই সহস্র নরনারীকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। মঠরক্ষক পণ্ডিত শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারীজীর তত্ত্বাবধায়কত্বে উৎসবটি বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। শ্রীরাধাবিনোদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রাণগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীমধুমঙ্গল ব্রহ্মচারী, রবি, বীরেন্দ্র বাবু প্রমুখ মঠসেবকগণ ও স্কুলের ছাত্রগণ পরিবেশনাদি কার্য্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের কৃপা ও প্রীতিভাজন হইয়াছেন।

বালিয়াটি শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠে—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা ও শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী মহোৎসব পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা ও মহাপ্রসাদ বিতরণমুখে মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পাকিস্তানে হিন্দুয়ানী সংরক্ষণ আজকালকার দিনে খুবই বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে পরিণত হইলেও শ্রীশ্রীগুরু-গৌর-গদাধরের অপার করুণায় বালিয়াটিতে ঝুলন জন্মাষ্টমী উৎসবের নির্ব্বিঘ্ন সমাপ্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মঠসেবকগণের আপ্রাণ সেবাচেষ্টায় এবং বালিয়াটি ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহের হিন্দু সজ্জন সাধারণের উৎসাহে এতদ্ভিন্ন জামুর্কি, পাকুল্যা, চামারী, ফরতাপুর, বেরস, বাইনবাড়ী, সাক্রাইল, ভাটারা, আমতা প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানের বহু সজ্জন ভক্ত বর্ত্তমানবর্ষের উৎসবে যোগদান করায় উৎসবটী বিশেষ সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীজন্মাষ্টমী তিথিতে সমস্ত দিবারাত্র মঠ প্রাঙ্গণ শ্রীহরি-কীর্ত্তনে মুখরিত ছিল। বৈকালে আহূত সভায় মঠরক্ষক শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বরদাসবাবাজী মহারাজ "শ্রীকৃষ্ণ জন্মলীলা" প্রসঙ্গে একটি অভিভাষণ প্রদান করেন। রাত্রিতে শ্রীপাদ গোপীনাথ দাসাধিকারী শ্রীহরিভক্তি বিলাস গ্রন্থ হইতে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী প্রসঙ্গ পাঠ করেন। পরদিবস শ্রীনন্দোৎসবে অগণিত সজ্জন সাধারণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়। শ্রীপাদ গোবিন্দসুন্দর অধিকারী, শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ ঠাকুর প্রসাদ ব্রহ্মচারী প্রভৃতির সেবা চেষ্টা বিশেষ প্রশংসার্হ।

সংস্কৃত পরীক্ষা

শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয়মঠ হইতে পরিচালিত সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের শ্রীমুকুন্দপদ মৌলিক 'পুরাণের' আদ্য প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী ব্যাকরণের আদ্য প্রথম বিভাগে এবং কাব্যের উপাধি পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হইয়াছে।

নদীয়া জেলান্তর্গত শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও শ্রীরাধা-গোবিন্দের ঝুলনযাত্রা, শ্রীজন্মাষ্টমী ও শ্রীরাধাষ্টমী উৎসব মঠরক্ষক শ্রীমৎ ভক্তি প্রসাদ আশ্রম মহারাজের সেবাচেষ্টায় সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছেন।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৫'০০ টাকা, ষান্মাসিক ২'৭৫ নঃ পঃ, প্রতি সংখ্যা '৫০ নঃ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

বিজ্ঞাপনের হার—

প্রতিবার ১ পৃষ্ঠা—৪০ (চল্লিশ টাকা), অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা ১ কলম—২২৲ টাকা (বাইশ টাকা) সিকি পৃষ্ঠা বা অর্দ্ধ কলম—১২৲ বার টাকা সিকি কলম—৭৲ (সাত টাকা), কলম ৪৲ (চার টাকা)। দীর্ঘ কালের জন্য বিজ্ঞাপন দিলে ভিক্ষা স্বতন্ত্র। তাহা সাক্ষাদ্‌ভাবে অথবা পত্রদ্বারা জ্ঞাতব্য।

নিবেদক—কার্য্যাধ্যক্ষ

মহাজন-গীতাবলী

(প্রথম ভাগ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের লিখিত ভূমিকাসহ উক্ত গ্রন্থখানা বিগত শ্রীব্যাসপূজাবাসরে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও শ্রীরাধা-কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বিবিধ সংস্কৃত ও বাংলা স্তব এবং গীতাবলী সম্বলিত এই গীতিগ্রন্থটী পরমার্থলিপ্সু সজ্জনমাত্রেরই বিশেষ আদরণীয় হইয়াছেন। ইহাতে শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহাজনগণের রচিত বিবিধ ভজনগীতিসমূহ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীজয়দেব সরস্বতী ও শ্রীবিদ্যাপতির কতিপয় স্তব ও গীতি এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ; ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদেশিক আচার্য্য মহারাজ প্রভৃতি বৈষ্ণববৃন্দের রচনাবলীও উদ্ধৃত হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। ভিক্ষা—১·০০ এক টাকা মাত্র। ভি-পি যোগে অতিরিক্ত ৮১ ন.প.।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।

শিশুশ্রেণী হইতে চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিকা ও কিন্ডার গার্টেন (K. G.) শিক্ষা-পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, অলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ। স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিকলীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিসেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

(১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া।

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা—২৬।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

আশ্বিন—১৩৭০

৩য় বর্ষ] পুরুষোত্তম, ৪৭৭ শ্রীগৌরাব্দ [৮ম সংখ্যা

"কনক-কামিনী, প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী,
ছাড়িয়াছে যারে সেই ত বৈষ্ণব।
সেই অনাসক্ত, সেই শুদ্ধ ভক্ত,
সংসার তথায় পায় পরাভব॥" —প্রভুপাদ

"শ্রীদয়িত দাস, কীর্ত্তনেতে আশ,
কর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম রব।
কীর্ত্তন-প্রভাবে, স্মরণ হইবে,
সে কালে ভজন নির্জ্জন সম্ভব॥" —প্রভুপাদ

শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ, এম্‌-এ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, কাব্য-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্‌।

২। উপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ।

৫। শ্রীগোপীরমণ দাস, বিদ্যাভূষণ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্‌-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ

আকর মঠ ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

১। (ক) শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা২৬।
(খ) ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড; কলিকাতা-২৬।

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।

৩। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর।

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, বৃন্দাবন (মথুরা)।

৫। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা।

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ—২ (অন্ধ্র প্রদেশ)।

৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম)।

৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম)।

৯। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ—চাকদহ (নদীয়া)।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১০। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)।

১১। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)।

মুদ্রণালয় ঃ—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ২৫।১, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ সাহ রোড, টালীগঞ্জ, কলিকাতা-৩৩।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

৩য় বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, আশ্বিন, ১৩৭০। ১৫ পুরুষোত্তম, ৪৭৭ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ আশ্বিন, বুধবার, ২ অক্টোবর, ১৯৬৩। | ৮ম সংখ্যা

বিষয় ও আশ্রয়ের পরস্পর সম্বন্ধ-বিচার

গোলোকে অদ্বয়জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র 'বিষয়' ও অনন্তকোটি জীবাত্মাই তাঁহার 'আশ্রয়'। আশ্রয়গণ কিছু 'বিষয়' হইতে পৃথক্ বা দ্বিতীয় বস্তু নহেন; তাঁহারা—অদ্বয়জ্ঞান বিষয়েরই 'আশ্রয়'। বস্তুত্বে 'এক' ও শক্তিত্বে

'বহু',—ইহাই বিষয় ও আশ্রয়ের মধ্যে সম্বন্ধ। অক্ষজ-ধারণাকারী সাহজিকগণ এই বিষয় ও আশ্রয়ের কথা বুঝিতে অসমর্থ। নির্ব্বিশেষবাদিগণের নিকট বিষয় ও আশ্রয়গণের স্থান নাই। শ্রীল নরহরিতীর্থের পূর্ব্বাশ্রমের অধস্তন বিশ্বনাথ কবিরাজ 'সাহিত্য-দর্পণ'-নামক অলঙ্কার-গ্রন্থে বিষয় ও আশ্রয়ের কথা এতদূর সুষ্ঠুভাবে বলিতে পারেন নাই; এমন কি, 'কাব্য প্রকাশ'-কার বা ভরত-মুনিও তাহা বলিতে অসমর্থ হইয়াছেন। শ্রীল রূপপাদের লেখনীতে অপ্রাকৃত বিষয় ও আশ্রয়ের কথা পরিস্ফুটরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। অদ্বয়জ্ঞান বিষয়তত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দনে অনন্তকোটি জীবাত্মা আশ্রয়রূপে বিরাজমান থাকিলেও মূল আশ্রয়তত্ত্ব (বিগ্রহ)—পাঁচটী; মধুর-রসে শ্রীবৃষভানুনন্দিনী, বাৎসল্য-রসে নন্দ-যশোদা, সখ্য-রসে সুবলাদি, দাস্য-রসে রক্তকাদি এবং শান্তরসে গো, বেত্র ও বেণু প্রভৃতি। শান্তরসে সঙ্কুচিত-চেতন চিন্ময় গো, বেত্র, বেণু, কদম্ববৃক্ষ এবং যামুন-সৈকত প্রভৃতি অজ্ঞাতভাবে শ্রীকৃষ্ণের নিরন্তর সেবা করিতেছেন।

যাঁহাদের বহির্জ্জগতের কথায় সময় নষ্ট করিবার অবসর আর নাই, তাঁহারাই এই সকল কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারেন। শ্রীল রূপপাদ ইহা দেখাইবার জন্যই বিষয়ত্যাগের অভিনয় করিয়া শুষ্ক রুটী ও চানা চিবাইয়া এক-এক বৃক্ষতলে এক-এক রাত্রি বাস করিয়া 'কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে ভোগত্যাগে'র আদর্শ দেখাইয়া এই সকল কথা বুঝিবার অধিকার ও যোগ্যতা প্রদান করিয়াছেন। আমরা যে-স্থানে ও যে-ভূমিকায় অবস্থান করিতেছি, তাহাতে কৃষ্ণপ্রণয়মূর্ত্তি

শ্রীরাধার তত্ত্বকথা আমাদের স্থূল-জড়েন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হইতে পারে না। বৃষভানুনন্দিনী—আশ্রয় জাতীয় কৃষ্ণবস্তু। যে-রাজ্যে স্থূলজগৎ, সূক্ষ্মজগৎ বা নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্রের অনুভূতি নাই, যে-অপ্রাকৃতধামে চিদ্বিলাস-চমৎকারিতা পরিপূর্ণরূপে বর্ত্তমান, শ্রীরাধিকা তাহার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া বর্ত্তমান। তিনি কৃষ্ণের সেবা করিবার জন্য কৃষ্ণবক্ষে আরোহণ করেন, তিনি কৃষ্ণের সেবা করিবার জন্য কৃষ্ণকে তাড়ন ও ভৎর্সন পর্য্যন্ত করেন। এই সকল কথা সামান্য মানব-যুক্তির উন্নতস্তরে অধিরোহণ করিবার কথা নয়, নির্ব্বিশেষবাদীর চিন্মাত্র-পর্য্যন্ত কথা নয়; পরন্তু যাঁহার কৃষ্ণসেবার জন্য লৌল্য উপস্থিত হইয়াছে, তিনিই কেবল আত্মবৃত্তিতে এই সকল কথার মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারেন।

—শ্রীল প্রভুপাদ

অনর্থবিচার

[পূর্ব্ব প্রকাশিত ৭ম সংখ্যা ১৫১পৃষ্ঠার পর]

সেবা ও নামাপরাধ হইতে বৈধভক্তগণ সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবেন। সেবাপরাধ ও নামাপরাধ পৃথক্ করিয়া প্রদর্শিত হইল। বরাহপুরাণ ও পদ্মপুরাণ-মতে সেবাপরাধ পঞ্চবিধ বিভক্ত হয়; যথা—১। সাধ্যমত যত্নাভাব; ২। অবজ্ঞা; ৩। অপবিত্রতা; ৪। নিষ্ঠাভাব; ৫। গর্ব্ব।

শ্রীমূর্ত্তি-সেবা-সম্বন্ধে যে সকল অপরাধ নানাশাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে, সেই সমুদয় অপরাধ মূল বিচারে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ প্রকার বলিয়া স্থির করা গেল। সমস্ত অপরাধের বিবৃতি করা দুঃসাধ্য। কতকগুলি অপরাধ যাহা বরাহপুরাণ, পদ্মপুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার সংক্ষেপ-বিবৃতি প্রদত্ত হইল।

অর্থ আছে অথচ শ্রীমূর্ত্তি সম্বন্ধে নিয়মিত উৎসব করা হয় না। সামর্থ্য থাকিতেও গৌণোপচার দ্বারা পূজা নির্ব্বাহ করা যায়। যে কালে যে দ্রব্য বা ফল পাওয়া যায়, তাহা যত্ন পূর্ব্বক ভগবান্‌কে দেওয়া যায় না। ভগবানের স্তব, বন্দনা, দণ্ডবন্নতি না করিয়া অবস্থিত হওয়া যায়। প্রদীপ না জ্বালিয়া ভগবন্মন্দিরে প্রবেশ করা। এই প্রকার কার্য্য সকল সাধ্যমত যত্নাভাব হইতে নিঃসৃত হয়।

যানারোহণ বা পাদুকা ব্যবহার পূর্ব্বক ভগবদ্‌গৃহে গমন, শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে প্রণাম না করা, এক হস্ত দ্বারা প্রণাম, অঙ্গুলি দ্বারা ভগবন্মূর্ত্তি নির্দ্দেশ, শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে প্রদক্ষিণ, শ্রীমূর্ত্তির অগ্রে পাদপ্রসারণ, পর্য্যঙ্ক বন্ধনে বসিয়া স্তবপাঠ, শ্রীমূর্ত্তির অগ্রে শয়ন-ভোজন ইত্যাদি শারীর কর্ম্ম, উচ্চৈঃস্বরে ভাষণ, পরস্পর কথোপকথন, বিষয়ান্তর চিন্তায় রোদন, কলহ, অন্য ব্যক্তির বিষয় আলোচনা, অধোবায়ু পরিত্যাগ, আনীত দ্রব্যের অগ্রভাগ অন্যকে দিয়া অবশিষ্টাংশ ভগবন্নৈবেদ্যে অর্পণ, শ্রীমূর্ত্তির দিকে পৃষ্ঠ করিয়া উপবেশন, শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে অন্যকে অভিবাদন, অকালে শ্রীমূর্ত্তিদর্শন (যে সময়ে বাহির হয়, সেই সময় ব্যতীত অন্য সময় অকাল) এই প্রকার কার্য্য সকল সেবা-সম্বন্ধে অবজ্ঞা।

উচ্ছিষ্টলিপ্ত বা অন্যপ্রকার অশুচি দেহে ভগবন্মন্দিরে গমন, পশুলোম-যুক্ত বস্ত্রাদির সহিত শ্রীমূর্ত্তির সেবাকরণ, পূজা সময়ে থুৎকার, সেবা সময়ে অন্য বিষয়ে চিন্তা ইত্যাদি নানা প্রকার অপবিত্রতা বর্ণিত আছে।

ভগবৎসেবার পূর্ব্বে জল গ্রহণ, অনিবেদিত অন্ন-

জলাদি গ্রহণ, নিত্য শ্রীমূর্ত্তি ও তৎসেবাদি দর্শন না করা, নিজ প্রিয়বস্তু ও কালোদিত সুখাদ্য ফলাদি অর্পণ না করা, হরিবাসর না করা—এই সকল নিষ্ঠাভাব।

সেবাকালে আপনাকে অকিঞ্চন ভগবদ্দাস বলিয়া জানা কর্ত্তব্য। তাহা না করিয়া আপনার প্রশংসাকীর্ত্তন বা আপনাকে শ্রেষ্ঠ পূজক বলিয়া অভিমান করার নাম সেবাকালীন গর্ব্ব। অনেক সামগ্রী ও আড়ম্বরের সহিত শ্রীমূর্ত্তি সেবা করিয়া আপনার মহত্ত্ব বিবেচনা করিলে গর্ব্ব হয়।

এই পঞ্চ প্রকার সেবাপরাধ হইতে সতর্ক থাকিয়া শ্রীমূর্ত্তির সেবা করিবেন। সেবাপরাধগুলি বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠাতা, পূজারী ও সাধারণ ভক্ত সম্বন্ধে যথাযথ বিভক্ত হয়। ভজনশীল ব্যক্তি মাত্রেরই নামাপরাধ যত্ন পূর্ব্বক বর্জ্জনীয়।

নামাপরাধ দশ প্রকার ; যথা—

১। সাধুনিন্দা ; ২। শিবাদি দেবতাকে ভগবান্ হইতে স্বতন্ত্রজ্ঞান ; ৩। গুর্ব্ববজ্ঞা ; ৪। বেদশাস্ত্র ও তদনুগত শাস্ত্রনিন্দা ; ৫। হরিনামের মহিমাকে প্রশংসা-মাত্র বলিয়া জ্ঞান ; ৬। প্রকারান্তরে হরিনামের অর্থ-কল্পনা ; ৭। হরিনাম বলে পাপে প্রবৃত্তি ; ৮। অন্য শুভ কর্ম্মের সহিত হরিনামের তুল্যতাজ্ঞান ; ৯। অশ্রদ্দ-ধান ব্যক্তির প্রতি হরিনামোপদেশ ; ১০। নাম-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও হরিনামে অপ্রীতি।

নৈতিক ধর্ম্মশাস্ত্রে পরনিন্দামাত্রই দোষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। তথাপি দোষতারতম্য বিচার পূর্ব্বক তাত্ত্বিক ধর্ম্মশাস্ত্রে অর্থাৎ ভক্তিশাস্ত্রে সাধুনিন্দাকে প্রধান অপরাধ মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে। যাহাদের সাধু-নিন্দায় প্রবৃত্তি, তাহাদের সাধুসঙ্গ অভাবে ভক্তিবৃত্তি সমৃদ্ধ হয় না। কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্র যেমত দিন দিন ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, বৈষ্ণবের হৃদয়স্থিত-ভক্তিবৃত্তি তদ্রূপ সাধুনিন্দাক্রমে ক্ষয় হইতে থাকে। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হইলেও ভক্ত সাধুর সঙ্গাভাবে ও সাধুনিন্দা অপরাধে ভক্তিবৃত্তিটী জনগণের হৃদয়ে লুক্কায়িত হইয়া পড়ে। অনেকস্থলে লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, বৈষ্ণব-নিন্দাদোষ জনিত অপরাধ-ক্রমে বর্ণাশ্রমাচারনিষ্ঠ পুরুষগণ ক্রমশঃ অধঃপতিত হইয়া নিরীশ্বর-নৈতিক ও অবশেষে নীতি-বিহীন হইয়া পশুবৎ অবস্থান করেন। অতএব সাধুনিন্দা সর্ব্বদা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

যাঁহারা শিবাদি দেবতাকে একটী একটী ভিন্ন দেবতাজ্ঞান করেন এবং ভগবান্‌কে তাঁহাদিগের হইতে পৃথক্ জানেন, তাঁহারা সুতরাং বহ্বীশ্বরবাদী হইয়া পড়েন। তাঁহারা নিষ্ঠাশূন্য, অতএব ভক্ত নহেন। পরমেশ্বর বাস্তবিক এক, ইহাই তত্ত্বজ্ঞান। তত্ত্বজ্ঞান শূন্যতা প্রযুক্ত তাঁহারা অজ্ঞান, অতএব তাঁহারা অপরাধী। হরিনাম বলিলে শিবাদি দেবতার নাম তাহা হইতে ভিন্ন হয় না। অতএব শিবাদি দেবতাগণকে হয় ভগবদবতার-বিশেষ বলিয়া জানা উচিত, নতুবা ভগবদ্ভক্ত বলিয়া জানা কর্ত্তব্য। এস্থলে এরূপ প্রতিবাদ হইতে পারে যে, শিবই পরম-পুরুষ এবং বিষ্ণু তাঁহার অবতার। অতএব শিব-নামে নিষ্ঠাপূর্ব্বক বিষ্ণুনাম স্বতন্ত্র জানিবে না। এই প্রকার বাদ-প্রতিবাদ করাকে সাম্প্রদায়িক তর্ক বলে, যাহাতে অবশেষে কোন ফল হয় না। একমাত্র পরমে-শ্বরের ভজনই প্রয়োজন। হরিনামে নিষ্ঠা করাই আবশ্যক। যেহেতু নির্গুণ তত্ত্বই চরম তত্ত্ব। সত্ত্ব-রজ-স্তমোগুণ-বিশিষ্ট দেবতা সকলকে ভগবদবতার জানিয়া তাঁহাদের প্রতি অসূয়া রহিত হইয়া একমাত্র নির্গুণ বা বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণাধিষ্ঠিত হরির ভজনই কর্ত্তব্য। বেদশাস্ত্র ও তদনুগত শাস্ত্রদর্শিত পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য প্রকার কল্পনা করিলে উৎপাত ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

যে যে শাস্ত্রে শিব, প্রকৃতি, গণেশ, সূর্য্য ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা-উপাসনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, সেই সেই শাস্ত্রে তাঁহাদিগকে সগুণ দেবতা বা নির্গুণ ব্রহ্মলাভের কল্পিত উপায় বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। বৈষ্ণবশাস্ত্রে হরিকে সচ্চিদানন্দ সাকাররূপ পরমতত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। হরিসেবন-দ্বারা ব্রহ্মলাভ হয়, এরূপ সিদ্ধান্ত নাই। অতএব কল্পিত দেবস্বরূপকে সাধ্যরূপের

সহিত তুলনা করা যায় না। সিদ্ধস্বরূপ বলিয়া শিবাদি দেবতার প্রতিষ্ঠা করিলে অদ্বৈতবাদ ও ভক্তিবাদ উভয়ই নষ্ট হয়। অতএব শাস্ত্র পরিবর্ত্তন না করিয়া দেবতাকে ভগবদ্ভক্ত বা গুণাবতার বলাই পণ্ডিত লোকের কর্ত্তব্য। তাহা না করিলে নিত্যসিদ্ধস্বরূপের প্রতি অপরাধ হইবে।

গুর্ব্ববজ্ঞা একটী প্রধান অপরাধ। যে পর্য্যন্ত সাধকের গুরুতে অচলা শ্রদ্ধা না হয়, সে পর্য্যন্ত তদ্দত্ত উপদেশ সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইবে না। বিশ্বাস না হইলে ভজন ক্রিয়াদি ঘটে না। অতএব দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু সকলকেই অচলা শ্রদ্ধা করিবে। যাঁহার মহদতিক্রম করার বুদ্ধি প্রবলা হয়, তাঁহার গুর্ব্ববজ্ঞা অপরাধে পরমতত্ত্বে নিষ্ঠা জন্মে না।

ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব এই চারিটী বেদ ও তদনুগত পুরাণ সকল, মহাভারত, বিংশতি ধর্ম্মশাস্ত্র ও পঞ্চরাত্র প্রভৃতি সাত্ত্বিক তন্ত্র সমস্তই হরিনামের মহিমা ও হরিভক্তির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। সেই সকল শাস্ত্রই যথার্থ শাস্ত্র। তাঁহাদের নিন্দা করিলে কখনই ভক্তিতত্ত্বের উন্নতি হয় না। সেই সমস্ত শাস্ত্রের প্রতি অনাদর করিয়া যাঁহারা কোন নূতন প্রকার হরিভক্তির পন্থা আবিষ্কার করেন, তাঁহারা ক্রমশঃ জগতের উৎপাত স্বরূপ হইয়া পড়েন। নবীন নবীন সেশ্বরমত-সমূহই ইহার উদাহরণ। দত্তাত্রেয়, বুদ্ধ, ব্রাহ্ম, থিয়সফিষ্ট প্রভৃতি মতনিচয়ের আলোচনা করিলেই ইহা স্পষ্ট প্রতীত হইবে। ইহার মূল তাৎপর্য্য এই যে, সাধ্যবস্তুর সাধনোপায় একই প্রকার সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হইবে। দেশ বিদেশে ভাষাভেদে ও ব্যবহার-ভেদে সাধন প্রক্রিয়া কিছু কিছু ভেদ হইলেও তাৎপর্য্যে সে সমুদয়ই এক। বিজ্ঞান চক্ষের নিকট তাহাতে ভেদ প্রতীত হয় না। বেদশাস্ত্র নিত্য। তাহাতে যে সাধন প্রক্রিয়া লিখিত আছে, তাহা সনাতন। তদনুগত শাস্ত্রে যে যে প্রক্রিয়া লিখিত আছে, সে সমুদয়ই বেদসম্মত প্রক্রিয়া। যিনি দাম্ভিকতা দ্বারা চালিত হইয়া নূতন প্রক্রিয়ার আবিষ্কর্ত্তা হইতে ইচ্ছা করিয়া নূতন মত প্রকাশ করিয়াছেন বা করিবেন, তাঁহার মত কেবল স্বকপোল কল্পিত দাম্ভিক মতমাত্র। তাহাতে সার না থাকায়, সেই মতস্থ ব্যক্তিগণের যে হরিভক্তি, তাহাও উৎপাতজনক হইয়া পড়ে।

অনেক পুণ্যকর্ম্ম আছে, যাহার ফলসমূহ বাস্তব নয়, কেবল বহির্ম্মুখ লোকের প্রবৃত্তির জন্য ঐ সকল ফল কীর্ত্তিত হইয়াছে। সেই সকল ফল-কীর্ত্তনকে লোকে সেই সেই কর্ম্মের প্রশংসা বলিয়া থাকে। হরিনামের মাহাত্ম্য শুনিয়া অনেক দুর্ভাগা লোক তাহাকেও প্রশংসা বলিয়া উক্তি করে। হরিনামের সমস্ত ফলই সত্য, বরং তাহাতে আর কত কত ফল আছে, তাহা শাস্ত্রে কীর্ত্তন করিতে পারেন নাই। যতপ্রকার ভজন-সঙ্কেত আছে, সমস্ত সঙ্কেতের মধ্যে হরিনামই সঙ্ক্ষিপ্তসার স্বরূপ। যাহারা হরিনামের মাহাত্ম্যকে প্রশংসা মনে করে, তাহারা অপরাধী।

প্রকারান্তরে হরিনামের অর্থ কল্পনা করা একটী অপরাধ। হরি-শব্দে সহজেই পরম রসাধার সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝায়। শ্রীবিগ্রহতত্ত্ব উত্তমরূপে বুঝিতে সমর্থ না হইয়া কেহ কেহ হরিকে নিরাকাররূপে চিন্তা করতঃ 'ব্রহ্ম'-শব্দ ও 'হরি'-শব্দ একার্থ মনে করিয়া একটী নিরাকার হরির কল্পনা করেন। পাছে 'হরি' বলিলে 'কৃষ্ণ'-তত্ত্বকে উদ্দেশ করে, এই ভয়ে কেহ কেহ হরিনাম উচ্চারণ করিবার সময় "চিদানন্দ হরি" "নিরাকার হরি" এই গুণবাচক শব্দের সহিত হরিনাম উচ্চারণ করেন, তাহাতে হরিনামের অর্থান্তর কল্পনা করা হয়। ইহা একটী বিশেষ অপরাধ। যাহারা এই অপরাধ করিয়া থাকে, তাঁহাদের হৃদয় শুষ্কজ্ঞানাক্রান্ত হইয়া ক্রমশঃ রসশূন্য হইয়া যায়।

হরিনাম বলে যে স্থলে পাপ করিবার সাহস জন্মে, সে স্থলে একটি প্রকাণ্ড অপরাধ উপস্থিত হয়। পাপ-প্রবৃত্তি ও বিষয়ানুরাগনিবৃত্তির সমমানে হরিনামে অনুরাগ হয়। যাঁহারা হরিনাম আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের স্বভাবতঃ পাপে রুচি হয় না। তবে যে কেহ কেহ

সর্ব্বদা হরিনামের মালা হাতে করিয়া থাকেন এবং অপ্রকাশ্যরূপে অনেক পাপাচরণ করেন, তাহা তাঁহাদের দুর্ভাগ্যজনিত শঠতা মাত্র। কেহ কেহ এরূপ দুর্ভাগ্য যে, পাপকার্য্য উপস্থিত হইলে তাহা করিবার সময় মনে করেন যে, সময়ান্তরে হরিনামের দ্বারা এই পাপ দূর করিব, আপাততঃ পাপের আশ্রয়ে স্বকার্য্য উদ্ধার করিয়া লই। এ সমস্ত অপরাধশূন্য হইয়া হরিনামাশ্রয় করা জীবের কর্ত্তব্য।

যজ্ঞ, তপস্যা, যোগ, স্বাধ্যায়, বর্ণ-ধর্ম্ম, আশ্রমধর্ম্ম, আতিথ্য প্রভৃতি বহুতর পুণ্য কর্ম্ম আছে। যাহারা কর্ম্মজড়, তাহারা হরিনামকেও একটি কর্ম্ম বিশেষ মনে করিয়া অন্যান্য পুণ্যকর্ম্মের সমান বলিয়া জানে। এটী একটী মহৎ অপরাধ। কোথায় অনিত্যকর্ম্ম ও কোথায় নিত্যানন্দস্বরূপ হরিনাম!

যাহারা নাস্তিক, নিতান্ত নৈতিক বা কর্ম্ম-পরায়ণ, তাহাদের চিত্ত শুদ্ধ না হইলে, তাহারা হরিনামের অধিকারী হইতে পারে না। অনধিকারী ও অশ্রদ্দধান ব্যক্তিকে হরিনাম উপদেশ করা কেবল ঊষর ক্ষেত্রে বীজবপন-স্বরূপ নিরর্থক কর্ম্ম। যিনি দক্ষিণার লালসায় অশ্রদ্দধান ব্যক্তিকে হরিনাম দান করেন, তিনি হরিনাম-বিক্রয়ী। অতি তুচ্ছ বিনিময়ের জন্য অমূল্য রত্ন ক্ষয় করিয়া স্বয়ং হরিভজন হইতে চ্যুত হন।

চিন্ময়নামমাহাত্ম্য-সমুদয় শ্রবণ করিয়াও যাহার জড়ীয় অহংতা ও মমতাপরবশে হরিনামে প্রীতি জন্মিল না, সে নিতান্ত দুর্ভাগা। তাহার কোন মঙ্গল হইতে পারে না। সে ব্যক্তি অপরাধী।

এবংবিধ দশটী অপরাধ শূন্য হইয়া শুদ্ধভক্ত ভগবদ্ভজন করিতে থাকিবেন। বৈধভক্তগণ ভগবন্নিন্দা ও ভাগবতনিন্দার অনুমোদন বা সহায়তা করিবেন না। যদি কোন সভায় সেইরূপ নিন্দা হইতে থাকে, তবে যোগ্যতা থাকিলে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবাদ করিবেন। যেখানে প্রতিবাদে ফল হইবে না, সেখানে বধিরের ন্যায় থাকিবেন, তাহাতে কর্ণ-পাত করিবেন না। যোগ্যতা না থাকিলে, তৎক্ষণাৎ সে স্থান পরিত্যাগ করিবেন। যদি গুরুদেবের মুখেও ঐরূপ নিন্দা শুনা যায়, তাঁহাকেও বিনীতভাবে তজ্জন্য সতর্ক করিবেন। যদি তিনি নিতান্ত-পক্ষে বৈষ্ণবদ্বেষী হন, তখন তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য উপযুক্ত পাত্রকে গুরুত্বে বরণ করিবেন।

এবম্ভূত দশবিধ নিষিদ্ধাচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈধ-ভক্তগণ পঞ্চবিধ ভগবদনুশীলন দ্বারা ভক্তিবৃত্তির উন্নতি সাধনে সর্ব্বতোভাবে যত্ন করিবেন।

—ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ

নীতি

বহুর অস্তিত্বে নীতির আবশ্যকতা। পরস্পরের স্বার্থের সংঘাতে পরস্পরেরই অশান্তি ও দুঃখ হইয়া থাকে। সমাজ ও দেশহিতৈষী সজ্জন ও সুবুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ পরস্পরের স্বার্থসংরক্ষণ, দুঃখনিবারণ ও সুখ-বর্দ্ধনের সুযোগলাভের পন্থাবিচারে নীতির স্থান প্রদান করেন। এই নীতি ভিন্ন ভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন সমাজে নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। নিতান্ত পশুজনোচিত অবিবেকী সমাজেই নীতির আবশ্যকতা উপলব্ধি হয় না। তাহাদের মধ্যে নীতির প্রচলনও বিশেষ নাই। এই সকল মনুষ্যের সমাজ সুগঠিত নয় এবং সুনিশ্চিত উপায়ে ব্যষ্টিগত বা সমষ্টিগত দুঃখনিবৃত্তি ও সুখপ্রাপ্তির জন্য চেষ্টাও তাহাদের মধ্যে নাই। তাহারা অবিচারিত আহার, নিদ্রা ও মৈথুনাদি ব্যাপারে লিপ্ত থাকে এবং নানাবিধ ব্যাধি, দুঃখ ও অশান্তি ভোগ করে।

প্রত্যেক সমাজে বা দেশে নীতি গঠিত হওয়ার পূর্ব্বে তাহাদের প্রয়োজন নির্দ্ধারিত হয়। প্রয়োজনের অনুকূল ক্রিয়াবলীই নীতি এবং প্রতিকূল ব্যাপার সমূহই দুর্নীতি সংজ্ঞা লাভ করে।

প্রয়োজন নির্দ্ধারণ বিষয়ে প্রথমতঃ দুই শ্রেণীর মনুষ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর মনুষ্য জড়দেহ মন আদির অতীত অথচ উহার কারণ স্বরূপে চিত্তত্ত্ব বা আত্মাকে লক্ষ্য করেন। অণুচিৎ বা আত্মসমূহের কারণরূপে ব্রহ্ম বা পরমাত্মাকে দেখিতে পান। ব্রহ্ম ও পরমাত্মার প্রতিষ্ঠারূপে শ্রীভগবৎস্বরূপকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীভগবান্‌কেই জীবমাত্রের প্রয়োজন বলিয়া বিচার করেন। অন্যশ্রেণীর ব্যক্তিগণ জড়দেহ ও মন ব্যতীত অন্য কোন সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। সমস্তবস্তুই জড়ের বিকার হওয়ায় কোন সময়ে চেতনতা বা ক্রিয়া লক্ষিত হয় এবং কখনও স্পন্দনরহিত দেখা যায়। ইঁহারা জড়ীয় সম্বন্ধ ও জড় ভোগই জীবনের কাম্য স্থির করেন। জড়ীয় পদার্থসমূহের রকমারী অবস্থাই জীবের সুখদায়ক মনে করিয়া পঞ্চমহাভূত বা তন্মাত্র—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধাদি সংগ্রহ ও ভোগকেই প্রয়োজন বলিয়া স্থির করেন।

এইরূপে আত্মবাদী ও অনাত্মবাদী গোষ্ঠিদ্বয়ের মূল স্বার্থ ও মূলনীতির পার্থক্য দেদীপ্যমান। উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য বর্ত্তমান থাকিলেও নীতির প্রয়োজনীয়তা উভয় গোষ্ঠীই স্বীকার করেন। নীতি না মানিলে সকল গোষ্ঠীর মধ্যেই বিশৃঙ্খলা, দ্বন্দ্ব, কলহ, ও অশান্তি বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

আত্মবাদিগণ যতদিন দেহমন আদির অভ্যন্তরে অবস্থান করেন এবং উক্ত দেহ লইয়া সমাজে যতদিন তাঁহাদিগকে বাস করিতে হয়, ততদিন তাঁহাদিগকেও সমাজনীতি, স্বাস্থ্যনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি আদির মর্য্যাদা প্রদান করতঃই বাস করিতে হয়। কিন্তু তাঁহাদের গঠিত পূর্ব্বকথিত নীতিগুলি এমনভাবে রচিত থাকে, যাহাতে উহা সকলের মূলস্বার্থ যে শ্রীভগবৎপ্রাপ্তি বা নিত্য পূর্ণানন্দলাভ, তাহাতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে না। সর্ব্বদা মূলস্বার্থের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াই সকল রকমের নীতি রচিত হয়। উক্ত নীতিসমূহের দ্বারা পরস্পর নিয়ন্ত্রিত হইয়া সংযত ও পরোপকারময় জাগতিক জীবন যাপন করতঃ মুখ্য প্রয়োজন শ্রীভগবৎপ্রাপ্তি পথে তাঁহারা যত্নশীল হন।

জড়বাদিগণের মধ্যে মুখ্যভাবে পুনঃ দুইটি গোষ্ঠী দৃষ্ট হয়। এক গোষ্ঠী দেহান্তর স্বীকার করেন না, ইহার উৎপত্তি ও সমাপ্তি এইখানেই। অন্য গোষ্ঠী ঈশ্বর বা পরমাত্মা না মানিলেও কর্ম্মফল বা জন্মান্তর স্বীকার করেন। যাঁহারা জন্মান্তর স্বীকার করেন না, তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত নীতিগুলি কেবলমাত্র ইহ জন্মে পরস্পরের সুখসুবিধাকে কেন্দ্র করিয়া গঠিত। যাঁহারা জন্মান্তর স্বীকার করেন অথচ শ্রীঈশ্বরের অস্তিত্ব মানেন না, তাঁহাদের নীতি জন্মান্তর অস্বীকারকারী ব্যক্তিগণের অপেক্ষা অধিক বিস্তৃত ও সুগঠিত। সম্ভাব্য নিরপেক্ষ দৃষ্টি লইয়া বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, এই সকল বিভিন্ন নীতির ভিত্তি বা মেরুদণ্ড খুঁজিয়া না পাইলে নীতির স্থায়িত্ব বা ঐক্য সম্ভব নয়। ধর্ম্ম, স্বাস্থ্য, সমাজ, অর্থ ও রাজনীতি আদিতেও বিপর্য্যয় ও বিরোধ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে।

প্রত্যেক মনুষ্য জন্ম, কর্ম্ম ও সংসর্গ হইতে গঠিত রুচি লাভ করে। দুইটী মনুষ্যের জন্ম, কর্ম্ম ও সংসর্গের সর্ব্বাংশে ঐক্য না থাকায় কাহারও রুচির সহিত অন্যের রুচির সর্ব্বাংশে ঐক্য আশা করা যায় না। রুচি তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মে প্রবৃত্ত করায় এবং তজ্জন্য তাহাদের নীতিরও পার্থক্য অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। রুচি বা স্বার্থবোধই বাস্তবে নীতি গঠনের উৎস।

যেখানে ব্যষ্টিগত স্বার্থ ও সমষ্টিগত স্বার্থে ভেদ থাকে, সেখানে একের রচিত নীতি অন্যের সুখকর হয় না। যে স্থলে ব্যষ্টি ও সমষ্টির স্বার্থ একই, তথায়ই নীতি সুফল-প্রসূ ও দীর্ঘস্থায়ী হইয়া থাকে।

বেদাদিতে ও ঋষিগণ-প্রণীত শাস্ত্রাদিতে যে বিধি ও নিষেধাত্মক উপদেশ রহিয়াছে, উহাও নীতি ও দুর্নীতি-রূপেই উদাহৃত হইয়াছে। করণীয় বা পালনীয় যাহা, তাহাই বিধি বা নীতি। বিধি ব্যষ্টিগত ও সমষ্টির সুখানুকূল্যে উপদেশ। নিষেধ বা দুর্নীতি ব্যষ্টি ও

সমষ্টির অহিতকর ক্রিয়া বা ভাব বিশেষ বলিয়া বর্জ্জনীয়। বেদে ও তদনুগশাস্ত্রাদিতে স্ব-পর-কল্যাণকর বিধিগুলি পালনের অনুকূলে বহু ফলশ্রুতি এবং দৃষ্টান্তাদি প্রদান করতঃ মনুষ্য সমাজকে বিধিমার্গে চলিবার জন্য প্রোৎসাহিত করিয়াছেন। নিষেধাত্মক ব্যাপার সমূহের আচরণে মনুষ্যকে ইহজন্মে অশেষ ক্লেশ ভোগ এবং মৃত্যুর পরেও তীব্র যাতনাময় নরকাদি ভোগ করিতে হয় বলিয়া সাবধান করিয়াছেন। এইরূপে শাস্ত্রাদিতে বর্ণিত বিধি বা নীতি সকলেরই হিতকর ও স্বার্থসম্বলিত উপদেশ বলিয়া গ্রাহ্য এবং নিষেধ বা দুর্নীতি সকলেরই বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ অহিতকর ব্যাপার বলিয়া সকলের ব্যাপক স্বার্থেই উহা বর্জনীয়।

বর্ত্তমান বিশ্বে বিধি বা নীতির মর্য্যাদা প্রদান যেন ভীরুতা। কাপুরুষতা বা দুর্বলতা বলিয়া একশ্রেণীর লোক নীতির আদর করেন না এবং দুর্নীতি বর্জ্জনেরও কোন প্রয়োজন বোধ করেন না। ফলে সমাজের প্রতিস্তরে মনুষ্যের বাস এখন ক্রমশঃ দুর্ব্বিষহ হইয়া উঠিতেছে। যে যে ভাবে পারে, সেইভাবে নিজের খেয়াল পূরণের জন্য বা কল্পিত স্বার্থসিদ্ধির জন্য অন্যের সুখ দুঃখাদির চিন্তা না করিয়াই যাহা খুশী তাহাই করিতেছে। বিগত মহাযুদ্ধের পর বিশেষতঃ ভারত ভূমিকে খণ্ডিত করিয়া পাকিস্তান সৃষ্টির পর হইতেই ভারতে সমাজবন্ধন শিথিল হইয়াছে, এমনকি সামাজিক শাসন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। তদুপরি সাম্যবাদের বা সমাজতন্ত্রের ধোঁয়া আসিয়া সামাজিক ব্যবস্থাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। সুতরাং পূর্ব্বের সামাজিক বন্ধন বা শাসনের এখন আর কোন বালাই নাই। সমাজ হইতে নীতি বিদূরিত হইয়া উচ্ছৃঙ্খলতা স্থান পাইয়াছে। অর্থনীতি-বিশারদ ব্যবসায়িগণের অধিকাংশই মহাযুদ্ধের কাল হইতে যে কোন উপায়ে অর্থোপার্জ্জনই কাম্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এমনকি অন্যের স্বাস্থ্য ও প্রাণনাশকর দ্রব্য ভেজাল দিয়া খাদ্যাদি বিক্রয় করতঃ ও কম সময়ে অধিক অর্থোপার্জ্জন করিতেই হইবে! বড় বড় চোরা-কারবারীদের দণ্ডের কোনই ভয় নাই। তাহারা অর্থের দ্বারা শাসনকর্ত্তাদের বশীভূত করিতে সিদ্ধহস্ত। এই সকল দুষ্ট কারবারী দুর্নীতির আশ্রয় লইয়া বড় বড় ধনী হইতেছে এবং তজ্জন্য কোন গুরুতর দণ্ডও ভোগ করিতে হয় না দেখিয়া তদধীন ক্ষুদ্র ব্যবসায়িগণ তাহাদের বড় কর্ত্তাদের আদর্শে সহজেই অনুপ্রাণিত হইয়া ঠগবাজীতে সিদ্ধহস্ত হইতেছে! চতুর ব্যবসায়ী শাসক-গোষ্ঠীর কিছু পূজা দিয়া তাঁহাদের মনস্তুষ্টি করিয়া নির্ব্বিবাদে দুর্নীতিই উন্নতির পথ বলিয়া আদর্শ স্থাপন করিতেছে। ইহারা বিভিন্ন প্রকারের কর ফাঁকি দিতে এত পটু হইয়াছে যে, গভর্ণমেণ্ট রকমারী আইন প্রণয়ন করিয়াও ইহাদের সহিত পাল্লা দিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য লোকে কবিরাজী বা ডাক্তারী ঔষধ ব্যবহার করিবে, কিন্তু সেখানেও দুর্নীতি। সেখানেও পয়সার লালসায় বা অতিরিক্ত মুনাফার আশায় ভেজাল ঔষধ বা জাল ঔষধ! যথা বিধি আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রোক্ত ঔষধ তৈয়ারী করিতেও অনেকেরই উৎসাহ নাই। কেবল ফাঁকি দিয়া অধিক অর্থ উপার্জ্জনই একমাত্র কাম্য হইয়াছে। হাস-পাতালেও ধনাঢ্য ব্যক্তি ব্যতীত দরিদ্রের স্থান নাই। অনেক ডাক্তার, পরিচর্য্যাকারী ও অন্যান্য কর্ম্মচারীদের মধ্যেও রকমারী অবাঞ্ছিত অবস্থার উদ্ভব হওয়ায় রোগী-দের অনেকক্ষেত্রে বিপর্যয়ের মুখে পড়িতে হয়। রাষ্ট্র-নীতির দ্বন্দ্বে বর্ত্তমানে সকলের প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। রাষ্ট্রীয় কর্ণধারগণ এমন আচরণ এক এক সময় করিতেছেন, যাহার ফলে সমাজ-জীবনে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতেছে।

স্থান কাল ও পাত্র বিবেচনা না করিয়া কেবল পাশ্চা-ত্যের অনুকরণ করিতে গিয়া এমন অবস্থার সৃষ্টি করিতেছেন, যাহার বিষময় ফল এই জীবনেই তাহাদিগকে ভোগ করিতে হইতেছে ও হইবে এবং সংশোধিত না হইলে পরবর্ত্তী গোষ্ঠীকে আরও গুরুতর ক্লেশের ও সঙ্কটের সম্মুখীন হইতে হইবে। দেশের জনসাধারণের প্রতিনিধি-মূলক সংস্থা আইন সভা বা করপোরেশনাদিতেও এক

এক সময় যেরূপ অশোভন আচরণের কথা পত্রিকায় দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা বড়ই মর্ম্মন্তুদ। দেশের যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে কোথাও কোথাও যে উচ্ছৃঙ্খলতা আমরা লক্ষ্য করি, এই সকল বিশিষ্ট প্রতিনিধি নামধারী-দের দুরাচার কি তজ্জন্য বহুলাংশে দায়ী নয় ?

আমরা পূর্ব্বে শিক্ষাবিভাগের প্রশংসা শ্রবণ করিতাম। এখন সেই বিভাগেও এমনভাবে দুর্নীতি প্রবেশ করিয়াছে ও করিতেছে যে, এই বিষয়ে দেশহিতৈষী সজ্জন ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ অধিক মনোনিবেশ না করিলে জনসাধারণের জীবন ক্রমশঃ অধিকতর অতিষ্ঠ হইয়া উঠিবে। অধ্যাপক ও অধ্যাপিতের মধ্যে যে স্নেহ ও প্রীতি-যুক্ত সম্বন্ধ থাকা উচিত, বিদ্যার্থীদের জ্ঞানদাতা অধ্যা-পকের প্রতি যে মর্য্যাদাবোধ থাকিলে নিষ্ঠার সহিত অধ্যয়ন ও অগ্রগতি সম্ভব, তাহা কেবল বানিয়া বৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হইতেছে বলিয়া পরস্পরের সুখকর সম্বন্ধ বিনষ্ট হইতে চলিয়াছে। যে সকল অধ্যাপক বিদ্যার্থীদের প্রতি স্নেহশীল নহেন, তাহাদের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ মঙ্গলা-মঙ্গলের জন্য বিন্দুমাত্র চিন্তা করেন না, রাষ্ট্রের বা বিশ্বের ভবিষ্যৎ সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিও যাঁহাদের চিন্তা নাই, কেবল নিজের দেহারাম ও নিজের পারিবারিক আর্থিক উন্নতিই যাঁহাদের কাম্য, তাঁহারা যথেষ্ট অর্থ পাইলেও নিজেদের গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্যে অবহেলা করতঃ আরও অধিক অর্থসন্ধানের জন্য নানারূপ ফন্দি আঁটিতে থাকেন। ছাত্রছাত্রীদের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আত্মিক উন্নতি বিষয়ে তাঁহারা কেহ বা অন্ধ, কেহ বা জানিয়া শুনিয়াও উদাসীন, কেবল সজাগ অর্থ-আমদানী-বিষয়ে। এইরূপ অবস্থার প্রতিক্রিয়া স্বরূপে বিদ্যার্থি-গণও তাঁহাদিগকে যথোচিত মর্য্যাদা বা প্রীতি করেন না। কেবল অর্থ দ্বারা কিছু তথাকথিত শিক্ষা বা কুশিক্ষা লাভ করিয়া তাঁহারাও অনেকে ব্যক্তিগত স্বার্থান্বেষী, দুর্নীতিপরায়ণ ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িতেছেন। শিক্ষক ও শিক্ষিতের সম্বন্ধটা ক্রমশঃ তিক্ত হইতে তিক্ততর হইয়া উঠিতেছে এবং উচ্চশিক্ষার পর্য্যায়ে যাঁহারা উন্নীত হইয়াছেন বলিয়া আমরা মনে করি, তাঁহাদের মধ্যেও এক এক সময়ে এরূপ অশোভন আচরণ দৃষ্ট হয়, যাহা বড়ই মর্মন্তুদ।

যে শিক্ষক সম্প্রদায় ও বিদ্যার্থিসমূহ আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ সংগঠনে অন্যতম মুখ্যস্থান অধিকার করেন, তাঁহারা পরস্পর স্বাধিকারে স্থিত হইয়া ক্রমোন্নতির জন্য শাস্ত্রীয় ও মহাজনোক্ত বিধি নিষেধাদির যথোপযুক্ত মর্য্যাদা প্রদান করতঃ শিক্ষা বিভাগকে নিয়মানুবর্ত্তিতার আদর্শরূপে স্থাপন করিলে দেশের প্রগতির ও সমুন্নতির বিশেষ সহায়ক হইবে।

পারিবারিক জীবন যাপনে পিতামাতার ও সন্তান সন্ততির মধ্যে যে স্নেহ, প্রীতি, নীতি, মর্য্যাদা বা কর্ত্তব্যবোধ থাকিলে সুখকর হয়, তাহার বিপর্য্যয় প্রবলভাবে দেখা দিয়াছে। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে পবিত্র ও গাঢ় প্রীতি-যুক্ত সম্বন্ধ পূর্ব্বে হিন্দুসমাজে ছিল, পাশ্চাত্ত্যের মোহ আসিয়া উহাতে ফাটল ধরাইয়াছে। পরস্পরের কেবল-মাত্র ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্যই স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ ও পরস্পরের মধ্যে নৈসর্গিক সামান্য অমিলেই বিবাহ বিচ্ছেদ হইতেছে, তাঁহাদের সন্তান সন্ততিদের দুরবস্থার জন্যও উক্ত জাতীয় পিতা মাতা অধিক চিন্তা করেন না। পূর্ব্বে ভারতে শৌক্রগত বা স্বভাবগত সাম্যবিচার করতঃ বিবাহ বন্ধনের নীতি ছিল, এখন উক্ত নীতি বিসর্জ্জনের জন্য নব্য নীতি ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে স্বভাবগত চিত্তের ঐক্য না হইলে পরস্পরের মিলন ও জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ সুখকর হয় না। ফলে ঘরে ঘরে পারিবারিক জীবন দুর্ব্বিষহ হইতেছে। পরস্পর পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল হইতে পারিতেছেন না।

সামাজিক শাসন উঠিয়া যাওয়ায় আদালতে মামলার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। আদালত হইতে দরিদ্রের সুবিচার পাওয়া সুকঠিন, কেহ পাইলে তাহার পরম সৌভাগ্যের বিষয় বিবেচিত হয়। মামলার আধিক্যহেতু এবং বিচারকের সংখ্যা পর্য্যাপ্ত না হওয়ায় কেহ কেহ এক জীবনে দেওয়ানী মামলার বিচার দর্শনের পূর্ব্বেই সংসার

হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। কোন কোন ক্ষেত্রে পরম আশ্রয়স্থল বিচারকের মধ্যেও দুর্নীতির কথা বেদনাদায়ক ভাবে প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

রাজনীতিক্ষেত্রেও এমন দুর্নীতি প্রবেশ করিয়াছে যে, যাহার ফলে শাসকগোষ্ঠী অত্যন্ত চিন্তিত ও বিচলিত হইয়া পড়িতেছেন। নীতির অমর্য্যাদাকারীর যদি কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা থাকিত, তাহা হইলে ভয়েও কতকটা নীতির মর্য্যাদা বাহ্যতঃ দিতে লোকে বাধ্য থাকিত; কিন্তু অধিকাংশ শৌর্য্য-বীর্য্য-রহিত ব্যক্তি নানাপ্রকার কৌশলে শাসকের আসনে অধিষ্ঠিত হইয়া কেবল অর্থ সংগ্রহ বা জীবিকা অর্জ্জনের জন্য দিবারাত্র ব্যস্ত থাকেন বলিয়া সৎসাহসিকতার সহিত শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতে বা দোষী ব্যক্তিকে দণ্ড দিতে ভীত হইয়া পড়েন। রকমারী ইউনিয়ন হইয়া প্রায় প্রতিস্তরেই শাসনকে অচলাবস্থায় আনিয়া ফেলিয়াছে।

ধার্ম্মিক বা সাধু বলিয়া পরিচয়াকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণের মধ্যেও বহুস্থানেই আজকাল কলির প্রভাব প্রবেশ করিয়াছে। তাঁহারাও জগতের লোকের সঙ্গে সমান তালে চলিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যেও বহু ব্যক্তি শাস্ত্রের অনুশাসন, শ্রীগুরুর উপদেশ ও পূর্ব্বপূর্ব্ব মহাজনগণের নীতি ও আচরণের ধার ধারেন না। ফলে ধার্ম্মিকের সজ্জায় বা সাধুর বেষের আবরণে এমন গর্হিত আচরণ করেন, যাহা সমাজের অত্যন্ত অহিতকর ও আদর্শ বিনাশকারী। শ্রীগীতায় শ্রীভগবদুক্তি—

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥

বিধি বা নীতি পরিত্যাগ করতঃ যে ব্যক্তি কামাচারী বা নিজের খেয়াল খুশীমত চলেন, তাঁহার সিদ্ধি, সুখ বা পরাগতি লাভ হয় না। কার্য্যাকার্য্য বিচারে শাস্ত্র ও মহতের উপদেশই প্রমাণ ও নীতি। তদনুসরণই শ্রেয়োলাভের পথ।

অকুণ্ঠ নিরপেক্ষ বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, আপেক্ষিক নীতিগুলি সকলকে প্রতিস্তরে ক্রমমার্গে সংযত করে ও পরস্পরের স্বার্থ-সংরক্ষণে ও সুখবিধানে সাহায্য করে। সুতরাং নীতিরহিত জীবন কতকটা পশুজীবনের তুল্য। অবিবেচনা-প্রসূত, পরস্পরের শারীরিক, পারিবারিক, সামাজিক, আর্থিক, রাষ্ট্রীয় ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অবনতির ও অশান্তির হেতু হইয়া থাকে। দেশনেতৃগণ এই গুরুতর বিষয়ে অধিকতর সতর্ক না হইলে দেশের মধ্যে অশান্তির অনল বর্দ্ধিত হইবে, দেশের অবনতি হইবে, এমনকি নিয়মানুবর্ত্তিতার অভাবে স্বাধীনতা রক্ষা করাও কঠিন হইবে।

—অকিঞ্চন দাস

আর্য্যাবর্ত্ত পরিক্রমা

(৩য় বর্ষ ৭ম সংখ্যা ১৫৮ পৃষ্ঠার পর)

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীকপিল-দেবহূতি-সংবাদ

লোকস্রষ্টা ব্রহ্মার মন হইতে লোকোৎপত্তির হেতুস্বরূপ স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত (শ্রাদ্ধদেব),সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্ম্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি ও ইন্দ্রসাবর্ণি—এই চতুর্দ্দশ মনু উদ্ভূত হন। আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্রহ্মা এই মনুগণকে তাঁহার পুরুষাকার দেহ প্রদান করেন। ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টিমানসে তাঁহার প্রথম পুত্র স্বায়ম্ভুব মনু ও কন্যা শতরূপাকে মিথুনধর্ম্মে অবস্থিত হইতে আদেশ করিলে তাঁহারা প্রিয়ব্রত

ও উত্তানপাদকে পুত্র এবং আকূতি, দেবহূতি ও প্রসূতিকে কন্যারূপে প্রাপ্ত হইলেন। আকূতি প্রজাপতি রুচিহস্তে, প্রসূতি প্রজাপতি দক্ষহস্তে এবং দেবহূতি প্রজাপতি কর্দ্দমহস্তে সমর্পিত হন। ব্রহ্মা যখন প্রথমে প্রজাপতি কর্দ্দমকে প্রজা সৃষ্টি করিবার জন্য আদেশ করেন, তখন ঐ ঋষিপ্রবর তাঁহার আদেশ প্রতিপালনার্থ সত্যযুগে সরস্বতীতটে দশসহস্র বৎসর পুণ্ডরীকাক্ষ ভগবান্ শ্রীহরির আরাধনা করেন। শ্রীভগবান্ তাঁহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া শব্দৈকবেদ্য ব্রহ্মময় মূর্ত্তি (সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ) ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে দর্শন দিলেন—

"তাবৎ প্রসন্নো ভগবান্ পুষ্করাক্ষঃ কৃতে যুগে।
দর্শয়ামাস তং ক্ষত্তঃ (বিদুর !) শাব্দংব্রহ্ম দধদ্বপুঃ॥
—ভাঃ ৩।২১।৮

ঋষিবর উর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করতঃ দেখিলেন—গরুড়ারূঢ় চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর অপূর্ব্ব মূর্ত্তি, তাঁহার গলদেশে শ্বেতপদ্ম ও উৎপল-মালিকা, বদন কমলে স্নিগ্ধ নীলবর্ণ অলকাবলী, কটিতটে সুনির্ম্মল পীতবসন, মস্তকে কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল, কণ্ঠদেশে কৌস্তুভ-মণি সুশোভিত এবং বক্ষোদেশে শ্রীলক্ষ্মীদেবী বিরাজিত। তাঁহার সর্ব্বচিত্ত-বিনোদিনী দৃষ্টি হাস্যোদ্ভাসিত। মুনিবর আনন্দে আত্মহারা, মনস্কাম সিদ্ধ হইয়াছে জানিয়া মস্তক দ্বারা তাঁহাকে ভূলুণ্ঠিত প্রণাম করতঃ স্বতঃসিদ্ধ প্রীতিভরে পরমানন্দে কৃতাঞ্জলিপুটে বাক্যদ্বারা তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। শ্রীভগবান্ তাঁহার নিষ্কপট স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া সপ্রেম হাস্য ও কটাক্ষপাত সহকারে মধুমাখা বাক্যে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন—মুনিবর, তুমি যে অভিপ্রায়ে এতদিন কঠোর তপশ্চর্য্যা দ্বারা আমার আরাধনা করিয়াছ, আমি তোমার সেই হৃদ্গত ভাব অবগত হইয়া পূর্ব্ব হইতেই তাহার সংঘটন করিয়া রাখিয়াছি। যাঁহারা একাগ্রচিত্তে আমার আরাধনা করেন, তাঁহাদের সেই আরাধনা কখনও নিষ্ফলা হয় না। বিশেষতঃ তুমি আমার অত্যধিক অনুগ্রহ পাত্র। প্রজাপতি ব্রহ্মসুত সম্রাট্ স্বায়ম্ভুব মনু তাঁহার মহিষী শতরূপা এবং কন্যা দেবহূতি সহ আগামী পরশ্ব তোমাকে দর্শনার্থ এখানে আগমন করিবেন। সেই রাজর্ষি মনু তাঁহার সর্ব্বগুণ-সম্পন্না সুলক্ষণা সুরূপা কন্যা দেবহূতিকে তাহার অনুরূপ ভর্ত্তা বিচারে তোমার হস্তে সম্প্রদান করিতে চাহিবেন এবং সেই রাজকন্যাও তোমাকেই পতিরূপে ভজন করিবেন। তুমি আমার আদেশে তাঁহার পাণিগ্রহণ করতঃ আমাতেই যাবতীয় কর্ম্মফল সমর্পণ পূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রম স্বীকার কর, পরে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করতঃ শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। তোমার ঐ পত্নীগর্ভে নয়টি কন্যা জন্মগ্রহণ করিবে, অতঃপর আমিও স্বীয় অংশকলায় তোমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করতঃ সাংখ্য-শাস্ত্র প্রবর্ত্তন করিব"—শ্রীভগবান্ মহর্ষি কর্দ্দমকে ঐরূপ উপদেশ করিয়া গরুড়-পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক সরস্বতী নদীবেষ্টিত সেই বিন্দুসরোবর হইতে অন্তর্হিত হইলেন। ঋষিবর দেখিতে লাগিলেন, স্তবকালে তন্মুখোচ্চারিত সামবেদীয় ঋক্ সমূহ গরুড়ের পক্ষবাতে অভিব্যক্ত হইয়া ভগবানের শ্রুতিসুখ প্রদান করিতে লাগিল। শ্রীভগবান্ প্রস্থান করিলে মহর্ষি কর্দ্দম সেই বিন্দুসরোবরতটে রাজর্ষি মনুর আগমনকাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে স্বায়ম্ভুব মনু স্বর্ণাভরণ-মণ্ডিত রথারোহণে স্বীয় ভার্য্যা ও কন্যা সমভিব্যাহারে পৃথিবী পর্যটন করিতে করিতে ভগবন্নির্দ্দিষ্ট বাসরে মহর্ষি কর্দ্দমাশ্রমে উপনীত হইলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে (ভাঃ ৩।২১।৩৮-৪৪) মহর্ষি কর্দ্দমের এই আশ্রম-মহিমা সপ্তশ্লোকাকারে বর্ণিত হইয়াছে—

"যস্মিন্ ভগবতো নেত্রান্ন্যপতন্ হর্ষবিন্দবঃ।
কৃপয়া সম্পরীতস্য প্রপন্নেঽর্পিতয়া ভৃশম্॥
তদ্বৈ বিন্দুসরো নাম সরস্বত্যা পরিপ্লুতম্।
পুণ্যং শিবামৃতজলং মহর্ষিগণ-সেবিতম্॥" ইত্যাদি॥

অর্থাৎ "এই আশ্রমে শরণাগত কর্দ্দম ঋষির প্রতি ভগবানের অন্তঃকরণ স্নেহাপ্লুত হইয়া তাঁহার নয়নযুগল হইতে আনন্দাশ্রুবিন্দু পতিত হইয়াছিল। ভগবানের সেই স্নেহাশ্রুই সরস্বতী জলের সহিত পরিব্যাপ্ত হইয়া

পবিত্র, মঙ্গলাবহ, অমৃততুল্য সুস্বাদুজলে পরিপূর্ণ, মহর্ষিগণ-সেবিত এবং 'বিন্দুসরোবর' নামে খ্যাত।"

আদিরাজ মনু স্বীয় অনুচরবৃন্দ সহ সর্ব্বতীর্থশ্রেষ্ঠ সেই আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া শিরে জটাভার-সমন্বিত, কটিদেশে চীরবসন-বিরাজিত, হুতাশনে আহুতি প্রদান করিয়া উপবিষ্ট, তপঃক্লিষ্ট অথচ দিব্য তেজোময় বপুঃ ব্রহ্মচারী ঋষিরাজ কর্দ্দমকে দর্শন করতঃ তাঁহার পাদযুগলে প্রণতি জ্ঞাপন করিলেন, মুনিবরও তাঁহাকে আশীর্ব্বচনে অভিনন্দিত করিয়া যথাযোগ্য পূজাদ্বারা সৎকার বিধান করিলেন। মহারাজ মনুও তাঁহার আসন জল ফলাদিরূপ পূজা স্বীকার পূর্ব্বক আসনে উপবিষ্ট হইলেন। মুনিবর কর্দ্দম শ্রীভগবানের আদেশ স্মরণ পূর্ব্বক তাঁহার প্রীতি উৎপাদন করিতে করিতে তাঁহাকে শ্রীভগবানের জগৎ-পালিকা শক্তি-স্বরূপে তাঁহার অশেষগুণ ও কর্ম্মাবলীর উৎকর্ষ সম্বন্ধে অনেক স্তবস্তুতি করিয়া কহিলেন—

"তথাপি পৃচ্ছে ত্বাং বীর যদর্থং ত্বমিহাগতঃ।
তদ্বয়ং নির্ব্ব্যলীকেন প্রতিপদ্যামহে হৃদা॥"

অর্থাৎ হে বীর, যদিও আপনি অকারণে পর্যটন করেন নাই, তথাপি জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি কি উদ্দেশ্যে আমার এই আশ্রমে আগমন করিয়াছেন, তাহা বলুন, আমি সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে উহা সম্প্রদান করিব।

সম্রাট্ মনু আত্মপ্রশংসা শ্রবণ করিয়া লজ্জিতের ন্যায় নিবৃত্তিধর্ম্মনিরত মুনিবর কর্দ্দমকে বলিলেন—"বিরাট্ পুরুষের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ এবং বাহু হইতে ক্ষত্রিয়ের উদ্ভব হওয়ায় ব্রাহ্মণ তাঁহার হৃদয়স্বরূপ ও ক্ষত্রিয় তাঁহার অঙ্গ-স্বরূপ। হৃদয়ে প্রহার আসিয়া পড়িলে যেমন ভুজদ্বয় হৃদয়ের রক্ষক হয়, আবার ভুজে প্রহার আপতিত হইলে দেহ কুঞ্চিত করিয়া হৃদয়মধ্যে যেমন ভুজদ্বয়কে গোপন করা হয় অর্থাৎ হৃদয়ের পালক যেমন ভুজ, আবার ভুজের পালক যেমন হৃদয়, তদ্রূপ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ তপোবল-প্রভাবে ক্ষত্রিয়কে এবং ক্ষত্রিয় দেহবল-দ্বারা ব্রাহ্মণকে রক্ষা করিয়া থাকেন। অবশ্য এই রক্ষা আমাদের আত্মকৃত মনে হইলেও প্রকৃত রক্ষাকর্ত্তা সেই পরাৎপর পরমেশ্বরই। হে দেব, আপনার দর্শনমাত্রেই আমার সমস্ত সংশয় দূরীভূত হইল, আপনি স্তুতিচ্ছলে আমার ধর্ম্মই উপদেশ করিয়াছেন। ভবদীয় দর্শন ও চরণরেণু-স্পর্শসৌভাগ্যলাভ বহু সুকৃতির ফল স্বরূপ। বহু সৌভাগ্য-প্রভাবেই আমি আপনার অনুশাসন ও মহতী-কৃপা লাভ করিলাম। এক্ষণে স্বীয় দুহিতার প্রতি স্নেহ বশতঃ আমার হৃদয় বড় ক্লিষ্ট হইয়াছে, আপনি কৃপা-পূর্ব্বক দীনের একটি নিবেদন শ্রবণ করুন। এইটি আমার কন্যা—প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদের ভগিনী। ইনি বয়ঃশীলাদি গুণানুরূপ পতির অন্বেষণ করিতেছেন। দেবর্ষি নারদ-মুখে আপনার চরিত্র, পাণ্ডিত্য, রূপ, বয়স ও গুণাবলীর কথা শ্রবণ করিয়া ইনি আপনাকেই স্বীয় পতিত্বে বরণ করিবেন, এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় করিয়াছেন। সুতরাং আমার প্রদত্ত শ্রদ্ধোপহার স্বরূপ এই কন্যাটিকে ভার্য্যারূপে স্বীকার করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন। ইনি সর্ব্বপ্রকারে আপনার অনুরূপা, আপনার গৃহাশ্রমস্থ যাবতীয় কর্ম্মের সহায় স্বরূপা হইবেন। হে বিদ্বন্, শুনিলাম 'আপনি উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারী, উদ্বাহার্থ সমুদ্যত, সুতরাং যখন সমাবর্ত্তনই করিবেন, তখন আমার এই কন্যাটিকে ভার্য্যারূপে স্বীকার করিয়া আপনার গার্হস্থ্যাশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন করুন।"

মহর্ষি কর্দ্দম আদিরাজ মনুর বাক্য বহুমানন পূর্ব্বক কহিলেন—"ইনি রমণীকুলের ভূষণ স্বরূপা, আভিজাত্যাদিতে সর্ব্বোৎকৃষ্টা, স্বয়ং আগমন করিয়া যখন পতি ইচ্ছা করিতেছেন, তখন কোন্ স্বার্থকুশল ব্যক্তি তাঁহাকে অঙ্গীকার না করিবেন? তবে আমার একটি বক্তব্য এই যে, অপত্যোৎপত্তিকাল পর্য্যন্ত আমি গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান করিব, অতঃপর সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ পূর্ব্বক প্রজাপতিগণেরও পরম পতি শ্রীভগবান্ অনন্তদেব শ্রীবিষ্ণুর পরমপদে চিরাশ্রয় গ্রহণ করিব, তিনিই আমার একমাত্র পরমশরণ্য বস্তু।"

ঋষিবর এই পর্য্যন্ত বলিয়া মৌন অবলম্বন করিলে

আদিরাজ মনু স্বীয় মহিষী ও কন্যার অভিপ্রায় অবগত হইয়া সানন্দচিত্তে সর্ব্বগুণাঢ্য, সর্ব্বতোভাবে উপযুক্ত সৎপাত্র সেই মুনিবরকে তদনুরূপ রূপগুণসম্পন্না কন্যা যথাশাস্ত্র সম্প্রদান করিলেন। মহারাণী শতরূপাও পরম প্রীতিভরে বিবাহকালের দানযোগ্য বসন, ভূষণ এবং বিবিধ গৃহোপকরণ যৌতুকস্বরূপে দম্পতিকে প্রদান করিলেন। সৎপাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিয়া মনু নিশ্চিন্ত হইলেন বটে, কিন্তু দুহিতার প্রতি অত্যন্ত স্নেহানুরাগবশতঃ কন্যার বিরহ দুঃখ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া 'হে মাতঃ হে বৎসে' এইরূপ কাতর সম্বোধন করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং ভুজদ্বয় প্রসারণ পূর্ব্বক কন্যাকে আলিঙ্গন করিয়া পুনঃ পুনঃ অশ্রু বিসর্জ্জন পূর্ব্বক কন্যার কেশদাম সিক্ত করিতে লাগিলেন। মহারাণী শতরূপাও কন্যার বিরহে অত্যন্ত কাতরা হইয়া পড়িলেন। অতঃপর মহারাজ মনু অতিকষ্টে ধৈর্য্য ধারণ পূর্ব্বক মুনিবর কর্দ্দমকে সম্ভাষণান্তে ভার্য্যাসহ বিমানারোহণে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। সরস্বতীনদীর উভয় কূলেই মুনিগণের আশ্রম বিরাজিত ছিল। মহারাজ মনু পত্নীসহ সেই সকল আশ্রমশোভা দর্শন করিতে করিতে ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশস্থ বর্হিষ্মতীপুরী নামক স্বীয় আধ্যাত্মিকাদি-তাপত্রয়-নাশক ভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং সততই হরি-কথা-শ্রবণ, হরির বিষয় ধ্যান এবং হরি-লীলা রচনা ও কীর্ত্তন করিয়া সর্ব্বদা বাসুদেব-কথা-প্রসঙ্গে একসপ্ততিযুগ পরমানন্দে অতিবাহিত করিলেন।

মাতাপিতার প্রস্থানের পর পতিব্রতা দেবহূতি পতি-পরায়ণা হইয়া কায়মনোবাক্যে পতি-সেবায় তৎপরা হইলেন। মহর্ষি কর্দ্দম তাঁহার সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দিব্যচক্ষু দান করতঃ নিজের যোগৈশ্বর্য্য দর্শন করাইলেন এবং ব্রতাচরণে ক্ষীণকলেবরা ভার্য্যার অভিপ্রায়ানুযায়ী দৈহিক সৌন্দর্য্যও প্রদান করিলেন। পরে ভার্য্যার প্রার্থনানুসারে যোগ-বলে যথেচ্ছগামী ও নানা বিলাসসম্ভার-পরিপূর্ণ একটি দিব্য বিমান প্রকট করিয়া উভয়ে ঐ বিমানারোহণে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপ বিহারকালে শতসংবৎসরকালও যেন তাঁহাদের নিকট ক্ষণকালের মত বিবেচিত হইতে লাগিল। অতঃপর দেবহূতির বহু অপত্যকামনা চরিতার্থ করিবার জন্য মহাযোগী মহর্ষি কর্দ্দম দেবহূতিকে স্বদেহার্দ্ধতুল্য জ্ঞানে নিজেকে নবধা বিভক্ত করিয়া দেবহূতিগর্ভে বীজ আধান করিলেন, তাহাতে দেহহূতি সদ্যঃই (একস্মিন্নেবাহনি—চক্রবর্ত্তী টীকা) কএকটি (অর্থাৎ নয়টি) কন্যা সন্তান প্রসব করিলেন ঃ—

> অতঃ সা সুষুবে সদ্যো দেবহূতিঃ স্ত্রিয়ঃ প্রজাঃ।
> সর্ব্বাস্তাশ্চারুসর্ব্বাঙ্গ্যো লোহিতোৎপলগন্ধয়ঃ॥
> (ভাঃ ৩।২৩।৪৮)

অর্থাৎ অনন্তর দেবহূতি সদ্যঃই (এক দিবসের মধ্যেই) কএকটি কন্যাসন্তান প্রসব করিলেন। ঐ কন্যাগণের সকলেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী এবং সকলের অঙ্গ হইতেই রক্তপদ্মের সুগন্ধ বহির্গত হইতে লাগিল।

এইরূপে দেবহূতির অপত্যবাসনা চরিতার্থ করতঃ মহর্ষি প্রব্রজ্যায় গমনোদ্যত হইলে দেবহূতি পতি-বিরহে অত্যন্ত সন্তপ্তা হইয়া বলিতে লাগিলেন—প্রভো, আপনি আমার প্রার্থনানুযায়ী বিবাহকালে প্রতিজ্ঞাত সকল বাসনাই চরিতার্থ করিয়াছেন, তথাপি আমি আপনাতে শরণাগতা হইতেছি, আমাকে আর একটিবার অভয় দান করুন। হে দেব, আপনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া বনে গমন করিলে আপনার কন্যাগণ নিজেরাই স্ব স্ব যোগ্য স্বামী অন্বেষণ করিয়া লইবে সত্য, কিন্তু হে প্রভো, আমার শোক—সংসার-দুঃখ অপনোদন করিবার জন্য ত কেহই থাকিবে না। এতাবৎকাল জড়েন্দ্রিয় তর্পণ প্রসঙ্গে এই দুর্ল্লভ জীবন বৃথাই অতিবাহিত করিয়াছি, পরাত্মচিন্তা একেবারেই পরিত্যক্ত হইয়াছে। আমি ইন্দ্রিয়াসক্ত হইয়াই আপনাতে প্রসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম; আপনি যে ব্রহ্মবিৎ, পরমবিরাগী ও পরম ভক্ত, আপনার সেই মহাভাগবতত্ব কিছুই বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু বস্তু শক্তি বুদ্ধিকে অপেক্ষা করে না, সুতরাং আপনার ন্যায় সাধুসঙ্গ অজ্ঞানকৃত হইলেও তাহা নিষ্ফল হইবে না বলিয়াই আমার বিশ্বাস ও ভরসা।

সঙ্গো যঃ সংসৃতের্হেতুরসৎসু বিহিতোঽধিয়া।
স এব সাধুষু কৃতো নিঃসঙ্গত্বায় কল্পতে॥

—ভাঃ ৩।২৩।৫৫

"হে দেব, অজ্ঞানতা-নিবন্ধন অসজ্জনের সহিত যে সংসর্গ সংসার-বন্ধনের কারণ, সেই সংসর্গই আবার সজ্জনসহ কৃত হইলে নিঃসঙ্গত্ব অর্থাৎ বিমুক্তির কারণ স্বরূপ হইয়া থাকে।"

নেহ যৎকর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥

—ভাঃ ৩।২৩।৫৬

"ইহ সংসারে যে ব্যক্তির কর্ম্ম ত্রৈবর্গিক ধর্ম্মার্থ কৃত না হয়, যে ধর্ম্ম নিষ্কাম হইয়া কৃষ্ণেতর বিষয়ে বিরক্তি উৎপাদন না করে, আবার যে বৈরাগ্য তীর্থপদ শ্রীহরির সেবার্থ পর্য্যবসিত না হয়, সে ব্যক্তি জীবিত হইলেও মৃত তুল্য।"

সুতরাং জীবন্মৃতা আমি ভগবন্মায়াবিমোহিতা হইয়া মুক্তি-প্রদাতা আপনাকে পতিরূপে প্রাপ্তা হইয়াও বন্ধন-দশা হইতে মুক্তিলাভের কোন চেষ্টাই করি নাই। অতএব আমি নিতান্তই বঞ্চিতা হইয়াছি।

মনুতনয়া দেবহূতির এইরূপ নিষ্কপট নির্ব্বেদসূচক বিলাপবাক্য শ্রবণে পরদুঃখ-দুঃখী মহর্ষি কর্দ্দমের চিত্ত করুণার্দ্র হইল, তিনি শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর কথিত বাক্য স্মরণ করিয়া ("শুক্লাভিব্যাহৃতং স্মরন্") দেবহূতিকে বলিতে লাগিলেন—

"হে রাজপুত্রি, তুমি নিজেকে ভাগ্যহীনা বলিয়া খেদ করিও না, পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীনারায়ণ অচিরেই তোমার গর্ভে প্রবেশ করিবেন।"

"ধৃতব্রতাসি ভদ্রং তে দমেন নিয়মেন চ।
তপোদ্রবিণ দানৈশ্চ শ্রদ্ধয়া চেশ্বরং ভজ॥
স ত্বয়ারাধিতঃ শুক্লো বিতন্বন্ মামকো যশঃ।
ছেত্তা তে হৃদয়গ্রন্থিমৌদর্য্যো ব্রহ্মভাবনঃ॥"

—ভাঃ ৩।২৪।৩-৪

"তুমি ব্রত ধারণ করিয়া আছ, অধুনা ইন্দ্রিয় সংযম, স্বধর্ম্মাচরণ, তপস্যানুষ্ঠান এবং ধনাদি প্রদান করিয়া শ্রদ্ধা-সহকারে শ্রীভগবদারাধনা কর।"

"তোমার আরাধনায় তুষ্ট হইয়া সেই ব্রহ্মোপদেষ্টা বিশুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ ভগবান্ শ্রীহরি আমার যশঃ বিস্তার পূর্ব্বক তোমার পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিবেন। তিনি তোমাকে ভগবত্তত্ত্ব উপদেশ করিয়া অহঙ্কারলক্ষণ যুক্ত তোমার হৃদয়গ্রন্থি ছেদন করিবেন।"

দেবহূতি মহর্ষি কর্দ্দমের ঐ উপদেশবাক্য অতীব শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণ করিলেন এবং তাহাতে দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন করতঃ শ্রীভগবদারাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার ঐরূপ আরাধনায় বহুকাল গত হইল। অতঃপর শমী কাষ্ঠে যেমন অগ্নি অনুস্যূত থাকে, ঘর্ষণাদিদ্বারা আত্ম-প্রকাশ করে, তদ্রূপ কর্দ্দম ঋষির বীর্য্যাশ্রয়ে শ্রীভগবান্ মধুসূদন দেবহূতির পুত্ররূপে প্রকটিত হইলেন—

তস্যাং বহুতিথে কালে ভগবান্ মধুসূদনঃ।
কার্দ্দমং বীর্য্যমাপন্নো জজ্ঞেঽগ্নিরিব দারুণি॥

—ভাঃ ৩।২৪।৬

তখন ব্রহ্মা মরীচ্যাদি ঋষি সমভিব্যাহারে সরস্বতী নদী পরিবেষ্টিত সেই কর্দ্দমাশ্রমে শুভাগমন পূর্ব্বক শ্রীভগবানের কার্য্যসমূহের প্রশংসা করিয়া হৃষ্টচিত্তে কর্দ্দম ও দেবহূতিকে বলিতে লাগিলেন—হে বৎস কর্দ্দম, তুমি নিষ্কপটে আমার প্রজাসৃষ্টিরূপ আদেশ পালন করতঃ আমার যথাযোগ্য পূজা বিধান করিয়াছ। গুরুজনের আদেশ সগৌরবে প্রতিপালন করাই গুরুসেবা, পিতার প্রতি পুত্রের ঐরূপ সেবাই কর্ত্তব্য। তোমার এই সকল কন্যাও আমার সৃষ্টি বহুলপ্রকারে সম্বর্দ্ধন করিবেন। আমার সহিত মরীচি প্রভৃতি যে সকল ঋষি আসিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহার যেরূপ শীল, তোমার যে কন্যার অনুরূপ হয়, তাহা বিচার করিয়া অদ্যই তোমার কন্যাগণকে স্বস্ব অনুরূপ পাত্রস্থ কর। তাহা হইলে ভূমণ্ডলে তোমার যশোরাশি বিস্তৃত হইবে। আমি জানিতে পারিলাম, তোমার এই পুত্র সাক্ষাৎ ঈশ্বর। ইনিই আদি পুরুষ ভগবান্ বিষ্ণু, স্বীয় যোগমায়া দ্বারা নিখিল জীববৃন্দের সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ

দেহ ধারণ করতঃ তোমার গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইনি সিদ্ধগণের অধীশ্বর, সাংখ্যাচার্য্যগণ কর্তৃক সম্পূজিত হইয়া লোকে কপিল নাম প্রাপ্ত হইবেন এবং তোমার কীর্ত্তি বর্দ্ধন করিবেন—

অয়ং সিদ্ধগণাধীশঃ সাংখ্যাচার্য্যৈঃ সুসম্মতঃ।
লোকে কপিল ইত্যাখ্যাং গন্তা তে কীর্ত্তিবর্দ্ধনঃ॥
—ভাঃ ৩।২৪।১৯

অনন্তর ব্রহ্মা মরীচ্যাদি ঋষিগণকে বিবাহার্থ সংস্থাপন করিয়া দেবর্ষি নারদ ও চতুঃসন সহ হংসযানারোহণে সত্য লোকে গমন করিলেন। মহর্ষি কর্দ্দম তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে বিশ্বস্রষ্টা প্রজাপতিগণকে যথাবিধি তাঁহার কন্যা সম্প্রদান করিলেন। মরীচিকে কলা, অত্রিকে অনসূয়া, অঙ্গিরাকে শ্রদ্ধা, পুলস্ত্যকে হবির্ভূঃ, পুলহকে গতি, ক্রতুকে ক্রিয়া, ভৃগুকে খ্যাতি, বশিষ্ঠকে অরুন্ধতী এবং অথর্ব্বকে শান্তি নাম্নী কন্যা সম্প্রদান করা হইল। কন্যা জামাতা কিছু দিন কর্দ্দমাশ্রমে থাকিয়া পরে স্ব স্ব আশ্রমমণ্ডলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অতঃপর মুনিবর কর্দ্দম একদিন নির্জ্জনে স্বীয় পুত্ররূপে অবতীর্ণ শ্রীভগবান্ কপিলদেবের নিকট গমন করতঃ প্রণামান্তে ভগবদ্ বুদ্ধিতে তাঁহাকে অনেক স্তবস্তুতি করিয়া শরণাগতি জ্ঞাপন পূর্ব্বক কহিলেন—"হে ভগবন্, আপনি আপনার বাক্য সত্য করিয়া আমার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হওয়ায় আমি দেব, ঋষি ও পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইয়া পূর্ণ মনোরথ হইয়াছি বটে, তথাপি সম্প্রতি সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন পূর্ব্বক আপনাকে অষ্টযাম হৃদয় মধ্যে স্মরণ করতঃ বিগত-শোক হইয়া বিবিক্তারণ্যে বিচরণ করিতে চাহি। এ বিষয়ে আমাকে অনুমতি প্রদান করুন।" তাহাতে শ্রীভগবান্ কহিলেন—"আমি আপনার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিব, এই বাক্য সত্য করিবার উদ্দেশ্যেই আপনার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। মুমুক্ষুগণকে আত্মানাত্ম বিবেক সম্বন্ধে উপদেশদানার্থই আমার এই জন্ম স্বীকার। হে ঋষিবর, আপনি যখন আমার অনুমতি চাহিতেছেন, তখন আমি আপনাকে যথেচ্ছ বিচরণে অনুমতি দিতেছি, কিন্তু যদি আমাতে কর্ম্মার্পণ করতঃ সুদুর্জ্জয় মৃত্যুকে জয় করিয়া অমৃতত্বলাভের বাসনা থাকে, তাহা হইলে আমারই ভজন করুন, আমি মাতা দেবহূতিকেও সর্ব্ব কর্ম্মের উন্মূলনী আমার অধ্যাত্মসম্বন্ধিনী—আত্মতত্ত্ব-প্রকাশ-করী বিদ্যা বিতরণ করিব, তদ্দ্বারা তিনি সংসার-ভয় হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পরমানন্দ লাভ করিবেন।" শ্রীভগবদ্-বাক্য শ্রবণে প্রীত হইয়া প্রজাপতি কর্দ্দম শ্রীকপিলদেবকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক সানন্দচিত্তে বনে গমন করিলেন। পরে তিনি রাগদ্বেষহীন ও সর্ব্বত্র সমচিত্ত হইয়া ভগবদ্ভক্তি-যোগে ভাগবতী গতি প্রাপ্ত হইলেন।

(ক্রমশঃ)

প্রশ্নোত্তর

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৬ষ্ঠ সংখ্যা-১২৮ পৃষ্ঠার অনুসরণে)

[ডাঃ **শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ** এম, এ]

পত্রিকার পূর্ব্ব সংখ্যায় 'কর্ম্ম' বলিতে কি বুঝায়, তাহার কতকটা আলোচনা করা হইয়াছে।

কর্ম্মকে 'অনাদি' বলা হয় কেন?—এই প্রসঙ্গে গীতার বাক্য অনুসারে বলা হইয়াছে—'কর্ম্ম' বেদ (ব্রহ্ম) হইতে উদ্ভূত, ব্রহ্ম (বেদ) অক্ষর (অচ্যুত) হইতে উৎপন্ন, যজ্ঞও কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন। আবার "সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ…(গীঃ৩।১০)" বাক্যে জানা যায়—প্রজাপতি ব্রহ্মা যজ্ঞাধিকারী ব্রাহ্মণাদি প্রজাসকলকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ঐ সকল শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, কর্ম্ম বা কর্ম্মরূপী যজ্ঞ, জগৎ (প্রজা) সমস্তই একসঙ্গে

সৃষ্ট হইয়াছে, সুতরাং উহারা কেহ স্বতন্ত্র বস্তু নহে—ঐ সকল পরব্রহ্মেরই অচিন্ত্যলীলা। এই লীলা বা কর্ম্ম 'কখন' উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না, সেজন্য কর্ম্মকে 'অনাদি' বলা হয়। ['অনাদি' শব্দে সাংখ্যবাদীদের মতানুরূপ পরমেশ্বরের ন্যায় স্বয়ম্ভূ বা স্বতন্ত্র নহে—উহার অর্থ এই যে, উহার আদি (আরম্ভ) জানা যায় না।] কর্ম্ম কখন আরম্ভ হইল, তাহা জানিতে না পারিলেও প্রকৃতিকে বা কর্ম্মকে বেদান্তশাস্ত্র পরব্রহ্মের ন্যায় স্বতন্ত্র বলিয়া স্বীকার করেন না। তথাপি কর্ম্মের বা প্রকৃতির পরবর্ত্তী বিস্তার-ব্যাপার অস্বীকৃত হয় নাই—কর্ম্ম একবার আরম্ভ হইলে উহার ব্যাপার অখণ্ডরূপে সমানভাবে চলিতে থাকে—এমন কি প্রলয়কালেও এই কর্ম্ম বীজরূপে অবশিষ্ট থাকে এবং পুনরায় জগৎসৃষ্টিকালে ঐ কর্ম্মবীজ পুনরায় অঙ্কুরিত হইয়া জীবকে জন্মমরণে বাধ্য করে। উহাই জীবের সংসার। মহাভারতেও উক্ত আছে—

"যেষাং যে যানি কর্ম্মাণি প্রাক্‌সৃষ্ট্যাং প্রতিপেদিরে।
তান্যেব প্রতিপদ্যন্তে সৃজ্যমানাঃ পুনঃ পুনঃ॥"

—অর্থাৎ জীব পূর্ব্ব সৃষ্টিতে যে যে কর্ম্ম করিয়াছে, সেই সেই কর্ম্ম (তাহার ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক) সে পুনঃ পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং কর্ম্মের আরম্ভ কখন হইল, তাহা জানিতে না পারিলেও কর্ম্মের গতি ও বন্ধন অস্বীকার করা যায় না। একবার উহার বন্ধনে পড়িলে উহার পরিণামবশতঃ একটী দেহ নাশ হইলেও জীবের ভিন্ন ভিন্ন দেহ ধারণ করিতে হয়। যদিও আত্মা জন্মেও না মরেও না—"অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।" (গীঃ ২।২০), তথাপি একবার কর্ম্মবন্ধনে আট্‌কা পড়িলে একদেহ নাশ হওয়ার পর অন্যদেহ প্রাপ্ত হইতে হয়। যাহা একবার করিবে, উহা বর্ত্তমান জন্মেই হউক বা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মেই হউক, উহার ফল ভোগ করিতেই হইবে—এইরূপ সংসারচক্র চলিতেছে। শুধু আমাদের নহে; কখন কখন আমাদের এই দেহ হইতে উৎপন্ন পুত্র পৌত্রাদিরও এই কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয়। মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন—

"পাপং কর্ম্ম কৃতং কিঞ্চিদ্‌যদি তস্মিন্ন দৃশ্যতে।
নৃপতে তস্য পুত্রেষু পৌত্রেষ্বপি নপ্তৃষু॥"

—অর্থাৎ হে রাজন্, যদি কোন পাপকর্ম্মের ফল ঐ কর্ম্মকারীর মধ্যে দেখা না যায়, তবে সেই কর্ম্মফল তাহার পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রকে ভুগিতে হয়। আমরাও লৌকিক জগতে দেখিতে পাই যে, কোন কোন দুরারোগ্য উৎকট রোগ বংশপরম্পরাক্রমে চলিতে থাকে।

শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মফল বিধাতা। শ্রীভগবান্ কর্ম্মফলের বিধাতা হইলেও তাঁহার মধ্যে কোনরূপ বৈষম্য বা নিষ্ঠুরতা দোষ নাই। শ্রীভগবানের ইচ্ছাতেই জগৎ চলিতেছে। তদ্ভিন্ন কর্ম্মফলের বিধাতাই তিনি। জীব কোন দেবতার আরাধনা করিয়া উহার ফলস্বরূপ যে কাম্যবস্তু লাভ করে, তাহাও শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক বিহিত হয়—'লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্' (গীঃ ৭।২২); কিন্তু শ্রীভগবান্ কর্ম্মফল নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেও যাহার যেরূপ ভাল-মন্দ কর্ম্ম এবং কর্ম্ম ও অকর্ম্মের যোগ্যতা, তদনুসারেই এই কর্ম্মফল নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। মানুষের কর্ম্মে ভাল-মন্দের পার্থক্য থাকিলেও শ্রীভগবানের মধ্যে বৈষম্য (বিষমবুদ্ধি) বা নৈর্ঘৃণ্য (নিষ্ঠুরতা) দোষ থাকিতে পারে না, উহা শাস্ত্রেরই সিদ্ধান্ত।

গীতাতেও (৯।২৯) তিনি বলিয়াছেন—

"সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥"

অর্থাৎ আমি সকল প্রাণীতে সমভাবাপন্ন, আমার দ্বেষ্য বা প্রিয় কেহ নাই; কিন্তু যাঁহারা আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক ভজন করেন, তাঁহারা আমাতে থাকেন এবং আমিও সেই সকল ব্যক্তিতে থাকি। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"—যে ব্যক্তি আমার প্রতি যেভাবে শরণাগত হয়, আমি তাহাকে সেইভাবেই কৃপা করিয়া থাকি।

যদি কেহ বলেন যে, ভগবান্ জীবকে কর্ম্মানুযায়ী

পালন করেন বটে, কিন্তু কাহাকেও সুখ কাহাকেও দুঃখ দেন, তাহাতে কি তাঁহার রাগদ্বেষজনিত বৈষম্য প্রকাশ পায় না? ইহার উত্তরে শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

ন তস্য কশ্চিদ্দয়িতঃ প্রতীপো ন জ্ঞাতিবন্ধুর্ন পরো ন চ স্বঃ।
সমস্য সর্ব্বত্র নিরঞ্জনস্য সুখে ন রাগঃ কুত এব রোষঃ॥
—ভাঃ ৬।১৭।২২

—অর্থাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতে সম নিরঞ্জন (অবিদ্যারহিত) শ্রীভগবানের কেহ দয়িত (প্রিয়) নাই বা কেহ প্রতীপ (অপ্রিয় শত্রু) নাই, কেহ জ্ঞাতি নাই, বন্ধু নাই, কেহ পর (অনাত্মীয়) বা স্ব (আত্মীয়) নাই। অতএব তাহাদের নিমিত্ত সেই নিঃসঙ্গ পুরুষের বিষয়সুখে অনুরাগ নাই, সুতরাং বিষয়সুখ প্রাতিকূল্যে রোষ কোথা হইতে আসিবে (যেহেতু পূর্ব্বে অনুরাগ না থাকিলে রোষ হইতে পারে না)? উহার পরবর্ত্তী শ্লোকে বলা হইয়াছে—"তথাপি তচ্ছক্তি—বিসর্গ এষাং সুখায় দুঃখায় হিতাহিতায়। বন্ধায় মোক্ষায় চ মৃত্যুজন্মনোঃ শরীরিণাং সংসৃতয়েঽবকল্প্যতে॥"—(ভাঃ ৬।১৭।২৩) অর্থাৎ "যদিও তিনি নিঃসঙ্গ, তাঁহার কেহ প্রিয় ও অপ্রিয় নাই, তথাপি তিনি তাঁহার মায়াশক্তি দ্বারা পুণ্য পাপ প্রভৃতি কর্ম্ম সৃষ্টি করিয়া এই সকল জীবের সুখ, দুঃখ, মঙ্গল, অমঙ্গল, বন্ধ, মোক্ষ ও জন্মমৃত্যুরূপ সংসার-হেতু হন। (তাৎপর্য্য এই যে, ভগবান্ মূলকর্ত্তা হইলেও স্বয়ংরূপে তিনি জীবের সুখ, দুঃখ, বন্ধন, মোক্ষ প্রভৃতির হেতু হন না। জীবের কর্ম্মফলানুসারে গুণমায়াই পুণ্য পাপাদি সৃষ্ট করিয়া জীবের জন্মমৃত্যুর হেতু হয়।)" যদিও গুণমায়ার কার্য্য তাঁহারই কার্য্য, তথাপি উহাতে তাঁহার বৈষম্যের কল্পনা করা যায় না, কারণ জীব তাহার নিজ নিজ কর্ম্মফলই ভোগ করে। শ্রীমদ্ভাগবত ৬।১৭।২৩ শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ বলিতেছেন—'সূর্য্যসম্বন্ধীয় আতপ যেমন পেচক ও কুমুদাদির পক্ষে দুঃখদ, পরন্তু চক্রবাক ও কমলাদির সুখদ, তথাপি কেহ উহাতে সূর্য্যের বৈষম্য বর্ণন করেন না, তদ্রূপ ভগবানের মায়া জীবকে কর্ম্মানুসারে ফল প্রদানে ভগবানের বৈষম্য কথিত হয় না।'

"সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু……" শ্লোকে শ্রীভগবানের নিজ ভক্ত সম্বন্ধে পক্ষপাতিত্ব দেখিয়া কেহ বলিতে পারেন যে, তিনি বৈষম্যযুক্ত। শ্রীমদ্ভাগবতেও শ্রীশুকদেব বলিতেছেন—"ভগবান্ ভক্তভক্তিমান্" (ভাঃ ১০।৮৬।৫৯), অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে—'তথাপি ভক্তং ভজতে মহেশ্বরঃ' (ভাঃ ৮।১৬।১৪)—ভক্ত যেরূপ শ্রীভগবানে আসক্ত, শ্রীভগবান্ও সেইরূপ ভক্তেতে আসক্ত। ভাগবতের অন্যত্রও শ্রীঅক্রূর বলিতেছেন—"ন তস্য কশ্চিদ্দয়িতঃ সুহৃত্তমো ন চাপ্রিয়ো দ্বেষ্য উপেক্ষ্য এব বা। তথাপি ভক্তান্ ভজতে যথা তথা সুরদ্রুমো যদ্বদুপাশ্রিতোঽর্থদঃ॥" (ভাঃ ১০।৩৮।২২) অর্থাৎ যদিও এই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সুহৃৎ কিংবা অপ্রিয় দ্বেষযোগ্য অথবা উপেক্ষণীয় কেহ নাই, তথাপি যেমন কল্পবৃক্ষের (সুরদ্রুম) নিকট যে যেরূপ প্রার্থনা করে, সে সেইরূপ ফলই লাভ করে, সেইরূপ ইনিও যে যেরূপে তাঁহাকে ভজনা করে, তাহাকে সেইরূপই ফল দিয়া থাকেন। ঐ শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ বলিতেছেন—"যেরূপ সুরদ্রুম (কল্পবৃক্ষ) আশ্রয়-তারতম্যে ফলদান বিষয়ে তারতম্য করেন, অনাশ্রিতকে ফল দান করেন না, উহাতে কল্পবৃক্ষের যেমন বৈষম্য নাই, সেইরূপ শ্রীভগবানেরও আশ্রিত ও অনাশ্রিতের প্রতি ফলদানে পার্থক্য থাকিলেও উহাতে বৈষম্য নাই। পরন্তু কল্পবৃক্ষ কখনও আশ্রিতের অধীন হন না, কিন্তু শ্রীভগবান্ ভক্তের অধীন হইয়া পড়েন, অতএব ভক্তি সম্বন্ধের দ্বারাই তাঁহার সৌহার্দ্দ, দ্বেষ ও উপেক্ষা দেখা যায়—যেরূপ অম্বরীষাদিতে সৌহার্দ্দ এবং তদ্বিদ্বেষী দুর্ব্বাসা প্রভৃতিতে দ্বেষ ও উপেক্ষা দৃষ্ট হয়।" "সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু…" শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ বলিতেছেন—কল্পবৃক্ষাদির দৃষ্টান্ত একাংশেই জানিতে হইবে, তাহার কারণ যাহারা কল্পবৃক্ষের নিকট ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া তাহার আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহারা কল্পবৃক্ষের প্রতি আসক্ত হয় না, কল্পবৃক্ষও নিজের আশ্রিত জনের প্রতি আসক্ত হয় না এবং আশ্রিতের বৈরিগণের প্রতিও দ্বেষ করে না; কিন্তু শ্রীভগবান্ স্বকীয় ভক্তের বৈরিগণকে

স্বহস্তেই হনন করেন—যেমন ভগবান্ প্রহ্লাদের উদ্দেশ্যে বলিয়াছিলেন—"যখন (হিরণ্যকশিপু) প্রহ্লাদের প্রতি দ্রোহাচরণ করিবে, তখন ব্রহ্মার বরে বর্দ্ধিত হইলেও আমি নিশ্চয়ই তাহাকে বিনাশ করিব" (ভাঃ ৭।৪।২৮)। চক্রবর্ত্তিপাদ অন্যত্রও বলিতেছেন—ভক্তবাৎসল্য লক্ষণ-রূপ বৈষম্য শ্রীভগবানে বিদ্যমান থাকিলেও উহা তাঁহার ভূষণস্বরূপ, কখনই দূষণস্বরূপ নহে—তিনি ভক্তবৎসল; জ্ঞানিবৎসল বা যোগিবৎসল নহেন—যেরূপ মানুষ নিজ দাসের প্রতি বৎসল হয়, অপর দাসের প্রতি নহে, তদ্রূপ শ্রীভগবান্ও নিজ ভক্তগণের প্রতি বৎসল, রুদ্রভক্ত বা দেবীভক্তগণের প্রতি নহে।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে উক্ত হইয়াছে—

যেমতে সেবকে ভজে কৃষ্ণের চরণে।
কৃষ্ণ সেইমত দাসে ভজেন আপনে॥
এই তান স্বভাব যে—শ্রীভক্তবৎসল।
ইহা তানে নিবারিতে কার আছে বল॥
(অন্ত্যখণ্ড ৩।৭৩।৭৪)

কলিকাতা-শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উপলক্ষে পঞ্চদিবসব্যাপী ধর্ম্মসভার অধিবেশনে সভাপতি ও প্রধান অতিথিবৃন্দের ভাষণের সারমর্ম্ম

পূর্ত্তমন্ত্রী শ্রীখগেন্দ্র নাথ দাসগুপ্ত ধর্ম্মসভার প্রথম অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে বলেন—

'মানুষ যুগ যুগ ধরে বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা প্রকৃতিকে নিজ বশে আন্বার চেষ্টা কর্ছে, তাকে বিভিন্নভাবে কাজে লাগা-বার চেষ্টা কর্ছে। বর্ত্তমানে বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি হয়েছে, স্পুটনিক আবিষ্কৃত হয়েছে, একদিন মানুষ হয়ত চন্দ্রে পৌঁছিবে, গ্রহ হ'তে উপগ্রহে যাবে, কিছুই অসম্ভব নয়। স্পুটনিকের সাহায্যে মানুষ ১॥০ দেড় ঘণ্টার মধ্যে পৃথিবী পর্য্যটন করে আস্ছে। কিন্তু বিজ্ঞানের দ্বারা প্রভূত পার্থিব উন্নতি সাধিত হ'লেও একটী প্রশ্নের উত্তর এখনও বৈজ্ঞানিকগণ দিতে পারেন নাই—প্রাণি-জগৎ এলো কোত্থেকে, কেন এলো এবং কোথায়ই বা যাবে। তাঁরা বল্ছেন—সমস্ত সৃষ্টির মূলে আছে কতক-গুলি পরমাণু। আবার পরমাণুকেও বিশ্লেষণ করে দেখালেন তাতে আছে—Electron, Proton (পরমাণুর negative ও positive বৈদ্যুতিক শক্তি)—দেখা যাচ্ছে সৃষ্টির পশ্চাতে এক শক্তি ক্রিয়া কর্ছে। এখন প্রশ্ন এই—ইহা অন্ধ জড়-শক্তি অথবা চিন্ময় শক্তি? আপনারা এই পরিদৃশ্যমান জড়জগৎকে দেখুন—গ্রহ, উপগ্রহ, কোটি কোটি চন্দ্র সূর্য্য ঘুর্ছে। প্রত্যেকটী কেমন সুন্দর ছন্দে ঘুর্ছে, এই ছন্দ ও ঐক্য কোত্থেকে এলো। ইহা অন্ধ জড়-শক্তির বিকাশ কিংবা চিচ্ছক্তির বিকাশ? এই পুণ্য-ভূমি ভারতবর্ষের মুনি-ঋষি-গণ বহু পূর্ব্বেই এই প্রশ্নের মীমাংসা করেছেন—সৃষ্টির মূলে যে শক্তি ক্রিয়া কর্ছে—তাহা চৈতন্যশক্তি, চিচ্ছক্তিই জগৎকে ধারণ করে আছে। কিন্তু এই সৃষ্টিতে এত দুঃখ কেন? এত হাহাকার কেন? সুখের জন্য মানুষ কত ভাবে চেষ্টা কর্ছে, সুখ হ'বে মনে করে অর্থ লাভের জন্য কত পরিশ্রম কর্ছে, কিন্তু সেই অর্থ কি তাকে সুখ দিচ্ছে? এই দুঃখের হাত হ'তে মুক্তির পথ দেখিয়েছেন ভারতীয় মুনিঋষিবৃন্দ। তাঁদের অমৃতময়ী বাণী

হ'তে আমরা জান্‌তে পারি, দুঃখকষ্টের হাত হ'তে সম্যক্ নিষ্কৃতির উপায় একমাত্র শ্রীভগবানের সান্নিধ্য। শ্রীভগবৎ প্রাপ্তির উপায় কি? শ্রীগুরুর কৃপা। কেবলমাত্র পুঁথি পড়ে প্রকৃত বিদ্যালাভ হয় না, গুরুর সাহায্য চাই। গুরু সদ্‌গুরু হবেন, তবেই জ্ঞানাঞ্জন শলাকার দ্বারা আমাদের অজ্ঞান দূর করে দিবেন। নতুবা গুরু যদি অন্ধ হন, তা' হ'লে তাঁর অনুসরণ কর্‌তে গিয়ে আমরা অধঃপতিত হব। আমাদের জীবনের লক্ষ্য যেন সর্ব্বদা স্থির থাকে। শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ ব্যতীত মানুষ বাহিরে চেষ্টা ক'রে কখনও সুখ লাভ কর্‌তে পারবে না। ভোগের আকাঙ্ক্ষা যত বেড়ে যাবে, তত সুখ দূরে চলে যাবে। বিশ্বে আমেরিকা ও রাশিয়া দুইটী সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্র, তথায় প্রভূত ধনসম্পদ্ ও ভোগের প্রাচুর্য্য আছে, কিন্তু উক্ত রাষ্ট্রদ্বয়ে পাগলের সংখ্যা এবং ব্লাডপ্রেসার ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাধিক। সুতরাং ভোগের পথে শান্তি নেই। প্রকৃত শান্তি লাভ কর্‌তে হ'লে নিষ্কামভাবে ভালবাস্‌তে শিখতে হবে। ভালবাসার মধ্যে বেচা কেনা বণিগ্‌বৃত্তি থাক্‌বে না, কোনও প্রকার প্রতিদান লাভের আকাঙ্ক্ষা থাক্‌বে না। প্রকৃত ভালবাসার মধ্যে ভয় নেই। প্রাণ দিয়ে শ্রীভগবান্‌কে ভালবাস্‌তে হবে। এই শুদ্ধ ভক্তিপথকে আশ্রয় কর্‌তে পার্‌লেই আমরা শ্রীভগবানের সান্নিধ্য লাভ কর্‌তে পার্‌ব।'

দ্বিতীয় দিন মেয়র শ্রীচিত্তরঞ্জন চ্যাটার্জ্জি তাঁহার লিখিত বাণীতে জানাইয়াছেন—

'ভারতবর্ষের এই নায়ক চরিত্রের (শ্রীকৃষ্ণের) পূজা ও প্রচার বর্ত্তমানে সমধিক প্রয়োজন। অসি ও বাঁশীর এক অপূর্ব্ব সমন্বয় বোধ করি কোথায়ও দৃষ্ট হয় নাই। সাম্প্রতিক-কালে মহাভারতের সার্ব্বভৌমত্ব যেখানে খণ্ডিত করার চেষ্টা, সেখানে পরমপুরুষের বীরত্বব্যঞ্জক চরিত্রের পূর্ণ প্রকাশের আয়োজন করা উচিত।'

শ্রীরাধাকৃষ্ণজী কনোড়িয়া প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন,—

'পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ জগতে অবতীর্ণ হয়ে অধর্ম্মকে নাশ ও ধর্ম্মকে সংস্থাপন করেছিলেন। তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অধর্ম্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর্‌তে প্রোৎসাহিত করে-ছিলেন। আজ আমাদিগকে সেই শিক্ষা স্মরণ করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। চীন অন্যায়ভাবে ভারতকে আক্রমণ করেছে, আমাদিগকে তাহা প্রতিরোধ কর্‌তে হবে। এই অন্যায় আক্রমণকারীকে প্রতিরোধের জন্য আমাদের সর্ব্বাত্মক প্রচেষ্টা আবশ্যক। যিনি যে কার্য্য কর্‌ছেন, তিনি সুষ্ঠুভাবে নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন করুন, তবেই রাষ্ট্রের উন্নতি হবে। পশ্চিম জার্ম্মাণীর প্রজাগণ সুষ্ঠুভাবে নিজ নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন করায় অল্পদিনের মধ্যে উক্ত রাষ্ট্র পৃথিবীর মধ্যে একটী শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করতে সমর্থ হয়েছে। সুতরাং আমরাও শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে এগিয়ে চল্‌বো।'

তৃতীয় দিবস বিচারপতি শ্রীবিনায়ক নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির অভিভাষণে বলেন—

"আজকের বিষয় বস্তুটী আমার ভাল লেগেছে। বৈষ্ণব ভারতবর্ষের একটী ধর্ম্ম-সম্প্রদায়, জাতি-হিসাবে শিখরা এক সম্প্রদায়, ব্যবসায়িগণের এক সম্প্রদায়, চাকুরীয়াদের এক সম্প্রদায়, এমন কি চোরদেরও এক সম্প্রদায় আছে। প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই সাম্প্রদায়িকতা আছে। এক সম্প্রদায়ের আচার, ব্যবহার ও পোষাক অন্য সম্প্রদায় হ'তে পৃথক্। সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্যই সম্প্রদায়ের পরিচয়। বৈষ্ণবদের আচারে, উপাসনায়, কীর্ত্তনে বৈশিষ্ট্য আছে। মৃদঙ্গ-করতালাদি সহযোগে শ্রীভগবন্নামকীর্ত্তনে এরূপ মত্ততা অন্য সম্প্রদায়ে দেখতে পাবেন না। বৈষ্ণব হউক, শাক্ত হউক, শিখ হউক, মুসলমান হউক কিংবা খৃষ্টান্ হউক, এমন কোন্ ধর্ম্মমতাবলম্বী ব্যক্তি আছেন, যাঁর সম্প্রদায় নেই? সাম্প্রদায়িকতাকে সঙ্কীর্ণতা বলা ঠিক নয়। সাম্প্র-দায়িকতার মধ্যে যেটুকু সঙ্কীর্ণতা, উহাই তার দোষ। যেমন একজন বৈদান্তিক ও একজন বৈষ্ণবের উপাসনা-পদ্ধতিতে পার্থক্য আছে। বৈষ্ণব উচ্চৈঃস্বরে শ্রীহরিনাম

কীর্ত্তন করেন; কিন্তু একজন বৈদান্তিকের নাম কীর্ত্তনে রুচি নেই, তাঁর উপাসনাপদ্ধতি অন্য প্রকার। পরস্পরের মধ্যে সহিষ্ণুতা থাকা আবশ্যক। অসহিষ্ণু হ'য়ে একে অন্যের বিদ্বেষ করা সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি, ইহা নিন্দার্হ।

যে যুগে শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হয়েছিলেন, সে যুগে যদি তিনি অবতীর্ণ না হতেন, তা' হ'লে বঙ্গদেশের হিন্দু-ধর্ম্ম প্রায় নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যেত। কেহ কেহ বলেন শ্রীচৈতন্য-দেব বাঙ্গালীকে হতবীর্য্য করেছিলেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্য-দেবের চরিত্রে হতবীর্য্যতার কোনও লক্ষণই দেখা যায় না। তিনি এক অলৌকিক আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারা সমস্ত আসুরিক শক্তিকে পর্য্যুদস্ত করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পার্যদ শ্রীল সনাতন গোস্বামীর বৈরাগ্য ও সহিষ্ণুতা বৈষ্ণবধর্ম্মে আদর্শস্থানীয় বল্‌তে হবে। কিন্তু আজকাল বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী বলে পরিচয় দিয়ে যাঁরা রাধা-দাস্যের নামে সেবাদাসী রাখার ব্যবস্থা করেন, তাঁদের আচরণ কোন প্রকারে সমর্থন করা যায় না—উহা অত্যন্ত ঘৃণ্য। তবে এই দোষ সর্ব্বত্র দেখ্‌তে পাওয়া যায়। ধর্ম্মের কদর্য্যতা ধর্ম্মের জন্য নয়, উহা ধর্ম্মের বিকৃতি। শাক্তধর্ম্মে কি এই বিকৃতি নেই? উহাতেও এইরূপ ধর্ম্মের বিকৃতি আমরা লক্ষ্য করে থাকি—শাক্তধর্ম্মানুশীলনকারী ব'লে পরিচয় দিয়ে কাপালিকগণের কিরূপ বীভৎস আচরণ, অঘোরপন্থী শাক্তগণের কদাচার এবং তাদের উৎসব মাতালের আখড়ায় পরিণত হয়। খৃষ্টিয়ান্‌রা তাঁদের ধর্ম্মকে বহুমানন করে থাকেন, কিন্তু তাঁদের মধ্যে ধর্ম্মের জন্য যত যুদ্ধ হয়েছে, অধর্ম্মের জন্য বোধ হয় তদ্রূপ হয় নাই। এই পৃথিবীতে সুরবৃত্তি ও আসুরবৃত্তি এই দুইটী বিরুদ্ধভাব আবহমানকাল ধরে চলে আসছে।"

ধর্ম্মসভার চতুর্থ অধিবেশনে বিচারপতি শ্রীসুবোধ কুমার নিয়োগী সভাপতির অভিভাষণে বলেন,—

"আজকের বক্তব্যবিষয় সম্বন্ধে স্বামীজী মহারাজগণের জ্ঞানগর্ভ কথা আপনারা শুন্‌লেন। শ্রীমৎ শ্রৌতী মহারাজ আপনাদের বলেছেন—সমাজনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি সমস্ত নীতিকেই ধর্ম্মনীতির কাছে পরাভব স্বীকার কর্‌তে হবে। শ্রীমৎ মাধব মহারাজ আপনাদের কাছে অতি সুন্দরভাবে বর্ণন করলেন—ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার অভাবে দেশের বর্ত্তমান দুরবস্থার কথা। রাষ্ট্রনেতারা ধর্ম্ম নীতিশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে উদাসীন। ভারতের কৃষ্টি সম্বন্ধে বিকৃত ধারণা বিদেশে প্রচারিত হচ্ছে। শ্রীমৎ যাযাবর মহারাজ তাঁহার ভাষণে বলেন—যাঁর কর্ম্ম ধর্ম্মের জন্য নয়, ধর্ম্ম বৈরাগ্যের জন্য নয় এবং বৈরাগ্য শ্রীভগবদ্ভজনের জন্য নয়, তিনি জীবন্মৃত। শ্রীমৎ হৃষীকেশ মহারাজের ভাষণ শুনেছেন—প্রয়োজন হলে পারিবারিক নীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, সমস্ত শ্রীভগবানে সমর্পণ কর্‌তে হবে। প্রধান অতিথি মহোদয়েরও জ্ঞানগর্ভ ভাষণ শুন্‌লেন।

বর্ত্তমান যুগকে বিজ্ঞানের জয়যাত্রার যুগ বলা যায়। বিজ্ঞানের আবিষ্কারে জগদ্বাসী স্তম্ভিত হয়ে গেছে। যে জিনিষ আমাদের পূর্ব্বে কবির কল্পনা ব'লে মনে হ'ত, আজ তা' বাস্তবতায় পরিণত হ'তে চল্‌ছে। গ্রহ হতে গ্রহে বিচরণ করা আজ কল্পনা বলে মনে হচ্ছে না। বিজ্ঞান মানুষের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি ক'রছে; অন্য দিকে নব নব মারণাস্ত্রও আবিষ্কার কর্‌ছে। এ সম্বন্ধে মানুষ সচেতন না হলে ভবিষ্যতে মনুষ্যসভ্যতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। পরস্পরের মধ্যে একত্ব বোধ হওয়া আবশ্যক। ধর্ম্ম এই পথের নির্দ্দেশ দিবে। আমাদের বাহ্যস্বরূপ ত্রিগুণাত্মক-প্রকৃতির দ্বারা পরিচালিত। আমরা যখন ত্রিগুণাতীত হ'তে পারবো, তখন আমরা বৃহৎসত্তার অনুভব কর্‌তে পারবো। ভগবান্ শ্রীহৃষীকেশকে অনুভব কর্‌বার প্রয়াসেই ধর্ম্মের প্রাকট্য। সকলেই পরমাত্মার অংশ বুঝতে পার্‌লে দ্বন্দ্ব কলহের অবসান হয়। বেশী দিনের কথা নয়, মাত্র কএক শত বৎসর পূর্ব্বে প্রেমের ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের দেশে আবির্ভূত হয়ে জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলকে কোল দিয়েছিলেন।

আজকাল শৃঙ্খলার অভাব প্রতি কার্য্যে প্রতি স্থানেই পরিলক্ষিত হচ্ছে। ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার পরিবর্ত্তে আমরা শিখ্‌ছি বিদেশের অন্তঃসারশূন্য কতকগুলি

বুলি। জড়বিজ্ঞানে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকৃত। ফলে নব শিক্ষিতের দলে ধর্ম্ম ও নীতি-শিক্ষারহিত নাস্তিক্য-ভাব প্রবল হচ্ছে। এখন হ'তে সাবধান না হলে আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়।''

প্রধান অতিথি শ্রীঈশ্বরীপ্রসাদ গোয়েঙ্কা তাঁহার অভিভাষণে বলেন—

"ভাদ্র শ্রীকৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব—আজ ভগবানের জন্মলীলা। কেন তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন? গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বল্‌ছেন—

'পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুস্কৃতাম্।
ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥'

আজ ভারতবাসীকে ধর্ম্ম ও নীতি-শিক্ষা বুঝাতে হয়, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। কিন্তু দুঃখিত হওয়ার কোনও কারণ নেই, দুর্নীতি ও অধর্ম্ম আজকালের যুগধর্ম্ম। কলির স্থান সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বল্‌ছেন—

'অভ্যর্থিতস্তদা তস্মৈ স্থানানি কলয়ে দদৌ।
দ্যূতং পানং স্ত্রিয়ঃ সূনা যত্রাধর্ম্মশ্চতুর্ব্বিধঃ॥
পুনশ্চ যাচমানায় জাতরূপমদাৎ প্রভুঃ।
ততোঽনৃতং মদং কামং রজো বৈরঞ্চ পঞ্চমম্॥'

এই কলিকালে যার কাছে পয়সা আছে, সেই সমাজে সম্মানিত ও শ্রেষ্ঠ। যার গায়ের জোর আছে, সেই ধার্ম্মিক, যার জোর নেই তার ধর্ম্ম নেই।

যা হউক, যাঁরা শ্রেয়সার্থী, তাঁরা ধীরভাবে চিন্তা করে দেখ্‌বেন—ধর্ম্ম-কার্য্য কর্‌লে চিত্ত প্রসন্ন থাকে, পাপকর্ম্মের দ্বারা চিত্তে অশান্তি হয়। তবে শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধ-রহিত হয়ে পুণ্যকর্ম্মাদি কর্‌লেও তার ফল নশ্বর হয়। 'তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্য-লোকং বিশন্তি।' মনুষ্যদেহ দুর্লভ বুঝ্‌তে পার্‌লে শ্রীভগবানে শরণাপন্ন হয়ে কাজ কর্‌তে ইচ্ছা হবে। শ্রীমদ্ভাগবত ধর্ম্মের ত্রিশটী লক্ষণ বর্ণন ক'রে শেষে বল্লেন—'ধর্ম্মমূলং হি ভগবান্।' ভগবান্ শ্রীহরিই হচ্ছেন ধর্ম্মের মূল। মূল ঠিক থাক্‌লে সমস্ত ঠিক থাক্‌বে। শ্রীভগবানের স্বভাব আমরা জানি না, তাই শ্রীভগবানে আমরা নির্ভর করতে পারি না। ভগবানের স্বভাব হলো—ভক্ত ভক্তিভরে যা দেন তা ভগবান্ গ্রহণ করেন। শরণাগত জনকে ভগবান্ সর্ব্বদা অভয় প্রদান করেন, তাকে আর যমপুরীতে যেতে হয় না। শ্রীমদ্ভাগবতে যমরাজ যমদূতগণকে লক্ষ্য করে ব'লেছেন—'যারা একবার জীবনে শ্রীভগবান্‌কে প্রণাম করে নাই, একবারও শ্রীভগবানের গুণ-মহিমা শ্রবণ বা কীর্ত্তন করে নাই, তাদিগকে আমার কাছে ধরে ধরে আনবে।'

শ্রীহরিবিমুখতা হতেই জীবের অজ্ঞান ও অশেষ ক্লেশ। শ্রীভগবানে উন্মুখ হলে অশেষ ক্লেশ কিছুই থাক্‌বে না। তখন শ্রীভগবানের গুণানুবাদ কীর্ত্তন ছাড়া অন্য কিছুই ভাল লাগ্‌বে না। 'শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ বন্দন পাদসেবন দাস্য রে। পূজন সখিজন আত্মনিবেদন গোবিন্দদাস অভিলাষ রে॥''

ডাঃ শ্রীসতীশ চন্দ্র চ্যাটার্জ্জি পঞ্চম দিবস সভাপতির অভিভাষণে বলেন—

"যে দ্রব্য যে বস্তু যে জিনিষ লোকসমাজকে ধারণ করে অর্থাৎ রক্ষা করে, পালন করে, বর্দ্ধন করে অথবা যে বিধি-ব্যবস্থা, যে অনুষ্ঠান লোকসমাজের রক্ষা ও কল্যাণ বিধান করে, তারই নাম ধর্ম্ম। আমাদের ধর্ম্মের মূল উৎস বেদ, উপনিষদ—যাকে শ্রুতি বলা হয়। তারপর কতকগুলি স্মৃতি-শাস্ত্রও আছে—যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি, মনুস্মৃতি ইত্যাদি। স্মৃতিশাস্ত্রই ধর্ম্মশাস্ত্র। শ্রুতি বেদ নিত্যশব্দ। শ্রুতি অনন্তকাল থেকে নিত্যভাবে রয়েছে, তার কোনও পরিবর্ত্তন হয় না, পরিবর্ত্তন করা যায় না। কিন্তু স্মৃতিশাস্ত্রের বিধি ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করা দরকার হয়। স্মৃতিশাস্ত্র এমন বিধি ব্যবস্থা দিবেন, যাতে লোক-সমাজ পালিত হন, রক্ষিত হন। যেমন স্বামিজী বল্লেন (শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ) সত্যযুগের দেশ কাল নিয়মানুসারে যুগধর্ম্ম ব্যবস্থাপিত হয়েছিল—'ধ্যান', ত্রেতায় 'যজ্ঞ', দ্বাপরে আরও পরিবর্ত্তিত হয়ে হলো 'পরিচর্য্যা', শেষে কলিতে 'শ্রীনামকীর্ত্তন'। শ্রীনামতত্ত্ব সম্বন্ধে স্বামীজী যা বল্লেন তা খুবই পাণ্ডিত্যপূর্ণ। নাম দুই রকম। এক

রকম নাম হলো স্বাভাবিক নাম, আর এক রকম নাম হলো লৌকিক ব্যবহারিক নাম। কোন জিনিষের স্বাভাবিক নাম হলো সেই জিনিষেরই স্বাভাবিক শব্দ। যে বীজমন্ত্র যে তত্ত্বের, সেই বীজমন্ত্র সেই তত্ত্বেরই স্বাভাবিক শব্দ। বীজমন্ত্রে শব্দ ও বস্তু এক। শ্রীহরির নাম হরির চেয়ে বড়। হরির নামকে আশ্রয় করে আমরা নামীকে টেনে আন্‌তে পারি। কলিযুগের যুগধর্ম্ম শ্রীনামকীর্ত্তন।"

প্রধান অতিথি শ্রীরামনারায়ণ ভোজনগরওয়ালা তাঁহার অভিভাষণে বলেন—

"স্বামীজীগণের নিকট আপনারা শুনিতে পাইলেন— শ্রীহরিনামসংকীর্ত্তনই কলিযুগের যুগধর্ম্ম। কামনা বাসনা লইয়াও গৃহস্থ ব্যক্তি শ্রীহরিনাম কীর্ত্তনের দ্বারা মঙ্গল লাভ করিতে পারেন। মানুষ আজকাল দিবারাত্র কর্ম্ম-ব্যস্ততার মধ্যে থাকে, হরিভজনের সময় পায় না। তাহাদের কর্ত্তব্য—সাংসারিক কর্ম্ম করার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীহরিনাম করা। শ্রীহরিনামানুশীলনকারীর আর্থিক ও পারমার্থিক উভয় প্রকারের লাভই হইয়া থাকে। নিঃশ্রেয়সার্থীর পক্ষে নিত্য শ্রীভগবৎ কথা শ্রবণ কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য।"

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে চৌরাশী ক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার বিপুল আয়োজন

দ্বাদশ-বন-ভ্রমণ

"ভ্রমিব দ্বাদশ বনে, রসকেলি যে যে স্থানে,
প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিয়া।
শুধাইব জনে জনে, ব্রজবাসিগণ স্থানে,
নিবেদিব চরণে ধরিয়া॥

—ঠাকুর শ্রীল নরোত্তম

শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট পরমহংসকুলমুকুটমণি **ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের** অনুসরণে তদীয় প্রিয় পার্ষদ ও অধস্তন শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ ও আচার্য্য **পরিব্রাজক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের** নিয়ামকত্বে শ্রীমঠ হইতে আগামী শ্রীঊর্জ্জব্রত (শ্রীদামোদর ব্রত) কালে বহু সাধু, ভক্ত ও সজ্জনমণ্ডলী সহ পদব্রজে চৌরাশী ক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার আয়োজন করা হইতেছে। এতদুদ্দেশ্যে আগামী ২৭ পদ্মনাভ, ১২ কার্ত্তিক, ৩০ অক্টোবর বুধবার কলিকাতা (হাওড়া ষ্টেশন) হইতে তুফান এক্সপ্রেসে পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীমঠের ত্রিদণ্ডি-যতি, বনচারী, ব্রহ্মচারী এবং বহু গৃহস্থ সজ্জন যাত্রা করিবেন ও পর দিবস অপরাহ্ণে শ্রীধাম মথুরায় পৌছিবেন। তৎপর দিবস ২৯ পদ্মনাভ, ১৪ কার্ত্তিক, ১ নভেম্বর শুক্রবার শ্রীকৃষ্ণের শারদীয়া রাসযাত্রা তিথিতে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবস্থলী শ্রীমথুরাধাম হইতে পরিক্রমা আরম্ভ হইবে। শ্রীযমুনার পশ্চিমভাগস্থিত মধুবন, তালবন, কুমুদবন, বহুলাবন, কাম্যবন, খদিরবন ও বৃন্দাবন এই সাতটী এবং পূর্ব্বভাগস্থিত ভদ্রবন, ভাণ্ডীরবন, বিল্ববন, লৌহবন ও মহাবন এই পাঁচটী, মোট দ্বাদশটী বন এবং গোকুল, গোবর্দ্ধন, বর্ষাণ, সঙ্কেত, নন্দীশ্বর বা নন্দগ্রাম, পরমাদরা, আড়িং, শেষশায়ী, মাঠবন, উঁচাগাঁও, খেলনবন, শ্রীরাধাকুণ্ড বা আরিটগ্রাম, গন্ধর্ব্ববন, পারসৌলী, বিলছু, বাঁচ্‌বন, আদিবদ্রী, করালা, আঁজনখ,

কোকিলাবন, পিঁয়াসো, দধিগাঁও, কোট্‌বন ও রাভেল আদি ২৪টী উপবন শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের শ্রীবিগ্রহগণের অনুগমনে, শ্রীভগবদ্বিরহ-কাতর শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনকারী ভক্তগণের সঙ্গে পরিক্রমা, শ্রীকৃষ্ণলীলা-ভূমি দর্শন ও মাহাত্ম্যাদি শ্রবণ করা হইবে। শ্রীধাম বৃন্দাবনে ৩০ দামোদর, ১৪ অগ্রহায়ণ, ১ ডিসেম্বর শ্রীকৃষ্ণের হৈমন্তিকী শ্রীরাসযাত্রা তিথিতে পরিক্রমণ সমাপ্ত করা হইবে। পরিক্রমাকারিভক্তগণের প্রত্যহ সাহাহ্নে নিয়মিতভাবে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের সুযোগ থাকিবে। ১ কেশব, ১৫ অগ্রহায়ণ, ২ ডিসেম্বর সোমবার তুফান এক্সপ্রেস-যোগে বা রেলকর্তৃপক্ষের ব্যবস্থানুসারে অন্য কোন ট্রেনে পুনর্যাত্রা করতঃ পরদিবস কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করা হইবে।

দেহ গেহ কলত্র পুত্র বিত্তাদিকে কেন্দ্র করিয়া যত্ন করিলে বা পরিক্রমা করিলে যেমন তত্তদ্‌বিষয়ে বা বস্তুতেই আবেশ বা আসক্তি বর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ শ্রীভগবান্, শ্রীভগবদ্ভক্ত বা শ্রীভগবদ্ধামকে কেন্দ্র করিয়া তদুদ্দেশ্যে যত্ন করিলে বা পরিক্রমা করিলে তত্তদ্ বৈকুণ্ঠ বস্তুতেই আবেশ বা আসক্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে এবং আনুষঙ্গিকভাবে তদিতর বিষয়ে বিরক্তি বা মুক্তিলাভ হয় এবং শুদ্ধপ্রেমার অধিকারী হওয়া যায়। এই জন্য শ্রীকৃষ্ণভক্তি-পিপাসু সজ্জনদিগকে আমরা সাদর আহ্বান জানাইতেছি যে, তাঁহারা যেন গৃহ-কর্ম্মাদি হইতে অন্ততঃ একমাসের জন্য অবসর লইয়া একান্ত ভাবে শ্রীকৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলনের উদ্দেশ্যে শুদ্ধ সাধুভক্তবৃন্দের আনুগত্যে ও সঙ্গে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণাদি নববিধা ভক্তির অনুশীলন করতঃ নিজ নিজ পারমার্থিক উন্নতির জন্য এই বিশেষ সুযোগ গ্রহণ করেন।

তন্ত্রে উল্লিখিত ভক্তি-সাধনের সহস্র প্রকারের অঙ্গমধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত নববিধা ভক্তির মুখ্যত্ব এবং তন্মধ্যে পুনঃ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উপদিষ্ট পঞ্চপ্রকারের সাধন-ভক্তিরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা রহিয়াছে। সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, শ্রীভাগবত-শ্রবণ, শ্রীমথুরাবাস ও শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্ত্তির সেবনই অধিকতর সমাদরের। এই পঞ্চবিধ ভক্ত্যঙ্গই শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা-কালে মাসব্যাপী সাধনের সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। কলিযুগের মানবগণ কঠোর তপস্যাদি করিতে অসমর্থ। কিন্তু নিঃশ্রেয়সার্থী অন্ততঃ এক মাসকাল মাথুরমণ্ডলে বাস করতঃ নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণকথা ও সেবা-প্রসঙ্গে থাকিয়া ভজনানুকূল তপঃ করিতে পারেন।

এই ৮৪ ক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমায় যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিগণ ইচ্ছা করিলে নিজ নিজ ব্যয়ে ও দায়িত্বে মঠের পরিক্রমা-সঙ্ঘের সহিত যাইয়া দুর্গমলীলাস্থল সমূহ দর্শন ও মাহাত্ম্যাদি শ্রবণ করিতে পারেন। নিজেরাই নিজে-দের বনে-বনে, উপবনে-উপবনে, বাসস্থানের, আহারের, পানীয়াদির ও একস্থান হইতে অন্যস্থানে দ্রব্যাদি বহনের নিমিত্ত যান-বাহনাদির ব্যবস্থা করিতে পারেন। কিম্বা প্রত্যেকে শ্রীমথুরায় নির্দ্দিষ্ট দিবসে যোগদান হইতে পুনর্যাত্রার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত (শ্রীরাস-পূর্ণিমা তিথি পর্য্যন্ত) শ্রীমঠের ব্যবস্থাধীনে তাঁবুতে বাস, দুই বেলা শ্রীভগবৎপ্রসাদ সেবন (আহার), এক স্থান হইতে অন্যস্থানে মালপত্রাদি বহনের, আলো, পাহারা এবং প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য নিজ ব্যয় বাবদে মঠ-কর্ত্তৃপক্ষের নিকট ২১৫৲ টাকা অগ্রিম জমা দিলে মঠের ব্যবস্থায় নিশ্চিন্তে পরিক্রমা করিতে পারেন। প্রত্যেককে নিজ নিজ ব্যয়ে শ্রীমথুরায় যাতায়াত করিতে হইবে। কলিকাতা হইতে মঠবাসীদের সঙ্গে গমনাগমনে অভিলাষী ব্যক্তিগণকে ৩য় শ্রেণীর গাড়ীতে যাইতে ইচ্ছা করিলে যাতায়াতের পাথেয় বাবদ আরও ৬০৲ টাকা অর্থাৎ ২৭৫৲ অগ্রিম জমা দিতে হইবে। রেলওয়ের পাশ থাকিলে অবশ্য এই ৬০৲ টাকা লাগিবে না। শ্রীব্রজভূমি সংকীর্ত্তনসহ পদব্রজে পরিক্রমা করাই সমীচীন। অসমর্থ ব্যক্তিগণ ইচ্ছা করিলে টাঙ্গা করিয়াও পরিক্রমা করিতে পারেন। তজ্জন্য প্রত্যেকের টাঙ্গায় মাসব্যাপী একটী বসিবার স্থানের জন্য ৭৫৲ টাকা করিয়া অধিক খরচা পড়িবে।

পরিক্রমায় যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিগণ (পুরুষ ও মহিলা) এখন হইতে নিজেদের নাম ও ঠিকানা দিয়া খরচের নির্দ্দিষ্ট সম্পূর্ণ টাকা অগ্রিম জমা দিতে পারেন, কিম্বা ২৮ আশ্বিন, ১৫ অক্টোবরের মধ্যে অন্ততঃ অর্দ্ধেক টাকা জমা দিয়া অবশিষ্ট টাকা ৭ কার্ত্তিক, ২৫ অক্টোবরের মধ্যে জমা দিয়া সম্পাদক মহাশয়ের স্বাক্ষরিত রসিদ গ্রহণ করিবেন।

যাত্রাকালে উক্ত রসিদ সঙ্গে লইতে হইবে। প্রত্যেক যাত্রী শয়নোপযোগী নিজ নিজ বিছানার সহিত মশারি লইবেন; কিছু শীত বস্ত্র এবং গরমের উপযোগী বস্ত্রাদিও সঙ্গে রাখিবেন। নিজের জন্য ছোট থালা, বাটী, গ্লাস, ঘটী, ছোট বালতি ও টর্চ্চ আদি রাখিলে ভাল হয়।

যাত্রিগণের বাসস্থান, পাঠকীর্ত্তন ও বক্তৃতাদির স্থানে ধূমপান সর্ব্বদা নিষিদ্ধ। নিয়ম-সেবাকালে মঠবাসীদের সঙ্গে আহারকালে সকলের জন্যই শাস্ত্র-বিহিত খাদ্যের ব্যবস্থা থাকিবে। ব্রতকালে ঘৃতদ্বারাই রন্ধনাদি হইবে।

চৌরাশী ক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার পঞ্জী পৃথগ্ ভাবে মুদ্রিত হইবে। উহা হইতে কোন্ দিন কোথায় অবস্থান করা হইবে, প্রত্যহ ভ্রমণ-পথের দূরত্বের আনুমানিক পরিমাণ কত ও বিশেষ দর্শনীয় স্থানসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ জানা যাইবে।

বিশেষ বিবরণ জানিতে ইচ্ছুক হইলে উপরিউক্ত ঠিকানায় সাক্ষাদ্ভাবে কিম্বা পত্রের দ্বারাও সম্পাদকের নিকট জানিতে পারেন।

কলিকাতা
৭ পদ্মনাভ, ৪৭৭ শ্রীগৌরাব্দ
২৪ ভাদ্র, ১৩৭০; ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩

নিবেদক—
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ
সেক্রেটারী

বিরহবার্ত্তা

"দুঃখ মধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর।
কৃষ্ণভক্তবিরহ বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর॥"

আমাদের অত্যন্ত দুঃখের বিষয় শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পরম স্নেহভাজন পণ্ডিত শ্রীহরিবল্লভ ব্রহ্মচারী পঞ্চতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় বিগত ১৩ই ভাদ্র শুক্রবার পার্শ্বৈকাদশী তিথিতে রাত্রি ৩ ঘটিকায় শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে শ্রীহরি স্মরণ করিতে করিতে অপ্রকট হইয়াছেন।

শ্রীহরিবল্লভ ব্রহ্মচারীজী মেদিনীপুর জেলান্তর্গত কাঁথির নিকটবর্ত্তী জসাবিশা গ্রামে বাংলা ১৩৩৪ সাল ১৩ই ভাদ্র শুক্রবার পূর্ণিমাতিথিতে দৈবজ্ঞ বিপ্রকুলে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। ইনি পিতামাতার সর্ব কনিষ্ঠ সন্তান, পিতৃদত্ত নাম শ্রীহরিহর আচার্য্য। সংস্কৃত শাস্ত্রের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ হেতু তিনি স্কুলের শিক্ষা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পার্শ্ববর্ত্তী বহিত্রকুণ্ডাগ্রামে পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত বঙ্কিম চন্দ্র পণ্ডা পঞ্চতীর্থ মহাশয়ের নিকট সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। তিনি সে সময় বাড়ীতে থাকিতেন, পরে ১৩৫১ সালে মেদিনীপুর শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠে পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর গোস্বামী মহারাজের কৃপাপ্রাপ্ত হইয়া তথায় শ্রীচৈতন্যসারস্বত বিদ্যাপীঠে অধ্যাপনায় নিযুক্ত হন। শ্রীহরিবল্লভ ব্রহ্মচারীজী তাঁহার নিকট অধ্যয়ন ব্যপদেশে মঠে আসিয়া পূজ্যপাদ মহারাজের অনুগ্রহ লাভ করিয়া শ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণব-সেবায় প্রবৃত্ত হন। তিনি কাব্য, ব্যাকরণ, ন্যায়, তর্ক ও বেদান্তশাস্ত্রে উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। পরে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণের পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে একজন সুযোগ্য প্রচারক হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রচারে অনেকেই শ্রীহরিভজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি শ্রীহরিগুরুসেবা ও শাস্ত্রানুশীলনে উৎসাহী ছিলেন, বৃথা সময় নষ্ট করিতেন না, দেহারামতা বা ইন্দ্রিয়ারামতা কখনও তাঁহার নিকট স্থান পায় নাই। অপ্রকট দিনেও তিনি পুরীস্থিত শ্রীগৌরগোবিন্দ আশ্রমে ৩ ঘণ্টা শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। কিছুদিন পূর্বে রক্তপিত্ত রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। ঐদিন পাঠের পর পুনরায় ঐ রোগে আক্রান্ত হইয়া শ্রীহরিনাম স্মরণ করিতে করিতে দেহের ক্ষণভঙ্গুরতা প্রদর্শন পূর্ব্বক অপ্রকট হইয়াছেন। আমরা তাঁহার এই বিরহে অত্যন্ত দুঃখানুভব করিতেছি। তাঁহার দুঃখিত আত্মীয়স্বজনকে আমাদের সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। ঠাকুর শ্রীহরিদাস নির্য্যাণ-প্রসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"কৃপা করি কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিল সঙ্গ। স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা কৈল সঙ্গ ভঙ্গ॥" ইত্যাদি বাক্য স্মরণ করিয়া এই দুঃসহ ভক্ত-বিরহ-দুঃখ সহ্য করিতে হইবে আমাদিগকে। তাঁহার দুই ভ্রাতা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বঙ্কিম চন্দ্র পণ্ডা পঞ্চতীর্থ মহাশয়ের পৌরোহিত্যে সাত্ত্বতশাস্ত্র-বিধানে তাঁহার পারলৌকিক কৃত্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভ রসাস্বাদনক্ষেত্র পুরীধামে শ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণব-চরণ-স্মরণ-মুখে দেহরক্ষা অল্পভাগ্যের পরিচায়ক নহে, ইহাই আমাদের সান্ত্বনা।

শ্রীচৈতন্য ভাগবত

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা

"কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস।
চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস ॥"
"বৃন্দাবন দাস-মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য"

—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর প্রণীত শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের পরমপূত জীবনচরিত্র—'শ্রীচৈতন্য-ভাগবত-গ্রন্থরাজ' শ্রীচৈতন্য-আশ্রম (খড়গপুর) হইতে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। বাজারে বহু সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও শ্রীমৎ সন্ত মহারাজ-সম্পাদিত সংস্করণের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে বিশুদ্ধ পাঠ সংরক্ষণে ও নির্ভুল প্রুফসংশোধনাদি বিষয়ে বিশেষ যত্ন লওয়া হইয়াছে। গ্রন্থকার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের একটি মূল্যবান্ জীবনী সম্বলিত হইয়া গ্রন্থখানি আরও উপাদেয় ও সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইয়াছে। প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠার মধ্যে তিনখণ্ডে প্রত্যেক অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত কথাসার, সংখ্যা নির্দ্দেশ সহকারে পাইকা টাইপে মূল পয়ার, পাদটীকায় (ফুটনোটে) তন্মধ্যস্থিত বিশেষ বিশেষ শব্দের অর্থ স্মলপাইকায়, মূল সংস্কৃত শ্লোকগুলি বোল্ড টাইপে দিয়া স্মলপাইকায় তাহার অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ, অধ্যায়-বিবরণ, সংস্কৃতশ্লোক ও কতিপয় বিশিষ্ট পয়ারসূচী সন্নিবেশিত হওয়ায় গ্রন্থখানির গাম্ভীর্য্য ও গুরুত্ব অবিসংবাদিতরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। কাগজ এবং ছাপাও উত্তম হইয়াছে। ডবলক্রাউন হোয়াইট প্রিন্টিং ২৮ পাউণ্ড কাগজে অতি সুন্দরভাবে মুদ্রিত ও সুন্দর কাপড়ে পিচবোর্ডে বাঁধাই হইয়া গ্রন্থখানি গুণগ্রাহী সজ্জনমাত্রেরই চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। আমরা এই সুন্দর সংস্করণের বহুল প্রচার আশা করি। মূল্য মাত্র ১০৲ ধার্য্য হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ—৩৫ নং সতীশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬
২। শ্রীমিলন দাসগুপ্ত—১৪ নং সন্তোষপুর এভিনিউ, কলিকাতা-৩২, যাদবপুর।
৩। শ্রীচৈতন্য আশ্রম, খড়গপুর—মেদিনীপুর।
৪। শ্রীগৌরাঙ্গ মঠ—কেশিয়াড়ী, মেদিনীপুর।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ

পরমপূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ গত ২৫শে ভাদ্র (ইং ১১।৯।৬৩) বুধবার কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শুভবিজয় পূর্ব্বক অষ্টাহকাল তত্রত্য ভক্তবৃন্দকে কৃষ্ণকথামৃত বিতরণ করিয়া গত ২রা আশ্বিন (ইং ১৯।৯।৬৩) কৃষ্ণনগর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শুভবিজয় করেন এবং তথায় দুইদিবস অবস্থান পূর্ব্বক ভক্তবৃন্দকে ভাগবতামৃত পরিবেশন করিয়া গত ৪ঠা আশ্বিন (ইং ২১।৯।৬৩) যশড়া শ্রীজগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের শ্রীপাটে শুভাগমন করেন। তথায় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবাপূজাদি পর্য্যবেক্ষণ ও সন্ধ্যায় শ্রীজগন্নাথ-সমক্ষে শ্রীভাগবত পাঠ দ্বারা শ্রীভগবান্ ও ভক্তবৃন্দের সুখবিধান পূর্ব্বক গত ৫ই আশ্বিন (১৩৭০) (ইং ২২।৯।৬৩) রবিবার বেলা ১০ ঘটিকায় কলিকাতা ৩৫ নং সতীশ মুখার্জী রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শুভপদার্পণ করিয়াছেন এবং তথায় যথাবিধি প্রত্যহ সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা দ্বারা ভক্তবৃন্দের তৃপ্তিবিধান করিতেছেন। শ্রীল মহারাজের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন ও শ্রীমুখ-নিঃসৃতবাণী শ্রবণার্থ প্রত্যহ শ্রীমঠে বহু ভক্তের সমাবেশ হইতেছে।

শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুপস্থিতিকালে কালনা শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ কএকদিন শ্রীমঠে ভাগবত পাঠ করিয়াছেন।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৫'০০ টাকা, যাণ্মাসিক ২'৭৫ নঃ পঃ, প্রতি সংখ্যা '৫০ নঃ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

বিজ্ঞাপনের হার—

প্রতিবার ১ পৃষ্ঠা—৪০ (চল্লিশ টাকা), অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা ১ কলম—২২৲ টাকা (বাইশ টাকা), সিকি পৃষ্ঠা বা অর্দ্ধ কলম—১২৲ (বার টাকা), সিকি কলম—৭৲ (সাত টাকা), কলম—৪৲ (চার টাকা)। দীর্ঘ কালের জন্য বিজ্ঞাপন দিলে ভিক্ষা স্বতন্ত্র। তাহা সাক্ষাদ্ভাবে অথবা পত্রদ্বারা জ্ঞাতব্য।

নিবেদক—কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

শ্রীচৈতন্য বাণী

কার্ত্তিক—১৩৭০

৩য় বর্ষ] পদ্মনাভ, ৪৭৭ শ্রীগৌরাব্দ [৯ম সংখ্যা

"কনক-কামিনী, প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী,
ছাড়িয়াছে যারে সেইত বৈষ্ণব।
সেই অনাসক্ত, সেই শুদ্ধ ভক্ত,
সংসার তথায় পায় পরাভব॥" —প্রভুপাদ

"শ্রীদয়িত দাস, কীর্ত্তনেতে আশ,
কর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম রব।
কীর্ত্তন-প্রভাবে, স্মরণ হইবে,
সে কালে ভজন নির্জ্জন সম্ভব॥" —প্রভুপাদ

শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক :—
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ, এম্-এ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, কাব্য-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্।
২। উপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ।
৫। শ্রীগোপীরমণ দাস, বিদ্যাভূষণ।

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ

আকর মঠ :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

১। (ক) শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা২৬।
(খ) ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড; কলিকাতা-২৬।
২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।
৩। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর।
৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, বৃন্দাবন (মথুরা)।
৫। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা।
৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ—২ (অন্ধ্র প্রদেশ)।
৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম)।
৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম)।
৯। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ—চাকদহ (নদীয়া)।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১০। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)।
১১। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)।

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ২৫।১, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ সাহ রোড, টালীগঞ্জ, কলিকাতা-৩৩।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

৩য় বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, কার্ত্তিক, ১৩৭০। ৩০ পদ্মনাভ, ৪৭৭ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ কার্ত্তিক, শনিবার, ২ নভেম্বর, ১৯৬৩। | ৯ম সংখ্যা

শুদ্ধভক্তিই একমাত্র সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বকালিক ধর্ম্ম

বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্ম বা দেশসেবা প্রভৃতির নামে যে সকল কার্য্য জগতের লোকের নিকট বড়ই আদরের ও ধর্ম্মের কার্য্য বলিয়া চলিতেছে, সেই সকল ভগবদ্‌বিমুখ কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির চেষ্টা—নাস্তিক সম্প্রদায়ের অক্ষজ-ভোগময়ী চেষ্টা (emperic activity) মাত্র ; উহাতে ভগবানের সেবার গন্ধমাত্র নাই—কৃষ্ণে ও কৃষ্ণভক্তে ভোগবুদ্ধিমাত্র বিরাজিত। "সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়" প্রভৃতি নাম দিয়া অধোক্ষজে সেবা-বুদ্ধি-রহিত নাস্তিক-সম্প্রদায় মনোধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়া নিজেরা বঞ্চিত ও অপরকে বঞ্চিত করিতেছেন। জগতের সমস্ত লোকও যদি উহাকে 'সত্য' বলিয়া গ্রহণ করে, তথাপি উহা বাস্তব-সত্য হইতে বহুদূরে অবস্থিত। অক্ষজ-জ্ঞানবাদীর চেষ্টা কখনও পরমধর্ম্ম বা সনাতন ধর্ম্ম নহে। অধোক্ষজে অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা নির্ম্মলা সেবাই—জীবমাত্রের পরমধর্ম্ম ও একমাত্র সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম। সেই সেবায় কর্ম্ম-জ্ঞানাদি কৈতব নাই।

মূঢ় অক্ষজজ্ঞানবাদি-সম্প্রদায় নির্ম্মলাভক্তি বা আত্মার স্বভাবজ ধর্ম্মের মধুরিমা উপলব্ধি না করিয়া কৈতব-যুক্ত কর্ম্মজ্ঞানাদিকে ভক্তির সমান বলিয়া মনে করে, কখনও বা ভক্তিকে দুর্ব্বলা মনে করিয়া দুগ্ধের সহিত চুণগোলা মিশাইবার চেষ্টার ন্যায় মনোধর্ম্মের হস্তে পড়িয়া মনে করেন যে, ভক্তির সহিত কর্ম্মজ্ঞানাদি কৈতবযুক্ত বস্তুর সংমিশ্রণ না হইলে ভক্তি কার্য্যকরী হন না। তাঁহারা ভাবেন,—তাহাদের যাজিত মনোধর্ম্মই সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম, আর আত্মধর্ম্ম বা জীবের একমাত্র স্বরূপ-ধর্ম্মই সাম্প্রদায়িকের সঙ্কীর্ণ ধর্ম্ম! এইরূপ বুদ্ধি বিষ্ণুমায়া-বিমোহিত ব্যক্তির দুর্ভাগ্যপরাকাষ্ঠার পরিচয় ব্যতীত আর কিছু নহে। এই সকল ব্যক্তি কখনও চিদ্বিলাস রাজ্যের কথা বুঝিতে পারিবেন না, বা বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না।

পদ্মপুরাণ বলেন—

"আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥"

বিষ্ণুর আরাধনা অপেক্ষা বৈষ্ণবের আরাধনা শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণের আরাধনা অপেক্ষা বৃষভানুনন্দিনীর আরাধনা শ্রেষ্ঠ, নন্দ-যশোদার আরাধনা শ্রেষ্ঠ, শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদামের আরাধনা শ্রেষ্ঠ, রক্তক, পত্রক, চিত্রকের আরাধনা শ্রেষ্ঠ, গোবেত্র-বেণু-বিষাণের আরাধনা শ্রেষ্ঠ।

—শ্রীল প্রভুপাদ

অনর্থবিচার

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৮ম সংখ্যা ১৬৯ পৃষ্ঠার পর)

সেবা ও নামাপরাধ হইতে বৈধভক্তগণ সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবেন। সেবাপরাধ ও নামাপরাধ পৃথক্ করিয়া প্রদর্শিত হইল। বরাহপুরাণ ও পদ্মপুরাণ-মতে সেবাপরাধ পঞ্চবিধ বিভক্ত হয়; যথা—১। সাধ্যমত যত্নাভাব; ২। অবজ্ঞা; ৩। অপবিত্রতা; ৪। নিষ্ঠাভাব; ৫। গর্ব্ব।

শ্রীমূর্ত্তিসেবাসম্বন্ধে যে সকল অপরাধ নানাশাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে, সেই সমুদয় অপরাধ মূল বিচারে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চপ্রকার বলিয়া স্থির করা গেল। সমস্ত অপরাধের বিবৃতি করা দুঃসাধ্য। কতকগুলি অপরাধ যাহা বরাহপুরাণ, পদ্মপুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার সংক্ষেপ বিবৃতি প্রদত্ত হইল।

অর্থ আছে অথচ শ্রীমূর্ত্তি সম্বন্ধে নিয়মিত উৎসব করা হয় না। সামর্থ্য থাকিতেও গৌণোপচার দ্বারা পূজা নির্ব্বাহ করা যায়। যে কালে যে দ্রব্য বা ফল পাওয়া যায়, তাহা যত্ন পূর্ব্বক ভগবান্‌কে দেওয়া যায় না। ভগবানের স্তব, বন্দনা, দণ্ডবন্নতি না করিয়া অবস্থিত হওয়া যায়। প্রদীপ না জ্বালিয়া ভগবন্মন্দিরে প্রবেশ করা। এই প্রকার কার্য্য সকল সাধ্যমত যত্নাভাব হইতে নিঃসৃত হয়।

যানারোহণ বা পাদুকা ব্যবহার পূর্ব্বক ভগবদ্গৃহে গমন, শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে প্রণাম না করা, এক হস্ত দ্বারা প্রণাম, অঙ্গুলি দ্বারা ভগবন্মূর্ত্তি নির্দ্দেশ, শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে প্রদক্ষিণ, শ্রীমূর্ত্তির অগ্রে পাদপ্রসারণ, পর্য্যঙ্কবন্ধনে বসিয়া স্তবপাঠ, শ্রীমূর্ত্তির অগ্রে শয়ন-ভোজন ইত্যাদি শারীর কর্ম্ম, উচ্চৈঃস্বরে ভাষণ, পরস্পর কথোপকথন, বিষয়ান্তর চিন্তায় রোদন, কলহ, অন্য ব্যক্তির বিষয় আলোচনা, অধোবায়ু পরিত্যাগ, আনীত দ্রব্যের অগ্রভাগ অন্যকে দিয়া অবশিষ্টাংশ ভগবন্নৈবেদ্যে অর্পণ, শ্রীমূর্ত্তির দিকে পৃষ্ঠ করিয়া উপবেশন, শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে অন্যকে অভিবাদন, অকালে শ্রীমূর্ত্তি দর্শন (যে সময়ে বাহির হয়, সেই সময় ব্যতীত অন্য সময় অকালে) এই প্রকার কার্য্য সকল সেবা সম্বন্ধে অবজ্ঞা।

উচ্ছিষ্টলিপ্ত বা অন্যপ্রকার অশুচিদেহে ভগবন্মন্দিরে গমন, পশুলোমযুক্ত বস্ত্রাদির সহিত শ্রীমূর্ত্তির সেবাকরণ, পূজা সময়ে থুৎকার, সেবা সময়ে অন্য বিষয়ে চিন্তা ইত্যাদি নানাপ্রকার অপবিত্রতা বর্ণিত আছে।

ভবগৎসেবার পূর্ব্বে জল গ্রহণ, অনিবেদিত অন্নজলাদি গ্রহণ, নিত্য শ্রীমূর্ত্তি ও তৎসেবাদি দর্শন না করা, নিজ প্রিয়বস্তু ও কালোদিত সুখাদ্য ফলাদি অর্পণ না

করা, হরিবাসর না করা ;—এই সকল নিষ্ঠাভাব।

সেবাকালে আপনাকে অকিঞ্চন ভগবদ্দাস বলিয়া জানা কর্ত্তব্য। তাহা না করিয়া আপনার প্রশংসা-কীর্ত্তন বা আপনাকে শ্রেষ্ঠ পূজক বলিয়া অভিমান করার নাম সেবাকালীন গর্ব্ব। অনেক সামগ্রী ও আড়ম্বরের সহিত শ্রীমূর্ত্তি সেবা করিয়া আপনার মহত্ত্ব বিবেচনা করিলে গর্ব্ব হয়।

এই পঞ্চপ্রকার সেবাপরাধ হইতে সতর্ক থাকিয়া শ্রীমূর্ত্তির সেবা করিবেন। সেবাপরাধগুলি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠাতা, পূজারী ও সাধারণ ভক্ত সম্বন্ধে যথাযথ বিভক্ত হয়। ভজনশীল ব্যক্তিমাত্রেরই নামাপরাধ যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জনীয়।

নামাপরাধ দশ প্রকার ; যথা—

১। সাধুনিন্দা ; ২। শিবাদি দেবতাকে ভগবান্ হইতে স্বতন্ত্র জ্ঞান ; ৩। গুর্ব্বজ্ঞা ; ৪। বেদশাস্ত্র ও তদনুগত শাস্ত্রনিন্দা ; ৫। হরিনামের মহিমাকে প্রশংসা মাত্র বলিয়া জ্ঞান ; ৬। প্রকারান্তরে হরিনামের অর্থকল্পনা ; ৭। হরিনাম বলে পাপে প্রবৃত্তি ; ৮। অন্য শুভ কর্ম্মের সহিত হরিনামের তুল্যতাজ্ঞান ; ৯। অশ্রদ্দধান ব্যক্তির প্রতি হরিনামোপদেশ ; ১০। নাম মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও হরিনামে অপ্রীতি।

নৈতিক ধর্ম্মশাস্ত্রে পরনিন্দা মাত্রই দোষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। তথাপি দোষতারতম্য বিচার পূর্ব্বক তাত্ত্বিক ধর্ম্মশাস্ত্রে অর্থাৎ ভক্তিশাস্ত্রে সাধুনিন্দাকে প্রধান অপরাধ মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে। যাহাদের সাধুনিন্দায় প্রবৃত্তি, তাহাদের সাধুসঙ্গ অভাবে ভক্তিবৃত্তি সমৃদ্ধ হয় না। কৃষ্ণ-পক্ষের চন্দ্র যেমত দিন দিন ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, বৈষ্ণবের হৃদয়স্থিত ভক্তিবৃত্তি তদ্রূপ সাধুনিন্দা ক্রমে ক্ষয় হইতে থাকে। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হইলেও ভক্তসাধুর সঙ্গাভাবে ও সাধুনিন্দা অপরাধে ভক্তিবৃত্তিটী জনগণের হৃদয়ে লুক্কায়িত হইয়া পড়ে। অনেক স্থলে লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, বৈষ্ণবনিন্দাদোষজনিত অপরাধক্রমে বর্ণাশ্রমাচার-নিষ্ঠ পুরুষগণ ক্রমশঃ অধঃপতিত হইয়া নিরীশ্বর নৈতিক ও অবশেষে নীতি বিহীন হইয়া পশুবৎ অবস্থান করেন। অতএব সাধুনিন্দা সর্ব্বদা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

যাঁহারা শিবাদি দেবতাকে একটী একটী ভিন্ন দেবতা জ্ঞান করেন এবং ভগবান্‌কে তাঁহাদিগের হইতে পৃথক্ জানেন, তাঁহারা সুতরাং বহ্বীশ্বরবাদী হইয়া পড়েন। তাঁহারা নিষ্ঠা শূন্য, অতএব ভক্ত নহেন। পরমেশ্বর বাস্তবিক এক, ইহাই তত্ত্বজ্ঞান। তত্ত্বজ্ঞানশূন্যতাপ্রযুক্ত তাঁহারা অজ্ঞান, অতএব তাঁহারা অপরাধী। হরিনাম বলিলে শিবাদি দেবতার নাম তাহা হইতে ভিন্ন হয় না। অতএব শিবাদি দেবতাগণকে হয় ভগবদবতার বিশেষ বলিয়া জানা উচিত, নতুবা ভগবদ্ভক্ত বলিয়া জানা কর্ত্তব্য। এস্থলে এরূপ প্রতিবাদ হইতে পারে যে, শিবই পরম পুরুষ এবং বিষ্ণু তাঁহার অবতার। অতএব শিবনামে নিষ্ঠাপূর্ব্বক বিষ্ণুনাম স্বতন্ত্র জানিবে না। এই প্রকার বাদ-প্রতিবাদ করাকে সাম্প্রদায়িক তর্কবলে, যাহাতে অবশেষে কোন ফল হয় না। একমাত্র পরমেশ্বরের ভজনই প্রয়োজন। হরিনামে নিষ্ঠা করাই আবশ্যক। যেহেতু নির্গুণ তত্ত্বই চরম তত্ত্ব। সত্ত্ব-রজ-স্তমোগুণবিশিষ্ট দেবতা সকলকে ভগবদবতার জানিয়া তাঁহাদের প্রতি অসূয়া রহিত হইয়া একমাত্র নির্গুণ বা বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণাধিষ্ঠিত হরির ভজনই কর্ত্তব্য। বেদশাস্ত্র ও তদনুগত শাস্ত্রদর্শিত পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য প্রকার কল্পনা করিলে উৎপাত ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

যে যে শাস্ত্রে শিব, প্রকৃতি, গণেশ, সূর্য্য ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা উপাসনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, সেই সেই শাস্ত্রে তাঁহাদিগকে সগুণ দেবতা বা নির্গুণ ব্রহ্ম লাভের কল্পিত উপায় বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। বৈষ্ণবশাস্ত্রে হরিকে সচ্চিদানন্দ সাকাররূপ পরমতত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। হরিসেবনদ্বারা ব্রহ্মলাভ হয়, এরূপ সিদ্ধান্ত নাই। অতএব কল্পিত দেবস্বরূপকে সাধ্যরূপের সহিত তুলনা করা যায় না। সিদ্ধস্বরূপ

বলিয়া শিবাদি দেবতার প্রতিষ্ঠা করিলে অদ্বৈতবাদ ও ভক্তিবাদ উভয়ই নষ্ট হয়। অতএব শাস্ত্র পরিবর্ত্তন না করিয়া দেবতাকে ভগবদ্ভক্ত বা গুণাবতার বলাই পণ্ডিত লোকের কর্ত্তব্য। তাহা না করিলে নিত্যসিদ্ধ স্বরূপের প্রতি অপরাধ হইবে।

গুর্ব্ববজ্ঞা একটী প্রধান অপরাধ। যে পর্য্যন্ত সাধকের গুরুতে অচলা শ্রদ্ধা না হয়, সে পর্য্যন্ত তদ্দত্ত উপদেশ সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইবে না। বিশ্বাস না হইলে ভজনক্রিয়াদি ঘটে না। অতএব দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু সকলকেই অচলা শ্রদ্ধা করিবে। যাঁহার মহদতিক্রম করার বুদ্ধি প্রবলা হয়, তাঁহার গুর্ব্ববজ্ঞা অপরাধে পরম তত্ত্বে নিষ্ঠা জন্মে না।

ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব এই চারিটী বেদ ও তদনুগত পুরাণ সকল, মহাভারত, বিংশতি ধর্ম্ম-শাস্ত্র ও পঞ্চরাত্র প্রভৃতি সাত্ত্বিকতন্ত্র সমস্তই হরিনামের মহিমা ও হরিভক্তির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। সেই সকল শাস্ত্রই যথার্থ শাস্ত্র। তাঁহাদের নিন্দা করিলে কখনই ভক্তিতত্ত্বের উন্নতি হয় না। সেই সমস্ত শাস্ত্রের প্রতি অনাদর করিয়া যাঁহারা কোন নূতন প্রকার হরিভক্তির পন্থা আবিষ্কার করেন, তাঁহারা ক্রমশঃ জগতের উৎপাত-স্বরূপ হইয়া পড়েন। নবীন নবীন স্বেশ্বরমত-সমূহই ইহার উদাহরণ। দত্তাত্রেয়, বুদ্ধ, ব্রাহ্ম, থিয়সফিষ্ট প্রভৃতি মতনিচয়ের আলোচনা করিলেই ইহা স্পষ্ট প্রতীত হইবে। ইহার মূল তাৎপর্য্য এই যে, সাধ্যবস্তুর সাধনোপায় একই প্রকার সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হইবে। দেশ বিদেশে ভাষাভেদে ও ব্যবহার ভেদে সাধন প্রক্রিয়া কিছু কিছু ভেদ হইলেও তাৎপর্য্যে সে সমুদয়ই এক। বিজ্ঞানচক্ষের নিকট তাহাতে ভেদ প্রতীত হয় না। বেদশাস্ত্র নিত্য। তাঁহাতে যে সাধন প্রক্রিয়া লিখিত আছে, তাহা সনাতন। তদনুগত শাস্ত্রে যে যে প্রক্রিয়া লিখিত আছে, সে সমুদয়ই বেদ সম্মত প্রক্রিয়া। যিনি দাম্ভিকতা দ্বারা চালিত হইয়া নূতন প্রক্রিয়ার আবিষ্কর্ত্তা হইতে ইচ্ছা করিয়া নূতন মত প্রকাশ করিয়াছেন বা করিবেন, তাঁহার মত কেবল স্বকপোলকল্পিত দাম্ভিক মত মাত্র। তাহাতে সার না থাকায়, সেই মতস্থ ব্যক্তিগণের যে হরিভক্তি তাহাও উৎপাত হইয়া পড়ে।

অনেক পুণ্যকর্ম্ম আছে, যাহার ফল সমূহ বাস্তব নয়, কেবল বহির্ম্মুখ লোকের প্রবৃত্তির জন্য ঐ সকল ফল কীর্ত্তিত হইয়াছে। সেই সকল ফলকীর্ত্তনকে লোকে সেই সেই কর্ম্মের প্রশংসা বলিয়া থাকে। হরিনামের মাহাত্ম্য শুনিয়া অনেক দুর্ভাগালোক তাহাকেও প্রশংসা বলিয়া উক্তি করে। হরিনামের সমস্ত ফলই সত্য, বরং তাহাতে আর কত কত ফল আছে, তাহা শাস্ত্রে কীর্ত্তন করিতে পারেন নাই। যত প্রকার ভজন সঙ্কেত আছে, সমস্ত সঙ্কেতের মধ্যে হরিনামই সঙ্ক্ষিপ্তসার স্বরূপ। যাহারা হরিনামের মাহাত্ম্যকে প্রশংসা মনে করে, তাহারা অপরাধী।

প্রকারান্তরে হরিনামের অর্থ কল্পনা করা একটী অপরাধ। 'হরি'-শব্দে সহজেই পরমরসাধার সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝায়। শ্রীবিগ্রহতত্ত্ব উত্তমরূপে বুঝিতে সমর্থ না হইয়া কেহ কেহ হরিকে নিরাকাররূপে চিন্তা করতঃ 'ব্রহ্ম'-শব্দ ও 'হরি'-শব্দ একার্থ মনে করিয়া একটী নিরাকার হরির কল্পনা করেন। পাছে 'হরি' বলিলে 'কৃষ্ণ'-তত্ত্বকে উদ্দেশ করে, এই ভয়ে কেহ কেহ হরিনাম উচ্চারণ করিবার সময় চিদানন্দ "হরি" "নিরাকার হরি" এই গুণবাচক শব্দের সহিত হরিনাম উচ্চারণ করেন, তাহাতে হরিনামের অর্থান্তর কল্পনা করা হয়। ইহা একটী বিশেষ অপরাধ। যাহারা এই অপরাধ করিয়া থাকে, তাহাদের হৃদয় শুষ্ক জ্ঞানাক্রান্ত হইয়া ক্রমশঃ রসশূন্য হইয়া যায়।

হরিনামবলে যে স্থলে পাপ করিবার সাহস জন্মে, সে স্থলে একটী প্রকাণ্ড অপরাধ উপস্থিত হয়। পাপপ্রবৃত্তি ও বিষয়ানুরাগ-নিবৃত্তির সমমানে হরিনামে অনুরাগ হয়। যাঁহারা হরিনাম আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের স্বভাবতঃ পাপে রুচি হয়না। তবে যে কেহ কেহ সর্ব্বদা হরিনামের মালা হাতে করিয়া থাকেন এবং অপ্রকাশ্যরূপে অনেক পাপাচরণ করেন,

তাহা তাঁহাদের দুর্ভাগ্যজনিত শঠতা মাত্র। কেহ কেহ এরূপ দুর্ভাগ্য যে, পাপকার্য্য উপস্থিত হইলে তাহা করিবার সময় মনে করেন যে, সময়ান্তরে হরিনামের দ্বারা এই পাপ দূর করিব, আপাততঃ পাপের আশ্রয়ে স্বকার্য্য উদ্ধার করিয়া লই। এই সমস্ত অপরাধশূন্য হইয়া হরিনামাশ্রয় করা জীবের কর্ত্তব্য।

যজ্ঞ, তপস্যা, যোগ, স্বাধ্যায়, বর্ণধর্ম্ম, আশ্রমধর্ম্ম, আতিথ্য প্রভৃতি বহুতর পুণ্যকর্ম্ম আছে। যাহারা কর্ম্মজড়, তাহারা হরিনামকেও একটি কর্ম্মবিশেষ মনে করিয়া অন্যান্য পুণ্যকর্ম্মের সমান বলিয়া জানে। এটী একটী মহৎ অপরাধ। কোথায় অনিত্যকর্ম্ম ও কোথায় নিত্যানন্দ স্বরূপ হরিনাম!

যাহারা নাস্তিক, নিতান্ত নৈতিক বা কর্ম্ম-পরায়ণ, তাহাদের চিত্তশুদ্ধ না হইলে, তাহারা হরিনামের অধিকারী হইতে পারে না। অনধিকারী ও অশ্রদ্দধান ব্যক্তিকে হরিনাম উপদেশ করা কেবল উষরক্ষেত্রে বীজবপনস্বরূপ নিরর্থক কর্ম্ম। যিনি দক্ষিণার লালসায় অশ্রদ্দধান ব্যক্তিকে হরিনাম দান করেন, তিনি হরিনাম বিক্রয়ী। অতি তুচ্ছ বিনিময়ের জন্য অমূল্য রত্ন ক্ষয় করিয়া স্বয়ং হরিভজন হইতে চ্যুত হন।

চিন্ময় নামমাহাত্ম্য-সমুদয় শ্রবণ করিয়াও যাহার জড়ীয় অহংতা ও মমতাপরবশে হরিনামে প্রীতি জন্মিল না, সে নিতান্ত দুর্ভাগা। তাহার কোন মঙ্গল হইতে পারে না। সে ব্যক্তি অপরাধী।

এবংবিধ দশটী অপরাধশূন্য হইয়া শুদ্ধভক্ত ভগবদ্ভজন করিতে থাকিবেন। বৈধভক্তগণ ভগবন্নিন্দা ও ভাগবত-নিন্দার অনুমোদন বা সহায়তা করিবেন না। যদি কোন সভায় সেইরূপ নিন্দা হইতে থাকে, তবে যোগ্যতা থাকিলে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবাদ করিবেন। যেখানে প্রতিবাদের ফল না হইবে, সেখানে বধিরের ন্যায় থাকিবেন, তাহাতে কর্ণপাত করিবেন না। যোগ্যতা না থাকিলে, তৎক্ষণাৎ সে স্থান পরিত্যাগ করিবেন। যদি গুরুদেবের মুখেও ঐরূপ নিন্দা শুনা যায়, তাঁহাকেও বিনীতভাবে তজ্জন্য সতর্ক করিবেন। যদি তিনি নিতান্ত-পক্ষে বৈষ্ণবদ্বেষী হন, তখন তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য উপযুক্ত পাত্রকে গুরুত্বে বরণ করিবেন।

এবম্ভূত দশবিধ নিষিদ্ধাচার পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈধভক্তগণ পঞ্চবিধ ভগবদনুশীলন দ্বারা ভক্তিবৃত্তির উন্নতি সাধনে সর্ব্বতোভাবে যত্ন করিবেন।

—ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব

[ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ, এম্-এ]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৩য় বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১২৭ পৃষ্ঠার পর)

পরব্রহ্ম (শ্রীকৃষ্ণ) 'অনাদি' ও 'আদি'

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥

শ্রীচৈতন্যবাণীর পূর্ব্ব পূর্ব্বসংখ্যায় শ্রীকৃষ্ণই পরমঈশ্বর, তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ এই সকল বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে। বর্ত্তমান সংখ্যায় তিনি যে 'অনাদি' ও 'আদি' এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইতেছে। **শ্রীকৃষ্ণ 'অনাদি' বলিতে কি বুঝায়?** তাঁহার পূর্ব্বে আর ছিল না—সুতরাং তাঁহার কারণ নাই। চতুঃশ্লোকী ভাগবতের প্রথম শ্লোকটীর প্রথমার্দ্ধ হইতেছে—

"অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যৎ যৎ সদসৎপরম্" ভাঃ ২।৯।৩২ —অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র আমিই ছিলাম, স্থূল,

সূক্ষ্ম ও এতদুভয়ের কারণভূত প্রধান বা প্রকৃতি পর্য্যন্ত আমা হইতে পৃথকরূপে অন্য কিছুই ছিল না। কৃষ্ণের কোন কারণ নাই, কারণ হইতে তাঁহার উৎপত্তিও নাই, সৃষ্টির পূর্ব্বে তিনিই এক এবং অদ্বিতীয় সত্তা ছিলেন। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে চিৎ-অচিৎ যাহা কিছু আছে, তৎসমূহের কারণ এবং সেই কারণগুলিরও পূর্ব্ববর্ত্তী কারণসমূহের অন্বেষণ করিলে যে মূল কারণ পাওয়া যায়, উহা অনন্ত ক্রিয়াশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ইচ্ছাশক্তিবিশিষ্ট অখণ্ড জ্ঞানস্বরূপ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ। যে বস্তুরই কারণ আছে, সেই কারণ হইতেই তাহার উৎপত্তি। কৃষ্ণের কারণ নাই, সেজন্য তাঁহার উৎপত্তি বা জন্মও নাই। গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্ত্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ গী ১০।৩

অর্থাৎ যিনি আমাকে অনাদি, অজ ও সর্ব্বলোকের মহেশ্বর বলিয়া জানেন, তিনি মর্ত্ত্যলোক মধ্যে মোহশূন্য হইয়া প্রাপঞ্চিক বুদ্ধিরূপ সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হন।

যে বস্তুর আদি অর্থাৎ কারণ আছে—সেই কারণ হইতেই তাহার জন্ম; জন্মের পর বিবিধ বিকারের মধ্য দিয়া বাঁচিয়া থাকে এবং শেষে সেই কারণে লীন হয় অর্থাৎ বিনাশ বা মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। কৃষ্ণের কারণ নাই, তাঁহার জন্ম নাই সেজন্য কোন বিকারও নাই। তিনি অনন্তকাল তাঁহার স্বরূপে অবস্থিত থাকেন। এই অনাদিত্বহেতু কৃষ্ণকে নিত্য, অব্যয়, অবিকারী ও বিনাশ-হীন বলা হয়।

শ্রীকৃষ্ণ 'আদি' বলিতে কি বুঝায়? শ্রুতিতে বলা হইয়াছে "আদিঃ সঃ" (শ্বেত) তিনি আদি অর্থাৎ প্রথম। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সৃষ্টির পূর্ব্বে তিনিই এক এবং অদ্বিতীয় ছিলেন—দ্বিতীয় কোন বস্তু ছিল না। তিনিই প্রথম সত্তা। তাঁহার যে বিভিন্ন ভগবৎস্বরূপ বা ভগবতীস্বরূপ কিংবা তাঁহার গোলোক-বৈকুণ্ঠাদি অপ্রাকৃতধাম তৎসমস্ত কৃষ্ণেরই প্রকাশ—কৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের কোন ভেদ নাই—লীলাময় স্বয়ং কৃষ্ণই আপনাকে ঐ সকল ভগবান্ ও ভগবতীরূপে প্রকাশ করিয়া লীলা করিতেছেন। অপ্রাকৃতধামসমূহও কৃষ্ণেরই প্রকাশ। কৃষ্ণেরই অপ্রাকৃত চিচ্ছক্তির বৃত্তি সন্ধিনীশক্তি আপনাকেই গোলোক-বৈকুণ্ঠাদি ধামরূপে প্রকাশিত করিয়াছেন। ইঁহাদের বিশ্বের ন্যায় উৎপত্তি হয় নাই—ইঁহারা কৃষ্ণের পরিণাম বা কার্য্যাবস্থা নহেন। স্বয়ং কৃষ্ণই আপনাকে ঐ সকল ভগবান্-ভগবতীরূপে এবং গোলোক-বৈকুণ্ঠাদিধাম রূপে প্রকাশ করিয়া লীলা করিতেছেন। এইকারণ কৃষ্ণকে 'আদি' বলা হইয়াছে। ['প্রকাশ' ও 'পরিণাম' দুইটী ব্যাপারে প্রভেদ আছে। যে বস্তুর সহিত অভেদ সম্বন্ধ উহার বিস্তারকে প্রকাশ বলা হয়। কৃষ্ণের বহিরঙ্গা মায়াশক্তি ক্রমিক পরিবর্ত্তনের মধ্যদিয়া প্রাকৃত বিশ্বে পরিণত হইয়াছে, উহা মায়াশক্তির পরিণাম। শক্তি এইভাবে পরিণাম বা কার্য্যাবস্থা প্রাপ্ত হইলে জড়বস্তুতে পরিণত হয় এবং ঐ কার্য্যাবস্থা অন্তিমে কারণে লয় প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ভগবৎস্বরূপগণ বা ভগবতী-গণ কিংবা গোলোক-বৈকুণ্ঠাদি অপ্রাকৃতধাম কোন শক্তির পরিণাম বা কার্য্যাবস্থা নহেন। উঁহারা কৃষ্ণের চিৎশক্তির **প্রকাশ**—অর্থাৎ চিৎশক্তিই বিশেষ বিশেষ-রূপে প্রকাশিত—সেজন্য উঁহারা চিন্ময় বা চিদ্বস্তু। শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন—এজন্য কৃষ্ণের সন্ধিনীশক্তির প্রকাশ-সমূহ কৃষ্ণেরই প্রকাশ। সর্ব্বকারণকারণ কৃষ্ণ তাঁহার প্রকাশসমূহেরও কারণ—কিন্তু এই প্রকাশসমূহ পরিণাম বা কার্য্যাবস্থা না হওয়ায় তাহারাও প্রলয়হীন ও নিত্য। কৃষ্ণ যেমন নিত্য ও প্রলয়হীন তাঁহার ভগবৎস্বরূপগণ বা গোলোক-বৈকুণ্ঠাদিধাম সমূহও তদ্রূপ। এইজন্য কৃষ্ণ তাঁহার ইচ্ছানুসারে ধামসমূহকেও যখন যেখানে ইচ্ছা প্রকাশ করিতে পারেন—যখন তিনি স্বয়ংরূপে ব্রহ্মাণ্ডে লীলা করেন তখন গোলোকধামকে বৃন্দাবনধামরূপে প্রকাশ করেন। কৃষ্ণ ভক্তের-হৃদয়েও গোলোকধামকে প্রকাশিত করিতে পারেন। কৃষ্ণকে সকলের 'আদি' বলা হয়, তাহার কারণ লীলারম্ভের পূর্ব্বে তিনি একাকীই ছিলেন—লীলা সম্পাদনের জন্য তিনিই ঐ সকল ধামরূপে আপনাকে

প্রকাশ করেন। প্রাকৃত বস্তুর ন্যায় ঐ সকল ধামসমূহ সৃষ্ট হয় নাই।] প্রাকৃত বিশ্ব ও গোলোক-বৈকুণ্ঠাদি অপ্রাকৃত ধাম সম্বন্ধে বিভিন্ন শাস্ত্রে যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহা এইরূপ—

চিদচিৎ বিশ্বের সর্ব্ব নিম্নে প্রাকৃত বিশ্ব। আমরা যে ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত ভূলোক বা পৃথিবীতে বাস করি এরূপ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড শ্রীভগবানের ইচ্ছায় আকাশমার্গে পরস্পরের আকর্ষণে অবস্থিত। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য এই সাতটী উর্দ্ধ্বলোক এবং অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, রসাতল, মহীতল ও পাতাল—এই সাতটী নিম্নলোক—সর্ব্বসমেত এই চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক এক একটী ব্রহ্মাণ্ড। এইরূপ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকে পরিবেষ্টন করিয়া পরিখার ন্যায় এক মহা-সমুদ্র আছে—উহার নাম কারণার্ণব। [সাংখ্যাচার্য্যগণ এই কারণার্ণবকেই মূলপ্রকৃতি বলেন। তাঁহাদের মতে এই মূলপ্রকৃতি স্বতঃ পরিণামশীলা হওয়ায় উহা হইতে ক্রমশঃ মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্বাদিক্রমে পরিণামপ্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ স্থূল ব্রহ্মাণ্ডে পরিণত হইয়াছে।] প্রাকৃত বিশ্বের আকাশকে ভূতাকাশ বা প্রাকৃতব্যোম বলা হয়। উহা সীমাবদ্ধ ও পরিমিত। উহা হইতে উদ্গত শব্দ প্রাকৃত, জড় ও সসীম বস্তুকে নির্দ্দেশ করে। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ড সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণাত্মক প্রকৃতির দ্বারা সৃষ্ট সুতরাং প্রাকৃত। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় কার্য্য করিবার জন্য স্বয়ং ভগবানের ইচ্ছানুসারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র আছেন। এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত সত্যলোকে (প্রাকৃত বিশ্বের সর্ব্বোর্দ্ধলোক) সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, ক্ষীরোদসাগর মধ্যস্থ শ্বেতদ্বীপে বিষ্ণু এবং কৈলাস পর্ব্বতে রুদ্রদেব নিজ নিজ পার্ষদগণ সহ অবস্থান করেন। সৃষ্টিকালে উক্ত কারণার্ণবরূপ মহাসমুদ্র হইতে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব হয়। আবার মহাপ্রলয়কালে ঐ সকল ব্রহ্মাণ্ড কারণার্ণবে লীন হইয়া যায়।

কারণার্ণবের পরপারে যে সকল ধাম আছে উহা প্রাকৃত নহে। ঐ সকলধাম সৎ, চিৎ ও আনন্দময়। কারণার্ণবের পরপারে প্রথম ধাম হইতেছে **সিদ্ধলোক।** [কেহ কেহ এই সিদ্ধলোককে ব্রহ্মধাম বলিয়া থাকেন। উহাতে কিন্তু বুঝিতে হইবে না যে, উহা সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার ধাম। কারণ ব্রহ্মার ধাম প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে উহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। 'ব্রহ্মধাম' বলিতে জ্যোতির্ম্ময় ধাম (নির্ব্বিশেষ মোক্ষধাম)। জ্ঞানিগণ সাযুজ্যমুক্তি (মোক্ষ) প্রাপ্ত হইয়া এই ধামে অবস্থান করেন।]

সিদ্ধলোকের উর্দ্ধে **পরব্যোম**। উহার আকাশকে অপ্রাকৃত আকাশ বা পরব্যোম বলা হয়। উহা অপ্রাকৃত ও অসীম (Infinite plane)। উহা হইতে উদ্গত শব্দ অসীম, অনন্ত ও অপ্রাকৃত। এখানে স্থান, কাল, অনন্তকোটি ভগবদ্ধাম, ভগবৎপার্ষদ ও পরি-করগণ সবই নিত্য। এখানে বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ বা অতীত বলিয়া কিছু নাই। এখানকার উদ্গত শব্দই ব্রহ্ম। এই শব্দব্রহ্ম বা ভগবৎ-নাম অপ্রাকৃত—প্রাকৃত ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে—

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥"

এই পরব্যোমে ঘনীভূত সচ্চিদানন্দময় অনন্ত বৈকুণ্ঠ। এখানে স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণই বাসুদেবরূপে সমগ্র পরব্যোমের এবং অনন্ত বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর হইয়া তাঁহার অনন্ত ঐশ্বর্য্য ও অনন্তশক্তির প্রকাশ করিয়া চিদচিৎ বিশ্বের নিয়ন্তা ও নিয়ামক হইয়া বিরাজ করিতেছেন। এখানে পূর্ণ-তত্ত্ব বাসুদেব স্বীয় অংশে ত্রিমূর্ত্তি হইয়াছেন—এই ত্রিমূর্ত্তির নাম সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। লীলার প্রয়োজনানু-সারে কৃষ্ণ এই ত্রিমূর্ত্তির প্রত্যেককে এক একটী শক্তির প্রাধান্য দিয়াছেন। সঙ্কর্ষণ ক্রিয়াশক্তি প্রধান, প্রদ্যুম্ন জ্ঞানশক্তি প্রধান এবং অনিরুদ্ধ ইচ্ছাশক্তি প্রধান। বাসু-দেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চারিমূর্ত্তির ব্যূহকে শ্রীকৃষ্ণের আদিব্যূহ বলা হয়। বাসুদেবরূপে তিনি পরব্যোমের অধীশ্বর হইয়া বিশ্বের নিয়ন্তা ও নিয়ামক হইয়া থাকিলেও গোলোক কৃষ্ণশূন্য হইল ইহা যেন মনে

ধামই (ব্রজপুর—দ্বারকাপুর—মথুরাপুর) কৃষ্ণধাম। গোলোক ধামের নীচে **অযোধ্যাধাম**—এখানে শ্রীভগবান্ সীতারাম-রূপে বিরাজিত। এখানে ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য অপেক্ষা মর্য্যাদারই প্রাধান্য, সেজন্য এই ধামকে মর্য্যাদাধাম বলা হয়।

কোন কোন পুরাণে-কারণ সমুদ্রের অব্যবহিত ঊর্দ্ধে **সিদ্ধধাম** (জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মধাম বা নির্ব্বিশেষ মোক্ষধাম) এবং সিদ্ধধামের ঊর্দ্ধে **শিবধাম** (কৈবল্যধাম) এবং উহার ঊর্দ্ধে পরব্যোম (গোলোকের নিম্নার্দ্ধ—ঐশ্বর্য্যধাম বা নারায়ণপুর), উহার ঊর্দ্ধে অযোধ্যাধাম এবং উহার ঊর্দ্ধে কৃষ্ণধাম (মথুরাপুর—দ্বারকাপুর—ব্রজপুর) বিরাজিত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত ভূলোক অর্থাৎ পৃথিবীতে অবস্থান করিয়া সাধক যখন গুরুপদাশ্রয়রূপ ভক্তিবীজ লাভ করেন, তখন ভক্তির অনুশীলনক্রমে ভক্তিলতা ক্রমশঃ ভূলোকের ঊর্দ্ধে ভুবর্লোক (অন্তরীক্ষ), স্বর্গলোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক অতিক্রম করিয়া বিরজার পরপারে সিদ্ধলোক (জ্যোতির্ম্ময় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মধাম), উহার ঊর্দ্ধে পরব্যোম (বৈকুণ্ঠ, নারায়ণপুর) এবং উহার ঊর্দ্ধে অযোধ্যাধাম, তাহারও ঊর্দ্ধে কৃষ্ণধাম বা গোলোকধামের ঊর্দ্ধে কেবল মাধুর্য্যময় ব্রজপুরে শ্রীনন্দনন্দনের সেবা লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতে পারে।

প্রাকৃত সসীম মায়াসৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডের মায়িকজলে পরব্যোমের বস্তুসমূহ সবই বিপরীতভাবে দৃষ্ট হয়। যেমন কোন জলাশয়ে কোন বৃক্ষ প্রতিবিম্বিত হইলে ঐ প্রতিবিম্ব বা বৃক্ষটীর প্রতিচ্ছায়া উল্টা হইয়া অর্থাৎ বৃক্ষের ঊর্দ্ধদিক জলের নীচের দিকে ঝুলিতে দেখা যায় এবং অধোদিক (মূলকাণ্ডাদি) জলের ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্ট হয়, ঠিক সেইরূপ মায়িক সংসারজলে জড়াপ্রকৃতিতে পরব্যোম-স্থিত জগতের যে প্রতিবিম্ব পড়ে, উহা উল্টা বা বিপরীত দৃষ্ট হয়। প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের আকাশ বা আকাশে জাত শব্দ সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্মবস্তু, উহা সকলের ঊর্দ্ধে অবস্থিত। উহার নীচের বায়ু ও তজ্জাত সূক্ষ্ম স্পর্শ, উহার নীচে তেজঃ ও তজ্জাত সূক্ষ্ম রূপ, উহার নীচে জল ও তজ্জাত সূক্ষ্মবস্তু রস, উহার নীচে ক্ষিতি ও তজ্জাত সূক্ষ্মবস্তু গন্ধ-তত্ত্ব অবস্থিত। পরব্যোমের সর্ব্ব নিম্নে অবস্থিত অপ্রাকৃত শব্দ বা শব্দ-ব্রহ্ম এবং প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের শব্দ এক বস্তু নহে। পরব্যোমের অপ্রাকৃত নাম চিন্ময়, এই নাম ও নামীতে অভেদ। প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের নাম ও নামীতে ভেদ আছে। এখানে নাম যে বস্তুকে নির্দ্দেশ করে, ঐ বস্তু ও নামের মধ্যে কাল ও স্থানের ব্যবধান আছে; কিন্তু পরব্যোমের চিন্ময় নাম ও উহার নির্দ্দিষ্ট নামীতে কাল ও স্থান ব্যবধান সৃষ্টি করিতে পারে না। প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে 'জল' এই শব্দটী উচ্চারণ করা মাত্র তৃষ্ণা দূর হয় না, কারণ জল এই শব্দটী যে জড়বস্তুকে নির্দ্দেশ করে, উহা আনিতে সময় লাগে এবং কোন স্থান হইতে উহা আনিতে হয়। কিন্তু পরব্যোমের উদ্গত শব্দ-ব্রহ্ম সাধু-মহাজনগণের সেবোন্মুখ জিহ্বায় উচ্চারিত হওয়া মাত্র কৃপাপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎই আবির্ভূত হন এবং সাধু-মহাজনগণ শ্রৌতপন্থায় (মহাজন-পরম্পরায় শুনিতে শুনিতে) এই অপ্রাকৃত হরিনাম যখন শ্রদ্ধালু শুশ্রূষু প্রণতচিত্ত সাধকের কর্ণে প্রবিষ্ট করান, তখন উহা সাধকের চিত্তের অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করে। এজন্য এই অপ্রাকৃত হরিনাম সাধুগুরুর মুখেই শুনিতে হয়, ছাপান গ্রন্থ হইতে এই নাম গ্রহণ করিয়া উচ্চারণ করিলে উহা শক্তিশালী হয় না।

শ্রুতিতে বর্ণিত আছে যে, পরব্যোমে প্রাকৃতসূর্য্য উদিত হন না। সেখানে সূর্য্যের উদয় বা অস্ত নাই। বিশ্বের সূর্য্য মণ্ডলের গ্রহাদির ন্যায় সেখানে গ্রহাদি সূর্য্যের চারিদিকে আবর্ত্তন করেন না—স্ব স্ব ধামে স্থির-ভাবে বিদ্যমান থাকেন। পরব্যোমে শীত গ্রীষ্মাদি ঋতু নাই—সেখানে নিত্যসুখদায়ক ঋতু। সন্ধিনীশক্তি স্বয়ং পরব্যোমের সকল ধামকে যখন যেরূপ প্রয়োজন, সেইরূপ অবস্থায় রক্ষা করেন।

দক্ষিণ ভারতীয় তীর্থ পরিক্রমা

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রমোদ পুরী মহারাজ]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩য় বর্ষ ৫ম সংখ্যা ১১৬ পৃষ্ঠার পর)

১৮।১১—এর্ণাকুলাম জংসন। ভোর ৩টায় পৌছাই, এখান হইতেই আমাদের মিটার গেজের ৩১৫১ নং গাড়ী বদলাইয়া পূর্ব্বের ব্রড্ গেজের ১৯১১ নং গাড়ীতে উঠিতে হয়। সমস্তদিনই এই ষ্টেশনে থাকিতে হয়। ষ্টেসনে কাকের বড় উৎপাত। এখানে কোন দর্শন নাই, তবে অনেকেই এখান হইতে ১।১॥০ মাইল হাঁটিয়া সমুদ্র তটস্থ কোচিন বন্দর ও জাহাজ নির্ম্মাণাদি দেখিয়া আসেন, তত্রত্য দৃশ্য বড় মনোহর। নিকটবর্ত্তী কোচিন ষ্টেসনেই আমাদের ব্রড্ গেজের ১৯১১ নং কোচ্ অপেক্ষা করিতেছিল। অপরাহ্নে শ্রীল মহারাজ শ্রীপাদ কেশব প্রভু ও আরও ২।১জন ব্রহ্মচারিসহ কোচিন ষ্টেসনে গিয়া ঐ গাড়ী এখানে যাহাতে একটু সময় মত পৌছায়, তাহার ব্যবস্থা করিতে গিয়াছিলেন। রাত্রে আমি ও শ্রীজগবন্ধু ব্রহ্মচারী কোচিন বন্দর সমীপে 'সুভাষ বসু পার্ক' দেখিয়া আসি। শুনিলাম এখানে একটি এস্, এন্ ব্যানার্জী রোড আছে। কোচিন বন্দরের দৃশ্যটি রাত্রে দূর হইতে বড় সুন্দর দেখা যায়। রাত্রি ১১-৩০ টায় আমাদের ১৯১১ নং গাড়ী আসে। খুব ক্ষিপ্রতার সহিত আমরা তাহাতে সমস্ত মালপত্র লইয়া উঠি। রাত্রি ১২ টায় ম্যাঙ্গালোর যাত্রা করি।

১৯।১১—ম্যাঙ্গালোর। বেলা প্রায় ১টায় আমরা ম্যাঙ্গালোর ষ্টেসনে পৌছাই। এখান হইতে অদ্যই শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, শ্রীনারায়ণ দাস কাপুর, শ্রী শ্রীনিবাস দাসাধিকারী ও শ্রীজগজ্জীবন ব্রহ্মচারী উড়ুপীক্ষেত্র দর্শনে যাত্রা করেন। তাঁহারা অদ্য তথায় থাকিবেন। আমাদের অদ্য প্রসাদ পাইতে একটু বিলম্ব হয়। ম্যাঙ্গালোর ষ্টেসন হইতে উড়ুপী ৩৭ মাইল, বাসে যাইতে হয়।

২০।১১—উড়ুপী ক্ষেত্র। সকালে ম্যাঙ্গালোর ষ্টেসন হইতে বাসযোগে আমরা উড়ুপী যাত্রা করি। উড়ুপীতে পৌছিলে, শ্রীকৃষ্ণমঠের মঠাধীশের পক্ষ হইতে সগোষ্ঠী শ্রীল স্বামীজী মহারাজকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয়। নিকটস্থ অদমার মঠে সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ভক্ত ও মহিলাগণের বিশ্রামের ব্যবস্থা হয়। আমরা তথায় কাপড় চোপড় রাখিয়া শ্রীমধ্বসরোবরে স্নান করি। এখানে তৈল ম্রক্ষণ, স্নান, দন্তধাবন, নিষ্ঠীবন পরিত্যাগ, কুল কুচা, কাপড়কাচা ইত্যাদি বিশেষভাবে নিষিদ্ধ। স্নানাহ্নিকাদি সমাপনান্তে আমরা শ্রীল স্বামীজী মহারাজের আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণমঠের পক্ষ হইতে প্রেরিত তত্ত্বাবধায়ক মহাশয়ের সহিত প্রথমে শ্রীচন্দ্রমৌলীশ্বর শিবমন্দিরে গমন করি। লিঙ্গোপরি সুবর্ণ কবচ বিদ্যমান, চন্দ্র পুষ্করিণী হইতে ইনি স্বয়ং উদ্ভূত হন। এই চন্দ্রমৌলি শিব হইতেই শিবাল্লীব্রাহ্মণকুল। এই শিবাল্লী ব্রাহ্মণকুলে পাজকাক্ষেত্রে শ্রীমধ্যগেহভট্টের ঔরসে শ্রীবেদবিদ্যা-গর্ভে ১০৪০ মতান্তরে ১১৬০ শকাব্দে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যে তিনি শ্রীবাসুদেব নামে খ্যাত ছিলেন। পিতার সম্মতি না থাকিলেও দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে শ্রীমধ্ব শ্রীঅচ্যুতপ্রেক্ষ তীর্থ নামক যতিবরের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ তীর্থ নামে খ্যাত হন। পঞ্চমবর্ষ মাত্র বয়সের সময় তাঁহার উপনয়নসংস্কার হইয়াছিল। তাঁহার জীবনে বহু অলৌকিক ঘটনা আছে। চন্দ্রমৌলি শিব হইতে যেমন শিবাল্লী ব্রাহ্মণকুল, তেমন ঐ চন্দ্র হইতে ক্ষেত্রের নামও হয় উড়ুপী। উড়ু শব্দের অর্থ নক্ষত্র। উড়ু+পা ধাতু ড বা ক কর্ত্তৃবাচ্যে=উড়ু। নক্ষত্রসকলকে পালন করেন যিনি, তিনিই উড়ুপ বা চন্দ্র। অতঃপর আমরা শ্রীঅনন্তেশ্বর শিবমন্দিরে গমন করি, ইনিও লিঙ্গরূপী। শুনিলাম—শ্রীমধ্বের সন্ন্যাসগুরু শ্রীঅচ্যুতপ্রেক্ষাচার্য্য এই শিবের আরাধনা করিয়াই শ্রীমধ্বকে শিষ্যরূপে প্রাপ্ত হন। এই

মন্দিরে শ্রীমধ্বাচার্য্যের আসন আছে, তথায় বসিয়া তিনি বেদ পাঠ করিতেন। এখান হইতেই শ্রীমধ্ব বদরিকাশ্রমে গমন করেন ও শ্রীবেদব্যাসের দর্শন লাভ করেন। এখানে বসিয়া অশীতিবর্ষ বয়ঃক্রমকালে মাঘী শুক্লা নবমী তিথিতে ঐতরেয় উপনিষদের ভাষ্য ব্যাখ্যা করিতে করিতে শ্রীমধ্ব পরলোক গমন করেন। এই মন্দিরে যেস্থানে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আসন আছে, সেখানে পীঠপূজা হইয়া থাকে, তথায় তাঁহার কোন প্রতিমা নাই, মূল শ্রীকৃষ্ণমঠে গর্ভমন্দিরের বহিঃপ্রকোষ্ঠে শ্রীমধ্বাচার্য্যের মূর্ত্তি পূজিত হইয়া থাকেন। এস্থানকে রজতপীঠপুরম্ বলা হয়। স্কন্দপুরাণ রেবাখণ্ডে নাকি শ্রীপরশুরাম-সৃষ্ট এই রজতপীঠপুরের মাহাত্ম্য লিপিবদ্ধ আছে। শ্রীমধ্যগেহ ভট্ট এস্থানে ১২শ বৎসর তপঃ করিয়া মধ্বাচার্য্যকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন। শ্রীমধ্বের গোপীচন্দন মধ্য হইতে প্রাপ্ত শ্রীবালকৃষ্ণ মূল শ্রীকৃষ্ণমঠে সেবিত হন। এই মঠই মুখ্যমঠ, ইহাকে কেন্দ্র করিয়া শীরুরু, কানুরু, পুত্তিগে, কৃষ্ণাপুর, সোদে, পেজবর, অদমার ও পলমার—এই আটটি মঠ বিরাজিত। প্রত্যেক মঠের মঠাধীশ সন্ন্যাসীই মূলমঠ শ্রীকৃষ্ণমঠে প্রতি দুই বৎসর অন্তর শ্রীবালকৃষ্ণের সেবা লাভ করেন। যে মঠ যখন সেবা পান, সেই মঠকে তখন 'পর্য্যায়' মঠ বলা হইয়া থাকে। ইহা ইতঃপূর্ব্বেও উল্লিখিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে শীরুরু মঠ 'পর্য্যায় মঠ'। অন্যান্য মঠের মঠাধীশ সন্ন্যাসিগণও প্রত্যহ প্রাতে অভিষেককালে মূল মঠে আসিয়া অভিষেক ও পূজা করিয়া যান। পর্য্যায়-মঠাধীশই শ্রীবালকৃষ্ণের প্রধান পূজক। অভিষেকের পর পূজা, তৎপর মহাপূজা, বিবিধোপচার সমন্বিত ভোগ সমর্পণ ও আরতি হয়। পূজার সময় অনেকবার আরতি হইতে দেখিলাম। পূজার পর ষোড়শ সূক্তাদি পঠিত হইতে শুনিলাম। শ্রীবালকৃষ্ণ ও অষ্টমঠের মুখ্য-বিগ্রহগণের পূজা হইয়া গেলে অন্য একটি মন্দিরে মুখ্য-প্রাণ শ্রীহনূমানজীর পূজা, শ্রীআচার্য্যপাদের পীঠপূজা এবং তৎপর শ্রীবালকৃষ্ণমন্দির-গর্ভে প্রবেশদ্বারের দক্ষিণ পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদের শ্রীমূর্ত্তি পূজা হয়। প্রধান পূজক মহোদয় এই সমস্ত পূজা স্বহস্তে সম্পাদন পূর্ব্বক সন্ন্যাস-দণ্ড (একদণ্ড) হস্তে নমস্কার-মণ্ডপে আসিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন এবং তৎপর স্বহস্তে শ্রীল স্বামীজী মহারাজ ও আমা-দিগকে তীর্থম্ (শ্রীচরণামৃত) ও প্রসাদীচন্দন বিতরণ করিলেন। এই সময়ে আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত দ্বৈত-বেদান্ত বিদ্বান পণ্ডিত শ্রীঅদমার বিঠ্‌ঠলাচার্য্য মহাশয়ের সহিত দেখা হইল, তিনি এক সময়ে (অনুমান ১৯২৫-২৬ খৃঃ অঃ) ১নং উল্টাডিঙ্গিজংসন রোডস্থ আমাদের শ্রীগৌড়ীয়মঠের পুরাতন বাড়ীতে পরমারাধ্য শ্রীল প্রভু-পাদের নিকট অবস্থান পূর্ব্বক উপনিষদাদির মাধ্বভাষ্য-রচনা, শ্রীমধ্ববিজয়, ন্যায়সুধা, দ্বাদশ স্তোত্রাদি মাধ্বগ্রন্থ আলোচনা এবং আমাদিগের নিকট উপনিষৎ ও বেদান্ত-সূত্রাদি অধ্যাপনাকার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। তৎকালে তিনি যে বঙ্গভাষা শিখিয়াছিলেন, অদ্যাপি তাঁহার সে ভাষা মনে আছে এবং আমাদিগকেও চিনিতে পারিলেন দেখিয়া বড় আনন্দ লাভ করিলাম। শ্রীল স্বামীজী মহারাজ আমাদের সম্প্রদায়ের মূলস্থানে শ্রীবালকৃষ্ণসেবার্থ প্রধান পূজারী মঠাধীশ হস্তে ১০১ৎ একাধিক-শতমুদ্রা অর্পণ করিলেন, সঙ্গী যাত্রিগণও তাঁহাদের সামর্থ্যানুযায়ী প্রণামী প্রদান করিলেন। অতঃপর আমাদের প্রসাদ দানের ব্যবস্থা হইল। পূজ্যপাদ মহারাজজী ও আমাকে সন্ন্যাসিবিচারে স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠে স্থান দিয়া অন্যান্য ভক্ত-গণকেও যথাস্থানে পরমাদরে বহু উপচার-সমন্বিত (প্রায় ২৫।৩০ প্রকার) বিচিত্র প্রসাদ দেওয়া হইল। প্রসাদসেবনকালে শ্রীঅদমার বিঠ্‌ঠলাচার্য্য ও তাঁহার সহাধ্যায়ী আমাদিগের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। আচমনান্তে তত্ত্বাবধায়ক মহাশয় আমাদিগকে ভোগ-রন্ধনশালায় বিরাট্ হাঁড়ী ও উনুনাদি দেখাইলেন। শুনিলাম এখানে প্রত্যহ ৫০০ বিদ্যার্থী দুইবেলা প্রসাদ পান। তাহা ছাড়া প্রতিদিন সহস্রাধিক লোককে মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়। প্রসাদ পাইবার পর শ্রীকৃষ্ণ-

মঠের সেবাপরিচালনার অধ্যক্ষ শীরুরু মঠাধীশ শ্রীলক্ষ্মী-শেন্দ্র তীর্থ মহারাজের সৌজন্যে পূজ্যপাদ শ্রীল মাধব মহারাজ, শ্রীকৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, শ্রীনারায়ণদাস মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিত শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারী ও আমি মোটরযোগে ৬ মাইল দূরবর্ত্তী শ্রীমধ্বাবির্ভাবস্থলী পাজকাক্ষেত্রে গমন করি। 'পাজকা' বলিতে পাদুকা বলা হয় শুনিলাম। স্থানটির চতুর্দ্দিকে পাহাড়। দৃশ্য অতীব মনোরম। শ্রীবাদিরাজস্বামি প্রতিষ্ঠিত শ্রীমধ্বমন্দিরে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের মূর্ত্তি ও পাদুকা প্রতিষ্ঠিত আছেন। কানুরুমঠ কর্ত্তৃক এই সেবা পরিচালিত হন। শ্রীমধ্বপিতা শ্রীমধ্যগেহভট্টগৃহে শ্রীঅনন্তপদ্মনাভ ও শ্রীলক্ষ্মীনৃসিংহ প্রভৃতি শ্রীবিগ্রহ সেবিত হইতেছেন। আমরা শ্রীমধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব স্থান, অক্ষরাভ্যাস-শিলা, পরশু-ধনু-গদা-বাণ—এই চারিতীর্থ-সন্নিহিত শ্রীবাসুদেব তীর্থ [আচার্য্য শ্রীমধ্ব শ্রীবাসুদেবতীর্থ (কুণ্ড তটে একটি বৃক্ষের ডালকে উল্টা করিয়া পুঁতিয়া বলেন, ইহা যদি বাঁচে, তাহা হইলে এই তীর্থে (অর্থাৎ বাসুদেব তীর্থে) যে চারি তীর্থ সন্নিহিত, তাহা বিশ্বাসযোগ্য হইবে। এই উল্টা পোঁতা ডাল বাঁচিয়া গিয়া বাসুদেব তীর্থের নিদর্শন হইয়াছিল।], শ্রীবাসুদেব তীর্থের নিদর্শনতীর্থ, ঋণ-মোচন তীর্থ (এক উত্তমর্ণ শ্রীমধ্ব-পিতার নিকট ঋণ লইতে আসিলে পিতার অনুপস্থিতিকালে শ্রীমধ্ব কতকগুলি তিন্তিড়ীবীজ ঐ উত্তমর্ণকে প্রদান করিলে সেই বীজ-সমূহ অর্থে পরিণত হইয়া উত্তমর্ণের ঋণ পরিশোধিত হয়), বকুলবৃক্ষাদি, মণিমান্ অসুর-বধ-স্থান (একটি ছোট পাহাড়ের উপর এই স্থান। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য মহাভারত-প্রসিদ্ধ বিরাট্ বিসধর সর্পাকৃতি এই অসুরকে বাল্যে স্বীয় পদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা চাপিয়া মারিয়াছিলেন। পাহাড়ের উপর সেই পাদাঙ্গুষ্ঠের চাপের দাগ আছে) এবং নিকটেই অন্য একটি পাহাড়ের উপর দুর্গামন্দির (দূর হইতে দর্শন) ও আর একটি পাহাড়ে শ্রীপরশুরাম-প্রতিষ্ঠিত পরশুরাম তীর্থ (দূর হইতে দর্শন) প্রভৃতি দর্শনান্তে উড়ুপীতে প্রত্যাবর্ত্তন করি। অতঃপর অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় স্থানীয় কলেজ হলে শ্রীল স্বামীজী মহারাজ ইংরাজী ভাষায় একটি চিত্তাকর্ষিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। 'শ্রীমধ্বঃ প্রাহ হরিঃ পরতমং' ইত্যাদি প্রমেয়রত্নাবলী ধৃত শ্লোক ব্যাখ্যা-সহকারে স্বামীজী বলেন—শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য প্রয়োজন বিচারে মুক্তিকেই চরম প্রাপ্য বলিয়াছেন, কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রেমভক্তিকেই পরম প্রয়োজন বলিয়া জানাইয়াছেন, জ্ঞান ও কর্ম্মকে কখনই সেই ভক্তির অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর দক্ষিণ ভারতে নাম-প্রেম-প্রচার, অচিন্ত্য-ভেদাভেদ সিদ্ধান্ত, প্রেমলাভের ক্রম ইত্যাদি বহু বিষয় বর্ণনমুখে স্বামিজী শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত আচার ও প্রচারবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন। শিক্ষক ও ছাত্রগণের আদর্শ-জীবন সম্বন্ধেও স্বামীজী অনেক মূল্যবান্ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

মহারাজ বলেন—ছাত্রগণের অধ্যয়নই পরমতপঃ, আজকাল দেখা যায়, ছাত্রগণ সেই তপস্যায় হতাদর হইয়া রাজনীতিক্ষেত্রে যোগদানপূর্ব্বক পিতামাতা প্রভৃতি গার্জ্জেন এবং শিক্ষকগণকেও পর্য্যন্ত নানাভাবে বিপদ্গ্রস্ত করিতেছেন। শিক্ষক ও ছাত্রের পিতাপুত্র সম্বন্ধ নানাভাবে শিথিলীভূত হইয়া আজকাল বহু অনর্থের উদ্ভব হইতেছে ইত্যাদি। বক্তৃতার শেষে উদীপি শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ কলেজের প্রিন্সিপাল অধ্যাপক ভি, এম, ইনামদার এম্-এ ধন্যবাদ-প্রদানমুখে স্বামীজীর শিক্ষাগর্ভ বক্তৃতার বিশেষ প্রশংসা করেন। শ্রী কে, শেষাচার্য্য এম্-এ (উক্ত কলেজের সংস্কৃত লেক্‌চারার), এম্ এস্ অনন্ত কৃষ্ণাচার বি-এ বি-টি বেদান্ত-বিদ্বান (হেড্ মাষ্টার সংস্কৃত-কলেজ-হাইস্কুল, উদীপি), এম্ রাজাগোপালাচার্য্য এম্-এ শিরোমণি (পূর্ণপ্রজ্ঞ কলেজের লেক্‌চারার), এ বরদরাজ বল্লাল এম্-এ ন্যায়শিরোমণি, পি কে রামকৃষ্ণাচার্য্য শিরোমণি (প্রিন্সিপাল ইন্‌চার্জ্জ এস্ এম্ এস্ পি সংস্কৃত কলেজ, উড়ুপী) প্রভৃতি বহু শিক্ষিত সজ্জন এবং মহিলা উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমন্ মধ্বসিদ্ধান্ত-

প্রবোধিনী সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় বা মহাপাঠশালা, শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ আর্টস ও কমার্স কলেজ এবং সংস্কৃত কলেজ হাইস্কুল উদীপি—এই তিনটি বিদ্যালয়ই একসঙ্গে পরিচালিত হইতেছে। বক্তৃতার আদি অন্তে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠসেবকবৃন্দের সুললিত কীর্ত্তনে শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই বিশেষ আপ্যায়িত হন।

কলেজে বক্তৃতার পর অষ্টমঠের আরও ২।৩টি মঠ দর্শন করিয়া মূল শ্রীকৃষ্ণমঠে আসিলে পর্য্যায়-মঠাধীশ (শীরুরু মঠাধীশ শ্রীলক্ষ্মীন্দ্রতীর্থ) মহোদয় স্বহস্তে শ্রীল মহারাজ ও তৎসহ আমাকেও বস্ত্র, প্রসাদ, নির্ম্মাল্য এবং স্বরচিত গ্রন্থ চতুষ্টয় প্রদান করিয়া সাম্প্রদায়িক আচার্য্য-মর্য্যাদা প্রদর্শন করেন এবং শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠবাসী ও মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্তবৃন্দকেও স্বহস্তে প্রসাদ নির্ম্মাল্যাদি প্রদান পূর্ব্বক যথাযোগ্য সমাদর প্রকাশ করেন। অতঃপর আমরা বাসে উঠি। সকাল ৬ টায় ম্যাঙ্গালোর ষ্টেসন হইতে যাত্রা করিয়া রাত্রি ৮-৩০ ঘটিকায় তথায় পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করি। আমাদিগকে অদ্য রাত্রে ম্যাঙ্গালোরে অবস্থান করিয়া আগামীকল্য সকালের ট্রেণে রেণিগুণ্টা যাত্রা করিতে হইবে।

শুনিলাম—শ্রীকৃষ্ণমঠে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদের শ্রীবালকৃষ্ণমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাকালে প্রজ্বলিত একটি প্রদীপ কোন সময়ের জন্য নির্ব্বাপিত না হইয়া অখণ্ডভাবে অদ্যাপি প্রজ্বলিত হইতেছে। উহাকে 'অখণ্ড প্রদীপ' বলে। গর্ভমন্দিরের সম্মুখবর্ত্তী দরজা বন্ধ করা আছে, কেবল ঐ দরজায় ৯টি ছিদ্র বা গবাক্ষ আছে, তন্মধ্য দিয়া শ্রীবিগ্রহ সবসময়েই দর্শন করা যায়। শ্রীমূর্ত্তির দক্ষিণপার্শ্বের একটি মাত্র দরজা কপাট-বিশিষ্ট। উহার মধ্য দিয়া সেবকগণ যাতায়াত করিয়া থাকেন, তথায় সাধারণের প্রবেশাধিকার নাই। শ্রীবালকৃষ্ণের মঙ্গলারতির পর গোপূজা হয়। অভিষেককালে শ্রীবিগ্রহের স্বরূপ দর্শন হয়। দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, নারিকেল জল ও তৎপরে তীর্থোদক প্রভৃতি দ্বারা স্নান সম্পাদিত হয়।

অষ্টমঠ শ্রীকৃষ্ণমঠের অধীনেই পরিচালিত হন। প্রত্যেক মঠে শ্রীবিগ্রহ সেবা আছেন, তবে মূল বিগ্রহ মূল শ্রীকৃষ্ণমঠে আছেন, উৎসব বিগ্রহ এই সকল মঠে সেবিত হন। শ্রীরামচন্দ্র (শ্রীসীতাদেবী সহ), শ্রীনৃসিংহ, শ্রীবামন, দ্বিভুজকৃষ্ণ, চতুর্ভুজকৃষ্ণ (কালীয়দমনকৃষ্ণ), বরাহদেব, বিঠ্ঠলদেব, নারায়ণ (লক্ষ্মী-সহ) ইত্যাদি বিগ্রহ আছেন। মূলমন্দিরের বাহিরে পশ্চাদ্দেশে শ্রীমধ্বসরোবরাভিমুখে মুখ করিয়া শ্রীকেশব মূর্ত্তি আছেন। ইঁহার দুইদিকে জয় বিজয়। জেপুরের শ্রীকনক দাসকে ঐ শ্রীকেশবজিউ দর্শন দিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে।

শ্রীকৃষ্ণমঠের মূলমন্দির তেমন বৃহৎ নহে, উপরে তামার পাত। গর্ভমন্দিরে কোন বৈদ্যুতিক আলোক প্রবেশ করান হয় নাই। গর্ভমন্দিরে ঘৃত প্রদীপ ও বাহিরে দেওয়ালের গায়ে নারিকেলতৈলের প্রদীপ জ্বলে। উৎসবাদির সময়ে প্রদীপাবলী সজ্জিত হইয়া বড় সুন্দর শোভা ধারণ করে।

শুনিলাম—কুমারিকা অন্তরীপ হইতে বোম্বে পর্য্যন্ত Via udipi (উডুপীর মধ্য দিয়া) একটি ১০০ ফিট প্রশস্ত রাস্তা হইবে। কার্য্যও আরম্ভ হইয়াছে। দেখিলাম রাস্তায় বহু কুলি খাটিতেছে। দক্ষিণ ভারতের সর্ব্বত্রই রেললাইনের বহু কার্য্য হইতেছে, নূতন লাইন বসান,স্থানে স্থানে ব্রিজ নির্ম্মাণ, প্লাটফর্ম্ম নির্ম্মাণ প্রভৃতি বহু কার্য্য প্রবল উদ্যমে অনুষ্ঠিত হইতেছে। পূর্ব্বাপেক্ষা কলকারখানাও বহু বাড়িতেছে। দাক্ষিণাত্যের অনেক মন্দিরের সংস্কারকার্য্য চলিতেছে দেখিলাম। এক একটি বিরাট্ বিরাট্ মন্দির, সংস্কারেও বহু অর্থ প্রয়োজন। আশা—শ্রীভগবান্ তাঁহার ভক্ত-হৃদয়ে প্রেরণা জাগাইয়া তাঁহার শ্রীমন্দির সংস্কারের সুব্যবস্থা করাইবেন। শ্রীভগবান্ অর্চ্চারূপে প্রকট হইয়া অদ্যাপি জগতের আস্তিক্য বিচার সংরক্ষণ করিতেছেন। শ্রীমন্দির ও শ্রীঅর্চ্চাবিগ্রহ লুপ্ত হইয়া গেলে জগৎ ভয়ঙ্কর নাস্তিক্যবাদে আচ্ছন্ন হইয়া সাধুগণের বাসের অযোগ্য হইয়া পড়িবে।

আমরা শুনিলাম—শ্রীমাধবমন্দিরাদি মহীশূর মহারাজের সেবা। ত্রিবাঙ্কুর ও মহীশূর রাজনির্ম্মিত মন্দিরগুলি

ছোট ও উপরে তামার পাত দিয়া মোড়া। কেরালা ষ্টেটে প্রায়শঃই টালীর চাল দেখা গেল। কড়িওয়ালা বা কঙ্ক্রীট ছাদ খুব কম। শ্রীমন্দিরেরও ছাদ তাম্রাস্তরণ-মণ্ডিত এবং শ্রীমন্দিরে ঘৃত বা তৈল প্রদীপের ব্যবস্থা।

২১।১১—অদ্য সকাল ৮-২০ মিঃ এ ম্যাঙ্গালোর ষ্টেসন হইতে গাড়ী ছাড়িবার কথা। কিন্তু ১৮ মিনিট লেট হয়। আমাদের সকাল সকাল পূজা ও ভোগরাগাদি সমাপ্ত হইয়া প্রসাদ পাইবার ব্যবস্থা হয়। ম্যাঙ্গালোর পর্য্যন্ত রেললাইনের শেষসীমা—Terminus. আমরা যে পথ দিয়া আসিয়াছিলাম, পুনরায় সেই পথ দিয়াই ফিরিতে হইল। অপরাহ্ণ ৪-৫ মিঃ এ শোরামুর (Shoramur) জংসনে উপস্থিত হইলাম। এখান হইতে অন্যপথ ধরিতে হয়। আমরা সমুদ্রের ধারে ধারে up এ যাইতেছি। চারিদিকে পাহাড়। দৃশ্য বড়ই মনোরম।

২২।১১—রেণিগুণ্টা (Renigunta) ষ্টেসন। আমরা আরকোণাম্ ষ্টেসনে মাদ্রাজ মেল বদল করিয়া বেলা প্রায় ১১টায় রেণিগুণ্টা ষ্টেসনে পৌছাই। এখান হইতে 'শ্রীকালহস্তী' ও 'শ্রীতিরুপতি তিরুমালা' যাইতে হয়। অদ্য আমরা ৬২ মূর্ত্তি সন্ধ্যার ট্রেণে (আলাদা গাড়ী, আমাদের ১৯১১ নং গাড়ী রেণিগুণ্টা ষ্টেসনে আছে) কালহস্তী (ষ্টেসনের নাম 'কালহস্তী') রওনা হই। আগামী কল্য আমাদের তিরুপতি তিরুমলয় যাওয়া হইবে। অদ্য মধ্যাহ্নে রেণিগুণ্টা ষ্টেসনেই প্রসাদ পাওয়া হয়। কএকমূর্ত্তি অদ্যই তিরুপতি দর্শনে যান, কেন না তাঁহাদিগকে আগামীকল্য ষ্টেসনে পাহারা দিবার জন্য থাকিতে হইবে। কালহস্তী ষ্টেসন হইতে শ্রীকালহস্তীশ্বর মন্দির প্রায় ১৷৹ মাইল হইবে। শ্রীমন্দিরে উপনীত হইবার পূর্ব্বে স্বর্ণমুখী বলিয়া একটি ছোট নদীর উপরিস্থিত পাকা পুল পার হইতে হয়। এই নদীতটে একটি পাহাড় আছে, ইহাকে কৈলাসগিরি বলা হয়। কথিত আছে, শ্রীশিবানুচর শ্রীনন্দীশ্বর কৈলাস পর্ব্বতের যে তিনশিখর পৃথিবীর উপর স্থাপন করিয়াছিলেন, ইহা তাহারই একটি। এই পাহাড়ের তলদেশেই শ্রীকালহস্তীশ্বরের বিশাল মন্দির বিরাজমান।

শ্রীকালহস্তী—আমরা দক্ষিণ দরজা দিয়া শ্রীকালহস্তীশ্বর মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। শুনিলাম—মূলমন্দির পশ্চিমমুখী। বিশাল গোপুরম্, প্রাচীর ও নাট্যমন্দিরাদি। মন্দিরমধ্যে বহু দর্শনীয় বিগ্রহ আছেন। শ্রীকালহস্তীশ্বরের গর্ভমন্দিরে প্রবেশের প্রথমে শ্রীগণেশ ও স্কন্দ (কার্ত্তিক) দর্শন করি, অতঃপর শ্রীকালহস্তী—শিবলিঙ্গ দর্শন। Sree—Spider in the bottom, Elephant Tusk in the middle & কাল বা সর্প on the top অর্থাৎ তলদেশে মাকড়সা, মধ্যদেশে হস্তীদন্ত এবং শীর্ষদেশে সর্পরূপী কাল। ইহাকে বায়ুতত্ত্বলিঙ্গ বলা হয়। চিদাম্বরমের নটরাজ আকাশলিঙ্গ। পূজারীও নাকি এই বায়ুতত্ত্বলিঙ্গ স্পর্শ করেন না, লিঙ্গ-মূর্ত্তিপার্শ্বে স্বর্ণপট্ট স্থাপিত আছে, উহারই উপর পুষ্পমাল্যাদি চড়ান' হয় এবং উহারই পূজা হয়। এই লিঙ্গ মূর্ত্তিতে মাকড়সা, হস্তীদন্ত ও সাপের ফণার চিহ্ন স্পষ্ট দেখা যায়। এইরূপ কথিত হয়—সর্ব্বপ্রথমে শ্রী বা মাকড়সা, কাল বা সর্প ও হস্তী ঐ শ্রীভগবান্ শঙ্করের আরাধনা করিয়াছিল, তাই 'শ্রীকালহস্তীশ্বর' এই নাম হইয়াছে।

মন্দিরবেষ্টনীমধ্যে ভগবতী শ্রীপার্ব্বতীদেবীর একটি পৃথক্ মন্দির আছে। ইনি দ্বিভুজা, দক্ষিণ হস্তে নীল কমল ও বামহস্ত বিলম্বিত, তাঁহার সম্মুখে 'শ্রীচক্র' বিরাজিত। শ্রীকালহস্তীশ্বর মন্দির পরিক্রমাপথে শ্রী গণেশজি, চারিশিবলিঙ্গ, কার্ত্তিকেয়, সহস্রলিঙ্গ, চিত্রগুপ্ত, যমরাজ, ধর্ম্মরাজ, চণ্ডিকেশ্বর, নটরাজ, সূর্য্য, বালসুব্রহ্মণ্য, কাশীবিশ্বনাথলিঙ্গ, রামেশ্বরলিঙ্গ, লক্ষ্মীগণপতি, বালগণপতি, তিরুপতি বালাজী, সীতারাম, হনুমান্, পরশুরামেশ্বর, শনৈশ্চর, ভূতগণপতি, কনকদুর্গা, নটরাজ, ৯৩ শিবভক্তমূর্ত্তি, কালভৈরব তথা দক্ষিণামূর্ত্তি, শ্রীশিবভবানীগঙ্গা, পাতালগঙ্গা বা সরস্বতী তীর্থ, মাতার বাহন, শঙ্কর বাহন, স্ফটিকলিঙ্গ, কন্দর্প, প্রসন্নকালহস্তী প্রভৃতি বহুমূর্ত্তি দর্শন হয়।

মন্দির মধ্যে গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুন ও পশুপতি শিবমূর্ত্তি

আছেন, কিন্তু পাণ্ডা ইঁহাকে ভক্তভীল কণ্ণপ্পের মূর্ত্তি বলেন। শ্রীকালহস্তীশ্বর মন্দিরের অগ্নিকোণে একটি মণ্ডপ আছে, উহাকে 'মণিগণ্ণিয়গটুম্' বলে। এই নামে এক ভক্তা ছিলেন। কথিত আছে—মৃত্যু-সময়ে তাঁহার দক্ষিণকর্ণে শ্রীশঙ্করজি কাশীবিশ্বনাথের ন্যায় তারকব্রহ্ম মহামন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীমন্দিরের নিকটস্থ পাহাড়ের উপর শ্রীঅর্জ্জুন তপস্যা করিয়া শ্রীশঙ্কর-সমীপে পাশুপতাস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। এই পাহাড়ের উপর যে শিবলিঙ্গ আছেন, উহা নাকি শ্রীঅর্জ্জুন কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত, পরে শিবভক্ত ভীলরাজ কণ্ণপ্প ঐ লিঙ্গের পূজা করেন, তদবধি তাঁহার নাম কণ্ণপ্পেশ্বর হইয়াছে। পাহাড়ের উপর একটি ছোট বেষ্টনী মধ্যে ঐ কণ্ণপ্পেশ্বর শিবমন্দির বিদ্যমান। বেষ্টনীর বহির্দ্দেশে একটি ছোট মন্দিরে ভক্ত কণ্ণপ্পভীলের মূর্ত্তি আছে। ঐ পাহাড় হইতে নামিবার সময় একটি সরোবর দেখা যায়, কথিত আছে, শিব-লিঙ্গোপরি জল চড়াইবার নিমিত্ত ভক্ত কণ্ণপ্প মুখে ভরিয়া ঐ সরোবর হইতে জল আনিতেন। এজন্য ঐ সরোবরকে একটি পবিত্র তীর্থ বলিয়া মানা হয়। কণ্ণপ্প পাহাড়ের ঠিক সম্মুখে বস্তীর মধ্যে আর একটি ছোট পাহাড় আছে। এই পাহাড়ের উপর এক দুর্গামন্দির আছে, ইহা ৫১ শক্তিপীঠের অন্যতম। পাহাড়ের উপর বেষ্টনী মধ্যে একটি ছোট মন্দির আছে, উহাতেই ঐ দুর্গামূর্ত্তি আছেন, উঁহাকে দুর্গাম্বা বা জ্ঞানপ্রসূ বলা হয়। কালহস্তীবাজারের এক ধারে তৃতীয় আর একটি পাহাড় আছে, উহার উপর শ্রীসুব্রহ্মণ্য বা কার্ত্তিকের মন্দির আছে।

ভক্ত কণ্ণপ্পের আখ্যায়িকা এইরূপ প্রচারিত :— প্রাচীনকালে নীল ও ফণীশ নামক দুই ভীল কুমার বনে শিকার করিতে আসিয়া এক পাহাড়ের উপর একটি শিবলিঙ্গ দেখিতে পায়। পূর্ব্বজন্মের কি জানি কি এক সংস্কারবশতঃ নীল নামক ভীলকুমারের ঐ শ্রীশিবলিঙ্গোপরি এক অত্যাশ্চর্য্য অবিচ্ছেদ্য প্রীতি জন্মিয়া গেল। সে তৎপ্রতি অত্যন্ত আসক্ত হইয়া ঐ মূর্ত্তির রক্ষণাবেক্ষণ-জন্য তথায় রহিয়া গেল। উহার সাথী ফণীশ উহাকে অনেক বুঝাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সে কিছুই শুনিল না। নীল ধনুর্ব্বাণ লইয়া সমস্ত রাত্রি তাঁহাকে পাহারা দেয়, অভিপ্রায়—কোন বন্যপশু আসিয়া তাহার প্রভুকে কোন কষ্ট না দেয়। প্রাতঃকাল হইলে সে শিকার করিবার জন্য বনে চলিয়া যায়। প্রায় দ্বিপ্রহরকালে যখন সে প্রত্যাবর্ত্তন করে, তখন তাহার এক হস্তে ধনুক, দ্বিতীয় হস্তে কাঁচা মাংস, মস্তকের কেশে কএকটি ফুল গোঁজা থাকে আর মুখভরা জল। দুই হাত যোড়া থাকায় নীল পা দিয়া মূর্ত্তির উপর চড়িয়া পূজিত বিল্বপত্র ও পুষ্পাদি সরাইয়া মুখ ভরিয়া আনা জলে শ্রীশঙ্করের স্নান সম্পাদন করে, কেশে গুঁজিয়া আনা ফুলে পূজা করে এবং পাতার দোনায় করিয়া আনা কাঁচা মাংসে তাঁহার ভোগ দেয়, আর নিজে ধনুর্ব্বাণ হাতে লইয়া মন্দিরের বাহিরে আসিয়া পাহারা দিতে থাকে। দ্বিতীয় দিন প্রভাতে নীল জঙ্গলে গিয়াছে, এমন সময় মন্দিরের পূজারী আসিয়া মাংসখণ্ড দ্বারা পূজাস্থান দূষিত দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত চিত্তে সরোবর হইতে জল আনিয়া সমস্ত মন্দির ভাল করিয়া ধুইয়া পূজা করিয়া চলিয়া গেলেন। এদিকে পূজারী চলিয়া যাওয়ার পর নীল বন হইতে আসিয়া প্রথম দিনের ন্যায় পূজা করিল, এইরূপে কএকদিন চলিলে পূজারীর মনে বড়ই দুঃখ হইল যে কোন্ হতভাগ্য প্রত্যহ তাঁহার পূজার পর আসিয়া মন্দির কলুষিত করিয়া চলিয়া যায়? ব্রাহ্মণ পূজারী অত্যন্ত বিরক্ত হইতে থাকিলে একদিন শ্রীমহাদেব তাঁহাকে স্বপ্নে জানাইলেন—দেখ, আমার পরমভক্ত অত্যন্ত সরল হৃদয় এক ব্যাধ প্রত্যহ আমার পূজা করে, কিন্তু সে নিতান্ত অজ্ঞ, পূজা কিছুই জানে না, তথাপি আমি তাহার প্রীতিমূলা ভক্তিতে বড়ই তুষ্ট হই। তাহার প্রীতির একটি নিদর্শন তোমাকে দেখাইব, তুমি আগামী কল্য পূজার পর মন্দিরের একস্থানে লুক্কায়িত থাকিয়া

রহস্য দেখিবে। ব্রাহ্মণ তাহাই করিলেন। শিব-লিঙ্গে দুইটি চক্ষু ছিল। শিবভক্ত ব্যাধ অন্যদিনের মত পূজা করিতে আসিয়া দেখিল—তাহার প্রভুর একটি চক্ষু বাহিয়া রক্তধারা প্রবাহিত হইতেছে। নীল হায় হায় বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিল। 'আমার প্রভুর চক্ষুতে কে আঘাত করিল—এত বড় স্পর্দ্ধা কাহার? এখনই তাহার সমুচিত শাস্তি প্রদান করিব।' এই বলিয়া ক্রোধোদ্দীপ্ত নেত্রে ধনুর্ব্বাণ হস্তে চারিদিকে নীল তাহার প্রভুর দুঃখদাতাকে খুঁজিতে লাগিল। কাহাকেও না পাইয়া প্রভুর সম্মুখে বসিয়া অত্যন্ত কাতরভাবে বিলাপ করিতে লাগিল। তখনই মনে হইল ঔষধি বাটিয়া দিলে প্রভুর চক্ষু ভাল হইবে। তাহার জানা বহু বন্যৌষধি লইয়া আনিয়া দিল, কিছুতেই কিছু হইল না। তখন তাহার মনে হইল, মানুষের ক্ষতস্থানে মানুষের তাজা চর্ম্মমাংস জুড়িয়া দিলে ভাল হইবে। পরমুহূর্ত্তেই স্থির করিল আমার চক্ষুটি উৎপাটন করিয়া প্রভুর ক্ষত চক্ষুর স্থানে লাগাইয়া দিলে আমার প্রভুর চক্ষু নিশ্চয়ই ভাল হইয়া যাইবে। ইহা নিশ্চয় করিয়া তদ্রূপ করিবামাত্র প্রভুর সেই চক্ষুর রক্ত বন্ধ হইল বটে, কিন্তু অন্য চক্ষু দিয়া আবার রক্তপাত হইতে লাগিল, নীল ঔষধ বুঝিয়া লইয়াছে, তাহাই করিবে। কিন্তু অন্ধ হইয়া গেলে স্থান নিরূপণ করিতে পারিবে না বলিয়া পূর্ব্ব হইতে তাহার পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ সেই নেত্রস্থানে রাখিয়া দ্বিতীয় চক্ষু উৎপাটন করিতে যাইবে, এমন সময় ভক্তবৎসল বৈষ্ণবরাজ শম্ভু তাহাকে তাঁহার দিব্যস্বরূপে দর্শন দিয়া তাহার দুই চক্ষুই ভাল করিয়া দিলেন এবং তাহাকে তাঁহার নিত্য পার্ষদ ভক্তরূপে শিবলোকে লইয়া গেলেন। পূজারী ব্রাহ্মণ ভক্তবৎসল শ্রীশঙ্করের অপূর্ব্ব ভক্তবাৎসল্য দর্শনে কৃতকৃতার্থ—ধন্যাতিধন্য হইলেন, সর্ব্বত্র কণ্ণপ্পের মহিমা প্রচারে শত-মুখ হইলেন। শুনিলাম কণ্ণপ্পকে তেলেগুভাষায় Thinadu বলে, তামিলভাষায় কণ্ণ শব্দে নেত্র বুঝায়। ভক্তরাজ কণ্ণপ্পকে কেহ কেহ অর্জ্জুনের অবতার বলেন। Dr. T. Venkateswara Rao M. B. B. S. (Asst. Surgeon, Gunta kala) মহাশয়ের সহিত আমাদের রেণিগুণ্টা waiting Room এ আলাপ হয়। ইঁহার নিকটও আমরা শ্রীকালহস্তীশ্বর শিব ও ভক্তবর কণ্ণপ্প সম্বন্ধে উপরিউক্ত অনেক কথা শুনিলাম, ইনিও আমাদের সহিত ফার্ষ্টক্লাশে রেণিগুণ্টা হইতে কালহস্তী যাইতেছিলেন। কালহস্তী হইতে রেণিগুণ্টা ফিরিয়া আসিবার সময় ট্রেণ দুইঘণ্টা লেট থাকায় আমাদিগকে ১১-৩০ টায় কালহস্তী হইতে রওনা হইতে হইয়াছিল, পথে আরও কিছু লেট হয়, এজন্য অনেক রাত্রিতে ফিরিতে হইয়াছিল। শ্রীল-মহারাজের সহিত উক্ত ডাক্তার বাবুর অনেক আলাপ হয়। ডাক্তারটি বেশ ধর্ম্মভীরু। এক ব্যক্তি ত্রিদণ্ড সম্বন্ধে তথ্য শ্রবণেচ্ছু হওয়ায় মহারাজ তৎসম্বন্ধেও তাঁহাকে অনেক কথা বলেন। (ক্রমশঃ)

জন্মান্তর

"জন্মান্তর মানা কেবল কুসংস্কার হইতে জাত বিচার বিশেষ। দেহ ভস্মীভূত হইলে তাহার পুনরাগমন কোথায় হয়, কেহ দেখিয়াছে কি? সুতরাং পুনর্জন্ম বিশ্বাস করার কোন প্রয়োজন নাই এবং শ্রাদ্ধাদি কার্য্যেরও কোন আবশ্যকতা নাই। মৃত ব্যক্তি কখনও আসিয়া সেবা গ্রহণ করিয়াছেন কি? এই সবগুলি প্রাচীন পন্থী কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তিদের কল্পনা মাত্র। এই সব কুসংস্কারের সমর্থনে কতকগুলি পুস্তকের প্রমাণ উদ্ধার করতঃ কেহ কেহ নিজেদের প্রাচীন মতটাকে স্থাপন করিবার প্রয়াস পান, কিন্তু তাঁহারা আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত

শিক্ষা দীক্ষা না পাওয়ায় নূতন আলো দেখিতে না পাইয়া প্রাচীন বুলি আওড়াইতে থাকেন। আধুনিক শিক্ষায় আমরা জানি যে, দেহাদি যাহা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, তাহাই বাস্তব। ইহার অতীত কিছু থাকিলে তাহা অবাস্তব ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। ইন্দ্রিয় সমূহের প্রত্যক্ষীভূত বস্তুগুলিই বাস্তব বস্তু। ইন্দ্রিয়ের পশ্চাতে যে সঙ্কল্প ও বিকল্পাত্মক মন ও বিচার-প্রবণ সত্তা বুদ্ধি রহিয়াছে, তাহাকেও আমরা 'অনুমান' প্রমাণ-বলে মানিতে পারি। দূরে পর্ব্বতোপরি ধূম্র দেখিয়া যেমন তথায় অগ্নির সত্তার অনুমান করি, তদ্রূপ মন ও বুদ্ধিকে স্থূল প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত না করিতে পারিলেও উহাদের ক্রিয়া দ্বারাই তাহাদের সত্তার অনুমান হয়। প্রকৃতির ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম দ্বারাই এই শরীর গঠিত, পুষ্ট ও রক্ষিত এবং পরিণামে প্রকৃতিতেই উহা লয় পায়। সুতরাং জড়া প্রকৃতিই আমাদের দেহাদির কারণ ও গতি। প্রকৃতির সহিতই আমাদের নিত্য সম্বন্ধ। এবম্প্রকার প্রকৃতিকে ছাড়িয়া কেন অদৃষ্ট এবং অচেনা এক ঈশ্বরের জন্য মাথা ঘামাইব? মূর্খ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তিদের চিন্তা-স্রোতঃ আমাদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে স্থান পাইবে না।"—ইত্যাদি কথা কেহ কেহ উদ্গীরণ করিয়া থাকেন।

জড়া প্রকৃতিই যদি দেহের বা দৃশ্য জগতের মূল কারণ হইতেন, তাহা হইলে প্রকৃতি মনুষ্য-দেহ তৈয়ারী করিতেছেন না কেন? মৃত্তিকাই যদি ঘটের মূল কারণ হইত, তাহা হইলে পৃথিবীতে অপরিমিত মৃত্তিকা থাকা সত্ত্বেও গ্রীষ্মের সময়ে আমরা জল রাখিবার জন্য যথেষ্ট ঘট পাইতেছি না কেন? কুম্ভকার না হইলে যেমন ঘট হয় না, কুম্ভকারই ঘটের নিমিত্ত-কারণ বা আপাত দৃষ্টিতে মূল কারণ; উপাদান-কারণ মৃত্তিকা। কুম্ভকার একটি অচেতন পদার্থ নয়। সে একটি জ্ঞানময় বস্তু বা চিৎসত্তা। অতএব চেতন বা জ্ঞানই ঘটের নিমিত্ত বা মুখ্য কারণ, তদ্রূপ দেহাদি গঠনেও পঞ্চমহাভূত বা জড়া প্রকৃতি মূল কারণ নন, উহা মাত্র উপাদান কারণ। দেহের নিমিত্ত বা মুখ্য কারণ অন্য-বস্তু অর্থাৎ চিৎসত্তা বা পুরুষ। পুরুষের ইচ্ছা না হইলে প্রকৃতি জগৎ সৃজন করিতে বা দেহাদি গঠন করিতে পারেন না। জড়, অচেতন বা অজ্ঞান এক জাতীয়; অজড়, চেতন বা জ্ঞান এক-জাতীয় বস্তু। এখন বিচার্য্য বিষয় এই যে,—জ্ঞান অজ্ঞান সত্তাকে অপেক্ষা করে অথবা অজ্ঞান জ্ঞান সত্তাকে অপেক্ষা করে। যাহার জন্য অন্যের সত্তা অপেক্ষমান, সেই শ্রেষ্ঠ বা মূল। অজ্ঞানই জ্ঞানকে অপেক্ষা করে, জ্ঞান কাহারও অপেক্ষাযুক্ত নয়। উহা স্বতঃসিদ্ধ। পক্ষান্তরে অজ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ নয়; কিন্তু আপেক্ষিক ব্যতিরেক তত্ত্ব। অজ্ঞান, অচেতন বা জড়ের অস্তিত্ব জ্ঞান বা চেতনের প্রতি নির্ভরশীল। সুতরাং জড় দ্বিতীয় সত্তা। এই জন্যই ঘটের মূল কারণ মৃত্তিকা নয়। জীব-শরীরের মূল কারণ—পঞ্চ মহাভূত বা জড়া প্রকৃতি নন। প্রকৃতি উপাদান কারণ। পুনঃ, জীব-সত্তাগত জ্ঞানও স্বতঃসিদ্ধ নয় বলিয়া তাহারও মূল কারণ পূর্ণ-জ্ঞান ব্রহ্ম, পরমাত্মা বা শ্রীভগবান্। অখণ্ড চিদ্বস্তুর পরা-প্রকৃতি-গত সত্তা বা তটস্থা-প্রকৃতি-গত সত্তাই জীবতত্ত্ব। ঘট-নির্ম্মাণে কুম্ভকার-স্থানীয় জীব-সত্তাটি তজ্জন্য নিমিত্ত-কারণ এবং জীব-সত্তারও মূল কারণরূপী শ্রীভগবত্তত্ত্বই ঘটের মূল কারণ। এইরূপে জীবদেহের মূল কারণ শ্রীভগবান্ এবং নিমিত্ত-কারণ পিতা মাতা। অতএব স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমগ্র বিশ্বেরই মূল কারণ শ্রীভগবান্।

শ্রীভগবান্, পরমাত্মা বা ব্রহ্মবস্তু নিত্য ও শাশ্বত। তাঁহার চিৎ প্রকৃতিগত সত্তাও নিত্য এবং শাশ্বত। শাস্ত্র-প্রমাণ এতৎসম্বন্ধে প্রচুর রহিয়াছে। শ্রীগীতা, শ্রীভাগবত ও শ্রীউপনিষৎ আদি শাস্ত্র অধ্যয়ন-কারী-দিগকে উহার প্রমাণ উল্লেখে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করি না। যে জ্ঞান বা আত্মার উৎপত্তি বা ধ্বংস নাই, যে আত্মা সর্ব্বদাই স্থিতিশীল, তাঁহার অনস্তিত্বের কল্পনা কখনও যুক্তিযুক্ত হয় না। চিৎ

স্বরূপে জীবের ইচ্ছা, ক্রিয়া এবং অনুভূতিও স্বতঃসিদ্ধ। ক্রিয়া হইতে ফল-লাভ বা অবস্থান্তর-প্রাপ্তিও স্বীকার্য্য। সুতরাং জীবাত্মা নিত্য হইলেও তাহার অবস্থান্তর প্রাপ্তি স্বীকার্য্য ; অবস্থান্তর-প্রাপ্তিতে জীবসত্তার স্বরূপতঃ হানি বৃদ্ধি হয় না। এমতাবস্থায় বৈদিক দৃষ্টিতে যে জন্মান্তর স্বীকৃত, তাহা বিজ্ঞান, দর্শন ও যুক্তিসঙ্গত। তজ্জন্যই বৈদিক বা বেদানুগত হিন্দুগণ তথা সনাতনী ও বৈষ্ণবগণ লোকান্তরিত আত্মার শ্রাদ্ধাদি বিজ্ঞান ও যুক্তিসম্মত ভাবেই করিয়া থাকেন।

উদ্যানে পুষ্প থাকিলেও গৃহে বসিয়া বায়ুর সাহায্যে যেমন উক্ত পুষ্পের সার গন্ধ আমরা আস্বাদন করিতে পারি, তদ্রূপ আত্মা লোকান্তরিত হইলেও শব্দের সাহায্যে আমরা তাহার শ্রাদ্ধ বা তর্পণ আদি করিতে পারি।

শব্দ আকাশের গুণ বা শক্তিবিশেষ। আকাশ দ্বিবিধ। চিদাকাশ ও অচিদাকাশ। চিদাকাশের শব্দ, গুণ বা শক্তি চিদ্‌রাজ্যে গতিশীল এবং জড়াকাশের শব্দ জড় জগতে বা মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে গতিবিশিষ্ট। অজ্ঞানময় আকাশে যে সকল বস্তু বা ব্যক্তি অবস্থান করে, তাহাদিগকে অজ্ঞানোত্থ বা কামোত্থ শব্দ-দ্বারাও লক্ষ্য করা যায়। মায়াতীত বৈকুণ্ঠ বস্তু বা সত্তাকে গুণাতীত বৈকুণ্ঠ-বৃত্তির দ্বারা বা নির্গুণ-শব্দ-দ্বারাই মাত্র স্পর্শ করা যায়। তজ্জন্যই ভোগময় বৃত্তি-বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরও শ্রাদ্ধাদি দ্বারা পূর্ব্ব পুরুষের তর্পণ ও কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। বৈকুণ্ঠ-সত্তাগণ বৈকুণ্ঠ-বৃত্তিদ্বারা বৈকুণ্ঠ-বস্তু-সত্তার সান্নিধ্য ও সেবা সম্পাদন করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ হন। সুতরাং জন্মান্তর না মানা বা শ্রাদ্ধাদির বিরুদ্ধাচরণ করা কেবল নির্ব্বুদ্ধিতা ও অকৃতজ্ঞ স্বভাবের পরিচয় বলিয়া স্থির হয়।

এতদ্ব্যতীত রাষ্ট্র-পরিচালনে, সমাজের শৃঙ্খলা-রক্ষণে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতেও জন্মান্তর-বিশ্বাস প্রচুর সহায়ক। জন্মান্তর না মানা ব্যক্তিগণ ইহ জীবনের জন্য ন্যায়, অন্যায়ভাবে নিজ ইন্দ্রিয়-তর্পণের যত্ন করিতে ইতস্ততঃ না করিয়া পারেন। কিন্তু 'স্ব-কর্ম্মফলভুক্‌পুমান্' বিচারাবলম্বনে চালিত ব্যক্তিগণ নিজেদের অতীত কর্ম্ম বর্ত্তমানাবস্থার বহুলাংশে হেতু এবং বর্ত্তমান ক্রিয়াদিও ভবিষ্যৎ সংঘটনে মুখ্যাংশ গ্রহণ করিবে ভাবিয়া সুসংযত হইবার প্রযত্ন করিয়া থাকেন। প্রত্যেক ক্রিয়ারই সমজাতীয়া প্রতিক্রিয়া হইয়া থাকে। সুতরাং জন্মান্তর আন্তরিক-স্বীকারকারি ব্যক্তিগণ শরীর, মন ও বাক্যের সংযম অভ্যাস নিজ স্বার্থেই করিয়া থাকেন। তদ্দ্বারা তাঁহাদের পবিত্রতা ও সংযম অভ্যাস হয় ও নিজে যথাসম্ভব পরোপকার-ময় বা অন্ততঃ অহিংসাময় জীবন যাপনে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সুখের পথ প্রশস্ত করেন এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সুখ শান্তি সম্বর্দ্ধনে যত্নবান্ হন কিন্তু জন্মান্তর অস্বীকারকারিগণ তাঁহাদের ভবিষ্যতের জন্য চিন্তা না করিয়া বিপরীতভাবে চলিয়া বিপরীতফল লাভ করতঃ অন্যকেও উদ্বেগ প্রদানের কারণ হইয়া থাকেন।

অতএব শাস্ত্র, যুক্তি ও মহাজনের পন্থানুসরণে এবং আধুনিক যুক্তি-বাদাদি গ্রহণে জন্মান্তর স্বীকার এবং শ্রাদ্ধাদি-কার্য্য জনগণের সর্ব্বতোভাবে হিতকর বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

—অকিঞ্চন দাস

ঊর্জ্জব্রতকালে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের প্রাত্যহিক-কৃত্য

আগামী ১১ই কার্ত্তিক (১৩৭০), ইং ২৯শে অক্টোবর (১৯৬৩) মঙ্গলবার একাদশ্যারম্ভ পক্ষে শ্রীঊর্জ্জব্রত (দামোদরব্রত, কার্ত্তিক ব্রত বা নিয়ম-সেবা) আরম্ভ হইয়া আগামী ১০ই অগ্রহায়ণ, ২৭শে নভেম্বর বুধবার শ্রীউত্থান একাদশী তিথি পর্য্যন্ত উহা পালিত হইবে। এই নিয়মসেবাকালে ত্রিসন্ধ্যাস্নান (স্বাস্থ্য অনুসারে), ব্রহ্ম-চর্য্য-সংরক্ষণ, শরীর-রক্ষণোপযোগী অবশ্য-প্রয়োজনাতি-রিক্ত ভোগবিলাস বর্জ্জন, কেশ-শ্মশ্রু-নখাদি সংরক্ষণ,

আহারাদি বিষয়ে—সরিষার তৈল (মাখাও নিষেধ), লঙ্কা, কলম্বী, পূতিকা, পটোল (পত্র ও ফল), বেগুণ, লাউ, মাষকলাই, সিম, বরবরটি প্রভৃতি ও পর্য্যুষিত দ্রব্যাদি বর্জ্জনপূর্ব্বক হবিষ্যান্ন-বিহিত গব্যঘৃতপক্ক ব্যঞ্জনাদি গ্রহণ ইত্যাদি নিয়ম পালনের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অবশ্য আচার-বিচারাদি গ্রহণ ও বর্জ্জন বিষয়ে ভক্তির অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার বরণ-মুখে ভজন-সমৃদ্ধি বিষয়ে লক্ষ্য রাখাই মুখ্য প্রয়োজন। নিরপরাধে সংখ্যা-নাম-গ্রহণ, সাধু-মুখে হরিকথা শ্রবণ এবং শ্রীগুরু-বৈষ্ণবসেবার দিকে বিশেষ দৃষ্টি থাকিলেই নিয়ম-সেবার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের প্রসন্নতা ব্যতীত ভগবৎপ্রসাদ সুদূর পরাহত।

শ্রীঊর্জ্জব্রতকালে শ্রৌত-পারম্পর্য্যানুসরণে আমাদের প্রত্যহ অষ্টযামে যাম-বিভাগক্রমে শ্রীদামোদরাষ্টক, শ্রীগুর্ব্বষ্টক, শ্রীগৌরশিক্ষাসার-স্বরূপ শিক্ষাষ্টক ও তদনুকূলে শ্রীকৃষ্ণের অষ্টকালীয় লীলা-স্মারক শ্রীগোবিন্দলীলামৃতোক্ত শ্লোকাষ্টক এবং তদর্থবোধক গীতিসমূহ কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত প্রত্যহই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বা শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ভজনরহস্য, শ্রীল রূপগোস্বামি-পাদোপদিষ্ট 'উপদেশামৃত', পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্র সমূহ সকালে, বৈকালে ও সন্ধ্যায় নিয়মিতভাবে পঠিত ও ব্যাখ্যাত হয়।

প্রত্যূষে কীর্ত্তনমুখে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারী জিউর মঙ্গলারাত্রিক দর্শন, শ্রীমন্দির পরিক্রমণ ও নগর ভ্রমণান্তে সকালের পাঠ আরম্ভ হয়। সকালে সাধারণতঃ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বা শ্রীচৈতন্যভাগবত, বৈকালে শ্রীউপদেশামৃত, পত্রাবল্যাদি ও সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। ইতোমধ্যে প্রতি যামোচিত স্তবস্তুতি পাঠ কীর্ত্তনাদি ও আরাত্রিক-কীর্ত্তনাদি যথানিয়মে হইয়া থাকে।

আমরা শ্রীকার্ত্তিকব্রতের সেবা-নিয়ম পালনেচ্ছু ভক্তগণের স্মৃতি-সহায়তা হেতু নিম্নে গদ্যানুবাদ সহ শ্রীদামোদরাষ্টক এবং শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের পদ্যানুবাদ সহ শিক্ষাষ্টক ও শ্রীশ্রীকৃষ্ণের অষ্টকালীয় লীলা-স্মারক শ্লোকাষ্টক প্রকাশ করিতেছি।

অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম এবার এই নিয়মসেবাকালে আগামী ১৪ই কার্ত্তিক শ্রীশ্রীশারদীয়া রাসযাত্রার আরম্ভ-পৌর্ণমাসী হইতে ১৪ই অগ্রহায়ণ শ্রীরাসযাত্রার পূর্ণাপ্তি-পৌর্ণমাসী পর্য্যন্ত শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমণের বিপুল আয়োজন করিয়াছেন। তদনুসারে তিনি কতিপয় মঠবাসী ত্যক্তগৃহ ও গৃহস্থ ভক্ত সহ আগামী ১২ই কার্ত্তিক, ৩০শে অক্টোবর তারিখে পূর্ব্বাহ্ণ ৯-৫০মিঃ এ তুফান এক্সপ্রেসে হাওড়া হইতে মথুরা যাত্রা করিবেন।

১৩ই কার্ত্তিক অপরাহ্ণে মথুরায় পৌঁছিয়া ১৪ই কার্ত্তিক প্রাতে মথুরা হইতেই পরিক্রমা আরম্ভ হইবে। দ্বাদশ বন ও দ্বাত্রিংশৎ উপবনাদি কীর্ত্তন-মুখে পরিক্রমা করা হইবে।

সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত শ্রবণ, মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন—এই মুখ্য সাধন-পঞ্চক পরিক্রমণকালে একাধারে যুগপৎ যাজিত হইবার বিশেষ সুযোগ থাকায় এই পরিক্রমা মুখ্য ভক্ত্যঙ্গ বলিয়াই বিচারিত হয়।

শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকম্

নমামীশ্বরং সচ্চিদানন্দরূপং
লসৎকুণ্ডলং গোকুলে ভ্রাজমানম্।
যশোদাভিয়োলূখলাদ্ধাবমানং
পরামৃষ্টমত্যন্ততোদ্রুত্য গোপ্যা॥ ১॥

যাঁহার শ্রবণ-যুগলে কুণ্ডলদ্বয় দোদুল্যমান হইতেছে, যিনি গোকুলধামে পরমোৎকর্ষে বিরাজমান, যিনি শিক্যস্থ নবনীত হরণ করিয়া মাতা যশোমতীর ভয়ে উদূখলোপরি হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক মহাবেগে ধাবিত হইয়াছিলেন

এবং যশোমতীও পশ্চাদ্ধাবমানা হইয়া যাঁহার পৃষ্ঠদেশ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই সচ্চিদানন্দরূপ ঈশ্বরকে আমি প্রণাম করি ॥ ১ ॥

রুদন্তং মুহুর্নেত্রযুগ্মং মৃজন্তং
করাম্ভোজ-যুগ্মেন সাতঙ্কনেত্রম্।
মুহুঃশ্বাস-কম্প-ত্রিরেখাঙ্ককণ্ঠ-
স্থিতগ্রৈব-দামোদরং ভক্তিবদ্ধম্ ॥ ২ ॥

মাতৃ করে যষ্টি দেখিয়া (ভয়ে) যিনি রোদন করিতে করিতে করকমলদ্বয়ে পুনঃ পুনঃ চক্ষুর্দ্বয় মার্জ্জন করিতেছেন, যাঁহার নয়নযুগল ভীতিবিত্রস্ত, পুনঃ পুনঃ নিশ্বাসনিবন্ধন কম্পবশে যাঁহার ত্রিরেখাচিহ্নিত কণ্ঠে মুক্তাহার দোদুল্যমান হইতেছে এবং যাঁহার উদর (যশোমতী কর্ত্তৃক) রজ্জুবন্ধনে আবদ্ধ, আমি সেই ভক্তিবদ্ধ দামোদর দেবকে নমস্কার করি ॥২॥

ইতীদৃকস্বলীলাভিরানন্দকুণ্ডে
স্বঘোষং নিমজ্জন্তমাখ্যাপয়ন্তম্।
তদীয়েশিতজ্ঞেষু ভক্তৈর্জিতত্বং
পুনঃ প্রেমতস্তং শতাবৃত্তি বন্দে ॥ ৩ ॥

যিনি এইরূপ বাল্যলীলা দ্বারা গোকুলবাসিগণকে সুখসাগরে ভাসমান করিতেছেন, যিনি ভগবদৈশ্বর্য্যজ্ঞান-নিষ্ঠ ভক্তকুলের প্রতি "আমি কেবল শুদ্ধ ভক্তগণ কর্ত্তৃকই পরাভূত" এইভাব প্রকট করিতেছেন, আমি প্রেমভরে পুনরায় সেই ঈশ্বরকে শত শতবার বন্দনা করি ॥ ৩ ॥

বরং দেব মোক্ষং ন মোক্ষাবধিং বা
ন চান্যং বৃণেঽহং বরেশাদপীহ।
ইদন্তে বপুর্নাথ গোপাল-বালং
সদা মে মনস্যাবিরাস্তাং কিমন্যৈঃ ॥ ৪ ॥

হে প্রভো! আপনি সর্ব্বপ্রকার বরদানেই সমর্থ। কিন্তু ভবৎসকাশে আমার মোক্ষ (চতুর্থ পুরুষার্থ), মোক্ষাবধি (বৈকুণ্ঠ) অথবা অন্য (শ্রবণাদি ভক্তিপ্রকার) কিছুই বররূপে গ্রহণ করিতে বাসনা নাই। হে নাথ! আমার হৃদয়ে যেন নিরন্তর বৃন্দাবন-বর্ণিত ত্বদীয় বাল-গোপালরূপ মূর্ত্তি জাগরুক্ থাকে; অন্য মোক্ষাদি বরে আমার প্রয়োজন নাই ॥ ৪ ॥

ইদং তে মুখাম্ভোজমব্যক্তনীলৈ-
র্বৃতং কুন্তলৈঃ স্নিগ্ধরক্তৈশ্চ গোপ্যা।
মুহুশ্চুম্বিতং বিম্বরক্তাধরং মে
মনস্যাবিরাস্তামলং লক্ষলাভৈঃ ॥ ৫ ॥

হে দেব! ত্বদীয় মূর্ত্তির মধ্যে বিশেষতঃ মুখপদ্মের মধুরিমা আর কি বর্ণন করিব? যাহা পরম শ্যামল, স্নিগ্ধ ও লোহিতবর্ণ অলকাবলী দ্বারা বেষ্টিত, যাহা গোপিকা শ্রীযশোমতী বা শ্রীরাধিকা পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতেছেন, আপনার সেই বিম্বফলবৎ লোহিতবর্ণ ওষ্ঠাধরযুগল-বিশিষ্ট বদন-পদ্ম নিরন্তর মদীয় হৃদয়ে প্রকাশিত থাকুক্। অন্য কোন প্রকার লক্ষ লক্ষ লাভেও আমার প্রয়োজন নাই ॥ ৫ ॥

নমো দেব দামোদরানন্ত বিষ্ণো
প্রসীদ প্রভো দুঃখ-জালাব্ধিমগ্নম্।
কৃপাদৃষ্টি-বৃষ্ট্যাতিদীনং বতানু-
গৃহাণেশ মামজ্ঞমেধ্যক্ষি দৃশ্যঃ ॥ ৬ ॥

হে দেব! হে দামোদর! হে অনন্ত! হে বিষ্ণো! মৎপ্রতি প্রসন্ন হউন্। হে প্রভো! হে ঈশ! আমি সাংসারিক ক্লেশ-পরম্পরারূপ মহাসাগরে পতিত হইয়া নিরতিশয় ক্লিষ্ট হইতেছি, আপনি কৃপাদৃষ্টিরূপ অমৃত বর্ষণ দ্বারা আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন, আপনি আমার দৃষ্টিপথে উদিত হউন ॥ ৬ ॥

কুবেরাত্মজৌ বদ্ধমূর্ত্যৈব যদ্বৎ
ত্বয়া মোচিতৌ ভক্তিভাজৌ কৃতৌ চ।
তথা প্রেমভক্তিং স্বকাং মে প্রযচ্ছ
ন মোক্ষে গ্রহো মেঽস্তি দামোদরেহ ॥ ৭ ॥

হে দামোদর! আপনি যেরূপ উদুখলে রজ্জু বদ্ধ হইয়া (নলকুবর ও মণিগ্রীব নামা) কুবের-তনয়দ্বয়কে (শ্রীনারদ-শাপ ও সংসার-বন্ধন হইতে) মুক্ত ও ভক্তিপাত্র করিয়াছেন, আমাকেও সেইরূপ প্রেমভক্তি অর্পণ করুন্। ঐ প্রেমভক্তি লাভার্থই আমি আগ্রহবান্, মোক্ষে আমার আগ্রহ নাই ॥ ৭ ॥

নমস্তেঽস্তু দাম্নে স্ফুরদ্দীপ্তিধাম্নে
ত্বদীয়োদরায়াথ, বিশ্বস্য ধাম্নে।
নমো রাধিকায়ৈ ত্বদীয়প্রিয়ায়ৈ
নমোঽনন্তলীলায় দেবায় তুভ্যম্ ॥ ৮ ॥

হে দেব! ত্বদীয় তেজোবিশিষ্ট উদর-বন্ধন দাম ও জগদাধারস্বরূপ আপনার উদরকে আমি নমস্কার করি; আপনার নিত্য প্রিয়তমা শ্রীরাধিকাকেও আমি প্রণাম করি। অনন্ত লীলাময় লোকোত্তর আপনাকে আমি বন্দনা করি ॥ ৮ ॥

প্রথমযাম সাধন

(রাত্রের শেষ ছয় দণ্ড। শিক্ষাষ্টক ১ম শ্লোক)

চেতো দর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥

পীতবরণ কলিপাবন গোরা।
গাওয়ই ঐছন ভাববিভোরা ॥
চিত্তদর্পণ-পরিমার্জ্জনকারী।
কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় চিত্তবিহারী ॥
হেলাভবদাব-নির্ব্বাপণবৃত্তি।
কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় ক্লেশ-নিবৃত্তি ॥
শ্রেয়ঃকুমুদবিধু-জ্যোৎস্নাপ্রকাশ।
কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় ভক্তিবিলাস ॥
বিশুদ্ধ বিদ্যাবধূজীবনরূপ।
কৃষ্ণ-কীর্ত্তন জয় সিদ্ধস্বরূপ ॥
আনন্দপয়োনিধি-বর্দ্ধনকীর্ত্তি।
কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় প্লাবনমূর্ত্তি ॥
পদেপদে পীযূষস্বাদ-প্রদাতা।
কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় প্রেম-বিধাতা ॥
ভক্তিবিনোদ স্বাত্মস্নপন-বিধান।
কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় প্রেমনিদান ॥

শ্রীকৃষ্ণলীলা চিন্তা,—

রাত্র্যন্তে ত্রস্তবৃন্দেরিতবহুবিরবৈর্বোধিতৌ-কীরশারী
পদ্যৈর্হৃদ্যৈরহৃদ্যৈরপি সুখশয়নাদুত্থিতৌ তৌ সখিভিঃ।
দৃষ্টৌ হৃষ্টৌ তদাত্বোদিতরতিললিতৌ কক্খটীগীঃ সশঙ্কৌ
রাধাকৃষ্ণৌ সতৃষ্ণাবপি নিজনিজ ধাম্ন্যাপ্ততল্পৌ স্মরামি ॥

দেখিয়া অরুণোদয়, বৃন্দাদেবী ব্যস্ত হয়,
কুঞ্জে নানা রব করাইল।
শুক শারী পদ্য শুনি, উঠে রাধা নীলমণি,
সখীগণ দেখি হৃষ্ট হৈল ॥
কালোচিত সুললিত, কক্খটীর রবে ভীত,
রাধাকৃষ্ণ সতৃষ্ণ হইয়া।
নিজ নিজ গৃহে গেলা, নিভৃতে শয়ন কৈলা,
দুঁহে ভজি সে লীলা স্মরিয়া ॥
এই লীলা স্মর আর গাও কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণলীলা প্রেমধন পাবে কৃষ্ণধাম ॥

দ্বিতীয়যাম সাধন

(প্রাতঃ প্রথম ছয় দণ্ড। শিক্ষাষ্টক ২য় শ্লোক)

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥

তুঁহু দয়ার সাগর তারয়িতে প্রাণী।
নাম অনেক তুয়া শিখাওলি আনি' ॥
সকল শকতি দেই নামে তোহারা।
গ্রহণে রাখলি নাহি কাল-বিচারা ॥
শ্রীনাম চিন্তামণি তোহারি সমানা।
বিশ্বে বিলাওলি করুণা-নিদানা ॥
তুয়া দয়া ঐছন পরম উদারা।
অতিশয় মন্দ, নাথ ভাগ হামারা ॥
নাহি জনমল নামে অনুরাগ মোর।
ভকতিবিনোদ-চিত্ত দুঃখে বিভোর ॥

রাধাং স্নাতবিভূষিতাং ব্রজপয়াহূতাং সখীভিঃ প্রগে-
তদ্গেহে বিহিতান্নপাকরচনাং কৃষ্ণাবশেষাশনাম্।
কৃষ্ণং বুদ্ধমবাপ্তধেনুসদনং নির্ব্যূঢ়গোদোহনং
সুস্নাতং কৃতভোজনং সহচরৈস্তাঞ্চাথ তঞ্চাশ্রয়ে ॥

রাধাস্নাত বিভূষিত, শ্রীযশোদা সমাহূত,
সখী সঙ্গে তদ্‌গৃহে গমন।
তথা পাক বিরচন, শ্রীকৃষ্ণাবশেষাশন,
মধ্যে মধ্যে দুঁহার মিলন॥
কৃষ্ণ নিদ্রা পরিহরি, গোষ্ঠে গোদোহন করি,
স্নানাশন সহচর সঙ্গে।
এই লীলা চিন্তা কর, নাম প্রেমে গরগর,
প্রাতে ভক্তজন-সঙ্গে রঙ্গে॥
এই লীলা চিন্ত আর কর সংকীর্ত্তন।
অচিরে পাইবে তুমি ভাব উদ্দীপন॥

তৃতীয়যাম সাধন

(ছয় দণ্ড বেলা হইতে দ্বিপ্রহর দিবস পর্য্যন্ত)
[শিক্ষাষ্টক ৩য় শ্লোক]

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥
শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে যদি মানস তোহার।
পরম যতনে তঁহি লভ অধিকার॥
তৃণাধিক হীন দীন অকিঞ্চন ছার।
আপনে মানবি সদা ছাড়ি' অহঙ্কার॥
বৃক্ষসম ক্ষমাগুণ করবি সাধন।
প্রতিহিংসা ত্যজি' অন্যে করবি পালন॥
জীবন-নির্ব্বাহে আনে উদ্বেগ না দিবে।
পর-উপকারে নিজ-সুখ পাসরিবে॥
হইলেও সর্ব্বগুণে গুণী মহাশয়।
প্রতিষ্ঠাশা ছাড়ি' কর অমানী হৃদয়॥
কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান সর্ব্বজীবে জানি' সদা।
করবি সম্মান সবে আদরে সর্ব্বদা॥
দৈন্য, দয়া, অন্যে মান, প্রতিষ্ঠা-বর্জ্জন।
চারিগুণে গুণী হই' করহ কীর্ত্তন॥
ভকতিবিনোদ কাঁদি' বলে প্রভু-পায়।
হেন অধিকার কবে দিবে হে আমায়॥

পূর্ব্বাহ্ণে ধেনুমিত্রৈর্বিপিনমনুসৃতং গোষ্ঠলোকানুযাতং
কৃষ্ণং রাধাপ্তিলোলং তদভিসৃতিকৃতে প্রাপ্ততৎকুণ্ডতীরম্।
রাধাঞ্চালোক্য কৃষ্ণং কৃতগৃহগমনামার্য্যয়ার্কার্চ্চনায়ৈ
দিষ্টাং কৃষ্ণপ্রবৃত্ত্যৈঃ প্রহিতনিজসখী বর্ত্মনেত্রাং স্মরামি॥

ধেনু সহচর সঙ্গে, কৃষ্ণ বনে যায় রঙ্গে,
গোষ্ঠজন অনুব্রত হরি।
রাধাসঙ্গ লোভে পুনঃ, রাধাকুণ্ড তটবন,
যায় ধেনু সঙ্গী পরিহরি'॥
কৃষ্ণের ইঙ্গিত পাঞা, রাধা নিজগৃহে যাঞা,
জটিলাজ্ঞা লয় সূর্য্যার্চ্চনে।
গুপ্তে কৃষ্ণপথ লখি, কতক্ষণে আইসে সখী,
ব্যাকুলিতা রাধা স্মরি মনে॥

চতুর্থযাম সাধন

(দ্বিপ্রহর দিবস হইতে সাড়ে তিন প্রহর পর্য্যন্ত)
[শিক্ষাষ্টক ৪র্থ শ্লোক]

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥

প্রভু! তব পদযুগে মোর নিবেদন।
নাহি মাগি দেহ-সুখ বিদ্যা, ধন, জন॥
নাহি মাগি স্বর্গ, আর মোক্ষ নাহি মাগি।
না করি প্রার্থনা কোন বিভূতির লাগি'॥
নিজকর্ম্মগুণ-দোষে যে যে জন্ম পাই।
জন্মে জন্মে যেন তব নাম-গুণ গাই॥
এই মাত্র আশা মম তোমার চরণে।
অহৈতুকী ভক্তি হৃদে জাগে অনুক্ষণে॥
বিষয়ে যে প্রীতি এবে আছয়ে আমার।
সেই মত প্রীতি হউক চরণে তোমার॥
বিপদে সম্পদে থাকুক তাহা সমভাবে।
দিনে দিনে বৃদ্ধি হউক নামের প্রভাবে॥
পশুপক্ষী হ'য়ে থাকি স্বর্গে বা নিরয়ে।
তব ভক্তি রহু ভক্তিবিনোদ হৃদয়ে॥

মধ্যাহ্নেঽন্যোন্যসঙ্গোদিতবিবিধবিকারাদিভূষা প্রমুগ্ধৌ
বাম্যোৎকণ্ঠাতিলোলৌ স্মরমখললিতাদ্যালিনর্ম্মাপ্তশাতৌ।
দোলারণ্যাম্বুবংশীহৃতিরতি মধুপানার্ক-পূজাদিলীলৌ
রাধাকৃষ্ণৌ সতৃষ্ণৌ পরিজনঘটয়া সেব্যমানৌ স্মরামি॥

রাধাকুণ্ডে সুমিলন, বিকারাদি বিভূষণ,
বাম্যোৎকণ্ঠমুগ্ধভাবলীলা।
সম্ভোগ নর্ম্মাদিরীতি, দোলা খেলা বংশী-হৃতি,
মধুপান সূর্য্যপূজা খেলা॥
জলখেলা বন্যাশন, ছল সুপ্তি বন্যাটন,
বহু লীলানন্দে দুইজনে।
পরিজন সুবেষ্টিত, রাধাকৃষ্ণ সুসেবিত,
মধ্যাহ্নকালেতে স্মরি মনে॥

পঞ্চমযাম সাধন

(সাড়ে তিন প্রহর দিবস হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত)
[শিক্ষাষ্টক ৫ম শ্লোক]

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয়॥

অনাদি করমফলে, পড়ি' ভবার্ণব-জলে,
তরিবারে না দেখি উপায়।
এ বিষয়-হলাহলে, দিবানিশি হিয়া জ্বলে,
মন কভু সুখ নাহি পায়॥
আশা-পাশ শত-শত, ক্লেশ দেয় অবিরত,
প্রবৃত্তি-উর্ম্মির তাহে খেলা।
কাম-ক্রোধ-আদি ছয়, বাটপাড়ে দেয় ভয়,
অবসান হৈল আসি বেলা॥
জ্ঞান-কর্ম্ম—ঠগ দুই, মোরে প্রতারিয়া লই',
অবশেষে ফেলে সিন্ধুজলে।
এ হেন সময়ে বন্ধু, তুমি কৃষ্ণ কৃপাসিন্ধু,
কৃপা করি' তোল মোরে বলে॥
পতিত কিঙ্করে ধরি', পাদপদ্ম-ধূলি করি',
দেহ' ভক্তিবিনোদে আশ্রয়।
আমি তব নিত্যদাস, ভুলিয়া মায়ার পাশ,
বদ্ধ হ'য়ে আছি দয়াময়॥

শ্রীরাধাং প্রাপ্তগেহাং নিজরমণকৃতে কৢপ্তনানোপহারাং
সুস্নাতাং রম্যবেশাং প্রিয়মুখকমলালোকপূর্ণপ্রমোদাম্।
শ্রীকৃষ্ণং চাপরাহ্নে ব্রজমনুচলিতং ধেনুবৃন্দৈর্বয়স্যৈঃ
শ্রীরাধালোকতৃপ্তং পিতৃমুখমিলিতং মাতৃমৃষ্টং স্মরামি॥

শ্রীরাধিকা গৃহে গেলা, কৃষ্ণ লাগি বিরচিলা,
নানাবিধ খাদ্য উপহার।
স্নাত রম্য বেশ ধরি, প্রিয় মুখেক্ষণ করি,
পূর্ণানন্দ পাইল অপার॥
শ্রীকৃষ্ণাপরাহ্নকালে, ধেনু মিত্র লঞা চলে,
পথে রাধামুখ নিরখিয়া।
নন্দাদি মিলন করি, যশোদা মার্জ্জিত হরি,
স্মর মন আনন্দিত হঞা॥

ষষ্ঠযাম সাধন

(সন্ধ্যার পর ছয় দণ্ড। শিক্ষাষ্টক ৬ষ্ঠ শ্লোক)

নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদগদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নাম গ্রহণে ভবিষ্যতি॥

অপরাধ-ফলে মম, চিত্ত ভেল বজ্রসম,
তুয়া নামে না লভে বিকার।
হতাশ হইয়ে হরি, তব নাম উচ্চ করি',
বড় দুঃখে ডাকি বার বার॥
দীন দয়াময় করুণা-নিদান।
ভাববিন্দু দেই' রাখহ পরাণ॥
কবে তব নাম উচ্চারণে মোর।
নয়নে ঝরব দর দর লোর॥
গদগদ-স্বর কণ্ঠ উপজব।
মুখে বোল আধ আধ বাহিরাব॥
পুলকে ভরব শরীর হামার।
স্বেদ-কম্প-স্তম্ভ হবে বার বার॥
বিবর্ণ শরীরে হারাওব জ্ঞান।
নাম-সমাশ্রয়ে ধরবুঁ পরাণ॥
মিলব হামার কিএ ঐছে দিন।
রোয়ে ভক্তিবিনোদ মতিহীন॥

সায়ং রাধাং স্বসখ্যা নিজরমণকৃতে প্রেষিতানেকভোজ্যাং
সখ্যানীতেশ-শেষাশন-মুদিতহৃদং তাং চ তং চ ব্রজেন্দুম্।
সুস্নাতং রম্যবেশং গৃহমনুজননী-লালিতং প্রাপ্তগোষ্ঠং
নির্ব্যূঢ়োহস্রালিদোহং স্বগৃহমনু পুনর্ভুক্তবন্তং স্মরামি॥

শ্রীরাধিকা সায়ংকালে, কৃষ্ণ লাগি পাঠাইলে,
সখীহস্তে বিবিধ মিষ্টান্ন।
কৃষ্ণভুক্ত শেষ আনি, সখী দিল সুখ মানি,
পাঞা রাধা হইল প্রসন্ন॥
স্নাত রম্যবেশ ধরি, যশোদা লালিত হরি,
সখা সহ গোদোহন করে।
নানাবিধ পক্ক অন্ন, পাঞা হৈল পরসন্ন,
স্মরি আমি পরম আদরে॥

সপ্তমযাম সাধন

(ছয়দণ্ড রাত্র হইতে মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত। শিক্ষাষ্টক ৭ম শ্লোক)

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ-বিরহেণ মে॥

গাইতে গাইতে নাম কি দশা হইল।
কৃষ্ণ নিত্যদাস মুঞি হৃদয়ে স্ফুরিল॥
জানিলাম মায়াপাশে এ জড় জগতে।
গোবিন্দ-বিরহে দুঃখ পাই নানামতে॥
আর যে সংসার মোর নাহি লাগে ভাল।
কাঁহা যাই, কৃষ্ণ হেরি এ চিন্তা বিশাল॥
কাঁদিতে কাঁদিতে মোর আঁখি বরিষয়।
বর্ষাধারা হেন চক্ষে হইল উদয়॥
নিমেষ হইল মোর শতযুগ-সম।
গোবিন্দ-বিরহ আর সহিতে অক্ষম॥

শূন্য ধরাতল, চৌদিকে দেখিয়ে,
পরাণ উদাস হয়।
কি করি, কি করি, স্থির নাহি হয়,
জীবন নাহিক রয়॥
ব্রজবাসিগণ, মোর প্রাণ রাখ,
দেখাও শ্রীরাধানাথে।
ভকতিবিনোদ- মিনতি মানিয়া,
লওহে তাহারে সাথে॥
শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ আর সহিতে না পারি।
পরাণ ছাড়িতে আর দিন দুই চারি॥

গাইতে গোবিন্দ নাম, উপজিল ভাবগ্রাম,
দেখিলাম যমুনার কুলে।
বৃষভানুসুতা-সঙ্গে, শ্যাম নটবর রঙ্গে,
বাঁশরী বাজায় নীপমূলে॥
দেখিয়া যুগলধন, অস্থির হইল মন,
জ্ঞানহারা হইলুঁ তখন।
কতক্ষণ নাহি জানি, জ্ঞানলাভ হইল মানি,
আর নাহি ভেল দরশন॥

সখি গো, কেমতে ধরিব পরাণ।
নিমেস হইল যুগের সমান॥
শ্রাবণের ধারা, আঁখি বরষয়,
শূন্য ভেল ধরাতল।
গোবিন্দ-বিরহে, প্রাণ নাহি রহে,
কেমনে বাঁচিব বল॥
ভকতি বিনোদ, অস্থির হইয়া,
পুনঃ নামাশ্রয় করি'।
ডাকে রাধানাথ, দিয়া দরশন,
প্রাণ রাখ, নহে মরি॥

রাধাং সালীগণান্তামসিতসিতনিশাযোগ্যবেশাং প্রদোষে,
দূত্যা বৃন্দোপদেশাদভিসৃত-যমুনাতীরকল্পাগকুঞ্জাম্।
কৃষ্ণং গোপৈঃ সভায়াং বিহিতগুণিকলালোকনং স্নিগ্ধমাত্রা
যত্নদানীয় সংশায়িতমথ নিভৃতং প্রাপ্তকুঞ্জং স্মরামি॥

রাধা বৃন্দা উপদেশে, যমুনোপকূলদেশে,
সাঙ্কেতিক কুঞ্জে অভিসরে।
সিতাসিত নিশাযোগ্য, ধরি বেশ কৃষ্ণভোগ্য,
সখীসঙ্গে সানন্দ অন্তরে॥
গোপসভা মাঝে হরি, নানাগুণকলা হেরি,
মাতৃযত্নে করিল শয়ন।
রাধাসঙ্গ সোঙরিয়া, নিভৃতে বাহির হইয়া,
প্রাপ্তকুঞ্জ করিয়ে স্মরণ॥

অষ্টমযাম সাধন

(মধ্যরাত্র হইতে সাড়ে তিন প্রহর রাত্র পর্য্যন্ত)

[শিক্ষাষ্টক ৮ম শ্লোক]

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্ম্মহতাং করতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥

আমি—কৃষ্ণপদ দাসী, তেঁহো—রস-সুখরাশি,
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাথ।
কিবা না দেয় দরশন, না জানে মোর তনু মন,
তবু তেঁহো—মোর প্রাণনাথ॥

তাবুৎকৌ লব্ধসঙ্গৌ বহুপরিচরণৈর্বৃন্দয়ারাধ্যমানৌ
প্রেষ্ঠালীভির্লসন্তৌ বিপিনবিহরণৈর্গানরাসাদিলাস্যৈঃ।
নানালীলানিতান্তৌ প্রণয়সহচরীবৃন্দসংসেব্যমানৌ
রাধাকৃষ্ণৌ নিশায়াং সুকুসুমশয়নে প্রাপ্তনিদ্রৌ স্মরামি॥

বৃন্দা পরিচর্য্যা পাঞা, প্রেষ্ঠালিগণেরে লঞা,
রাধাকৃষ্ণ রাসাদিক লীলা।
গীতলাস্য কৈল কত, সেবা কৈল সখী যত,
কুসুম শয্যায় দুঁহে শুইলা॥
নিশাভাগে নিদ্রা গেল, সবে আনন্দিত হৈল,
সখীগণ পরানন্দে ভাসে।
এ সুখ-শয়ন-স্মরি, ভজ মন রাধা-হরি,
সেইলীলা প্রবেশের আশে॥

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৫·০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ২·৭৫ নঃ পঃ, প্রতি সংখ্যা ·৫০ নঃ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

বিজ্ঞাপনের হার—

প্রতিবার ১ পৃষ্ঠা—৪০ (চল্লিশ টাকা), অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা ১ কলম—২২৲ টাকা (বাইশ টাকা), সিকি পৃষ্ঠা বা অর্দ্ধ কলম—১২৲ (বার টাকা), সিকি কলম—৭৲ (সাত টাকা), কলম—৪৲ (চার টাকা)। দীর্ঘ কালের জন্য বিজ্ঞাপন দিলে ভিক্ষা স্বতন্ত্র। তাহা সাক্ষাদ্‌ভাবে অথবা পত্রদ্বারা জ্ঞাতব্য।

নিবেদক—কার্য্যাধ্যক্ষ

মহাজন-গীতাবলী

(প্রথম ভাগ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

অগ্রহায়ণ—১৩৭০

৩য় বর্ষ] কেশব, ৪৭৭ শ্রীগৌরাব্দ [১০ম সংখ্যা

“কনক-কামিনী, প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী,
ছাড়িয়াছে যারে সেই ত' বৈষ্ণব।
সেই অনাসক্ত, সেই শুদ্ধ ভক্ত,
সংসার তথায় পায় পরাভব॥”
—প্রভুপাদ

“শ্রীদয়িত দাস, কীর্ত্তনেতে আশ,
কর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম রব।
কীর্ত্তন-প্রভাবে, স্মরণ হইবে,
সে কালে ভজন নির্জ্জন সম্ভব॥”
—প্রভুপাদ

শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক :—
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ, এম্-এ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, কাব্য-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্।

২। উপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ।

৫। শ্রীগোপীরমণ দাস, বিদ্যাভূষণ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ

আকর মঠ ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

১। (ক) শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা২৬।
 (খ) ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬।

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়া বাজার, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।

৩। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর।

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, বৃন্দাবন (মথুরা)।

৫। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা।

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ—২ (অন্ধ্র প্রদেশ)।

৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম)।

৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম)।

৯। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ—চাকদহ (নদীয়া)।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১০। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)।

১১। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)।

মুদ্রণালয় ঃ—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ২৫।১, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ সাহ রোড, টালীগঞ্জ, কলিকাতা-৩৩।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

৩য় বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, অগ্রহায়ণ, ১৩৭০। | ১০ম সংখ্যা
১ কেশব, ৪৭৭ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ অগ্রহায়ণ, সোমবার, ২ ডিসেম্বর, ১৯৬৩।

শ্রীকৃষ্ণ-নামাশ্রয়ের মহিমা

এই জগতে বিমুখ জীবকুলের ভাগ্যের দোষে ভগবানের রূপ-গুণ-লীলা অপ্রাপ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। যাহাতে তিনি সুপ্রাপ্য হন, তজ্জন্য শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভু বলিয়াছেন,—নামাশ্রয়ই একান্ত আবশ্যক। নামাশ্রয় দ্বারাই ক্রমশঃ ভগবানের রূপ-গুণ-লীলার স্ফূর্ত্তি-লাভ হয়। সেই শ্রীরূপেরই প্রিয় কিঙ্কর প্রভুপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী বলিয়াছেন, (ভক্তি সন্দর্ভে সংখ্যায়),—

"প্রথমং নাম্নঃ শ্রবণমন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থমপেক্ষ্যম্। শুদ্ধে চান্তঃকরণে রূপশ্রবণেন তদুদয়যোগ্যতা ভবতি। সম্যগুদিতে চ রূপে গুণানাং স্ফুরণং সম্পদ্যেত, সম্পন্নে চ গুণানাং স্ফুরণে পরিকরবৈশিষ্ট্যেন তদ্বৈশিষ্ট্যং সম্পদ্যতে। ততস্তেষু নামরূপগুণ-পরিকরেষু সম্যক্ স্ফুরিতেষু লীলানাং স্ফুরণং সুষ্ঠু ভবতীত্যভিপ্রেত্য সাধনোক্রমো লিখিতঃ। এবং কীর্ত্তন-স্মরণয়োশ্চ জ্ঞেয়ম্।"

শ্রীনামই প্রেমের কলিকাস্বরূপ, ক্রমশঃ বিকশিত ও পূর্ণ বিকশিত হইয়া রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা-স্বরূপে প্রকাশিত হন এবং বস্তুসিদ্ধিকালে স্বরূপবিলাস প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

শ্রীনামগ্রহণ-ব্যতীত আর অন্য কোন সাধন-পথ নাই; (ভক্তি সন্দর্ভে সখ্যায়)—"যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা, তদা কীর্ত্তনাখ্য-ভক্তি-সংযোগেনৈব কর্ত্তব্যা।" 'নাম' করিতে করিতে অনর্থ নিবৃত্তি হইবে—'নামাপরাধ' করিতে করিতে অনর্থ নিবৃত্তি হয় না। অনর্থ নিবৃত্তি হইলে ভগবানের রূপ-গুণ-পরিকর বৈশিষ্ট্য ও লীলা শুদ্ধ চিত্তে স্বয়ং প্রকাশিত হন। আমরা তখনই উন্নতোজ্জ্বলরস-প্রার্থী হইয়া 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ও 'উজ্জ্বল নীলমণি' —পাঠের সুষ্ঠু অধিকার লাভ করিতে পারিব।

বিল্বমঙ্গল ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণের যে রূপ বর্নন করিয়াছেন, তাহা এইরূপ—(শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃতে ৯২ শ্লোক)—

"মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভোর্মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্॥"

অখিলরসামৃতসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণের নামটি—একবার মধুর, বিগ্রহটী—দুইবার মধুর, বদনটী—তিনবার মধুর, আর হাস্যটী—চারিবার মধুর। শ্রীকৃষ্ণের চারিবার মধুর এই হাস্যটী—তুরীয় প্রাপ্য বস্তু।

গোপীজনবল্লভকে—শ্রীরূপপাদের আরাধ্য সেই শ্রীরাধাগোবিন্দকে—আমরা অনেক-সময়ে জড় জগতের কোন খণ্ডিত বস্তু বলিয়া মনে করিয়া 'অপরাধ' করি। নামাপরাধহেতু 'নাম' হয় না এবং 'নাম' হয় না বলিয়া প্রেমোদয় হয় না এবং কৃষ্ণের সেই চারিবার মধুর হাস্যটীও দেখিতে পাই না! যাহাতে আমরা অপরাধ না করি, তজ্জন্য আমাদের গুরুপাদ-পদ্ম হইতে 'অপরাধ-দশক' শ্রবণ করা আবশ্যক। অনবধানতা-রূপ করাল বদন অসুর আমাদিগকে গুর্ব্ববজ্ঞা-রূপ ভীষণ সাগরে নিমজ্জিত করে; তখন নাম (?) গ্রহণ আকাশ কুসুমের ন্যায় হয়। যাহাদের শ্রীনামে প্রাকৃত বুদ্ধি, তাহাদেরই নাম গ্রহণে যত্ন হয় না। শ্রীরূপগোস্বামি প্রভু উপদেশামৃতে বলিয়াছেন,—

স্যাৎ কৃষ্ণনামচরিতাদি-সিতাপ্যবিদ্যা-পিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রোচিকা নু।
কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদ্গদমূলহন্ত্রী॥

যেমন পিত্তোপতপ্ত-রসনাতে মিশ্রী ভাল লাগে না, তদ্রূপ অনর্থযুক্ত ব্যক্তিরও 'শ্রীনাম' ভাল লাগে না—শ্রীনাম-ভজনে আগ্রহ হয় না।

শ্রীনাম গ্রহণ ব্যতীত আমাদের অন্য কোন কৃত্য নাই। অনর্থ থাকাকালে আমাদের নাম গ্রহণ হয় না। অধিক-স্থলেই 'নামাপরাধ', দৈবাৎ কদাচিৎ কখনও 'নামাভাস' হইতে পারে। অনর্থমুক্ত হইবার জন্য সর্ব্বাগ্রে যত্ন করা উচিত। ভগবানকে নিষ্কপটে ডাকিলেই জীবের অনর্থ-নিবৃত্তি হয়;—অন্য কোন উপায় নাই।

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

—শ্রীল প্রভুপাদ

গৌণ ও মুখ্যবিধির পরস্পর সম্বন্ধ বিচার

স্বধর্ম্মরূপ কর্ম্মকাণ্ড ও বৈধ শুদ্ধ-ভক্তির ভেদ কি? তদুভয়ে বিপুল ভেদ আছে। জড়বিষয়ে যাঁহাদের নির্ব্বেদ জন্মিয়াছে, তাঁহারা জ্ঞানযোগের অধিকারী সন্ন্যাসী। কামিপুরুষ মাত্রেই কর্ম্মযোগের অধিকারী। ভগবত্তত্ত্বে শ্রদ্ধা হইয়াছে, অথচ নির্ব্বেদ বা অধিক কর্ম্মাসক্তি নাই, এরূপ ব্যক্তিই ভক্তির অধিকারী। স্বধর্ম্ম, শরীরযাত্রা দেহের নয়টী অবস্থা ও সামাজিক ক্রিয়া কর্ম্মকাণ্ডে আছে এবং ভক্তিপর্ব্বেও থাকে। তথাপি ভেদ এই যে, কর্ম্মকাণ্ডে বহ্বীশ্বরসেবা ইন্দ্রিয়প্রীতি-রূপ কাম, জড়ীয় সম্মান, কোন না কোন প্রকার জীব-হিংসা, জন্মলক্ষণসিদ্ধ বর্ণীর সম্মান ইত্যাদি ভক্তি-বিরুদ্ধ অনেকগুলি অবস্থা আছে। বৈধ ভক্তজীবনে একমাত্র বিষ্ণুসেবা, অপ্রাকৃত বিষয়ে প্রীতি, বৃত্ত-লক্ষণ-সিদ্ধ ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-সেবা, সর্ব্বভূতে দয়ারূপ অহিংসা—এই কয়টি লক্ষণ প্রবল।

এখন দেখা উচিত যে, পূর্ব্বে যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহার সহিত বৈধভক্তির কি সম্বন্ধ? জিজ্ঞাসা এই যে, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিনাশ বা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈধী ভক্তি আশ্রয় করিতে হয়, কি সেই ধর্ম্মের যথাবিধি পালন পূর্ব্বক ভক্তি অনুশীলন

জন্য বৈধভক্তি-মার্গ গ্রহণ করিতে হয়? পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, শুদ্ধভক্তিসাধন উদ্দেশে উত্তমরূপে শরীর পালন, মানসবৃত্তির সুন্দর অনুশীল ও উন্নতি সাধন, সামাজিক মঙ্গলচর্চ্চা ও আধ্যাত্মিক শিক্ষাই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের মুখ্য তাৎপর্য্য। যে পর্য্যন্ত মানব জড়ীয় শরীরে আবদ্ধ আছেন, সে পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রয়োজন কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। করিলে, পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ শিক্ষার অভাবে জীবের জীবন কুপথগামী হইবে, কোন প্রকার মঙ্গল সাধন হইবে না। অতএব শরীর, মন, সমাজ ও আধ্যাত্মিক সত্তার মঙ্গল সাধন জন্য বর্ণাশ্রম-বিধানকে উপযুক্ত বিধি জানিয়া তাহার পালন করিবে। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালনই যে জীবের চরম প্রয়োজন, তাহা নয়। অতএব সেই ধর্ম্মের আনুকূল্যে ভক্তির অনুশীলন করিবে। ভক্ত্যনুশীলনের জন্যই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পালন করা প্রয়োজন হইয়াছে। এখন বিবেচ্য এই যে, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম যেরূপ দীর্ঘসূত্রী কার্য্য, তাহা করিতে গেলে ভক্ত্যনুশীলনের অবকাশ পাওয়া যায় কি না? এবং যে স্থলে বিরোধ উপস্থিত হয়, সে স্থলে কি কর্ত্তব্য? প্রথমতঃ বক্তব্য এই যে, শরীর, মন, সমাজ ও আধ্যাত্মিক সত্তার রক্ষা ও পুষ্টি না করিতে পারিলে, অধিকতর উচ্চ চেষ্টা যে ভক্তি, তাহার কার্য্য কিরূপে হইবে? অতি শীঘ্র মৃত্যু হইলে, বা চিত্ত বিভ্রমাদি ব্যাধি উপস্থিত হইলে, অথবা সামাজিক বিপ্লব সহকারে নিতান্ত কুসঙ্গ ও কদাচার উপস্থিত হইলে, অপ্রাকৃত তত্ত্ব শিক্ষা না পাইলে ভক্তির অঙ্কুর যে শ্রদ্ধা, তাহা কিরূপে হৃদয়ে জাগরিত হইতে অবকাশ লাভ করিবে? পক্ষান্তরে যদি বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বেচ্ছাচার গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে সেই সকল শারীরিক ও মানসিক-চেষ্টা অত্যন্ত প্রমত্তভাবে যথেচ্ছাচারে রত করিবে। সর্ব্বদাই জীবকে কদর্য্য বিষয়ে রত করিবে। আর ভক্তির কোন প্রকার লক্ষণ উদিত হইবে না। অতএব বর্ণাশ্রমধর্ম্ম কিয়ৎ-পরিমাণে দীর্ঘসূত্রী হইলেও ভক্তি সাধনের অনুকূলরূপে স্বীকার করা কর্ত্তব্য। বৈধীভক্তির অনুশীলনক্রমে তাহার দীর্ঘসূত্রিতা ক্রমশঃ খর্ব্ব হইয়া পড়িবে। তাহার অঙ্গসকল ক্রমশঃ ভক্ত্যঙ্গে পরিণতি লাভ করিবে। প্রথমে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকে সুন্দররূপে পালন করিতে করিতে প্রভূপদিষ্ট পঞ্চপ্রকার ভক্তির সাধ্যমত অনুশীলন করিবে। উক্ত ধর্ম্মের যে অঙ্গ ভক্তির প্রতিকূল হয়, সে অঙ্গকে ক্রমশঃ পরিত্যাগ করিতে থাকিবে। অবশেষে বৈষ্ণব-জীবনে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মটী ভক্তিপূত হইয়া পরম সাত্ত্বিক-ভাবে সাধনভক্তির দাস স্বরূপে কর্ম্ম ও ভক্তির পরস্পর অবিরোধে বর্ত্তমান থাকিবে। ভক্তির অনুশীলন-ক্রমে ব্রাহ্মণজীবন অকিঞ্চনত্ব লাভ করিয়া ভক্তিপূত শূদ্রজীবনের পারমার্থিক সমতা স্বীকার করিবে। শূদ্র-জীবনও ভগবদ্দাস্য ও ভাগবতদাস্যভাব দ্বারা উজ্জ্বলিত হইয়া অকিঞ্চনীভূত বিপ্র-জীবনের সাম্য লাভ করিবে। তখন বৈষ্ণবভ্রাতৃভাবের পবিত্রতা চতুর্বর্ণের জীবনকে এত উজ্জ্বল করিবে যে, বৈকুণ্ঠজীবনের প্রারম্ভ-প্রায় বোধ হইতে থাকিবে। দেহাত্মাভিমানজনিত উপদ্রব খর্ব্বিত হইলে, জীব সমূহের পরম সাম্য সুতরাং সম্ভব।

নিরীশ্বরনৈতিক জীবন, যেমত বর্ণাশ্রমধর্ম্মরূপ সেশ্বর-নৈতিক জীবনের উদয়ে তাহাতে বিলীন হইয়া নির্দ্দোষ ভাবে পরিণতি লাভ করে, তদ্রূপ সেশ্বরনৈতিক জীবনও বৈধীভক্তির উদয়ে বৈধভক্তের জীবনে পূর্ব্ব-দোষশূন্য হইয়া একটী অপূর্ব্ব পরিণতি প্রাপ্ত হয়। বর্ণাশ্রমধর্ম্মীর ঈশ-ভজন অন্যান্য নীতির সমকক্ষরূপে ছিল। ভক্তজীবনে ঐ ধর্ম্মের সন্নিবেশ হইলে ঈশ্বর-ভজনকে জীবের সমস্ত কর্ত্তব্যের মধ্যে প্রধানতা অর্পণ করে। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মগত অন্য সমস্ত নীতিকে ঈশ-ভজনের দাসরূপে গণনা করিয়া থাকে। যদিও প্রথম-দৃষ্টিতে এই পরিবর্ত্তনটীকে অতি সামান্য বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু যে সময়ে ঐ নিষ্ঠা প্রবল হইতে থাকে, তখন জীবনকে আর একটী পরম উৎকৃষ্ট আকৃতি প্রদান করে। বর্ণাশ্রমধর্ম্মীর জীবন ও বৈধ-ভক্তের জীবনে একটী অপূর্ব্ব পার্থক্য লক্ষিত হয়।

নরমাত্রেই ভক্তির অধিকারী এরূপ শাস্ত্রে বর্ণিত

হইয়াছে। ভক্তিই জীবের সহজ ধর্ম্ম এবং তদর্থে সমস্ত যত্ন করা কর্ত্তব্য। তাহাতে বর্ণাশ্রমগত বর্ণচতুষ্টয়ে ও আশ্রম-চতুষ্টয়ে স্থিত সমস্ত পুরুষেরই ভক্তিতে অধিকার আছে, ইহা স্বীকৃত হইল। বরং অন্ত্যজগণও নরমধ্যে পরিগণিত হইয়া ভক্তির অধিকারী হইয়া থাকেন, তাঁহারা ভক্তির অধিকারী সত্য, কিন্তু ভক্তিলাভে তাঁহাদের তত সুবিধা নাই। তাঁহাদের জন্ম, সংসর্গ, কর্ম্ম ও প্রবৃত্তি এতদূর অবৈধ যে, তাঁহাদের জীবন সর্ব্বদাই জড়াসক্ত পশুজীবনের তুল্য। উদর পালন-সম্বন্ধে তাঁহারা সর্ব্বদাই নিতান্ত স্বার্থপর, পরদ্রোহশীল এবং নির্দ্দয়। তাঁহাদের হৃদয় কঠিন। অতএব তাঁহাদের পক্ষে ভক্তিপথ একটু যত্নসাধ্য। তাঁহাদের যে ভক্তিতত্ত্বে অধিকার আছে, তাহা শ্রীহরিদাস ঠাকুর, নারদশিষ্য ব্যাধ, যীশু, পল, প্রভৃতি ভক্তগণের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে; কিন্তু তাঁহাদের জীবনে ইহাও লক্ষিত হইবে যে, তাঁহারা অনেক কষ্টে ভক্তিপথ গ্রহণ করিয়াছিলেন, এমত কি, তাঁহাদের ভক্তজীবন অধিক দিন রক্ষা করিতে সুবিধা প্রাপ্ত হন নাই। ভক্তিতে সকল মনুষ্যেরই অধিকার আছে; কিন্তু বর্ণাশ্রমাচারী পুরুষের অধিকার ও সম্পূর্ণ সুবিধা বিশেষ রূপে লক্ষিত হয়। অধিকার ও সুবিধা থাকিলেও অনেক বর্ণাশ্রমাচারীর বহির্ম্মুখতা লক্ষিত হয়। তাহার হেতু এই যে, নরজীবন একটী সোপানময় গঠন বিশেষ। অন্ত্যজ জীবনই সর্ব্বনিম্নস্থ সোপান। নিরীশ্বর নৈতিকজীবন দ্বিতীয় সোপান। সেশ্বরনৈতিকজীবন তৃতীয় সোপান। বৈধভক্তজীবন চতুর্থ সোপান ও রাগোত্তেজিত ভক্তজীবনই সোপানোপরি অবস্থান। জীব যে সোপানে অবস্থিত আছেন, তাহার উচ্চ সোপানে আরোহণ প্রবৃত্তিই তাঁহার স্বভাব। সেই স্বভাব ক্রমে ব্যস্তভাবে অসময়ে এক সোপান হইতে অন্য সোপানে আরোহণ না করেন অর্থাৎ এক সোপানে উত্তমরূপে পদ স্থাপিত করিয়া অন্য সোপান গ্রহণ করেন, ইহা ব্যবস্থাপিত করিবার জন্য সোপাননিষ্ঠারূপ অধিকার ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অন্য সোপানে পদার্পণ করিবার অধিকার যে সময়ে উপস্থিত হয়, সে সময়ে পূর্ব্বনিষ্ঠা ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। তাহাতে আবদ্ধ থাকিবার বাসনাকে নিয়মাগ্রহ কুসংস্কার বলে। সেই কুসংস্কার ক্রমে অন্ত্যজ লোক নিরীশ্বর-নৈতিক-জীবনকে অনাদর করে, নিরীশ্বর-নৈতিক কাল্পনিক সেশ্বরনীতিকে অনাদর করে, কাল্পনিক-সেশ্বর-নৈতিক বাস্তব-সেশ্বরনীতির অবহেলা করে, বাস্তব-সেশ্বর-নৈতিক আবার ভক্তিকে অবজ্ঞা করে, অবশেষে বৈধভক্ত আবার রাগাত্মিকা ভক্তির অনাদর করিয়া থাকে। এই কুসংস্কার-ক্রমেই বর্ণাশ্রমী ব্যক্তিগণ অনেকেই বৈধী ভক্তির আদর করেন না। ইহাতে ভক্তির কোন ক্ষতি হয় না, কেবল তাঁহাদের দুর্ভাগ্যের পরিচয় হইয়া থাকে। উচ্চ সোপানগত ব্যক্তিগণ স্বভাবতঃ নিম্ন সোপানস্থিত জীব সমূহের জন্য ব্যাকুল হইয়া থাকেন, কিন্তু যে পর্য্যন্ত নিম্নসোপানস্থ ব্যক্তিগণের ভাগ্যোদয় না হয়, সে পর্য্যন্ত পূর্ব্বনিষ্ঠা পরিত্যাগ পূর্ব্বক উচ্চসোপান-প্রাপ্তির রুচি উদিত হয় না। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মরূপ সেশ্বর নৈতিকজীবন ভক্তিভাবে পরিণত হইয়া ভক্তজীবন হইয়া পড়ে। কিন্তু যে পর্য্যন্ত সেশ্বরনৈতিকজীবন-স্বরূপকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভক্তজীবনস্বরূপ না গ্রহণ করে, সে পর্য্যন্ত তাহার নাম কর্ম্মই থাকে। কর্ম্ম কখনই ভক্ত্যঙ্গ নহে। কর্ম্মের পরিপাক হইলে, ভক্তিসাধক-স্বরূপ উদিত হয়। তাহাকে তখন ভক্তিই বলা যায়, তখন কর্ম্ম বলিয়া তাহার নাম থাকে না। ভগবৎসম্বন্ধিনী শ্রদ্ধা উদিতা হইলেই কর্ম্মাধিকার নিরস্ত হয়। কর্ম্মাঙ্গের মধ্যে যে সন্ধ্যাবন্দনাদি আছে, তাহা ধর্ম্মনীতি-গত কর্ত্তব্য-কর্ম্মবিশেষ। শ্রদ্ধোদিতা ভক্তি কার্য্য নয়॥ যে সময়ে ভগবৎসম্বন্ধিনী শ্রদ্ধা উদিতা হয়, তখন ভগবদানুগত্যরূপ সমস্ত ভক্তিকার্য্যই তাৎপর্য্যক্রমে আদৃত হইয়া উঠে। তখন কোন স্থলে সন্ধ্যাকালে হরিকথা হইতেছে, তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম্ম করিতে রুচি হয় না। সাধক তখন এরূপ স্থির করেন যে, সন্ধ্যাবন্দনাদির যে তাৎপর্য্য, তাহাই যখন উপস্থিত, তখন তাহা পরিত্যাগ করিয়া অন্যাঙ্গ স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? জ্ঞান ও বৈরাগ্য

এই দুইটী ভক্তির অঙ্গ নয়, যেহেতু তাহারা চিত্তকে কঠিন করিয়া ভক্তির বিরোধী হইয়া পড়ে। ভক্তিতে প্রবেশ হইবার পূর্ব্বে কোন কোন স্থলে সাধনের উপযোগিতা করে। কোন কোন স্থলে ভক্তিপ্রবিষ্ট ব্যক্তির প্রথমাবস্থায় ঈষৎ সহচর হয়। জ্ঞান ও বৈরাগ্যের প্রতি ভক্তির যে সম্বন্ধ, তাহা পৃথক্‌রূপে প্রদর্শিত হইবে।

"শ্রীহরিভক্তিবিলাস"-গ্রন্থে বৈধীভক্তির বহুবিধ অঙ্গ বিচারিত হইয়াছে। "শ্রীভক্তিসন্দর্ভে" ঐ সকল অঙ্গকে নববিধা ভক্তির মধ্যে সুন্দররূপে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। "শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু"-গ্রন্থে চতুঃষষ্টি বৈধ অঙ্গ প্রদর্শিত হইয়াছে। তন্মধ্যে পাঁচটি অঙ্গকে মুখ্য বলিয়া গণনা করিয়াছেন, ঐ পাঁচটি অঙ্গ যথা :—

১। শ্রীমূর্ত্তিসেবায় প্রীতি ২। রসিকদিগের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ সকল আস্বাদন করা ৩। সজাতীয়াশয়-দ্বারা স্নিগ্ধ এবং আপন হইতে শ্রেষ্ঠ সাধুদিগের সঙ্গ। ৪। নামসংকীর্ত্তন। ৫। ব্রজবাস।

যে সাধকের যে অঙ্গে অধিক রুচি, সেই অঙ্গই তাঁহার পক্ষে বিশেষরূপে আদরণীয়। কোন বিশেষ অঙ্গে রুচি আছে বলিয়া অন্যাঙ্গ প্রতি বিদ্বেষ না জন্মে, এ বিষয়ে সতর্ক থাকা কর্ত্তব্য। বৈধ অঙ্গের মূলবিচারস্থলে দুইটী কথা স্বীকার করা কর্ত্তব্য ; যথাঃ—

১। ভগবানই জীবের নিয়ত স্মর্ত্তব্য। যে কার্য্য তাঁহার স্মরণের অনুকূল, তাহাই সাধকগণের পক্ষে বিধি।

২। ভগবদ্‌বিস্মৃতিই জীবের অমঙ্গল। যে কার্য্য তাঁহার স্মরণের প্রতিকূল, তাহাই নিষেধ।

এই দুইটী মূলবিধির উপর দৃষ্টি রাখিয়া সাধকগণ নিয়মাগ্রহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোন সময়ে কোন বিধির আদর এবং অন্য সময়ে তাহা পরিত্যাগ করিতে পারেন।

বৈধ ভক্তগণই প্রকৃত সাধক। তাঁহাদের তিনটী অবস্থা :—

১। শ্রদ্ধাবান্ সাধক ২। নৈষ্ঠিক সাধক ৩। রুচিযুক্ত সাধক।

শ্রদ্ধাবান্ সাধকগণ শ্রদ্ধা সহকারে গুরু-পাদাশ্রয়-পূর্ব্বক দীক্ষিত হইয়া সাধুসঙ্গে ভজনক্রিয়া করেন। সৎসঙ্গে ভজন করিতে করিতে অনর্থ দূর হয়। অনর্থ দূর হইলে "শ্রদ্ধা" বিশুদ্ধ হইয়া "নিষ্ঠা"-রূপে পরিণত হয়। নিষ্ঠা ক্রমশঃ অভিলাষরূপ হইয়া "রুচি" নাম প্রাপ্ত হয়। এই পর্য্যন্ত সাধনভক্তির উন্নতি। রুচি "আসক্তি" হইয়া ক্রমশঃ "ভাব"-স্বরূপ হইয়া পড়ে। তাহা অন্যত্র প্রদর্শিত হইবে।

—ঠাকুর শ্রীলভক্তিবিনোদ

বিজয়াদশমীর শুভাভিনন্দন

আমরা শ্রীচৈতন্যবাণীর সেবোৎসাহ-প্রদাতা গ্রাহক-অনুগ্রাহক, পাঠক-শ্রোতা, পৃষ্ঠপোষক, শুভানুধ্যায়ীও সহানুভূতিশীল পুরুষ এবং মহিলা ভক্তবৃন্দ—সকলকেই আমাদের ৺বিজয়াদশমীর শুভাভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

পরমপূজনীয় ভজনবিজ্ঞ বৈষ্ণবগণ-চরণে আমরা আমাদের সাষ্টাঙ্গ প্রণতি জ্ঞাপনপূর্ব্বক শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-সেবা-বিষয়ে উত্তরোত্তর যোগ্যতা-সমৃদ্ধি প্রার্থনামূলে তাঁহাদের কৃপা ও আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছি।

"গুরু বৈষ্ণব ভগবান্ তিনের স্মরণ॥
তিনের স্মরণে হয় বিঘ্নবিনাশন।
অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিত পূরণ॥"

'বিজয়াদশমী' তিথিতে শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং সপার্ষদে শ্রীরামচন্দ্রের লঙ্কা বিজয়োৎসব-স্মৃতি-মূলে নীলাচলে যে উৎসব করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি প্রভু এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন :—

"বিজয়াদশমী—লঙ্কা বিজয়ের দিনে।
বানরসৈন্য কৈলা প্রভু লঞা ভক্তগণে॥
হনুমান্ আবেশে প্রভু বৃক্ষশাখা লঞা।
লঙ্কা-গড়ে চড়ি' ফেলে লঙ্কা ভাঙ্গিয়া॥
'কাঁহারে রাবণা' প্রভু কহে ক্রোধাবেশে।
'জগন্মাতা' হরে পাপী, মারিমু সবংশে॥
গোসাঞির আবেশ দেখি' লোকে চমৎকার।
সর্ব্বলোক 'জয়' 'জয়' করে বার বার॥"—(চৈঃ চঃ মধ্য ১৫।৩২-৩৫)

বৈষ্ণবস্মৃতিরাজ 'শ্রীহরিভক্তিবিলাস'-গ্রন্থে এই উৎসব সম্বন্ধে লিখিত আছে—এই 'বিজয়াদশমী' তিথিতে শ্রীভগবান্ রামচন্দ্রের শ্রীমূর্ত্তি শমীবৃক্ষতলে আনিয়া শমীসহ তাঁহার যথাশাস্ত্র পূজা ও উৎসবাদি বিহিত হয়। শ্রীরাম-দূত হনূমান্জী লঙ্কায় অশোকবৃক্ষতলে শ্রীজানকীমাতার সন্ধান পাইয়া এই দিবস শমীবৃক্ষতলে অবস্থিত শ্রীরাম-লক্ষ্মণচরণসমীপে সেই সুসংবাদ জ্ঞাপন করিলে শ্রীরামচন্দ্র শ্রীলক্ষ্মণ ও বানরসৈন্য সহ সেখানে যে উৎসব বিধান করিয়াছিলেন, তাহাই—শ্রীবিজয়াদশমীর লঙ্কা বিজয়োৎসব।

দীপান্বিতা—দীপালি—দীপাবলী বা দেওয়ালী উৎসব দিনে শ্রীভগবান্ রামচন্দ্র শ্রীসীতাদেবী ও শ্রীলক্ষ্মণাদি সহ পুষ্পকবিমানারোহণে যখন শ্রীঅযোধ্যাধামে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন, সেই সময়ে সমগ্র-অযোধ্যা নগরী দীপমালায় সুশোভিতা হইয়া শ্রীরামচন্দ্রের অযোধ্যা-বিজয়কে শুভাভিনন্দিত করিয়াছিলেন বলিয়া অদ্যাপি ঐ উৎসব সমগ্র ভারতে দেওয়ালী নামে মহাপ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। শুনা যায় প্রায় ৩৫০ শত বৎসর পূর্ব্বে এই দীপান্বিতা দিবসে নবদ্বীপের শ্রীকৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ মহাশয় শ্রীকালীপূজা প্রবর্ত্তন করায় আমাদের দেশে দীপালী বা দেওয়ালী উৎসব তদবধি কালীপূজায় আনুষঙ্গিক অঙ্গরূপেই বিচারিত হইয়া আসিতেছে। দীপান্বিতার পূর্ব্বরাত্রে স্বপ্নে দেবীর প্রত্যাদেশ পাইয়া আগমবাগীশ মহাশয় অতি অল্প সময়ের মধ্যে দেবীর প্রতিমা নির্ম্মাণ করাইয়া ঐ দীপান্বিতা-দিবসের মহানিশায় কালীপূজা করেন। তদবধি দীপান্বিতা-দিবসে কালীপূজার মহোৎসব চলিয়া আসিতেছে। ইতঃপূর্ব্বে বঙ্গদেশে কালীপূজার বিধি থাকিলেও পূজার প্রচলন ছিল না বলিয়া শুনা যায়।

আরও শুনা যায়, প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় মহোদয় কার্ত্তিকী শুক্লা-নবমীতিথিতে বঙ্গদেশে সর্ব্বপ্রথমে শ্রীজগদ্ধাত্রীপূজা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। কথিত আছে, বঙ্গদেশে রাজা কংশ-নারায়ণ প্রথমে শারদীয়া ও বাসন্তী পূজা করেন। তিনি একটি রাজসূয় মহাযজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহার পুরোহিত শ্রীরমেশ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাকে বলেন—"কলিকালে অশ্বমেধ-যজ্ঞ নিষিদ্ধ ('অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্। দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥') একমাত্র সার্ব্বভৌম সম্রাট্ চক্রবর্ত্তীই ঐ যজ্ঞ করিতে সমর্থ। আপনি দুর্গোৎসবের অনুষ্ঠান করিলে আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।" তদনুসারে রাজা কংশ-নারায়ণ নাকি আট লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে দুর্গোৎসব বিধান করেন। তদবধি ঐ উৎসব বঙ্গদেশে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে—এক্ষণে উহা পৃথিবীর বহুস্থানে ব্যাপ্ত হইয়াছে।

দক্ষিণায়ন দেবতাগণের নিশাকাল ও উত্তরায়ণ দিবাভাগ। দেবতাগণের নিশাকালে অর্থাৎ শরৎকালে পূজা হওয়ায় উহাকে অকাল বোধন কথিত হয় বলিয়া প্রকাশ। ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্রের রাবণবধার্থ দেবীর অকালবোধন কথা 'দেবীভাগবত' নামক একখানি গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে বলিয়া জানা যায়—

"তাঃ সর্ব্বাঃ পূজিতাঃ পৃথ্ব্যাং পুণ্যক্ষেত্রে চ ভারতে।
পূজিতা সুরথেনাদৌ দুর্গা দুর্গতিনাশিনী॥
ততো শ্রীরামচন্দ্রেণ রাবণস্য বধার্থিনা।
তৎপশ্চাৎ জগতাং মাতা ত্রিষু লোকেষু পূজিতা॥"

প্রথমে রাজা সুরথ ও পরে শ্রীরামচন্দ্রের পূজার কথা থাকিলেও মূল বাল্মীকি রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের দেবী-পূজার কোন কথা পাওয়া যায় না। 'দেবীভাগবত' নামক গ্রন্থের প্রামাণিকতা সর্ব্ববাদি সম্মত না হওয়ায় উহার প্রমাণ সর্ব্বজনমান্য হয় না। যাঁহার কটাক্ষমাত্রে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিস্থিতিলয় সাধিত হইতে পারে, তাঁহাকে আবার একটি সামান্য অসুরবধার্থ তদধীন মায়ার অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে কেন? তথাপি লীলাময় শ্রীহরিতে সকল লীলাই সম্ভব বলিয়া স্বীকার করিলেও শ্রীরামলীলার ব্যাস বাল্মীকি উহা স্বীকার না করায় উহা প্রমাণযোগ্য নহে। কথিত আছে—আর্দ্রা নক্ষত্রযুক্ত নবমীতে কুম্ভকর্ণের পতন, ত্রয়োদশীতে লক্ষ্মণ হস্তে অতিকায়ের মৃত্যু, চতুর্দ্দশীতে রাবণের যুদ্ধযাত্রা, অমাবস্যা অর্থাৎ মহালয়ায় ইন্দ্রজিৎবধ, প্রতিপদে মকরাক্ষবধ, দ্বিতীয়া হইতে ষষ্ঠী পর্য্যন্ত বহুরাক্ষসবধ, সপ্তমী-তিথিতে শ্রীরামচন্দ্রের শরাসনে দেবী চণ্ডিকার প্রবেশ, অষ্টমীতে রামরাবণের মহাযুদ্ধ, অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিক্ষণে রাবণের মুণ্ডগুলি কাটা পড়িয়াও পুনরায় উহা উত্থিত হয়, নবমীর অপরাহ্নে রাবণবধ এবং দশমীতে শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব বিহিত। কবি কৃত্তিবাসও উহা অনুমোদন করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীহরিভক্তিবিলাসে শ্রীসীতান্বেষণবার্ত্তা-প্রাপ্তিতেই শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব কথিত হইয়াছে।

মাতৃবৎসল শ্রীমন্মহাপ্রভু নিত্যাই (অদ্যাবধি) শ্রীশচীমাতা সহ সাক্ষাৎ করিবার জন্য শ্রীমায়াপুরে আগমন করতঃ মাতৃদেবী পাচিত অন্ন-ব্যঞ্জন ভোজন করিয়া থাকেন। এতদ্ প্রসঙ্গে মাতার বিশ্বাসোৎপাদনের জন্য এক দিবসের (**বিজয়াদশমী** তিথির) ঘটনা বর্ণনমুখে শ্রীশ্রীবাসপণ্ডিতের প্রতি প্রভুর উক্তি; যথা,—

শ্রীবাস-পণ্ডিতে প্রভু করি' আলিঙ্গন।
কণ্ঠে ধরি' কহে তাঁরে মধুর বচন॥
'তোমার ঘরে কীর্ত্তনে আমি নিত্য নাচিব।
তুমি দেখা পাবে, আর কেহ না দেখিব॥
এই বস্ত্র মাতাকে দিহ', এই সব প্রসাদ।
দণ্ডবৎ করি' আমার ক্ষমাইহ অপরাধ॥
তাঁর সেবা ছাড়ি' আমি করিয়াছি সন্ন্যাস।
ধর্ম্ম নহে, করি আমি নিজ ধর্ম্ম নাশ॥
তাঁর প্রেম বশ আমি, তাঁর সেবা—ধর্ম্ম।
তাহা ছাড়ি' করিয়াছি বাতুলের কর্ম্ম॥
বাতুল বালকের মাতা নাহি লয় দোষ।
এই জানি' মাতা মোরে না করয় রোষ॥
কি কায সন্ন্যাসে মোর, প্রেমে নিজ-ধনে।
যেকালে সন্ন্যাস কৈলুঁ, ছন্নহৈল মনে।
নীলাচলে আছি মুঞি তাঁহার আজ্ঞাতে।
মধ্যে মধ্যে আসিমু, তাঁর চরণ দেখিতে॥
নিত্য যাই' দেখি মুঞি তাঁহার চরণে।
স্ফূর্ত্তি জ্ঞানে তিঁহো তাহা সত্য নাহি মানে॥
একদিন শাল্যন্ন, ব্যঞ্জন পাঁচ-সাত।
শাক, মোচা-ঘণ্ট, ভ্রষ্ট-পটোল-নিম্বপাত॥
লেম্বু-আদাখণ্ড, দধি, দুগ্ধ, খণ্ডসার।
শালগ্রামে সমর্পিলেন বহু উপহার॥
প্রসাদ-লঞা কোলে করেন ক্রন্দন।
নিমাইর প্রিয় মোর—এসব ব্যঞ্জন॥
নিমাঞি নাহিক এথা, কে করে ভোজন!
মোর ধ্যানে অশ্রুজলে ভরিল নয়ন
শীঘ্র যাই' মুঞি সব করিনু ভক্ষণ।
শূন্য পাত্র দেখি' অশ্রু করিয়া মার্জ্জন॥
'কে অন্ন-ব্যঞ্জন খাইল, শূন্য কেনে পাত?
বালগোপাল কিবা খাইল সব ভাত?

কিবা মোর কথায় মনে ভ্রম হঞা গেল !
কিবা কোন জন্তু আসি' সকল খাইল ?
কিবা আমি অন্নপাত্রে ভ্রমে না বাড়িল !'
এত চিন্তি' পাক-পাত্র যাঞা দেখিল ॥
অন্নব্যঞ্জন পূর্ণ দেখি' সকল ভাজনে।
দেখিয়া সংশয় হৈল কিছু চমৎকার মনে ॥
ঈশানে বোলাঞা পুনঃ স্থান লেপাইল।
পুনরপি গোপালকে অন্ন সমর্পিল ॥
এইমত যবে করেন উত্তম রন্ধন।
মোরে খাওয়াইতে করে উৎকণ্ঠায় রোদন ॥
তাঁর প্রেমে আনি' আমায় করায় ভোজনে।
অন্তরে সুখমানে তিঁহো, বাহে নাহি মানে ॥
এই **বিজয়া-দশমীতে** হৈল এই রীতি।
তাঁহাকে পুছিয়া তাঁর করাইহ প্রীতি ॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ১৫।৪৫-৬৬)

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব

[ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ, এম্-এ]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৩য় বর্ষ ৯ম সংখ্যা ১৯৭ পৃষ্ঠার অনুসরণে)

শ্রীকৃষ্ণ আদি

শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান্ ও ভগবত্তাগণের আদি বলা হইয়াছে। উহার তাৎপর্য্য কি ? শ্রুতিতে পাওয়া যায় সৃষ্টির পূর্ব্বে পরব্রহ্ম (পরব্রহ্মই যে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ কৃষ্ণ ইহা পূর্ব্বে আলোচনা করা হইয়াছে) একাকী ছিলেন—"আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ সোঽনুবীক্ষ্য নান্যদাত্মনোঽপশ্যৎ···" (বৃ-আ)—সৃষ্টির পূর্ব্বে এই বিশ্ব পুরুষমূর্ত্তি আত্মার স্বরূপেই ছিল। সেই পুরুষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আপনাকে ভিন্ন অন্য কিছুই দেখিলেন না। এরূপ অবস্থায় তিনি আনন্দ পাইলেন না—"স বৈ নৈব রেমে, তস্মাদেকাকী ন রমতে। স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ। স হৈতাবানাস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিষ্বক্তৌ। স ইমমেবাত্মানং দ্বেধাপাতয়ৎ।" (বৃ-আ)—অর্থাৎ তিনি একাকী থাকিয়া আনন্দ পাইলেন না। এজন্য কেহ একাকী থাকিয়া আনন্দ পায় না। তিনি দ্বিতীয় ইচ্ছা করিলেন। তিনি এই পরিমাণ হইলেন, যেরূপ পরস্পর আলিঙ্গিত স্ত্রীপুরুষ হয়। তিনি এই আপনাকেই দুইভাগে বিভক্ত করিলেন। এই তত্ত্বটী বিভিন্ন পুরাণাদিতেও পাওয়া যায়।

এই তত্ত্বানুসারে জানা যায় যে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ কৃষ্ণেরই আনন্দাংশকে (হ্লাদিনীশক্তি) ঘনীভূত করিয়া মূর্ত্তিমতী দ্বিতীয়ারূপে প্রকাশ করিলেন। এই দ্বিতীয়া মূর্ত্তিমতী হ্লাদিনীই শ্রীরাধিকা। এইরূপে সর্ব্বপ্রথম তিনি যুগলমূর্ত্তি (রাধাকৃষ্ণ) হইলেন [আনন্দাংশেই কৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তি বিরাজিত। এই ইচ্ছাশক্তিই কৃষ্ণকে স্বীয় আনন্দ সম্ভোগ করাইবার এবং করিবার ইচ্ছাযুক্ত করে এবং কৃষ্ণকে আনন্দ সম্ভোগ করায়। ইহারই প্রেরণায় কৃষ্ণ স্বীয় আনন্দের শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চবিধ রস সম্ভোগ করিতে ইচ্ছা করেন এবং ইনিই কৃষ্ণকে উক্ত পঞ্চবিধ রস অশেষ বৈচিত্র্য সহকারে সম্ভোগ করান। হ্লাদিনীর এই স্বভাব বা প্রকৃতিকেই অপ্রাকৃত কাম বা প্রেম বলা হয়। উহা রাধাকৃষ্ণ পরস্পরকে চিন্ময় আনন্দ দান করিয়া আনন্দিত হয়েন। লীলা আস্বাদনের জন্যই কৃষ্ণ তাঁহার অন্তরস্থ আনন্দাংশ বা হ্লাদিনীকে বাহিরে ভিন্নমূর্ত্তিতে প্রকাশ করিলেন সুতরাং রাধাকৃষ্ণের লীলা কৃষ্ণেরই নিজের সহিত নিজের লীলা।]

শ্রীরাধিকা কৃষ্ণকে প্রধানতঃ মধুররসেই সম্ভোগ করাইয়া থাকেন। তিনি প্রেমেরই মূর্ত্তি—সুতরাং তাঁহার আরাধনা প্রধানতঃ মধুরভাবে হইলেও তাঁহাতে

দাস্যাদি পঞ্চবিধ ভাক্তরই আরাধনা আছে এবং কৃষ্ণ শ্রীরাধিকার আরাধনায় পঞ্চবিধ রসই পাইয়া থাকেন। মধুররস নানাবিধ ভাবে সম্ভোগ করাইবার জন্ম শ্রীরাধিকা আপনাকে অসংখ্য গোপীরূপে (নিজকায়ব্যূহরূপে) বিস্তার করিলেন। নিত্য গোলোকধামে রাধাকৃষ্ণের এই লীলা নিত্যকাল চলিতেছে। রাধা ও গোপীগণের সহিত লীলার উৎকর্ষসাধনের জন্ম কৃষ্ণ আপনা হইতে সখাগণের বিস্তার করিলেন। ষড়ৈশ্বর্য্যের অধীশ্বর কৃষ্ণকে ঐশ্বর্য্য মিশ্রিত মধুর রস সম্ভোগ করাইবার জন্ম শ্রীরাধিকা আপনা হইতে দ্বারকার মহিষীগণকে এবং বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণকে প্রকাশ করিলেন। কৃষ্ণও কেশব, নারায়ণ, মাধব প্রভৃতি বহু ঐশ্বর্য্যময় ভগবৎস্বরূপে লক্ষ্মীগণের সহিত অপ্রাকৃত লীলা করিতেছেন। এক একজন লক্ষ্মী বৈকুণ্ঠস্থ ভগবৎস্বরূপগণের এক একজনের লীলাসঙ্গিনী। লীলার বিস্তার সাধন জন্য কৃষ্ণ স্বীয় সন্ধিনীশক্তি দ্বারা অপ্রাকৃত পরব্যোম এবং উহার ঊর্দ্ধতন দেশে গোলোকধাম প্রকাশ করিলেন।

বিভিন্ন পুরাণে বা শ্রীচণ্ডীতে যে মহামায়া, বিষ্ণুমায়া, কাত্যায়নী, চণ্ডী, উমা, গৌরী প্রভৃতি বিভিন্ন নামে আখ্যাত তাঁহারাও ভগবতীগণের বিস্তার। বিষ্ণু, শিব, গণপতি প্রভৃতি কৃষ্ণের ভগবত্তার বিস্তার।

প্রাকৃত বিশ্বসৃষ্টির ব্যাপারেও কৃষ্ণ 'আদি'। তিনিই পুরুষরূপে প্রকৃতিতে ঈক্ষণরূপ বীজাধান করায় বিক্ষুব্ধা প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্বাদিক্রমে প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয় এবং উহাতে দেবতামনুষ্যাদি পুরুষ ও স্ত্রীজাতির উদ্ভব।

আমরা এখন যে নামরূপ বিশিষ্ট জগৎ দেখিতে পাই সৃষ্টির পূর্ব্বে অর্থাৎ মহাপ্রলয়কালে উহা এরূপ ছিল না। বর্ত্তমান পরিদৃশ্যমান জগৎ পরব্রহ্মের বহিরঙ্গা শক্তির পরিণাম ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণ হইতে উদ্ভূত। সৃষ্টির পূর্ব্বে এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির সত্ত্বাদি গুণসকল সাম্যাবস্থায় ছিল, তখন উহাদের কোন ক্রিয়া ছিল না, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ প্রকৃতিতেই লীন ছিল। জীবসকলও স্ব স্ব কর্ম্মফলকে আশ্রয় করিয়া সূক্ষ্মরূপে শ্রীভগবানের মধ্যেই লীন ছিল। সৃষ্টি-আদির ইচ্ছাও ভগবানের মধ্যে লীন ছিল—শুধু তাঁহার স্বরূপভূতা অন্তরঙ্গাশক্তি (চিচ্ছক্তি) জাগ্রত ছিল। কিন্তু নিত্যলীলাময় আনন্দময় শ্রীভগবান্ যখন আনন্দোচ্ছ্বাস বশতঃ এবং জীবের প্রারব্ধ কর্ম্মফল ভোগের জন্য প্রাকৃত বিশ্ব সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলেন তখন তাঁহার অংশ প্রথম পুরুষাবতার কারণার্ণবশায়ী * নারায়ণ (মহাবিষ্ণু) আবির্ভূত হইয়া কারণ সমুদ্রের অপর পারে অবস্থিতা প্রকৃতি অর্থাৎ সত্ত্বরজস্তমো-গুণময়ী মায়ার প্রতি দূর হইতে দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাতে শক্তি সঞ্চার করিলেন। উহার ফলে প্রকৃতির সাম্যাবস্থা নষ্ট হয় এবং প্রকৃতি তাহার কার্য্য করিতে আরম্ভ করে। কালপ্রভাবে প্রকৃতি বিক্ষোভিতা হইলে পুরুষ তখন তাহাতে জীবরূপ বীর্য্যাধান করেন অর্থাৎ যে সকল

---

* আদিপুরুষ নারায়ণ হইতেই প্রথম জল উৎপন্ন হইয়াছিল। উহাই **কারণার্ণব**। এই নারায়ণ মহাবিষ্ণুরূপে এই কারণার্ণবে যোগনিদ্রায় বা স্বরূপানন্দরূপ আনন্দ সমাধিতে নিমগ্ন থাকেন। গোলোকাবরণরূপ চতুর্ব্যূহ মধ্যে যিনি সঙ্কর্ষণ সংজ্ঞায় অভিহিত এই প্রথম পুরুষ কারণার্ণবশায়ী তাঁহারই অংশাংশ। (ব্রহ্মসংহিতা ৫ম অধ্যায় ১৪ শ্লোকের শ্রীজীবগোস্বামিপাদ কৃত টীকা) শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতেও অনুরূপ উক্তি—

সেই মায়া অবলোকিতে শ্রীসঙ্কর্ষণ।
পুরুষরূপে অবতীর্ণ হইলা প্রথম॥
সেই পুরুষ বিরজাতে করেন শয়ন।
'কারণাব্ধিশায়ী' নাম জগৎকারণ॥ (মধ্য ২০শ)

এখানে আদিপুরুষ—নারায়ণ, সঙ্কর্ষণ, প্রথম পুরুষাবতার মহাবিষ্ণু প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণ হইতেই উৎপন্ন—সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই মূল। নারায়ণ পদের অর্থ—নার=জল ও মনুষ্য, তাহাদের যিনি অয়ন বা আশ্রয়।

জীবসমূহ স্বস্ব কর্ম্মফলকে অবলম্বন করিয়া সূক্ষ্মরূপে পুরুষকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছিল প্রথম পুরুষাবতার শ্রীভগবান্ সেই সকল জীবকে তাঁহাদের কর্ম্মফল সহ প্রকৃতিতে নিক্ষেপ করেন। কাল, কর্ম্ম ও স্বভাবাদির প্রভাবে প্রকৃতি তখন পরিণাম প্রাপ্ত হইতে থাকে। এইরূপে জীবাদৃষ্টের অনুকূল প্রথম যে পরিণাম প্রকৃতি লাভ করে তাহাকে তেজোময় **মহত্তত্ত্ব** বলা হয়।

দৈবাৎ ক্ষুভিতধর্ম্মিণ্যাং স্বস্যাং যোনৌ পরঃ পুমান্।
আধত্ত বীর্য্যং সাসূত মহত্তত্ত্বং হিরণ্ময়ম্॥

(ভাঃ ৩।২৬।১৯)

'দৈবাৎ'—জীবের অদৃষ্টবশতঃ কিংবা পরমপুরুষের চিদানন্দ অধিষ্ঠানের ফলে। ক্ষোভধর্ম্ম-প্রবণ প্রকৃতি —অর্থাৎ পরমপুরুষের চিদানন্দ অংশ পুরুষরূপে প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য প্রকৃতি বিক্ষোভ প্রাপ্ত হয়। 'স্বস্যাং যোনৌ'—এই প্রকৃতিকে পরম-পুরুষের যোনি অর্থাৎ তাঁহার চিদানন্দের আধান-স্থান বলা হইয়াছে। এই চিদানন্দের আধানস্থান প্রকৃতিতে পরমপুরুষ বীর্য্য অর্থাৎ চিদানন্দ আধান করিয়া-ছিলেন। তাহার ফলে প্রকৃতি তেজোময় মহত্তত্ত্ব প্রসব করিয়াছিল। মহত্তত্ত্বই বুদ্ধিতত্ত্ব বা বুদ্ধি। বস্তুকে প্রকাশ করে এজন্য উহাকে হিরণ্ময় বলা হইয়াছে।

এই মহত্তত্ত্ব জড়রূপা প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইলেও উহা সম্যক্রূপে জড় নহে কারণ উহাতে পুরুষ কর্ত্তৃক সঞ্চারিত চেতনাময়ী শক্তি মিশ্রিত আছে বলিয়া উহা একটী চিদচিদ্ মিশ্রিত তত্ত্ব। পরমপুরুষের চিদানন্দের অধিষ্ঠান হেতু উহা সচেতন ও সপ্রাণ হওয়ায় উহার শক্তি কার্য্যকারিণী হয়। এই মহত্তত্ত্ব হইতে ক্রমশঃ অন্যান্য তত্ত্বও যাহা উহার পরিণামরূপে উদ্ভূত হইবে তাহাও চিদচিদ্ মিশ্রিত তত্ত্ব। এই মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্বের ত্রিগুণ (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ) কখনও সাম্যাবস্থায় থাকে না। এই বুদ্ধিতত্ত্বে রজোগুণ প্রবল ও পরিচালক। সেইহেতু উহা বুদ্ধিতে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে। বুদ্ধি আপনাকে 'আমি কর্ত্তা', 'আমি ভোক্তা' বলিয়া মনে করে (অহংভাব)। এই বুদ্ধি মনন বৃত্তিযুক্ত হয়। মনন বৃত্তির দুই কার্য্য— সঙ্কল্পাত্মক ও বিকল্পাত্মক। সঙ্কল্পের অর্থ—বিষয় সম্বন্ধে খাঁটী জ্ঞান লাভ করিয়া যদি উহা ভোগের যোগ্য হয় তবে তাহা পাইতে ও ভোগ করিতে চেষ্টা করে। বিকল্পের অর্থ—যদি জ্ঞানলাভ করিয়া বুঝিতে পারে যে বিষয়টী ভোগের যোগ্য নহে তখন উহা ত্যাগ করিতে চেষ্টা করে।

মহত্তত্ত্ব অর্থাৎ বুদ্ধিতে যে অহংভাবের কথা বলা হইয়াছে উহা বুদ্ধির বিকার। সুতরাং মহত্তত্ত্ব হইতে উদ্ভূততত্ত্বকে **অহঙ্কারতত্ত্ব** বলা হয়। মহত্তত্ত্ব (বুদ্ধি)কে প্রকৃতির বিকার বলা হইয়াছে; এখন বলা হইতেছে অহঙ্কার বুদ্ধির বিকার সুতরাং অহঙ্কার বিকারের বিকার। অহঙ্কারও ত্রিগুণময় জড়বস্তু কিন্তু পরমপুরুষের চিদানন্দের অধিষ্ঠান হেতু উহা সচেতন ও সপ্রাণ হয় এবং উহার ত্রিগুণময়ী শক্তিগুলিও কার্য্য করিতে থাকে। অহঙ্কার তত্ত্বে প্রবল ও পরিচালকগুণ রজঃ।

রজোগুণের দ্বারা প্রভাবান্বিত অহঙ্কার তত্ত্ব হইতে উহার সত্ত্বগুণ বিকৃত হইয়া পড়ে। ঐ বিকৃত অহঙ্কারের প্রকাশ-ধর্ম্মী সত্ত্বাংশ হইতে মন, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্) ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ) উৎপন্ন হয়। ঐ সকল ইন্দ্রিয়ে রজোগুণের ক্রিয়াশক্তিও প্রবল থাকে। [এখানে যে ইন্দ্রিয় সমূহের কথা বলা হইল ঐ সকল স্থূল ইন্দ্রিয় নহে —উহারা ইন্দ্রিয়গুলির সূক্ষ্ম উপাদান মাত্র]

সাত্ত্বিক অহঙ্কারের বিকারে মন ও দশ ইন্দ্রিয়ের উপাদানসহ উহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণের উদ্ভব হয়— যেমন—মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্র। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যথাক্রমে সূর্য্য, দিক্, অশ্বিনী কুমার দ্বয়, প্রচেতা-বরুণ ও পবন এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দেবতা যথাক্রমে অগ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মিত্র ও প্রজাপতি (ভাঃ ২।৫।৩০)। এই দেবতাগণ ঈশ্বরাধীন শক্তি বিশেষ। প্রাকৃত দেহের চক্ষু কর্ণাদির নিজস্ব কোন শক্তি নাই,

তাহার প্রমাণ মৃতদেহে ইন্দ্রিয়াদির কোন কার্য্যশক্তি থাকে না। উক্ত অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণই ঐ সকল ইন্দ্রিয়কে কার্য্য করিবার শক্তি দান করেন। জীবের প্রাকৃতদেহকে কর্ম্মফল ভোগের উপযোগী করিবার জন্যই ঈশ্বর-শক্তি সম্পন্ন ঐ সকল দেবতাগণ প্রাকৃত সাত্ত্বিক অহঙ্কার-যোগে বিভিন্ন ইন্দ্রিয় মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেন।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বুদ্ধিতত্ত্ব (মহত্তত্ত্ব) তাহার প্রকাশ-ধর্ম্মী সত্ত্বাংশ হইতে উদ্ভূত মন ও দশেন্দ্রিয়ের সাহায্যে জ্ঞান-লাভ, ভোগ্য বিষয়গুলির সংগ্রহ, ভোগের অনুপযুক্ত বিষয়গুলির ত্যাগ ও বিষয়-উৎপাদন করিতে লাগিল। এখানে মন ও দশেন্দ্রিয়গুলি বুদ্ধিরই করণ (agent) বলিয়া জানিতে হইবে। বুদ্ধির ভোগকামনা মিটাইবার জন্য ভোগ্য বিষয়ের প্রয়োজন। এই প্রয়োজন মিটাইবার জন্য বুদ্ধিতত্ত্বের বিকার অহঙ্কার-তত্ত্বের তমোগুণাংশ হইতে আবরণ স্বভাব ও মোহনধর্ম্মের সহায়তায় শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটি বিষয়ের সূক্ষ্ম উপাদান বা **পঞ্চ তন্মাত্র** উৎপন্ন হইল। [তন্মাত্রের অর্থ—তৎ=তাহার। মাত্রা=সূক্ষ্মরূপ। শব্দতন্মাত্র=শব্দের সূক্ষ্মরূপ অর্থাৎ সূক্ষ্ম শব্দ। প্রকৃতির বিকারে এ পর্য্যন্ত যাহা পাওয়া গিয়াছে উহা সবই সূক্ষ্ম। সূক্ষ্মবস্তু স্থূলবস্তু গ্রহণ করিতে পারে না—সূক্ষ্মবস্তুই গ্রহণ করে। সেজন্য ভোগ্য বিষয়গুলি যাহা সৃষ্ট হইল উহা এখনও সূক্ষ্মরূপ]

উপরে যে মন ও দশেন্দ্রিয়কে বুদ্ধির করণ (agent) বলা হইয়াছে অর্থাৎ উহাদের সাহায্যেই বুদ্ধি তাহার ভোগ বাসনা পূর্ণ করে, তন্মধ্যে মন দশেন্দ্রিয়ের অধিপতি। প্রভু যেমন ভৃত্যের নিকট উপস্থিত থাকিয়া তাহাদ্বারা নিজের ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করাইয়া লন তদ্রূপ মন প্রত্যেক ইন্দ্রিয়কে নিজে নির্দ্দেশ দিয়া কাজ কারাইয়া লয়। চক্ষু, কর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা বস্তু বিষয়ে জ্ঞানলাভ করে এবং বাক্, পাণি ইত্যাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কার্য্যটী করাইয়া লয়। ইন্দ্রিয়গুলিও জড়বস্তু কিন্তু পরমপুরুষের চিদানন্দের অধিষ্ঠানহেতু উহারা ক্রিয়াশীল হইয়া থাকে।

এপর্য্যন্ত যে ১৮টী তত্ত্বের কথা বলা হইয়াছে (বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ তন্মাত্র) উহাদের সমবায়ে বিশ্বের লিঙ্গদেহ বা সূক্ষ্মদেহের গঠনের কথাই বলা হইয়াছে। ঐ তত্ত্বগুলি স্থূল জড়বস্তুর সূক্ষ্মরূপ। প্রকৃতিও পরমপুরুষের অনুপ্রবেশের ফলে বিক্ষোভিতা হওয়ার পূর্ব্বে অর্থাৎ সাম্যাবস্থায় সূক্ষ্মতম জড়বস্তুই ছিল। এই সকল সূক্ষ্মবস্তু স্থূল পাঞ্চভৌতিক জড় চক্ষু কর্ণাদির গ্রাহ্য নহে। উহা জড়বিজ্ঞানেরও অধিগম্য নহে, কারণ শক্তিশালী অনুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারাও উহা দেখা যায় না।

তামস অহঙ্কার আবরণ স্বভাব যুক্ত। উহা বিকার প্রাপ্ত হইলে শব্দগুণযুক্ত **আকাশ** উৎপন্ন হয়। আকাশ বিকার প্রাপ্ত হইলে স্পর্শগুণ-যুক্ত **বায়ু** উৎপন্ন হয়। আকাশ হইতে উৎপন্ন হওয়ায় বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ দুইটী গুণই থাকে। বায়ু বিকার প্রাপ্ত হইলে রূপগুণ বিশিষ্ট **তেজ** উৎপন্ন হয়। বায়ু হইতে উহার উদ্ভব হেতু উহাতে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ তিনটী গুণ থাকে। তেজ বিকার প্রাপ্ত হইলে রসগুণযুক্ত **জল** উৎপন্ন হয়। সুতরাং জলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এই চারিটী গুণ থাকে। জল বিকার প্রাপ্ত হইলে গন্ধগুণযুক্ত ক্ষিতি (মৃত্তিকা) উৎপন্ন হয়। সুতরাং ক্ষিতিতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটী গুণ থাকে। (ভাঃ ২।৫।২৫-২৯)। সুতরাং তামস অহঙ্কার তত্ত্ব হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই **পাঁচটী তন্মাত্র** এবং উহার আশ্রয় স্বরূপ—যথাক্রমে আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও ক্ষিতি—এই **পাঁচটী মহাভূত**—মোট দশটী বস্তুর উৎপত্তি হইল। [আকাশাদি যে পঞ্চ মহাভূতের কথা বলা হইল উহারা আমরা যে আকাশাদি দেখি তাহা নহে, উহা পরিদৃশ্যমান আকাশা-দির সূক্ষ্ম উপাদান মাত্র।]

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিষ্ণুর পরতমত্ব ও আরাধনার শ্রেষ্ঠত্ব

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রাপণ দামোদর মহারাজ]

"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্। * * বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদং॥"

(ঋগ্বেদ্ ১।২২।২০)

সেই শ্রীবিষ্ণুর পরমপদ অর্থাৎ শ্রীবৈকুণ্ঠ নিত্য ও চিন্ময়—দিনমণি সূর্য্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ। দিব্যসূরিগণ ঐ ধাম তাঁহাদের চিন্ময়-দিব্য-নয়নে নিত্যকাল আকাশে বিস্তৃত চক্ষুর ন্যায় অবাধে দর্শন করিয়া থাকেন। আমাদেরও তাঁহাদের ন্যায় শ্রীবৈকুণ্ঠ দর্শনের জন্য দিব্যনয়ন লাভ হউক। এই বৈকুণ্ঠই শ্রীবিষ্ণুর চিন্ময় পরমপদ নামে বেদে বর্ণিত হয়।

"ওঁ আহস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবিক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে॥

ওঁ তৎসৎ ওঁ পদং দেবস্য নমসা ব্যন্তঃ শ্রবস্য বশ্রব আপন্নমৃক্তম্।

নামানি চিদ্দধিরে যজ্ঞিয়ানি ভদ্রায়ন্তে রণয়ন্তঃ সংদৃষ্টৌ॥

ওঁ তমুস্তোতারঃ পূর্ব্বং যথাবিদ ঋতস্য গর্ভং জনুষা পিপর্ত্তন। আহস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবিক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে॥"

[হঃ ভঃ বিঃ ধৃত ১১।২৭৪-২৭৬ (বেদবচন)]

অর্থাৎ—হে বিষ্ণো, তোমার এই নাম চৈতন্যবিগ্রহ, সর্ব্বপ্রকাশক, যেহেতু তাহা হইতেই সকল বেদের আবির্ভাব; অথবা ইহা পরমানন্দ এবং ব্রহ্ম-স্বরূপ, সুলভ অথবা পরাবিদ্যারূপ—আমরা সেই নাম বিচারপূর্ব্বক কীর্ত্তন করিতে করিতে ভজন করি।

হে বিষ্ণো, তোমাতে নিষ্ঠা হইবার পর তোমাকে সাক্ষাৎ দেখিবার জন্য ভক্তজন-শোধন-চিচ্ছক্তি-বিলাসী তোমার পাদ-পদ্মদ্বয়ে বহু বহু প্রণতি বিস্তার করিতে করিতে, চতুর্দ্দিকে তোমার মঙ্গলময় যশোরাশি শ্রবণ করিতে করিতে এবং পরস্পর কীর্ত্তন করিতে করিতে আমরা তোমার চৈতন্য-স্বরূপ, সুভদ্র, অর্চ্চ্য নামসমূহ আশ্রয় করিয়া আছি।

অহো, সেই প্রসিদ্ধ ভগবান্ পুরাণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে যেরূপ জান, সেইভাবেই স্তব কর, তিনি বেদতাৎপর্য্য-গোচর অথবা সচ্চিদানন্দঘন; তাঁহা হইতে তোমাদের জন্ম সার্থক হউক; অথবা বহু অবতার-সমন্বিত তাঁহাকে পরিপূর্ণরূপে বর্ণন কর; অথবা আমরা যেভাবে জানি, সেভাবে জানিয়া তোমার স্তব করিতে করিতে জন্মের সার্থকতা করিয়া তোমার এই চৈতন্যবিগ্রহ সর্ব্ব-প্রকাশক পরমানন্দ-সুলভ নামকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া অবধারণপূর্ব্বক কীর্ত্তন করিতে করিতে ভজনা করি।

শ্বেতাশ্বতরে (৫।৪)—"এবং স দেবো ভগবান্ বরেণ্যো যোনি-স্বভাবানধিতিষ্ঠত্যেকঃ॥"

অর্থাৎ—এক পরমদেবতা ভগবান্ আছেন, তিনি সর্ব্ববরেণ্য; তিনি সকল কারণের মধ্যে এক অদ্বয়-স্বরূপে অধিষ্ঠিত।

তৈত্তিরীয়ে (২।১)—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যো বেদনিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা॥"

অর্থাৎ—ব্রহ্মবস্তু সৎ-স্বরূপ, চিৎ-স্বরূপ ও জড় দেশ-কালাদি পরিচ্ছেদ-রহিত অধোক্ষজ বস্তু। যিনি সেই ব্রহ্মকে পরব্যোমে ও হৃদয়-গুহায় অবস্থিত জানেন, তিনি ঐ সর্ব্বান্তর্যামী ব্রহ্মের সহিত সর্ব্বপ্রকার অধোক্ষজ-ইন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা-পর বাঞ্ছিত বস্তু লাভ করেন।

শ্রীগায়ত্র্যংশে-'তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি' তাৎপর্য্য বর্ণনে শ্রীনারায়ণ-ধ্যানে শ্রীবিষ্ণুর আধোক্ষজ নিত্যরূপের বর্ণনা দেখা যায়,—'ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃ-মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ', 'ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্ট-দোহং' ইত্যাদি বাক্যে শ্রীবিষ্ণুর পরতমত্ব প্রতিষ্ঠিত।

ঋগ্বেদে (১।২২।১৬৪।৩১ ঋক্)—"অপশ্যং গোপা-মনিপদ্যমানমা চ পরা চ পথিভিশ্চরন্তম্। স সধ্রীচীঃ। স বিষূচীর্বসান আবরীবর্ত্তি ভুবনেষ্বন্তঃ॥"

অর্থাৎ—দেখিলাম, এক গোপাল তাঁহার কখন পতন নাই, কখন নিকটে, কখন দূরে, নানাপথে ভ্রমণ করিতেছেন। তিনি কখন বহুবিধ বস্ত্রাবৃত, কখনও বা পৃথক্ পৃথক্ বস্ত্রাচ্ছাদিত। এইরূপে তিনি বিশ্বসংসারে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতেছেন। অর্থাৎ প্রকট ও অপ্রকট লীলা প্রকাশ করিতেছেন।

শ্বেতাশ্বতরউপনিষদে (৪।৮)—
"ঋচোঽক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ। যস্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে॥"

অর্থাৎ—ঋক্ প্রতিপাদ্য অক্ষর, পরম ধামকল্প যে পরমেশ্বরে সমস্ত দেবতা আশ্রয় করিয়া বিরাজ করিতেছেন, সেই পরম পুরুষকে যিনি অবগত না হন, তিনি ঋক্‌বেদদ্বারা কি করিবেন? যাঁহারা তাঁহাকে জানেন, তাঁহারা কৃতকৃতার্থ হন।

মুণ্ডকে, (২।২।৭)—"দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ।" অর্থাৎ—যাঁহার মহিমা ভুবনে বিঘোষিত, সেই পরমাত্মা তাঁহার অপ্রাকৃত নিত্যধাম পরব্যোমে নিত্য বিরাজমান।

বেদে শ্রীবিষ্ণুর চিন্ময় নিত্য-ধামকে 'পরব্যোম,' 'সংব্যোম,' 'ব্রহ্মগোপালপুরী,' 'বৈকুণ্ঠ,' 'পরমপদ,' 'শ্বেতদ্বীপ,' 'গোলোক-বৃন্দাবন' ইত্যাদি শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। বেদে (১।৫৪ সূক্ত ৬ ঋক্)—'তা বাং বাস্তুন্যুশ্মসি' ইত্যাদি বলিয়া সেই বিষ্ণুর পরমোত্তমরূপ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলার কথা জানাইয়াছেন। গোপালতাপনী শ্রুতি (পূর্ব্ব-২১)—"একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতি।" অর্থাৎ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্ববশয়িতা, তিনি সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বজীব ও সর্ব্বদেববন্দ্য; তিনি অদ্বয়-জ্ঞান হইয়াও অচিন্ত্য শক্তিবলে বহু প্রকাশ ও বিলাস-মূর্ত্তি প্রকট করিয়া থাকেন। গীতোপনিষদে (৭।৭)—'মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি-ধনঞ্জয়' অর্থাৎ—হে ধনঞ্জয় আমা হইতে পরতরতত্ত্ব আর কিছুই নাই।

দশমূলতত্ত্বের নির্যাসে বলিতেছেন,—

"হরিস্ত্বেকং তত্ত্বং বিধি-শিব-সুরেশ-প্রণমিতঃ
যদেবেদং ব্রহ্ম প্রকৃতি-রহিতং তত্তনুমহঃ।
পরাত্মা তস্যাংশো জগদনুগতো বিশ্বজনকঃ
স বৈ রাধাকান্তো নবজলদকান্তিশ্চিদুদয়ঃ।"

অর্থাৎ—ব্রহ্মা শিব-ইন্দ্র-প্রণমিত শ্রীহরিই একমাত্র পরমতত্ত্ব। শক্তি-শূন্য নির্ব্বিশেষ যে ব্রহ্ম, তিনি শ্রীহরির অঙ্গকান্তিমাত্র। জগৎকর্ত্তা জগৎপ্রবিষ্ট যে পরমাত্মা, তিনি শ্রীহরির অংশমাত্র। সেই হরিই আমাদের নবনীরদকান্তি চিৎস্বরূপ শ্রীরাধাবল্লভ।

তৈত্তিরীয়ে (আঃ বঃ—৭ম অনু)—"যদ্বৈ তৎ সুকৃতম্ রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষআকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়তি॥" অর্থাৎ—যিনি সুকৃত-স্বরূপ ব্রহ্ম, তিনিই রস-স্বরূপ। সেই রস-স্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়াই জীব আনন্দযুক্ত হন। সেই ব্রহ্ম যদি আনন্দ-স্বরূপ না হইতেন, তবে এই সংসারে কে জীবন ধারণ বা প্রাণ ব্যাপার সম্পাদন করিতে সমর্থ হইত?

বৃহদারণ্যক (৫।১) বলিতেছেন—

ওঁ পূর্ণ-মদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥"

অর্থাৎ—সেই কৃষ্ণ পূর্ণ-স্বরূপ, তাঁহা হইতে যাবতীয় অবতারাবলী জগতে প্রকটিত হইয়াছেন। তাঁহারাও সকলই পূর্ণ-স্বরূপ, অবশিষ্ট সমস্তই পূর্ণস্বরূপ। তাঁহার নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর বৈশিষ্ট্যাদি সকলই পরিপূর্ণ, তাঁহার কখনও চ্যুতি হয় না, সেইজন্য তিনি—অচ্যুত; তাঁহার হানি নাই, সেজন্য তিনি—অব্যয়-স্বরূপ; চিন্তার দ্বারা তাঁহাকে জানা যায় না, সেজন্য তিনি—অচিন্ত্য-স্বরূপ; তাঁহার সমান বা তদূর্দ্ধে কেহ বা কিছুই নাই, সেজন্য তিনি—অসমোর্দ্ধ-তত্ত্ব; তাঁহার গতি বা প্রভাব কেহ রোধ করিতে পারে না, সেজন্য তিনি—অনিরুদ্ধ; তাঁহাকে প্রমাণ করিবার কিছুই নাই, সেজন্য তিনি—অপ্রমেয়-স্বরূপ; গুণধর্ম্মে কখনও তিনি আবদ্ধ হয়েন না, সেজন্য তিনি—নির্গুণ বা গুণাতীত তত্ত্ব; মায়ার দ্বারা তাঁহাকে মাপা যায় না, সেজন্য তিনি—অমেয় তত্ত্ব;

তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন, সেজন্য তিনি—অতীন্দ্রিয় বস্তু; ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের দ্বারা তাঁহাকে জানা যায় না, সেজন্য তিনি—অধোক্ষজ বস্তু; তাঁহার লীলা ও কার্য্যাবলী প্রাকৃত বিচারে প্রাকৃতবৎ মনে হইলেও প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ অর্থাৎ তিনি প্রকৃতির গুণ ধর্ম্মের অতীত অপ্রাকৃত তত্ত্ব; অজ হইয়াও ভক্তের প্রতি করুণাপরবশ হইয়া জন্মাদি লীলা পরিগ্রহ করিয়া থাকেন—অনন্ত হইয়াও মা যশোদার দাম-বন্ধনে আবদ্ধ হয়েন, সেজন্য তিনি—মধ্যমাকার স্বরূপ।

শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রে দেখা যায়—

"নির্দ্দোষ-গুণ-বিগ্রহ আত্মতন্ত্রো নিশ্চেতনাত্মকশরীর গুণৈশ্চ হীনঃ।
আনন্দ মাত্র-করপাদমুখোদরাদিঃ সর্ব্বত্র চ স্বগত-ভেদ-বিবর্জ্জিতাত্মা।"

অর্থাৎ—শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ সচ্চিদানন্দ। তাঁহাতে জড়গুণ বা জড়ের কোন সংশ্রব নাই। তাহা জড়ীয়-দেশ-কালের বশীভূত নয়, সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে যুগপৎ পরিপূর্ণ-রূপে বিদ্যমান। তিনি অখণ্ড অদ্বয়-জ্ঞানবস্তু। মধ্যমাকারে তিনি নিত্য সর্ব্বত্র বর্ত্তমান, ইহাই তাঁহার অচিন্ত্য শক্তিমত্তা, চিজ্জগতে ধর্ম্ম-সকল অকুণ্ঠ, অতএব মধ্যমাকার শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীবিষ্ণু-বিগ্রহ সকলের সর্ব্বব্যাপিত্ব একটী ধর্ম্ম; তাহা জড়জগতে দেশ-কাল পরিচ্ছিন্ন কোন বস্তুতে থাকে না। 'য ইদং বিশ্বং ব্যাপ্নোতি স বিষ্ণুঃ''—এই বিচারে শ্রীনৃসিংহরূপেও তিনি ছিদ্র-হীন ঘনস্তম্ভে বিদ্যমান। তিনি সর্ব্বজীবের হৃদয়ে বাস করেন বলিয়া বাসুদেব। অথবা সর্ব্ব-প্রাণপতি সর্ব্বব্যাপি শ্রীকৃষ্ণে মধ্যমাকার-স্বরূপ নিত্য নব-নবায়মান সুন্দর-রূপে বিদ্যমান, ইহাই সেই শ্রীবিগ্রহের অলৌকিক মাধুর্য্য—অলৌকিক রহস্য।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বর্ণিত আছে—

"য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্ বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি।"

"য একো জালবানীশত ঈশনীভিঃ সর্ব্বাঁল্লোকানীশত ঈশনীভিঃ।"

অর্থাৎ—"শ্রীহরি অদ্বয়-জ্ঞান তত্ত্ব, স্ব-শক্তিমাত্র সহায়। এ জগতে যাহা কিছু সমস্তই তাঁহার শক্তির প্রকাশ। তিনি নিজশক্তিমাত্র সহায়ে সমূহ-তত্ত্ব প্রকাশ করেন, স্বয়ং ব্রাহ্মণাদি বর্ণরূপ প্রাকৃত-রূপ রহিত হইয়াও নিজ লীলাশক্তি দ্বারা ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ও শুক্লাদি রূপ উৎপাদন করিয়া থাকেন।"

"যিনি অদ্বিতীয় মায়াধীশ, তিনি স্ব-শক্তি প্রভাবে লোক সকলকে নিয়মিত করিয়া থাকেন—অনন্ত বিশ্ব, অনন্ত জীব, অনন্ত বৈভব-ঐশ্বর্য্যাদি প্রকট করেন।"

শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন—মনুষ্যের পক্ষে সত্ত্বতনু শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা অধিক মঙ্গল-জনক।

"সধ্রীচীনো হ্যয়ং লোকে পন্থাঃ ক্ষেমোঽকুতোভয়ঃ।
সুশীলাঃ সাধবো যত্র নারায়ণপরায়ণাঃ॥"

(ভাঃ ৬।১।১৭)

অর্থাৎ—এই সংসারে শ্রীনারায়ণেভক্তিমার্গই একমাত্র মঙ্গলময়, বিঘ্নাদি ভয় বিহীন, শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ সমীচীন পথ। এই ভক্তিমার্গেই নারায়ণ-পরায়ণ নিষ্কাম সাধুগণ বিচরণ করেন।

তথাহি (৬।১।১৯ শ্লোকে)—

"সকৃন্মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্নিবেশিতং তদ্গুণরাগি যৈরিহ।
ন তে যমং পাশভৃতশ্চ তদ্ভটান্ স্বপ্নেঽপি পশ্যন্তি হি চীর্ণনিষ্কৃতাঃ॥"

অর্থাৎ—এই সংসারে যাঁহারা একবার মাত্রও কৃষ্ণ-পাদ-পদ্মে মনোনিবেশ করিয়াছেন, যাঁহাদের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণের গুণাবলীর প্রতি কিঞ্চিন্মাত্রও অনুরক্ত হইয়াছে, তাঁহাদের সমস্ত প্রায়শ্চিত্তই সাধিত হইয়াছে; স্বপ্নেও তাঁহারা কখনও পাশধারী যমদূতগণকে দর্শন করেন না (এখানে বিষ্ণু-রতির আভাসেরও পারতম্য নির্দ্দেশ করিলেন।)

শ্রীভগবান্ (ভাঃ ৬।৪।৪৫ শ্লোকে) বলিতেছেন—

"ব্রহ্মা ভবো ভবন্তশ্চ মনবো বিবুধেশ্বরাঃ।
বিভূতয়ো মম হ্যেতা ভূতানাং ভূতিহেতবঃ॥"

অর্থাৎ—ব্রহ্মা, ভব, মনুগণ, লোকপালগণ, এবং তোমরা (প্রজাপতিগণ), সকলেই প্রাণিসমূহের উদ্ভবের কারণ; তোমরা সকলে—আমরই বিভূতি বিশেষ।

শ্রীভাগবত (৬।১৭।৩২) শ্লোকে রুদ্র গীতায় বিষ্ণুর পারতম্য সম্বন্ধে স্তবে বলিতেছেন—

"নাহং বিরিঞ্চো ন কুমার-নারদৌ ন ব্রহ্মপুত্রা মুনয়ঃ সুরেশাঃ।
বিদাম যস্যেহিতমংশকাংশকা ন তৎস্বরূপং পৃথগীশমানিনঃ॥"

অর্থাৎ—আমি (শিব), ব্রহ্মা, চতুঃসন্, নারদ এবং অন্যান্য ব্রহ্মার পুত্রগণ, মুনিগণ, সুরেশ্বরগণ আমরা কেহই শ্রীহরির লীলার অভিপ্রায় অবগত নহি। অথবা —আমরা যদি স্বতন্ত্র ঈশ্বর অভিমান করি, তাহা হইলে আমরা তাঁহার অংশাংশকলা হইয়াও তাঁহার স্বরূপ বুঝিতে সমর্থ হইব না।

শ্রীমদ্ভাগবত—শ্রীগজেন্দ্র স্তবে (৮।৩।১৯-২১)—

"যং ধর্ম্মকামার্থবিমুক্তিকামা ভজন্ত ইষ্টাং গতিমাপ্নুবন্তি।
কিঞ্চাশিষো রাত্যপি দেহমব্যয়ং করোতু মেহদভ্রদয়ো বিমোক্ষণম্॥
একান্তিনো যস্য ন কঞ্চনার্থং বাঞ্ছন্তি যে বৈ ভগবৎপ্রপন্নাঃ।
অত্যদ্ভুতং তচ্চরিতং সুমঙ্গলং গায়ন্ত আনন্দসমুদ্রমগ্নাঃ॥
তমক্ষরং ব্রহ্ম পরং পরেশমব্যক্তমাধ্যাত্মিকযোগগম্যম্।
অতীন্দ্রিয়ং সূক্ষ্মমিবাতিদূরমনন্তমাদ্যং পরিপূর্ণমীড়ে॥"

—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চতুর্বর্গকামী ব্যক্তিরা যাঁহাকে আরাধনা করিয়া ঈপ্সিত ফল ও অন্যান্য অর্থ প্রাপ্ত হয়, আরও যিনি স্বদেহতুল্য অপ্রাকৃত দেহ প্রদান করিয়া থাকেন, সেই অপার করুণাময় ভগবান্ আমায় মোচন করিয়া দিউন।

ঐকান্তিক শরণাগত ভক্তগণ অত্যদ্ভুত মঙ্গলপ্রদ তল্লীলাদি কীর্ত্তন-পূর্ব্বক আনন্দ সাগরে মগ্ন হইয়া যাঁহার সমীপে কোন বিষয় বাঞ্ছা করেন না, সেই পরেশ, নিত্য অব্যক্ত, আধ্যাত্মিক যোগলভ্য, ইন্দ্রিয় সমূহের অবিষয়, সূক্ষ্মবৎ অতীন্দ্রিয়, বাহ্যদৃষ্টির বহির্ভূত, অনন্ত, আদ্য, পরিপূর্ণ-স্বরূপ পরব্রহ্মকে আমি স্তব করি।

শ্রীল শুকদেব গোস্বামি বলিতেছেন (ভাঃ ৫।২৫।১১)—

"যন্নাম শ্রুতমনুকীর্ত্তয়েদকস্মাদার্ত্তো বা যদি পতিতঃ প্রলম্ভনাদ্বা।
হন্ত্যংহঃ সপদি নৃণামশেষমন্যং কং শেষাদ্ভগবত আশ্রয়েন্মুমুক্ষুঃ॥"

—যাঁহার শ্রীনাম (সাধুগুরুর মুখ হইতে) শ্রবণ করিয়া কেহ যদি অকস্মাৎ কীর্ত্তন করেন, অথবা আর্ত্ত কিংবা পতিত ব্যক্তিও যদি পরিহাসচ্ছলে একবারও সেই নাম উচ্চারণ করেন, তবে সেই ব্যক্তি (ত' নিজে শুদ্ধ হনই, পরন্তু তিনি) নিকটস্থ অপর মানবদিগের অশেষ পাপরাশি বিনাশ করিতে সমর্থ হন; অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তি সেই ভগবান্ ('শেষ') অনন্ত ব্যতীত আর কাহাকেই বা আশ্রয় করিবেন?

"স্বধর্ম্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্
বিরিঞ্চতামেতি ততঃ পরং হি মাম্।
অব্যাকৃতং ভাগবতোহথ বৈষ্ণবং
পদং যথাহং বিবুধাঃ কলাত্যয়ে॥"
(ভাঃ ৪।২৪।২৯)

শ্রীশিবজী বলিতেছেন—"মানুষ স্ব-ধর্ম্মাচরণ করিয়া বহুজন্মে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন, তাহার পর আমাকে (শিবপদ) লাভ করিতে পারেন; কিন্তু যে ব্যক্তি ভগবান্ বিষ্ণুর ভক্ত, তিনি দেহান্তে প্রপঞ্চাতীত **'বিষ্ণুর পরমপদ'** লাভ করেন। সেই দেবতাগণ ও আমি, সকলেই বিষ্ণুর সেবক; সুতরাং আমরাও লিঙ্গভঙ্গে সিদ্ধ-স্বরূপে সেই প্রপঞ্চাতীত বৈষ্ণব-পদই প্রাপ্ত হইব।"

"যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ বিবাদসংবাদভুমো ভবন্তি।
কুর্ব্বন্তি চৈষাং মুহুরাত্মমোহং তস্মৈ নমোহনন্তগুণায় ভূম্নে॥"
(ভাঃ ৬।৪।৩১)

—যাঁহার অনন্তশক্তি বিচার করিতে বসিয়া বাদীগণ পরস্পর বিবদমান হইয়া থাকেন এবং সেই বিবাদই তাঁহাদের মুহুর্মুহু আত্মমোহ উদয় করায়। সেই অনন্তগুণ বিশিষ্ট ভূমাপুরুষকে নমস্কার করি।

শ্রীবিষ্ণুর উপাসনাই যে পরম শ্রেয়ঃ এই সম্বন্ধে একটী পৌরাণিক উপাখ্যান,—"রাজা কৃতবীর্য্যের পুত্র কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের পাঁচ পুত্র ছিল। তন্মধ্যে শূর, শূরসেন, কৃষ্ণ, ধৃষ্ণ রুদ্রপরায়ণ এবং কনিষ্ঠ জয়ধ্বজ মহাবলী ও নারায়ণ

পরায়ণ ছিলেন। জয়ধ্বজের শ্রীনারায়ণে শরণাপত্তি দেখিয়া অন্য ভ্রাতৃ চতুষ্টয় তাঁহাকে রুদ্র উপাসনায় নিযুক্ত হইবার কথা উপদেশ করিলেন। কারণ, তাঁহাদের বংশপরম্পরায় সকলেই রুদ্র-পরায়ণ ছিলেন। উপাসনা বিপর্য্যয়ে বংশে কোন অমঙ্গল ঘটে, এই আশঙ্কায় সকলেই তাঁহাকে শৈব-ধর্ম্ম গ্রহণে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। তাহাতে রাজা জয়ধ্বজ তাঁহাদিগকে বুঝাইলেন, —"শ্রীবিষ্ণুর উপাসনাতেই জীবের আত্যন্তিক মঙ্গললাভ হয়। বিশেষতঃ রাজন্যবর্গের ও প্রজাপতিগণের বিষ্ণুই একমাত্র পালন-কর্ত্তা, তাঁহারা সকলেই বিষ্ণুর অংশ বা বিভূতি হইতে উৎপন্ন। সুতরাং সর্ব্বজীবের পালনকর্ত্তা শ্রীহরির আরাধনাই সকল সৎ-শাস্ত্র এবং মহাজনানুমোদিত সিদ্ধান্ত। তাহাতেই পরম কল্যাণ নিহিত আছে।" এই কথা শুনিয়া জয়ধ্বজের ভ্রাতৃবর্গ তাঁহাকে পুনরায় রুদ্রোপাসনায় প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টায় বলিলেন,—"ভুক্তি-মুক্তি লাভেচ্ছু জনগণের পক্ষে সংহার কর্ত্তা রুদ্রের উপাসনা করাই উচিত। যেহেতু রুদ্র সফলকামী ব্যক্তিগণের সকল কামনাই পূরণ করেন। তিনিই তেজোময় রূপ প্রকাশ করিয়া জগৎ সংহার করিয়া থাকেন।"

ইহাতে রাজা জয়ধ্বজ উত্তর করিলেন—লোকে সাত্ত্বিক ভাবেই মুক্তি প্রাপ্ত হয়; ভগবান্ শ্রীহরি শুদ্ধ-সত্ত্বময় বিগ্রহ। তদুত্তরে ভ্রাতৃগণ কহিলেন—সাত্ত্বিক-ভাবে শিব পূজা করিলে তিনি স্বয়ং সত্ত্বসংযুক্ত হইয়া মুক্তি প্রদান করেন, অতএব শিব-পূজাই কর্ত্তব্য। ইহা শুনিয়া জয়ধ্বজ হাসিতে হাসিতে বলিলেন—'জীবের স্বধর্ম্মেই মুক্তি হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত মুক্তিলাভের অন্য কোন পন্থা নাই, শ্রেষ্ঠ মুনিবর্গ ইহাই বলিয়া থাকেন। আর রাজন্যগণেও যখন বৈষ্ণবী-শক্তি নিহিত আছে, তখন অমিততেজাঃ শ্রীমুরারির ভজন করাই তাঁহাদের পরমধর্ম্ম।' তখন অতি বুদ্ধিমান্ কৃষ্ণ উত্তর করিলেন—আমাদের পিতৃ-পুরুষগণ যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন; তাহাই আমাদের স্বধর্ম্ম। এই বিবাদে শূরসেন বলিলেন,—'এবিষয়ে ঋষিগণই আমাদের প্রামাণ্য, তাঁহারা যাহা বলিবেন, তাহাই স্থির সিদ্ধান্ত। অনন্তর তাঁহারা সকলেই সপ্তর্ষিগণের নিকট গমন করিয়া সকল-বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তখন বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ যথার্থ উত্তর দিলেন,—"হে নৃপবর্গ! যে দেবতা যাঁহাদের অভিমত, তাহাই তাঁহাদের উপাস্য। কার্য্য-বিশেষে তাঁহাদের পূজা করিলে তাঁহারা অভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা সকলেই শ্রীহরির ইচ্ছা-নিয়ন্ত্রণাধীন জানিবেন। কার্য্যবিশেষ ব্যতীত সকল সময়ে ঐ নিয়ম বিহিত নহে। 'হরিরেবসদারাধ্য'। বিষ্ণু—পুরন্দরাদি দেব-সিদ্ধগণের, রাজন্যবর্গের এবং অন্যান্য মোক্ষ-প্রাপ্ত সত্ত্ব-সংশুদ্ধ প্রাণীমাত্রেরই উপাস্য,—স্বয়ং ব্রহ্মা এইরূপ বলিয়াছেন। সুতরাং রাজা জয়ধ্বজের পক্ষে মঙ্গলময় শ্রীবিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেয়ঃ।

'আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরং।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥'

পার্ব্বতীর প্রতি বৈষ্ণব-প্রবর মহাদেবের উপরিউক্ত বাক্যে শ্রীবিষ্ণুর আরাধনাই পরম, তদপেক্ষা তদীয় অর্থাৎ বিষ্ণুভক্তের আরাধনা অধিকতর কল্যাণপ্রদ, এইরূপ বাণী দেখা যায়। মানবের পক্ষে, শ্রীহরির সহিত তদীয়াভিন্ন প্রিয়-বিচারে শ্রীশিবেরও আরাধনা প্রয়োজন। নতুবা শ্রীহরি রাজাদের শত্রু বিনাশ করেন না।

এক সময়ে রাজা জয়ধ্বজ ঋষি বিশ্বামিত্রের নিকট শ্রীবিষ্ণুর উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতাগণ তাহা না মানিয়া রুদ্রোপাসনায় রত ছিলেন। ঘটনাক্রমে এক সময় সর্ব্ব-প্রাণী-ভয়ঙ্কর ভীষণ দংষ্ট্রাযুক্ত প্রদীপ্ত-দেহ এবং প্রলয়-কালীন বহ্নি-সদৃশ 'বিদেহ' নামে এক দানব সূর্য্যসম-প্রভ এক শূল হস্তে ধরিয়া বিকট্রবে দশদিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া সেই রাজাদের পুরীতে আগত হইল। সেই ভয়ঙ্কর দানবের ভয়ে তত্রস্থ লোকসমূহ কেহ পলাইতে লাগিল, কেহ বা প্রাণত্যাগ করিল। অর্জ্জুন-তনয় পঞ্চভ্রাতা দানবের বধ-নিমিত্ত রৌদ্রাস্ত্র, বারুণাস্ত্র,

প্রাজাপত্যাস্ত্র ও আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। জয়ধ্বজও কৌবের, ঐন্দ্র ও আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। কিন্তু সেই দানবের নিকট সেই অস্ত্রসমূহ কিছুই বিক্রম প্রকাশ করিতে পারিল না, পরন্তু বিনষ্ট হইল। এইরূপে তাঁহারা বহুপ্রকার অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াও দানবকে কিছুমাত্র বিচলিত করিতে না পারিয়া পলায়ন করিলেন। পরিশেষে মতিমান্ জয়ধ্বজ লোকাদির অপ্রমেয় জয়শীল জগন্নাথ শ্রীহরিকেই স্মরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভক্তবৎসল ভগবান্ বাসুদেবের আজ্ঞায় অযুতসূর্য্যপ্রভ সুদর্শনচক্র রাজার সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হইলেন। জয়ধ্বজ তখন জগদ্যোনি শ্রীনারায়ণকে স্মরণ করিয়া সেই চক্র গ্রহণ করিলেন। শ্রীনারায়ণ যেমন স্বীয়চক্র দানবগণের প্রতি প্রয়োগ করেন, তদ্রূপ রাজাও ঐ চক্র দানবের প্রতি প্রয়োগ করিলেন। সুদর্শনচক্র ঘোরাকৃতি দানবের স্কন্ধলগ্ন হইয়াই তাহার পর্ব্বত-সদৃশ মস্তককে ভূপাতিত করিলেন। তখন জয়ধ্বজের ভ্রাতৃবর্গ বৈষ্ণবের মহিমা অবগত হইয়া জয়ধ্বজকে বিধিমত সম্মান করিলেন; মহামুনি বিশ্বামিত্রও জয়ধ্বজের পরাক্রম শুনিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য আগত হইলেন। রাজা তাঁহাকে সসম্মানে পূজা করিয়া আসনে উপবেশন করাইলেন এবং বলিলেন—হে ভগবান্! আপনার কৃপা প্রভাবেই আমি অপগত সন্দেহ হইয়া সত্যবিক্রম শ্রীবিষ্ণুর শরণ গ্রহণ করিয়াছি। সেজন্যই শ্রীভগবান্ আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। হে সুব্রত! আমি পদ্মপলাশনয়ন ভগবান্ শ্রীহরিকে কি প্রকারে আরাধনা করিব? এবং কি বিধানেই বা তাঁহার পূজা করিতে হয়? এই শ্রীভগবানের স্বরূপই বা কি এবং তাঁহার প্রভাবই বা কি প্রকার; তাহা আমাকে কৃপাপূর্ব্বক বলুন। আমার তাহা শ্রবণ করিতে অত্যন্ত ইচ্ছা হইতেছে।

শ্রীবিশ্বামিত্র বলিলেন,—যাঁহা হইতে সকল ভূত উৎপন্ন হইয়াছে, সকল পদার্থ যাঁহাতে নিহিত রহিয়াছে, অনন্ত বিশ্ব যাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে,—তিনিই সর্ব্বাত্মা শ্রীবিষ্ণু; লোকে তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া মুক্তিলাভ করে। যাঁহাকে তত্ত্ববিদগণ পর-তত্ত্ব ব্রহ্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বগুহাশ্রয়, পরমাশ্রয়, পরমানন্দময় বলিয়া থাকেন—তিনিই শ্রীনারায়ণ। তিনি নিত্যোদিত, নিরঞ্জন, চতুর্ব্ব্যূহধর হইয়াও স্বয়ং অব্যূহ, পরমাত্মা, পরমতেজঃ-স্বরূপ, পুরুষোত্তম এবং পরমপদ। ব্রহ্মবাদিগণ তাঁহাকে ত্রিপাদ অক্ষর বলিয়া কীর্ত্তন করেন। স্বয়ং ব্রহ্মা ও শিব তাঁহার অংশ-সম্ভূত। লোকে নিজবর্ণ ও আশ্রম-ধর্ম্মানুসারে এই শ্রীপুরুষোত্তমের পূজা করিয়া থাকেন। ভাগ্যবান লোক শ্রীরুদ্রের পরমমূল-মূর্ত্তি শ্রীবিষ্ণু-স্বরূপেরই পূজা করিয়া থাকেন এবং ইহাই সে-সম্বন্ধে প্রকৃত সিদ্ধান্ত, তাহার অন্যথা নাই।

মহাতপা শ্রীবিশ্বামিত্র এই পর্য্যন্ত বলিয়াই নৃপতিগণের পূজা গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় আশ্রমে প্রস্থান করিলেন॥

বর্ত্তমানযুগের দান

[লেখক—শ্রীব্রহ্মময় নন্দ]

'বর্ত্তমান যুগ' বলিতে আমরা প্রধানতঃ বিজ্ঞানের যুগই বুঝি, এই যুগে জড় বিজ্ঞান অতি ঊর্দ্ধে স্থান পাইয়াছে, বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সত্যগুলি মানব জীবনের অনেকক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হইতেছে। রেডিও, টেলিগ্রাফ, চলচ্চিত্র, টেলিভিসান, রকেট, উড়োজাহাজ প্রভৃতি অতি বিস্ময়কর বস্তুগুলি আবিষ্কার করিয়া বৈজ্ঞানিক জনগণকে তাক লাগাইয়া দিতেছে। মূলতঃ এই আবিষ্কারগুলির দ্বারা আমাদের দুইটি কাজ সত্বর হইল অর্থাৎ কান ও পায়ের কাজ অতি দ্রুতগামী হইল। পূর্ব্বে মানুষ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও তিনশত হাতের অধিক দূরে কণ্ঠস্বর শুনাইতে পারিত না, আজ মুহূর্ত্তের মধ্যেই রেডিও মারফত হাজার হাজার মাইল

দুরের খবর পাইতেছি এবং পূর্ব্বে যে পথ চলিতে মাসের পর মাস লাগিয়া যাইত, তাহা বর্ত্তমানে উড়ো-জাহাজে কয়েক ঘণ্টার কাজ হইয়াছে। বিজ্ঞানের প্রসাদে পা ও কানের কাজ বাড়িয়াছে সত্য, কিন্তু ইহা অপেক্ষা ততোধিক মর্মান্তিক সত্য যে, বিজ্ঞানের প্রসাদে হৃদয়ের প্রসারতা কমিয়াছে অর্থাৎ মানুষ ভুলিয়াছে—বেদ, উপনিষদ, গীতা; হারাইয়াছে ভগবানে বিশ্বাস তৎসঙ্গে মনুষ্যত্ব; মানুষের মধ্যে জন্মাইয়াছে হিংসা, লোভ, জিঘাংসা। বিজ্ঞান যেমন দূরকে নিকট করিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে নিকটজনকেও আবার তেমনি দূরতর করিয়াছে। এই যুগে মানুষ তার প্রতিবেশী, আত্মীয়-বন্ধুবান্ধব, এমনকি, পিতামাতারও খবর রাখে না। বিজ্ঞান-গর্ব্বী মানুষ ধর্মের নাম দিয়াছে—কুসংস্কার (Superstition)। রকেট ঘুরাইয়া আসিয়া বলে—ভগবান্ বলিয়া কিছুই দেখিতে পাইলাম না, উহা ভাঁওতা মাত্র। হায় অমৃতের সন্তান হইয়া মানব তাহার পরম পিতাকে স্বীকার করিতেছে না, ইহা অপেক্ষা দুঃখের কথা আর কি হইতে পারে! বৈজ্ঞানিক আজ বিকৃত বিজ্ঞানের উপাসক। যে বিজ্ঞানের আবিষ্কারের পরিশেষে ধ্বংস, তাহা বিকৃত বিজ্ঞানই বটে। যে আবিষ্কার মানুষকে কিছু বাহ্য সুখ-সুবিধা দিয়া পরক্ষণেই তাহার মস্তকের উপর বোমা নিক্ষেপ করিয়া থাকে, তাহার সকল দানই নিরর্থক। বিজ্ঞানের দ্বারাত' অনেক কিছুই ঘটিল, কিন্তু মানুষের বাঁচিবার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় যে শান্তি, তাহা আসিয়াছে কী? আজিকার দিনে দেখিতে পাই, গবেষণা-গৃহে কত কম সময়ের মধ্যে কেবল মাত্র একটি বোতাম টিপিয়া কত বেশী নরমেধ-যজ্ঞ সম্পন্ন করা যায়, অধিকাংশক্ষেত্রে তাহারই আলোচনা চলিতেছে। বিজ্ঞান অধিকাংশ-ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে কেবল সংঘট্টই ঘটাইতেছে, মানুষকে সংগঠন করিতে পারিতেছে না। আদিম মানুষ এই বিংশ শতাব্দীর মানুষ অপেক্ষা অনেক শান্তিতে বাস করিতেন। তাঁহারা নিজেদের যতটুকু খাদ্যের প্রয়োজন তাহা সংগ্রহ করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন। আজিকার মানুষের মত সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা তাঁহাদের ছিল না। মুনি-ঋষিগণ অতি অল্প আহার করিয়া সুস্থ ও সবলদেহে ব্রহ্ম চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। তাঁহাদের আজিকার মত জীবন লইয়া টানাটানি ছিল না। দুইশত তিন-শত বৎসর তাঁহারা অনায়াসেই বাঁচিয়া থাকিতে পারিতেন। এই যুগে 'ব্রহ্ম' মানুষের কাছে স্থান পান নাই, আজিকার মানুষ পঞ্চাশে পড়িলেই যথেষ্ট মনে করেন। আজ বিজ্ঞানের যুগে মানুষ তাঁহার আত্মিক দিক্‌কে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইতেছেন। সত্যযুগে মানুষ যাহা করিতেন, সবই আত্মার শ্রীবৃদ্ধির জন্য; ত্রেতায় দেহ ষোলআনার চারি আনা দাবী করিল; দ্বাপরে দেহ আরও একটু পাইয়া বসিল—দুইজনে আধাআধি ভাগ করিয়া লইল। আর কলিতে দেহেরই জয় জয়-কার, আত্মাকে একেবারেই ফাঁকি! আজ যাহা কিছু হইতেছে, সবই দেহের ভূরিভোজনের জন্য। যেমনই মানুষ আত্মিক দিকের কথা ভুলিয়াছে সেইক্ষণেই তাহার মনে ধ্বংসের ইচ্ছা জাগিয়াছে। আজ আর তার সাম্য মৈত্রী নাই, মানুষ আজ যেমন দেহের খাদ্য পুরাপুরি ভাবে যোগাইতেছে, তেমনি সব দূরে থাক্ অন্ততঃ কিছুটাও যদি আত্মার দিকে দিত অর্থাৎ ভগবৎ সেবা, সৎসঙ্গ, শাস্ত্র পাঠ প্রভৃতি মহাকল্যাণকর কর্ম্মের দিকে যদি একটুও নজর দিত, তাহা হইলে ধর্ম্মের সুবুদ্ধিতে মানুষ একে অন্যের নিধনে প্রবৃত্ত না হইয়া পরস্পর পরস্পরের কল্যাণ সাধনে প্রবৃত্ত হইত। আমরা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি—মানুষের সেই সুবুদ্ধি আবার ফিরিয়া আসুক। মানুষ ভগবৎ চিন্তায় ও ভগবৎ সেবায় থাকিয়া আত্মার প্রকৃত শ্রীবৃদ্ধি সাধনপূর্ব্বক জীবের কর্ণকুহরে কৃষ্ণনামরূপ সুধা বর্ষণ করুক তবেই প্রকৃত শান্তি ফিরিয়া আসিবে। বিজ্ঞান কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ তাৎপর্য্যপর হইলেই বিজ্ঞানের প্রকৃত সার্থকতা সংরক্ষিত হয়।

অস্মদীয় শ্রীগুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের শুভ আবির্ভাব বাসরে তদীয় চরণ কমলে —

ভক্তি-অর্ঘ্য

পরম শুভদা উত্থানৈকাদশী তিথি,
দীনের আশ্রয় দাতা অগতির গতি।
হইলা উদয় প্রভু আজি যে আমার,
বন্দনা করি গো তোমা আমি বার বার ॥ ১ ॥

অজ্ঞান-তিমিরহারী প্রভু দয়াময়,
দিব্যজ্ঞানচক্ষু দিয়া হও চিরাশ্রয়।
বড় ইচ্ছা হৃদে তব গুণ বর্ণিবারে,
কিন্তু মূর্খ জ্ঞানহীন কি গাহিতে পারে? ॥ ২ ॥

কৃষ্ণ নাহি পায় সীমা গুণের যাঁহার,
সে রাধা-দ্বিতীয় তনু গুরু-তত্ত্বসার।
'শ্রীরাধা-দয়িত দাস' তব 'প্রভু' নাম,
তদভিন্নতনু তুমি সর্ব্বগুণধাম ॥ ৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী ভক্তি, তাঁহার দয়িত,
মাধব গোস্বামি নামে তুমি পরিচিত।
তুমি যদি কৃপা করি' দেহ ভক্তিধন,
তবে সে মিলিতে পারে রাধা প্রাণধন ॥ ৪ ॥

হে ভক্তিদয়িত দাস তুমি সর্ব্বসার,
নিত্যারাধ্য তুমি হও দেবতা আমার।
তোমার দাসের দাস তাঁর দাস জেনে,
সেবা অধিকার দিয়া রাখহ চরণে ॥ ৫ ॥

গৌড়ীয়ের ধর্ম্মযুগ দেখি অন্ধকার,
উদিত হ'য়েছ প্রভো গৌড়ীয়-ভাস্কর।
তোমার প্রভাবে পাপ তিমির বিনাশ,
জীব-হৃদে জ্ঞানালোক করিছ প্রকাশ ॥ ৬ ॥

শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট ভূতলে স্থাপিতে
জন্মলীলা আবিষ্কার করিলে ভারতে।
আপনি আচরি ধর্ম্ম করিলে প্রচার,
সর্ব্বব্যাপী বিলাইলে করুণা অপার ॥ ৭ ॥

দেখিনু শুনিনু তব যতেক মহিমা,
বর্ণিয়া সে-সব প্রভো! দিতে নারি সীমা।
আপন মলিন চিত্ত শোধিবার তরে,
তব গুণ-গান গাহি উল্লাস অন্তরে ॥ ৮ ॥

পতিত অধমজনে করিতে নিস্তার,
করিলে অশেষ লীলা-বৈশিষ্ট্য বিস্তার।
হরিনাম প্রেম দিয়া তারিতে সংসার,
করিলে যতন তুমি বিবিধ প্রকার ॥ ৯ ॥

প্রেমকল্পতরু গোরা হৈয়া মালাকার,
দিয়াছিল প্রেমফল অবনী মাঝার।
সেই প্রভু আদেশেতে তুমি যে আবার,
এসেছ হে গুরুরূপে কৃপা পারাবার ॥ ১০ ॥

গ্রাম্যকথা পরচর্চ্চা ম্লেচ্ছ ব্যবহার,
জড় রসে মগ্ন দেখি সকল সংসার।
আনিয়া বৈকুণ্ঠবাণী হরিকথা সার,
আপামর সাধারণে দিতেছ অপার ॥ ১১ ॥

বহু ভাগ্যফলে তোমা হেন গুরু পায়,
নিজগুণে দয়াময় রাখ রাঙ্গা পায়।
তব বাণী যেন প্রভু পারি রক্ষিবারে,
সেই শক্তি তব পদে যাচি বারে বারে ॥ ১২ ॥

হে কৃপা বারিধি! গুণাতীত প্রেমময়!
এই কর যেন প্রভো! পদে মতি রয়।
কোন গুণ নাই তব করুণা সম্বল,
নিজগুণে ক্ষম প্রভো! মো'দোষ সকল ॥ ১৩ ॥

এ মহা-সুদিনে আজ কৃপা-কণা মাগি,
ঐ শ্রীচরণ-যুগল পূজিবার লাগি'।
ভক্তিগন্ধহীন অর্ঘ্যে ভকতিসিঞ্চিয়া,
গ্রহণ করহ প্রভো দাসে আশীষিয়া ॥ ১৪ ॥

সাষ্টাঙ্গ প্রণতি মোর করহ গ্রহণ।
শিরে ধরি বন্দি আমি তোমার চরণ ॥ ১৫ ॥

দাসানুদাসাভাস—
শ্রীজগন্নাথ দাসাধীকারী

স্বধামে শ্রীপাদ রাধামোহন প্রভু

শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা—পরমারাধ্য পরমগুরুপাদপদ্ম শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত প্রাচীন ও প্রবীণ গৃহস্থ ভক্তপ্রবর শ্রীপাদ রাধামোহন দাসাধিকারী প্রভু গত ৬ই কার্ত্তিক, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ; ২৪শে অক্টোবর (১৯৬৩) বৃহস্পতিবার মধ্যাহ্নে তাঁহার গোয়ালপাড়াস্থ স্বীয় ভবনে অনুমান ৬৫ বৎসর বয়সে সাধ্বী সহধর্ম্মিণী ও দুইটি কন্যা সন্তানকে রাখিয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারী-পাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে নিত্যধামে প্রয়াণ করিয়াছেন। আসাম প্রদেশে তাঁহার ন্যায় শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-সেবানিষ্ঠ ভক্ত খুবই বিরল। শ্রীগুরু-পাদ-পদ্ম আশ্রয় পূর্ব্বক প্রথম জীবনে কিছুকাল নিষ্ঠাবান্ উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারিরূপে তিনি শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠে অবস্থান করিয়াছিলেন। পরে শ্রীগুরুদেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহে সমাবর্ত্তন করিয়া গার্হস্থ্যাশ্রম স্বীকার করেন এবং জনৈক আদর্শ গৃহস্থ ভক্তরূপে "ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যা'র। জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার॥" এই মহাজন বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করেন। অস্মদীয় পরমারাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষের আসাম প্রদেশে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারকার্য্যে তিনি নানাভাবে সহায়তা করিয়া শ্রীল গুরুমহারাজের বিশেষ প্রীতিভাজন হন। তৎপ্রতি তাঁহার একটি আন্তরিক প্রগাঢ় অনুরাগও আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছি। বিশেষতঃ আসাম প্রদেশের শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত সমস্ত ভক্তেরই তিনি একজন পরম হিতৈষী অভিভাবক-স্বরূপ ছিলেন। তাঁহাদিগকে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত বুঝাইয়া পরমার্থে আগ্রহ উৎপাদন ও মধ্যে মধ্যে উৎসবাদির আয়োজন পূর্ব্বক ভজন-সাধনে উৎসাহ প্রদান বিষয়ে তাঁহার অদম্য উৎসাহ ছিল এবং তজ্জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম ও সামর্থ্যানুযায়ী অর্থ ব্যয়ে আদৌ কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহার ন্যায় সদাচার সম্পন্ন, নিষ্ঠাবান্ ও ভক্তি-সুসিদ্ধান্তজ্ঞ গৃহস্থভক্ত বর্ত্তমান যুগে অতীব বিরল। দারিদ্র অভাব অনটনের মধ্যে থাকিয়াও তাঁহার আদর্শ সেবাপ্রাণতা সজ্জন মাত্রকেই বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল। সামাজিক লাঞ্ছনা গঞ্জনাদি ভোগ করিয়াও তিনি ভক্তিনিষ্ঠায় অচল অটল ছিলেন। তাঁহার শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গে সুদৃঢ় বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিক বল দেখিয়া দুর্দান্ত ব্যক্তি পর্য্যন্ত তাঁহাকে ভয় করিত। তাঁহারই উপদেশক্রমে ও প্রেরণায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সম্পাদক শ্রীমৎভক্তিবল্লভতীর্থ মহারাজ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষের শ্রীপাদপদ্মে উপনীত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীপাদ রাধামোহন দাসাধিকারী

তিনি একজন স্বভাবকবি ছিলেন। আমাদের শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকায় তাঁহার কএকটি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার হস্তাক্ষরও অতি সুন্দর ছিল। নিজের জীবনকে বিপন্ন করিয়াও তিনি বৈষ্ণব-সেবার মহান্ আদর্শ-প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। বৈষ্ণবোচিত অশেষ গুণ সম্পন্ন তাঁহার ন্যায় একজন পরম বান্ধবকে হারাইয়া আমরা আজ খুবই মর্ম্মাহত—সে অভাব আর পরিপুরিত হইবার নহে। তাঁহার উপদেশক্রমেই তদীয় সহধর্ম্মিণী শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীপাদপদ্মাশ্রিতাহইয়া মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করতঃ পতির ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিরহ সন্তপ্ত পরিবারবর্গ ও গুণমুগ্ধ ভক্তবৃন্দকে আমরা আমাদের সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষের নির্দেশক্রমে বিগত ১৬ই কার্ত্তিক রবিবার তাঁহার ভবনে তদীয় বিরহ উৎসব মহা সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। গৌহাটী মঠ হইতে শ্রীপাদ মাধবানন্দ ব্রজবাসী ও শ্রীপাদ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, বিদ্যারত্ন; সরভোগ হইতে শ্রীপাদ অচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী এবং গোয়ালপাড়া জিলার বিভিন্ন স্থান হইতে শ্রীকমলাকান্ত দাসাধিকারী, শ্রীউদ্ধব দাসাধিকারী, শ্রীপ্রণবানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীজ্ঞানঘনানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীআদিকেশব দাস, শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাস প্রভৃতি বহু গৃহস্থ ভক্ত এই মহোৎসবে যোগদান করেন। উক্ত দিবস প্রাতে নগরসঙ্কীর্ত্তনান্তে শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া ভক্তবিরহ কাতর জনগণ 'যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর' প্রভৃতি মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন করেন। তৎপর শ্রীপাদ অচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী প্রভুর পৌরোহিত্যে সাত্বত-বিধানে পারলৌকিক কৃত্য আরম্ভ হয়। যজ্ঞবেদীর চারিপার্শ্বে বৈষ্ণব চতুষ্টয় প্রস্থানত্রয় পাঠ করিতে থাকেন, মধ্যস্থলে বৈষ্ণবহোম এবং তৎসন্নিকটে "মহামন্ত্র" সঙ্কীর্ত্তন হইতে থাকে। মধ্যাহ্ন ভোগারতির পর সমাগত বহু শত ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

উক্ত দিবস সন্ধ্যারাত্রিকান্তে এতদুপলক্ষে একটী মহতী সভার অধিবেশনে বার-লাইব্রেরীর প্রেসিডেণ্ট শ্রীকামাখ্যাচরণ সেন মহাশয় সভাপতি এবং শ্রীখগেন্দ্রনাথ নাথ এম-এল-এ, মহোদয় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। উক্ত সভায় শ্রীমাধবানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, শ্রীঅচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীউদ্ধব দাসাধিকারী প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ স্বধামগত ভক্তবরের গুণ-মহিমা প্রচুররূপে কীর্ত্তন করিলে পর প্রধান অতিথি মহাদয় তাঁহার মর্ম্মান্তিক ভাষণে বলেন,—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী মহাশয় আমাদের নিকট শ্রীরামমোহন দাস নামে পরিচিত ছিলেন। ইনি গৃহস্থ জীবনে থাকিলেও ইঁহার মধ্যে জাগতিক কোন বস্তুর প্রলোভন ছিল না। বৈষ্ণবোচিত সদ্‌গুণাবলীর যাহা কিছু আমার জানা আছে—দৈন্য, নম্রতা, নিরপেক্ষতা আদি সমুদয় গুণেই রামমোহন দাস বিভূষিত ছিলেন। গৌড়ীয় মঠের প্রচারাদির কথা চিন্তা ও শ্রবণ করিলে আমার স্বতঃই মনে হয় মঠের কি গৃহস্থভক্ত, কি ত্যক্তাশ্রমীভক্ত সকলেই যেন এক পরিবার ভুক্ত। হিন্দুধর্ম্মের প্রচার হইতে যেন ইহা কিছু বিলক্ষণ ও স্বতন্ত্র। হিন্দুগণের মধ্যে বর্ণাশ্রমানুক্রমে যে উচ্চ নীচ ভেদ দেখিতে পাওয়া যায় ইঁহাদের শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম প্রচারে যেন সেগুলির বিশেষ কোন একটা আমল নাই। এই রামমোহন দাসের শ্রাদ্ধবাসরেই দেখুন না কেন তাঁহার রক্ত-সম্পর্কিত ও গ্রাম-সম্পর্কিত আত্মীয় স্বজন মধ্যে কতজনই বা এখানে আছেন কিন্তু পরমার্থ সম্পর্কে গোয়ালপাড়ার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে শ্রীগৌড়ীয় মঠের ভক্তবৃন্দ আসিয়া নিজেরাই সমুদয় কার্য্যের তদ্বির করিতেছেন, নিজেরাই রন্ধনাদির ব্যবস্থা করিতেছেন, নিজেরাই লোকজনের সমাধান করিতেছেন। এমনকি শ্রীরামমোহন দাসের পরিত্যক্ত দেহটী পর্য্যন্ত তাঁহাদের দ্বারাই সৎকৃত হইয়াছে। এইরূপ প্রচার যদি দেশে-দেশে গ্রামে-গ্রামে বিপুলভাবে হইত তাহা হইলে মনুষ্য সমাজের বড়ই কল্যাণ হইত। রাত্রি অধিক হইয়াছে অধিক আর কি বলিব। পরিশেষে শ্রীরামমোহন দাসের পরিজনবর্গের নিকট আমার হার্দ্দিক সমবেদনা জানাইয়া আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি।

অতঃপর সভাপতি মহোদয় তাঁহার ভাষণে বলেন,—রামমোহন দাস আমাপেক্ষা বয়সে অনেক ন্যূন হইলেও আমি তাঁহাকে শ্রদ্ধার চক্ষেই দেখিতাম। আমি তাঁহাকে লক্ষ্য করিবার যথেষ্ট অবকাশ পাইয়াছিলাম যে,—তিনি কখনও অন্যায় কার্য্যে কাহাকেও প্রশ্রয় দিতেন না এবং অন্যায়ভাবে কোন অর্থাদি উপার্জ্জন করিতেন না। আমি এমনও সমাজের সহিত পরিচিত (যাহার নাম আমি করিতে চাই না) যাহারা মদ্যপায়ী, অমেধ্যভোজী ও অসদাচারপরায়ণ। তাহাদের মধ্যে যদি কেহ একটু সাধুভাবাপন্ন হইয়া অমেধ্যাদি ভোজন না করে বা কেহ শ্রীহরিনাম করে, শ্রীতুলসীতে জল দেয়, তবে আর তাহার অব্যাহতি নাই; তন্মুহূর্ত্তেই উক্ত সমাজের লোকগুলি নিজ সন্তান হইলেও তাহাকে সমাজচ্যুত করিবে। সদাচার প্রয়াসী ব্যক্তির সহিত যাবতীয় আদান প্রদান বন্ধ করিয়া, তাহার পূজিত

শ্রীতুলসী উপড়াইয়া ফেলিয়া, তাহার উপর নানাপ্রকার অত্যাচার করিয়া থাকে। কিন্তু এই শ্রীরামমোহন দাসের অক্লান্ত ও আন্তরিক চেষ্টায় এহেন সমাজেরও অগণিত ব্যক্তি বর্ত্তমানে শুদ্ধভক্তিধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তাঁহারা বিড়ি, সিগারেট-ত দূরের কথা তাম্বুল ও সুপারি পর্য্যন্ত চর্ব্বণ করেন না। আমি রামমোহনের সম্পর্কে নিজকে গর্ব্ববোধ করিতেছি যে, আমাদের মধ্য হইতে তিনি শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতা সাক্ষাৎ শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয় করতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তি ধর্ম্মের কথা প্রচার করিয়া আমাদের দেশের ও সমাজের পরম কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। রাত্রি অধিক হইয়াছে। বহু ব্যক্তি বহু দূরদেশ হইতে আসিয়া তাঁহাদের সমবেদনা প্রকাশ করিবার জন্য এখন পর্য্যন্ত সভায় অবস্থান করিতেছেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের ব্রহ্মচারী মহাশয়ও তাঁহার শ্রীগুরুদেবের নির্দ্দেশক্রমে এখানে এই তিথি উপলক্ষে সমবেত হইয়াছেন। শ্রীরামমোহনের সম্পর্কে আমি সকলকেই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

বিরহ-বার্ত্তা

আমাদের অত্যন্ত দুঃখের বিষয়—আসাম প্রদেশের কামরূপ জেলান্তর্গত হাউলী নগর নিবাসী শ্রীভবভয়হারী দাসাধিকারী মহোদয় প্রায় ৫৫ বৎসর বয়সে গত ২২শে ভাদ্র (১৩৭০), (ইং ৮।৯।৬৩) রবিবার রাত্রিশেষে ৪-৩০ মিঃ এ শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবৎপাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে নিজ গুরুদত্ত নিত্যধামে প্রয়াণ করিয়াছেন। ইঁহার পূর্ব্ব নাম ছিল—শ্রীভূপেন্দ্র নাথ মুন্সী এবং পূর্ব্ব নিবাস ছিল—পূর্ব্বপাকিস্তানে ময়মনসিংহের টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত পাকুলিয়া গ্রামে। পরবর্ত্তিকালে হাউলীতে আসিয়া বাস করেন। ইনি গত ২৩শে মাঘ (১৩৬৭), (ইং ৬।২।৬১) আসাম প্রদেশস্থ সরভোগ গৌড়ীয় মঠে পরমারাধ্য শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তি দয়িত মাধব গোস্বামি মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত হইয়া শ্রীশ্রীহরিনাম মহামন্ত্র এবং ১৩ই ফাল্গুন (১৩৬৮), (ইং ২৫।২।৬২) তারিখে মন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক আদর্শ গৃহস্থরূপে ভগবদ্ ভজন করিতেছিলেন। ইঁহার একটি অনুজও ত্যক্তগৃহ ব্রহ্মচারী। আমরা তাঁহার বিরহসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমাদের সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

অপর একটি দুঃখের সংবাদ—শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠাশ্রিত স্নিগ্ধভক্ত শ্রীজগন্নাথ দাসাধিকারী (পূর্ব্ব নাম শ্রীজ্ঞানরঞ্জন সেনগুপ্ত—অবসরপ্রাপ্ত কারাধ্যক্ষ) মহাশয়ের মাতৃদেবী গত ২৮ ভাদ্র (১৩৭০), ইং ১৪।৯।৬৩ শনিবার শ্রীহরিবাসরে রাত্রি ৮-৩০ ঘটিকায় সময় শ্রীগুরুগৌরাঙ্গপাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে হঠাৎ রক্তের চাপ বৃদ্ধি পাইয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। ইনিও পরমারাধ্য শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ গোস্বামি মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিতা। পরমাভক্তিমতী ইঁহার কৃতী সন্তান শ্রীজগন্নাথ দাসাধিকারী মহোদয় গত ৭ই আশ্বিন (১৩৭০), ইং ২৪শে সেপ্টেম্বর (১৯৬৩) মঙ্গলবার যথাশাস্ত্র তাঁহার পারলৌকিককৃত্য সম্পাদন করিয়াছেন।

আসাম প্রদেশের অন্তর্গত তেজপুর নিবাসী পরলোকগত শরৎ চন্দ্র পাল মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী পাল গত ২৬শে ভাদ্র, ১২ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার বেলা ২-৩০ ঘটিকায় পাঁচ পুত্র ও তিন কন্যা রাখিয়া স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীমতী পাল ২৯শে ফাল্গুন ১৩৫৮ বঙ্গাব্দে (ইং ১৩ মার্চ্চ ১৯৫২ খৃষ্টাব্দ) শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের কৃপা প্রাপ্ত হইয়া এযাবৎ স্থানীয় শাখা শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচুর সেবা করিয়াছেন। বিশেষতঃ

নিত্য স্বহস্তে পুষ্পচয়ন পূর্ব্বক শ্রীবিগ্রহের নিমিত্ত মালিকা নির্ম্মাণ, নিত্য শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ ও নিয়মিতভাবে শ্রীনাম-গ্রহণ সেবা দ্বারা বৈষ্ণবগণের বিশেষ কৃপাভাজন হইয়াছিলেন।

মেদিনীপুর জেলান্তর্গত ভাট্দা গ্রাম নিবাসী শ্রীবিশ্বেশ্বর দাসাধিকারী মহাশয়ের জননী—পরমপূজনীয় পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজের কৃপাভিষিক্তা ভক্তিমতী শ্রীযুক্তা সত্যামণি দাসী প্রায় অশীতি বৎসর বয়সে গত ৫ই কার্ত্তিক ইং ২৩।১০।৬৩ বুধবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় শ্রীহরিনাম স্মরণ করিতে করিতে স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীবিশ্বেশ্বর দাসাধিকারী মহাশয় বিগত ১৫ই কার্ত্তিক শনিবার যথাশাস্ত্র তাঁহার পারলৌকিক কৃত্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

সাত্বতশ্রাদ্ধ

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সাধ্বী সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী লক্ষ্মীমণি মুখোপাধ্যায়—শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠাশ্রিতা। সম্প্রতি কএকবৎসর যাবৎ তাঁহারা স্বামী-স্ত্রী উভয়ে শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ সান্নিধ্যে বাসগৃহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক ধামবাসী হইয়া মঠানুগত্যে ভজন-সাধন করিতেছেন।

গত ১লা আশ্বিন বুধবার রাত্রি ১ ঘটিকায় শ্রীমতী লক্ষ্মীমণি দেবীর মাতা যজ্ঞেশ্বরী দেবী ৮২ বৎসর বয়সে সধবা অবস্থায় তাঁহাদের কলিকাতা হরিশ মুখার্জী রোড্স্থিত বাসভবনে দেহ রক্ষা করিয়াছেন। লক্ষ্মীমণি দেবীর একমাত্র সহোদরা চতুর্থদিবসে এবং পিতা শ্রীসাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় একাদশ দিবসে গৃহে স্মার্ত্তবিধানে শ্রাদ্ধাদি সম্পাদন করিলেও তিনি বৈষ্ণবধর্ম্মে তাঁহার ঐকান্তিকী নিষ্ঠাবশতঃ গত ৪ঠা আশ্বিন শনিবার কলিকাতা ৩৫নং সতীশ মুখার্জী রোড্স্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে সাত্বত-শাস্ত্রবিধানানুসারে পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজের পৌরোহিত্যে ও শ্রীমন্নারায়ণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ভক্তবৃন্দের সহায়তায় শ্রীভগবচ্চরণামৃত ও মহাপ্রসাদ দ্বারা তাঁহার মাতৃদেবীর কন্যা-সন্তানোচিত চতুর্থ দিবসীয় শ্রাদ্ধ সম্পাদন করিয়াছেন। সুখের বিষয় তাঁহার মাতৃদেবীর দেহান্তকালে তাঁহারা—স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মাতৃসন্নিধানে উপস্থিত থাকিয়া ভগবন্নামোচ্চারণাদি ভক্তসন্তানোচিত কৃত্য সম্পাদন পূর্ব্বক তাঁহার মাতৃদেবীর আত্মার প্রকৃত ঔর্দ্ধদৈহিক নিত্য কল্যাণ সাধন করিয়াছেন।

কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা সা বসতিশ্চ ধন্যা।
নৃত্যন্তি স্বর্গে পিতরশ্চ তেষাং যেষাং কুলে বৈষ্ণব-নামধেয়ঃ॥

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠাশ্রিত স্বধামপ্রাপ্ত শ্রীবলদেব দাসাধিকারী মহোদয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র গত ২৪ শে ভাদ্র, ইং ১০।৯।৬৩ তারিখে তাঁহার পিতৃদেবের প্রথম সাম্বৎসরিক তিথি উপলক্ষে কলিকাতাস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে একটি মহোৎসবের আয়োজন করিয়া শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-সেবা-দ্বারা তাঁহার পরলোকগত পিতৃদেবের আত্মার প্রকৃত তর্পণ বিধান করিয়াছেন।

বিভিন্ন মঠে উৎসব

গত ১০ই ভাদ্র, ১৩৭০ (ইং ২৭।৮।৬৩) মঙ্গলবার শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ এবং তদধীন কলিকাতা, কৃষ্ণনগর, মেদিনীপুর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, হায়দ্রাবাদ (পাথরঘাট্টি), আসাম (গৌহাটি ও তেজপুর) ও যশড়া (শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের শ্রীপাট, পোঃ চাকদহ, নদীয়া) প্রভৃতি

স্থানস্থিত শাখা মঠ সমূহে তথা উক্ত মঠের পরিচালনাধীন সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ (পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ, আসাম) এবং শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ (পোঃ বালিয়াটি, জেঃ ঢাকা—পূর্ব্ব পাকিস্তান) প্রভৃতি মঠসমূহে শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী মহোৎসব শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি গোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের আনুগত্যে তদীয় সেবা নির্দ্দেশানুসরণে পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা ও মহাপ্রসাদ বিতরণমুখে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত সমস্ত মঠেই ১৩ই ভাদ্র শ্রীপার্শ্বৈকাদশী, ১৪ই ভাদ্র শ্রীবামনদ্বাদশী ও শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি পাদের আবির্ভাব তিথি, ১৫ই ভাদ্র শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাবতিথি এবং ১৬ই ভাদ্র শ্রীঅনন্তচতুর্দ্দশী বাসরে নামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের তিরোভাবতিথি তত্তন্মহিমাশংসন মুখে যথাবিধি পালিত হইয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচার-প্রসঙ্গ

হায়দ্রাবাদে—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও 'শ্রীচৈতন্যবাণী'-পত্রিকার সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ হায়দ্রাবাদস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে নিজে উপস্থিত থাকিয়া শ্রীমঠে ও সহরের বিভিন্ন স্থানে ইংরাজী ও হিন্দীভাষায় সাত্বত শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ অথবা বক্তৃতাদি মুখে তাঁহার স্বভাবসুলভ ওজস্বিনী ভাষায় শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের আচরিত ও প্রচারিত বিশুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী অদম্য উৎসাহে প্রচার করিতেছেন।

পুরুষোত্তম মাসে প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, বক্তৃতা ও কীর্ত্তনাদির ব্যবস্থা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত রেড্ডি মহোদয়ের আহ্বানে শ্রীরেড্ডি-সঙ্ঘ-ভবনে স্বামিজী বহু শিক্ষিত ব্যক্তির উপস্থিতিতে 'যুগধর্ম্ম শ্রীভগবন্নাম সঙ্কীর্ত্তন' সম্বন্ধে এক ঘণ্টা কাল একটি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীসত্যনারায়ণ সিংহ এম্-এ, এল্-এল্-বি, পি-এইচ্-ডি (লণ্ডন) মহাশয় সভাপতিরূপে ও ডাঃ এম, পি, রাম রাও মুন্সেফ্ প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথি মহোদয় ভক্তির মহিমা ও শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন সম্বন্ধে কিছুক্ষণ বক্তৃতা করেন এবং সভাপতি মহাশয়ও তাঁহার ভাষণে শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনের মহিমা সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন। সভার আদি ও অন্তে শ্রীনিত্যানন্দদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী মহাজন পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন দ্বারা সভাস্থ সকলের আনন্দ বিধান করেন।

আসামে—আসাম-প্রদেশে গৌহাটী মঠকে কেন্দ্র করিয়া বাগ্মি-প্রবর শ্রীপাদ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বি-এস্-সি, বিদ্যারত্ন, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়ও প্রবল উদ্যমে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন।

বর্ত্তমান যুগ-সমস্যায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমের বাণী পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আরও প্রবলভাবে প্রচারের বিশেষ প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে। প্রেমাবতার শ্রীগৌরহরির প্রেমামৃতবারিধারাই বিশ্বের বিভিন্ন-সমস্যা-সংঘর্ষোত্থ অশান্তির ব্যাপক অনল নির্ব্বাপণে একমাত্র সমর্থ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত প্রেমধর্ম্মের বার্ত্তাই জাতি-বর্ণ-ধর্ম্ম-সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে বিশ্বের সর্ব্বত্র সাম্য-মৈত্রী সংস্থাপনে একমাত্র উপযোগী। তাহাই একমাত্র সার্ব্বজনীন—সার্ব্বতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানে মহাচিৎসমন্বয়-স্বরূপ। এই প্রেমধর্ম্মেই কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-তপঃ আদি সকল ধর্ম্মের যথাযোগ্য সমন্বয় বা সামঞ্জস্য সু-সমাহিত। বেদান্তসূত্রের 'তত্তু সমন্বয়াৎ' সূত্রমর্ম্মার্থেও তাহাই সমুদ্দিষ্ট। "নান্যঃপন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

"বিষয়-অনলে জ্বলিছে হৃদয় অনলে বাড়ে অনল।
সাধুসঙ্গ করি' হরি ভজে যদি অনলে পড়েত জল॥"

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৫'০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ২'৭৫ নঃ পঃ, প্রতি সংখ্যা '৫০ নঃ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

পৌষ—১৩৭০

৩য় বর্ষ]　　নারায়ণ, ৪৭৭ শ্রীগৌরাব্দ　　[১১শ সংখ্যা

"কনক-কামিনী, প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী,
ছাড়িয়াছে যারে সেইত বৈষ্ণব।
সেই অনাসক্ত, সেই শুদ্ধ ভক্ত,
সংসার তথায় পায় পরাভব॥" —প্রভুপাদ

"শ্রীদয়িত দাস, কীর্ত্তনেতে আশ,
কর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম রব।
কীর্ত্তন-প্রভাবে, স্মরণ হইবে,
সে কালে ভজন নির্জ্জন সম্ভব॥" —প্রভুপাদ

শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ, এম্-এ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, কাব্য-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্।

২। উপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ।

৫। শ্রীগোপীরমণ দাস, বিদ্যাভূষণ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ

আকর মঠ ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

১। (ক) শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা২৬।

(খ) ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড; কলিকাতা-২৬।

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।

৩। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর।

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, বৃন্দাবন (মথুরা)।

৫। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা।

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাটি, হায়দ্রাবাদ—২ (অন্ধ্র প্রদেশ)।

৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম)।

৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম)।

৯। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ—চাকদহ (নদীয়া)।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১০। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)।

১১। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)।

মুদ্রণালয় ঃ—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ২৫।১, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ সাহ রোড, টালীগঞ্জ, কলিকাতা-৩৩।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

৩য় বর্ষ { শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পৌষ, ১৩৭০।
১ নারায়ণ, ৪৭৭ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ পৌষ, মঙ্গলবার, ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৬৩। } ১১শ সংখ্যা

অপ্রাকৃত নিত্যধামে চিদ্‌রসের বিষয়াশ্রয়-তত্ত্ব-বিচার

শ্রীকৃষ্ণ তদীয় নিত্যধামে পঞ্চরসের-বিষয় বিগ্রহরূপে সেবিত হন। যখন তিনি শান্তরসের বিষয়, তখন তাঁহার আশ্রয়—গো, বেত্র, বিষাণ, বেণু, যমুনা-পুলিন প্রভৃতি; ইঁহারা অজ্ঞাতভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতেছেন।

ইঁহারা জানেন না—'আমরা কাহার সেবা করিতেছি।' শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ করিতেছেন, গাভী হইতে দুগ্ধ পাইতেছেন, বেত্র দ্বারা গাভীপালকে তাড়ন করিতেছেন, কখনও বা বেণুবাদন করিতেছেন, কখনও যমুনার সৈকতরাশির উপরি পাদ বিক্ষেপ করিয়া চলিতেছেন—তাঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির সহায়ক হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না। "কৃষ্ণনিষ্ঠা তৃষ্ণা-ত্যাগ—শান্তের দুই গুণে।" জীবের যখন প্রাকৃত তৃষ্ণা-ত্যাগ হয় এবং 'কৃষ্ণ আছেন' এইরূপমাত্র অনুভূতি হয়, তখন শান্তরস। মুনিগণ শান্তরসের উপাসক,—তাঁহারা উপনিষদাদি পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহারা "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা" হন। কিন্তু তাঁহাদের প্রাকৃত অভিনিবেশ দূর হইয়া চৈতন্যনিষ্ঠা-লাভের প্রাক্কালে শুদ্ধজীবানুভূতির সময়ে ভগবানের সহিত জীবের সমজাতীয়তার উপলব্ধিতে তাঁহারা কিয়ৎপরিমাণে ভগবানের সহিত সমাবৃদ্ধি হন, কিন্তু তখনও মমতার উদ্রেক না হওয়ায় অনেক সময় নিত্য আশ্রয়বিগ্রহ বা বিষয়বিগ্রহের সহিত নিজকে একীভূত করিয়া বসেন। যেমন, কোন দ্রষ্টা কোন পুরুষকে দূর হইতে নানাজাতীয়-বৃক্ষাদি-পরিশোভিত পর্ব্বত মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া কল্পনা করেন যে, ঐ ব্যক্তি অরণ্যের সহিত একীভূত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যেমন ঐ পর্ব্বত প্রবিষ্ট পুরুষ পর্ব্বতে প্রবেশ করিয়া বৃক্ষাদির শোভা পরিদর্শন করেন এবং সে সময় ঐ পুরুষের ঐসকল হইতে একটি পৃথক অবস্থানও বিদ্যমান থাকে অর্থাৎ দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন-ব্যাপার অপগত হয় না, তদ্রূপ ব্রহ্মলোকের অধোভাগে দেবীধামেস্থিত বহির্দ্দর্শী তর্কপন্থী লোকসমূহ বৈকুণ্ঠের বিচিত্রতা ধারণা করিতে না পারিয়া অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বকে, নির্ব্বিশেষ, নিরাকার প্রভৃতি কল্পনা করিয়া থাকেন। সুতরাং শান্তরসটি ব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রথম রস অর্থাৎ জীবের

সংসারতাপ-নিবৃত্তির পর পরব্রহ্মে অবস্থান মাত্র। ঐ অবস্থায় কিয়ৎপরিমাণে জড়-ব্যতিরেক-সুখ ব্যতীত স্বাধীন ভাব কিছু নাই। তখনও পরব্রহ্মের সহিত সাধকের কোনও সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নাই।

দ্বিতীয় রস—দাস্যরস; ইহাতে মমতা বিদ্যমান। 'আমি দাস ও ভগবান্ আমার নিত্য প্রভু' এবং প্রভুর ইন্দ্রিয়-প্রীতির জন্য জীবাত্মার স্বাভাবিকী দাস্য-প্রবৃত্তি,—ইহাই দাস্যরসের লক্ষণ। দাস্যরসের আশ্রয়—রক্তক, পত্রক, চিত্রক, বকুল প্রভৃতি।

তৃতীয় রস—সখ্যরস। সখ্য দুইপ্রকার—গৌরব-সখ্য ও বিশ্রম্ভ-সখ্য। দাস্যরসে ও গৌরবসখ্যে সম্ভ্রমরূপ কণ্টক বর্ত্তমান। সম্ভ্রমের স্বভাব এই যে, উহা বিষয়কে আশ্রয় হইতে কিঞ্চিৎ দূরে রাখে। বিশ্রম্ভসখ্য-রসের রসিক গোপবালক সখাগণ কৃষ্ণের ঘাড়ে চড়িতে, কৃষ্ণকে নিজের উচ্ছিষ্ট ফল খাওয়াইতে, তাঁহার সঙ্গে মারামারি করিতে কোনও দ্বিধা বোধ করেন না। বড়ই আপনার ভাব।

আবার দাস্য হইতে সখ্য যেমন শ্রেষ্ঠ—সখ্য হইতে বৎসল রসও তদ্রূপ আরও শ্রেষ্ঠ। জগতেও দেখা যায়, সমস্ত সখাগণ অপেক্ষা পুত্রই অধিকতর প্রিয় ও আনন্দোৎপাদক। নন্দ-যশোদা—সেই বৎসলরসের রসিক।

ঐশ্বর্য্যরসের বিষয়—শ্রীপতি নারায়ণ; মাধুর্য্য রসের পরম বিষয়—শ্রীকৃষ্ণ। ঐশ্বর্য্যদ্বারা শিথিল প্রেমে কৃষ্ণের প্রীতি নাই; কেন না, ঐশ্বর্য্যরসের রসিকগণ বিচার করেন যে, বিশ্রম্ভভাব-দ্বারা বুঝি তাহাদের ভগবৎসেবা শ্লথ হইয়া পড়িবে। প্রকৃতপক্ষে তাহা নয়,—বিশ্রম্ভ-সেবায় সেবার গাঢ়তা ও মমতার আস্পদের প্রতি আরও আপনার হইতে আপনার জ্ঞান অধিকতর বর্ত্তমান।

কিন্তু কতকগুলি লোক আত্মরাজ্যের এই সকল অতি উচ্চতত্ত্ব ধারণা করিতে না পারিয়া ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি, জড়মুক্তি বা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানুসন্ধানকেই পরমপ্রাপ্য বস্তু মনে করেন। তাঁহারা জড়বৈচিত্র্যের হেয়তা-দর্শনে চিদ্বৈচিত্র্যের অভাব বা অসম্পূর্ণতা কল্পনা করেন। কেহ কেহ দাস্য-সখ্যাদি ভাবসকলকে নির্ব্বিশেষ অবস্থার পূর্ব্বাঙ্গ বলিয়া কল্পনা করিতেও ত্রুটী করেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভু ঐ সকল লোককে 'মূর্খ' আখ্যা দিয়াছেন। জড়মুক্তি ত' অতি নীচের কথা, সামান্য কথা,—রাজাধিরাজের নিকট সামান্য এক মুষ্টি অন্নের প্রার্থনার ন্যায়। ঐ প্রকার সহস্র সহস্র মুক্তি ভক্তগণের পদে অবলুণ্ঠিত হইয়া তাঁহাদের সেবার সময় অপেক্ষা করিতে থাকিলেও ভক্তগণ তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করেন না।

—শ্রীল প্রভুপাদ

রাগানুগা ভক্তিবিচার

এ পর্য্যন্ত আমরা কেবল বৈধীভক্তি বিচার করিয়াছি। বৈধীভক্তি ব্যতীত সাধনভক্তির আর একটি অঙ্গ আছে; তাহার নাম রাগানুগা সাধনভক্তি। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, হরিতোষণ দুই প্রকারে সাধিত হয়। বিধি হইতে একপ্রকার সাধন নিঃসৃত হয়; রাগ সম্বন্ধে অন্য প্রকার সাধন নিঃসৃত হয়। এস্থলে বিধি ও রাগের তাত্ত্বিক পার্থক্য বিচার করা আবশ্যক। কর্ত্তব্যবুদ্ধিক্রমে বিচারসঙ্গত যে ঈশ-সাধন-প্রণালী স্থির করা যায়, তাহার নাম বৈধীভক্তি। কর্ত্তব্য বুদ্ধি হইতে যে নিয়ম স্থিরীকৃত হয়, তাহার নাম বিধি। স্বাভাবিক রুচি হইতে যে বৃত্তি উত্তেজিত হয়, তাহার নাম রাগ। ইষ্ট বস্তুতে স্বাভাবিকী পরমাবিষ্টতাই রাগ হইয়া পড়ে। রাগ যে বস্তুর প্রতি ধাবিত হয়, সেই বস্তুই তাহার ইষ্ট বস্তু। রাগকার্য্যে বিচার ও কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য-বিবেকের প্রয়োজন

নাই। রাগ সিদ্ধ বৃত্তিস্বরূপ। জড়বদ্ধ জীবের আত্মায় যে রাগ ছিল, তাহা আত্ম-দেহাত্মাভিমানরূপ বিকৃতি উপস্থিত হওয়ায় ইন্দ্রিয়ার্থকে বিষয় বলিয়া বরণ করিয়াছে। কাহার পুষ্পে, কাহার খাদ্যে, কাহার পেয় বস্তুতে, কাহার মাদকদ্রব্যে, কাহার বস্ত্রে, কাহার অট্টালিকায়, কাহার কামিনীর প্রতি রাগ ধাবিত হইয়া জীব সকলকে সংসার প্রাপ্ত করাইতেছে। এতন্নিবন্ধন বদ্ধজীবের ভগবদ্বিষয়ক রাগ সুদূরবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছে। রাগস্বরূপা ভক্তি জীবের পক্ষে বিরল হইয়া উঠিয়াছে। এস্থলে হিতাহিত বিচার পূর্ব্বক ভগবদুপাসনাই একমাত্র কর্ত্তব্য। এই হিতাহিত বিবেক হইতে বিধির জন্ম। বিধি যত্নপূর্ব্বক রাগের স্বাস্থ্য অনুসন্ধান করিবে। বিধি কদাপি রাগের বিপরীত তত্ত্ব নয়। বিধিকে ইংরাজী ভাষায় Rule, Rite, Ritualism বলে ও রাগকে Free spontaneous Attachment বলে। বিধি ও রাগ ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব হইলেও বিশুদ্ধাবস্থায় এক তাৎপর্য্য বিশিষ্ট। নির্ম্মল বিধি রাগের সহায়। নির্ম্মল রাগ ভগবদিচ্ছারূপ বিধির অনুগত। ভগবৎ পক্ষে বিধির জয়। জীবপক্ষে রাগের আদর। জড় জগতে রাগ ও বিধির যে বৈপরীত্য লক্ষিত হয়, তাহা কেবল রাগের অস্বাস্থ্য নিবন্ধন। রাগ স্বাস্থ্যলাভ করিলে বিধি স্বকার্য্যোদ্ধারপূর্ব্বক সহজেই নিবৃত্ত হয়। অতএব স্বাস্থ্য-অবস্থায় জীবসম্বন্ধে রাগই সর্ব্বপ্রধান। অসদ্বস্তুগত রাগ যেরূপ অধম, সদ্বস্তুগত রাগ সেইরূপ উত্তম। ঔষধের সহিত শরীরের যে সম্বন্ধ, বিধির সহিত রাগের সেই সম্বন্ধ। রাগের কার্য্য অনন্ত, কিন্তু বিধির কার্য্য রাগের রক্ষণ ও পোষণ। পুষ্ট-রাগ বিধিকে অপেক্ষা করে না। শুদ্ধজীব অর্থাৎ জড়-মুক্তজীব ব্যতীত বিশুদ্ধ ভগবদ্রাগের আশ্রয় নাই। বিশুদ্ধ ভগবদ্রাগের নাম রাগাত্মিকা ভক্তি। ভগবল্লীলার উপকরণ স্বরূপ শুদ্ধ জীবই রাগাত্মিকা ভক্তির অধিকারী। তত্ত্বজ্ঞান-বিচারে প্রদর্শিত হইবে যে, ব্রজবাসিজন ব্যতীত আর কেহ রাগাত্মিক ভক্তির অধিকারী নয়। এস্থলে ইহার উল্লেখমাত্র করা যাইতেছে। ব্রজবাসিগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে যে রাগাত্মিকা ভক্তি অর্পণ করিয়া থাকেন, তদ্বিষয়ের শাস্ত্রবর্ণন শ্রবণ পূর্ব্বক বদ্ধজীবের যে তদনুকরণে লোভ জন্মে, তদ্দ্বারা যে ভক্তি, তাহাকে রাগানুগা ভক্তি বলে। এস্থলে যথার্থ বিষয়ে লোভই সেই ভক্তির উত্তেজক, শাস্ত্রযুক্তি বা বিধি তাহার উত্তেজক নয়। অন্যান্য উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক বিধি যে কার্য্যে জীবের প্রবৃত্তি উত্তেজন করিবার যত্ন করে, ভাগ্যক্রমে একমাত্র লোভই যখন তাহার উত্তেজনা করে, তখন ঐ ভক্তিকে সাধনকালে বৈধীভক্তি বলা যায় না। তাহার নাম রাগানুগা ভক্তি। অতএব সাধনভক্তি দুই প্রকার—বৈধ সাধনভক্তি ও রাগানুগা সাধনভক্তি। বৈধ-সাধনভক্তির বিবৃতি পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, এক্ষণে রাগানুগা সাধন ভক্তির বিবরণ লিখিতেছি।

রাগাত্মিকা ভক্তির আস্বাদকগণ যে যে ভাবে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে প্রীতি করিয়া থাকেন, যিনি সেই সেই ভাবপ্রাপ্তির জন্য লুব্ধ হন, তিনিই রাগানুগা ভক্তির অধিকারী। রাগানুগা ভক্তি বৈধী সাধনভক্তির যে সমস্ত অঙ্গ কীর্ত্তিত হইয়াছে, সেই সমুদয় অঙ্গ স্বীকার করেন। বৈধ ভক্তগণ বিধি দ্বারা উত্তেজিত হইয়া ঐ সকল অঙ্গ স্বীকার করেন, কিন্তু রাগানুগা ভক্তির সাধকগণ রাগানুগা প্রবৃত্তির দ্বারাই তত্তৎকার্য্যে নিযুক্ত হন। শরীর যাত্রা নির্ব্বাহ শারীর-কর্ম্ম, মানসকার্য্য ও সামাজিক ক্রিয়া, বদ্ধজীবের জীবন নির্ব্বাহের জন্য প্রয়োজন। জীবনকে বহির্ম্মুখ হইতে না দিয়া ভক্তির সাধক করিবার জন্য যে সকল বৈধ চেষ্টা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাও রাগানুগ-ভক্তিসাধকের প্রয়োজন। রাগানুগ ভক্তের সাধন অন্তরঙ্গ। সাধন-কালে জীবন কি ভাব গ্রহণ করিবে? অন্তরঙ্গ সাধনের উপযোগী হইবার জন্য অবশ্যই বৈধীভক্তির অঙ্গ সকল স্বীকার না করিলে, জীবন হয় অকালে সমাপ্ত হইবে, নতুবা বহির্ম্মুখ হইয়া রাগানুগা বৃত্তিকে খর্ব্ব করিয়া ফেলিবে। বিশেষতঃ সর্ব্বভাবে ভগবদালোচনা স্বীকৃত না হইলে অন্তরঙ্গ সাধন কখনই পুষ্ট ও সংরক্ষিত হইতে পারে না। রাগানুগা বৃত্তি পুষ্ট হইলেও শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি অঙ্গ কখনই পরিত্যক্ত হইবে না। তবে,

যেমত বৈধ-ভক্ত-জীবনে নৈতিকসেশ্বর ধর্ম্ম পর্য্যবসিত হইয়া একটু বিভিন্নাকার প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ রাগানুগ-ভক্তজীবনে বৈধজীবন কিয়ৎপরিমাণে পরিণত হইয়া একটু স্বাধীন লক্ষণ পৃথক্‌ভাবে অবলম্বন করে। তাহাতে স্থলবিশেষে বিধিগণের কিছু কিছু তারতম্য এবং কোন-স্থলে রূপান্তর হইয়া পড়ে। সেই প্রকার ভক্তদিগের আচার দেখিলেই তাহা প্রতীয়মান হয়। ঐ সকল পরিবর্ত্তন কোন শাস্ত্র-বিধি দ্বারা ঘটে না, ভক্তদিগের রুচি হইতে উৎপন্ন হয়। অতএব তাহার নিশ্চিত উদাহরণ দেওয়া যায় না। উদাহরণ কেবল বৈধ বিষয়েই স্থির থাকে, রাগাত্মিকা ভক্তিতে যে সকল বিভাগ ও সম্বন্ধ বিচার আছে, রাগানুগা ভক্তিতেও সেই সকল বিভাগ ও সম্বন্ধ বিচার সুতরাং থাকে। ভক্তি-রসতন্ত্রে তাহার বিবরণ করা যাইবে। এ স্থলে বিস্তৃতরূপে লিখিতে গেলে পুনরুক্তিদোষ ঘটিবে। সংক্ষেপতঃ এইমাত্র জ্ঞাতব্য যে, রাগানুগাভক্তি রাগাত্মিকা ভক্তির ন্যায় দ্বিবিধা যথাঃ—১। কামরূপা ২। সম্বন্ধরূপা।

বিষয় সম্ভোগতৃষ্ণাকে কাম বলে। ইন্দ্রিয়ার্থই বদ্ধজীবের বিষয়, অতএব ইন্দ্রিয়তৃষ্ণাকে পণ্ডিতগণ—কাম বলিয়া থাকেন। যে স্থলে পরমতত্ত্বরূপ ভগবান্ বিষয়রূপে বৃত হন, সে স্থলে বিষয় সম্ভোগতৃষ্ণাকে প্রেম বলিয়া থাকেন। কাম ও প্রেমের স্বরূপভেদ নাই, কেবলমাত্র বিষয়ভেদ আছে। নিত্যসিদ্ধ জীবস্বরূপ ব্রজগোপী-গণের বিষয়ান্তর অভাবে প্রেমকেই ব্রজতত্ত্বে কাম বলা যায়, যেহেতু তথায় কাম ও প্রেমের ভেদ নাই। তাঁহাদের রাগাত্মিকা ভক্তি কামরূপা। তাঁহাদের ভক্তির অনুকরণ-কারী জীবের রাগানুগা ভক্তিও কামরূপা। জল ও তৃষ্ণার সহিত যে সম্বন্ধ, সাধ্য ও সাধকের মধ্যে তদতি-রিক্ত অন্য সম্বন্ধ না থাকায় তাহাকে সম্বন্ধরূপা বলি না। কাম-রূপা রাগানুগা ভক্তিতে কৃষ্ণসুখ ব্যতীত অন্য সুখের অন্বেষণ বা উদ্যম নাই।

প্রভুদাস-সম্বন্ধ, সখা-সম্বন্ধ, পিতাপুত্র-সম্বন্ধ এবং বিবাহিত স্ত্রীপুরুষসম্বন্ধ—এইরূপ চারিটী মুখ্য সম্বন্ধ-গত রাগাত্মিকা ভক্তিই সম্বন্ধরূপা। তাহার অনুকরণকারী জীবের সম্বন্ধরূপা রাগানুগা ভক্তি সাধনকালে লক্ষিত হয়।

কোন ব্রজবাসী ভক্তের ভাবে সাধক লুব্ধ হইয়া তাঁহার অনুচরস্থলে আপনাকে স্থির করিয়া তাঁহার আনু-গত্য সহকারে তাঁহার ভাবে সিদ্ধদেহে অন্তরঙ্গ ভগবদ্ভজন করিবেন। যে পর্য্যন্ত প্রেমের প্রাগবস্থারূপ ভাবোদয় না হয়, সে পর্য্যন্ত নিজ ভজনের অনুকূল বৈধীভক্তির অঙ্গসকল বহিরঙ্গসাধনরূপে স্বীকার করিবেন। শাস্ত্র ও যুক্তি তাঁহার ভাবের অনুকূল হইলে তাহাদিগের অনু-শীলন, কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তজনের সশ্রদ্ধ সেবা, তাঁহাদের কথার আলোচনা, ভক্তিপীঠরূপে স্থলবিশেষে বাস, অথবা মানসে ব্রজবাস করিবেন।

বৈধীভক্তিতে শাস্ত্র ও যুক্তিগত বিধিই একমাত্র কারণ। রাগানুগা ভক্তিতে শ্রীকৃষ্ণ বা কৃষ্ণভক্তের করুণাই একমাত্র কারণ। কেহ কেহ বৈধী ভক্তিকে প্রেমভক্তির মর্য্যাদাস্বরূপ বলিয়া তাহাকে মর্য্যাদামার্গ বলিয়া নাম দিয়াছেন। রাগানুগা ভক্তিকে প্রেমভক্তির পুষ্টিকারিণী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বৈধীভক্তি সর্ব্বদাই ঐশ্বর্য্যজ্ঞানযুক্ত; রাগানুগাভক্তি সর্ব্বদাই ঐশ্বর্য্যজ্ঞানশূন্য। কোন কোন স্থলে বৈধভক্তগণ বৈধী প্রবৃত্তি অবলম্বন করেন।

—ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎ-কৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্॥

শ্রীগুরুদেবের কৃপা হইলে পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে আর মূকও বাচাল হয়, এইমাত্র ভরসা। আমার কোন দিকেই কোন যোগ্যতা নাই শুধুমাত্র পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের আদেশ পালনার্থ এই অতিমর্ত্য মহাপুরুষের সম্বন্ধে দুই একটি কথা নিবেদন করিবার চেষ্টা করিব। তাঁহারই শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণী যে টুকু হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিয়াছি, তাহাই ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিব মাত্র। ভুল-ত্রুটি তিনিই মার্জ্জনা করিবেন। তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আমার এই প্রার্থনা।

যশোহর জেলার বেনাপোলের তিন ক্রোশ উত্তরে বূঢ়ন গ্রামে নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের জন্ম হয়। তিনি ব্রহ্মার অবতার ছিলেন। তাঁহার জন্ম সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন তিনি ব্রাহ্মণ কুলে উদ্ভুত হইয়া যবন-কুলে প্রতিপালিত হন। শ্রীহরিদাস যে যবনকুলেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহার প্রমাণ শ্রীল বৃন্দাবন-দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্য ভাগবতে বলিতেছেন ;—

'জাতি, কুল, সব—নিরর্থক' বুঝাইতে।
জন্মিলেন নীচকুলে প্রভুর আজ্ঞাতে॥
'অধমকুলেতে যদি বিষ্ণুভক্ত হয়।
তথাপি সে-ই সে পূজ্য'—সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
'উত্তমকুলেতে জন্মি' শ্রীকৃষ্ণে না ভজে।
কুলে তার কি করিবে, নরকেতে মজে॥'

(আঃ ১৬।২৩৭-৩৯)

যাহাহউক ভগবৎ ভক্ত যে কোন কুলে বা যে কোন স্থানে জন্মগ্রহণ করিতে পারেন। তিনি নিজগৃহ বূঢ়ন ত্যাগ করিয়া বেনাপোলের অরণ্য মধ্যে একটি নির্জ্জন কুটিরে বাস করতঃ দিন-রাত্রে তিনলক্ষ হরিনাম গ্রহণ ও তুলসী সেবা করিতেন আর ব্রাহ্মণের ঘরে যাইয়া মাধুকরী করিয়া আনিতেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। সকলে তাঁহাকে খুব শ্রদ্ধা করিত। এ দিকে ঐ স্থানের জমিদার বৈষ্ণব-বিদ্বেষী রামচন্দ্র খাঁন ঈর্ষান্বিত হইয়া হরিদাসের সম্মান হানি করিবার উদ্দেশ্যে একটি পরমাসুন্দরী যুবতী বেশ্যাকে রাত্রিকালে হরিদাসের কুটীরে পাঠাইলেন। বেশ্যা ছিল হিন্দুর মেয়ে, পূর্ব্ব সংস্কার বশতঃ কুটিরের সন্নিকটস্থ তুলসী মঞ্চে এবং পরে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে নমস্কার করিল। দ্বারে বসিয়া নানা রকম চিত্তাকর্ষক অঙ্গ-ভঙ্গী করিয়া হরিদাসকে মুগ্ধ করিতে চেষ্টা করিল। ঠাকুর হরিদাস তখন সংখ্যা নাম জপে মগ্ন। কিছু সময় পরে বেশ্যাটীর সহিত চোখো-চোখি হইলে বেশ্যাটী নির্লজ্জ-ভাবে তাঁহার সঙ্গ লালসায় আসিয়াছে এই প্রার্থনা জানাইল। ঠাকুর হরিদাস গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন যে তাঁহার সংখ্যা নাম সমাপ্ত হইলে তাহাকে অঙ্গীকার করিবেন এবং নাম সমাপ্তি কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে বলিলেন। এই বলিয়া তিনি প্রেমানন্দে নাম সংকীর্ত্তন করিতে থাকিলেন, আর সেই সৌভাগ্যবতী বেশ্যা তাঁহার কুটীর দ্বারে বসিয়া নাম সংকীর্ত্তন শুনিতে লাগিল। এই ভাবে সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল। ক্রমে ভোর হইয়া গিয়াছে দেখিয়া পরের দিন তাহার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে আশায় সে চলিয়া গেল। দ্বিতীয় দিন বেশ্যাটী পুনঃ আসিল কিন্তু সেই রাত্রিও একই ভাবে কাটিয়া গেল। রাত্রি শেষ হইলে হরিদাস বলিলেন ;—

"কোটি নাম গ্রহণ-যজ্ঞ করি এক মাসে।
এই দীক্ষা কৈরাছি, হৈল আসি' শেষে॥
আজি সমাপ্ত হবেক,—হেন জ্ঞান ছিল।
সমস্ত রাত্রি নিলুঁ নাম সমাপ্ত না হৈল॥
কালি সমাপ্ত হবে, তবে হবে ব্রত ভঙ্গ।
স্বচ্ছন্দে তোমার সঙ্গে হইবেক সঙ্গ॥"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩.১২৩-২৫)

তৃতীয় দিন সেই বেশ্যা পূর্ব্ববৎ হরিদাস ঠাকুরের

কুটীরে আসিয়া তুলসীকে ও ঠাকুর হরিদাসকে নমস্কার করিয়া হরিনাম সংকীর্ত্তন শুনিতে লাগিল এবং মধ্যে মধ্যে তাহার মুখে 'হরি হরি' ধ্বনি উচ্চারিত হইতে লাগিল—"দ্বারে বসি' নাম শুনে, বলে 'হরি' 'হরি'।" শেষদিন শ্রীহরিদাসের মহিমায় বেশ্যাটীর চিত্তের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন দেখা গেল। হরিনামের এমন-ই মহিমা। তাহার উপর আবার বৈষ্ণব দর্শন মাত্র সমস্ত পাপ দূর হয়। শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন,—

"গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাবন।
দর্শনে পবিত্র কর—এই তোমার গুণ॥"

আবার সেই শুদ্ধ ভক্তের শ্রীমুখ বিগলিত হরিনাম, সবই তাহার ভক্তি পথের অনুকূল হইল। তাহার মনের গতি ফিরিল। সে শ্রীল ঠাকুরের চরণে পতিত হইয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল এবং নিজের উদ্ধারের জন্য ঠাকুরের কৃপালাভের আশায় আর্ত্তি জানাইতে লাগিল। ঠাকুর পরম দয়াল,—বেশ্যাটীকে তাহার অসদুপায়ে অর্জ্জিত সমস্ত ধনসম্পত্তি ও অলঙ্কারাদি সদ্ ব্রাহ্মণকে প্রদান পূর্ব্বক মস্তক মুণ্ডন করতঃ গঙ্গায় স্নান করিয়া এক বস্ত্রে তাঁহার নিকট আসিতে বলিলেন। সেও তাহাই করিল। শ্রীল ঠাকুর তাহাকে হরিনাম মহামন্ত্র দিলেন এবং সেই কুটিরে থাকিয়া ভজন করিতে বলিলেন। বেশ্যাটি শ্রীগুরুদেবের আদেশ পালন করিল। শুদ্ধ ভক্তের সংস্পর্শে আসিয়া এবং শ্রীহরিদাসের কৃপায় সেই বেশ্যাটী পরে পরমা বৈষ্ণবী হইয়াছিলেন।

"প্রসিদ্ধা বৈষ্ণবী হৈল পরম-মহান্তী।
বড় বড় বৈষ্ণব তাঁর দর্শনেতে যান্তি॥"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩।১৪১)

এদিকে হরিদাস ঠাকুর সেই কুটির পরিত্যাগ করিয়া বেনাপোল হইতে সপ্তগ্রামের নিকটবর্ত্তী চাঁদপুর গ্রামে চলিয়া আসিলেন। ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর পিতা গোবর্দ্ধন মজুমদার এবং জ্যেঠা হিরণ্য মজুমদার ছিলেন সেখানকার জমিদার। হরিদাস ঠাকুর সপ্তগ্রামে যাইয়া শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর নিকট কৃপাপ্রাপ্ত হিরণ্যদাস ও গোবর্দ্ধন দাসের পুরোহিত শ্রীবলরাম আচার্য্যের গৃহে অবস্থান করিতেন। একদিন শ্রীবলরাম আচার্য্য তাঁহাকে রাজ-সভায় লইয়া আসিলেন। তিনি প্রত্যহ তিন লক্ষ নাম কীর্ত্তন করেন জানিতে পারিয়া পণ্ডিতগণ নামের মহিমা সম্বন্ধে বিচার আরম্ভ করিলেন। কেহ বলিল—নাম হইতে পাপ ক্ষয় হয়। আবার কেহ বলিল—না মুক্তি হয়। কিন্তু হরিদাস ঠাকুর উত্তর করিলেন—মুক্তি-ত অতি তুচ্ছ—নামাভাসেই লাভ করা যায়—শুদ্ধ নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম হয়। এই কথা শুনিয়া গোপাল চক্রবর্ত্তী নামে একজন ব্রাহ্মণ রাজকর্ম্মচারী নামাভাসেই মুক্তি হয় শুনিয়া শ্রীহরিদাসের প্রতি কটাক্ষ করিল—বলিল এই সিদ্ধান্ত কিছুতেই ঠিক নয়। কত ব্রহ্মজ্ঞানী জন্ম-জন্মান্তর এই মুক্তির জন্য তপস্যা করে আর নামাভাসেই তাহা লাভ করা যায়—ইহা অসম্ভব। হরিদাস ঠাকুর মধুর বচনে তাহাকে সন্দেহ দূর করিতে বলিলেন। কিন্তু সেই পাষণ্ড ব্রাহ্মণটির তর্কনিষ্ঠ মন। শ্রীমদ্ভাগবতে অজামিলের জলন্ত দৃষ্টান্ত পর্য্যন্ত তাহার স্মরণ পথে আসিল না বরং তাঁহাকে শপথ করাইল যে যদি নামাভাসে মুক্তি না হয় তবে তাঁহার নাক কাটিয়া ফেলিবে। সভাস্থ সকলেই শ্রীল ঠাকুরের মহিমা জানিতেন কাজেই তাঁহারা হায় হায় করিয়া উঠিলেন এবং নিশ্চয়ই ইহাতে কিছু অমঙ্গল ঘটিবে আশঙ্কা করিলেন। গোপাল চক্রবর্ত্তীর উপর সকলেই ক্রুদ্ধ হইয়া নানারকম কটূক্তি করিলেন। হিরণ্যদাস ও গোবর্দ্ধনদাস তাহাকে কর্ম্মচ্যুত করিলেন। হরিদাস ঠাকুর সকলকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—"ইনি তর্কনিষ্ঠ—তাই এই সকল কথা বলিতেছেন। ইঁহার বিষয়ে আমার সম্বন্ধে আপনারা মনে কোন কষ্ট নিবেন না।" তিনি শ্রীভগবানের নিকট সকলের মঙ্গল কামনা করিলেন। ভক্তের চরিত্রের এই ত বৈশিষ্ট্য। কেহ কোন অন্যায় করিলে তাহার দোষ না দেখিয়া বরং ভগবানের নিকট তাহার মঙ্গল প্রার্থনা করেন। কিন্তু ভগবান্ ভক্তের অপমান সহ্য করেন না। তিন দিনের মধ্যে সেই দাম্ভিক

গোপাল চক্রবর্ত্তীর কুষ্ঠরোগ জন্মিল, নাক গলিত কুষ্ঠেতে খসিয়া গেল, দুই হাত ও দুই পা কুঞ্চিত হইয়া গেল।

হরিদাস ঠাকুর গোপাল চক্রবর্ত্তীকে কোন অভি-সম্পাতই করেন নাই, কিন্তু তথাপি তাহার এই দশা হইল, ইহার কারণ—

"ভক্ত-স্বভাব,—অজ্ঞ-দোষ ক্ষমা করে।
কৃষ্ণ-স্বভাব,—ভক্তনিন্দা সহিতে না পারে॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩।২১১)

সাধুবৈষ্ণবের অপমান করা দূরে থাকুক, তাঁহাদের সম্বন্ধে অমর্য্যাদাসূচক কথা পর্য্যন্ত শুনিলে সর্ব্ব-ধর্ম্ম ক্ষয় হয়।

ইহার পর হরিদাস ঠাকুর চলিয়া আসিলেন শান্তিপুরে। সেখানে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য তাঁহার মহিমা সম্বন্ধে সবই জানিতেন। দুই ভক্তের সেখানে মিলন হইল। শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য তাঁহাকে গঙ্গার তীরে একটি গোঁফা নির্ম্মাণ করিয়া দেন, সেখানে হরিদাস ঠাকুর ভজন আরম্ভ করিলেন। আহারাদির ব্যবস্থা আচার্য্যের গৃহেতে হইল। ভক্ত নীজকে অতি হীন মনে করেন, হরিদাস ঠাকুর তাই একদিন আচার্য্যের নিকট লজ্জা প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে এত ব্রাহ্মণ কুলীন থাকিতে প্রত্যহ তাঁহাকে অন্ন দেওয়া ঠিক হয় না। কিন্তু আচার্য্য তাহা শুনিলেন না। তিনি শাস্ত্রমতই কাজ করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ করিলেন। এমন কি তাঁহার পিতার শ্রাদ্ধ করিয়া সেই শ্রাদ্ধ পাত্রটি পর্য্যন্ত তাঁহাকে ভোজন করাইয়া—"তুমি খাইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণ ভোজন।"—এই মত প্রকাশ করিলেন। এই-ভাবে শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য শ্রীকৃষ্ণের অবতারের জন্য জল-তুলসী দ্বারা পূজা এবং হরিদাস ঠাকুর সহ নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এই দুই ভক্তের ডাকে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যরূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হইলেন। বাহ্য বিচারে এই দুই জনই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু অপেক্ষা বয়সে বড় ছিলেন। তাঁহার আবির্ভাবের সময় তাঁহারা দুইজন উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিয়াছিলেন।

এদিকে আবার এখানেও সেই গোঁফাতে একদিন একটি অপরূপা সুন্দরী হরিদাস ঠাকুরকে ভুলাইতে আসিল। কিন্তু সেও পূর্ব্বের বেশ্যার ন্যায় তিন দিন তাঁহার সঙ্গলালসায় আসিয়া অবশেষে ব্যর্থকামা হইল। অতঃপর তিনি নিজেকে প্রকাশ করিলেন —তিনি আর কেহ নহেন স্বয়ং মায়াদেবী, তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু মহাভাগবতের শ্রীমুখ বিগলিত কৃষ্ণনাম শুনিয়া তাঁহার মনের পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। তিনিও শেষকালে শ্রীহরিদাসের নিকট নাম-দীক্ষা প্রার্থনা করিলেন। হরিদাস ঠাকুর তাঁহাকে মহামন্ত্র দিলেন। কৃষ্ণ-নামে আকৃষ্ট ও দীক্ষিত হইয়া তিনি ব্রজপ্রেমে অভিষিক্ত হইলেন এবং ঠাকুর হরিদাসের চরণ বন্দনা করিয়া চলিয়া গেলেন।

শ্রীহরিদাস এখন প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিয়া উচ্চৈঃস্বরে "কৃষ্ণ" "কৃষ্ণ" বলিয়া নৃত্য-কীর্ত্তন, হাস্য, রোদন ও হুঙ্কারাদি করিতেন। নবদ্বীপের যবন কাজীর উহা সহ্য হইল না। যবন সন্তান হইয়া কেন হরিদাস হিন্দুর ধর্ম্ম আচরণ করিবে? কাজী মুলুকপতির নিকট অভিযোগ করিল যে হরিদাস যবনকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া হিন্দুর দেবতার নামের আচার প্রচার করিতেছে। সুতরাং তাহাকে শাস্তি দেওয়া আবশ্যক। মুলুকপতি হরিদাসকে ডাকাইয়া মিষ্ট কথায় মুসলমান শাস্ত্রের কথা জানাইয়া 'কৃষ্ণনাম' ত্যাগ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। হরিদাস তখন বলিলেন—"ঈশ্বর এক, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী তাঁহাকে ভিন্ন ভিন্ন নামে ডাকে। ঈশ্বর যাহাকে যেভাবে প্রেরণা দেন, সেই লোক সেইভাবেই বলে। আমাকে তিনি যেভাবে চালাইতেছেন, আমি সেইভাবেই চলিতেছি।" এই কথায় দুষ্ট কাজী খুসী হইতে না পারিয়া তাঁহাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য জেদ করিতে লাগিল। মুলুকপতি তখন পুনরায় হরিদাসকে কৃষ্ণনাম ত্যাগ করিয়া কল্‌মা পড়ার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু ঠাকুর হরিদাস মধুরবাক্যে তাহাকে উত্তর দিলেন,—পরমেশ্বর এক নিত্য অদ্বিতীয় এবং সকল জীবেরই প্রভু। হিন্দু মুসলমান সকলেরই ঈশ্বর একজন। তিনি হিন্দু বা যবন সর্ব্বজীবের হৃদয়ে

অন্তর্য্যামী পরমাত্মারূপে অধিষ্ঠিত। ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন, সকলের বিভিন্ন ভাবের তাৎপর্য্য গ্রহণ পূর্ব্বক সেবিত হন। যদি এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির ভাবকে গর্হণ করিয়া হিংসা করে তবে সেই হিংসা দ্বারা পরমেশ্বরই হিংসিত হন। এই ভাবে তিনিও মুলুকপতিকে অনেক বুঝাইলেন। কিন্তু মুলুকপতি যখন কোন প্রকারেই তাঁহাকে তাঁহার মতে আনিতে পারিলেন না তখন শাস্তির ভয় দেখাইতে আরম্ভ করিলেন। হরিদাস ঠাকুরও অচল-অটলভাবেই বলিলেন—

"খণ্ড খণ্ড হই দেহ যায় যদি প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥"

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।৯৪)

এইবার মুলুকপতি কাজীকে তাহার মতামত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। কাজী বিচার করিলেন—বাইশটি বাজারে নিয়া তাহাকে বেত্রাঘাত করিতে হইবে। ইহা করার পরও যদি সে জীবিত থাকে তবে তাহার কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করা হইবে। নবদ্বীপ ছিল তখনকার বাংলাদেশের রাজধানী। সেখানে বাইশটি বাজার ছিল। কাজীর হুকুম মত পাইকগণ তাঁহাকে ধরিয়া বাইশটি বাজারে লইয়া কঠোর বেত্রাঘাত করিতে লাগিল। হরিদাস ঠাকুর মরিলেন না, তিনি প্রসন্ন বদনে নামানন্দে বিভোর। নামের প্রভাবে তাঁহার মুখেও একটুখানি দুঃখের ছায়া পর্য্যন্ত দেখা গেল না। ভক্ত প্রহ্লাদ যেরূপ নির্য্যাতিত হইয়াছিলেন, আজ হরিদাস ঠাকুরও সেইরূপ ভাবে নির্য্যাতিত দেখিয়া সজ্জনগণ দুঃখিত হইলেন। তাঁহারা রাজ্য মধ্যে শীঘ্রই কোন অমঙ্গল ঘটিবে আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। অশেষ প্রকার দুর্গতি হইলেও হরিনাম কিছুতেই ছাড়িতে নাই, এই প্রকার লীলা করিয়া ভক্ত জগৎবাসীকে সেই শিক্ষাই দিলেন।

ভগবান্ সর্ব্বদাই তাঁহার ভক্তকে রক্ষা করেন। হরিদাস ঠাকুর তরু হইতেও সহগুণ সম্পন্ন হইয়া সব সহ্য করিতে লাগিলেন। উপরন্তু তাঁহাকে প্রহার করিতেছে বলিয়া প্রহারকারী পাইকদের যাহাতে কোন অমঙ্গল না হয় সেজন্য শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাহারা তাঁহাকে যে এত প্রহার করিতেছে তাহা তাঁহার মানসপথেও একবার উদিত হইতেছে না।

দৃঢ় করি' মারে তারা প্রাণ লইবারে।
মনঃস্মৃতি নাহি হরিদাসের প্রহারে॥"

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।১০৫)

পাইকগণ তাঁহাকে মারিতে না পারিলে মুলুকপতি তাহাদিগকেই মারিয়া ফেলিবে শুনিয়া হরিদাস বলিতেছেন ;—

হাসিয়া বলেন হরিদাস মহাশয়।
"আমি জীলে তোমা' সবার মন্দ যদি হয়॥
তবে আমি মরি,—এই দেখ বিদ্যমান।"
এত বলি' 'আবিষ্ট' হইলা করি' ধ্যান॥

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।১২১-১২২)

এই বলিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণস্মরণে সমাধিস্থ হইয়া প্রহারকালে মৃতবৎ অবস্থান করিলেন। দ্রোহকারীর নির্য্যাতন দ্বারা কোন ভগবৎ পার্ষদের মৃত্যু হইতে পারে না। মহাযোগেশ্বর শ্রীহরিদাস তাই মৃতবৎ সমাধিস্থ হইয়া রহিলেন। এই অবস্থায় তাঁহার শরীরে শ্বাস-প্রশ্বাস নাই, উদরে স্পন্দন নাই—ঠিক যেন মৃত্যু হইয়াছে এই অবস্থা। পাইকগণ মনে করিল এইবার তাঁহাকে মারিতে পারিয়াছে। তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া মুলুকপতির নিকট লইয়া যাওয়া হইল। মুলুকপতি তাঁহাকে কবর দেওয়ার হুকুম করিলে কাজী বলিলেন যে কবর দিলে স্বধর্ম্ম বিরোধী হরিদাসের সদ্গতি হইবে সুতরাং তাঁহাকে জলে ফেলিয়া দেওয়া হইল। কিছুক্ষণ জলে ভাসিবার পর তাঁহার বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল। তিনি ভাসিতে ভাসিতে ফুলিয়া গ্রামে আসিয়া উঠিলেন। এত প্রহারের পরও তিনি জীবিত আছেন দেখিয়া এইবার সমস্ত যবন তাঁহাকে মহাপুরুষ জ্ঞানে তাঁহার চরণে পতিত হইল। তিনিও সকলকেই কৃপা করিলেন।

শ্রীহরিদাসের কৃপায় দ্রোহকারিগণেরও পরমমঙ্গল

সাধিত হইল। তাহাদের চিত্ত হইতে হিংসা-প্রবৃত্তি দূরীভূত হইয়া তাহাদের চিত্তশুদ্ধি হইল। তাহারা শ্রীহরিদাসকে এখন পীর জ্ঞান করিতে লাগিল—

"সেই মতে আইলেন ফুলিয়া নগরে।
কৃষ্ণনাম বলিতে বলিতে উচ্চৈঃস্বরে॥
দেখিয়া অদ্ভুত-শক্তি সকল যবন।
সবার খণ্ডিল হিংসা, ভাল হৈল মন॥
পীর-জ্ঞান করি' সবে কৈল নমস্কার।
সকল যবনগণ পাইল নিস্তার॥
কতক্ষণে বাহ্য পাইলেন হরিদাস।
মুলুকপতিরে চাহি' হৈল কৃপা-হাস॥
সম্ভ্রমে মুলুকপতি যুড়ি' দুই কর।
বলিতে লাগিল কিছু বিনয়-উত্তর॥
"সত্য সত্য জানিলাঙ,—তুমি মহা-পীর।
'এক'-জ্ঞান তোমার সে হইয়াছে স্থির॥
যোগী জ্ঞানী যত সব মুখে-মাত্র বলে।
তুমি সে পাইলা সিদ্ধি মহা-কুতূহলে॥
তোমারে দেখিতে মুঞি আইলু এথারে।
সবদোষ, মহাশয়, ক্ষমিবা আমারে॥
সকল তোমার সম,—শত্রু-মিত্র নাই।
তোমা' চিনে—হেন জন ত্রিভুবনে নাই॥
চল তুমি, শুভ কর' আপন-ইচ্ছায়।
গঙ্গাতীরে থাক গিয়া নির্জ্জন-গোফায়॥
আপন-ইচ্ছায় তুমি থাক যথা-তথা।
যে তোমার ইচ্ছা, তাই করহ সর্ব্বথা॥"

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।১৪৫-১৫৫)

যে মুলুকপতির আদেশে শ্রীহরিদাসকে অমানুষিক নির্য্যাতন করা হইয়াছিল—সেই মুলুকপতি তখন হরিদাসের ভজনে আনুকূল্যকারী হইলেন এবং শ্রীহরিদাস যেখানে যেরূপ-ভাবে ইচ্ছা করিবেন, সেইভাবেই তিনি নামসঙ্কীর্ত্তনাদি করিতে পারিবেন—তাহাতে কেহ বাধা দিবে না—এরূপ আদেশ প্রচার করিয়া দিলেন।

এখানেও (ফুলিয়ায়) নির্জ্জনগুহায় থাকিয়া শ্রীহরিদাস উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। যাহারা এই বিষয়ে অজ্ঞ, তাহাদিগকে আবার উচ্চ কীর্ত্তনের ফল সম্বন্ধে বুঝাইয়া দেন। সর্ব্বত্রই বিষ্ণুভক্তির হীনতা ও বিষয় ভোগে মত্ততা দেখিয়া দুঃখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া নিঃশ্বাস ছাড়েন। কিছুদিন হরিনাম-মাহাত্ম্য প্রচারের পর বৈষ্ণব দর্শন করিবার ইচ্ছায় তিনি নবদ্বীপ চলিয়া আসিলেন। সেখানে ভক্তগণ হরিদাস ঠাকুরকে পাইয়া সকলেই খুব আনন্দিত হইলেন।

(ক্রমশঃ)

—শ্রীশান্তি মুখার্জ্জি

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব

[ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ, এম-এ]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩য় বর্ষ ১০ম সংখ্যা ২২৩ পৃষ্ঠার অনুসরণে)

পরব্রহ্ম (শ্রীকৃষ্ণ)—'অনাদি, আদি ও সর্ব্বকারণ-কারণ'—এই প্রসঙ্গে পূর্ব্বসংখ্যায় বলা হইয়াছে যে, প্রাকৃত বিশ্বসৃষ্টি ব্যাপারেও শ্রীকৃষ্ণই আদি ও মূলকারণ এবং সংক্ষেপতঃ সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনায় বলা হইয়াছে যে, তিনিই পুরুষরূপে তাঁহার বহিরঙ্গাশক্তি ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিতে ঈক্ষণরূপ বীজ আধান করায় প্রকৃতির সত্ত্বাদি গুণত্রয় ক্রিয়াশীল হয় এবং তাহার ফলে প্রকৃতির প্রথম পরিণাম তেজোময় মহত্তত্ত্ব (বুদ্ধিতত্ত্ব) উদ্ভূত হয়। মহত্তত্ত্ব হইতে উহার বিকারস্বরূপ অহঙ্কারতত্ত্ব এবং অহঙ্কারতত্ত্বের প্রকাশধর্ম্মী সত্ত্বাংশ হইতে মন, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের উপাদান-সহ তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণের উদ্ভব হয় এবং অহঙ্কারতত্ত্বের আবরণধর্ম্মী তমোগুণাংশ

হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটী বিষয়ের সূক্ষ্ম উপাদান বা পঞ্চ তন্মাত্রের উদ্ভব হয়। এই ১৮টী তত্ত্বের (বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, ও পঞ্চ তন্মাত্র) সমবায়ে প্রাকৃত বিশ্বের লিঙ্গদেহ গঠিত হয়। শব্দ স্পর্শাদির আশ্রয়স্বরূপ যথাক্রমে আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল ও ক্ষিতি—এই পঞ্চ মহাভূতের সূক্ষ্ম উপাদানগুলির উদ্ভবের কথাও বলা হইয়াছে।

এ পর্য্যন্ত প্রাকৃতবিশ্বের **কারণ** সৃষ্টির কথা বলা হইয়াছে। এখনও **কার্য্য** সৃষ্টি হয় নাই। এপর্য্যন্ত প্রকৃতি শব্দস্পর্শাদিতে এবং তাহাদের আশ্রয়রূপ আকাশাদিতে পরিণত হইয়াছে। দশেন্দ্রিয়ের ও তাহাদের অধিপতি-রূপ একাদশ ইন্দ্রিয়রূপী মনের কথাও বলা হইয়াছে। ঐ সকল ইন্দ্রিয় স্ব স্ব অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণের শক্তিতে শক্তিমান্ হয়, তাহাও বলা হইয়াছে। সুতরাং **বিশ্বের কারণসৃষ্টি পর্য্যন্ত কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুর কার্য্য।** কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত জীবের ভোগায়তন দেহে উহাদের সমাবেশ না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত জীব তাহার কর্ম্মফল ভোগ করিতে পারে না। যে তন্মাত্রের কথা উপরে বলা হইয়াছে, উহারা আমাদের পরিদৃশ্যমান পঞ্চ স্থূল মহাভূতের (পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ) উপাদান মাত্র। পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে, শব্দ হইতে আকাশ, শব্দ ও স্পর্শ সমবায়ে বায়ু, শব্দ-স্পর্শ ও রূপ সমবায়ে অগ্নি, শব্দ-স্পর্শ-রূপ ও রস সমবায়ে জল এবং শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস এবং গন্ধ সমবায়ে ক্ষিতি বা মৃত্তিকা উৎপন্ন হইয়াছে, উহারা এখনও আমাদের পরিদৃশ্যমান স্থূল আকার ধারণ করে নাই। শব্দ-স্পর্শাদি ভোগের বিষয় এবং তাহাদের আশ্রয়রূপ আকাশাদি এখনও স্থূল আকার ধারণ না করায় উহারা জীবের চক্ষু-কর্ণাদির গ্রাহ্য হয় নাই। উহারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অমিশ্রিত লঘু অবস্থায় থাকার জন্য জীবের ভোগায়তন শরীরও এখন পর্য্যন্ত নির্ম্মিত হয় নাই (ভাঃ ২।৫।৩২)। কারণার্ণব-শায়ী পুরুষের শক্তিসঞ্চারবশতঃ প্রকৃতি বিভিন্ন বিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। উক্ত মহত্তত্ত্বাদির সূক্ষ্ম উপাদানগুলি অগণিত ব্রহ্মাণ্ডের কারণ স্বরূপে কারণার্ণবশায়ী প্রথম পুরুষের লোমকূপে অবস্থান করে এবং সেখানে অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম মহাভূত দ্বারা আবৃত হইয়া হেমাভ জ্যোতির্ম্ময় অণ্ডসমূহের রূপ ধারণ করে—

ইঁহো মহৎস্রষ্টা পুরুষ—'মহাবিষ্ণু' নাম।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁর লোমকূপে ধাম॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।২৭৮)

এই তত্ত্বটী আমরা শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই—১০ম স্কন্ধ ১৪শ অধ্যায়ে ব্রহ্মা তাঁহার স্তবে শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—"পরমাণুরূপ ব্রহ্মাণ্ডসকলের পরিভ্রমণের জন্য গবাক্ষের ন্যায় আপনার শরীরের প্রত্যেক রোমবিবর"। বিকার-সমূহের সম্মেলন-কার্য্যে অর্থাৎ তাহার অমিশ্রিত লঘু পঞ্চভূতকে পরস্পরের সহিত মিলিত করাইতে প্রকৃতি সমর্থা নহে। অমিশ্রিত অবস্থায় সহস্রাধিক বর্ষ থাকিবার পর শ্রীভগবান্ (কারণার্ণবশায়ী নারায়ণ) সর্ব্ব তত্ত্বগুলির সম্মেলন-সাধনের জন্য উহাদের অভ্যন্তরে তাঁহার **দ্বিতীয় পুরুষাবতার (গর্ভোদকশায়ী নারায়ণ)** রূপে প্রবিষ্ট হইয়া উহাদিগের মধ্যে সংহনন-শক্তি সঞ্চার করেন (ভাঃ ৩।২৬।৫০)। শ্রুতিতেও তাই উক্ত হইয়াছে—"তৎসৃষ্ট্বা তদেবানু প্রবিশৎ"। উহার প্রভাবে সূক্ষ্মরূপাত্মক তত্ত্বগুলি পরস্পরের সহিত সম্মিলিত হইতে লাগিল। এই সম্মেলন-ফলে সূক্ষ্ম পঞ্চ মহাভূতগণ পরস্পরের সহিত মিশ্রিত হইয়া পঞ্চ স্থূল মহাভূতে পরিণত হইল। এই সম্মেলনকে শাস্ত্রে **পঞ্চীকরণ** নাম দেওয়া হইয়াছে। [পঞ্চীকরণ অর্থ—ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম এই পাঁচটী সূক্ষ্মভূতের প্রত্যেককে প্রথমতঃ সমান দুই ভাগ করিয়া তাহার প্রত্যেকের প্রথম ভাগটী আবার সমান ৪ ভাগে বিভক্ত করিয়া নিজ ভিন্ন অপর দ্বিতীয়াংশের সহিত পর পর যোজনা করা হয়—তাহাতে পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত সৃষ্ট হয়। উহাতে প্রত্যেক ভূতের স্বীয় অর্দ্ধাংশ এবং অপর চারিটী ভূতের এক অষ্টমাংশ মিলিয়া বাকী অর্দ্ধেক অংশ পূর্ণ হয়। এইভাবে পঞ্চমহাভূত পঞ্চীকৃত হয় এবং উহা হইতে ব্রহ্মাণ্ডস্থিত জগৎ ও যাবতীয় স্থূল সূক্ষ্ম প্রপঞ্চ সৃষ্ট হয়।]

পরব্যোমের বাহিরে অবস্থিত শূন্যস্থানটী তখন স্থূল আকাশের দ্বারা পূর্ণ হইল—উহাই বর্ত্তমান পরিদৃশ্যমান বিশ্বের ভূতাকাশ। এই আকাশে ব্রহ্মাণ্ড সমূহের দেহ-গঠনোপযোগী পাঞ্চভৌতিক উপাদান প্রস্তুত হইল। এই উপাদানগুলির যথাযথভাবে সম্মেলনেই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি। পরিণতিপ্রাপ্ত তত্ত্বগুলির সম্মেলনে উদ্ভূত বস্তুটী একটী অচেতন অণ্ডবিশেষ। শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনায় (ভাঃ ৩।২০।১৪-১৫) ঐ অণ্ডটীকে একটী ভৌতিক হৈম অণ্ড বলা হইয়াছে। অণ্ড বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীভগবানের সংহনন-শক্তি-উদ্ভূত বস্তুটী কেন্দ্রাভিমুখে ক্রিয়া করিতে থাকায় উহা ঘূর্ণন দ্বারা গোলাকারে পরিণত হইয়াছে। উপরিউক্তভাবে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইলে উহাদের প্রত্যেকের মধ্যে শ্রীভগবান্ এক একটী পৃথক্ পৃথক্ অংশে প্রবিষ্ট হন। ইনিই শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় পুরুষাবতার গর্ভোদকশায়ী পুরুষ—

"সেই পুরুষ (প্রথম পুরুষাবতার) অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃজিয়া।
একৈক মূর্ত্ত্যে প্রবেশিলা বহুমূর্ত্তি হইয়া॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।২৮৪)

উপরিউক্ত হৈমঅণ্ডটী চতুর্দ্দশভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ড। উহাতেই গর্ভোদকশায়ী পুরুষ অবস্থান করিতেছেন। এজন্য এই ব্রহ্মাণ্ডকেই গর্ভোদকশায়ী পুরুষের বিরাট্‌রূপ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। শুধু একটী ব্রহ্মাণ্ড নহে—এরূপ অনন্ত সংখ্যক ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির কথা বলা হইয়াছে—

"যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-কোটিষু···।" (ব্র-সং ৫।৪০)

গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু এই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেকের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন—

"অগণ্য, অনন্ত যত অণ্ড সন্নিবেশ।
ততরূপে পুরুষ করে সবাতে প্রবেশ॥"

(চৈঃ চঃ আদি ৫।৬৭)

দ্বিতীয় পুরুষাবতার ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে প্রবেশ করিয়া অণ্ডমধ্যস্থিত উদকে (জলে) শয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত আছে, সেজন্য তাঁহাকে গর্ভোদকশায়ী বলা হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন—

"নিজাঙ্গ-স্বেদজল করিল সৃজন।
সেই জলে কৈল অর্দ্ধব্রহ্মাণ্ড ভরণ॥"

(চৈঃ চঃ আদি ৫।৯৬)

—নিজের অঙ্গ হইতে ঘর্ম্ম উৎপাদন করিয়া সেই ঘর্ম্মজলে অর্দ্ধেক ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ করিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের ১।৩।২ শ্লোকে পাওয়া যায়—

"যস্যাম্ভসি শয়ানস্য যোগনিদ্রাং বিতন্বতঃ।
নাভিহ্রদাম্বুজাদাসীদ্ ব্রহ্মা বিশ্বসৃজাম্পতিঃ॥"

—গর্ভোদকে শয়ন করিয়া যোগনিদ্রা বিস্তার করিলে শ্রীহরির সেই দ্বিতীয় পুরুষরূপের নাভিপদ্ম হইতে প্রজাপতিনাথ ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করিলেন। ইহাতে বুঝা যায়, দ্বিতীয় পুরুষ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মাণ্ড-গর্ভস্থ জলেই শয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু সেখানে তিনি জল পাইলেন কোথায়? শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-বর্ণিত স্বেদজল এবং ব্রহ্মাণ্ডগর্ভস্থ জল এই দুই বাহতঃ বিরুদ্ধ বর্ণনার সমাধান শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-পাদের উক্ত শ্লোকের টীকায় পাওয়া যায়—"ব্রহ্মাণ্ডান্তরে একৈক প্রকাশেন প্রবিশ্য স্ব-সৃষ্টে গর্ভোদে শয়ানস্য······" —এক একরূপে এক এক ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করিয়া সেস্থানে নিজে জল সৃষ্টি করিলেন এবং সেই স্বসৃষ্ট জলে তিনি শয়ন করিলেন।

গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেকটীতে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাতে চতুর্দ্দশ লোক এবং গুণাবতার সৃষ্টি করেন। তাঁহাকে সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী বলা হইয়াছে অর্থাৎ অণ্ডস্থিত জীবসমষ্টির অন্তর্যামী। ইনিই পরব্যোমচতুর্ব্যূহের ৩য় ব্যূহ প্রদ্যুম্ন। ইঁহার নাভিকমল হইতেই ব্রহ্মার জন্ম হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের ১।৩।২ শ্লোক হইতে জানা যায়, গর্ভোদকে শয়ন করিয়া শ্রীহরি (দ্বিতীয় পুরুষাবতার) যোগনিদ্রা বিস্তার করিলে তাঁহার নাভি-পদ্ম হইতে প্রজাপতি নামক ব্রহ্মা উদ্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীহরির শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া ব্রহ্মা ব্যষ্টিজীবের (অর্থাৎ জীবদেহের) সৃষ্টি করিলেন।

ব্রহ্মসংহিতা হইতে জানা যায়, গুণাবতার-সকল (ব্রহ্মা,

বিষ্ণু, রুদ্র) তাঁহা হইতেই উদ্ভূত—তাঁহার বাম অঙ্গ হইতে বিষ্ণু, দক্ষিণাঙ্গ হইতে প্রজাপতি ব্রহ্মা, কূর্চ্চদেশ অর্থাৎ উভয় ভ্রূর মধ্যস্থল হইতে জ্যোতির্ম্ময় লিঙ্গরূপী শম্ভু বা শিবকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন (ব্র-সং-৫ম।১৫)। ইঁহারা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণকে যথাক্রমে অঙ্গীকার করেন বলিয়া তাঁহাদিগকে গুণাবতার বলা হয়।

বিষ্ণুর তত্ত্ব—এখানে বিষ্ণু গুণাবতাররূপে গণ্য হইলেও তিনি প্রাকৃত সত্ত্বগুণ দ্বারা সৃষ্ট নহেন। বিষ্ণু স্বয়ং প্রভু কৃষ্ণের স্বাংশ অর্থাৎ মূলস্বরূপে অবস্থিত—তিনি কখনও গুণবদ্ধ হ'ন না, তিনি গুণাতীত—"হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ"। ব্রহ্মা ও শিবের ন্যায় তাঁহাকে কোন প্রাকৃত গুণের সান্নিধ্য লাভ বা অঙ্গীকার করিতে হয় না। তিনি সঙ্কল্প মাত্রেই সত্ত্বগুণের পোষক ও নিয়ামক।

"ব্রহ্মা শিব—আজ্ঞাকারী ভক্ত-অবতার।
পালনার্থে বিষ্ণু—কৃষ্ণের স্বরূপ-আকার॥"
(চৈঃ চঃ ম ২০।৩১৭)

ব্রহ্মসংহিতায় দৃষ্টান্ত—যেমন এক দীপ হইতে অন্য দীপের জ্বলন—উভয়দীপের সমানধর্ম্মতা, সেইরূপ বিষ্ণু ও কৃষ্ণ সমান ধর্ম্মা—শ্রীগোবিন্দ মহাদীপ (অংশী) এবং বিষ্ণু সূক্ষ্ম নির্ম্মল দীপ (অংশ), কিন্তু গোবিন্দের সহিত সমানধর্ম্ম-বিশিষ্ট। (ব্রঃ সং ৫।৪৬)

ব্রহ্মার তত্ত্ব—ব্রহ্মারও আশ্রয়স্থল শ্রীগোবিন্দ। দৃষ্টান্ত—সূর্য্য ও সূর্য্যকান্ত মণিরূপ প্রস্তর। সূর্য্য তাঁহার নিজ-নামে বিখ্যাত সূর্য্যকান্তমণিরূপ প্রস্তরে নিজের কিছু তেজঃ প্রকাশিত করিয়া তাহাকে উজ্জ্বল করেন। প্রস্তরের দাহ করিবার যে শক্তি, তাহা বস্তুতঃ সূর্য্যেরই শক্তি—তাহার নিজের কোন দাহকারী শক্তি নাই। সেইরূপ শ্রীগোবিন্দ উন্নততম জীব বিশেষকে (প্রজাপতি ব্রহ্মাকে) নিজ তেজঃ অর্থাৎ সৃষ্টি করিবার শক্তি দান করেন। ব্রহ্মা সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ নহেন। তিনি স্থূল বিশ্ব সৃষ্টি করিবার জন্য শ্রীভগবৎ প্রদত্ত শক্তি-সম্পন্ন উন্নত জীব। তিনি সর্ব্ব প্রথম উৎপন্ন এবং তিনিই মনুষ্য দেবাদি সৃষ্টি করেন, সেজন্য তাঁহাকে পিতামহ বা প্রজাপতি বলা হয়। গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া তিনি ঐ পুরুষাবতারের নিকট হইতে বেদশিক্ষা ও তপঃশক্তি লাভ করেন। তপস্যা দ্বারা বিশ্বসৃষ্টি-বিষয়ে কিরূপভাবে বিশ্ব সৃষ্টি করিতে হইবে, তাহার জ্ঞান লাভ করিয়া তদনুসারে বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া থাকেন। তিনি বেদোক্ত নামসমূহের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট বস্তুসমূহের রূপাদি বিষয়েরও জ্ঞান লাভ করেন।

(ব্রঃ সং ৫।৪৯)

গুণাবতার শিবের তত্ত্ব—তিনি তত্ত্বতঃ নির্গুণ। যে স্বরূপে তিনি বৈকুণ্ঠ-অন্তর্ব্বর্ত্তী শিবলোকে বিরাজমান, উহা তাঁহার সদাশিব স্বরূপ—তখন তিনি সম্পূর্ণভাবে তমোগুণ-সম্বন্ধ রহিত। তিনিই আবার স্বয়ং ভগবানের ইচ্ছাপূর্ত্তি (অর্থাৎ বিশ্বের সংহার-কার্য্য সাধনের) জন্য তমোগুণের সান্নিধ্যের দ্বারা তমোগুণকে অঙ্গীকার পূর্ব্বক তমোগুণের পরিচালনা করেন। তমোগুণের পরিচালক ও নিয়ামকস্বরূপে তিনি রুদ্র বা শিব। বিশেষকার্য্য সাধনের জন্য তাঁহাতে তমোগুণের আবেশ হয়। এই তমোগুণের সঙ্গ ও আবেশ হইলেও তিনি তত্ত্বতঃ মায়াতীত ও গুণাতীত।

শিব—মায়াশক্তি-সঙ্গী, তমোগুণাবেশ।
মায়াতীত, গুণাতীত বিষ্ণু—পরমেশ॥
(চৈঃ চঃ ম ২০।৩১১)

ব্রহ্মসংহিতায় শ্রীশিব ও শ্রীগোবিন্দের স্বরূপ সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত—দধির দৃষ্টান্ত দ্বারা শম্ভুর স্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। দুগ্ধ যেমন বিকার বিশেষ (অম্ল) যোগে দধিতে পরিণত হয়, বিকার ভিন্ন অন্য কোন কারণ উহাতে নাই, তদ্রূপ এক অদ্বিতীয় শ্রীকৃষ্ণ 'কার্য্যাং' (বিশ্বের নাশাদি কার্য্য সাধন করিবার জন্য) শম্ভুরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। এই ব্যাপারে জগন্নাশকার্য্য ব্যতীত অন্য কোন কারণ নাই। এখানে দুগ্ধ হইতে দধি উৎপন্ন হইয়াছে বটে, কিন্তু দুগ্ধ ও দধি এক পদার্থ নহে। দুগ্ধ (কারণ) দধি হইতে পারে, কিন্তু দধি দুগ্ধ হইতে পারে না। সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ হইতে শম্ভু উৎপন্ন হইলেও শ্রীকৃষ্ণ

ও শম্ভু তত্ত্বতঃ এক নহেন। শ্রীকৃষ্ণ শম্ভু হইতে পারেন, কিন্তু শম্ভু কখনও শ্রীকৃষ্ণ হইতে পারেন না। শম্ভুতে তমোগুণের আবেশ আছে, কিন্তু শ্রীহরি নির্গুণ, এক, অদ্বিতীয় ও শম্ভু কর্তৃক সেবিত। শম্ভু ও শ্রীকৃষ্ণ অভিন্ন বলিয়া যে উক্তি, তাহার তাৎপর্য্য—'শম্ভু শ্রীকৃষ্ণ-ময়' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। (ব্রঃ সং ৫।৪৫)

ব্রহ্মার প্রথম সৃষ্টি—বৃক্ষলতাদি। দ্বিতীয় সৃষ্টি—তির্য্যক প্রাণিগণ (গো-গর্দ্দভ-অশ্ব-কুক্কুর-শৃগালাদি ভূচর, মৎস্য-কূর্ম্ম-নক্রাদি জলচর ও পক্ষ্যাদি খেচর প্রাণিগণ)। তৃতীয় সৃষ্টি—মনুষ্য। চতুর্থ সৃষ্টি—দেবাদি (দেব, পিতৃ, অসুর, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষঃ, রক্ষঃ, সিদ্ধ, চারণ, বিদ্যাধর, ভূত, প্রেত, পিশাচ, কিন্নর, কিং-পুরুষাদি)। পঞ্চম সৃষ্টি—ত্রিলোক (ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ)। ভূর্লোক—মনুষ্যাদির বাসস্থান, ভুবর্লোক (অন্তরীক্ষলোক)—ভূতগণের বাসস্থান এবং স্বর্লোক (স্বর্গ)—দেবগণের বাসস্থান। এই ত্রিলোকের অতীত মহঃ, জন, তপঃ ও সত্যলোক—যোগ, তপস্যা ও সন্ন্যাসের তারতম্যানুসারে কর্ম্মী, যোগী, ন্যাসী বা জ্ঞানিগণের প্রাপ্য (ভাঃ ১১।২৪।১২-১৪)। নির্গুণ ভগবানের ভক্তযোগীর প্রাপ্য নির্গুণ ভগবল্লোক বৈকুণ্ঠ—শ্রীহরির পদযুগলে শরণাগতিমূলক ভজন-প্রভাবে উহা লভ্য [জ্ঞান কর্ম্মাদির দ্বারা প্রাপ্য নহে—"হরিপদানতিমাত্র-দৃষ্টৈঃ" (ভাঃ ৩।১৫।২০)]। ব্রহ্মা ভূমির নিম্নদেশে অসুর ও নাগগণের আবাসস্থলরূপে অতলাদি লোকসকল নির্ম্মাণ করিলেন (ভাঃ ১১।২৪।১৩)।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে—শব্দ স্পর্শাদি পঞ্চ তন্মাত্র হইতে উহার আশ্রয়রূপ আকাশাদি পঞ্চ স্থূলভূতের সূক্ষ্ম উপাদান সৃষ্ট হইয়াছিল এবং তৎপরে ঐ সকল সূক্ষ্ম উপাদান সমূহের পরস্পরের সহিত মিলনের (পঞ্চীকরণ) ফলে পঞ্চস্থূল মহাভূত উৎপন্ন হইয়াছিল। ব্রহ্মাণ্ড-সমূহের গঠনোপযোগী পাঞ্চভৌতিক জড় পদার্থগুলি এখনও জীবের বাসোপযোগী শুষ্ক ও কঠিন হয় নাই—উহা একেবারে তরলও নহে। উহা ক্ষীরের ন্যায় গাঢ় ত্রিগুণময় স্থূলপদার্থরূপে অবস্থিত। উহাই বর্তমান পরিদৃশ্যমান স্থূল জড় বস্তু সমূহের অব্যবহিত কারণ (immediate cause)। উহা বহুরকম পরমাণুর সমাবেশ। উহা সমুদ্রের ন্যায় ভূতাকাশে অবস্থিত ছিল। উহাই সম্ভবতঃ পুরাণে বর্ণিত ক্ষীরসমুদ্র।

গর্ভোদকশায়ী পুরুষের পরবর্ত্তী ব্যূহ তৃতীয় পুরুষাব-তাররূপে ঐ ক্ষীরসমুদ্রে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন—তিনিও ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু। তাঁহার অনুপ্রবেশের ফলে এই ক্ষীরসমুদ্রের সর্ব্বাংশে ক্রিয়াশক্তি সঞ্চারিত হইল। গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে উৎপন্ন ব্রহ্মা তখন শ্রীভগবৎপ্রদত্ত শক্তি-প্রভাবে ক্ষীরসমুদ্রের ঐ পরমাণুময় পদার্থ দ্বারা অসংখ্য সৌরমণ্ডল সৃষ্টি করিলেন। তখনও গ্রহ উপগ্রহগণ জীবের বাসোপযোগী হয় নাই। সূর্য্যের চারিদিকে বহু সহস্র বৎসর ঘূর্ণনের ফলে উহারা গোলা-কার হইল এবং উহাদের উপরিভাগ শুষ্ক, কঠিন ও জীবের বাসোপযোগী হইল।

এখন পর্য্যন্তও জীবের ভোগায়তন দেহাদির অর্থাৎ জীবের সৃষ্টি হয় নাই। গর্ভোদকশায়ী পুরুষ কিঞ্চিদধিক সহস্র বৎসর উপরিউক্ত ভৌতিক হৈম অণ্ডে অবস্থানের পর ব্যষ্টি জীবের সৃষ্টি আরম্ভ হয় (ভাঃ ৩।২০।১৫)।

পুরাণে এই বিশ্বের আকৃতি একটী প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ঐ পদ্মের সর্ব্বোচ্চভাগে উহার কর্ণিকা—উহাই ব্রহ্মলোক। ক্ষীরোদসাগর ঐ পদ্মের বৃন্ত এবং বৃন্তের চারিদিকে পদ্মের পাপড়ির ন্যায় স্তবকে স্তবকে অসংখ্য সৌরমণ্ডল অবস্থিত। উহারা ত্রিগুণময় ক্ষীরসমুদ্রস্থ রজোগুণের রক্ষণশক্তি-দ্বারা যথাস্থানে অবস্থিত। উহাকেই বৈজ্ঞানিকগণ মাধ্যাকর্ষণ-শক্তিরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ঐ শক্তি শ্রীভগবানেরই—তিনিই ঐ ব্রহ্মাণ্ডসমূহের বন্ধনসূত্ররূপ সেতু। (শ্রুতি)

(ক্রমশঃ)

দক্ষিণ ভারতীয় তীর্থ-পরিক্রমা

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩য় বর্ষ ৯ম সংখ্যা ২০৪ পৃষ্ঠার পর)

২৩।১১ শ্রীব্যঞ্জুলী মহাদ্বাদশীর উপবাস-বাসর—তিরুপতি তিরুমলয়ে শ্রীবেঙ্কটেশ্বর বালাজী দর্শন। আমরা সকালে রেণিগুণ্টা ষ্টেসন হইতে বাসযোগে (৩০ ন, প ভাড়া) ৬ মাইল দূরে বেঙ্কটাচল পাদদেশে তিরুপতি আসি। এখান হইতে দেবস্থানমের বাসে ৩০০০ ফিট উপরে তিরুমলয় যাইতে হয়, বাসে ১৫ মাইল, যাওয়ার ভাড়া ১.৩৫ ন, প। এক ঘণ্টার উপর সময় লাগে। শ্রীবালাজী মন্দিরের গত বৎসরের আয় শুনিলাম—১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। ভারতবর্ষের মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আয়ের মন্দির। শ্রীমন্দিরের পূজারী গৃহস্থ ব্রাহ্মণ। ইঁহাদের চারিটি পরিবার, চারিবৎসর করিয়া এক এক পরিবারের সেবার পালা পড়ে। দেবস্থানমের এক্জিকিউটিভ অফিসার সি আন্না-রাও বি-এ মহাশয়ের সহিত পূজ্যপাদ স্বামিজীমহারাজের অনেকক্ষণ আলাপ হয়। তিনি মহারাজকে কএকখানি পুস্তিকা উপহার স্বরূপে দেন এবং নিজ মোটরযান দ্বারা মহারাজ ও তৎসহচর আমাদিগকে (শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারী ও আমাকে) পর্ব্বতোপরি শ্রীবেঙ্কটেশ মন্দিরে পৌঁছাইয়া দেন। তথায় আমাদিগের ও আমাদের সঙ্গী অন্যান্য ভক্তবৃন্দের জন্য শ্রীমন্দির সমীপে বিনাশুল্কে সুন্দর বিশ্রাম-কক্ষাবলীর ব্যবস্থা হইয়াছিল। ৩০০০ ফিট উচ্চ পর্ব্বতোপরি বেশ একটি সুন্দর সহর বসিয়া গিয়াছে, জলকলাদির উত্তম ব্যবস্থা রহিয়াছে—দেখিয়া বড় আনন্দ হইল। আমাদিগকে অদ্য একটু বৃষ্টিতে ভিজিয়া ভিজিয়া দর্শন করিতে হইয়াছিল। প্রথমে স্বামি পুষ্করিণীর জল স্পর্শ ও তথায় আচমনাদি করিয়া আমরা আদিবরাহমন্দির দর্শন করিলাম। স্বামি পুষ্করিণী সম্বন্ধে এইরূপ কথা আছে যে—শ্রীবরাহাবতারকালে শ্রীভগবান্ বরাহদেবের আদেশানুসারে ভক্তরাজ শ্রীগরুড়জি বৈকুণ্ঠ হইতে এই পুষ্করিণী শ্রীবরাহদেবের স্নানার্থ লইয়া আসেন। ইহা বৈকুণ্ঠের ক্রীড়া পুষ্করিণী, ইহাতে শ্রীদেবী ও ভূদেবী সহ ভগবান্ শ্রীনারায়ণ স্নান-ক্রীড়া করিয়া থাকেন। সুতরাং এই পুষ্করিণীতে স্নানের আনুষঙ্গিক ফলে পাপাদি বিনষ্ট হইলেও সাক্ষাৎ ফল ভক্তি। এই পুষ্করিণী মধ্যে একটি মণ্ডপ আছে, তাহাতে দশাবতার মূর্ত্তি খোদিত আছে। মার্চ্চ এপ্রিল মাসে 'তেপ্পোৎসব' নামক একটি মহোৎসব হয়। স্বামি পুষ্করিণীর পশ্চিম তটে শ্রীবরাহদেবের মন্দির বিদ্যমান। মন্দিরে শ্রীবরাহমূর্ত্তি অতি সুন্দর। ইঁহাকে দর্শন করিয়া পরে শ্রীবালাজী দর্শনই বিধি।

শ্রীবরাহদেবের সম্মুখে শ্রীবালাজী ও শ্রীবরাহদেবের উৎসবমূর্ত্তি, সিংহাসনের নিম্নস্তরে শ্রীশালগ্রাম এবং দ্বারদেশে দ্বারপাল আছেন। বরাহমন্দির মধ্যেই একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে শ্রীরামানুজাচার্য্য ও শ্রীবিষ্বকসেনের মূর্ত্তি বিরাজিত। এখানে শ্রীভগবান্‌কে যে তুলসীপুষ্প নিবেদন করা হয়, তাহা কাহাকেও দেওয়া হয় না, শুধু তীর্থম্ অর্থাৎ শ্রীচরণামৃত বিতরণ করা হয়। বড়গলই ও তেঙ্গলই সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধারী শ্রীরামানুজীয় বৈষ্ণব পূজারী এখানে পূজা করিয়া থাকেন।

স্বামি পুষ্করিণী যেমন বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রীগরুড়কর্ত্তৃক আনীত শ্রীভগবানের ক্রীড়া পুষ্করিণী, বেঙ্কটাদ্রিও তদ্রূপ বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রীগরুড়জী কর্ত্তৃক আনীত শ্রীভগবানের ক্রীড়া পর্ব্বত; শ্রীদেবী ও ভূদেবী সহিত শ্রীভগবান্ এই পর্ব্বতোপরি বিহার ও ক্রীড়া করিয়া থাকেন। এই পর্ব্বত ও সরোবর উভয়ই অপ্রাকৃততত্ত্ব। 'বেঁকার' অমৃত বীজ, আর 'কট' অর্থ ঐশ্বর্য্য; অমৃত ও ঐশ্বর্য্য সংযুক্ত হওয়ায় 'বেঙ্কটাদ্রি' নাম হইয়াছে। শ্রীভগবানের

এই ক্রীড়াদ্রি এক এক কারণে এক এক নামে অভিহিত। এই পর্ব্বতোপরি সিদ্ধিলাভের চিন্তন মাত্রই সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে, তজ্জন্য ইহার এক নাম 'চিন্তামণি', এইরূপ দিব্যজ্ঞান প্রদান হেতু ইহা 'জ্ঞানাদ্রি', সর্ব্বতীর্থময় বলিয়া 'তীর্থাদ্রি', অনন্ত রমণীয় পুষ্কর (পদ্ম) বিরাজিত বলিয়া 'পুষ্করাদ্রি', ধর্ম্মরাজ যমের তপস্যাস্থান বলিয়া 'বৃষাদ্রি', সুবর্ণময় হইবার জন্য 'কনকাদ্রি', পুরাকালে নারায়ণ নামক কোন ব্রাহ্মণ এখানে তপস্যা করিয়া শ্রীভগবান্ মুরারি সমীপে নিজ-নামানুসারে ইহার নাম-প্রসিদ্ধি প্রার্থনা করায় উত্তম পুরুষগণ তদবধি ইহাকে 'নারায়ণাদ্রি' বলেন, বৈকুণ্ঠ হইতে এই পর্ব্বতকে আনা হইয়াছে, এজন্য ইহাকে 'বৈকুণ্ঠাদ্রি' বলা হয়, হিরণ্যকশিপুকে বিনাশ ও প্রহ্লাদকে অনুগ্রহ করিবার জন্য স্বয়ং ভগবান্ যদবধি ইহার উপর নরসিংহরূপ ধারণ করিয়াছেন, তদবধি ইহাকে 'সিংহাচল' বলা হইয়া থাকে, শ্রীঅঞ্জনাদেবী এখানে তপস্যা করিয়া শ্রীহনুমান্‌জীকে পুত্ররূপে লাভ করেন, এজন্য ইহাকে 'অঞ্জনাদ্রি' বলা হয়, শ্রীবরাহক্ষেত্র হইবার জন্য ইহা 'বরাহাদ্রি' নামে খ্যাত, মহাবীর বানরেন্দ্র নীলের স্থায়ী নিবাস স্থান হইবার জন্য মহর্ষিগণ ইহাকে 'নীলগিরি' বলিয়া থাকেন, কিছুকাল দেবাধিদেব শ্রীনিবাস এইস্থানে বিরাজিত ছিলেন, এজন্য দেবতাগণ ইহাকে 'শ্রীনিবাসাদ্রি' বলেন, শ্রীভগবানের ক্রীড়াস্থান ও আনন্দধাম হইবার জন্য বৈকুণ্ঠবাসিগণ ইহার নাম রখিয়াছেন—'আনন্দাদ্রি', ধন ও শোভা দান তথা শ্রীলক্ষ্মীদেবীর বাসস্থান হেতু রূপ এবং শব্দ-শক্তিযোগে ইহার নাম 'শ্রীশৈল' হইয়াছে।

('বরাহপুরাণ', ৩৬শ অধ্যায়)

শ্রীবরাহপুরাণ এবং ভবিষ্যোত্তরপুরাণে বেঙ্কটাচলের বহু মাহাত্ম্য লিপিবদ্ধ আছে। শ্রীভগবান্ বেঙ্কটেশ্বরকে উত্তরভারতীয় শ্রীবালাজীও বলা হইয়া থাকে। তীর্থযাত্রিগণ প্রতিদিন দুইবার বিনা শুল্কে শ্রীবেঙ্কটেশ্বরের দর্শন পাইয়া থাকেন। তাহাকে 'ধর্ম্মদর্শন' বলে। প্রথম ধর্ম্মদর্শন সকাল ৪ টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত, দ্বিতীয় ধর্ম্মদর্শন বেলা ১টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত। ধর্ম্মদর্শনকালে বহু যাত্রি-সমাগম হয় বলিয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে (in queue system) দর্শনের ব্যবস্থা আছে। তাহাতে সময় একটু বেশী লাগিলেও ঠেলাঠেলি হয় না। কাহারও আরতি দর্শনের ইচ্ছা হইলে দেবস্থানম্ অফিস হইতে ১৲ দিয়া একটি টিকেট লইতে হইবে। অন্যান্য বিশেষ বিশেষ সেবা-দর্শনের জন্য ঐরূপ বিভিন্ন শুল্ক নির্দ্ধারিত আছে। প্রত্যেক শনিবার হইতে বুধবার দৈনন্দিন পূজার প্রোগ্রাম এইরূপ :—ভোর ৪ টায় সুপ্রভাতম্, ৪-৩০টা হইতে ৭টা বিশ্বরূপ ধর্ম্মদর্শন, সকাল ৮টা হইতে ৮-৩০টা **Thomala Seva (Arjitham),** সকাল ৯-১৫ হইতে ১০টা—সহস্রনাম অর্চ্চন (Arjitham), বেলা ১১-৩০টা হইতে ১২টা—Ashtothara Archana (Arjitham), বেলা ১টা হইতে ৭টা—ধর্ম্ম দর্শনম্, রাত্রি ৯ ঘটিকায়—একান্ত সেবা (Arjitham)। বৃহস্পতিবারের প্রোগ্রাম এইরূপ—ভোর ৪ টায় সুপ্রভাতম্, প্রাতঃ ৪-৩০টা হইতে ৭টা—বিশ্বরূপ ধর্ম্মদর্শনম্, সকাল ৮টা হইতে ৮-৩০মিঃ Thomala Seva (Arjitham), সকাল ৯-১৫ হইতে ১০টা—সহস্রনাম অর্চ্চন (Arjitham), বেলা ১২টা হইতে ১২-৩০টা Ashtothara Archana (Arjitham), বেলা ১টা হইতে ৫টা—ধর্ম্মদর্শনম্, সন্ধ্যা ৭-৩০টা হইতে ৮-৩০টা পর্য্যন্ত—পুলাঙ্গি (Poolangi) দর্শনম্ (Arjitham), রাত্রি ৯টা—একান্ত সেবা (Arjitham)। শুক্রবারের প্রোগ্রাম এইরূপ :—ভোর ৪ টায় সুপ্রভাতম্, সকাল ৪-৩০টা হইতে ৫টা—বিশ্বরূপ ধর্ম্মদর্শন, সকাল ৭-৩০টা হইতে ৮-৩০টা—অভিষেক দর্শনম্ (Arjitham), বেলা ১১টা হইতে ১২টা—Thomala Seva (Arjitham), বেলা ১২-৩০টা হইতে ১টা—Ashtothara Archana (Arjitham), বেলা ১টা হইতে ৭টা ধর্ম্মদর্শন, রাত্রি ৯ টায়—একান্ত সেবা (Arjitham)। বিশেষ বিশেষ উৎসবাদির প্রোগ্রাম শ্রীমন্দিরে ও এন্‌কোয়্যারী অফিসের

নোটিশ বোর্ডে এবং লাউড স্পীকার যোগেও ঘোষিত হইয়া থাকে।

শ্রীমন্দিরে তিনটি প্রাকার বা প্রাচীর (Prakaram or enclosure) আছে, ইহাতে যে গোপুরম্ (তোরণ) আছে, তাহার শীর্ষদেশে ৭টি স্বর্ণকলস স্থাপিত। স্বর্ণদ্বারের সম্মুখে 'তিরুমহামণ্ডপম্' নামক একটি মণ্ডপ আছে। একটি সহস্র স্তম্ভ বিশিষ্ট মণ্ডপও আছে। মন্দিরের 'সিংহদ্বার' নামক প্রথম দ্বারকে 'পড়িকাবলি' বলা হয়। এই দ্বারের ভিতর শ্রীবালাজীর ভক্ত রাজা ও রাণীর মূর্ত্তি আছে।

প্রথম দ্বার ও দ্বিতীয় দ্বারের মধ্যস্থ পরিক্রমাকে 'সম্পঙ্গি প্রদক্ষিণ' (Sampangi Pradakshinam) বলে। কৃষ্ণদেবরায়, বেঙ্কটপতিরায়, অচ্যুতরায় এবং তাঁহার স্ত্রীর মূর্ত্তি বহির্দ্বার-সমীপে দৃষ্ট হয়। এই বেষ্টনী মধ্যে আকবর বাদসাহের মন্ত্রী তোডরমল ও তাঁহার পত্নীর তাম্রমূর্ত্তি আছে। স্বর্ণমণ্ডিত একটি ধ্বজস্তম্ভও সেখানে আছে। এই ধ্বজস্তম্ভের সম্মুখে 'বলিপীঠ' (Bali Peetham—এখানে শ্রীভগবদুদ্দেশে নৈবেদ্যাদি প্রদত্ত হয়)। ঐ বেষ্টনী মধ্যে বিরজা নাম্নী একটি কূপ আছে। বলা হয়—শ্রীবালাজীর চরণতলে বিরজা নদী আছে, তাহারই ধারা ঐ কূপ-মধ্যে প্রবাহিত হয়। এই প্রদক্ষিণ মধ্যেই আর একটি পুষ্পকূপ আছে। শ্রীবালাজীকে যে সমস্ত পুষ্পতুলসী নিবেদন করা হয়, উহা কাহাকেও না দিয়া এই কূপে নিক্ষেপ করা হয়। কেবল বসন্ত পঞ্চমীতে তিরুচ্চানূরে শ্রীপদ্মাবতীজীকে শ্রীভগবন্নির্ম্মাল্য প্রদান করা হয়।

দ্বিতীয় দ্বার পার হইয়া যে প্রদক্ষিণ, তাহাকে 'বিমান প্রদক্ষিণ' বলে। রন্ধনশালা, Bangarubavi, যাগশালা, কল্যাণমণ্ডপ এবং বাহন ও পরিমল (মর্দ্দনজনিত সুগন্ধ) প্রভৃতির ঘরও এই প্রদক্ষিণ মধ্যে। ইহা ব্যতীত বকুল মালিকা, শ্রীযোগ নরসিংহ, শ্রীবরদরাজ, শ্রীরামানুজ, শ্রীসেনাধিপতি এবং শ্রীগরুড়জির মন্দিরসমূহও এই প্রদক্ষিণ মধ্যে বিরাজিত। তৃতীয় দ্বার পার হইয়া শ্রীভগবানের নিজমন্দিরের (গর্ভগৃহ) চতুপার্শ্বে যে প্রদক্ষিণ, তাহাকে 'বৈকুণ্ঠ প্রদক্ষিণ' বলে। ইহা সর্ব্বদাই বন্ধ থাকে, কেবল 'বৈকুণ্ঠ একাদশী' (পৌষী শুক্লা একাদশী) দিবস খোলা হয়। শ্রীভগবানের মন্দির সমক্ষে একটি স্বর্ণমণ্ডিত স্তম্ভ আছে, তাহার সম্মুখে 'তিরুমহমণ্ডপম্' নামক সভামণ্ডপ আছে, ইহাকে রঙ্গমণ্ডপও বলে। দ্বারদেশের উভয় পার্শ্বে জয় বিজয় মূর্ত্তি। শ্রীবালাজীর গর্ভমন্দিরের প্রবেশ-দ্বার স্বর্ণমণ্ডিত, উহাকে স্বর্ণদ্বার (Bangaru Vakili or golden gate) বলে। 'Bangaru' শব্দে golden। উহার সম্মুখস্থ রঙ্গমণ্ডপে 'হুণ্ডি' রক্ষিত আছে। এই হুণ্ডিমধ্যে শ্রীবালাজীর সেবার্থ দ্রব্য, মুদ্রা, স্বর্ণ, রৌপ্য ও অলঙ্কারাদি প্রদত্ত হয়। জগমোহন হইতে মন্দির মধ্যে চারিটি দ্বার পার হইয়া পঞ্চম দ্বারের মধ্যে শ্রীবেঙ্কটেশ্বর স্বামী—শ্রীবালাজীর পূর্ব্বাভিমুখী শ্যামবর্ণ শ্রীমূর্ত্তি বিরাজমান। অপূর্ব্ব-দর্শন শঙ্খ-চক্র-গদা ও আশীর্ব্বাদমুদ্রাধারী-মূর্ত্তি প্রায় সাত ফুট উচ্চ। দুই পার্শ্বে শ্রীদেবী ও ভূদেবী বিরাজিতা। শ্রীবালাজীর সম্মুখস্থ উৎসবমূর্ত্তিকে 'মলয়াপ্পা স্বামী' (Malayappa Swami) বলে। ইনি উৎসবাদির সময় শোভাযাত্রায় বাহির হন। ইহা ব্যতীত শ্রীবালাজীর সম্মুখে ভোগ শ্রীনিবাসমূর্ত্তি, Koluvu শ্রীনিবাসমূর্ত্তি ও উগ্র শ্রীনিবাসমূর্ত্তি আছেন। ইঁহারা একই শ্রীবালাজীর বিভিন্ন প্রকাশ বিগ্রহ, ভোগ শয়নাদি বিভিন্ন সেবাকালে সেবিত হন। শ্রীভগবান্ বালাজীকে যে সুগন্ধি ভীমসেনী কর্পূর চূর্ণ ও চন্দন বিলেপন দেওয়া হয়, তাহা মহা মহাপ্রসাদরূপে বিতরিত হয়। প্রত্যহ ধর্ম্মদর্শনকালে বিনাশুল্কে যাত্রিগণকে ফুলিহারা প্রভৃতি প্রসাদ বিতরণ করা হয়। মধ্যাহ্নে মুখ্যদর্শনকালে অন্ন প্রসাদ প্রত্যেক দর্শনার্থীই বিনা শুল্কে পাইয়া থাকেন। ব্যবস্থা খুব সুন্দর। এই প্রসাদে পুরীর ন্যায় কোন স্পর্শদোষ নাই। মধ্যাহ্ন দর্শনের পর প্রসাদ বিক্রীতও হইয়া থাকে।

শ্রীবালাজীর শ্রীঅঙ্গের একস্থানে একটি আঘাতের চিহ্ন আছে, সেই স্থানে ঔষধ লাগান হয়। কথিত আছে—এক ভক্ত প্রত্যহ পর্ব্বতের সানুদেশ হইতে

শ্রীভগবানের জন্য দুধ লইয়া আসিতেন। বার্দ্ধক্যবশতঃ যখন সেই ভক্তের উপরে উঠিতে কষ্ট হইত, তখন ভগবান্ নিজে লুকাইয়া গিয়া ঐ গাভীর দুধ পান করিয়া আসিতেন। গাভী দুধ দিতেছে না কেন, ইহার কারণ নির্দ্ধারণার্থ ভক্তটি একদিন নিভৃতে রহিয়া দেখেন—একটি সুন্দর-দর্শন লোক লুকইয়া আসিয়া উক্ত গাভীর দুগ্ধ পান করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বলা বাহুল্য এই চোর সেই চৌরাগ্রগণ্য ভগবান্ বালাজী। তখন ভক্ত মহাশয় চোর মনে করিয়া উঁহাকে একটি দণ্ড দ্বারা আঘাত করিতেই শ্রীভগবান্ ঐ ভক্তের নিকট প্রকটিত হইয়া উঁহাকে দর্শন দিলেন ও আশ্বাস প্রদান করিলেন। সেই দণ্ডাঘাতের চিহ্ন শ্রীবালাজীর শ্রীমূর্ত্তিতে আছে।

শ্রীবালাজীর সম্মুখস্থ উগ্র শ্রীনিবাসমূর্ত্তির পার্শ্বে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ-সীতা ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি মূর্ত্তি আছেন। শ্রীবালাজী দর্শন করিয়া আসিলে প্রত্যেক দর্শনার্থীকেই প্রসাদ দেওয়া হয়। ব্যঞ্জুলীমহাদ্বাদশীর উপবাস এদিকে পালিত হয় বলিয়া বুঝা গেল না। কেননা একমাত্র আমাদের পার্টির লোক ব্যতীত প্রায় সকলকেই প্রসাদ লইতে দেখিলাম। অবশ্য শ্রীভগবান্‌কে একাদশী দিনেও অন্নভোগ দিবার ব্যবস্থা আছে, তাঁহার ত' আর উপবাস নহে? আমরা সেদিন প্রসাদ মস্তকে বন্দনা করিয়া রাখিয়া পরদিবস তদ্দ্বারা পারণ সম্পাদন করিয়াছিলাম।

শ্রীবালাজী-মন্দিরের চূড়া সুবর্ণমণ্ডিত। চূড়ায় ৭টি স্বর্ণকলস বিরাজিত। আদি বরাহই এই ক্ষেত্রের মালিক। তাঁহারই ক্ষেত্রে শ্রীবেঙ্কটাধীশ আছেন। এখানে বেঙ্কটেশের নেত্র আবৃত, শ্রীনৃসিংহদেব ও বরাহদেবের চক্ষুও দুইটি আবরণ দ্বারা আবৃত। শুনিলাম প্রতি শুক্রবারে অভিষেক-সময়ে কেবল ঐ নেত্র অনাবৃত হয়, আবার শৃঙ্গার-সময়ে ঐ আবরণ দেওয়া হয়।

তিরুমলয় বা বেঙ্কট পর্ব্বতে বা উঁহার চতুষ্পার্শ্বে কএকটি পবিত্র তীর্থ আছে, উঁহাতে যাত্রিগণ স্নান করিয়া থাকেন। যথা—**'স্বামিপুষ্করিণী'**—শ্রীবালাজী ও শ্রীবরাহ মন্দিরে প্রবেশের পূর্ব্বে এই পুরাণ-প্রসিদ্ধ পাপনাশনতীর্থে স্নানের ব্যবস্থা আছে। তিরুপতি পর্ব্বত ও তাহার চতুর্দ্দিকে প্রায় ১১টি ঝরণা আছে, ইঁহারা সকলেই পবিত্র তীর্থ বলিয়া সম্মানিত হন। বালাজী মন্দিরের দুই মাইল উত্তরে **'আকাশ গঙ্গা'** বলিয়া একটি তীর্থ আছে। এক পর্ব্বত হইতে একটি ঝরণা প্রবাহিত হইয়া একটি কুণ্ডে পতিত হইতেছে। এখানকার জল পরম পবিত্র বিচারে শ্রীবালাজীর পূজার জন্য গৃহীত হয়, তীর্থবাসীরাও এখানে স্নান করেন। **'পাপনাশনতীর্থ'**—ইহা শ্রীবালাজী মন্দিরের তিন মাইল উত্তরে অবস্থিত, সাক্ষাৎ 'গঙ্গা' রূপে পূজিত হন। এখান হইতে তিরুমালাতে জল সরবরাহ হয় এবং হেড্ ওয়াটার ওয়ার্কস্ এখানেই স্থাপিত। এই তীর্থপথে বালাজী মন্দির হইতে এক মাইল দূরে সন্ত হাথীরাম বাবাজীর সমাধি আছে, তাহার নিকট শ্রীরাধাকৃষ্ণের মন্দির বিরাজিত। **'বৈকুণ্ঠতীর্থ'**—শ্রীবালাজী মন্দিরের ২ মাইল উত্তর পূর্ব্বে একটি গুহা আছে, উঁহাকে বৈকুণ্ঠ গুহা বলে, উঁহার মধ্য হইতে যে জলধারা নির্গত হইতেছে, উঁহাকেই বৈকুণ্ঠতীর্থ বলে। **'পাণ্ডবতীর্থ'**—শ্রীবালাজী মন্দিরের দুই মাইল উত্তর পশ্চিমে একটি ঝরণা আছে, উঁহাকেই পাণ্ডবতীর্থ বলে। এখানে এক সুন্দর গুহা আছে, উঁহাতে শ্রীদ্রৌপদী সহিত পাণ্ডবগণের মূর্ত্তি আছে। **'জাবালিতীর্থ'**—পাণ্ডবতীর্থের আরও এক মাইল আগে জাবালিতীর্থ। এখানে ঝরণার নিকট শ্রীহনুমান্‌জীর মূর্ত্তি আছে। **'গোগর্ভতীর্থ'** শ্রীবালাজী মন্দির হইতে প্রায় এক মাইল দূরে, **'চক্রতীর্থ'** প্রায় দুই মাইল উত্তর পশ্চিমে, **'ঘোণাতীর্থ'** প্রায় দশ মাইল উত্তরে ও **'শ্রীরামকৃষ্ণতীর্থ'** প্রায় ছয় মাইল উত্তরে, **'কুমারতীর্থ'** পাপবিনাশন তীর্থের প্রায় তিন মাইল উত্তর পশ্চিমে, **'তিম্বুরু'** বা 'তুম্বুরু'? **(Timburu)** তীর্থ দশ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহারা সমস্তই ঝরণা, তন্মধ্যে পাপবিনাশন, গোগর্ভ ও আকাশ-গঙ্গাই বিশেষ দ্রষ্টব্য।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ও ভারতব্যাপী তৎশাখামঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য

অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমৎভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের ষষ্টিতম আবির্ভাব-বাসরে তদীয় চরণ-সরোজে

প্রণতিকুসুমাঞ্জলি

হে পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব !

আজি গো তোমার প্রকটবাসরে
মিলেছে ভকত কাতারে কাতারে
তোমার চরণ পূজিবার তরে
লইয়া অর্ঘ্য-থালি।

আমিও মিলেছি সবাকার সনে
নিবেদি' অর্ঘ্য তোমার চরণে
হইব ধন্য এ মরজীবনে
ভকতিকুসুম ঢালি॥

আজি একাদশী শ্রীহরিবাসর
মিলিয়াছে তব প্রকটবাসর
তাই হইয়াছে শ্রেয়ের আকর
আমাদের কাছে প্রভু!

তোমার চরণবন্দনাসনে
নমি তিথিবরা আমি এইক্ষণে
পুলকিত তনু নন্দিত প্রাণে
হেন দিন নাহি কভু॥

সংসার যবে দিয়াছে যাতনা
চঞ্চল করে বিবিধ কামনা
কোনমতে যবে না পূরে বাসনা
কৃপা করি তুমি তবে।

শুনাইলে মোরে 'শ্রীহরিভকতি
দিবে তব চিতে অসীম শকতি
অবশেষে ভবে পাইয়া মুকতি
শ্রীহরিচরণ পাবে॥'

জানিতাম আমি সবার প্রথমে
পরমশান্তি ধরম করমে
জীবের মুকতি হইবে চরমে
তাহাতে মাতিনু আমি।

তাহা সাধিবারে করিনু যতন
পাইব বলিয়া পরম রতন
ধরম সাধনে নানা আয়োজন
আশার ছলনে ভ্রমি॥

কিন্তু তাহে ত নহিল শান্তি
কেবল প্রয়াস কেবল শ্রান্তি
বিষয় মাঝারে সুখের ভ্রান্তি
ব্যাকুল করিল প্রাণ।

লাগিনু ভাবিতে দিশাহারা প্রায়
কোথায় শান্তি পাইব যে হায়
এদিকে জীবন সময় ফুরায়
কেমনে পাইব ত্রাণ॥

শিখাইলে পুনঃ 'ভবে যেইজন
একান্তভাবে করিবে শরণ
শ্রীভগবানের অভয়চরণ
সেইজন হবে সুখী।

নতুবা বিবিধ আশায় মাতিয়া
বিষয় মাঝারে রহিবে পড়িয়া
সদা চঞ্চল চিত্ত লইয়া
রহিবে সদাই দুঃখী'॥

তব উপদেশ করিতে পালন
করিতেছি দেব! অশেষ যতন
উৎসাহ যেন পাই অনুক্ষণ
এই কৃপা কর তুমি।
তোমার করুণা দিবে গো প্রেরণা
ভুলাইবে মোর সকল যাতনা,
জাগতিক আশা, বিবিধ কামনা,
তোমার চরণে নমি॥
কিন্তু মোর কোন অপরাধফলে
ভকতি সাধনে ফল নাহি মিলে
বিষয় বাসনা কিছু নাহি টলে
রেখেছে আমারে ঘিরে।
পরিবেশ মোর নহে অনুকূল
সঙ্গ সদাই রহে প্রতিকূল
তথাপি আমার নাহি ভাঙ্গে ভুল
পড়েছি মায়ার ফেরে॥

অপরাধ কত তোমার চরণে
করিতেছি প্রভু আমি নিশিদিনে
তাই ভাবিতেছি ভকতি সাধনে
বাধা হয় অতিশয়।
এই নিবেদন তোমার চরণে
ক্ষমা কর দেব আজ এই দিনে
মোর অপরাধ শত নিজগুণে
তুমি অতি কৃপাময়॥
জানিয়া আমারে অতি অভাজন
সন্তানসম করহ শোধন
নতুবা দীনের নাহিক মোচন
এই ভব পরাবারে।
ডুবিছে তরণী অকূল পাথারে
মহাভয় মোর হৃদয় মাঝারে
ডাকিতেছে দীন অতীব কাতরে
কৃপা কর এইবারে॥

কায়মনপ্রাণে করি নাই আমি তোমার চরণসেবা।
তাহারে ছাড়িয়া পরমকল্যাণ ভবে পাইয়াছে কেবা॥
আজি এ তোমার প্রকটবাসরে ওহে সাক্ষাৎ হরি।
ভকতি পূরিত হৃদয়ে তোমার চরণে প্রণাম করি

শ্রীধামবৃন্দাবন।
১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭০।

কৃপারেণুপ্রার্থী দাসানুদাস
শ্রীবিভুপদ দাসাধিকারী

শ্রীশ্রীল গুরুমহারাজের আবির্ভাব-বাসর

অদ্য উত্থান একাদশী। এই শুভ শ্রীহরিবাসরে আমাদিগের পরম আরাধ্য শ্রীল গুরুমহারাজ আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং আমাদিগের পরাৎপর গুরুদেব শ্রীশ্রীমদ্-গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের নির্য্যাণ তিথিও অদ্য। এই শ্রীহরিবাসরটী আমাদের পক্ষে শুভদা এবং বৎসরে একদিন মাত্র আগমন করেন বলিয়া দুর্ল্লভা। আমরা এই তিথিবরার চরণ বন্দন করি। এই শুভদা এবং দুর্ল্লভা তিথি আমাদিগের আত্ম-পরীক্ষার দিন। আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে কতটা পাইয়াছি, কি পাই নাই এবং আমরা কতদূর অগ্রসর হইয়াছি, তাহার হিসাব নিকাশের দিন।

আম্নায়-প্রথা অনুসারে তিনি আমাদিগকে শ্রীহরি-নাম মহামন্ত্র উপদেশ করতঃ বৎসরাধিককাল অপেক্ষা করিয়া আমাদিগের মহামন্ত্র শ্রীহরিনামে রুচি এবং

নিষ্ঠা পরীক্ষা করিয়াছেন এবং পরে দ্বিজাত্যুচিত সংস্কার দিয়া অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্ররাজ ও কামগায়ত্রী কাম-বীজে শ্রীকৃষ্ণ-আরাধনার অধিকার প্রদান করিয়াছেন। ইহাই যে আম্নায়-সিদ্ধ-প্রণালী, তাহা বিচার করিলে পরিদৃষ্ট হয়। আমাদিগের আদি-গুরু ব্রহ্মা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-দ্বারা সৃষ্টি-সংস্কার প্রাপ্ত হইয়া শ্রীগর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর নাভি সঞ্জাত পদ্মে আবির্ভূত হন, সেই পদ্মোপরি অবস্থান পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় দর্শন করিয়া যখন চিন্তা করিতে লাগিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের 'দিব্যা সরস্বতী' তাঁহাকে অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্ররাজ প্রদান করিয়া তপস্যা করিবার উপদেশ প্রদান করিলেন। ব্রহ্মা সেই উপদেশ মত বহু বৎসর তপস্যা করিবার পর শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনিতে সঞ্চালিত অর্থাৎ বংশীমাধ্যমে উচ্চারিত কামগায়ত্রী তাঁহার অষ্টকর্ণকুহর দ্বারা মুখপদ্মে প্রবেশ করিল। ব্রহ্মা সেই বেণুগীতনিঃসৃতা সর্ব্ববেদ-সারাৎসারা সর্ব্বোত্তমাগায়ত্রীবরা লাভ করতঃ অপ্রাকৃত দ্বিজত্ব-সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া সেই গায়ত্রী গান করিতে লাগিলেন—বেদের নিগূঢ় তাৎপর্য্য অবগত হইয়া শ্রীব্রহ্মা শ্রীগোপীজনবল্লভ গোবিন্দের স্তব করিলেন। ইহাই শ্রীব্রহ্মসংহিতা নামক গ্রন্থের ৫ম অধ্যায়ে 'শ্রীগোবিন্দ স্তব' নামে প্রসিদ্ধ। নিম্নে শ্রীব্রহ্মার অপ্রাকৃত দ্বিজত্ব সংস্কার নির্দ্দেশক কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত হইল :—

এবং সর্ব্বাত্মসম্বন্ধং নাভ্যাং পদ্মং হরেরভূৎ।
তত্র ব্রহ্মাভবদ্ভূয়শ্চতুর্ব্বেদী চতুর্ম্মুখঃ॥
সঞ্জাতো ভগবচ্ছক্ত্যা তৎকালং কিল চোদিতঃ।
সিসৃক্ষায়াং মতিং চক্রে পূর্ব্বসংস্কারসংস্কৃতম্।
দদর্শ কেবলং ধ্বান্তং নান্যৎ কিমপি সর্ব্বতঃ॥
উবাচ পুরতস্তস্মৈ তস্য দিব্যা সরস্বতী।
কাম-কৃষ্ণায় গোবিন্দ-ঙে গোপীজন ইত্যপি॥
বল্লভায়প্রিয়া বহ্নের্মন্ত্রং তে দাস্যতি প্রিয়ম্॥
তপস্ত্বং তপ এতেন তব সিদ্ধির্ভবিষ্যতি॥
অথ তেপে স সুচিরং প্রীণন্ গোবিন্দমব্যয়ম্।
শ্বেতদ্বীপপতিং কৃষ্ণং গোলোকস্থং পরাৎপরম্॥
প্রকৃত্যা গুণরূপিণ্যা রূপিণ্যা পর্য্যুপাসিতম্।
সহস্রদলসম্পন্নে কোটিকিঞ্জল্কবৃংহিতে॥
ভূমিশ্চিন্তামণিস্তত্র কর্ণিকারে মহাসনে।
সমাসীনং চিদানন্দং জ্যোতীরূপং সনাতনম্॥
শব্দব্রহ্মময়ং বেণুং বাদয়ন্তং মুখাম্বুজে।
বিলাসিনীগণবৃতং স্বৈঃ স্বৈরংশৈরভিষ্টুতম্॥
অথ বেণুনিনাদস্য ত্রয়ীমূর্ত্তিময়ী গতিঃ।
স্ফুরন্তী প্রবিবেশাশু মুখাব্জানি স্বয়ম্ভুবঃ॥
গায়ত্রীং গায়তস্তস্মাদধিগত্য সরোজজঃ।
সংস্কৃতশ্চাদিগুরুণা দ্বিজতামগমত্ততঃ॥
ত্রয্যা প্রবুদ্ধোঽথ বিধির্বিজ্ঞাততত্ত্বসাগরঃ।
তুষ্টাব বেদসারেণ স্তোত্রেণানেন কেশবম্॥
চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ-
লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্।
লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

(ব্রঃ সং ৫।২২-২৯)

অতএব পরিদৃষ্ট হইতেছে, সৃষ্টি-সংস্কার প্রাপ্ত আদি-গুরু-পদ্মজ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা শ্রীহরির নাভিজাত-পদ্মে আবির্ভূত হইয়া মন্ত্ররাজ লাভ করতঃ বহুকাল তপস্যা দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ তিনি (কেবল দাস্য-সখ্য বা বাৎসল্য রসের আরাধ্য ষড়ক্ষর মন্ত্রে—শ্রীবালকৃষ্ণ আরাধন মন্ত্রে নহে) পরিপূর্ণ মন্ত্ররাজে ব্রজগোপীগণ দ্বারা চিন্তামণিময় আলয়ে রত্ন সিংহাসনে সেবিত শ্রীরাধাগোবিন্দেরসেবায় এবং বংশীবটে রাসবিহারেচ্ছু বংশীবাদন দ্বারা গোপীগণকে আকর্ষণকারী শ্রীগোপীজন-বল্লভের রাসে গোপী-দেহে প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন। জীবজগতের সৃষ্টি তাঁহার বহিরঙ্গ আধিকারিক কার্য্য।

শ্রীকৃষ্ণ জগতের হিতের জন্য ভৌমবৃন্দাবন-লীলা আবিষ্কার করিলে জগদ্গুরু পদ্মজ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের মহিমান্তর দর্শনাভিলাষে শ্রীকৃষ্ণের সখাগণ এবং গোবৎসগণকে অপহরণ করিয়া সম্বৎসরকাল পরে পুনরায় ব্রজে আগমন পূর্ব্বক দেখিলেন—শ্রীকৃষ্ণ নিজেকেই

সখাগণ ও তাঁহাদিগের ব্যবহৃত বিষাণ-বেত্র-বেণু-শিঙ্গা প্রভৃতি এবং গোবৎসাদিরূপে প্রকটিত করিয়া বিচরণ করিতেছেন। তদ্দর্শনে ব্রহ্মা মায়াধীশ শ্রীকৃষ্ণে স্বীয় মায়া বিস্তার প্রয়াসজনিত অপরাধ ক্ষালনার্থ শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে পতিত হইয়া স্তবস্তুতি করিতে করিতে বলিয়াছিলেন—হে কৃষ্ণ আমি আকল্প (অর্থাৎ যতদিন বাঁচিয়া থাকিব ততদিন পর্য্যন্ত আপনার চরণে প্রণত হইতেছি—

শ্রীকৃষ্ণ বৃষ্ণিকুলপুষ্করজোষদায়িন্
ক্ষ্মানির্জ্জরদ্বিজপশূদধিবৃদ্ধিকারিন্।
উদ্ধর্ম্মশার্ব্বরহর ক্ষিতিরাক্ষসধ্রুগ্
আকল্পমার্কমর্হন্ ভগবন্ নমস্তে॥ (ভাঃ ১০।১৪।৪০)

আম্নায়-গুরু শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব চতুঃশ্লোকী ভাগবতের বিস্তার-রূপ শ্রীমদ্ভাগবতের মঙ্গলাচরণে বস্তুনির্দ্দেশ-শ্লোকে বলিতেছেন—

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥
(ভাঃ ১।১।১)

জন্মাদ্যস্য যতঃ—জন্ম আদিরস্য যতঃ শ্রীরাধা-কৃষ্ণয়োঃ (শ্রীবিশ্বনাথ ও শ্রীপাদশ্রীজীব গোস্বামী)। ইহাতে রাসলীলা হইতে শ্রীকৃষ্ণের চক্ষুর ইঙ্গিতে অন্বিতা শ্রীমতী রাধিকার বনান্তরে গমন এবং শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমতী রাধিকার অনুগমন ও বনবিহার এবং অন্যান্য গোপীগণের সহিত গোপীস্বরূপে শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণরূপ উপাসনা আদিগুরু ব্রহ্মা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের রাস-বিলাসে চন্দ্রের ন্যায় দিব্যসূরিগণও প্রমদারূপ প্রাপ্ত হইয়া প্রবেশ করিতে ধাবিত হন। শ্রীকৃষ্ণের এই বনবিহার, রাসনৃত্য, যামুন-জল-বিহার, গিরি-গোবর্দ্ধন-কুঞ্জগৃহে ও গিরিরাজের উপকণ্ঠে শ্যামকুণ্ড এবং রাধাকুণ্ডাদিতে বিহার মায়িকসম্পর্ক শূন্য। শ্রীকৃষ্ণ-বিলাস নিরস্ত-কুহক পরমসত্য—পরতরধ্যানের বস্তু। কীর্ত্তন ব্যতীত ধ্যান সম্ভব নহে বা স্থিরতর হয় না। অতএব আম্নায়-গুরু শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব আম্নায় ধারায় আগত বর্ত্তমান এবং ভবিকালের ভক্তগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ বিলাসের অনুকীর্ত্তনপর ধ্যানের ব্যবস্থা দিয়াছেন।

"গোপীভাব-দরপণ, নব নব ক্ষণে ক্ষণ,
তার আগে কৃষ্ণের মাধুর্য্য।
দোঁহে করে হুড়াহুড়ি, বাড়ে মুখ নাহি মুড়ি,
নব নব দোঁহার প্রাচুর্য্য॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ২১।১১৮)

স্বয়ংভগবান্ অবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব কীর্ত্তিত উক্ত বাক্যের গূঢ় অভিপ্রায় যে বেদান্তের অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, জন্মাদ্যস্য যতঃ, শাস্ত্র-যোনিত্বাৎ, তত্তু সমন্বয়াৎ, ঈক্ষতের্নাশব্দম্ (১।১।১-৫) সূত্রে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের মঙ্গলাচরণ-রূপ বস্তু নির্দ্দেশের প্রথম শ্লোকে আমাদিগকে জানাইয়াছেন। রায় রামানন্দ প্রতি শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবের নিম্নোক্ত উক্তি হইতেও ইহা প্রমাণিত হয়—

"চুরি করি' রাধাকে নিল গোপীগণের ডরে।
অন্যাপেক্ষা হৈলে প্রেমের গাঢ়তা না স্ফুরে॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ৮।১০১)

অতএব সম্বন্ধ, অভিধেয় এবং প্রয়োজনাত্মক মন্ত্ররাজ এবং কামগায়ত্রী কামবীজে অপ্রাকৃত নবীন-মদন শ্রীকৃষ্ণ-ভজনপ্রণালী আমাদের পৈতৃক সম্পদ্ এবং আমাদিগের পরম আরাধ্য পিতা শ্রীলগুরু-মহারাজ তাহা আম্নায় পারম্পর্য্যে প্রাপ্ত হইয়া অমায়ায় আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। তদুপরি উদার কৃষ্ণের প্রকাশ-বিগ্রহরূপে তিনি ভূরি কৃপাবশে আমাদিগকে মন্ত্র ও গায়ত্রীর গূঢ় তাৎপর্য্যস্বরূপ ব্রজবনের বিভিন্ন কুঞ্জগৃহে—সর্ব্বোপরি শ্যামকুণ্ড এবং রাধাকুণ্ডের নিকট-প্রদেশে শ্রীগোবর্দ্ধন-কুঞ্জগৃহে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম-বিলাসের চরম পরম পরিণতি-স্বরূপা শ্রীরাধিকা দ্বারা আলিঙ্গিত—শ্রীরাধা-ভাব-দ্যুতি-সুবলিত গৌর-হরি এবং রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তিরূপ শ্রীহরিনাম-মহামন্ত্র যাহা হরি-ভজনের একমাত্র উপায় এবং উপেয়, তাহা আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। আমাদিগের পরম গুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরও শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজী যে শ্রীহরিনাম মহামন্ত্রের স্বরূপ, তাহা লব্ধদীক্ষ অর্চ্চনকারিগণের উপলব্ধির জন্য অধিকাংশ স্থানে প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদিগের গুরুমহারাজ এবং তাঁহার সতীর্থগণও ঐ প্রকার শ্রীবিগ্রহগণ স্থাপন করিয়া যাহাতে তাঁহাদিগের আশ্রিতজনগণ অর্চ্চন

এবং শ্রীনাম-ভজন দ্বারা শ্রীহরিনাম মহামন্ত্রের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন, তাহার সৌলভ্যসাধন করিয়াছেন। তদুপরি তিনি আমাদের স্বরূপের পরিচয় ও সেবার নির্দ্দেশক এক একটী পারমার্থিক নামও দান করিয়াছেন। শ্রীগুরু-গায়ত্রীতে তিনি তাঁহার নিজ স্বরূপের পরিচয় দিয়াছেন—তিনি কৃষ্ণানন্দী। শ্রুতি শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—যদ্বৈ তৎ সুকৃতম্। রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি॥ (তৈঃ উঃ ২।৭) অর্থাৎ অপ্রাকৃত শৃঙ্গার রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের এবং মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধিকার আশ্রিতাগণই লব্ধ্বানন্দী।

শ্রীগুরুদেব করুণামৃতবাহিনী শ্রীমতী রাধিকার অভিন্ন প্রকাশবিগ্রহ স্বরূপ। তিনি পরম করুণা প্রকাশে আমাদিগকে ভজন-রাজ্যের সমস্ত সম্পদ্‌ই প্রদান করিয়াছেন। কিছুই অবশিষ্ট রাখেন নাই। কিন্তু যথোপযুক্ত সাধন-ব্যতীত সাধ্য বস্তু উপলব্ধির বিষয় হয় না। মাদৃশ দীনহীন মহামন্ত্র শ্রীহরিনাম-গ্রহণে অপরাধের ফলে কেবল অন্ধকারই দর্শন করিতেছে। নিজ স্বরূপ, শ্রীগুরুমহারাজের অপ্রাকৃত স্বরূপ এবং ভজনীয় শ্রীহরিনাম মহামন্ত্রের স্বরূপ উপলব্ধি হইতেছে না। অদ্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের আবির্ভাব এবং পরাৎপর গুরুপাদপদ্ম শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের নিত্যলীলাপ্রবেশ-শুভবাসরে এই দীন সেবকের প্রার্থনা—তাঁহারা ভূরি কৃপা বিস্তার পূর্ব্বক আমাদিগকে স্ব-স্বরূপ উপলব্ধি করাইয়া তাঁহাদের নিজ-স্বরূপ এবং শ্রীহরিনাম-মহামন্ত্রের-স্বরূপ উপলব্ধির যোগ্যতা প্রদান করুন।

নিকুঞ্জযূনো রতিকেলিসিদ্ধ্যৈ
যা যালিভির্যুক্তিরপেক্ষণীয়া।
তত্রাতিদাক্ষ্যাদতিবল্লভস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

দাসানুদাসাভাস
শ্রীগোপীরমণ দাস অধিকারী

শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপোপদেশের কিয়দংশ

(তদীয় শুভাবির্ভাব-বাসরে)

শ্রীদামোদর উত্থান তিথিতে তোমাদের স্নেহ-গৌরবের পাত্র বিচারে এ কাঙ্গালের কথা স্মরণ করিয়াছ জানিয়া উল্লসিত হইলাম। শ্রীভগবদ্ভক্তগণের স্নেহদৃষ্টির মধ্যে আপতিত হইলেই জীবের সুমঙ্গল লাভ সুনিশ্চিত হইয়া থাকে।

তোমরা সকলে জাগতিক মোহ ও আকর্ষণের পাত্র—পিতা, মাতা, স্বজন, বান্ধবদিগকেও পরিত্যাগ করতঃ শ্রীকৃষ্ণের করুণায় আকর্ষিত হইয়া একমাত্র তাঁহার শ্রীচরণকমলের সেবানিরত থাকিবার অভিপ্রায়ে বহুবিধ ক্লেশ স্বীকার করিতেছ এবং আনুষঙ্গিকভাবে আমার অভীষ্টদেব শ্রীল প্রভুপাদের মনোঽভীষ্ট পূরণে সাহায্য করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিতেছ। আমি এই জন্য শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত সকলের নিকট চিরকৃতজ্ঞ। আমি আমার নিত্য প্রভুর মহিমা শ্রবণ কীর্ত্তনে অভিলাষাভাসযুক্ত ছিলাম। ভক্তবৎসল শ্রীল প্রভুপাদ করুণাপরবশ হইয়া আমাকে উক্ত সুযোগ প্রদানের নিমিত্ত নিজ নিত্যকিঙ্করদিগকে আমার সাহায্যকারী বন্ধুরূপে, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে পাঠাইয়া আমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠবাসিগণ আমার শ্রীগুরুদেবেরই করুণাশক্তি-বিগ্রহরূপে প্রকাশিত রহিয়াছেন। তাঁহাদের সেবাই আমার ধর্ম্ম ও আমার শ্রীগুরুদেবের সেবার অন্তর্গত বিষয় বলিয়াই জানি।

আমার জন্মদিনে আমার শ্রীগুরুদেবের বৈভবগণের স্মৃতিপথে আমার স্থান হওয়ায় আমার ভবিষ্যৎ শুভ সূচনা করিতেছে। বৈষ্ণবের মর্য্যাদাপ্রদানকারী ভক্তগণই শুদ্ধ-বৈষ্ণব সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। কেবলমাত্র শ্রীহরির অর্চ্চাবিগ্রহের শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পূজনকারী, অন্যান্য দেবতায় পরমেশ্বর বুদ্ধি-জনিত বিভ্রান্তি হইতে অব্যাহতি-প্রাপ্ত অথচ বৈষ্ণব-পূজায় উৎসাহরহিত ব্যক্তিগণকে কনিষ্ঠ বা প্রাকৃত বৈষ্ণব সংজ্ঞা দেওয়া হয়। পরতত্ত্ব শ্রীহরির প্রীতিবিধানে সমুৎসুক, কিন্তু সাক্ষাৎভাবে তাঁহার স্বরূপের সঙ্গ না পাইয়া তাঁহার প্রীতির উদ্দেশ্যে শ্রীঅর্চ্চাতে আদরের সহিত সেবনকারি ব্যক্তি ভক্তি-প্রকৃতিতে প্রবিষ্ট হওয়ায় প্রাকৃত ভক্ত বা কনিষ্ঠ বৈষ্ণব-

রূপে সম্মানিত হন। তদপেক্ষা উন্নত ভক্তগণ শ্রীহরির বৈভব বৈষ্ণবগণে সাক্ষাৎভাবে তাঁহার অধিক অধিষ্ঠান লক্ষ্য করিয়া বৈষ্ণব পূজায় আসক্ত হইয়া থাকেন—"তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্"। প্রাকৃত জাড্য প্রবল থাকিলে এবং দম্ভ ও মৎসরতারূপে উহা প্রকট হইলে বৈষ্ণবপূজন সম্ভব হয় না। অপ্রকটিত বৈষ্ণবের পূজা কখন কখনও বা দাম্ভিকগণ করিতে সমর্থ হন, কিন্তু মনুষ্যরূপধারী প্রকট বৈষ্ণবের বা শ্রীভগবৎপার্ষদ-গণের পূজা মৎসরতাবশে করা সম্ভব হয় না। কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণ মন্ত্রের দ্বারা শ্রীবিষ্ণু পূজন বা শ্রীশালগ্রামাদির অর্চ্চন করেন; কিন্তু শ্রীবিষ্ণু জীবদিগকে সাক্ষাৎভাবে কৃপা করিবার জন্য বাহ্যতঃ মনুষ্যরূপে জগতে অবতীর্ণ হইলে একমাত্র নির্ব্ব্যলীক ভক্তগণ ব্যতীত মহামহাপণ্ডিতগণও তাঁহার সাক্ষাৎ সেবা পূজা হইতে বঞ্চিত হন। মায়িক জড়তা বা জড় প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষাই ঐ ভাবে বঞ্চিত হইবার কারণ।

শরণাগতি ব্যতীত মায়ার প্রহেলিকা হইতে রেহাই প্রাপ্তি বদ্ধজীবের পক্ষে সম্ভব নয়। আমাদের শরণ্য শ্রীগুরুদেব শ্রীভগবানের আশ্রয়-জাতীয় (বিষ্ণু) তত্ত্ব বলিয়া সেব্য-সেবকরূপে প্রকট থাকিয়া সেবা গ্রহণ ও শিক্ষণের দ্বারা আমাদিগকে কৃতার্থ করিয়া থাকেন। আমরা অবান্তর উদ্দেশ্য লইয়া বঞ্চিত হইবার যোগ্য না হইলে অবশ্যই তাঁহার করুণাচ্ছটায় তাঁহার বিশুদ্ধ চিন্ময়স্বরূপ সন্দর্শনে কৃতার্থ হইতে পারিব। আমাদের অধিকারের তারতম্যানুসারে তিনি বিভিন্ন রসোচিত সেবা সন্দর্শনের সুযোগ প্রদান করেন। সেবকবৎসল জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার নিত্যকিঙ্কর ও কিঙ্করানু-কিঙ্করত্বাকাঙ্ক্ষিজনগণকে যাবতীয় অশুভের হস্ত হইতে উদ্ধারকরতঃ নিজাভীষ্টসেবায় নিয়োগ করুন, ইহাই তাঁহার শ্রীচরণে আমার কাতর প্রার্থনা।

নিয়ম-সেবা ও শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

দ্বাদশ মাসের মধ্যে কার্ত্তিক মাসই কৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। এই মাসে অতি অল্প উপায়ন দ্বারাও শ্রীহরির পূজা করিলে তদ্দ্বারা পূজকের বিষ্ণুধামে গতি হয়। কার্ত্তিক মাসে শ্রীহরিমন্দির বা শ্রীধাম-পরিক্রমার দ্বারা পদে পদে অশ্বমেধযজ্ঞ-ফল লাভের কথা শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইলেও ভগবদ্ভক্তগণের পক্ষে কার্ত্তিক মাসে সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সকল বিধির মূল বিধি একান্ত ভক্তিভাবে অকপটে শুদ্ধ বৈষ্ণব সঙ্গে বাসের ব্যবস্থাই মহাজনগণ প্রদান করিয়াছেন।

কর্ম্মী, জ্ঞানী অথবা প্রাকৃত সহজিয়া সম্প্রদায় ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষ প্রাপ্তির অভিলাষে তীর্থ পর্য্যটন করিয়া থাকেন বলিয়া তাঁহাদের পর্য্যটক সূত্রে যে তীর্থ পরিভ্রমণ তাহা নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্যই সাধিত হয়। কিন্তু শ্রীভগবানের সুখ বিধানের চিন্তা হৃদয়ে রাখিয়া ভগবৎপ্রেম-সংগ্রহের কার্য্যের জন্য যে তীর্থ পরিভ্রমণ তাহা পূর্ব্বোক্ত তীর্থ পর্য্যটের কার্য্যের সঙ্গে এক পর্য্যায়ভুক্ত নহে। ভগবদ্ভক্তগণের অনুষ্ঠেয় কার্য্যাবলী অভক্তজনগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইলেও উভয়ের ফল এক নহে। ভক্তিশাস্ত্রে বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ সাধনের ব্যবস্থা প্রদান করিলেও পঞ্চবিধ ভক্ত্যঙ্গ সাধনের শ্রেষ্ঠত্ব কথিত হইয়াছে। এমন কি, তাহা অতি অল্প মাত্রায় সাধিত হইলেও তদ্দ্বারা কৃষ্ণপ্রেম লাভ হইয়া থাকে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

> সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ।
> মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥
> সকল সাধন শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
> কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ॥
>
> (চৈঃ চঃ মধ্য ২২।১২৪-১২৫)

কর্ম্মী, জ্ঞানী বা প্রাকৃত সহজিয়ার চিত্তবৃত্তি হৃদয়ে পোষণ করতঃ নিজেন্দ্রিয় তর্পণের উদ্দেশ্যে প্রবল উৎসাহের সহিত ঐ ভক্ত্যঙ্গ পঞ্চক অতি সুষ্ঠুভাবে যাজন করিলেও ফলস্বরূপে আমরা কৃষ্ণপ্রেমালাভ হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়িব। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

> মন তুমি তীর্থে সদা রত।
> অযোধ্যা মথুরা মায়া, কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা,
> দ্বারাবতী আর আছে যত॥
> তুমি চাহ ভ্রমিবারে, এ সকল বারে বারে,
> মুক্তি লাভ করিবার তরে।

সে কেবল তব ভ্রম, নিরর্থক পরিশ্রম,
চিত্ত স্থির তীর্থে নাহি করে ॥
তীর্থফল সাধুসঙ্গ, সাধু সঙ্গে অন্তরঙ্গ,
শ্রীকৃষ্ণ ভজন মনোহর।
যথা সাধু তথা তীর্থ, স্থির করি নিজ চিত্ত,
সাধুসঙ্গ কর নিরন্তর ॥
যে তীর্থে বৈষ্ণব নাই, সে তীর্থেতে নাহি যাই,
কি লাভ হাঁটিয়া দূরদেশ।
যথায় বৈষ্ণবগণ, সেই স্থান বৃন্দাবন,
সেই স্থানে আনন্দ অশেষ ॥
কৃষ্ণভক্তি যেই স্থানে, মুক্তিদাসী সেইখানে,
সলিল তথায় মন্দাকিনী।
গিরি তথা গোবর্দ্ধন, ভূমি তথা বৃন্দাবন,
আবির্ভূতা আপনি হ্লাদিনী ॥
বিনোদ কহিছে ভাই, ভ্রমিয়া কি ফল পাই,
বৈষ্ণব সেবন মোর ব্রত ॥

নিখিলশাস্ত্র সাধন-ভক্তির বিবিধ অঙ্গ সকলের কথা উল্লেখ করিয়া তাহা সাধুসঙ্গে সাধিত হইলেই চরম ও পরম মঙ্গল প্রদান করে বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। এমনি কি, যে কোন প্রকারেই হউক কেহ যদি শুদ্ধ ভক্তির প্রতি শ্রদ্ধা বিশিষ্ট হইয়া শুদ্ধভক্তের সঙ্গ করেন তাহা হইলে অজ্ঞাত সুকৃতি কোন না কোন দিন তাঁহার মঙ্গল বিধান করিবেই করিবে।

তাই পরদুঃখ দুঃখী আচার্য্য শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ আমার ন্যায় শ্রীহরি বিমুখেরও পারমার্থিক মঙ্গল বিধানোদ্দেশ্যে নিরন্তর সাধুসঙ্গে অবস্থানের সুযোগ প্রদানের জন্য কার্ত্তিক মাসে নিয়ম সেবাকালে চৌরাশীক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমণের ব্যবস্থা করতঃ কলিকাতাস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে যথাবিধি নিয়মসেবা আরম্ভ করাইয়া গত ১২ই কার্ত্তিক মথুরা যাত্রা করিয়াছিলেন। তথায় বঙ্গদেশ, আসাম, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব প্রভৃতি বিভিন্নস্থান হইতে সমবেত শতাধিক গৃহস্থ পুরুষ ও মহিলা ভক্ত, মঠবাসী ত্যাগী সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থ ও ব্রহ্মচারিভক্তবৃন্দ-সহ পদব্রজে কীর্ত্তনমুখে পরমানন্দে ভগবদ্ধাম পরিক্রমা সম্পাদন করিয়াছেন। পরিক্রমাকারি-যাত্রীগণ নির্ব্বিঘ্নে পরিক্রমা সমাপনান্তে গত ১৫ অগ্রহায়ণ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। আমাদের শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার বিস্তৃত বিবরণ পরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীবৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে অবস্থান করতঃ শ্রদ্ধালু সজ্জনগণের নিকট শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন ও নিকটবর্ত্তী বিভিন্ন সহরে বক্তৃতাদি প্রদান করিয়া শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচার করিতেছেন।

শ্রীঅন্নকূট ও শ্রীগুরুপূজা মহোৎসব

কলিকাতাস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বিগত ৩০ কার্ত্তিক শ্রীঅন্নকূট উৎসব দিবস মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীগিরিরাজের অর্চ্চন ও বিচিত্র ভোগ নিবেদনের পর শ্রীঅন্নকূট দর্শনার্থী সমাগত সহস্রাধিক ভক্তবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

বিগত ১০ অগ্রহায়ণ শ্রীউত্থান একাদশী তিথিতে আমাদের পরাৎপর শ্রীগুরুপাদপদ্ম পরমহংস শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের নিত্যলীলায় প্রবেশ দিবসে আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের ষষ্টিতম শুভ আবির্ভাব বাসর উপস্থিত হওয়ায় তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত ও কৃপাভিষিক্ত সেবকগণ তদীয় আলেখ্যার্চ্চা বিচিত্র বর্ণের পুষ্প-লতা ও মাল্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া যথাবিধি অর্চ্চন ও ভোগ নিবেদনান্তে শ্রীগুরুপাদপদ্মে আর্ত্তি পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন।

সন্ধ্যারতির পর শ্রীমঠে আহূত সভায় শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও পরাৎপর শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা কীর্ত্তনমুখে বক্তৃতা এবং আত্মনিবেদনাত্মক ও শরণাগতিমূলা মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল।

উক্ত দিবস শ্রীহরি-বাসর থাকায় তৎপর দিবস মধ্যাহ্ন ভোগারতির পর প্রায় ৫।৬ শত শ্রদ্ধালু সজ্জনদিগকে চতুর্ব্বিধ রসসমন্বিত মহাপ্রসাদ দ্বারা আপ্যায়িত করা হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে ও তদধীন শ্রীধাম বৃন্দাবন, কৃষ্ণনগর, যশড়া শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট; হায়দ্রাবাদ, গৌহাটী, সরভোগ, তেজপুর ও বালিয়াটি (ঢাকা) প্রভৃতি শাখা মঠ সমূহে শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা, শ্রীঅন্নকূট উৎসব ও শ্রীগুরুপূজা মহোৎসব মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন্। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৫·০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ২·৭৫ নঃ পঃ, প্রতি সংখ্যা ·৫০ নঃ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

বিজ্ঞাপনের হার—

প্রতিবার ১ পৃষ্ঠা—৪০ (চল্লিশ টাকা), অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা ১ কলম—২২৲ টাকা (বাইশ টাকা), সিকি পৃষ্ঠা বা অর্দ্ধ কলম—১২৲ (বার টাকা), সিকি কলম—৭৲ (সাত টাকা), কলম—৪৲ (চার টাকা)। দীর্ঘ কালের জন্য বিজ্ঞাপন দিলে ভিক্ষা স্বতন্ত্র। তাহা সাক্ষাদ্‌ভাবে অথবা পত্রদ্বারা জ্ঞাতব্য।

নিবেদক—কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

শ্রীচৈতন্য বাণী

মাঘ—১৩৭০

৩য় বর্ষ] মাধব, ৪৭৭ শ্রীগৌরাব্দ [১২শ সংখ্যা

"কনক-কামিনী, প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী,
ছাড়িয়াছে যারে সেইত বৈষ্ণব।
সেই অনাসক্ত, সেই শুদ্ধ ভক্ত,
সংসার তথায় পায় পরাভব॥" —প্রভুপাদ

শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

"শ্রীদয়িত দাস, কীর্ত্তনেতে আশ,
কর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম রব।
কীর্ত্তন-প্রভাবে, স্মরণ হইবে,
সে কালে ভজন নির্জ্জন সম্ভব॥" —প্রভুপাদ

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ, এম্-এ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্।

২। উপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ।

৫। শ্রীগোপীরমণ দাস, বিদ্যাভূষণ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ

আকর মঠ ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

১। (ক) শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা২৬।
(খ) ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড; কলিকাতা-২৬।

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।

৩। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর।

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, বৃন্দাবন (মথুরা)।

৫। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা।

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ—২ (অন্ধ্র প্রদেশ)।

৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম)।

৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম)।

৯। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ—চাকদহ (নদীয়া)।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১০। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)।

১১। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)।

মুদ্রণালয় ঃ—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ২৫।১, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ সাহ রোড, টালীগঞ্জ, কলিকাতা-৩৩।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

৩য় বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মাঘ, ১৩৭০। | ১২শ সংখ্যা
১ মাধব, ৪৭৭ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ মাঘ, বুধবার, ২৯ জানুয়ারী, ১৯৬৪।

প্রকৃত শিষ্যের বিচারে শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ সেবক-ভগবান্

"সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥"

নিখিল শাস্ত্র যাঁহাকে সাক্ষাৎ শ্রীহরির অভিন্ন বিগ্রহরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং সাধুগণও যাঁহাকে সেইরূপেই চিন্তা করিয়া থাকেন, তথাপি যিনি—মহাপ্রভু ভগবানের একান্ত প্রেষ্ঠ, সেই (ভগবানের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ প্রকাশ-বিগ্রহ) শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি।

সাক্ষাৎ ভগবান্‌কে যেরূপ বিচার ক'রবে, গুরুদেবকেও সেরূপ বিচার ক'র্ব্বে, কোনও অংশে কম মনে ক'র্ব্বে না। সাধু সকল—পণ্ডিত সকল—বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সকলের কর্ত্তব্য হ'চ্ছে—ভগবানের ন্যায় গুরুকে জানা—পূজা করা—সেবা করা—যদি তা' না করেন, তবে শিষ্য-স্থান হ'তে ভ্রষ্ট হ'য়ে যাবেন।

মহান্ত গুরুদেবকে ভগবান্ হ'তে অভিন্ন—ভগবানের প্রকাশমূর্ত্তি না বল্লে কোনও দিন ভগবানের নাম মুখে উচ্চারিত হ'বে না। তা'র একটা প্রমাণ আছে শ্রুতিতে—

"যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

তিনিই শ্রুতির মর্ম্ম বুঝ্‌তে পারেন, যাঁ'র গুরু ও ভগবানে অভিন্ন বুদ্ধি আছে।

"যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥"

সচ্চিদানন্দ ভগবানের গায়ে হাত আছে, সেই হাত দিয়ে তিনি যেন তাঁ'র পা' চুল্‌কুচ্ছেন। ভগবানের হাতও তাঁ'র দেহ-ই—ভগবান্ নিজেই নিজের সেবা ক'রছেন। **ভগবান্ নিজেই নিজের সেবা শিক্ষা দিবার জন্য গুরুরূপে অবতীর্ণ হ'য়েছেন।** আমার গুরুদেবও সেইরূপ ভগবান্ হ'তে অভিন্ন—ভগবানের সহিত এক দেহ—

'সেব্য-ভগবান্' আর 'সেবক-ভগবান্'—'বিষয়-ভগবান্' আর 'আশ্রয়-ভগবান্'। মুকুন্দ—সেব্য-ভগবান্—বিষয়-ভগবান্, আর মুকুন্দপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব—সেবক-ভগবান্—আশ্রয়-ভগবান্। আমার গুরুদেবের তুল্য প্রিয় ভগবানের আর কেহ নাই। তিনিই ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। আমাদের গুরুদেব এরূপ ব'লেছেন,—

"ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণনিরুক্তং কিল কুরু ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-প্রচুর-পরিচর্য্যামিহ তনু।
শচীসূনুং নন্দীশ্বরপতিসুতত্বে গুরুবরং মুকুন্দ-প্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং নন্বু মনঃ॥"

হে মন, বেদ-প্রতিপাদিত ধর্ম্মই হউক অথবা বেদনিষিদ্ধ অধর্ম্মই হউক, তুমি তাহা কিছুই করিও না। তুমি ইহ জগতে বর্ত্তমান থাকিয়া ব্রজে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের প্রচুর পরিচর্য্যা বিস্তার কর এবং শচীনন্দন শ্রীগৌরসুন্দরকে নন্দ-নন্দন হইতে অভিন্ন এবং গুরুবরকে 'মুকুন্দ-প্রেষ্ঠ' জানিয়া নিরন্তর স্মরণ কর।

"গুরৌ গোষ্ঠে গোষ্ঠালয়িষু সুজনে ভূসুরগণে স্বমন্ত্রে শ্রীনাম্নি ব্রজ-নবযুবদ্বন্দ্ব-শরণে।
সদা দম্ভং হিত্বা কুরু রতিমপূর্ব্বামতিতরামযে স্বান্তর্ভ্রাতশ্চটুভিরভিযাচে ধৃতপদঃ॥"

গোষ্ঠে—নবদ্বীপে—বৈকুণ্ঠে—শ্বেতদ্বীপে—বৃন্দাবনে; নবদ্বীপবাসী—ব্রজবাসী গৌরকৃষ্ণ-সেবকগণকে অমর্য্যাদা কোরো না। ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবকে অবজ্ঞা কোরো না। অত্যন্ত সরলতার সহিত ভগবানের সেবা কোর্‌ব—ভগবানের বাক্য আমার গুরুদেব পর্য্যন্ত আছে—আমি সেই বাক্য সরলভাবে পালন কোর্‌ব। আমি মূর্খ-সম্প্রদায়ের—হিংসা-পরায়ণ-সম্প্রদায়ের কোনও কথা শুনে গুরুর অবজ্ঞা কোর্‌ব না।

বৈষ্ণব-গুরুর আজ্ঞা পালন করতে যদি আমাকে 'দাম্ভিক' হ'তে হয়, 'পশু' হ'তে হয়—অনন্তকাল নরকে যেতে হয়—আমি অনন্তকালের তরে **Contract** ক'রে সেইরূপ নরকে যেতে চাই। আমি গুরু-আজ্ঞা ছেড়ে অন্য হিংসাপরায়ণ লোকের কথা শুন্‌বো না। আমি গুরুর আজ্ঞা ছেড়ে জগতের বাদবাকী কা'রও কথা শুন্‌বো না—জগতের অন্যান্য সমস্ত লোকের চিন্তাস্রোত গুরুপাদপদ্মের বলে মুষ্ট্যাঘাতে বিদূরিত ক'র্‌ব—আমি এতদূর দাম্ভিক। আমার গুরুপাদপদ্ম-পরাগের একটু কণা ছড়িয়ে দিলে তোমাদের মত কোটী কোটী লোক উদ্ধার লাভ ক'র্‌বে। এমন কোনও পাণ্ডিত্য জগতে নাই—এমন কোনও সদ্-বিচার চতুর্দ্দশ ভুবনে নাই—কোন মনুষ্য-দেবতায় নাই—যা' নাকি আমার গুরুদেবের পাদপদ্মের ধূলির একটী কণা হ'তেও ভারী হ'তে পারে।

—শ্রীল প্রভুপাদ।

ভাবভক্তিবিচার

প্রেমভক্তিই সাধনভক্তির ফল। প্রেমভক্তির দুইটী অবস্থা। প্রথমাবস্থা ভাব এবং দ্বিতীয়াবস্থা প্রেম। প্রেমকে সূর্য্যের সহিত উপমা করিলে ভাবকে তাহার কিরণস্বরূপ বলা যায়। ভাব বিশুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ, রুচি দ্বারা চিত্তকে মসৃণ করে। পূর্ব্বে যে ভক্তিসামান্যলক্ষণে কৃষ্ণানুশীলন কার্য্যের উল্লেখ আছে, তাহাই যে অবস্থায় বিশুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ হয় এবং রুচির দ্বারা চিত্তকে মসৃণ করে, সেই অবস্থাকে ভাব বলা যায়। ভাব মনোবৃত্তিতে আবির্ভূত হইয়া মনোবৃত্তির স্বরূপতা লাভ করে। তত্ত্বতঃ ভাব স্বয়ং-প্রকাশরূপ কিন্তু মনোবৃত্তিগত হইয়া প্রকাশ্যরূপে ভাসমান হয়। এস্থলে যাহাকে ভাব বলা গিয়াছে, তাহারই অন্য নাম রতি। রতি স্বয়ং আস্বাদস্বরূপ হইয়াও কৃষ্ণাদি

বিষয়াস্বাদের হেতুরূপে প্রতিপন্না। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, রতি চিত্তত্ত্ববিশেষ, জড়ান্তর্গত কোন তত্ত্ব নয়। বদ্ধজীবের যে জড়ীয় বিষয়ে রতি, তাহা ঐ জীবের চিদ্বিভাগ-গত ভাবের জড়সম্বন্ধীয় বিকৃতি মাত্র। জড়ে যখন ভগবদনুশীলন হয়, তখন ঐ রতি সম্বিদংশে ভগবৎ সম্বন্ধীয় আলোচ্য বিষয়সকলের আস্বাদনের হেতু হয়। তৎকালেই হ্লাদিনী-অংশে স্বয়ং আহ্লাদ প্রদান করে। রতিই প্রেমকল্পতরুর বীজস্বরূপ। রতিতে যখন অন্যান্য ভাব আসিয়া সহায়তা করে, তখন ভাবযোজক সম্বন্ধের দ্বারা প্রেম-বৃক্ষকে প্রকট করে। রস-তত্ত্ব বিচারে ইহার বিশেষ উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

রতিই প্রেমের অত্যন্ত সূক্ষ্মাংশ বিশেষ, যাহা হইতে আর কোন স্বরূপগত সূক্ষ্মাংশ নাই। শত সংখ্যক অঙ্কে যেমন এক একটী অখণ্ডিত অতি সূক্ষ্ম বিভাগ (ইংরাজী ভাষায় unit বলে), প্রেমতত্ত্বে রতি তদ্রূপ একটী অখণ্ডিত সূক্ষ্ম বিভাগ। সাধন-ভক্তিতে রুচি, শ্রদ্ধা, আসক্তি প্রভৃতি যে সকল ভাব দেখা গিয়াছিল, সে সকল এক অঙ্কস্থলীয় রতির ভগ্নাঙ্ক-বিশেষ। সাধনাঙ্গে শ্রদ্ধা বা রুচি না থাকিলে সাধন সম্পূর্ণরূপে বিফল। বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্মে যে শ্রদ্ধা ও রুচির উল্লেখ আছে, সে শ্রদ্ধা ও রুচি রতিরই ভগ্নাঙ্ক বটে, কিন্তু ঐ ভগ্নাঙ্কের প্রতিবিম্বিত ভাব। নীতিবিরুদ্ধজীবনে রতির ভগ্নাঙ্ক সকল অত্যন্ত বিকৃত। নৈতিক জীবনে উহারা কিয়ৎ পরিমাণে বিধিবদ্ধ। সেশ্বরনৈতিক জীবনে তাহারা অধিকতর বিধিবদ্ধ, কিন্তু তথাপি বিকৃত প্রায়। সাধনভক্ত জীবনে উহাদের বিকৃতি নাই, কিন্তু ভগ্নাংশতা থাকায় তাহা পূর্ণাঙ্ক নয়। ভাগবত-জীবন উদিত হইলেই একাঙ্কস্থলীয় রতি লক্ষিত হন। পূর্ণাঙ্কস্থলীয় উদিত হইলেই জীব চরিতার্থ হয়। প্রাপ্তরতি পুরুষের দেহত্যাগ পর্য্যন্ত প্রপঞ্চ সম্বন্ধ থাকে। প্রপঞ্চোন্মুখতাই রতির বিকৃতি। ঈশোন্মুখতাই তাহার বিকৃত-মুক্তি বা স্বীয় প্রকৃতি।

রতি বা ভাব দুই প্রকার যথা :—

১। সাধনাভিনিবেশজ ভাব। ২। প্রসাদজ ভাব।

সাধনাভিনিবেশজ ভাব পুনরায় দুই প্রকারে বিভক্ত হয় ; যথা :—

১। বৈধ সাধনাভিনিবেশজ ভাব।

২। রাগানুগ সাধনাভিনিবেশজ ভাব।

শ্রদ্ধাযুক্ত সাধকের সাধনাভিনিবেশই ক্রমশঃ পরমেশ্বরে রুচি উৎপত্তি করে। সেই রুচি সাধনাভিনিবেশ ক্রমে পরে আসক্তি হইয়া শেষে রতিরূপে পুষ্ট হয় ইহাই সাধনের ফলক্রম। শ্রীমন্নারদের জীবনই বৈধ সাধনাভিনিবেশজ ভাবের উদাহরণ। পদ্মপুরাণোক্ত রাগানুগা ভক্তা স্ত্রীর ভাবপ্রাপ্তিই রাগানুগ সাধনাভিনিবেশজ ভাবের উদাহরণ। প্রসাদজভাব দুই প্রকার যথা ; :—

১। কৃষ্ণ প্রসাদজ ভাব ২। ভক্তপ্রসাদজ ভাব। কৃষ্ণপ্রসাদজ তিন প্রকার। (১) বাচিক, (২) আলোকদান এবং (৩) হার্দ্দ।

ভগবান্ যখন কাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বাক্যদ্বারা আনন্দ বিধান করেন, তখন বাচিক প্রসাদ হয়। ভগবান্ স্বীয় মূর্ত্তি দর্শন দিয়া যে প্রসাদ বিতরণ করেন, তাহাকে আলোকদান বলে। হৃদয়ে যখন উৎকৃষ্ট ভাব উদয় করান, তাহাকে হার্দ্দ প্রসাদ বলে। নারদাদি ভক্তপ্রসাদে অনেক জীবের হৃদয়ে ভাব উদিত হইয়াছে। সে সমুদয় ভক্ত-প্রসাদজভাব। ভক্তদিগের একটী মহতী শক্তি উদিত হয়। তাঁহারা সেই শক্তিক্রমে কৃপাপূর্ব্বক অন্য জীবে শক্তি সঞ্চার করিতে পারেন। প্রহ্লাদ ও ব্যাধ নারদের কৃপায় নৈসর্গিকী রতি লাভ করিয়াছিলেন। শক্তি সঞ্চার সম্বন্ধে একটী কথা বলা আবশ্যক। প্রেমভক্তদিগের শক্তি অসীম। যে কোন প্রকারের পাত্র হউক, তাঁহারা তাহাকে কৃপা করিয়া শক্তি সঞ্চার করিতে পারেন। ভাবভক্তগণ সাধনভক্তদিগের প্রতি কৃপা করিয়া নিজ নিজ চরিত্রের অনুকরণীয় শক্তি সঞ্চার করিতে পারেন। নিজ নিজ চরিত্রের বলদ্বারা বহির্ম্মুখদিগের প্রাক্তন যোগ্যতাক্রমে তাহাদের পরমেশ্বরে রুচি উৎপত্তি করিতে পারেন। বৈধ ও রাগানুগ সাধনপর ভক্তগণ শিক্ষা ও উদাহরণ দ্বারা বহির্ম্মুখ লোকের প্রাক্তন অনুসারে পরমেশ্বরে

শ্রদ্ধা উৎপত্তি করিতে পারেন। এস্থলে আরও বিচার্য্য এই যে, জীবগণ সাধনক্রমে ভাবভক্তি লাভ করেন, ইহাই প্রাত্যহিক। প্রসাদজভাব বিরলোদয় বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। অত্যন্ত নিম্নাধিকারীও প্রসাদক্রমে ভাবাধিকার লাভ করিতে পারেন। ভগবানের অচিন্ত্যশক্তি ও বিধি সমূহের প্রভুতাই ইহার একমাত্র হেতু। এরূপ প্রসাদকে অবিচার বলিয়া কেহ অভিমান করিতে পারেন না, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে স্বতন্ত্র বলিলে এরূপ অধিকার তাঁহার পক্ষে অন্যায় নয়। ন্যায় কাহাকে বলি? পরমেশ্বরের ইচ্ছাই ন্যায়। ইচ্ছা হইতে যে সমস্ত বিধি হইয়াছে, তাহার পালনকেই সাধারণে ন্যায়পক্ষ বলে। যে ব্যক্তি স্বতন্ত্র ইচ্ছাময়, তাঁহার নিকট বিধি অতি ক্ষুদ্র ও তাঁহার অধীন। মনুষ্য সম্বন্ধে যাহা প্রমাণ, তদ্দ্বারা যে ন্যায় অন্যায় স্থির হয়, তাহা হইতে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সর্ব্বতোভাবে অতীত।

ভক্তভেদে রতি পঞ্চবিধা। রস বিচার-স্থলে তাহাদের পৃথক্ বিচার করা যাইবে।

যে ব্যক্তির হৃদয়ে ভাবের অঙ্কুর জন্মে, তাহার জীবন অতি পবিত্র হয়। বৈধভক্তগণের জীবনে রতির উৎপত্তি হইলে যে সকল পরিবর্ত্তন স্বাভাবিক, তাহা অবশ্যই হইয়া থাকে। বিধিবন্ধন অনেকটা শিথিল হইয়া পড়ে, আচারও কিয়ৎ পরিমাণে স্বৈরতা স্বীকার করে। ভাবজীবন যে বৈধজীবনের এককালীন পরিবর্ত্তন করে, তাহা নয়, কিন্তু ভাবুকের কার্য্যসকল বিধি-স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ হয়। প্রকৃতিস্থ পূর্ণরতি তাহার সমস্ত কার্য্যের নিয়ামক হয়। ভাবুক স্বৈর ভাবাপন্ন হইলেও তাহার দ্বারা উৎপাতের সম্ভাবনা নাই। আদৌ ভাবুকের কোনপ্রকার পুণ্যপাপে রুচি থাকে না। কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়াও ভাবুক কোন কর্ম্ম করেন না। কাহার অনুকরণও করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হয় না। শরীর, মন, আত্মা, সমাজ ইত্যাদি সংরক্ষণ ক্রিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব অভ্যাসবশতঃ অনায়াসেই হইয়া থাকে। তাঁহার পুণ্য কার্য্যেই যখন তাচ্ছিল্য, তখন পাপকার্য্য কোনপ্রকারেই তাঁহা হইতে সম্ভব হয় না। রতির চালনাক্রমে কোন কোন স্থলে বৈধ আচারে বৈগুণ্য লক্ষিত হয়, কিন্তু তাহা দেখিয়া বৈধভক্তগণ কোন প্রকারেই অসূয়া প্রকাশ না করেন। জাত-ভাব ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে কৃতার্থ। তাঁহাদের প্রতি অবজ্ঞা করিলে বৈধভক্তের ভক্তিধন ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া যাইবে। ভাবভক্তের জীবন সাধনভক্তের জীবনের প্রায় সদৃশ; তথাপি ভাবজীবনের কএকটী নূতন লক্ষণ সর্ব্বদাই আলোচনীয়।

—ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর

(পূর্ব্ব প্রকাশিত একাদশ সংখ্যা ২৪৫ পৃষ্ঠার পর)

মহাপ্রভু একদিন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে আজ্ঞা দিলেন;—

"শুন শুন নিত্যানন্দ, শুন হরিদাস।
সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ॥
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
'বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা॥'
ইহা বই আর না বলিবা, বলাইবা।
দিন অবসানে আসি' আমারে কহিবা॥
তোমরা করিলে ভিক্ষা, যেই না বলিব।
তবে আমি চক্রহস্তে সবারে কাটিব॥"

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৩।৮-১১)

মহাপ্রভুর আজ্ঞা পাইয়া দুই ভক্ত সেই অনুসারে নাম প্রচার আরম্ভ করিলেন। জগাই-মাধাই নামক দুইটি মদ্যপায়ী ব্রাহ্মণকে হরিনাম বলাইতে তাঁহাদের অশেষ দুর্গতি ভোগ করিতে হয়। প্রথম দিন কৃষ্ণনাম শুনিয়া দুই মাতাল মহাক্রোধে রক্ত চক্ষু করিয়া তাঁহাদের

মারিবার জন্য ধাইয়া গেল। নিত্যানন্দ প্রভু ছুটিতে লাগিলেন, হরিদাস ঠাকুর একটু স্থূলকায় ছিলেন বলিয়া ছুটিতে অসুবিধা হইতেছিল, ইহাতে নিত্যানন্দ প্রভুকে দোষারোপ করিয়া বলিলেন যে তাঁহার স্বভাব চঞ্চল, সুতরাং চঞ্চলের সহিত একত্র আসা উচিত হয় নাই। নিত্যানন্দ প্রভু প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন—'আমি চঞ্চল নহি, তোমার প্রভুই বিহ্বল। মহাপ্রভু ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ কিন্তু আজ্ঞা দিলেন রাজার মত। এখন প্রাণ থাকিলে হয়।' এই ভাবে দুই ভক্ত আনন্দ কলহ করিতে করিতে ছুটিয়া অতিকষ্টে যেখানে মহাপ্রভু বৈষ্ণবমণ্ডলী সহ কৃষ্ণ কথা বলিতেছিলেন হাঁপাইতে হাঁপাইতে সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। এদিকে মাতাল দুইটি প্রভুদ্বয়ের অদর্শনে নিবৃত্ত হইল। মহাপ্রভু বিস্তারিত সব শুনিয়া প্রথমে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিবেন বলিলেন, কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভুর বাক্যানুসারে স্বয়ং ভগবান ভক্তগণ সহ যাইয়া দুই মাতালকে হরিনাম বলাইয়া উদ্ধার করিলেন। এইভাবে ভক্ত-ভগবান মিলিত হইয়া মনুষ্য-পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ-স্থাবর-জঙ্গমাদি সকলকে হরিনাম দিয়া উদ্ধার করিতে লাগিলেন।

হরিদাস ঠাকুর ক্রমে বৃদ্ধ হইয়া আসিলেন। ইহ জগতের লীলা তিনি পুরীতে আসিয়া সংগোপন করেন। পুরীতে থাকাকালীন তিনি কখনও শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের প্রাকার ভিতরে প্রবেশ করিতেন না। দৈন্যই বৈষ্ণবতার প্রধান লক্ষণ। তিনি নিজেকে অতি হীন মনে করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিবার অযোগ্য বিবেচনা করিতেন। পুরীতে থাকাকালে একটি বকুল বৃক্ষের তলায় তাঁহার সিদ্ধিলাভ হয়। আজও সেই স্থানটি "সিদ্ধ বকুল" নামে খ্যাত। যাঁহারা পুরীতে যান এই স্থানটি সকলেই দর্শন করিয়া আসেন। তবে বদ্ধজীবের হৃদয়ে এই স্থানের মহিমা উপলব্ধি হয় না। প্রেমিক ভক্তগণ সেখানে গেলে তাঁহারা আনন্দোল্লাসে নৃত্য-কীর্ত্তনাদি করিয়া স্থানটি মুখরিত করিয়া তোলেন। কারণ সেই স্থানের মহিমা তাঁহাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হয়।

মহাপ্রভুর সেবক গোবিন্দ একদিন মহাপ্রসাদ লইয়া হরিদাস ঠাকুরের নিকট গেলে, তিনি নাম সংখ্যা পূর্ণ হয় নাই বলিয়া প্রসাদ গ্রহণের অসমর্থতা জানাইয়া প্রসাদ সম্মানার্থ এক রঞ্চ মাত্র গ্রহণ করিলেন। আবার মহাপ্রভু একদিন যাইয়া তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর করিলেন,—'তাঁহার শরীর সুস্থ আছে কিন্তু সংখ্যা নাম পূর্ণ হয় না বলিয়া মন সুস্থ নয়।' মহাপ্রভু বলিলেন,—তাঁহার ত সিদ্ধদেহ, সাধনে এত আগ্রহের কি প্রয়োজন? আর বৃদ্ধও হইয়াছেন কাজেই সংখ্যা কম করাই ভাল। হরিদাস ঠাকুর মহাপ্রভুর মহিমা কিছু কীর্ত্তন করিয়া প্রভুর নিকট নিজাভিপ্রায় জানাইলেন যে,—তাঁহার মনে হইতেছে শীঘ্রই মহাপ্রভু লীলা সম্বরণ করিবেন; তবে তাঁহার প্রার্থনা প্রভুর অন্তর্দ্ধান-লীলার পূর্ব্বে যেন তিনি অপ্রকট হন। তিনি আরও ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন যে,—তাহার অন্তিম সময়ে তিনি প্রভুর শ্রীচরণকমলযুগল হৃদয়ে ধারণ করিবেন—নয়ন ভরিয়া চাঁদ মুখখানি দেখিবেন—আর মুখে উচ্চারণ করিবেন 'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য' নাম, তাঁহার এই ইচ্ছা যেন প্রভু পূর্ণ করেন। মহাপ্রভু বলিলেন,—কৃষ্ণ বড় দয়াময়, তিনি নিশ্চয়ই তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিবেন। মহাপ্রভুও তাঁহার ভক্তকে আগে বিদায় দিতে চাহেন না, তাই তিনি বলিলেন —ভক্তবৃন্দ তাঁহার লীলার সহায়ক সুতরাং তাঁহারা চলিয়া গেলে তিনি সুখ পাইবেন কিরূপে? ইহাতে হরিদাস ঠাকুর তাঁহার চরণ ধরিয়া মায়া করিতে নিষেধ করিলেন এবং পুনরায় অত্যন্ত দৈন্য সহকারে নিবেদন করিলেন;—'প্রভো, একটি পিপীলিকা মরিলে পৃথিবীর যেমন কোনই ক্ষতি হয় না ঠিক তদ্রূপ আপনার অনেক ভক্ত আছে, আমার মত একটী কীট মরিয়া গেলে কিছুই হইবে না। আপনি—'ভক্তবৎসল', আমি 'ভক্তাভাস' মাত্র।' এইরূপ দৈন্য করিয়া তাঁহার আশা পূর্ণ করিবার জন্য হরিদাস আর্ত্তি জ্ঞাপন করিলে মহাপ্রভু পরের দিন আবার আসিবেন বলিয়া চলিয়া গেলেন।

তৎপর দিবস শ্রীজগন্নাথদেব দর্শন করিয়া মহাপ্রভু স্বরূপ

গোসাঞি প্রভৃতি ভক্তগণ সহ পুনঃ হরিদাস ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিলে তিনি সকল ভক্ত সহ মহাপ্রভুর চরণ বন্দনা করিলেন। মহাপ্রভু তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করায় তিনি কৃপা প্রার্থনা করিলেন। হরিদাস ঠাকুরের কুটিরের সম্মুখে প্রভু মহা-সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলে বক্রেশ্বর পণ্ডিত নৃত্য করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুর শ্রীমুখে হরিদাস ঠাকুরের গুণাবলী শ্রবণ করতঃ ভক্তগণ বিস্মিত হইয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। হরিদাস ঠাকুর এইবার মহাপ্রভুকে নিজের নিকটে বসাইয়া তাঁহার শ্রীচরণকমলযুগল হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক দুই নেত্রে তাঁহার শ্রীমুখ-কমল দর্শন এবং মুখে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম উচ্চারণ করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করিলেন। তাঁহার নির্য্যাণ দর্শন করিয়া সকলেরই ভীষ্মের ইচ্ছা মৃত্যুর কথা স্মরণ হইল। ভক্তগণ মহাকীর্ত্তন কোলাহল আরম্ভ করিলে মহাপ্রভু প্রেমে বিহ্বল হইয়া তাঁহার অপ্রাকৃত দেহ কোলে করতঃ প্রেমাবেশে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। কিছুক্ষণ এইভাবে কীর্ত্তন ও নর্ত্তন করিবার পর মহাপ্রভু ভক্তগণ সহ কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার দেহটি বিমানে চড়াইয়া সমুদ্রের ধারে লইয়া গেলেন। অতঃপর সমুদ্রের জলে স্নান করাইয়া বালুকায় গর্ত্ত করতঃ মহাপ্রভু নিজ হস্তে তাঁহাকে সমাধি দিলেন। সমুদ্রের ধারে হরিদাস ঠাকুরের সমাধি আজও বিদ্যমান আছে। পুরীতে গেলে সকলেই সেই স্থানটি দর্শন করেন।

তাঁহাকে সমাধি প্রদানান্তর ভক্তগণ সহ মহাপ্রভু সমুদ্রে স্নান করিয়া সমাধি স্থানটি প্রদক্ষিণ করতঃ সকলকে লইয়া শ্রীজগন্নাথ মন্দির সিংহদ্বারে আসিলেন। হরিকীর্ত্তনে সমস্ত নগর মুখরিত হইয়া উঠিল। সেখানে আসিয়া বিরহ মহোৎসবের জন্য প্রভু নিজে দোকানে দোকানে যাইয়া প্রসাদ ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাপ্রভু স্বয়ং আসিয়াছেন দেখিয়া দোকানদারগণ সমস্ত প্রসাদ দুই হাত ভরিয়া দিতে উদ্যত হইলে স্বরূপ গোসাঞি তাহাদিগকে থামিতে বলিলেন। তিনি মহাপ্রভুকে গৃহে পাঠাইয়া দিয়া নিজে মহোৎসব কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন। বহু প্রসাদ সংগ্রহ হইলে চারি জনের মস্তকে চড়াইয়া উহা মহাপ্রভুর নিকট লইয়া আসিলেন। বাণীনাথ পট্টনায়ক এবং কাশীমিশ্রও পৃথক্‌ভাবে অনেক প্রসাদ সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। মহাপ্রভু বৈষ্ণবগণ সকলকে সারি সারি করিয়া বসাইয়া নিজ হাতে পরিবেশন করিতে লাগিলেন। তাঁহার শ্রীহস্তে অল্প উঠে না, এক একজনের পাতে প্রচুর পরিমাণ প্রসাদ পরিবেশন করিতেছেন দেখিয়া স্বরূপ গোসাঞি তাঁহাকে বিরত করতঃ জগদানন্দ, কাশীশ্বর ও শঙ্কর সহ পরিবেশন করিতে আরম্ভ করিলে মহাপ্রভু বসিয়া দর্শন করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহাপ্রভু ভোজনে না বসিলে কেহই খাইতে চাহিতেছেন না; ইহাতে কাশী মিশ্র (যাঁহার গৃহেতে মহাপ্রভু থাকিতেন) প্রসাদ আনিয়া মহাপ্রভুকে দিলেন। তিনি পুরী-ভারতী প্রভৃতি সন্ন্যাসিগণকে সঙ্গে লইয়া প্রসাদ সম্মান করিতে বসিলে ভক্তগণ সকলে ভোজন আরম্ভ করিলেন। ভোজনান্তে মহাপ্রভু সকলকে মালা চন্দন পরাইলেন। এইভাবে ভক্তের বিরহ মহোৎসব সম্পন্ন হইল।

উৎসবান্তে মহাপ্রভু তাঁহার প্রিয় ভক্তবিরহে যে প্রকার খেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষায় আমরা পাই,—

"কৃপা করি' কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিলা সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা,—কৈলা সঙ্গ-ভঙ্গ॥
হরিদাসের ইচ্ছা যবে হইল চলিতে।
আমার শকতি তাঁরে নারিল রাখিতে॥
ইচ্ছামাত্রে কৈলা নিজপ্রাণ নিষ্ক্রামণ।
পূর্ব্বে যেন শুনিয়াছি ভীষ্মের মরণ॥
হরিদাস আছিল পৃথিবীর 'শিরোমণি'।
তাহা বিনা রত্নশূন্যা হইল মেদিনী॥
'জয় জয় হরিদাস' বলি' কর হরিধ্বনি।
এত বলি' মহাপ্রভু নাচেন আপনি॥
সবে গায়,—'জয় জয় জয় হরিদাস।
নামের মহিমা যেঁহ করিলা প্রকাশ॥

তবে মহাপ্রভু সব ভক্তে বিদায় দিলা।
হর্ষ-বিষাদে প্রভু বিশ্রাম করিলা॥"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১১।৯৪-১০০)

শ্রীবৈষ্ণব কবি গাহিয়াছেন,—

"বৈষ্ণবের গুণ-গান, করিলে জীবের ত্রাণ,
শুনিয়াছি সাধু-গুরু মুখে।
কৃষ্ণভক্তি সমুদয়, জনম সফল হয়,
এ ভব-সাগর তরে সুখে॥"

যিনি ভক্ত ও ভগবানের মহিমা উপলব্ধি করিতে পারেন তিনিই একমাত্র তাঁহাদের গুণগান করিতে সমর্থ হন। কাজেই হরিদাস ঠাকুরের মত ভক্তের গুণগান করিবার অধিকার আমার নাই। তবে দিনান্তে অন্ততঃ একবার যদি তাঁহার নামটুকুও স্মরণ করিতে পারি তবুও কিছু মঙ্গল লাভ করিতে পারিব। তাই তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আমার এই প্রার্থনা,—তিনি নামের আচার্য্য—ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক যখন সংখ্যা নাম করিতে বসি তখন যেন তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম স্মরণপথে আসে। আমি একটি বিষয়ের কীট। সর্ব্বদা বিষয়-সংসার নিয়াই ব্যস্ত। তিনি কৃপা করুন। তাঁহারই অভিন্ন স্বরূপ পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব অহৈতুকী কৃপা করুন। কৃতাঞ্জলিপুটে সকাতর এই প্রার্থনা।

—শ্রীশান্তি মুখার্জি।

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব

[ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ, এম্-এ]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৩য় বর্ষ ১১শ সংখ্যা ২৪৯ পৃষ্ঠার অনুসরণে)

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ 'সর্ব্বকারণকারণ'। শ্রীচৈতন্য-বাণীর পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যায় শ্রীকৃষ্ণ 'আদি' ও 'অনাদি' এ বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে। তাঁহাকে 'সর্ব্বকারণ-কারণও বলা হইয়াছে। উহার তাৎপর্য্য কি?

সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে চেতন ও জড় যাহা আমরা দেখিতে পাই উহার মূলকারণ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ। 'কারণ' ব্যতীত কোন কার্য্য হইতে পারে না—যাহা কিছু হয় উহা 'কার্য্য', যাহা কর্তৃক হয় (কর্ত্তা) উহা 'কারণ'। সেজন্য আমরা সাধারণতঃ কোন কার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী ভাবকে কারণ বলিয়া থাকি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা মূলকারণ নহে। পূর্ব্ব-বর্ত্তী কারণের স্বরূপ বিচার করিয়া দেখিলে আমরা উহারও পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ কি তাহা অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হই। পরিশেষে তাহা সর্ব্বকারণকারণ শ্রীভগবানেই পর্য্যবসিত হয়। বায়ু সুগন্ধ বহন করিয়া আনিলে আমরা বায়ুকে সুগন্ধের কারণ বলিয়া প্রথমতঃ মনে করি। আবার একটু অনুসন্ধান করিলে যখন দেখিতে পাই যে কোন সুগন্ধি পুষ্প হইতে বায়ু ঐ সুগন্ধ বহন করিয়া আনিয়াছে তখন পুষ্পটীকেই সুগন্ধের কারণ মনে করি। এই প্রকারে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কারণ অনুসন্ধানে পুষ্পের কারণ গাছটী, তাহার কারণ পঞ্চমহাভূত, পঞ্চমহাভূতের কারণ পঞ্চ তন্মাত্র, উহার কারণ মহত্তত্ত্ব—পরিশেষে মহত্তত্ত্বের কারণ প্রকৃতি বলিয়া মনে করি। কিন্তু জড়রূপা প্রকৃতিও মূলকারণ নহে। প্রকৃতি হইতে জগৎ প্রসূত হইয়াছে সত্য, কিন্তু প্রকৃতির ঐ কার্য্যে তাহার নিজকর্ত্তৃত্ব নাই। শ্রীভগবানের প্রথম পুরুষাবতার কারণার্ণবশায়ী পুরুষের ঈক্ষণাদির প্রভাবেই প্রকৃতির কার্য্য করিবার যোগ্যতা। আবার কারণার্ণবশায়ী পুরুষাবতারও মূলকারণ নহেন। তিনি সর্ব্বাবতারী শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিততত্ত্ব "জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্" (ভাঃ ১।৩।১)—ইহাতে বুঝা যায় যে—যিনি ভগবান্ তিনিই পুরুষরূপে অবতীর্ণ হন। সুতরাং পুরুষাবতারের অবতারী স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণই সর্ব্বকারণ-কারণ—মূলকারণ—মূল আশ্রয়তত্ত্ব। যে পরমকারণ

পরমেশ্বর বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বেও পুরুষমূর্ত্তি আত্মার স্বরূপে একাকী ছিলেন—"আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ" (শ্রুতি)—যিনি কেবল স্বরূপবৈভবে (অন্তরঙ্গা শক্তির সহিত) নিত্যলীলা পরায়ণ ছিলেন, যিনি অতঃপর প্রজাসৃষ্টির ইচ্ছায় কারণার্ণবলীন প্রকৃতিতে শক্তি সঞ্চার করিয়া অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের মূলকারণ হইয়া বিরাজমান আছেন—

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি।
যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্মেতি॥"
(তৈত্তিরীয়)

সুতরাং পরমকারণ পরমেশ্বর কৃষ্ণই সর্ব্বাত্মক সর্ব্বময় মূলকারণ। তিনিই নিজশক্তিদ্বারা চেতন ও অচেতন সর্ব্ববিধ পদার্থরূপে অভিব্যক্ত হইয়া রহিয়াছেন—"সোহকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি"—আবার স্বীয় অচিন্ত্যশক্তি দ্বারা এই সমুদয় চেতন ও অচেতনপদার্থ মধ্যে অন্তর্যামী হইয়া রহিয়াছেন—"তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রবিশৎ" (তৈত্তিরীয়)

পরিদৃশ্যমান্ জগৎ কিরূপে সৃষ্ট হইল উহা আমরা পত্রিকার পূর্ব্বসংখ্যায় আলোচনা করিয়াছি। পরব্রহ্মই জগৎরূপে পরিণত। পরিণত হইয়াও তাঁহার অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে তিনি স্বরূপে অবস্থিত থাকেন। সুতরাং সৃষ্টির পূর্ব্বেও তিনি জগতের কারণ (ব্রহ্ম) রূপে বর্তমান ছিলেন। [ব্রহ্মের বহিরঙ্গাশক্তি (জড়রূপা মায়া) জগৎরূপে পরিণত হয়েন—ব্রহ্ম নিজে পরিণত হন না। শক্তি ও শক্তিমানের অভেদত্ব হেতু ব্রহ্ম-শক্তিপরিণামকে ব্রহ্ম-পরিণাম বলা যাইতে পারে।] এই পরব্রহ্ম বিশ্বের নিমিত্তকারণ ও উপাদান কারণ উভয়ই। [যিনি কর্ত্তা তিনি নিমিত্ত কারণ—যেমন ঘট নির্ম্মাণ ব্যাপারে কুম্ভকার। যাহা দ্বারা বস্তু গঠিত হয় তাহাই উপাদানকারণ—যেমন মৃন্ময় ঘটনির্ম্মাণ ব্যাপারে মৃত্তিকা] পরব্রহ্ম জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের মূলকারণ হইলেও তিনি স্বয়ংরূপে ঐ কার্য্য করেন না—তাঁহার অংশস্বরূপ পুরুষাবতার ও গুণাবতাররূপে তিনি ঐ কার্য্য সাধন করেন। শুধু নিখিল বিশ্বের পদার্থরূপে অভিব্যক্ত বা তাহার অন্তর্য্যামিরূপে বিরাজমান নহেন—ঐ সকল শক্তি-পদার্থের আশ্রয়রূপে স্বতন্ত্র স্বরূপে শক্তিমৎ তত্ত্বরূপে তিনি নিত্য বিরাজিত। এই পরমকারণ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—"ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব" (গী ৭।৭)

অর্থাৎ সূতায় যেরূপ মণিগণ গ্রথিত থাকে, সেইরূপ আমাতেই এই সকল বিশ্ব গ্রথিত আছে অর্থাৎ ওতঃপ্রোতভাবে সংলগ্ন রহিয়াছে। তিনিই অখণ্ড জ্ঞান এবং পরাৎপরতত্ত্ব—"বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্"—তত্ত্ববিদ্‌গণ তাহাকেই পরতত্ত্ব বলেন যিনি অখণ্ড জ্ঞান—পূর্ণচেতন বস্তু। তিনিই ব্রহ্ম পরমাত্মা ও ভগবান্‌রূপে আখ্যাত হইয়া থাকেন। ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান্ প্রভৃতি চিদ্‌বস্তু তাঁহার অন্তর্ভুক্ত। অণুচৈতন্যজীবও তাঁহার অন্তর্ভুক্ত। "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" (গী ১৫।৭)—অনন্ত জীবলোকের যত জীব তাহারা সকলেই কৃষ্ণের জীবশক্তির অংশ। অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডও তাঁহাতে অবস্থিত—সকল স্থাবর জঙ্গমাত্মক জড়বস্তু তাঁহারই অন্তর্ভুক্ত। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" প্রভৃতি শ্রুতিবাক্য এই পরমসত্যই ঘোষণা করিতেছে।

যাঁহারা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে 'সর্ব্বকারণকারণ' বলিয়া স্বীকার করেন না তাঁহাদের মতবাদসমূহ যে ভ্রান্ত সেই বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইতেছে।

শূন্যবাদ (অসৎকারণ বাদ)। 'শূন্য' অর্থে— কিছুই নাই'—পরিদৃশ্যমান্ জগতের পশ্চাতে কিছুই নাই, সৃষ্টির পূর্ব্বে জগতের কোন অস্তিত্ব ছিলনা—কারণরূপেও নহে। আত্মা নাই, জগৎ নাই, আমিও নাই—বাহ্যপদার্থ বা বুদ্ধিবিজ্ঞান কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না, শূন্যই প্রকৃতসত্য। ইহাই বৌদ্ধ মত। এই মতবাদ অসার ও অসত্য, কারণ অসৎ (অনস্তিত্ব—**nonexistence**) হইতে 'সৎ' (অস্তিত্ব—**existence**) এর উৎপত্তি হইতে পারে না।

ক্রমোন্নতিবাদ (Theory of Evolution)। এই

মতবাদ অনুসারে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু দেখা যায় উহা ক্রমোন্নতিমূলে হইয়াছে। উহার কোন 'কারণ' স্বীকার করার আবশ্যকতা নাই। এই মতবাদ অসার ও বালকসুলভ কল্পনা মাত্র। এই বিশাল বিশ্বের অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডসমূহে যাহা কিছু কার্য্য উহা নিশ্চয়ই বিশ্বনিয়মসমূহ (Cosmic Laws) দ্বারা অনুশাসিত। উহা নিশ্চয়ই কোন চেতনসত্তার (Conscious Principle) পরিকল্পনা ও সুনিয়ম। ঐ সকল নিয়ম কোন খণ্ডকালের জন্য নহে—উহা চিরন্তন সত্য (Eternal Truth)। জীবমাত্রই এই চেতনসত্তায় সচেতন ও ক্রিয়াশীল হয়। এই ক্রমোন্নতিবাদের অন্যতম গবেষক পাশ্চাত্যদেশীয় বৈজ্ঞানিক ডারউইন সাহেব। তাঁহার মতে মনুষ্য, পশু-পক্ষী যে সকল জীবদেহ আমরা দেখিতে পাই, আদিতে উহাদের ঐরূপ দেহ ছিল না। সর্ব্বপ্রথমে অস্থিবিহীন শৈবালজাতীয় একপ্রকার ক্ষুদ্র জলজন্তু ছিল, ক্রমোন্নতি ফলে উহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থিযুক্ত সরীসৃপের দেহে—অতঃপর পক্ষীদেহে—অতঃপর স্থূল অস্থিযুক্ত স্তন্যপায়ী পশুদেহে—অতঃপর বানরদেহে এবং সর্ব্বশেষে মানবদেহে পরিণত হয়। উক্ত মতবাদ ডারউইন সাহেবের কল্পনা মাত্র। আমাদের এই পৃথিবীর জীবদেহের কঙ্কালসমূহ দেখিয়া সমগ্র বিশ্বের জীবদেহের উৎপত্তি সম্বন্ধে সেই কল্পনা প্রয়োগ করিয়াছেন। আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড—অনন্ত সৌরমণ্ডল এই বিশ্বে রহিয়াছে এবং তাহাতে অসংখ্য প্রকার জীবও আছে। ডারউইন সাহেবের গবেষণা আমাদের এই পৃথিবীর কয়েকটী মাত্র জঙ্গম জীবের দেহ সম্বন্ধে আবদ্ধ। কিন্তু জঙ্গম প্রাণী ভিন্ন বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, তৃণ প্রভৃতি উদ্ভিজ্জগণও প্রাণী। সুতরাং তাঁহার গবেষণা সকল প্রাণী দেহের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যায় না। বিশ্বের অসংখ্যপ্রকার প্রাণীর চেতনসত্তাকে অস্বীকার করা যায় না। এই চেতনসত্তাকে বাদ দিয়া কেবল কয়েকটী জঙ্গম প্রাণীর জীবদেহের ক্রমোন্নতি গবেষণার সার্থকতা কি? বিশ্বনিয়ম সম্বন্ধেও তিনি কিছু বলেন নাই—পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ, সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে গ্রহ নক্ষত্রগণের সুশৃঙ্খলার সহিত পরিভ্রমণ, দিবসরাত্রির বিভিন্ন ঋতুর পর্য্যায়ক্রমে আগমন প্রভৃতি অসংখ্য বিশ্বনিয়মকে অস্বীকার করা যায় না। উহা জড়বৈজ্ঞানিকগণও স্বীকার করিয়াছেন।

ডারউইন সাহেবের মতে বানর দেহ হইতে মানবদেহের উৎপত্তি বা পরিণাম—এক জাতীয় জীবদেহ হইতে অন্য জাতীয় জীবদেহের উৎপত্তি যদি সত্য হইত তবে ঐ নিয়মের কার্য্য অদ্যাপি দেখা যাইত। প্রাণীজগতের ইতিহাসে দেখা যায় সকল প্রকার প্রাণীরই স্ত্রী-পুরুষের দেহ সংযোগে তজ্জাতীয় দেহই উৎপন্ন হয়। বৃক্ষলতাদি উদ্ভিজ্জগণেরও পুং-পরাগ ও স্ত্রী-পরাগের মিলন ফল বা বীজের উৎপত্তি হইয়া থাকে। জীবদেহের উৎপত্তি একটী আকস্মিক ঘটনাও (mere accident) হইতে পারে না, কারণ আকস্মিক ঘটনার কোনরূপ শৃঙ্খলা থাকিতে পারে না। আমরা জীবোৎপত্তির ব্যাপারে এবং জীবদেহের গঠন ব্যাপারে সর্ব্বত্রই অভাবনীয় সুশৃঙ্খলা দেখিতে পাই। এই শৃঙ্খলা পূর্ব্বকল্পিত পরিকল্পনা ভিন্ন হইতে পারে না। সুতরাং যেখানেই এইরূপ পরিকল্পনা ও সুনিয়ম সেখানে নিশ্চয়ই উহা কোন ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির কার্য্য হইবে এবং ঐ ত্রিবিধ শক্তিসম্পন্ন কোন নিয়ামক স্রষ্টার পরিকল্পনা ব্যতীত উহা সম্ভবপর নহে। এই স্রষ্টাই জীবজগতের মূলকারণ। শাস্ত্রে বর্ণিত আছে সর্ব্বকারণকারণ পরমেশ্বর সৃষ্টির পরিকল্পনা করিয়া বেদে বিভিন্ন বস্তুর নাম ও রূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন। তিনি প্রজাপতি ব্রহ্মাকে বেদ শিক্ষা দিয়া সৃষ্টি কার্য্যের উপযোগী শক্তিসঞ্চার করিয়াছিলেন। ব্রহ্মাই উক্ত পরিকল্পনা অনুসারে জীবের স্ত্রী পুরুষের দেহ সৃষ্টি করেন এবং অনন্ত জীবদেহে গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর অনুপ্রবেশ হেতু ঐ সকল দেহ চেতনা লাভ করে। উহার পর হইতে স্ত্রী-পুরুষের সংযোগে জীবদেহের উৎপত্তি। সুতরাং জীবজগতের উৎপত্তি ক্রমোন্নতিমূলে হয় নাই। উহার মূলকারণ সর্ব্বকারণকারণ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ।

শক্তিবাদ। যাঁহারা এই মতবাদ পোষণ করেন, তাঁহারা পরব্রহ্মের শক্তি বা প্রকৃতিকে স্বীকার করেন এবং 'শক্তিশক্তিমতোরভেদঃ' এই বাক্যানুসারে শক্তিকেই প্রাধান্য দেন। শক্তিবাদীর এই মতবাদ (প্রকৃতিকারণ-বাদ) সত্য হইতে পারে না। বস্তু বলিতে আমরা বুঝি যাহার সত্তা আছে। বস্তুকে বুঝিতে হইলে তাহার প্রকৃতি, গুণ বা স্বভাব তাহার একমাত্র পরিচিতি। সূর্য্যকে বুঝিতে হইলে সূর্য্যকিরণকে বাদ দিয়া বুঝা যায় না, অগ্নিকে বুঝিতে হইলে তাহার দাহিকাশক্তি বাদ দিয়া অগ্নির ধারণা করা যায় না। সূর্য্য সম্বন্ধে তাহার কিরণমালা, অগ্নি সম্বন্ধে তাহার দাহিকাশক্তি, জল সম্বন্ধে তাহার তরলতা, শীতলতা প্রভৃতিই তত্তদ্বস্তুর প্রকৃতি, গুণ বা স্বভাব। এইজন্যই বলা হইয়াছে—'শক্তি-শক্তিমতোরভেদঃ'। এই অভেদ থাকা সত্ত্বেও শক্তি কখনও শক্তিমান্ নহে। "বস্তুনঃ শক্তিঃ"—অর্থাৎ বস্তুর শক্তি। শক্তি সর্ব্বদাই বস্তুর আশ্রিততত্ত্ব—উহা কখনই স্বয়ং বস্তু নহে কিংবা বস্তু শক্তির আশ্রিততত্ত্ব নহে। শক্তি অমূর্ত্তভাবে বস্তুর (শক্তিমানের) মধ্যে অবস্থান করিতে পারে। "যতো বা ইমানি ভূতানি—" শ্রুতিবাক্যানু-সারে ব্রহ্মই শক্তিমান—প্রকৃতি (চিৎপ্রকৃতি এবং জড়া-প্রকৃতি উভয়ই) সেই ব্রহ্মের গুণ বা স্বভাব। ব্রহ্মেরই প্রকৃতি বা ব্রহ্মেতে অবস্থিত প্রকৃতি। গীতায় "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা' শ্লোকে 'ব্রহ্মভূত' বলিতে কি বুঝিতে হইবে? 'ভূ' ধাতুকে যদি সত্তাবাচক অর্থে গ্রহণ করা যায়, তবে 'ব্রহ্মভূত জীব' বলিতে বুঝিতে হইবে ব্রহ্মের (৬ষ্ঠী বিভক্তি) জীব কিংবা ব্রহ্মেতে (৭মী বিভক্তি) অবস্থিত জীব। জীব ব্রহ্ম নহে—তাঁহার অংশও নহে—জীব ব্রহ্মের শক্তি বা ব্রহ্মেতে অবস্থিত শক্তি। দাহিকাশক্তি অগ্নি নহে, উহা অগ্নিরই আশ্রিতশক্তি বা অগ্নিতে অবস্থিত শক্তি। সুতরাং যাঁহারা বলেন যে শক্তিই মূলকারণ তাঁহাদের মতবাদ ভ্রান্ত।

পরমাণুবাদ। এই মতে পরমাণুই জগতের মূল-কারণ। এই পরমাণুর ব্যাখ্যা এইরূপ—যে কোন পদার্থের বিভাগ করিতে করিতে শেষে যখন আর বিভাগ হইতে পারে না তখন তাহাকে পরম অণু (পর-মাণু) বলা হয়। এই পরমাণুর একত্র সন্নিবেশহেতু নূতন নূতন গুণ উৎপন্ন হইয়া বিভিন্ন পদার্থরূপে দৃষ্ট হয়। মন ও আত্মারও পরমাণু আছে—উহা একত্র হইলে চৈতন্যের উৎপত্তি হয়। আকাশ, পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু—ইহাদের পরমাণু স্বভাবতঃই পৃথক পৃথক। আকাশের মূল পরমাণুতে একটী গুণ—শব্দ; বায়ুর পরমাণুতে দুইটী গুণ—শব্দ ও স্পর্শ; অগ্নির পরমাণুতে তিনটী গুণ—শব্দ, স্পর্শ ও রূপ; জলের পরমাণুতে ৪টী গুণ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস; পৃথিবীর পরমাণুতে ৫টী গুণ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। এইরূপে সমস্ত জগৎ প্রথম হইতেই সূক্ষ্ম ও নিত্যপরমাণুর দ্বারা পরিপূর্ণ। পরমাণুই জগতের মূলকারণ। সূক্ষ্ম ও নিত্য পরমাণু-গণের পরস্পর সংযোগ যখন আরম্ভ হয়, তখন সৃষ্টির অন্তর্গত ব্যক্ত পদার্থসকল রচিত হইতে থাকে—এইজন্য এই কল্পনাকে 'আরম্ভবাদ'ও বলা হয়। সাধারণ-ভাবে পরমাণুবাদ বলিতে উহাই বুঝা যায়। পাশ্চাত্য-দেশীয় জড়বাদী দার্শনিকগণ এই ভাবেই কল্পনা করিয়া-ছেন। ভারতীয় বৈশেষিক দর্শনেও মোটামুটি এই পরমাণুবাদ কল্পিত হইয়াছে। কিন্তু বৈশেষিক দর্শনের রচয়িতা কণাদ কিন্তু ঠিক এইরূপ বলেন নাই। তাঁহার মতবাদ পাশ্চাত্য জড়বাদী পরমাণুবাদ হইতে কিছুটা পৃথক্। পাশ্চাত্য জড়বাদীদের মতানুসারে অসংখ্য পরমাণুর আকস্মিকগতির ফলরূপেই পদার্থ সকল উৎপন্ন হয়, ঐ সকল গতি কোন চিৎশক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নহে। কিন্তু বৈশেষিক দর্শনে বলা হয় যে পরমাণুসমূহের গতি বিশ্ব-নিয়ন্তা পরমেশ্বরের সৃষ্টি ও প্রলয়ের ইচ্ছানুসারে নিয়-ন্ত্রিত। এই সৃষ্টি ও প্রলয় অনাদিকাল হইতে চলিতেছে। সেজন্য কোন্ সময় প্রথম সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা যায় না।

এই মতবাদ যুক্তিসহ হইতে পারে না। অচেতন পরমাণুসমূহের গতি বা তাহাদের সংযোগের কারণ কি

তাহা স্পষ্টভাবে বলা হয় নাই। যদি বলা হয় পরমাণু-সমূহের অন্তঃস্থিত স্বভাববশতঃই উহাদের গতি, তাহা হইলে তাহারা সেই গতি হইতে কখনও নিবৃত্ত হইতে পারে না এবং তাহাতে সমস্ত বস্তু অন্তে বিলীন (প্রলয়) বা কিরূপে হইতে পারে? বৈশেষিকগণ অবশ্য আত্মার (Souls) অস্তিত্ব স্বীকার করেন, কিন্তু আত্মার প্রকৃতিগত চেতনতা স্বীকার করেন না—তাঁহারা বলেন আত্মা যখন দেহ ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হয় তখনই উহার চেতনপ্রাপ্তি ঘটে। তাহা হইলে সৃষ্টির পূর্ব্বে উহাদের চেতনসত্তা থাকে না, সুতরাং পরমাণুসমূহ এই সকল আত্মাদ্বারা পরিচালিত হয়, তাহাও বলা যায় না। বৈশেষিকগণ পরমেশ্বরকে 'নিমিত্তকারণ' বলিয়া স্বীকার করিলেও তিনিত শুধু নিমিত্তকারণ নহেন, উপাদান-কারণও তিনি—ইহা অস্বীকার করিলে তাঁহার অদ্বিতীয়ত্ব রক্ষিত হয় না। বৃক্ষ, পশু, মনুষ্যাদি সচেতন প্রাণীর কথা বিবেচনা করিলেও অচেতনে সচেতনত্ব কিরূপে আসিল তাহা বুঝা যায় না।

রসায়নশাস্ত্রজ্ঞ Dalton পরমাণুবাদ স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু পরবর্ত্তিকালে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, পরমাণুও মূলতত্ত্ব নহে—উহাও বিভাজ্য।

(ক্রমশঃ)

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী

[৩য় বর্ষ ৫ম সংখ্যা ১০৮ পৃষ্ঠার পর]

রঘুনাথের পিতা শ্রীগোবর্দ্ধন মজুমদার ও তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত শ্রীহিরণ্য মজুমদার উভয়ের সহিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর মাতামহ শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর ভ্রাতৃভাবযুক্ত প্রীতি সম্বন্ধ ছিল। এইজন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রঘুনাথের পিতা ও জ্যেঠাকে শ্রীল চক্রবর্ত্তীর সম্বন্ধে মাতামহ-জ্ঞানে রঘুনাথকে রহস্যচ্ছলে বলিলেন,—

"তোমার বাপ জ্যেঠা বিষয়বিষ্ঠাগর্ত্তের কীড়া'।
সুখ করি' মানে বিষয়-বিষের মহাপীড়া।
যদ্যপি ব্রহ্মন্য করে ব্রাহ্মণের সহায়।
'শুদ্ধ বৈষ্ণব' নহে, বৈষ্ণবের প্রায়॥
তথাপি বিষয়ের স্বভাব হয় মহা-অন্ধ।
সেই কর্ম্ম করায়, যাতে হয় ভব-বন্ধ॥
হেন 'বিষয়' হৈতে কৃষ্ণ উদ্ধারিলা তোমা'।
কহন না যায় কৃষ্ণকৃপার মহিমা॥"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৯৭-২০০)

["নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী রঘুনাথের পিতা ও জ্যেষ্ঠতাতকে বয়ঃকনিষ্ঠ সম্ভ্রান্ত কায়স্থ জানিয়া 'ভায়া' বলিয়া ডাকিতেন এবং উক্ত ভ্রাতৃদ্বয়ও নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীকে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্রাহ্মণ জানিয়া 'দাদা' সম্বোধন করায়, শ্রীমহাপ্রভু মাতামহের ভ্রাতৃসম্বন্ধে তাঁহাদিগকে আপনার 'রহস্যের পাত্র' বলিয়া জানিলেন। এই সম্বোধন হইতে অনেকের এরূপ ভ্রম হয় যে, রঘুনাথ মহাপ্রভুর অপেক্ষা বয়সে অনেক বড়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, তাহা নহে।

'বিষয়' উহার ভোক্তা বিষয়ীকে মহাক্লেশ প্রদান করে, তথাপি বিষয়াবিষ্ট-চিত্ত সাংসারিকগণ সেই মহা-ক্লেশপ্রদ বিষয়কে 'সুখ' বলিয়া মনে করে। জড়েন্দ্রিয়-ভোগ্যবিষয়—ত্যাগযোগ্য পুরীষগহ্বরের তুল্য; বিষয়াভি-নিবিষ্টজীব—ঘৃণ্যপুরীষের কীটতুল্য অর্থাৎ পারমার্থিকের দৃষ্টিতে জড়ভোক্তা প্রাকৃতবিষয়ী—বিষ্ঠাগর্ত্তের কীটতুল্য এবং সেই কীটরূপে মহানন্দে নিতান্ত-ঘৃণ্য বিষয়বিষ্ঠার আস্বাদনে প্রমত্ত॥

হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন, উভয় ভ্রাতাই ব্রাহ্মণের সম্মান-কারী পালক, পোষ্টা ও সহায় ছিলেন; তজ্জন্য প্রাকৃত লৌকিকবিচারে শ্রেষ্ঠ ও সজ্জন বলিয়া আদৃত এবং 'বৈষ্ণব' বলিয়া সাধারণ লোকসমাজে পরিচিত হইলেও পারমার্থিক শুদ্ধ ভক্তের বিচারে 'শুদ্ধবৈষ্ণব' নহেন;

পরন্তু শুদ্ধবৈষ্ণবগণ তাঁহাদিগকে 'বৈষ্ণব' বা বৈষ্ণবাভাস' অর্থাৎ 'কনিষ্ঠ' বা বালিশ' ('বিদ্বেষী' নহে) বলিয়া জানিতেন।

বিষয়ী ভোগিগণ শুদ্ধভক্তি পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মী, জ্ঞানী বা অন্যাভিলাষী হওয়ায় তাহাদের নিজ নিজ-অনুষ্ঠিত কর্ম্মজ্ঞানাদির অনুষ্ঠানদ্বারাই অজ্ঞাতসারে বিষয়ে জড়ীভূত হইয়া পড়ে।"—(শ্রীল প্রভুপাদের অনুভাষ্য)]

রঘুনাথকে অত্যন্ত ক্ষীণ ও মলিন দেখিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃপাদ্র চিত্ত হইলেন। তিনি স্বরূপ-দামোদরকে কহিলেন,—"এই রঘুনাথকে আমি তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম। তুমি ইঁহাকে পুত্র ও নিজভৃত্যরূপে অঙ্গীকার কর। এক্ষণে আমার স্থানে তিন 'রঘুনাথ' হইল [বৈদ্য রঘুনাথ, ভট্টরঘুনাথ ও দাস রঘুনাথ]। আজ হইতে ইঁহার নাম 'স্বরূপের রঘু' রাখা হইল।" শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া স্বরূপদামোদর রঘুনাথকে প্রীতিভরে গ্রহণ করিলেন। ভক্তবৎসল শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজ সেবক গোবিন্দকে কহিলেন—"পথে রঘুনাথের বহুদিন খাওয়া হয় নাই। কতকদিবস তাহার আহারাদি সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন লইবে।" গোবিন্দ রঘুনাথকে সমুদ্রস্নান ও শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়া মধ্যাহ্ন-ভোজনে আসিতে বলিলেন।

(ক্রমশঃ)

ভক্ত প্রহ্লাদ

[৩য় বর্ষ ৫ম সংখ্যা ১০৫ পৃষ্ঠার পর]

দৈত্যবালকগণের প্রতি প্রহ্লাদের উপদেশ—[প্রহ্লাদ মহারাজ কুমারকাল হইতে শ্রীহরিভজন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু এখানে প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে দৈত্যবালকগণের উপনয়ন সংস্কার না হওয়ায় তাহারা কি প্রকারে ধর্ম্মানুশীলনে অধিকারী হইবে? তদুত্তরে বলা হইতেছে বর্ণাশ্রমবিহিত ধর্ম্মানুশীলনে সংস্কারের অপেক্ষা আছে, কিন্তু শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপ ভাগবতধর্ম্মানুশীলন সংস্কারের অপেক্ষা রাখে না, নৃমাত্রেরই ভাগবতধর্ম্মে অর্থাৎ ভক্তিধর্ম্মে অধিকার আছে। যদি বলা হয় ভাগবতধর্ম্মে মনুষ্যমাত্রেরই অধিকার, কিন্তু বর্ণাশ্রমধর্ম্মে সকলের অধিকার নাই, তদ্দ্বারা কি ভাগবতধর্ম্মের ন্যূনতা ও বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হয় না? তদুত্তরে বলা হইতেছে ভাগবতধর্ম্ম ব্যাপক বলিয়া উহা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম হইতে ন্যূন নহে, উহা সর্ব্বোত্তম। সমুদ্র যেমন ব্যাপক তেমন গভীরও বটে, ঠিক তদ্রূপ ভাগবতধর্ম্মে যেরূপ ব্যাপকতা আছে, তদ্রূপ তাহার গাম্ভীর্য্যও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস মুনি বলিয়াছেন ঃ—

'স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্য প্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥'

ভাগবত ১।২।৬

অধোক্ষজ বস্তুতে ভক্তিই জীবের শ্রেষ্ঠ-ধর্ম্ম, উহা অহৈতুকী, এইজন্য অপ্রতিহতা, উক্ত অহৈতুকী ভক্তি-দ্বারা আত্মার সুপ্রসন্নতা লাভ হয়। অধোক্ষজ শব্দের দ্বারা অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব বিষ্ণুই উদ্দিষ্ট হইয়াছেন অথবা অধোক্ষজ শব্দের অর্থ শ্রীকৃষ্ণ।

'এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃত।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ॥'

(ভাঃ ৬।৩।২২)

শ্রীভগবানের নাম শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপ ভক্তিযোগই জীবের শ্রেষ্ঠধর্ম্ম। বেদবিভাগকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদ-ব্যাসমুনি বেদান্ত ও সমস্ত পুরাণাদি রচনা করিয়া সর্ব্বশেষে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ রচনা করেন। নারদের দ্বারা উপদিষ্ট চতুঃশ্লোকী ভাগবতকে তিনি ১৮০০০ শ্লোকে বিস্তার করতঃ প্রোজ্ঝিতকৈতব পরম ধর্ম্ম—অর্থাৎ প্রেমধর্ম্মের অসমোর্দ্ধ

মহিমা বর্ণন করিয়া পরাশান্তি লাভ করিয়াছিলেন।

পুনঃ দৈত্যবালকগণ বলিতে পারেন—তাঁহারা বালক, তাঁহাদের এখন ধর্ম্মানুশীলনের সময় হয় নাই, যৌবনে, প্রৌঢ়বয়সে অথবা বৃদ্ধকালে হরিভজন করিবেন। তদুত্তরে বলা হইতেছে যে, তাঁহারা যৌবনকাল বা প্রৌঢ় কিংবা বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকিবেন, তাহার কি নিশ্চয়তা আছে? সুতরাং যাঁহারা প্রাজ্ঞ, তাঁহারা কুমারকাল হইতেই হরিভজন করেন। যদি বলা হয়, এই জন্মে না হয় পরজন্মে হরিভজন করিব, তাহাতে বলা হইতেছে—মনুষ্য জন্ম দুর্ল্লভ। সৌভাগ্যবশতঃ দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ হইলেও উহা অধ্রুব অর্থাৎ অনিত্য, কারণ যে কোনও সময়ে এই সুযোগ নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, অদ্য বর্ত্তমান থাকিয়াও কল্য পর্য্যন্ত জীবিত থাকিব, তাহার কোনও নিশ্চয়তা নাই। কিন্তু মনুষ্য-জন্ম অর্থদ অর্থাৎ মুহূর্ত্তকালের মধ্যেও ভক্তি সিদ্ধি প্রদান করিতে পারে, এইজন্য মনুষ্যজন্মের প্রতি-মুহূর্ত্তের মূল্য অত্যধিক। পুরাণে কথিত আছে, মহারাজ খট্বাঙ্গ মুহূর্ত্তকালের মধ্যে শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মে প্রপন্ন হইয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। যাহা একজন মনুষ্যের পক্ষে সম্ভব হইয়াছে, তাহা অপরের পক্ষেও সম্ভব হইতে পারে। যাঁহারা এই দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্মের বহু মূল্যবান সময় বৃথা নষ্ট করেন, তাঁহাদিগকে শাস্ত্রে আত্মহত্যাকারী বলা হইয়াছে—

'নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ
স আত্মহা॥'

—(ভাঃ ১১।২০।১৭)]

যথা হি পুরুষস্যেহ বিষ্ণোঃ পাদোপসর্পণম্।
যদেষ সর্ব্বভূতানাং প্রিয় আত্মেশ্বরঃ সুহৃৎ॥

শ্রীবিষ্ণুরচরণ-সমীপে উপস্থিতি অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুর চরণ-সেবাই এই মনুষ্যজন্মে মানবের কর্ত্তব্য; যেহেতু শ্রীবিষ্ণুই সর্ব্বভূতের প্রিয়, আত্মা, ঈশ্বর ও সুহৃৎ।

[ভাগবতধর্ম্মের অনুশীলন কি প্রকারে করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে বলিতেছেন—যে উপায়ে শ্রীবিষ্ণুর চরণ-সমীপে উপস্থিত হওয়া যায় অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্ম লাভ হয়, তাহাই করণীয়। এখানে চতুর্বিধ উপায়ে বিষ্ণুভজনের কথা বলা হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই—কান্তভাব, শান্তরতি, দাস্যভাব ও সখ্যভাবের মধ্যে যে কোন একটী ভাবের দ্বারা ভাগবতধর্ম্ম আচরণ করিবে। আত্মা শব্দের অর্থ পুত্রও হয়। সুতরাং বাৎসল্যভাবেও শ্রীভগবদুপাসনার কথা এখানে উদ্দিষ্ট হইয়াছে অর্থাৎ শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চ মুখ্যভাবে শ্রীকৃষ্ণোপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে।]

(ক্রমশঃ)

শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা

পরমারাধ্য গুরুপাদপদ্ম শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের পরিচালনাধীনে এ বৎসর নিয়ম-সেবাকালে চৌরাশি ক্রোশব্যাপী শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। বঙ্গদেশ, আসাম, উত্তর-প্রদেশ, পাঞ্জাব প্রভৃতি বিভিন্ন স্থান হইতে সমবেত শতাধিক গৃহস্থ পুরুষ ও মহিলা ভক্ত মঠবাসী ত্যাগী সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থ ও ব্রহ্মচারি ভক্তবৃন্দসহ পদব্রজে কীর্ত্তন-মুখে পরমানন্দে ভগবদ্ধাম পরিক্রমণ সম্পাদন করিয়াছেন। অসমর্থ যাত্রিগণের জন্য টাঙ্গার ব্যবস্থা ছিল। দুই প্রস্থ তাঁবুর ব্যবস্থা থাকায় এক স্থান হইতে অন্যস্থানে যথাকালে শিবির সন্নিবেশের কোন অসুবিধা হয় নাই। গত ১১ই কার্ত্তিক (১৩৭০) ইং ২৯শে অক্টোবর (১৯৬৩) মঙ্গলবার একাদশী দিবস হইতে নিয়ম-সেবার শুভারম্ভ হয়। আমরা কলিকাতা ৩৫নং সতীশ মুখার্জ্জী রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে পরমপূজ্যপাদ

আচার্য্যদেবের আনুগত্যে নিয়মসেবার শুভারম্ভ করিয়া ১২ই কার্ত্তিক, ৩০শে অক্টোবর সকাল পর্য্যন্তও নিয়ম-সেবার অঙ্গস্বরূপ নগরসংকীর্ত্তন ও অষ্টযামবিহিত পাঠ-কীর্ত্তনাদিতে যোগদান পূর্ব্বক পূর্ব্বাহ্ণ ৯-৫০ এর তুফান একস্প্রেসে তদনুগমনে হাওড়া ষ্টেশন হইতে বিপুল জয়ধ্বনি মধ্যে মথুরা যাত্রা করি। ১৩ই কার্ত্তিক ৩১ অক্টোবর অপরাহ্ণ প্রায় ৩ ঘটিকায় আমরা মথুরা ষ্টেশনে পৌছাই। আমাদের শ্রীধামবৃন্দাবনস্থ মঠসেবকগণ, শ্রীধাম বৃন্দাবন ও মথুরার পাণ্ডা এবং শ্রীমধুবনবিহারীজীর অন্যতম সেবাইত শ্রীছিতর মল শর্ম্মা প্রভৃতি মথুরা ষ্টেশনে প্রসাদিমাল্য-চন্দনসহ সগোষ্ঠী মহারাজকে সম্বর্দ্ধনা করেন। শ্রীমদ্দীনবন্ধু ব্রহ্মচারীজীর উপর পরিক্রমাকালে বিশ্রাম-স্থান-নির্দ্দেশ ও শিবির-সংস্থাপনের ভার ন্যস্ত হইয়াছিল। তদনুসারে ব্রহ্মচারীজী অদ্য 'বৃন্দাবন দরজা' মহল্লায় শেঠ ফতেচাঁদ ধর্ম্মশালায় আমাদিগের বিশ্রামের ব্যবস্থা করেন। আমরা তথায় পৌছিবার পূর্ব্বেই শ্রীধামবৃন্দাবন হইতে শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের উৎসব-বিগ্রহ (মণিময়ী মূর্ত্তি), শ্রীশালগ্রাম ও শ্রীগিরিধারী জিউ তথায় শুভবিজয় করেন এবং ভোগরাগাদিরও ব্যবস্থা হয়। এই শ্রীবিগ্রহই প্রত্যহ আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া চৌরাশিক্রোশ পরিক্রমা করিয়াছেন। আমরা উক্ত ধর্ম্মশালায় পৌছিয়া স্নানাহ্নিকাদি সমাপন পূর্ব্বক প্রসাদ পাইয়া বিশ্রাম করি, সন্ধ্যারতির পর যথারীতি পাঠ কীর্ত্তন হয়। পাঞ্জাব ও ইউপি প্রভৃতি স্থানের বহু ভক্ত থাকায় তাঁহাদিগের বোধ-সৌকর্য্যার্থ পূজ্যপাদ গুরুমহারাজকেই হিন্দীভাষায় বৃন্দাবন ধাম-মাহাত্ম্য, শ্রীধাম পরিক্রমার উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী ব্যাখ্যা করিতে হয়। অতঃপরও পরিক্রমাকালে প্রায় প্রত্যহই গুরুমহারাজকে কোন্ কোন্ স্থানে শ্রীভগবান্ কি কি লীলা করিয়াছিলেন এবং তাহাতে আমাদের শিক্ষণীয় বিষয় কি আছে, তাহা হিন্দীভাষায় বুঝাইয়া দিতে হয়।

১৪ই কার্ত্তিক (১৩৭০), ১লা নবেম্বর (১৯৬৩) শুক্র-বার শ্রীশ্রীকৃষ্ণের শারদীয়া রাসপূর্ণিমাদিবস মথুরা হইতেই পরিক্রমার শুভারম্ভ হয়। এই দিবস হইতে রাসোৎসব আরম্ভ হইয়া ১৪ই অগ্রহায়ণ ১লা ডিসেম্বর রাসপূর্ণিমা দিবস রাসোৎসবের পূর্ণাপ্তি।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারী জিউর পাল্কীর পশ্চাতে খোল করতাল শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসরাদি বাদ্যধ্বনি সহ উদ্দণ্ড-নর্ত্তনরত বিচিত্র নিশান-শোভিত-হস্ত ভক্ত-গণের উদাত্তকণ্ঠনিঃসৃত গগন-পবন-ভেদী সুমধুর নামগানে মথুরার রাজপথ মুখরিত হইয়া এক অপার্থিব আনন্দোৎস প্রবাহিত হইয়াছিল। ব্রহ্মচারী দীনবন্ধুজী আবার প্রথম দিবসীয় রাসপূর্ণিমাবাসরের পরিক্রমায় ব্যাণ্ডপার্টির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাহাতে এই সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রার আরও সৌন্দর্য্য বিকশিত হইয়াছিল। শ্রীপাদ ঠাকুর দাস ব্রহ্মচারী প্রভু এবং তৎসহায় স্বরূপ কএকজন অসমীয়া, বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী ও পাঞ্জাবী ভক্ত প্রত্যহ সুমধুর হৃৎকর্ণরসায়ন নাম-সংকীর্ত্তন-দ্বারা পরিক্রমাকালে শ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণবের সুখ সম্পাদন করিয়াছেন। শ্রীপাদ কৃষ্ণ-কেশব প্রভু এবং শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজও সময়ে সময়ে কীর্ত্তন করিয়াছেন, গিরি মহারাজের কণ্ঠ মধুস্রাবী, সকলেই তাঁহার কীর্ত্তনে বড়ই আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন। শ্রীবিগ্রহের পাল্কী-বহন-কার্য্যে আমাদের সতীর্থ মধুবনবাসী শ্রীমদ্ গোপাল দাস গোস্বামী এবং পাঞ্জাব ও দেরাদুনের ভক্তগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। প্রত্যহ ১২।১৪ মাইল করিয়া পাল্কী-বহন একটী সহজ কথা নহে। আবার মার্দ্দঙ্গিক ও কীর্ত্তনীয়াগণেরও পরিশ্রম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। পরিক্রমাকালে সমস্ত পথ অবিশ্রান্ত মৃদঙ্গবাদন ও কীর্ত্তন সঙ্কীর্ত্তন-পিতা শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের একান্ত করুণা-ব্যতীত কখনই সম্ভব হইতে পারে না।

আর একটি সেবা দেখিয়াছি—ভোগ-রন্ধন ব্যাপারে। শ্রীপাদ শ্রীনিবাস দাসাধিকারী (শশাঙ্কপ্রভু) ও শ্রীমদ্-রাধাবিনোদ ব্রহ্মচারীজী এতদ্বিষয়ে অসম্ভব পরিশ্রম করিয়াছেন। অবশ্য তাঁহাদিগকে অন্যান্য ভক্তগণও সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই পরমকরুণাময়ী সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী এবং তাঁহার নিজ-

জন শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের অতীব কৃপাভাজন সন্দেহ নাই।

শ্রীমন্ মদনমোহন ব্রহ্মচারীজীর ডেলাইট, হ্যাজাক, হ্যারিকেনাদি জ্বালিয়া সমস্ত শিবিরে আলোকদান-সেবা এবং ব্রহ্মচারী শ্রীভগবান্ দাসজীর সযত্নে শ্রীবিগ্রহসেবাও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীপাদ নারায়ণদাস গোস্বামী (মুখোপাধ্যায়) প্রভুর যথাসময়ে বাজারহাট করা, হিসাব সংরক্ষণ, প্রসাদবিতরণাদি পর্য্যবেক্ষণকার্য্যে অক্লান্ত পরিশ্রম, পণ্ডিত শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারীজীর নিয়মিতভাবে নিয়মসেবার যাম-কীর্ত্তনাদি, শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারীজীর যথাসময়ে পরিক্রমা পরিচালন, শ্রীমন্ নরোত্তমদাস ব্রহ্মচারীজীর অক্লান্তভাবে অসুস্থ যাত্রিগণকে ঔষধপথ্যের ব্যবস্থাদান, শ্রীমদ্ রাইমোহন ব্রহ্মচারীজীর অনলসভাবে শ্রীগুরুবৈষ্ণবসেবা বিশেষ প্রশংসার্হ।

স্থানে স্থানে চোর দস্যুর ভয় থাকায় প্রত্যহ রাত্রিতে পালাক্রমে জাগিয়া রাধে রাধে শব্দে শিবির মুখরিত রাখিয়া পাহারা দিয়া পথশ্রান্ত ক্লান্ত ভক্তগণকে নিদ্রাসুখ দানও মঠসেবকগণের একটি মহতী উল্লেখযোগ্য সেবা।

আমাদের কলিকাতামঠ হইতে নীত একটি নূতন শতরঞ্চি (২৬।২৭ টাঃ মূল্যের) মাত্র নন্দগ্রামে হারাইয়াছে। ইহা ২।১টি দুষ্ট টাঙ্গাওয়ালারই কার্য্য বলিয়া অনুভূত হইয়াছে। তদ্‌ব্যতীত বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় নাই।

একটি আসন্ন বিপদ্ হইতে শ্রীভগবান্ অভাবনীয়ভাবে আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন। ব্রহ্মাণ্ডঘাটে দেরাদুন হইতে আগত যাত্রীদের একটি ছোট ৫।৭ বৎসরের বালক খেলা করিতে করিতে যমুনার জলে পড়িয়া যায়। দৈবানুগ্রহে বালকটি পড়িবামাত্রই শ্রীরাধাকিষণ বলিয়া এক হিন্দুস্থানী ভক্ত জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া উহাকে তুলিয়া আনেন। একটু বিলম্ব হইলেই উহাকে বৃহদাকৃতি কচ্ছপগুলি নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিত। শ্রীধাম বৃন্দাবনে কেশীঘাটে সম্প্রতি এইরূপ একটি দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে শুনিলাম। একটি ১৫।১৬ বৎসরের বালিকা কচ্ছপের কবলে কবলীকৃত হইয়া প্রাণ হারাইয়াছে। প্রায়ই এইরূপ রোমাঞ্চকর ঘটনা শুনা যায়। পরমভাগবত ডাঃ সুরেন্দ্র নাথ ঘোষ এম্-এ মহোদয় ১৪ই কার্ত্তিক বেলা প্রায় ২ ঘটিকায় দিল্লী হইতে আসিয়া আমাদের সহিত মথুরায় যোগদান করেন। আমরা কোসি পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গসৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। তিনি কোসি হইতে দিল্লী এবং তথা হইতে বঙ্গদেশাভিমুখে যাত্রা করেন। তিনিও আমাদিগকে হরিকথা বলিয়া এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে চিকিৎসাদির ব্যবস্থা দিয়া যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। পূজনীয় আচার্য্যদেব শ্রীরাধাকুণ্ড-তটে তাঁহারই নির্ব্বাচিত ঔষধপথ্যাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আমরা **১৪ই-১৫ই** কার্ত্তিক—মথুরা, **১৬ই-১৭ই**—মধুবন তালবন ও কুমুদবন পরিক্রমা করি। **১৮ই**—মধুবন হইতে শান্তনু-কুণ্ড হইয়া বহুলাবন এবং বহুলা কুণ্ডতটে অবস্থিতি, **১৯শে**—বহুলাবন হইতে তোষগ্রাম, দক্ষিণগ্রাম ও মুখরাই গ্রামাদি দর্শনপূর্ব্বক শ্রীরাধাকুণ্ডতটে উপস্থিতি। এখানে শিবির সংস্থাপিত হয় ও তথায় আমরা ত্রিরাত্র অবস্থান করি। পূজ্যপাদ গুরুমহারাজ বহুলাবন হইতেই অসুস্থতার অভিনয় করেন। ইহাতে আমরা সকলেই চিন্তিত হইয়া পড়ি। তৃতীয় দিবসে শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার সুস্থস্বরূপ প্রকাশ পূর্ব্বক আমাদিগের চিন্তা দূর করিয়া পদব্রজেই শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড পরিক্রমা করেন। **১৯শে কার্ত্তিক**—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের তিরোভাব তিথি উপলক্ষে আমাদের শিবিরে সন্ধ্যায় একটি সভার অধিবেশন হয়। ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ মহোদয় বঙ্গভাষায় ঠাকুর মহাশয়ের জীবন-ভাগবত বর্ণন করিলে ভক্তবর প্রেমদাসজী তাহা হিন্দীভাষায় অনুবাদ করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দেন। **২০শে**—শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড প্রদক্ষিণ করা হয় এবং পরিক্রমা পথে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ গোস্বামিবর্গের ভজন ও সমাধিস্থান এবং মন্দিরাদি দর্শন করা হয়। রাত্রে ভাঃ ১০।৩৬ অঃ হইতে অরিষ্টাসুর-বধ-কথা পাঠ-প্রসঙ্গে শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড-প্রাকট্য-

কথাও আলোচনা করা হয়। **২১শে**—শ্রীবহুলাষ্টমী—শ্রীরাধাকুণ্ডের আবির্ভাব-তিথি। এই দিবস শ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধন পরিক্রমা করা হয়। পথে শ্রীগোবিন্দকুণ্ডাদি দর্শন ও শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের শ্রীগোপাল-প্রকটকথা আলোচনা এবং পুছরীতে কুসরান্ন প্রসাদ সম্মান করা হয়। সন্ধ্যায় শ্রীরাধাকুণ্ডতটস্থ শিবিরে শ্রীল গুরুমহারাজ নিজে দাঁড়াইয়া প্রত্যাবৃত্ত পরিক্রমা পার্টিকে অভ্যর্থনা করেন এবং রাত্রে সভায় শ্রীরাধাতত্ত্ব ও শ্রীকুণ্ডমাহাত্ম্য বর্ণন, শ্রীরাধাষ্টক ও শ্রীকুণ্ডাষ্টকাদি পাঠ করেন। যাত্রীদের মধ্যে অনেকেই রাত্রি ১২টার পর শ্রীরাধাকুণ্ডে স্নানাদি করেন। আমরা কেহ কেহ শ্রীগোকুলপতির প্রেমামৃতাপ্লাবনক্ষেত্র শ্রীরাধাকুণ্ডকে প্রণাম ও তাঁহার জল মস্তকে ধারণ করিয়া আসি। **২২শে কার্ত্তিক**—শ্রীগোবর্দ্ধনে ভরতপুরের বৃহৎ ধর্ম্মশালার দ্বিতলে স্থান হয়। তাঁবুও কিছু কিছু খাটান হইয়াছিল। আমরা প্রত্যূষে রাধাকুণ্ড হইতে কুসুমসরোবর, মানসীগঙ্গা হইয়া পৈঠগ্রাম দর্শন পূর্ব্বক গোবর্দ্ধনে প্রত্যাবর্ত্তন করি। অপরাহ্ণে শ্রীচাকলেশ্বর, শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদের ভজনস্থলী, শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ, শ্রীহরিদেব, মানসীগঙ্গা, শ্রীগোবর্দ্ধনের মুখারবিন্দ প্রভৃতি দর্শন করি। রাত্রে শিবিরে পাঠ-কীর্ত্তনাদি হয়।

২৩শে কার্ত্তিক—গোবর্দ্ধন হইতে ডিগযাত্রা। ডিগ লাঠাবনের অন্তর্গত। ডিগে শিবির সংস্থাপিত হয়। ভরতপুর রাজার অতিথিশালার কিয়দংশও আমাদের ব্যবহারের জন্য ব্যবস্থা হইয়াছিল। এখানে একটি রোমহর্ষণকারী ঘটনা ঘটে—মধ্যাহ্নে ভোগ রন্ধন হইয়া গিয়াছে, ঠাকুরঘরে ভোগ উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে, এমনসময়ে অকস্মাৎ আমাদের রন্ধনশালার তাঁবুর অব্যবহিত পার্শ্ববর্ত্তী একটি বিরাট্ নিম্ববৃক্ষ সশব্দে ভূতলে পতিত হয়। শ্রীভগবানের অশেষ অনুগ্রহ, বৃক্ষরাজ কাহারও কোন ক্ষতি করেন নাই, সকলেই কি এক অভাবনীয় প্রেরণাবশে সরিয়া সরিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। হয়ত কোনও এক ভাগ্যবান্ পুরুষ ব্রজধামে কোন কারণে বৃক্ষরূপে অবস্থান করিতেছিলেন। ভক্ত ভাগবত সঙ্গপ্রভাবে তিনিই আজ উদ্ধার হইয়া গেলেন। ঝড় নাই, বৃষ্টি নাই, বৃক্ষটিও জরাজীর্ণ নহেন। এজন্য অনেকেই অকস্মাৎ এই বৃক্ষের কাহারও কোন বিঘ্ন না করিয়া পতনলীলাকে এক অলৌকিক ব্যাপার বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। দয়াময় শ্রীহরির দয়া কে নিরূপণ করিতে পারেন? তিনি কতনা কত ভাবে আমাদিগকে দয়া করিয়া থাকেন। তখনকার সেই দৃশ্য স্মরণ করিলেও গাত্র শিহরিয়া উঠে এবং মস্তক পুনঃ পুনঃ শ্রীকৃষ্ণকার্ষ্ণচরণে নত না হইয়া পারে না। শ্রীল গুরুমহারাজ ভাবগদ্গদচিত্তে পুনঃ পুনঃ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীর জয়গান করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যায় ডিগ শিবিরে একটি সভার অধিবেশন হয়। তাহাতে স্থানীয় বহু সজ্জনের সমাবেশ হইয়াছিল। গুরুমহারাজ তাঁহাদের নিকট হিন্দীভাষায় শ্রীভগবৎপাদপদ্মে শরণাগতির কথা বিশেষভাবে কীর্ত্তন করেন।

২৪শে কার্ত্তিক—সকালে ডিগ্ হইতে কাম্যবন-যাত্রা, তথায় শিবির সংস্থাপন ও ত্রিরাত্র অবস্থিতি। **২৫শে**—একাদশীতে সকালে ও বৈকালে কাম্যবন পরিক্রমা, রাত্রে সভা। **২৬শেও**—চরণ-পাহাড়ী, ভোজনস্থলী প্রভৃতি পরিক্রমা। **২৭শে**—বর্ষাণায় শিবির সংস্থাপন। পথে আল্‌তা পাহাড়ী, শ্রীললিতামন্দির প্রভৃতি দর্শন। **২৮শে**—বর্ষাণা পরিক্রমা—বৃষভানুকুণ্ড, সাঁকরীখোর, দানমান-বিলাস পর্ব্বতাদি দর্শন, শ্রীজীর মন্দিরে যুগল শ্রীরাধাকৃষ্ণমূর্ত্তি দর্শন, শ্রীব্রহ্মাজী প্রভৃতি দর্শনান্তে শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন। অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় নন্দগ্রাম যাত্রা। **২৯শে কার্ত্তিক**—সকালে ও বৈকালে খদিরবন, পাবনসরোবর, শ্রীসনাতন গোস্বামীর ভজনস্থলী, শ্রীনন্দবাবার মন্দির প্রভৃতি দর্শন। **৩০শে কার্ত্তিক**—শ্রীনন্দগ্রামে শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা ও অন্নকূট মহোৎসব সম্পাদন। সন্ধ্যায় পুনরায় শ্রীনন্দবাবার মন্দিরাদি দর্শন। **১লা অগ্রহায়ণ**—শ্রীরূপ গোস্বামীর ভজনকুটী—কদম্বখণ্ডী, যাবট, শ্রীকিশোরীকুণ্ড প্রভৃতি দর্শনান্তে কোহসি উপস্থিতি।

এখানে শিবির সংস্থাপিত হয়, বেলা ১॥-২টায় ঝড় বৃষ্টি। ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ মহোদয়ের এখান হইতে দিল্লী যাত্রা। **২রা অগ্রহায়ণ**—কোহসি ক্যাম্প হইতে বড় চরণ-পাহাড়ী, শেষশায়ী, চরণগঙ্গা, ছোট পাহাড়ের উপর বড় বড় চরণচিহ্ন, গরু, হরিণ, ময়ূর, হস্তী, উষ্ট্রাদির চরণচিহ্ন—কৃষ্ণের গোচারণ স্থান, বংশীধ্বনিতে শিলাও দ্রবীভূত; ছোট বড় বৈঠান, শ্রীবলভদ্র কুণ্ডাদি দর্শন। রাত্রে সভা। **৩রা অগ্রহায়ণ**—কোহসি হইতে সেরগড় যাত্রা। পথে পয়োগ্রাম দর্শন, ইক্ষুচর্ব্বণাদি। অপরাহ্নে শ্রীরাধাবল্লভ, শ্রীগোপীনাথ, শ্রীমদনমোহন ও শ্রীবলদেব মন্দির দর্শন। সেরগড় ক্যাম্পে রাত্রিবাস। রাত্রে বৃষ্টি। **৪ঠা অগ্রহায়ণ**—ভোরে শেরগড় হইতে নন্দঘাট যাত্রা। পথে শ্রীবিহারবন, চীরঘাট—শ্রীকাত্যায়নীদেবী, নন্দঘাট—শ্রীজীব গোস্বামীর ভজনস্থলী প্রভৃতি দর্শন। নন্দঘাটে শিবির সংস্থাপিত হয়। রাত্রে তথায় অবস্থিতি। **৫ই অগ্রহায়ণ**—সকাল ১০টার মধ্যে প্রসাদ পাইয়া নন্দঘাটে নৌকাযোগে খেয়া পার হইয়া মাঠবন যাত্রা। পথে ভদ্রবন ও ভাণ্ডীর বন দর্শন। ভদ্রবন গ্রাম মধ্যে শ্রীভদ্রবনবিহারীজীর মন্দির আছেন। আমরা দূর হইতে উদ্দেশ্যে প্রণাম জ্ঞাপন করি। অতঃপর ভাণ্ডীরবনে বেণুকূপ ও মুকুট, শ্রীরাধাভাণ্ডীরবনবিহারী ও শ্রীরেবতীরমণ দাউজী-মন্দির দর্শন করি। তথা হইতে মাঠবনে যাই। এখানে একটি হাইস্কুলে রাত্রিবাস করি।

৬ই অগ্রহায়ণ—সকালে মাঠবনে শ্রীদাউজীমন্দির দর্শন করিয়া ৪ মাইল দূরে মানসরোবর ও শ্রীজীর মন্দিরাদি দর্শন করি। তথা হইতে রায়া যাত্রা। রায়াতে ক্যাম্প হয়। রাত্রে তথায় অবস্থিতি। **৭ই অগ্রহায়ণ**—সকালে রায়া হইতে ৫ মাইল দূরে লৌহবন যাত্রা, তথায় শ্রীরাধাগোপীনাথ, কৃষ্ণকুণ্ড, লোহাসুর-বধস্থান, চতুঃসনের ভজন-গোফা ইত্যাদি দর্শন। তথা হইতে ৩ মাইল দূরে রাভেল—শ্রীরাধারাণীর আবির্ভাবক্ষেত্র দর্শন ও তথায় কিছু প্রসাদ সম্মানপূর্ব্বক ৪ মাইল দূরবর্ত্তী ব্রহ্মাণ্ডঘাট যাত্রা, ব্রহ্মাণ্ডঘাটের ধর্ম্মশালায় আমাদের থাকিবার স্থান হয়। তাঁবুও খাটান হইয়াছিল। অনেকে তাঁবুতেও থাকেন। পৌঁছাইতে বেলা ২টা বাজিয়া গিয়াছিল। অদ্য গোষ্ঠাষ্টমী ও গোপাষ্টমী এবং শ্রীগদাধর দাস গোস্বামী, শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিত ও শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর তিরোভাব-তিথি। রাত্রে তৎসম্বন্ধে পাঠ ও হরিকথা হয়।

৮ই অগ্রহায়ণ—অদ্য সকাল হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত ব্রহ্মাণ্ডঘাট, পূতনাখার (পূতনাবধস্থান), যমলার্জ্জুন-ভঞ্জন-স্থান, নন্দকূপ (পার্শ্বে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের ভজনস্থান), শ্রীনন্দ ভবন—চৌরাশি খাম্বা, শ্রীযোগমায়ামন্দিরাদি; গোপকূপ, শ্রীরমণবিহারী মন্দির দর্শন, তথায় হরিকথা; সন্ধ্যার পরও গুরুমহারাজ ব্রহ্মাণ্ডঘাট ক্যাম্পে ২৫ দিন ধরিয়া পরিক্রমার ফল কি হইল, তদ্বিষয়ে আমাদিগকে অনেক মূল্যবান্ কথা শ্রবণ করান।

৯ই অগ্রহায়ণ (২৬।১১)—সকালে ব্রহ্মাণ্ডঘাট হইতে মথুরা প্রত্যাবর্ত্তন। ৯ মাইল রাস্তা। আমরা নৌকাযোগে যমুনা পার হইয়া বাঙ্গালীঘাটে উঠি, তথা হইতে যমুনার তীরে তীরে শ্রীপিপ্পলেশ্বর মহাদেব দর্শনান্তে বিশ্রামঘাটে প্রণামাদি করিয়া মথুরার সেই শেঠ ফতেচাঁদ ধর্ম্মশালায় প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক প্রসাদ সম্মানাদি করি এবং বেলা প্রায় ৩॥ ঘটিকায় শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করি। মথুরা হইতে শ্রীধামবৃন্দাবনে আসিবার পথে শ্রীঅক্রূরঘাট ও শ্রীযাজ্ঞিকবিপ্রপত্নী-স্থানাদি দর্শন করিয়া সন্ধ্যায় শ্রীধামবৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয় মঠে পৌঁছাই এবং তথায় সন্ধ্যারতি দর্শন করি।

১০ই অগ্রহায়ণ (২৭।১১)—শ্রীউত্থান একাদশী-তিথি। অদ্য আমাদের পরাৎপর গুরুপাদপদ্ম শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের নিশান্তলীলা-প্রবেশবাসর। তৎসহ আমাদের পরমারাধ্য গুরুপাদ-পদ্মের শুভ আবির্ভাবতিথির সম্মেলন-জন্য অদ্যকার তিথি আমাদের নিকট অতীব সমাদরণীয়া হইয়াছেন। পরম পূজ্যপাদ গুরু মহারাজের ইচ্ছানুসারে প্রত্যূষে মঙ্গলারাত্রিককীর্ত্তনাদির সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমদ্গিরি মহারাজ শ্রীল পরমহংস বাবাজী মহারাজের অষ্টক গান করিলে পতিতপাবন গুরু-মহারাজ স্বয়ং "গুরুদেব কৃপাবিন্দু দিয়া, বৈষ্ণবঠাকুর, কি জানি কি

বলে, আমার জীবন সদাপাপরত" ইত্যাদি গীতি অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে গদ্‌গদ কণ্ঠে কীর্ত্তন করিয়া গিরি মহারাজকে যে আনিল প্রেমধন ও শ্রীরূপমঞ্জরীপদ এই দুইটি গীতি কীর্ত্তন করিতে বলেন। অতঃপর শ্রীল গুরুমহারাজ হরিকথা বলিতে থাকেন। নাম বিগ্রহ স্বরূপের ঐকরূপত্ব, তদীয় বস্তুর সেবা-দ্বারা তদ্‌বস্তুর প্রীত্যুদয় ইত্যাদি বহু মহামূল্য কথা হয়।

পরিক্রমাকালে শ্রীমদ্‌গৌরেন্দু প্রভু, শ্রীগৌরদাস ভূঞা, নন্দগ্রামে অন্নকূটের দিন যোগমায়াদেবী প্রভৃতি, ব্রহ্মাণ্ড-ঘাটে নন্দরাণী দেবী, তৎপূর্ব্বদিবস বালিয়াটির জমিদার পরিবারের শরৎশশী রায়চৌধুরাণী, ১১ই অগ্রহায়ণ (২৮।১১) শান্তি মুখার্জ্জী ও ১।১২ তারিখে রাসপূর্ণিমা-দিবস মুকুল দাসগুপ্তা উৎসব দিয়াছেন। ইঁহাদিগের সেবাচেষ্টায় শ্রীল গুরুমহারাজ বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। পণ্ডিত দেবকীনন্দন, প্রহ্লাদ রায় প্রমুখ ভক্তবৃন্দও যথাসাধ্য আনুকূল্য করিয়াছেন। শ্রীমতী অবলাদেবী মঠবাসিসেবকগণকে বস্ত্র দান করিয়াছেন, তজ্জন্যও গুরুমহারাজ তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন। অতঃপর পরমারাধ্য শ্রীল গুরু-মহারাজ শ্রীল পুরী-মহারাজ, গিরিমহারাজ, নরোত্তম, নারায়ণ প্রভু প্রভৃতি সহ বংশীবটঘাটে যমুনা-স্নানান্তে স্বয়ং স্বহস্তে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধা-গোবিন্দজিউর অভিষেক ও ষোড়শোপচার বিহিত পূজা সম্পাদন পূর্ব্বক শ্রীমৎ পুরীমহারাজ, নারায়ণ প্রভু প্রভৃতি সতীর্থগণকে বস্ত্রাদি দান দ্বারা যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করেন। অপরাহ্ণে ইম্‌লীতলা, সেবাকুঞ্জ, শ্রীরাধা-দামোদর, শ্রীল প্রভুপাদের পুষ্পসমাধিস্থান, শ্রীজীব, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ, শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীভূগর্ভ গোস্বামিপাদগণের সমাধিস্থান দর্শন ও বন্দনপূর্ব্বক শ্রীরাধা শ্যামসুন্দর ও শ্রীরাধাগোবিন্দ জিউর মন্দির দর্শনান্তে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তখনই সভা আরম্ভ করেন। প্রথমে সতীর্থ পূজ্যপাদ বন মহারাজকে স্বহস্তে মাল্যচন্দন দান করিয়া তাঁহাকে কিছু বলিতে বলেন। মহারাজ তাঁহার স্বভাব-সুলভ বাগ্মিতা-ক্রমে শ্রীধাম ও তথায় শ্রীভগবানের অষ্টকালীয় লীলা-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলে পরম পূজ্যপাদ গুরুমহারাজ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের পূত চরিতামৃত কীর্ত্তন করেন।

শ্রীল গুরুমহারাজ অদ্য তাঁহার আবির্ভাববাসরে শ্রীধাম-বৃন্দাবনস্থ প্রায় সকল সতীর্থকেই বস্ত্রাদি দ্বারা সম্বর্দ্ধনা করেন। পূজ্যপাদ শ্রীল বনমহারাজ, কৃষ্ণদাস বাবাজীমহা-রাজ, ভক্তিসার মহারাজ, নারায়ণ প্রভু, কেশব প্রভু, সুন্দর-গোপাল প্রভু, গৌরেন্দু প্রভু, হরীন্দু প্রভু, ঠাকুর দাস প্রভু, শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারীজী প্রভৃতি সকল সতীর্থ-কেই পরম পূজ্যপাদ গুরুমহারাজ যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনা করিয়া আমাদিগকে শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পূজাবিধি শিক্ষা দান করেন।

১১ই অগ্রহায়ণ—পূর্ব্বাহ্ণে মহোৎসব হয়। অপরাহ্ণে পরিক্রমা বাহির হয়। গতকল্য ১৫০ দেড়শত পুরুষ ও মহিলা ভক্ত সমভিব্যাহারে পরিক্রমা বাহির হইয়াছিল। অদ্যও তদ্রূপ। শ্রীল গুরু মহারাজের আনুগত্যে আমরা শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সমাধিকুঞ্জ, শ্রীকালিয়দহ, শ্রীপাদ গিরি মহারাজের মঠ, শ্রীপাদ বন মহারাজের ভজন-কুটীর, শ্রীরাধামদনমোহন জিউ, শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদের সমাধিমন্দির, দ্বাদশাদিত্য টিলা, শ্রীমদনমোহনের পুরাতন মন্দির, শ্রীঅদ্বৈতবট—শ্রীরাধামদনগোপাল প্রভৃতি দর্শন করি।

১২ই অগ্রহায়ণ—সকালে শ্রীবিল্ববন যাত্রা ও শ্রীলক্ষ্মী-দেবী দর্শন। গুরু মহারাজ শ্রীলক্ষ্মীমন্দিরে অনেক হরিকথা বলেন। শ্রীলক্ষ্মীজী ও শ্রীরাধিকাজী তত্ত্বতঃ এক হইলেও তন্মধ্যে রসগতবৈশিষ্ট্য আছে ইত্যাদি কথা হয়। যমুনা-পারাপারে বহু সময় লাগিয়াছিল। পার হইয়া বংশীবট ও শ্রীগোপীশ্বর দর্শনান্তে আমরা মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করি।

অপরাহ্ণে শ্রীঅমিয় নিমাই-গৌরাঙ্গ-মন্দিরে গোয়ালিয়র ষ্টেটের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীজগমোহন লাল শ্রীবাস্তব মধ্য-প্রদেশের অবসরপ্রাপ্ত আইনমন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি বিদ্বন্মণ্ডলিমণ্ডিতা সভার অধিবেশন হয়। সভাটি শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীধাম বৃন্দাবনে শুভাগমন-লীলা স্মরণার্থ

অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সভায় শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ, শ্রীমদ্ গুরু মহারাজ অর্থাৎ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ, শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ ভক্তি-হৃদয় বন মহারাজ প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। পণ্ডিত শ্রীবলরাম মিশ্র শাস্ত্রী মঙ্গলাচরণ করেন। পণ্ডিত শ্রীনৃসিংহ-বল্লভ গোস্বামী বেদান্তশাস্ত্রী সভার কার্য্য পরিচালনা করেন। বহু শিক্ষিত শ্রোতার সমাবেশ হইয়াছিল।

১৩ই অগ্রহায়ণ—আমরা শ্রীল গুরু মহারাজের শুভেচ্ছানুসরণে নিধুবন, শ্রীগোকুলানন্দ, শ্রীরাধারমণ, শ্রীরাধাগোপীনাথ, ৬৪ মহান্তের পুষ্পসমাধি প্রভৃতি দর্শন করি।

১৪ই অগ্রহায়ণ—শ্রীরাসপূর্ণিমাবাসর। এসময়ে শ্রীধাম বৃন্দাবনে বিশেষ কোন জাঁকজমক দর্শন করিলাম না। শ্রীমন্দিরের বিগ্রহগণকে শ্বেতবস্ত্রাদি পরিধান করাইয়া সখীগণ সহিত সিংহাসনে সংরক্ষিত করা হয়। শ্রীরাধা-দামোদরের বেশ শৃঙ্গার হইয়াছে শুনিলাম। শ্রীগোপীনাথ গর্ভমন্দিরের বাহিরে আসিয়াছেন দেখিলাম।

১৫ই অগ্রহায়ণ—আমরা অদ্য সকাল ৮ ঘটিকার মধ্যে প্রসাদ পাইয়া মঠের পার্শ্বস্থ শ্রীধামবৃন্দাবন ষ্টেশনে আসি এবং ৮-১৫ মিনিটের ট্রেণে মথুরা রওনা হই। তথা হইতে ১২-৫০মিঃ এর তুফান এক্সপ্রেসে আমরা বঙ্গদেশ ও আসামের যাত্রিগণ সহ কলিকাতা রওনা হই।

পরমপূজ্যপাদ শ্রীল গুরু মহারাজ শ্রীতীর্থ মঃ ও গিরি মঃ প্রভৃতি সহ শ্রীধাম বৃন্দাবনে অবস্থান পূর্ব্বক শুশ্রূষু মঠবাসী ও ধর্ম্মানুরাগী সজ্জনগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া গত ৬ই জানুয়ারী, ২১শে পৌষ সন্ধ্যায় কলিকাতা শ্রীমঠে নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহাকে দর্শন ও তাঁহার শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিবার জন্য প্রত্যহ শ্রীমঠে বহু সজ্জনের সমাবেশ হইতেছে। ২২শে পৌষ হইতে প্রত্যহ সন্ধ্যায় শ্রীল গুরু মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেছেন।

পরিক্রমা-শেষে

হ'ল অবসান পরিক্রমার হরিকীর্ত্তন মেলা।
সময় আসিল যাত্রিগণের দেশে ফিরিবার বেলা॥
মিলেছিল ধামে শ্রীবৃন্দাবনে ভকত সমূহ আসি।
ভারতের নানা প্রদেশ হইতে, বদনে মধুর হাসি॥
কাটে আনন্দে ভকত সঙ্গে পূর্ণ একটি মাস।
বিদায়ের কালে সবাই বিষাদে ছাড়িছে দীর্ঘশ্বাস॥
সবার বদনে পড়িয়াছে আজ বিষাদ মলিন ছায়া।
কাহারো নয়নে ঝরিছে অশ্রু কাঁপিছে কাহারো কায়া॥
যেভাবে কাটিল ভকত সঙ্গে মধুময় দিনগুলি।
তার স্মৃতিখানি জাগিছে হৃদয়ে উঠে মন উদ্বেলি॥
রাত্রি থাকিতে ঘণ্টা বাজিলে উঠিত সকলে জাগি।
বিছানা বাঁধার পড়ে হুড়াহুড়ি যাত্রা করার লাগি॥
তাড়াতাড়ি করি স্নান, আহ্নিক সমাপন করি সবে।
আরাত্রিকে যোগদান করে 'জয় গৌরহরি' রবে॥
তারপরে সবে বন্দনা করে গুরুদেব-শ্রীচরণ।
বৈষ্ণবগণে করিয়া প্রণতি যাত্রারও আয়োজন॥
মহাপ্রভুর পাল্কী লইয়া চলিত ভক্তগণ।
পশ্চাতে চলে সন্ন্যাসিগণ পরেতে অন্য জন॥
কীর্ত্তনমাঝে বাজে মৃদঙ্গ করতালধ্বনি সনে।
দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত হয় হরিগুণ কীর্ত্তনে॥
চৌরাশী ক্রোশ পদ-যাত্রায় ক্লেশ হয় অতিশয়।
তথাপি তাহারে কেহ নাহি গণে মানসে হর্ষ রয়॥
কণ্টকে ভরা দুর্গম পথ কঙ্কর নানাস্থানে।
হরিকীর্ত্তনে মাতোয়ারা হ'য়ে কেহ তাহা নাহি মানে॥
বেলা অবসানে প্রসাদ সেবন তাহাও শান্তি আনে।
অবসাদ কিবা দুঃখ বেদনা নাহি আসে কারো মনে॥
সন্ধ্যায় পুনঃ আরতির শেষে পাঠের আসর বসে।
গুরুবর্গের মুখে হরিকথা শুনি অবসাদ নাশে॥

এহেন বিধানে মহা উৎসাহে প্রতিটি দিবস কাটে।
কৃষ্ণলীলার স্মৃতি এঁকে দেয় মোদের মানস পটে॥
ভুলে যাই সব বিষয়ের কথা সংসার কলরোল।
হিংসা দ্বেষ, দ্বন্দ্ব কলহ বিবিধ গণ্ডগোল॥
একটি বিশেষ লক্ষ্য করিনু শ্রীধামবৃন্দাবনে।
সবার বদনে 'জয় রাধে' ধ্বনি পরাণে হর্ষ আনে॥
বালক, বৃদ্ধ, শূদ্র বা দ্বিজ ধনী কিবা নির্ধন।
অভিনন্দন-কালে সবে করে 'রাধা-শ্যাম' কীর্ত্তন॥
চিন্ময় ধাম ভগবান্ যেথা করিছে নিত্যলীলা।
সেই ধাম আজি ছেড়ে চলিবার আসিয়া পড়িল বেলা॥
এমন সময়ে ভাবিতেছি আমি এসময় আসে কেন।
বৈষ্ণব সহ মিলনের মেলা কেন বা ভাঙ্গিল হেন॥
আবার আমারে ফিরিতে হইবে গৃহের অন্ধকূপে।
ঘুরিতে হইবে দিবা ও রাত্রি মায়ার সেবকরূপে॥
পরিজন সেবা করিতে করিতে কাটিয়া যাইবে কাল।
ভুলিতে হইবে ভক্তগণের সঙ্গ-প্রভাবজাল॥
তাই ভাবি মোর গুরু গুরু করি কেঁপে উঠে হিয়াখানি।
কেমনে কাটাব সময় আমার হৃদয়ে ধৈর্য্য আনি॥
বিদায় লইনু ওগো ধামবাসী ওগো ব্রজমণ্ডল।
তোমাদের সেবা ছাড়িয়া চলিনু যেথায় বিষয়ানল॥
বিষয় মাঝারে থাকিয়াও যেন তোমায় স্মরণ করি।
তোমার আশিসে শ্রীহরিরে যেন স্মরিগো হৃদয় ভরি॥
চিরকালতরে সংসার ত্যজি এহেন সুকৃতি নাই।
তোমার কৃপায় শ্রীহরিরে যেন হৃদয় মাঝারে পাই॥
তোমার চরণে ভ্রমবশে যদি অপরাধ হয় মোর।
ক্ষমা করি ওগো করহ আশিস কাটে যেন মায়া ঘোর॥
ক্ষমা কর ওগো বৈষ্ণবগণ করুণার অবতার।
সেবাহীন জনে কৃপা কর যেন ঘুচে দুষ্কৃতি ভার॥

শ্রীবিভুপদ পণ্ডা

বর্ষশেষে নিবেদন

শ্রীচৈতন্যবাণী মাসিক বার্ত্তাবহের তৃতীয় বর্ষ অতিক্রান্ত হইল। যে সকল নিঃশ্রেয়সার্থী সজ্জন কায়-মনোবাক্যে শ্রীচৈতন্যবাণী অনুশীলন করিয়াছেন, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ইহার প্রতিটী শব্দ পঠন ও চিন্তা করিয়াছেন, সর্ব্বাগ্রে সেই সকল সুসংস্কৃত চিত্ত ব্যক্তিগণের চরণে প্রণত হইয়া এই কৃপা ভিক্ষা চাহিতেছি, তাঁহারা আমার ন্যায় হরিবিমুখ কৃষ্ণেতর কথায় রুচিবিশিষ্ট ব্যক্তিকে শ্রীচৈতন্যবাণী-পঠন পাঠনে রুচি প্রদান করুন। সুস্বাদু ভক্ষ্যবস্তু প্রিয় বন্ধুগণের নিকট পাঠাইলে যদি তাঁহারা তাহার অনাদর করেন অথবা বাহ্যতঃ আদরের ভাণ দেখাইয়া তত্ত্বতঃ গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে প্রেরকগণের চিত্তের প্রসন্নতা হয় না; কারণ যে উদ্দেশ্যে তাঁহারা উৎসাহের সহিত ক্লেশ করিয়াছেন, তাহার প্রকৃত সার্থকতা সাধিত হয় না। এইজন্য সহৃদয় গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন—তাঁহারা শ্রীচৈতন্যবাণী বার্ত্তাবহে পরিবেশিত বাণীসমূহ যথার্থতঃ পঠন পাঠনরূপ অনুশীলনের দ্বারা গ্রহণ করতঃ প্রেরকগণকে কৃতার্থ করুন। যদি কোথায়ও তাঁহাদের সন্দেহ ও প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, তাহা শ্রীচৈতন্যবাণী-কীর্ত্তন-সেবায় সমর্পিত-প্রাণ ব্যক্তিগণ জানিতে পারিলে উৎসাহিত হইবেন এবং উক্ত সন্দেহসমূহ নিরসনের যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

ভক্তিসাধনের দুইটী দিক্ আছে—একটী অন্বয়, অপরটী ব্যতিরেক দিক্। শ্রীকৃষ্ণকার্ষ্ণে চিত্তের আসক্তি যাহাতে হয়, তাহাই করণীয়, তাহাকে অন্বয়মুখী সাধন বলে, কৃষ্ণেতর বস্তুতে চিত্তের আসক্তি অকরণীয় অর্থাৎ নিষিদ্ধ অর্থাৎ উহাই ব্যতিরেক সাধন। শ্রীকৃষ্ণকার্ষ্ণে প্রীতি-লাভের শ্রেষ্ঠ উপায় সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে তাঁহাদের প্রসঙ্গ করা, নিরন্তর কৃষ্ণকথা শ্রবণ কীর্ত্তনকারী ব্যক্তির ইতর প্রসঙ্গের অবসর থাকে না। কৃষ্ণেতর বস্তুতে ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিয়োগ করিলে, কৃষ্ণেতর কথার শ্রবণ কীর্ত্তনে সময় অতিবাহিত করিলে কৃষ্ণেতর বস্তুতে

আসক্তি অবশ্যম্ভাবী। এইজন্য নিঃশ্রেয়সার্থী কৃষ্ণেতর কথা হইতে নিবৃত্ত হইবেন। সাধকগণের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ —

"গ্রাম্যকথা না শুনিবে গ্রাম্যকথা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥
অমানী মানদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে॥" চৈঃ চঃ

প্রেয়ঃপথের অশুভ পরিণতি ও শ্রেয়ঃপথের নিত্য মঙ্গলপ্রদত্ব অনুভবকারী সুকৃতিমান্ সজ্জনগণ স্বয়ং শ্রীচৈতন্যবাণী অনুশীলন করিবেন এবং অপর প্রেয়ঃপথানুগামী দুর্গত জীবগণকেও এই অপ্রাকৃত বাণী অনুশীলনে প্রোৎসাহিত করিবেন, ইহা দ্বারাই জগজ্জীবের স্থায়ী মঙ্গল সাধিত হইবে।

বর্ত্তমান বিশ্বের ও দেশের অশান্ত পরিস্থিতিতেও আমাদের সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে নৈতিক ও অধ্যাত্মশক্তিই মানুষের প্রকৃত বীর্য্যবত্তা, উহা নষ্ট হইলে মনুষ্যের, দেশবাসীর বা বিশ্ববাসীর নাশ অনিবার্য্য। সুতরাং যে যে কার্য্যের দ্বারা নৈতিকমান ও অধ্যাত্মশক্তি বর্দ্ধিত হয়, তদ্বিষয়ে আমাদের মুখ্যভাবে প্রচেষ্টা করা কর্ত্তব্য, কারণ তদ্দ্বারাই পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সমস্ত বিভাগে সুশৃঙ্খলতা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে সুসংহতভাবে সম্মুখীন হওয়ার প্রকৃত বীর্য্যবত্তা আসিবে।

বর্ত্তমান বৎসরে সপার্ষদ শ্রীল আচার্য্যদেব এবং আচার্য্যাশ্রিত প্রচারকবৃন্দ কর্ত্তৃক উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানে (জালন্ধর, লুধিয়ানা, অমৃতসর, হোসিয়ারপুর, জগদ্ধ্রী, দেরাদুন, মুজঃফরনগর, আগ্রা, হাটরাস), নিউদিল্লী, হায়দরাবাদ, বাংলা ও আসামের বিভিন্ন স্থানে বিপুলভাবে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিত হইয়াছে; বিশেষতঃ জালন্ধরে (পাঞ্জাব) শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবোপলক্ষে বিরাট্ ধর্ম্ম-সম্মেলনের আয়োজন করিয়া তদ্দেশবাসিগণের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা ও আর্ত্তি-জ্ঞাপন-সংবাদশ্রবণে গৌরদাসানুদাসমাত্রই অতীব উল্লসিত হইয়াছেন। কলিকাতা মঠের শ্রীজন্মাষ্টমী ও বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মসভাসমূহে, নগর-সঙ্কীর্ত্তন ও রথযাত্রায় কলিকাতার বিশিষ্ট নাগরিকগণ এবং নরনারী নির্ব্বিশেষে জনসাধারণ বিপুল সংখ্যায় যোগদান করিয়া শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারকার্য্যে আমাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন। নদীয়া জেলার চাকদহ মিউনিসিপালিটীর অন্তর্গত যশড়াস্থিত শ্রীমঠের অন্যতম শাখা শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের শ্রীপাট—সুপ্রাচীন শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের বার্ষিক উৎসব ও শ্রীজগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা উৎসবে সহস্র সহস্র নরনারীর যোগদানে উক্ত শ্রীপাটের প্রচার উত্তরোত্তর সম্বর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া সজ্জনমাত্রই উল্লসিত ও উৎসাহিত হইয়াছেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীমন্দিরের প্রচুর সংস্কারকার্য্যও ইতোমধ্যে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীবৃন্দাবন মঠে পাঞ্জাবের দুই ব্যক্তি দুইটী নূতন সেবকখণ্ড নির্ম্মাণের পূর্ণানুকূল্য করিয়া উক্ত মঠের সেবাসমৃদ্ধি সম্পন্ন করিয়াছেন, উড়িষ্যা ও বাংলার আরও দুই ব্যক্তির অর্থানুকূল্যে আরও দুইটী সেবকখণ্ডের নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। কৃষ্ণনগর গোয়াড়ীবাজারস্থ শ্রীমঠের অন্যতম শাখা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে ধর্ম্মসভাসমূহে ও রথযাত্রায় স্থানীয় বিশিষ্ট নাগরিকগণ ও অগণিত নরনারী যোগদান করিয়া শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারে উৎসাহ প্রদান করেন। শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসবে সহস্র সহস্র নরনারীর সমাগম হইয়াছিল। শ্রীমঠের নিয়ামকত্বে শ্রীকেদারনাথধাম ও শ্রীবদরীনাথধাম দর্শন ও পরে মাসব্যাপী শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা শ্রীল আচার্য্যদেবের পাদপদ্মানুসরণে পদব্রজে সুসম্পন্ন হইয়াছে। বক্তৃতা, কীর্ত্তন, নগরসংকীর্ত্তন, লুপ্ততীর্থের পুনঃ প্রচার, শুদ্ধভক্তিগ্রন্থপ্রচার, শ্রীবিগ্রহের সেবাপ্রকাশ ও উৎসবাদির দ্বারা বহুবিধভাবে শ্রীচৈতন্যবাণী ও শ্রীচৈতন্য-মহিমা প্রচারের জন্য শ্রীমঠের বিপুল প্রচেষ্টার সংবাদে শ্রীগৌরজনগণ ও তাঁহাদের কিঙ্করগণ প্রচুর সুখানুভব করিবেন।

পরিশেষে শ্রীচৈতন্যবাণী-সেবায় আত্মনিয়োগকারী লেখকগণ, পরিচালকগণ ও গ্রাহকগণ সকলেরই আমি কৃপা প্রার্থনা করিতেছি, তাঁহারা সকলে প্রসন্ন হউন এবং শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বাণী প্রচারে যোগ্যতা প্রদান করুন।

—সম্পাদক

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-মহোৎসব

বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিপূজা উপলক্ষে শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও তৎশাখামঠসমূহে বিগত ৪ নারায়ণ, ১৮ পৌষ, ৩ জানুয়ারী শুক্রবার বিরহ-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

শ্রীল প্রভুপাদের তিরোভাব-তিথিপূজার বিশেষ অনুষ্ঠান শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি-স্বামী ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের সেবা-নিয়ামকত্বে শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শাখামঠে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হয়। উক্ত দিবস পূর্ব্বাহ্ণ হইতে শ্রীল প্রভুপাদ-বন্দনা, তন্মহিমাসূচক স্তবাবলী ও বৈষ্ণবমহিমাত্মক পদাবলী কীর্ত্তন ও শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে শ্রীমঠ মুখরিত হইয়া উঠে। শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীল প্রভুপাদাশ্রিত শিষ্য ও প্রশিষ্যগণ সকলেই এবং স্থানীয় ব্রজবাসিগণও এই মহৎ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। মধ্যাহ্নে ভোগরাগ ও আরাত্রিকান্তে সমবেত যোগদানকারী ভক্তবৃন্দকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। রাত্রিতে শ্রীল আচার্য্যদেব ও শ্রীপাদ ইন্দুপতি ব্রহ্মচারী শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ও দানবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন।

কলিকাতাস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে উক্ত তিথিপূজা উপলক্ষে ১৮ পৌষ হইতে ২০ পৌষ পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিলাস ভারতী মহারাজ, ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ, এম্-এ, শ্রীপাদ বলরাম ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ অচিন্ত্য গোবিন্দ ব্রহ্মচারী শ্রীল প্রভুপাদের পূত চরিত্র ও শিক্ষা সম্বন্ধে বিভিন্ন দিনে ভাষণ প্রদান করেন। ১৮ পৌষ শুক্রবার শ্রীল প্রভুপাদের তিরোভাব তিথিপূজা বাসরে অনুষ্ঠিত মহোৎসবে বহু শত নরনারী মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়াছেন।

শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের চরিত্র মহিমা সম্বন্ধে সান্ধ্য সভায় ভাষণ প্রদান করেন। উক্ত মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ আশ্রম মহারাজের প্রযত্নে মধ্যাহ্নে মহোৎসবের আয়োজন হইয়াছিল।

শ্রীমঠের অন্যান্য শাখামঠসমূহেও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

বিরহ-সংবাদ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্যের কৃপাভিষিক্তা শ্রীকান্তমণি দাসী (কুসুমের মাতা) শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থান শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পল্লীতে অবস্থান করতঃ সুদীর্ঘকাল শ্রীযোগপীঠের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। বিগত ২৫ অগ্রহায়ণ (১৩৭০) বৃহস্পতিবার পক্ষবর্দ্ধিনী মহাদ্বাদশীর উপবাস দিবস শ্রীমন্মহাপ্রভুর মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানে মধ্যাহ্নকালে হরিনাম শ্রবণ করিতে করিতে অনুমান প্রায় ৭২ বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করায় তাহা তাঁহার পরম সৌভাগ্যের সূচনা করিয়াছে।

গত ২৭ পৌষ, ১২ জানুয়ারী রবিবার কৃষ্ণ-ত্রয়োদশী তিথিবাসরে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষের কৃপাপ্রাপ্ত শ্রীঅদ্বৈত দাসাধিকারী (শ্রীঅনাথ চন্দ্র বর্ম্মণ) আসাম প্রদেশস্থ গোয়ালপাড়া জেলার সিদ্‌লী গ্রামে নিজালয়ে নির্য্যাণ লাভ করিয়াছেন। তাঁহার স্বধাম প্রাপ্তির পূর্ব্বে সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠসেবক পণ্ডিত শ্রীপাদ দীননাথ বনচারী তাঁহার বাটীতে সপ্তাহব্যাপী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ কালে উক্তদিবস শ্রীভাগবতপাঠান্তে শ্রীঅদ্বৈতদাসপ্রভু হরিনাম শ্রবণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার সহধর্ম্মিণী, চারি পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি বিগত ২১ মাঘ, ১৩৬১, ৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৫ শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচরণাশ্রয় করতঃ শ্রীনাম ও মন্ত্র-দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্রমশঃ তাঁহার বাটীস্থ সকলে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-কার্ষ্ণ সেবাব্রতী হইয়াছেন। তিনি তাঁহার জীবদ্দশায় এক সময়ে শ্রীল আচার্য্যদেবকে বিশেষ জাঁকজমকের সহিত সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করতঃ নিজগ্রামে নিজালয়ে আনয়ন করিয়া শ্রীগৌরবাণী প্রচারের এবং মহোৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বধাম প্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই বিরহসন্তপ্ত।

তাঁহার যোগ্য পুত্র শ্রীসজ্জনকিঙ্কর দাসাধিকারী একাদশাহে সাত্বত শাস্ত্রবিধানানুসারে পিতৃদেবের পারলৌকিক কৃত্য ও বিরহ-মহোৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন।

Regd. No. C-4329

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যবাণী

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

তৃতীয় বর্ষ

[১৩৬৯ ফাল্গুন হইতে ১৩৭০ মাঘ]

(১ম-১২শ সংখ্যা)

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ব্রহ্মমাধ্ব-গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর পরমারাধ্য
১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি প্রভুপাদের
পরমপ্রিয়তম অধস্তন পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য পরমারাধ্য
ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী
বিষ্ণুপাদ-কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ এম্-এ

সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ

কলিকাতা ৩৫ নং সতীশ মুখার্জ্জী রোডস্থ
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে 'শ্রীচৈতন্যবাণী'
প্রেসে শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী
বিদ্যারত্ন বি-এস্.সি কর্ত্তৃক মুদ্রিত
ও প্রকাশিত।

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস—২৫/১ প্রিন্স্ গোলাম মহম্মদ সাহ রোড, টালিগঞ্জ (কলিকাতা-৩৩)

শ্রীচৈতন্যবাণীর প্রবন্ধ-সূচী

তৃতীয় বর্ষ

[১ম—১২শ সংখ্যা]

প্রবন্ধ-পরিচয় — সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
ঈশোদ্যান
পোঃ ও টেলিঃ—শ্রীমায়াপুর
জিলা ঃ—নদীয়া

১৮ নারায়ণ, ৪৭৭ শ্রীগৌরাব্দ;
৩ মাঘ, ১৩৭০; ১৭ জানুয়ারী, ১৯৬৪

বিপুল সম্মান পুরঃসর নিবেদন,—

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নিত্য পার্ষদ, বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপানুসরণে তদীয় প্রিয় পার্ষদ ও অধস্তনবর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ **পরিব্রাজক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের** সেবানিয়ামকত্বে আগামী ২৩ গোবিন্দ, ৭ চৈত্র, ২১ মার্চ্চ শনিবার হইতে ১ বিষ্ণু (৪৭৮ শ্রীগৌরাব্দ), ১৫ চৈত্র, ২৯ মার্চ্চ রবিবার পর্য্যন্ত পর পৃষ্ঠায় বর্ণিত পরিক্রমা ও উৎসবপঞ্জী অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি এবং ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ তীর্থরাজ—শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তির পীঠস্বরূপ **১৬ ক্রোশ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমণ** এবং শ্রীমঠে বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠানের বিরাট্ আয়োজন হইবে।

মহাশয়, সবান্ধব উপরি উক্ত ভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে পরমোৎসাহিত হইব। ইতি—

নিবেদক—
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু—শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ, সেক্রেটারী
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু—শ্রীভক্তিপ্রসাদ আশ্রম, মঠরক্ষক

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—পরিক্রমায় যোগদানকারী ব্যক্তিগণ নিজ নিজ বিছানা ও মশারি সঙ্গে আনিবেন। যোগদান করিবার সুযোগ না হইলে দ্রব্যাদি ও অর্থাদি দ্বারা সহায়তা করিলেও ন্যূনাধিক ফললাভ ঘটিয়া থাকে। সজ্জনগণ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমণোপলক্ষে সেবোপকরণাদি বা প্রণামী শ্রীমঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ আশ্রম মহারাজের নামে উপরি উক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে পারেন।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৫.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ২.৭৫ নঃ পঃ, প্রতি সংখ্যা .৫০ নঃ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।